ভক্তিরসামৃত সিন্ধুঃ

সন ১২৯৮ সাল ২ বৈশাখ

দ্বিতীয় সংস্করণ

জন্মান্তরীণ অপরাধে পামরচিত্ত হইয়াছেন, অতএব কৃষ্ণপ্রেম দুর্লভ, এই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর কণামাত্রও আস্বাদন করিতে পারিলে সংসার হইতে নিস্তার পাইবেন, নতুবা জন্ম জন্ম সংসারভোগ করিতে হইবেক। ইত্যলং বিস্তরেণ॥

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন।
হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা
বহরমপুর রাধারমণযন্ত্র।
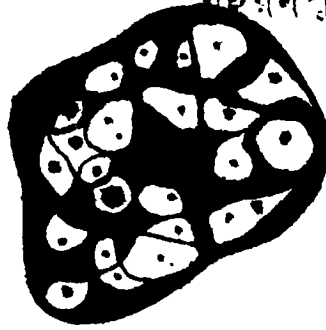
দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দ্বিতীয়সংস্করণ প্রকাশ হইল, প্রথমসংস্করণ অনুগ্রাহক গ্রাহক বর্গের অনুগ্রহে সমুদয় শেষ হইয়াছে, এইবার দ্বিতীয় সংস্করণ পণ্ডিতগণদ্বারা বিশেষ সংশোধন পূর্ব্বক প্রকাশ হইল, পূর্ব্বাপেক্ষা ইহার অনেকাংশে সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ পরিশুদ্ধ হইল, এখন ইহাতে বৈষ্ণবধর্ম্মপিপাসু ও ধর্ম্মসংস্থাপক বৈষ্ণব-গ্রাহকগণের কৃপাদৃষ্টি পতিত হইলেই আমার কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমের সার্থকতা হইবে।

[illegible] পল্লবনয়া।

[illegible]নারায়ণবিদ্যারত্ন।

নির্ঘণ্ট পত্র।

পূর্ববিভাগ।

প্রেম লহরী

দক্ষিণ বিভাগ ॥

বিভাব লহরী

বিষয়।	পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি
অথ ব্যভিচারী	৪৪২	৩
নির্ব্বেদ	৪৪৩	৮
বিষাদ	৪৪৬	৮
দৈন্ত	৪৫০	১
গ্লানি	৪৫২	৬
শ্রম	৪৫৫	৬
মদ	৪৫৭	৩
গর্ব্ব	৪৫৯	৮
শঙ্কা	৪৬২	৯
ত্রাস	৪৬৫	৪
আবেগ	৪৬৭	৩
উন্মাদ	৪৭৬	২
অপস্মার	৭৭৮	৮
ব্যাধি	৪৮০	৮
মোহ	৪৮১	৭
মৃতি	৪৮৫	২
আলস্য	৪৮৬	৮
জাড্য	৪৮৮	৩
ব্রীড়া	৪৯১	১
অবহিত্থা	৪৯৩	১
স্মৃতি	৪৯৯	১
বিতর্ক	৫০০	১
চিন্তা	৫০২	৩
মতি	৫০৪	৭
ধৃতি	৫০৬	৬

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ।

—•—০ঃ৵ঃ০——

পূর্ব্ববিভাগঃ

—০—

প্রথমলহরী সামান্য ভক্তিঃ।

অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ, প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ।
কলিতশ্যামা ললিতো, রাধাপ্রেয়ান্ বিধু র্জয়তি ॥ ১ ॥

শ্রীমদ্রাধাগোবিন্দৌ জয়তাং।

সনাতনসমো যস্য জ্যায়ান্ শ্রীমান্ সনাতনঃ।
শ্রীবল্লভোঽনুজঃ সোঽসৌ শ্রীরূপো জীবসদ্গতিঃ ॥

অথ শ্রীমান্ সোঽয়ং গ্রন্থকারঃ সকলভাগবতলোকহিতাভিলাষপরবশতয়া প্রকাশিতৈঃ স্বহৃদয়দিব্যকমলকোষবিলাসিভিঃ শ্রীমদ্ভাগবতরসৈরেব ভক্তিরসামৃতসিন্ধুনামানং গ্রন্থমপূর্ব্বরচনমাচিন্বানঃ সুবর্ণয়িতব্যস্যৈব চ সর্ব্বোত্তমতাং নিশ্চিন্বান স্তদ্ব্যঞ্জনয়ৈব মঙ্গলমাসঞ্জয়তি এবং সর্ব্ব এব গ্রন্থোঽয়ং মঙ্গলরূপ-

---

যাঁহার পরমানন্দ মূর্ত্তি বক্ষ্যমাণ দ্বাদশ রসের * আশ্রয়-স্বরূপ, প্রসরণশীল কান্তি দ্বারা তারকা ও পালিকা-নাম্নী গোপীদ্বয় যাহার বশীভূতা হইয়াছেন এবং যিনি শ্যামা ও ললিতাকে আত্মসাৎ করিয়াছেন শ্রীরাধার অতিশয় প্রীতি কর্ত্তা সমস্ত দুঃখ নাশন নিখিল সুখপ্রদ সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন ॥ ১ ॥

---

* শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, অদ্ভুত ও বীভৎস। এই দ্বাদশ রস ॥

ইতি চ বিজ্ঞাপয়তি অখিলেতি। বিধুঃ শ্রীকৃষ্ণো জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। যদ্যপি বিধুঃ শ্রীবৎসলাঞ্ছন ইতি সামান্যভগবদাবির্ভাবপর্য্যায়-স্তথাপি বিধুনোতি খণ্ডয়তি সর্ব্বদুঃখং অতিক্রামতি সর্ব্বঞ্চেতি। যদ্বা। বিদ-ধাতি করোতি সর্ব্বসুখং সর্ব্বঞ্চেতি নিরুক্তেঃ পর্য্যবসানে বিচার্য্যমাণে তত্রৈব বিশ্রান্তেঃ অসুরাণামপি মুক্তিপ্রদত্বেন স্ববৈভবাতিক্রান্তসর্ব্বত্বেন পরমাপূর্ব্বস্বপ্রেমমহাসুখপর্য্যন্তসুখবিস্তারকত্বেন স্বয়ং ভগবত্বেন চ তস্যৈব প্রসিদ্ধেঃ। অতএব অমরেণাপি তৎপ্রাধান্যেনৈব তানি নামানি প্রোক্তানি। বসুদেবোঽস্য জনক ইত্যাদ্যুক্তেঃ। এতদেব সর্ব্বং জয়তীত্যর্থেন স্পষ্টীকৃতং। সর্ব্বোৎকর্ষেণ বৃত্তির্নাম তত্তদেবেতি। অতএব প্রাকট্যসময়মাত্রদৃষ্ট্যা যা লোকস্য অপ্রতীতিঃ তস্যাঃ নিরাসকো বর্ত্তমানপ্রয়োগঃ। তথাচ প্রমাণানি। বিজয়রথকুটুম্ব ইত্যাদৌ। যমিহ নিরীক্ষ্য হতা গতাঃ স্বরূপমিতি। স্বয়ন্তু-সাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ। বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোক-পালৈঃ কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ ॥ ইতি। যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারু-কর্ণং ভ্রাজৎকপোলসুভগং সুবিলাসহাসং। নিত্যোৎসবং ন ততৃপু দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ ইতি। কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়তবেণুগীত,-সম্মোহিতার্য্য চরিতান্ন চলেত্রিলোক্যাং। ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ইতি। যন্মর্ত্ত্য-লীলৌপয়িকং স্বযোগ-মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতং। বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গমিতি। এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি। জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদ ইত্যাদি শ্রীভাগ-বতে। অথ তত্তদুৎকর্ষহেতুং স্বরূপলক্ষণমাহ। অখিলাঃ রসাঃ বক্ষ্যমাণাঃ শান্তাদ্যাঃ দ্বাদশ যস্মিন্ তাদৃশমমৃতং পরমানন্দ এব মূর্ত্তির্যস্য সঃ। আনন্দমূর্ত্তিমুপগুহ্যেতি। ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্ত ইতি। মল্লানাম-শনিরিত্যাদি শ্রীভাগবতাৎ। তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ তং রসয়েদিতি শ্রীগোপালতাপনীভ্যশ্চ। তত্রাপি রসবিশেষবিশিষ্টপরিকর-বৈশিষ্ট্যেন আবির্ভাববৈশিষ্ট্যং দৃশ্যতে। অতএবাদিরসবিশেষবিশিষ্টসম্বন্ধেন নিতরাং॥ তথা গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধ-

মনন্তসিন্ধুং। দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপমেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্যেতি। ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যৈকপদং বপুর্দধদিত্যাদি। তত্রাতিশুশুভে তাভিরিত্যাদি শ্রীভাগবতে। তাসুচ গোপীষু মুখ্যাঃ দশ ভবিষ্যোত্তরে শ্রূয়ন্তে যথা। গোপালী পালিকা ধন্যা বিশাখাদ্যা ধনিষ্ঠিকা। রাধানুরাধা সোমাভা তারকা দশমী তথেতি। বিশাখা ধ্যাননিষ্ঠিকেতি পাঠান্তরং। তথেতি দশম্যপি তারকানাম্নৈবেত্যর্থঃ। দশমীত্যেকং নাম বা। স্কান্দে প্রহ্লাদসংহিতায়াং। দ্বারকামাহাত্ম্যে চ॥ ললিতোবাচেত্যাদৌ মুখ্যাস্বষ্টসু পূর্ব্বোক্তাভ্যোঽন্যা ললিতা শ্যামলা শৈব্যা পদ্মা ভদ্রাশ্চ শ্রূয়ন্তে। পূর্ব্বোক্তাস্তু রাধা ধন্যা বিশাখাশ্চ, তদেতদভিপ্রেত্য তত্রাপি মুখ্যমুখ্যাভিরুত্তরোত্তরং বৈশিষ্ট্যং দর্শয়িতুমবরমুখ্যে দ্বে তারকাপালী তাবন্নিষ্কৃষ্য তাভ্যাং বৈশিষ্ট্যমাহ প্রস্মরেতি। প্রস্মরাভিঃ প্রসরণশীলাভিঃ রুচিভিঃ কান্তিভীঃ রুদ্ধে বশীকৃতে তারকাপালী যেন সঃ। পালিকেতি সংজ্ঞায়াং কণবিধানাৎ। পালীতি দীর্ঘান্তোঽপি কচিদ্দৃশ্যতে। অথ মধ্যমমুখ্যাভ্যামাহ, কলিতে আত্মসাৎকৃতে শ্যামা শ্যামলা ললিতা চ যেন সঃ। অথ পরমমুখ্যয়া আহ রাধায়াঃ প্রেয়ান্ অতিশয়েন প্রীতিকর্ত্তা। ইগুপধজ্ঞাপ্রীগৃকিরঃ ক ইতি কর্ত্তরি কপ্রত্যয়োবিধেয়ঃ অতএব অস্যা এবাসাধারণ্যমালোক্য পূর্ব্ববদ্ যুগ্মত্বেনাপি নেয়ং নির্দ্দিষ্টা। অতস্তস্যা এব প্রাধান্যং পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে উত্তরখণ্ডে তৎকুণ্ডপ্রসঙ্গে। যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা। সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা। অতএব মাৎস্য স্কান্দাদৌ, শক্তিত্বসাধারণ্যেন অভিন্নতয়া গণনায়ামপি তস্যা এব বৃন্দাবনে প্রাধান্যাভিপ্রায়েণাহ। রুক্মিণী দ্বারবত্যান্তু রাধা বৃন্দাবনে বনে। ইতি॥ তথাচ বৃহদ্‌গৌতমীয়ে তস্যা এব মন্ত্রকথনে॥ দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ইতি। ঋক্‌পরিশিষ্টশ্রুতাবপি। রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেষ্বিতি *। অতএবাহ।

---

* রাধিকা দেবী পরেত্যন্বয়ঃ। যতঃ কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণাত্মিকা তথাপি পরদেবতা কৃষ্ণার্চ্চিকা সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী নিখিলানাং লক্ষ্মীণাং অংশিরূপা সর্ব্বাসাং কান্তিরিচ্ছা পূজ্যত্বাভিলাষো যস্যাং সা সম্মোহিনী কৃষ্ণানুরঞ্জিকেতি শ্লোকার্থঃ। বিভ্রাজন্তে-বিভাজতে, আ সর্ব্বত্র, ইতি শ্রুতি পদার্থঃ।

অনয়ারাধিতো নূনমিত্যাদি। অথ শ্লেষার্থব্যাখ্যা। তত্রৈব শ্লেষেণোপমাং সূচয়ংস্তয়া অর্থবিশেষং পুষ্ণাতি। সর্ব্বলৌকিকালৌকিকাতীতেঽপি তস্মিন্ লৌকিকার্থবিশেষোপমাদ্বারা লোকানাং বুদ্ধিপ্রবেশঃ স্যাদিতি কেনাপ্যংশেন উপমেয়ং। সর্ব্বতমস্তাপজদুঃখশমকত্বেন সর্ব্বসুখপ্রদত্বেন চ তত্র পূর্ব্ববন্নিরুক্তিপর্য্যবসানে বিচার্য্যমাণে রাকাপতেরেব বিধুত্বং মুখ্যং পর্য্যবস্যতীতি সর্ব্বতঃ প্রভাবাৎ পূর্ণত্বাংশেন চ এবং সূর্য্যাদীনাং তাপশমনত্বাদিনাস্তীতি নোপমানযোগ্যতা। ততো বিধুঃ সর্ব্বত উৎকর্ষেণ বর্ত্তত ইতি লভ্যতে। এবং বর্ত্তমানপ্রয়োগাংশস্য প্রতিঋতুরাজমেব তত্তদ্রূপতয়ানুবৃত্তেঃ। এবং বিশেষ্যে সাম্যং দর্শয়িত্বা বিশেষণেঽপি সাম্যং দর্শয়তি অখিলেত্যাদিভিঃ। অখিলঃ অখণ্ডঃ রসঃ আস্বাদো যত্র তাদৃশমমৃতং পীযূষং তদাত্মিকৈব মূর্ত্তির্মণ্ডলং যস্য। অত্র শব্দেন সাম্যং রসনীয়ত্বাংশেনার্থেনাপি যোজ্যং। তথা প্রসৃমরাভিঃ রুচিভিঃ কান্তিভী রুদ্ধা আবৃতা তারকাণাং পালিঃ শ্রেণী যেন। ইতি পূর্ব্ববৎ নিজকান্তিবশীকৃতকান্তিমতীগণ বিরাজমানত্বাংশেনার্থেনাপি জ্ঞেয়ং। কলিতমুরীকৃতং শ্যামায়াঃ রাত্রেঃ ললিতং বিলাসো যেন ইতি রাত্রিবিলাসিত্বেনার্থেনাপি জ্ঞেয়ং। তথা, শ্যামা তু গুগ্‌গুলৌ-। অপ্রসূতাঙ্গনায়াঞ্চ তথা সোমলতৌষধ্যৌ। ত্রিবৃতা শারিকা গুন্দ্রা নিশা কৃষ্ণা প্রিয়ঙ্গুষিতি বিশ্বপ্রকাশাৎ। তথা রাধায়াং বিশাখানাম্ন্যাং তারায়াং প্রেয়ান্ অধিকপ্রীতিমান্। ঋতুরাজঃ পূর্ণিমায়াং তদনুগামিত্বাৎ ইতি তদনুগতিমাত্রসাধ্যস্ববৈভববিজ্ঞত্বাংশেনার্থেনাপি জ্ঞেয়ং। উপমানস্য চৈতানি বিশেষণান্যুৎকর্ষবাচকানি সূর্য্যাদেস্তাদৃশমূর্ত্তিত্বাভাবাৎ তারানাশনক্রিয়ত্বেন তৎসাহিত্যশোভিতত্বাভাবাৎ সুখবিশেষকররাত্রিবিলাসাভাবাৎ তাদৃশবিজ্ঞত্বানভিব্যক্তেশ্চেতি। সিদ্ধান্তরসভাবানাং ধ্বন্যলঙ্কারয়োরপি। অনন্তত্বাৎ স্ফুটত্বাচ্চ ব্যজ্যতে দুর্গমস্ত্বিহ। লিখনং সর্ব্বমেবাস্মিন্নাশঙ্কানাশগর্ভিতং। বৃথেত্যাশঙ্কয়া তত্র নাবধেয়মবুদ্ধিভিঃ। গ্রন্থকৃতাং স্বারস্যাৎ কতিচিৎ, পাঠাস্ত যে ময়া ত্যক্তাঃ। নাত্রানিষ্টং চিন্ত্যং, চিন্ত্যং তেষামভীষ্টং হি ॥ ১ ॥

---

* তয়া--উপনয়া। (১) প্রতি বসন্তমেব তত্তদ্রূপতয়া রাধাপ্রেয়স্ত্বাদি রূপতয়া অত্র ঋতুরাজেতি সামান্যোক্তাবপি বৈশাখ তাৎপর্য্যং।

হৃদি যস্য প্রেরণয়া, প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং, বন্দে চৈতন্যদেবস্য ॥ ২ ॥
বিশ্রামমন্দিরতয়া, তস্য সনাতনতনো র্মদীশস্য।
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, র্ভবতু সদায়ং প্রমোদায় ॥ ৩ ॥

অথ নিজভক্তিপ্রবর্ত্তনেন কলিযুগপাবনাবতারং বিশেষতঃ স্বাশ্রয়চরণকমলং শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং ভগবন্তং নমস্করোতি হৃদীতি। হৃদ্বিষয়প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতঃ অস্মিন্ সন্দর্ভে ইতি শেষঃ। বরাকরূপ ইতি। স্বয়ং দৈন্যেনোক্তং সরস্বতী তু তদসহমানা বরং শ্রেষ্ঠং আ সম্যক্ কায়তি শব্দায়ত-ইতি সংকবিতায়ামপি তৎপ্রেরণয়ৈব প্রবৃত্তিঃ স্যান্নান্যথেতি অপেরর্থঃ ইতি তদ্দ্বারেণৈব তমেব স্তাবয়তি ॥ ২ ॥

অথ নিজেষ্টদেবাবতারত্বেন নিজগুরুং স্তবন্ প্রার্থয়তে বিশ্রামেতি। ভক্তিরসরূপস্যামৃতস্য সিন্ধুরিবেতি তন্নামায়ং গ্রন্থঃ তস্য শ্রীকৃষ্ণাখ্যস্য মদীশস্য সদা স্বেনৈব রূপেণ স্থিতস্যৈব সদা প্রকাশিতনানান্যরূপতনো র্যা সনাতননাম্নী তনুস্তস্যাঃ বিশ্রামমন্দিরতয়া তত্তুল্যতয়াঙ্গীকারেণেত্যর্থঃ। অন্যস্যা অপি নারায়ণাখ্যায়াঃ সদা প্রসিদ্ধসমানার্থসনাতনতনোঃ সিন্ধু র্বিশ্রামমন্দিরং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

আমি অতি ক্ষুদ্রব্যক্তি হইলেও যিনি আমার হৃদয়ে উপকরণ গুলি সমর্পণ করিয়া এই গ্রন্থনির্ম্মাণে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন সেই শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব হরির পদকমলকে আমি বন্দনা করি ॥ ২ ॥

যে মদীশ্বর সনাতনতনু প্রকটন করিয়াছেন, মৎকৃত এই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু তাঁহার বিশ্রামমন্দির স্বরূপ হইয়া সর্ব্বদা আনন্দবর্দ্ধন করুক ॥ ৩ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ, চরতঃ পরিভূতকালজালভিয়ঃ।
ভক্তমকরানশীলিত,-মুক্তিনদীকান্নমস্যামি ॥ ৪ ॥
মীমাংসকবড়বাগ্নেঃ, কঠিনামপি কুণ্ঠয়ন্নসৌ জিহ্বাং।

তদেবং নামগ্রাহং তং তং বন্দিত্বা স্বাভীষ্টানন্যানপি সামান্যতঃ সন্তক্তান্ বন্দতে ভক্তিরসেতি। ভক্তা এব মকরা মীনরাজাখ্যা জলচরাস্তান্নমস্যামি মকরত্বেন রূপকে সাদৃশ্যত্রয়মাহ ভক্তিরস এবামৃতসিন্ধু র্নানাবিধমুক্তিনদীনাং আশ্রয়ঃ পরমপরানন্দস্তস্মিন্ চরতঃ বিহরতঃ। পূর্ব্বহেতোরেব ন শীলিতা অনাদৃতা মুক্তিরেব নদী তদ্রূপতয়া রূপিতং জন্মমরণাদিবন্ধচ্ছেদকমপি অনবচ্ছিন্ন প্রবাহরূপমপি ব্রহ্মকৈবল্যাদিসুখং যৈ স্তান্। অনাদৃত্য ইত্যেব বা পাঠঃ। সলোক্য সাষ্টি সারূপ্যেত্যাদেঃ মৎসেবয়া প্রতীতস্ত ইত্যাদেশ্চ পূর্ব্বহেতোরেব পরিভূতং জন্ম মরণাদি বন্ধদুঃখপরম্পরাহেতোঃ কালরূপাজ্জালাদ্ভয়ং যৈস্তান্। নৈষাং বয়ং নচ বয়ঃ প্রভবাম দণ্ডে ইত্যুক্তেঃ॥ ৪ ॥

অথ নিজগ্রন্থস্য বিরোধিকৃতপরাভবাভাবকরীং সদা স্ফূর্ত্তিং শ্রীগুরুচরণান্ প্রার্থয়তে মীমাংসকেতি। মীমাংসকো দ্বিবিধঃ, কর্ম্মজ্ঞানবিচারভেদেন। বড়বাগ্নের্জিহ্বা জ্বালা তদ্ভেদেনৈবাগ্নেঃ সপ্তজিহ্বত্বেন প্রসিদ্ধেঃ। তাং যথা কুণ্ঠয়ন্নম্ভোধির্বর্ত্ততে তথা অয়মপি মীমাংসকানাং বচনশক্তিমিত্যর্থঃ। তৎকুণ্ঠনাতিশয়বিবক্ষায়ামেব তাৎপর্য্যাৎ উভয়ত্রাপি তদীয়রসস্বাভাব্যাদিতি ভাবঃ। অথবা অন্যাম্ভোধিতো বিলক্ষণত্বমত্রোক্তং। তদেশ মে তৎপদ্যত্রয়েণ সিন্ধুরূপকত্বং ত্রিধাপ স্থাপিতং. সিন্ধাবন্যত্র বড়বাগ্নেঃ স্বাভাবিকী স্থিতিঃ অত্র তু মীমাংসকস্য যথা কথঞ্চিদাগন্তুকী স্যাদিত্যাশঙ্ক্য তদেব

যে সকল ভক্তরূপমকর মুক্তিরূপা নদীসমূহকে অনাদর পূর্ব্বক কালরূপ ভয় হইতে অব্যাহতি পাইয়া ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে বিচরণ করেন তাঁহাদিগকে প্রণামকরি॥ ৪ ॥

হে সনাতন! তোমার এই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু মীমাংসকরূপ বডবাগ্নির কঠিনতম জিহ্বাকে কুণ্ঠিত করিয়া বহুকালের

স্ফুরতু সনাতন! সুচিরং, তব ভক্তিরসামৃতাম্ভোধিঃ॥ ৫॥
ভক্তিরসস্য প্রস্তুতি,-রখিল জগন্মঙ্গলপ্রসঙ্গস্য।
অজ্ঞেনাপি ময়াস্য, ক্রিয়তে সুহৃদাং প্রমোদায়॥ ৬॥
এতস্য ভগবদ্ভক্তিরসামৃতপয়োনিধেঃ।
চত্বারঃ খলু বক্ষ্যন্তে ভাগাঃ পূর্ব্বাদয়ঃ ক্রমাৎ॥
তত্র পূর্ব্ববিভাগেঽস্মিন্ ভক্তিভেদনিরূপকে।
অনুক্রমেণ বক্তব্যং লহরীণাং চতুষ্টয়ং॥
আদ্যা সামান্যভক্ত্যাঢ্যাং দ্বিতীয়া সাধনাঙ্কিতা।

প্রার্থিতং॥ ৫॥

মম পুনরনুকুলানাং প্রতিকূলানাঞ্চ পণ্ডিতানাং সমাধানে ন শক্তিঃ কিন্ত্বেতদর্থমেবেদং ক্রিয়ত ইত্যাহ ভক্তিরসস্যেতি। অজ্ঞেনেতি পূর্ব্ববদ্দৈন্যে-ঽপি ন বিদ্যতে জ্ঞো যস্মাৎ তেনেতি জ্ঞেয়ং। অপেরর্থঃ স্বতঃ প্রয়োজনাভাবং ব্যঞ্জয়তি॥ ৬॥

অথ গ্রন্থমারব্ধুং তৎপরিপাটীং দর্শয়তি এতস্যেতি চতুর্ভিঃ॥ ৭॥

নিমিত্ত স্ফূর্ত্তি পাউক॥ ৫॥

আমি অজ্ঞ হইয়াও সুহৃদ্গণের আনন্দবর্দ্ধনার্থ অখিল জগন্মঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গাধীন ভক্তিরস বিস্তার করিতেছি॥ ৬॥

আমি এই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্বাদিক্রমে চারিটী বিভাগ বর্ণন করিব॥

তন্মধ্যে পূর্ব্ববিভাগে ভক্তির বিভিন্নতা নিরূপিত হইবে, এই পূর্ব্ব-বিভাগে চারিটী লহরী বর্ণন করিব। তাহার প্রথমলহরীতে সামান্যভক্তি, দ্বিতীয় লহরীতে

ভাবাশ্রিতা তৃতীয়াত্র তুর্য্যা প্রেমনিরূপিকা ॥ ৭ ॥
তত্রাদৌ সুষ্ঠু বৈশিষ্ট্যমস্যাঃ কথয়িতুং স্ফুটং।
লক্ষণং ক্রিয়তে ভক্তেরুত্তমায়াঃ সতাং মতং ॥ ৮ ॥
অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।

তত্রাদাবিতি। তত্র পূর্ব্ববিভাগগতপ্রথমলহর্য্যাং আদৌ প্রথমতএব উত্তমায়াঃ ভক্তের্লক্ষণং ক্রিয়তে প্রতিপাদ্যত্বেন বিধীয়তে। নতু সর্ব্বাত্মিকায়াঃ। তত্র হেতুঃ। সুষ্ঠু বৈশিষ্ট্যং কথয়িতুমিতি। অন্যত্রান্যাভিলাষজ্ঞানকর্ম্মাদ্যাবৃতত্বেনাপূর্ণবলত্বাৎ এতদংশত এবাস্যাস্তাদৃশত্বব্যক্তেঃ। যস্যাস্তি ভক্তি র্ভগবত্যকিঞ্চনেত্যাদেঃ ॥ ৮ ॥

অথ তস্যা লক্ষণং বদন্নেব গ্রন্থমারভতে অন্যেতি। অনুশীলনমত্র ক্রীশব্দাত্বর্থমাত্রমুচ্যতে। ধাত্বর্থশ্চ দ্বিবিধঃ। প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যাত্মকঃ কায়বাঙ্মানসীয়স্তত্তচ্চেষ্টারূপঃ প্রীতিবিষয়াত্মকো মানসস্তত্তদ্ভাবরূপশ্চ। সত্ত্বাসত্ত্বে তু পরস্পরমুপমর্দ্দিত্বাচ্চেষ্টান্তর্গত এব। তদেবং সতি কৃষ্ণসম্বন্ধি কৃষ্ণার্থং বা অনুশীলনং কৃষ্ণানুশীলনমিতি। তৎসম্বন্ধমাত্রস্য তাদর্থ্যস্য বা বিবক্ষিতত্বাদ্‌গুরুপাদাশ্রয়াদৌ ভাবরূপস্যাপি ক্রোড়ীকৃতত্বাৎ স্থায়িনি ব্যভিচারিষু চ

সাধন ভক্তি, তৃতীয় লহরীতে ভাবভক্তি এবং চতুর্থ লহরীতে প্রেমভক্তি নিরূপিত হইবে ॥ ৭ ॥

তন্মধ্যে প্রথম লহরীতে ভক্তির সুন্দর বৈশিষ্ট্য স্পষ্টরূপে কীর্ত্তন করিবার নিমিত্ত সাধু সম্মত উত্তমা ভক্তির লক্ষণ করিতেছি— ॥ ৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি অথবা শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত অনুকূল-অনুশীলনকে সামান্যত ভক্তি কহে, এই অনুশীলন জ্ঞান-ও কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত এবং অন্য বস্তুর প্রতি স্পৃহাশূন্য হইলেই উত্তমা ভক্তি বলা যায় ॥

আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥ ৯॥

ভাবেষু নাব্যাপ্তিঃ। এতচ্চ কৃষ্ণতদ্ভক্তকৃপৈয়কলভ্যং শ্রীভগবতঃ স্বরূপশক্তি-বৃত্তিরূপমতোঽপ্রাকৃতমপি কায়াদিবৃত্তিতাদাত্ম্যেনৈবাবির্ভূতমিতি জ্ঞেয়ং। অগ্রেতু স্পষ্টীকরিষ্যতে। কৃষ্ণশব্দশ্চাত্র স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য তদ্রূপাণাং চান্যেষা-মপি গ্রাহকঃ। তারতম্যঞ্চাগ্রে বিবেচনীয়ং। তত্র ভক্তিমাত্রত্বসিদ্ধ্যর্থং বিশেষণ-মানুকূল্যেনেতি। প্রাতিকূল্যে ভক্তিত্বাপ্রসিদ্ধেঃ। আনুকূল্যঞ্চ অস্মিন্নুদ্দেশ্যায় শ্রীকৃষ্ণায় রোচমানা প্রবৃত্তিঃ। প্রাতিকূল্যন্তু তদ্বিপরীতং জ্ঞেয়ং। তৃতীয়া চেয়ং বিশেষণ এব নতু উপলক্ষণে ততশ্চ যথা শস্ত্রিণঃ সমানয়েত্যুক্তে শস্ত্রাণামপি সমানয়নং প্রসজ্যতে তথানুকূল্যস্যাপি ভক্তিত্ববিধানং। নতু শস্ত্রিণো ভাজয়েত্যত্র শস্ত্রাণামভোজনবত্তদবিধানং। নন্বানুকূল্যং ভক্তিরিত্যেবাস্তাং ততশ্চ রাজায়ং গচ্ছতীত্যত্র রাজপদেন তৎপরিকরাণাং গ্রহণং স্যাৎ। সত্যং। তথাপি ধাত্বর্থভেদানাং স্পষ্টা প্রতিপত্তি র্ন স্যাদিতি ধাত্বর্থমাত্রগ্রহণায়ানু-শীলনপদমুপাদীয়তে অম্বিতি। পদং চানুকূল্যে জাতে মুহুরেব শীলনং স্যাদিত্য-ভিপ্রায়েণ কৃতং। তদেতৎ স্বরূপলক্ষণং। উত্তমত্বসিদ্ধ্যর্থন্তু তটস্থলক্ষণেন বিশেষণদ্বয়ং। অন্যাভিলাষিতাশূন্যমিতি। অত্রান্যেতি ভক্ত্যেকাভিলাষেণ যুক্তমিত্যর্থঃ। জ্ঞানমত্র নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানং নতু ভজনীয়ত্বানুসন্ধানমপি তস্যাবশ্যাপেক্ষণীয়ত্বাৎ। কর্ম্ম স্মৃত্যাদ্যুক্তং নিত্যনৈমিত্তিকাদি ন ভজনীয়প-রিচর্য্যাদি তস্য তদনুশীলনরূপত্বাৎ। আদিশব্দেন বৈরাগ্যযোগসাংখ্যাভ্যাসা-দয়ঃ। অত্র শ্রীকৃষ্ণানুশীলনং কৃষ্ণভক্তিরিতি বক্তব্যে ভগবচ্ছাস্ত্রেষু কেবলস্য চ ভক্তিশব্দস্য তত্রৈব বিশ্রান্তিরিত্যভিপ্রায়াত্তথোক্তং তথৈব হয়শীর্ষবা-ক্যমিতি॥ ৯॥

তাৎপর্য্য। এইবিষয়ে ক্রিয়া শব্দের ন্যায় অনুশীলনকে ধাতুর অর্থমাত্র বলিতে হইবে, ধাতুর অর্থ দুই প্রকার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ, কায়িক বাচিক ও মানসিক চেষ্টারূপ এবং প্রীতিবিষয়াত্মক মানসিকভাব জানিতে হইবে অর্থাৎ

শরীরদ্বারা পরিচর্য্যা, বাক্যদ্বারা নাম গুণ কীর্ত্তন, মনদ্বারা তদীয় লীলা রূপাদির চিন্তা এবং অন্তঃকরণে সর্ব্বদা প্রীতিসম্পাদন বুঝাইবে। "কৃষ্ণ সম্বন্ধি" এই শব্দে গুরুপাদাশ্রয়াদিকেও কৃষ্ণানুশীলন জানিতে হইবেক, কারণ গুরুদেবের নিকট দীক্ষিত না হইলে বিশুদ্ধ ভজনে অধিকারী হয় না। এইরূপ অনুশীলন ভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তি স্বরূপ, অপ্রাকৃত, ইহা কেবল কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভক্তের অনুগ্রহে লাভ হয়, কৃষ্ণশব্দে এস্থলে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য মূর্ত্তিও জানিতে হইবে। অনুশীলনের ভক্তিমাত্র সিদ্ধির নিমিত্ত অনুকূল এই কথাটী বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, প্রতিকূলভাবে ভক্তিসিদ্ধি হয় না, যেমন রাবণাদির প্রতিকূল অনুশীলন ভক্তিপদ-বাচ্য হয় নাই। ভক্তি বিষয়ে আনুকূল্য শব্দের অর্থ এই যে শ্রীকৃষ্ণে রুচিকর প্রবৃত্তি প্রতিকূল হইলে তাহার বিপরীত হয়। আনুকূল্য শব্দে যে তৃতীয়া বিভক্তি ইহা কেবল বিশেষণে, উপলক্ষণার্থ নহে, যেমন অস্ত্রধারি ব্যক্তিকে আনয়ন কর এই কথা বলিলে অস্ত্রেরও আনয়ন সম্ভব হয়, তেমনি অনুকূল অনুশীলন বলাতে আনুকূল্যেরও ভক্তিত্ব সিদ্ধি হইবে। অস্ত্রধারিব্যক্তিকে ভোজন করাও এই কথা বলিলে অস্ত্রের ভোজন সিদ্ধ হয়না তদ্রূপ প্রতিকূলের ভক্তিত্ব হয় না। উত্তমা ভক্তির স্বরূপলক্ষণ অনুকূল এবং কৃষ্ণানুশীলন। তটস্থলক্ষণ দুটী অন্যাভিলাষিতাশূন্য ও জ্ঞানকর্ম্মাদিতে অনাবৃত। অন্যাভিলাষ শব্দে ভক্তিসম্পাদক অভিলাষ

যথা—নারদপঞ্চরাত্রে ॥

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥ ১০ ॥

তৎ পরত্বেন আনুকূল্যেন সর্ব্বেত্যন্যাভিলাষিতাশূন্যং সেবনমনুশীলনং নির্ম্মলং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং। অত উত্তমত্বং স্বত এবোক্তং ॥ ১০ ॥

ভিন্ন অন্যবস্তুর প্রতি অভিলাষশূন্য। জ্ঞান শব্দে ভজনীয়-রূপে অনুসন্ধানব্যতিরেকে কেবল নির্ব্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান, কারণ,নির্ব্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান জ্ঞান ভক্তিযোগের উপযোগী হয় না। কর্ম্মশব্দের অর্থ স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মাদি, এইরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকিলে ভক্তিলাভ হয় না, কেবল ভজনীয় পরিচর্য্যাদিরূপ কর্ম্ম করিবে, যে হেতু ঐ সকল পরিচর্য্যাদিকে অনুশীলন বলা যায়, "জ্ঞানকর্ম্মাদি" এইস্থলে আদিশব্দের উল্লেখ হেতু বৈরাগ্য, যোগ ও সাংখ্য শাস্ত্রের অভ্যাস ইত্যাদি ভক্তির প্রতিকূল ॥ ৯ ॥

যথা—নারদপঞ্চরাত্রে ॥

ইন্দ্রিয়গণদ্বারা হৃষীকেশের তৎপরত্বরূপে সেবন-কেই ভক্তি কহে, এই সেবন সর্ব্বোপাধি বিরহিত এবং নির্ম্মল হইবে ॥

তাৎপর্য্য। তৎপরত্ব শব্দের অর্থ আনুকূল্য, সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত শব্দে অন্যাভিলাষিতাশূন্য, সেবন অনুশীলন, নির্ম্মলশব্দে জ্ঞানকর্ম্মাদিতে অনাবৃত ॥ ১০ ॥

শ্রীভাগবতস্য তৃতীয়স্কন্ধে চ।

অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে।
সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥
সএব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ॥ ইতি॥
সালোক্যেত্যাদি পদ্যস্থভক্তোৎকর্ষনিরূপণং।

অহৈতুকীতি। তত্র অহৈতুকীতি অন্যাভিলাষিতাশূন্যা অব্যবহিতা জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতা ভক্তির্ভাবরূপা তথাপ্যেতদব্যভিচারিণী ক্রিয়ারূপোঽপি লক্ষ্যতে অহৈতুকীত্বমেব বিশেষেণ দর্শয়তি সালোক্যেতি। যস্যামিতি শেষঃ। আত্যন্তিকঃ পরমপুরুষার্থঃ॥ ১১॥

শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ২৯অ। ১০। ১০ শ্লোকে।

কপিলদেব কহিলেন, মাতঃ! যাহারা আমাতে অন্য-বস্তুর অভিলাষশূন্য ও জ্ঞান কর্ম্মাদিরূপ আচ্ছাদন-রহিত মনের গতিরূপ ভক্তি লাভ করিয়াছেন,সেই ভক্তগণের আমার সন্নি-ধানে অন্য কোন ফলানুসন্ধান দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাঁহাদি-গকে সালোক্য অর্থাৎ আমার সহিত এক লোকে বাস, আমার সমান ঐশ্বর্য্য, অমার সামীপ্য, আমার সমানরূপত্ব অথবা সাযুজ্য অর্থাৎ আমার সহিত ঐক্য এই সকল মোক্ষ-রূপ বস্তু দিতে চাহিলেও তাঁহারা গ্রহণ করেন না, কেবল আমার সেবনকেই পরম পুরুষার্থ জানিয়া প্রার্থনা করিয়া থাকেন, মা! ইহাকেই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ কহে॥

তৃতীয়স্কন্ধোক্ত সালোক্যাদি পদ্যে ভক্তের উৎকর্ষ নিরূপণ, ভক্তির বিশুদ্ধতা প্রকাশ করিয়া ভক্তি লক্ষণেই

ভক্তে র্বিশুদ্ধতা ব্যক্ত্যা লক্ষণে পর্য্যবস্যতি ॥ ১১ ॥
ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্ল্লভা।
সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা ॥
তত্রাস্যাঃ ক্লেশঘ্নত্বং।
ক্লেশাস্তু পাপং তদ্বীজমবিদ্যা চেতি তে ত্রিধা ॥
তত্র পাপং।
অপ্রারব্ধং ভবেৎ পাপং প্রারব্ধং চেতি তদ্দ্বিধা ॥

অথ বৈশিষ্ট্যং কথয়িতুমিতি যদুক্তং তদেব সংক্ষিপ্য দর্শয়তি ক্লেশঘ্নীতি। পাকাদ্যর্থং প্রজ্বলিতোঽগ্নি র্যথা কাষ্ঠানি ভস্মীকরোতি তথা মদ্বি-

---

পর্য্যবসিত হইতেছে ॥ ১১ ॥

ভক্তির বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিবার নিমিত্ত লক্ষণ করিতেছেন এই যাহা বলা হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে দেখাইতেছেন।

উত্তমা ভক্তি ছয় প্রকার হয় যথা—ক্লেশঘ্নী, শুভদা, মোক্ষের লঘুতাকারিণী, সুদুর্ল্লভা, সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা এবং শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী ॥

ভক্তির ক্লেশনাশকত্ব যথা ॥

ক্লেশ তিন প্রকার, পাপ, পাপবীজ এবং অবিদ্যা ॥

তন্মধ্যে পাপ যথা।

অপ্রারব্ধ এবং প্রারব্ধ ভেদে পাপ দুই প্রকার হয় ॥

তাৎপর্য্য। অপ্রারব্ধ পাপ ইহাকেই বলে যাহা অদৃষ্টরূপে আত্মায় অবস্থিত আছে এবং যাহার ভোগকাল উপস্থিত হয় নাই, ইহা অনাদি ও অনন্ত। আর প্রারব্ধ পাপ যাহা ফলোন্মুখ অর্থাৎ যদ্দ্বারা নীচ জাতিতে জন্ম গ্রহণ প্রভৃতি করিয়া ক্লেশাদি ভোগ করিতে হয় ॥

তত্রাপ্রারব্ধহরত্বং যথৈকাদশে।

যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥ ১২ ॥

প্রারব্ধহরত্বং যথা তৃতীয়ে।

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্
যৎপ্রহ্বণাদ্যৎস্মরণাদপি কচিৎ।

ময়া ভক্তি র্যথা কথঞ্চিৎ শ্রবণাদিলক্ষণা সমস্তানি পাপানি দহতীতি ॥ ১২ ॥

যন্নামেতি। শ্বাদত্বমত্র শ্বভক্ষকজাতিবিশেষত্বমেব শ্বানমত্তীতি নিরুক্তৌ বর্ত্তমানপ্রয়োগাৎ ক্রব্যাদবত্তচ্ছীলত্বপ্রাপ্তেঃ। কাদাচিৎকশ্বভক্ষণপ্রায়শ্চিত্ত-বিবক্ষায়াং ত্বতীতপ্রয়োগঃ ক্রিয়েত রূঢ়ির্যোগমপহরতীতি ন্যায়েন চ তদ্বিরুধ্যেত। অতএব শ্বপচ ইতি তৈঃ স্বামিচরণৈর্ব্যাখ্যাতং। ততশ্চাস্য ভগব-ন্নামশ্রবণাদ্যেকতরাৎ সদ্য এব সবনযোগ্যতায়াঃ প্রতিকূলদুর্জ্জাতিত্বপ্রারম্ভক-প্রারব্ধপাপনাশপূর্ব্বকসবনযোগ্যজাতিত্বজনকপুণ্যলাভঃ প্রতিপদ্যতে। ব্রাহ্ম-

---

তন্মধ্যে অপ্রারব্ধ পাপ হারিত্ব যথা

একাদশে ১৪ অ। ১৮ শ্লোকে ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব! যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্ম করে, তদ্রূপ মদ্বিষয়া ভক্তি নিখিল পাপকে বিনষ্ট করিয়া থাকে ॥ ১২ ॥

প্রারব্ধপাপহারিত্ব যথা।

তৃতীয়স্কন্ধে ৩৩ অ। ৬ শ্লোক।

দেবহূতি কহিলেন, হে ভগবন্! তোমার নাম শ্রবণ, তোমার নাম কীর্ত্তন, তোমাকে নমস্কার এবং তোমার স্মরণ ইত্যাদির মধ্যে যে কোন একটী যাজন করিলে কুক্কুর-

শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥ ১৩ ॥
দুর্জ্জাতিরেব সবনাযোগ্যত্বে কারণং মতং ।

ণানাং শৌক্রে জন্মনি দুর্জ্জাতিত্বাভাবেঽপি সবনায় সুজাতিত্বজনক-সাবিত্র্যজন্মাপেক্ষাবৎ । তস্মাদ্ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভ-বাদিতি তু কৈমুত্যার্থমেব প্রোক্তমিত্যায়াতি ॥ ১৩ ॥

তস্মাদ্দুর্জ্জাতিরেবেত্যত্র সবনাযোগ্যত্বে কারণমিতি তদযোগ্যত্বে প্রতিকূল-পাপময়ীত্যর্থঃ । ননু তদযোগ্যত্বাভাবমাত্রময়ীতি ব্রাহ্মণকুমারাণাং শৌক্রে জন্মনি দুর্জ্জাতিত্বাভাবেঽপি সবনযোগ্যত্বায় পুণ্যবিশেষময় সাবিত্রজন্ম সাপে-ক্ষত্বাৎ । ততশ্চ সবনযোগ্যত্বপ্রতিকূলদুর্জ্জাত্যারম্ভকং প্রারব্ধমপি গতমেব কিন্তু শিষ্টাচারাভাবাৎ সাবিত্রং জন্ম নাস্তীতি ব্রাহ্মণকুমারাণাং সবনযোগ্য-ত্বাভাবাবচ্ছেদকপুণ্যবিশেষময়সাবিত্রজন্মাপেক্ষাবদস্য জন্মান্তরাপেক্ষা বর্ত্তত ইতি ভাবঃ । অতঃ প্রমাণবাক্যেঽপি সবনায় কল্পতে সম্ভাবিতো ভবতি নতু

ভোজী চণ্ডালও যখন শীঘ্রই সোমযাগ করিবার যোগ্যতা লাভ করে, তখন যে ব্যক্তি তোমার সাক্ষাৎকার করি-য়াছে সে ব্যক্তি যে পবিত্র না হইবে, ইহা কোন মতেই সম্ভব নহে, অর্থাৎ অবশ্যই কৃতার্থ হইবে ॥

উক্ত পদ্যে কুক্কুরভোজী চণ্ডাল সদ্যই সোমযাগ করি-বার যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়, এতদ্দ্বারা সোমযাগের প্রতিকূল দুর্জাতিত্ব প্রারম্ভক প্রারব্ধ পাপ নাশ সম্ভব হইল, যে হেতু ভগবন্নিষ্ঠ ভক্তি জাতিদোষ হইতে শ্বপাককেও পবিত্র করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

এ স্থলে শ্বপচত্ব রূপ দুর্জাতিই সোমযাগে অযোগ্যতার

দুর্জ্জাত্যারম্ভকং পাপং যৎ স্যাৎ প্রারব্ধমেব তৎ ॥ ১৪ ॥

পদ্মপুরাণে চ।

অপ্রারব্ধফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখং।

তদেবাধিকারী স্যাদিত্যভিপ্রেতং। ব্যাখ্যাতঞ্চ তৈঃ সদ্যঃ সবনায় সোমযাগায় কল্পতে। অনেন পূজ্যত্বং লক্ষ্যত ইতি। তদেবং দুর্জ্জাত্যারম্ভকস্য পাপস্য সদ্যো নাশে বচনাদবগতে দুঃখারম্ভকস্যাপি নাশস্তু ভক্ত্যা বৃত্ত্যা সম্ভাবিত ইতি সর্ব্বপ্রারব্ধপাপহারিতায়ামিদমুদাহরণং যুক্তমেব। যথোক্তং। ন বাসুদেবভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ। জন্ম মৃত্যু র্জরা ব্যাধি র্ভয়ং বাপ্যুপজায়ত ইতি ॥ ১৪ ॥

পূর্ব্বার্থমেব স্পষ্টয়তি পাদ্মেচেতি। পাপমিতি বিশেষ্যং। তত্র ফলোন্মুখং প্রারব্ধং বীজং বাসনাময়ং প্রারব্ধত্বোন্মুখমিতি যাবৎ কূটং বীজত্বোন্মুখং অপ্রারব্ধফলং ন প্রারব্ধং ফলং কূটত্বাদিরূপ কার্য্যাবস্থত্বং যেন তৎ। তচ্চানাদিসিদ্ধং অনন্তমেব। কারিকায়াং তু এতদেবাপ্রারব্ধমিত্যুক্তং। বীজপ্রারব্ধে তু

কারণ এবং দুর্জাতির আরম্ভক অর্থাৎ নীচ জাতিতে জন্মগ্রহণ করাইবার কারণ পাপকে প্রারব্ধ বলে ॥ ১৪ ॥

এই সমস্ত প্রমাণ পদ্মপুরাণে সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

যথা—

যাহাদের চিত্ত বিষ্ণুভক্তিতে একান্ত অনুরক্ত, তাহাদিগের অপ্রারব্ধ ফল, কূট, বীজ এবং ফলোন্মুখ এই পাপ চতুষ্টয় ক্রমে ক্রমে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যায় ॥

উক্ত পদ্যে ফলোন্মুখ শব্দের অর্থ প্রারব্ধ, বীজের অর্থ বাসনাময় অর্থাৎ প্রারব্ধত্বের উন্মুখ (কারণ), কূট শব্দে

ক্রমেণৈব প্রলীয়েত বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাং ॥ ১৫ ॥
বীজহরত্বং যথা ষষ্ঠে ২ অ। ১৭ শ্লোকে।
তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ।

পূর্ব্বং গণিতে যত্তু কূটমবশিষ্টং তদপ্যপ্রারব্ধ এবান্তর্ভাব্যং। ক্রমেণ পূর্ব্ব-পূর্ব্বানুক্রমেণ তথাপি পূর্ব্বোক্তং সদ্যঃ সবনায়েতি কমলপত্রশতবেধন্যায়েন কিঞ্চিৎকালবিলম্বো জ্ঞেয় ইতি ॥ ১৫ ॥
বীজহরত্বং বিশেষতো দর্শয়ত ইত্যাহ বীজেতি ॥ ১৬ ॥

বীজোন্মুখ অর্থাৎ বীজের কারণ, প্রারব্ধ ফল শব্দে যাহাতে কোনও ফল অর্থাৎ কূটত্বাদি রূপ কার্য্যাবস্থা আরব্ধ হয়-নাই, ইহারই নাম অপ্রারব্ধ পাপ, এ সমুদায়ের তাৎপর্য্য এই যে অপ্রারব্ধ আদি বীজস্বরূপ, কূট তাহার অঙ্কুরোৎপাদন অবস্থা, বীজ শাখাপল্লবাদি শ্রীবৃদ্ধির কাল এবং এতন্নিবন্ধন প্রারব্ধ পাপফলের প্রসবোন্মুখ বৃক্ষসদৃশ, পূর্ব্বে প্রারব্ধ ও বীজ গণনা করা হইয়াছে, কূটকে অপ্রারব্ধের অন্তর্ভূত জানিতে হইবে ॥ ১৫ ॥

বীজহরত্ব যথা ষষ্ঠস্কন্ধে ২ অ। ১৭ শ্লোকে ॥

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! তপস্যা দান এবং চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, এতদ্দ্বারা পাপ সমূহ বিনষ্ট হয়, কিন্তু হৃদয়স্থ পাপ-বীজ বিনষ্ট হয় না, তাহা কেবল শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের সেবা-তেই বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥

তাৎপর্য্য। প্রায়শ্চিত্ত রূপ তপস্যা দান এবং চান্দ্রায়ণাদি ব্রত করিলে পাপ ক্ষয় হয় বটে, কিন্তু তাহার পরক্ষণেই

নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়া ॥ ১৬ ॥

অবিদ্যাহরত্বং যথা চতুর্থে ২২ অ। ৩৭ শ্লোকে।

যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা

কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।

নৈষ্ঠিক্যাস্তু অস্যা অবিদ্যাহরত্বমপি প্রতিজ্ঞায় দ্বাভ্যাং দর্শয়তি যৎপাদেতি। রিক্তমতয়ো ভগবদ্ধ্যানাদিবিনাভূতমতয়ঃ। অরণং শরণং। ক্রমশ্চাত্র শ্রীসূতেন শ্রবণোপলক্ষণতয়া প্রোক্তঃ শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ। হৃদ্যন্তস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাং। নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া। ভগবত্যুত্তমঃ শ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী। তদা রজস্তমো-

---

পুনরায় পাপে প্রবৃত্ত করায় এমত পাপবীজ হৃদয়ে সংলগ্ন থাকে, তাহা যদি না হয় তবে কেন পুনরায় লোককে পাপে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়, এই কারণে প্রায়শ্চিত্ত করিলেও সর্ব্বতোভাবে অন্তরের পাপ বিনষ্ট হয় না, ঐ পাপ বীজস্বরূপ হইয়া পুনরায় অঙ্কুরোৎপাদন করে, অর্থাৎ পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়। ইহা কেবল শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দের সেবা দ্বারাই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, অন্য কোন সাধনে বিনষ্ট হয় না ॥ ১৬ ॥

অবিদ্যাহরত্ব যথা।

চতুর্থস্কন্ধে ২২ অ। ৩৭ শ্লোকে ॥

সনৎকুমার কহিলেন, রাজন্! মনুষ্যের অহঙ্কাররূপ হৃদয়গ্রন্থি কর্ম্ম রজ্জুতে আবদ্ধ। ইহা যেমন সাধুগণ শ্রীকৃষ্ণ চরণারবিন্দের ভক্তিদ্বারা উন্মোচন করিতে পারেন, তদ্রূপ বাসুদেবধ্যান-বিরহিত নির্ব্বিষয়-মতি যতিগণ ইন্দ্রিয়

তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়ো নিরুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবং ॥

পাদ্মে চ ।

কৃতানুযাত্রা বিদ্যাভির্হরিভক্তিরনুত্তমা ।
অবিদ্যাং নির্দ্দহত্যাশু দাবজ্বালেব পন্নগীং ॥ ১৭ ॥

শুভদত্বং ।

শুভানি প্রীণনং সর্ব্বজগতামনুরক্ততা ।

ভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে । চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি । এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ । ভগবত্তত্ত্ব বিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে । ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ । ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বর ইতি । নৈষ্ঠিকী নিশ্চলেতি টীকাকারাঃ ॥ ১৭ ॥

সর্ব্বজগতামিতি । সর্ব্বজগৎকর্ম্মকং প্রীণনং তৎকর্তৃকানুরক্তা চ । অনয়োঃ সাদ্গুণ্যান্তর্ভাবেঽপি পৃথগুক্তিঃ সর্ব্বোত্তমতাপেক্ষয়া । কিং বা তে এতে যদ্যপি

চয়কে নিগ্রহ করিয়াও সমর্থ হয়েন নাই। অতএব আপনি সেই আশ্রয় স্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবকে ভজন করুন ॥

এই উদাহরণে গ্রথিত কর্ম্মাশয় শব্দে অবিদ্যা ॥

পদ্মপুরাণে যথা ।

অত্যুত্তমা হরিভক্তি বিদ্যাশক্তির সহিত আগমন করিয়া যেমন দাবানলশিখা সর্পীকে সংহার করে, তাহার ন্যায় আশু অবিদ্যাকে বিনষ্ট করেন ॥ ১৭ ॥

শুভদায়িনী যথা ।

সমুদায় জগতের প্রীতি বিধান, সকলের অনুরাগ, সদ্গুণ এবং সুখ ইত্যাদিকে পণ্ডিতগণ শুভ শব্দে কহিয়া থাকেন ॥

সদ্গুণাঃ সুখমিত্যাদীন্যাখ্যাতানি মনীষিভিঃ ॥
তত্র জগৎ প্রীণনাদিদ্বয়প্রদত্বং।

যথা পাদ্মে।

যেনার্চ্চিতো হরিস্তেন তর্পিতানি জগন্ত্যপি।
রজ্যন্তি জন্তবস্তত্র জঙ্গমাঃ স্থাবরা অপি ॥ ১৮ ॥
সদ্গুণাদি প্রদত্বং যথা পঞ্চমে ১৮ অ। ১২ শ্লোকে।
যস্যাস্তি ভক্তি র্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈ স্তত্র সমাসতে সুরাঃ।

সাদ্গুণ্যক্তে অপি তত্র সম্ভবতঃ তথাপ্যন্যত্রৈব তন্মাত্রক্তে ন স্যাতাং কিন্তু স্বরূপক্তে অপীতি পৃথগুক্তিঃ কৃতা। যথোক্তং চতুর্থে ধ্রুবচরিতে। যস্য প্রসন্নো ভগবান্ গুণৈর্মৈত্র্যাদিভির্হরিঃ। তস্মৈ নমন্তি ভূতানি নিম্ন আপ ইব স্বয়মিতি। আদি গ্রহণাৎ সর্ব্ববশীকারিত্বমঙ্গলকারিত্বাদীনি জ্ঞেয়ানি ॥ ১৮ ॥

সদ্গুণাদীত্যত্রাদিগ্রহণাৎ সর্ব্ববশীকারিত্বোপলক্ষকসুরবশীকারিত্বং

সর্ব্ব জগতের প্রীতি ও সর্ব্ব জগতের অনুরাগ যথা ॥

পদ্মপুরাণে।

যে ব্যক্তি ভগবান্ হরির অর্চ্চনা করিয়াছেন তিনি সমুদায় জগৎকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন, অধিক কি স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতিও তাহার প্রতি অনুরক্ত হয় ॥ ১৮ ॥

ভক্তির সদ্গুণাদিপ্রদত্ব যথা।

পঞ্চমস্কন্ধে ১৮ অ। ১২ শ্লোকে ॥

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাঁহার অকিঞ্চনা অর্থাৎ নিষ্কাম ভক্তি হয়,

হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ ১৯ ॥

সুখপ্রদত্বং।

সুখং বৈষয়িকং ব্রাহ্মমৈশ্বরঞ্চেতি তৎত্রিধা।

যথা তন্ত্রে।

সিদ্ধয়ঃ পরমাশ্চর্য্যা ভুক্তি মুক্তিশ্চ শাশ্বতী।

গৃহ্যতে। সদ্গুণাদি প্রদত্বমিত্যত্র সদ্গুণাদি বশীকারয়িতৃত্বমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

সুরা ভগবদাদয়ঃ। স চ তথা তৎপরিকরা দেবা মুনয়শ্চেত্যর্থঃ। সমাসতে বশীভূয় তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ॥ ১৯ ॥

সিদ্ধয়ো হণিমাদয়ো ভুক্তিশ্চ বিষয়ময়ং সুখং মুক্তি ব্র্হ্মসুখং। পারিশিষ্যান্নিত্যং

তাঁহার দেহে দেবগণ বশতাপন্ন হইয়া সমস্ত গুণের সহিত অবস্থিতি করেন,কিন্তু যে ব্যক্তি হরির প্রতি ভক্তি করে না, তাহার মহদ্গুণ কোথা হইতে হইবে, সে কেবল অসৎ মনোরথে ব্যাকুল চিত্ত হইয়া বাহ্য বিষয়ের প্রতি ধাবমান হয় অর্থাৎ তাহার কোনই অর্থ সিদ্ধি হয় না ॥

উক্ত উদাহরণে নিষ্কাম ভক্তের প্রতি ভক্তিই সদ্গুণাদি প্রদান করেন, কারণ ভক্তিযোগে চিত্ত বিশুদ্ধ হওয়ায় তাহার দেহে দেবগণ স্ব স্ব গুণের সহিত অবস্থিতি করেন, এতদ্দ্বারা ভগবদ্ভক্তিরই সদ্গুণত্বাদি প্রদান করা হইল ॥ ১৯ ॥

ভক্তির সুখপ্রদত্ব যথা।

সুখ তিন প্রকার হয়,যথা—বৈষয়িক,ব্রাহ্ম এবং ঐশ্বরিক ॥

যথা তন্ত্রে ॥

মহাদেব কহিলেন প্রিয়ে! যে ব্যক্তির গোবিন্দ চরণার-

নিত্যঞ্চ পরমানন্দং ভবেদ্গোবিন্দভক্তিতঃ ॥ ২০ ॥

পরমানন্দমৈশ্বরসুখং তচ্চ তত্তদনুভবময়ং ॥ ২০ ॥

বিন্দে ভক্তিযোগ উৎপন্ন হইয়াছে, ঐ ভক্তিযোগ তাহাকে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি, বিষয়স্বরূপ ভুক্তি, মুক্তি স্বরূপ শাশ্বত ব্রাহ্ম ও নিত্য পরমানন্দময় ঐশ্বরিক সুখ অনুভব করাইয়া থাকেন ॥

উক্ত উদাহরণে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি যথা—অণিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, ঈশিত্ব, বশিত্ব, প্রকাম্য এবং কামাবসায়িতা। এ সমুদায়ের অর্থ এই যে, যে সিদ্ধি দ্বারা শিলামধ্যেও প্রবেশ করিতে পারা যায় তাঁহার নাম অণিমা। ১। যে সিদ্ধি দ্বারা পর্ব্বতের ন্যায় মহান্ হওয়া যায় তাহার নাম মহিমা। ২। যে সিদ্ধি দ্বারা সূর্য্যকিরণ ধরিয়াও সূর্য্যলোকে গমন করিতে পারা যায় তাহার নাম লঘিমা। ৩। যে সিদ্ধিতে অঙ্গুল্যগ্রে চন্দ্র স্পর্শ করিতে পারা যায়, তাহার নাম প্রাপ্তি, এতদ্দ্বারা কেবল চন্দ্রমাত্রই স্পর্শ করিতে পারে এমত নয়, যখন যাহা অভিলাষ করিবে তখনই তাহা স্পর্শ করিতে পারিবে। ৪। যে সিদ্ধি দ্বারা ভূত ভৌতিকের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিতে পারা যায় তাহার নাম ঈশিত্ব। ৫। যে সিদ্ধি দ্বারা ভূত ভৌতিককে বশীভূত করিতে পারা যায় তাহার নাম বশিত্ব। ৬। যে সিদ্ধি দ্বারা ইচ্ছার অন্যথা হয় না অর্থাৎ জলের ন্যায় ভূমিতেও মগ্ন উন্মগ্ন হইতে পারা যায় তাহার নাম প্রাকাম্য। ৭। যে সিদ্ধিদ্বারা সত্যসংকল্পতা হয় অর্থাৎ যেমন সংকল্প তেমনিই কার্য্য, যেমন দগ্ধ বীজের অঙ্কুরোৎপাদন, তাহার নাম কামাবসায়িতা ॥ ৮ ॥ ২০ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে চ।

ভূয়োঽপি যাচে দেবেশ ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়াস্তু মে।
যা মোক্ষান্তচতুর্বর্গফলদা সুখদা লতা ॥ ইতি ॥ ২১ ॥

মোক্ষলঘুতাকৃৎ।

মনাগেব প্ররূঢ়ায়াং হৃদয়ে ভগবদ্রতৌ।
পুরুষার্থাস্তু চত্বারস্তৃণায়ন্তে সমন্ততঃ ॥

যথা নারদপঞ্চরাত্রে।

হরিভক্তি মহাদেব্যাঃ সর্ব্বা মুক্ত্যাদি সিদ্ধয়ঃ।

সুখদা ঈশ্বরানুভবানন্দদাত্রী ॥ ২১ ॥

মনাগেবেতি। অল্পমপি প্ররূঢ়ায়াং নতু জনিতায়াং তস্যাঃ স্বয়ম্প্রকাশরূপত্বাৎ। পুরুষার্থা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যা স্তৃণায়ন্তে তত্র গন্তুং লজ্জন্তে ইত্যর্থঃ। হরি-

---

হরিভক্তিসুধোদয়েতেও যথা ॥

প্রহ্লাদ নৃসিংহদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন;হেদেবেশ! আমি বারম্বার তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে,আমার ভক্তি তোমাতে যেন সুদৃঢ় হইয়া অবস্থিত হয়,যে হেতু এই ভক্তিলতা সুখদা অর্থাৎ ঈশ্বরানুভব রূপ--আনন্দদায়িণী এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গের ফল প্রদান করেন ॥ ২১ ॥

ভক্তির মোক্ষলঘুকারিতা যথা।

যাহার হৃদয়ে অল্পমাত্রও ভগবদ্বিষয়া রতি আবির্ভূত হইয়াছে, তিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ পুরুষার্থ চতুষ্টয়কে তৃণ তুল্য জ্ঞান করেন অর্থাৎ ঐ পুরুষার্থ তাঁহার হৃদয়ে গমন করিতেও লজ্জিত হয়।

যথা নারদপঞ্চরাত্রে।

যেমন চেটিকা অর্থাৎ দাসী সকল ভীতচিত্তে রাজমহিষীর

ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদনুব্রতাঃ॥ ইতি॥

স্থদুর্ল্লভা।

সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈ রলভ্যা সুচিরাদপি।
হরিণা চাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা স্যাৎ সুদুর্ল্লভা॥ ২২॥

তত্রাদ্যা যথা তন্ত্রে।

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তি র্ভুক্তি র্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ।

ভক্তীতি। চেটিকাবদিতি ভীতা ইত্যর্থঃ। হরিণা চাশ্বদেয়েত্যত্রাসঙ্গৈঽপীতি গম্যতে। অন্যথা দ্বৈবিধ্যানুপপত্তেঃ। দ্বিধা সুদুর্ল্লভেতি প্রকারদ্বয়েনাপি সুদুর্ল্লভত্বং তস্যা ইত্যর্থঃ॥ ২২॥

জ্ঞানত ইতি। তন্ত্রমতং তাবদ্বিচার্য্যতে অত্র জ্ঞানযজ্ঞাদিপুণ্যে সাসঙ্গে এব বাচ্যে তয়োস্তাদৃশত্বং বিনা মুক্তিভুক্ত্যোঃ সিদ্ধিরপি ন স্যাৎ। অস্তু তাবৎ সুলভত্ববার্ত্তা। অতঃ সাধনসহস্রাণামপি সাসঙ্গত্বমেব লভ্যতে।

অনুগামিনী হয়; তদ্রূপ ভুক্তি মুক্তি প্রভৃতি অদ্ভুত সিদ্ধি সকল হরিভক্তি মহাদেবীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন॥

ভক্তির সুদুর্ল্লভতা যথা॥

সুদুর্ল্লভা ভক্তি দুই প্রকার,—নিষ্কাম সাধন সমূহ দ্বারা চিরকালেও অলভ্যা এবং কামনা থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আশু অদেয়া॥ ২২॥

অলভ্যা যথা তন্ত্রে।

মহাদেব কহিলেন প্রিয়ে! জ্ঞান দ্বারা মুক্তি অনায়াসেই লাভ হয় এবং যজ্ঞাদি পুণ্য দ্বারা স্বর্গাদি সুখভোগরূপ ভুক্তিও প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু এই হরিভক্তি সহস্র ২ সাধন দ্বারাও সুদুর্ল্লভা অর্থাৎ কোনক্রমেই ভক্তি লাভ করিতে পারা

সেয়ং সাধনসাহস্রৈ র্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা ॥ ২৩ ॥

বাক্যার্থ ক্রমভঙ্গস্যাবশ্যপরিহার্য্যত্বাৎ সহস্রবাহুল্যাসিদ্ধেশ্চ। তত্র যদি জ্ঞান-যজ্ঞাদি পুণ্যয়োঃ সাসঙ্গত্বং তদেকনিষ্ঠত্বমাত্রং বাচ্যং তদা তাদৃশাভ্যামপি তাভ্যাং তয়োঃ সুলভত্বং নোপপদ্যতে। ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্ত-চেতসামিত্যাদেঃ ক্ষুদ্রাশা ভূরিকর্ম্মাণো বালিশা বৃদ্ধমানিন ইত্যাদেশ্চ। তস্মাত্তয়োঃ সাসঙ্গত্বং নৈপুণ্যেন বিহিতত্বমিত্যেব বাচ্যং নৈপুণ্যঞ্চ ভক্তিযোগ-সংযোক্তৃত্বমিতি। পুরেহ ভূমন্ বহবোঽপি যোগিন ইত্যাদেঃ স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসামিত্যাদেশ্চ। অথ হরিভক্তিশব্দেন সাধ্যরূপো রতিপর্য্যায়স্তদ্ভাব-এবোচ্যতে ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যেতিবৎ। ততশ্চ সাধনশব্দেন হরিসম্বন্ধি-সাধনমেবোচ্যতে তৎসম্বন্ধিত্বং বিনা তদ্ভাবজন্মাযোগ্যাৎ তথাচ সাধনশব্দেন সাক্ষাৎতদ্ভজনে বাচ্যে তত্র পূর্ব্বক্রমতঃ সাসঙ্গত্বে লব্ধে সহস্রবহুত্বনির্দ্দেশেনা-পর্য্যবসানাৎ সুশব্দাচ্চ ভীতস্য কস্যাপি তত্র (ভাবভক্তৌ) প্রবৃত্তি র্ন স্যাৎ। তেন তস্যাঃ সুলভত্বন্তু শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতং। নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি। তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তামনুগ্রহেণা-শৃণবং মনোহরাঃ। তাঃ শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং বিশৃণ্বতঃ প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভব-দ্রতিরিত্যাদৌ প্রসিদ্ধং, তস্মাৎ সাধনশব্দেন ন সাধয়তি মাং যোগ ইত্যাদি-বত্তদর্থবিনিযুক্তকর্ম্মাদিকমেবোচ্যতে। অতএব সাধনশব্দ এব বিন্যস্তো নতু ভজনশব্দঃ। তস্য সাসঙ্গত্বং নাম চ তদর্থবিনিয়োগাৎ পূর্ব্ববন্নৈপুণ্যেন বিহি-তত্বমেব। তৎসাহস্রৈরপি সুদুর্ল্লভেত্যুক্তিস্তু সাক্ষাত্তদ্ভজনমেব কর্ত্তব্য-ত্বেন প্রবর্ত্তয়তি তথাপি কারিকায়ামনাসঙ্গৈরিতি যদুক্তং তত্র চাসঙ্গেন সাধননৈপুণ্যমেব বোধ্যতে তন্নৈপুণ্যঞ্চ সাক্ষাত্তদ্ভজনে প্রবৃত্তিঃ। ততশ্চ তস্য তাদৃশসামর্থ্যেঽপ্যন্যত্র স্বর্গাদৌ প্রবৃত্ত্যা ন বিদ্যতে আসঙ্গো নৈপুণ্যং যেষু তাদৃশৈ র্নানা সাধনৈরিত্যর্থঃ। তাদৃশনানা সাধনত্বন্তু নেষ্টং তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাঽভয়-মিত্যাদৌ। তস্মাদিতরমিশ্রিতাপি ন যুক্তেতি সাধ্বেব লক্ষিতং জ্ঞানকর্ম্মাদ্য-নাবৃতমিতি ॥ ২৩ ॥

যায় না ॥ ২৩ ॥

দ্বিতীয়া যথা পঞ্চমস্কন্ধে।

রাজন্ পতি গু্রুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগং ॥ ইতি ॥ ২৪ ॥

সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা যথা।

ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ।

কর্হিচিন্ন দদাতীত্যুক্তে কর্হিচিদ্দদাতীত্যায়াতি। অসাকল্যে তু চিচ্চনৌ। অতএব কর্হিচিদপীতি নোক্তং। তস্মাদাসঙ্গেনাপি কৃতে সাধনভূতে সাক্ষাদ্ভক্তিযোগে সতি যাবৎ ফলভূতে ভক্তিযোগে গাঢ়াসক্তি র্জায়তে তাবন্ন দদাতীত্যর্থঃ। অথৈব চ লক্ষিতং অন্যাভিলাষিতাশূন্যমিতি ॥ ২৪ ॥

পরার্দ্ধেতি। পরার্দ্ধকাল সমাধিনা সমুদিতং তৎসুখমপীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

হরিকর্ত্তৃক আশু অদেয়া যথা।
পঞ্চমস্কন্ধে ৬ অ। ১৮ শ্লোকে।

শুকদেব কহিলেন রাজন্! ভগবান্ মুকুন্দ তোমাদের ও যাদবদিগের পতি অর্থাৎ পালক, গুরু (উপদেশক), দৈব (উপাস্য), প্রিয় ও কুলের নিয়ন্তা, অধিক কি তোমাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া কখন ২ দৌত্যাদি কার্য্যেও প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রিয় রাজন্! এ সকল কথা দূরে থাকুক, যাঁহারা তাঁহাকে ভজনা করেন তাঁহাদিগকে মুক্তিই প্রদান করিয়া থাকেন কিন্তু তিনি কখন কাহাকে শীঘ্র ভক্তিযোগ প্রদান করেন না ॥ ২৪ ॥

সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা ॥

যদি ব্রহ্মানন্দ সুখকে দ্বিপরার্দ্ধ সংখ্যা দ্বারা গুণ করা

নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি ॥ ২৫ ॥

যথা হরিভক্তিসুধোদয়ে।

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে

সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো ॥ ২৬ ॥

তথা ভাবার্থদীপিকায়াঞ্চ।

ত্বৎকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ।

ব্রাহ্মাণীত্যত্র পারমেষ্ঠ্যানীতি তু ন ব্যাখ্যেয়ং পরব্রহ্মানন্দেনৈব তস্য তারতম্যং শ্রীভাগবতাদিষু প্রসিদ্ধমিতি তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দেত্যাদিভ্যঃ ॥ ২৬ ॥

সৎস্বপি বহুষু উদাহরিষ্যমাণেষু শ্রীভাগবতাদি বাক্যেষু ভাবার্থদীপিকোদাহরণন্তু তৎকর্ত্তুস্তৎ তাৎপর্য্যজ্ঞত্বেন সর্ব্বতত্ত্বদ্বাক্যার্থসংগ্রহোঽয়মিত্যভি-

---

যায় তাহা হইলে ঐ ব্রহ্মানন্দ সুখ ভক্তি সুখসাগরের পরমাণুরও তুল্য হইতে পারে না ॥ ২৫ ॥

যথা হরিভক্তিসুধোদয়ে ॥

প্রহ্লাদ নৃসিংহদেবকে স্তব করিয়া কহিলেন হে জগদ্গুরো! আমি আপনার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া বিশুদ্ধ আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, এক্ষণে আমার ব্রহ্মানন্দ সুখও গোষ্পদ তুল্য বোধ হইতেছে ॥ ২৬ ॥

এই প্রকার ভাবার্থদীপিকা টীকায় যথা।

ভগবন্! আপনার কথারূপ অমৃত সাগরে বিহারশীল কোন্ কোন্ পুণ্যবান্ জন মহানন্দ অনুভব করত চতু-

কুর্ব্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্ব্বর্গং তৃণোপমং ॥ ২৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী।

কৃত্বা হরিং প্রেমভাজং প্রিয়বর্গসমন্বিতং।
ভক্তি র্বশীকরোতীতি শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী মতা ॥ ২৮ ॥

যথৈকাদশে।

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তি র্মমোর্জ্জিতা ॥ ২৯ ॥

প্রায়াৎ ॥ ২৭ ॥

প্রেমভাজমিতি আকর্ষণশব্দবলাৎ প্রিয়বর্গসমন্বিতমিতি শ্রীশব্দবলাদ্ব্যাখ্যাতং ॥ ২৮ ॥

ন সাধয়তীত্যত্র যদ্যপি যোগাদিসাধনপ্রতিস্পর্দ্ধিত্বেন সাধনত্বমেবাস্যা আয়াতি ততশ্চাগ্রত ইত্যাদি বক্ষ্যমাণানুসারেণ সাধ্যভক্তিমহিমপ্রস্তাবেহস্মিন্নুদাহরণং ন সম্ভবতি তথাপি সাধ্যমেব জনয়িত্বা বশীকরোত্যসাবিতি তথোক্তং ॥ ২৯ ॥

র্ব্বর্গকে তৃণ তুল্য জ্ঞান করেন ॥ ২৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী যথা।

যে ভক্তি শ্রীকৃষ্ণকেও প্রেমে মুগ্ধ করিয়া প্রিয়বর্গের সহিত বশীভূত করেন তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী বলা যায় ॥ ২৮ ॥

যথা একাদশস্কন্ধে ১২ অ। ১ শ্লোকে ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে উদ্ধব! যে রূপ মদ্বিষয়িণী বিশুদ্ধা ভক্তি আমাকে বশীভূত করিতে পারে, তদ্রূপ যোগ, সাংখ্য, ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা এবং দান ইহারা বশীভূত করিতে পারে না ॥ ২৯ ॥

সপ্তমে চ নারদোক্তৌ।

যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা
লোকং পুনানা মুনয়োঽভিযন্তি।
যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষাদ্-
গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গং॥ ইতি॥ ৩০॥

অগ্রতো বক্ষ্যমাণায়া ত্রিধা ভক্তেরনুক্রমাৎ।

অতএব তত্রাপরিতুষ্যন্ প্রিয়বর্গসমন্বিতত্বোদাহরণঞ্চ করিষ্যন্নপরমাহ যূয়মিতি॥ ৩০॥

দ্বিশো দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং ষড়্ভিঃ পদৈঃ ক্লেশঘ্নীত্যাদিভিঃ পরিকীর্ত্তিতমিতি অসাধারণত্বেনেতি পরিশব্দার্থঃ। তেন সাধনরূপায়া দ্বৌ গুণৌ ভাবরূপায়া-

---

প্রিয়বর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বশীকরণ যথা
সপ্তমস্কন্ধে ১০ অ। ৩৭ শ্লোকে॥

রাজা যুধিষ্ঠির নারদ মুখে প্রহ্লাদচরিত্র শ্রবণ করিয়া মনোমধ্যে বিবেচনা করিলেন, প্রহ্লাদই ভগবানের প্রিয়-পাত্র আমরা নহি; নারদ রাজার এইরূপ মনোবৃত্তি অনুভব করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এই নরলোকে তোমরাই ভাগ্যবান্, যে হেতু লোকপাবন মুনিগণ সর্ব্বদা তোমা-দের গৃহে আগমন করেন, অধিকন্তু সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম মানব-শরীর প্রকটন করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে তোমাদের গৃহে অব-স্থিতি করিতেছেন, অতএব আপনাদিগের অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান্ আর কে আছে?॥ ৩০॥

সামান্যতঃ ভক্তি তিন প্রকার অর্থাৎ সাধন, ভাব ও প্রেম

দ্বিশঃ ষড়্ভিঃ পদৈরেতন্মাহাত্ম্যং পরিকীর্ত্তিতং ॥ ৩১ ॥

কিঞ্চ।

স্বল্পাপি রুচিরেব স্যাদ্ভক্তিতত্ত্বাববোধিকা।
যুক্তিস্তু কেবলা নৈব যদস্যা অপ্রতিষ্ঠতা ॥ ৩২ ॥

তথা প্রাচীনৈরপ্যুক্তং।

যত্নেনাপাদিতোঽপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ।

শ্চত্বারো গুণাঃ প্রেমরূপায়াঃ ষড়পি জ্ঞেয়াঃ। তত্র তত্র তত্তদন্তর্ভাবাৎ বায্বাদি ভূতচতুষ্টয়বৎ ॥ ৩১ ॥

অত্র বহির্মুখান্ প্রতি অন্যদপ্যুচ্যতে ইত্যাহ কিঞ্চেতি। রুচিরত্র ভক্তিতত্ত্বপ্রতিপাদকশব্দেষু শ্রীমদ্ভাগবতাদিষু প্রাচীনসংস্কারেণোত্তমত্বজ্ঞানং সৈব ভক্তিতত্ত্বং অববোধয়তি। যথা শব্দং শ্রদ্ধাপয়তীতি কেবলা শুষ্কা নৈবেতি কিন্তু তদ্রুচিসহিতা ইত্থমেব বক্ষ্যতে। শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণ ইতি ॥ ৩২ ॥

অপ্রতিষ্ঠত্বমেব দর্শয়তি। প্রাচীনৈঃ তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ, ইতি ন্যায়ানুসা-

---

ইহা অগ্রে বিশেষরূপে ব্যক্ত হইবে। দুইটী করিয়া ক্লেশঘ্নী প্রভৃতি ছয়টীতে ক্রমে ভক্তিমাহাত্ম্য অসাধারণরূপে পরিকীর্ত্তিত হইল ॥ ৩১ ॥

অপর ভক্তিপ্রতিপাদক ভাগবতাদি শাস্ত্রে জন্মান্তরীণ সংস্কারানুসারে শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞানরূপ রুচি অল্প পরিমাণে হইলেও তদ্দ্বারা ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশ পায়, কিন্তু কেবল যুক্তি অবলম্বন করিলে ভক্তিতত্ত্বের দর্শনও পাওয়া যায় না, কারণ তর্ক অস্থির, তদ্দ্বারা নিশ্চয় হয় না ॥ ৩২ ॥

এই বিষয়ে প্রাচীন পণ্ডিত সকল কহিয়াছেন যে,—

তর্ককুশল কোন ব্যক্তি যুক্তি দ্বারা অতিযত্নে একটী

অভিযুক্ততরৈ রন্যৈ রন্যথৈবোপপাদ্যতে ॥ ৩৩ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ভক্তি-সামান্যলহরী প্রথমা ॥ * ॥

সা ভক্তিঃ সাধনং ভাবঃ প্রেমা চেতি ত্রিধোদিতা ॥ ১ ॥

রিভিঃ বার্ত্তিককারাদিভিঃ। অভিযুক্ততরাস্তার্কিকেষু প্রবীণতরাঃ ॥ ৩৩ ॥

॥ * ॥ ইতি দুর্গমসঙ্গমনীনাম্ন্যাং ভক্তিরসামৃতসিন্ধুটীকায়াং লহরী-চতুষ্টয়াত্মকে পূর্ব্ববিভাগে ভক্তিসামান্যলহরী প্রথমা ॥ * ॥

সা ভক্তিরিতি আপাততঃ প্রতীত্যর্থমেবেদং বিবেচনং বিশেষতস্থিদং জ্ঞেয়ং। ভক্তিস্তাবদ্দ্বিবিধা সাধনরূপা সাধ্যরূপা চ। তত্র প্রথমায়া লক্ষণং ভেদাশ্চ বক্ষ্যন্তে। দ্বিতীয়া তু হার্দ্দরূপা সাপি ভক্তিশব্দেনোচ্যতে। যথৈ-কাদশে। ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুমিতি। অস্যাশ্চ ভাব প্রেম প্রণয় স্নেহ রাগাখ্যাঃ পঞ্চ ভেদাঃ। তথোজ্জ্বলনীলমণাবস্য পরিশিষ্ট-গ্রন্থে মানানুরাগমহাভাবাস্ত্রয়শ্চ সন্তি। তদেবমষ্টৌ তথাপি ভাব প্রেমেতি দ্বিভেদত্বেনোক্তিস্তূপলক্ষণার্থমেব। প্রেম্ন এব বিলাসত্বাদ্বৈরল্যাৎ সাধ-কেষপি। অত্র স্নেহাদয়ো ভেদা বিবিচ্য নহি শংসিতাঃ। ইত্যত্রৈব প্রেম-লহর্য্যন্তে বক্ষ্যমাণত্বাৎ ॥ ১ ॥

সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছেন কিন্তু তর্কশাস্ত্রে নিপুণতর অন্য ব্যক্তি অনায়াসে তাহা খণ্ডন করিতে পারেন ॥ ৩৩ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগে শ্রীরাম নারায়ণ বিদ্যারত্ন কৃত ব্যাখ্যায় ভক্তি সামান্য নিরূপণ প্রথম লহরী ॥ * ॥

পূর্ব্বোল্লিখিতা ভক্তি সাধন, ভাব ও প্রেম ভেদে তিন প্রকার হয় যথা—সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি ॥ ১ ॥

তত্র সাধনভক্তিঃ ॥

কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা ॥ ২ ॥
সা ভক্তিঃ সপ্তমস্কন্ধে ভঙ্গ্যা দেবর্ষিণোদিতা ॥ ৩ ॥

কৃতীতি। সামান্যতো লক্ষিতা উত্তমা ভক্তিঃ। কৃত্যা ইন্দ্রিয়প্রেরণয়া সাধ্যা চেৎ সা সাধনাভিধা ভবতি। কৃত্যাস্তদন্তর্ভাবশ্চ পূর্ব্বক্রিয়ায়া যত্নান্তর্ভাববৎ। তত্র ভাবাদ্যনুভাবরূপায়া ব্যবচ্ছেদার্থমাহ সাধ্যো ভাবঃ প্রেমাদিরূপো যয়া সা নতু ভাবসিদ্ধা। সা হি তদঙ্গত্বাৎ সাধ্যরূপৈবেতি। সাধ্যভাবা ইত্যনেন সা সাধ্যপুনর্থান্তরা চ পরিহৃতা। অর্থান্তরং স্বার্থক্রিয়া বিশেষঃ। উত্তমায়া এবোপক্রান্তত্বাৎ। ভাবস্য সাধ্যত্বে কৃত্রিমত্বাৎ পরমপুরুষার্থত্বাভাবঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নিত্যেতি। ভগবচ্ছক্তিবিশেষবৃত্তিবিশেষত্বেনাগ্রে সাধয়িষ্যমাণত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

সেতি। নন্বত্র তস্মাদ্বৈরানুবন্ধেন নির্বৈরেণ ভয়েন বা। স্নেহাৎ কামেন বা যুঞ্জ্যাৎ কথঞ্চিন্নেক্ষ্যতে পৃথগিতি। ভয়দ্বেষাবপি বিহিতৌ তর্হি তাবপি

তন্মধ্যে সাধনভক্তি যথা।

ইন্দ্রিয়গণের প্রেরণা অর্থাৎ শ্রবণ কীর্ত্তন ও দর্শনাদি দ্বারা সাধনীয়া সামান্য ভক্তিকেই সাধনভক্তি কহে, এতদ্দ্বারা ভাব ও প্রেম সাধ্য হইয়াছে। "ভাব ও প্রেম সাধ্য" এই কথা বলাতে "ইহারা কৃত্রিম," এই প্রকার ভ্রম উপস্থিত হইতে পারে, বাস্তবিক তাহা নয়, ইহা নিত্যসিদ্ধ বস্তু, ইহার কোন সাধন নাই, কিন্তু জীবের হৃদয়স্থ প্রেমের উদ্দীপন করণের নাম সাধন ॥ ২ ॥

সপ্তমস্কন্ধে ১ অ। ৩০ শ্লোকে। দেবর্ষি নারদও ভঙ্গিক্রমে সাধন ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

যথা।

তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ॥ ইতি।

বৈধী রাগানুগা চেতি সা দ্বিধা সাধনাভিধা ॥ ৪ ॥

তত্র বৈধী ॥

যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে।

শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধী ভক্তিরুচ্যতে ॥

ভক্তী স্যাতাং যদি স্যাতাং তর্হ্যানুকূল্যেনেতি বিশেষণবিরোধঃ স্যাত্তত্রাহ-ভক্ত্যেতি। যঃ খলু ভয়দ্বেষয়োরপি মঙ্গলং বিদধীত তস্মিন্নপি কো বা পরম-পামরো ভক্তিং ন কুর্ব্বীত প্রত্যুত তৌ বিদধীতেতি পরিপাট্যৈত্যর্থঃ। যুঞ্জ্যাদিতি তু সম্ভাবনায়ামেব লিঙ্ বিধানাৎ ন তু বিধৌ। ভয়দ্বেষয়ো র্বিধাতু-মশক্যত্বাৎ। যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণপরমেবেদং বাক্যং তথাপি তদংশাদৌ চ তার-তম্যেন জ্ঞেয়ং ॥ ৩ ॥

তস্মাদিতি। উপায়েন কামাদিনা নির্ব্বৈরশব্দপ্রতিপাদয়িতব্যেন বিধিনা চ দ্বারা মনোনিবেশোপলক্ষণত্বেন তত্তদিন্দ্রিয়চেষ্টা চ ভক্তিরিত্যর্থঃ। তথাপি কেনাপি যোগ্যেন ভয়দ্বেষাতিরিক্তেন স্বমনোঽনুকূলেনৈকতরেণৈবেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

যত্র ভক্তৌ প্রবৃত্তিঃ পুংসো রাগানবাপ্তত্বাৎ রাগেণানবাপ্তেতি হেতোঃ শাস্ত্রস্য শাসনেনৈব উপজায়তে সা ভক্তি বৈধী উচ্যতে। রাগোঽত্রানু রাগস্তদ্রু-

নারদ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন রাজন্। যে কোন উপায়ে হউক শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করা বিধেয়॥

বৈধী এবং রাগানুগাভেদে সাধন ভক্তি দুই প্রকার ॥৪॥

তন্মধ্যে বৈধীভক্তি যথা।

রাগের অপ্রাপ্তি হেতু অর্থাৎ অনুরাগ উৎপন্ন হয় নাই কেবল শাস্ত্র শাসন ভয়েই যাহাতে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে তাহাকে বৈধী ভক্তি বলে ॥

যথা দ্বিতীয়ে।

তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাঽভয়ং॥

পাদ্মে চ।

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণু র্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥ ৫॥
ইত্যসৌ স্যাদ্বিধি র্নিত্যঃ সর্ব্ববর্ণাশ্রমাদিষু।

চিশ্চ। অগ্রে রাগাত্মিকারাগানুগয়ো র্ভেদস্থ বক্ষ্যমাণত্বাৎ। শাসনেনৈব ইত্যেব কারাৎ রাগ প্রাপ্তত্বমপি চেত্তর্হি অংশেনৈব বৈধীত্বং জ্ঞেয়ং। অহরহঃ সন্ধ্যা-মুপাসীত ব্রাহ্মণো ন হন্তব্য ইত্যাদি রূপাঃ। এতয়োঃ স্মর্ত্তব্যবিস্মর্ত্তব্যরূপয়ো-র্বিধিনিষেধয়োরেব কিঙ্করাঃ অধীনাঃ বিপরীতে তু বিপরীতফলা ভবন্তীতি ভাবঃ। চিচ্ছব্দস্তত্র জাতু শব্দস্যার্থদ্যোতক এব ন তু বাচকঃ॥ ৫॥

ইত্যসাবিতি কারিকাতু এবং ক্রিয়াযোগসারে পুমানিত্যনন্তরং পঠনীয়া।

যথা দ্বিতীয়স্কন্ধে ১ অ। ৩৫ শ্লোকে।

শুকদেব কহিলেন রাজন্! যে ব্যক্তি অভয় ইচ্ছা করে তাহার পক্ষে ভগবান্ হরির শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ সর্ব্ব-তোভাবে বিধেয়, যে হেতু তিনি সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বেশ্বর॥

পদ্মপুরাণে॥

সর্ব্বদা বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে, কখনও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না, ইহাই মুখ্য বিধি, কিন্তু শাস্ত্রে যে সকল বিধি ও নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমুদায় উক্ত স্মরণ ও বিস্ম-রণরূপ বিধি ও নিষেধের অনুগত কিঙ্কর॥ ৫॥

ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের এবং গৃহি প্রভৃতি সমুদায় আশ্র-

নিত্যত্বেঽপ্যস্য নির্ণীতমেকাদশ্যাদিবৎ ফলং ॥

একাদশে তু ব্যক্তমেবোক্তং।

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্ব্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ৬ ॥
এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিকতান্ত্রিকৈঃ।

ইতি শব্দেন পূর্ব্বপ্রকরণস্য হেতুতায়াং যোগ্যেন। ক্বতমুখায়া এতস্যাঃ কারিকায়া-উপসংহারবাক্যতা প্রাপ্তেস্তৎপ্রকরণান্ত এব যোগ্যত্বাৎ ॥ ৬ ॥

তৎফলমুদাহরন্নর্চ্চনমুপলক্ষ্যাহ এবমিতি। তদুক্তং। অকামঃ সর্ব্ব-

---

মের পক্ষেই এই বিধি নিত্য, এবং নিত্য হইলেও একাদশী-ব্রতাদির ন্যায় শাস্ত্রে ইহার ফল নির্ণীত হইয়াছে ॥

এই বিষয়টী একাদশস্কন্ধে ৫ অ। ১। ২ শ্লোকে
স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে ॥

চমস কহিলেন্ রাজন্! পরম পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও চরণ হইতে, সত্ত্বাদি গুণ দ্বারা চারিটী আশ্রমের সহিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র ক্রমে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, উহাদের সকলের ধর্ম্মই পৃথক্ ২। কিন্তু যাহারা আপনার উৎপত্তির কারণ সেই পুরুষের ভজনা না করে অথবা তাঁহাকে ঈশ্বর জানিয়াও তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে, তাহারা বর্ণ ও আশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয় ॥ ৬ ॥

এই বিষয়ের ফল একাদশস্কন্ধে ৫ অ। ২ শ্লোকে
বলিয়াছেন যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব! এই প্রকারে যে পুরুষ

অর্চ্চন্ ভবতঃ সিদ্ধিং মত্তো বিন্দত্যভীপ্সিতাং ॥ ৭ ॥

পঞ্চরাত্রে চ ।

সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া ।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরা ভবেদিতি ॥৮॥

তত্রাধিকারী ॥

যঃ কেনাপ্যতিভাগ্যেন জাতশ্রদ্ধোঽস্য সেবনে ।
নাতিসক্তো ন বৈরাগ্যভাগস্যামধিকার্য্যসৌ ॥ ৯ ॥

কামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পর মিত্যাদেঃ ॥ ৭ ॥

সামস্ত্যেন দর্শয়ন্ পরম ফলমাহ পঞ্চেতি। সৈব ভক্তিরিত্যত্র বৈধীতি গম্যং তৎপ্রকরণ পঠিতত্বাৎ ॥ ৮ ॥

অতিভাগ্যেন মহৎসঙ্গাদিজাতসংস্কারবিশেষেণ ॥ ৯ ॥

বৈদিক অথবা তান্ত্রিক ক্রিয়াযোগ অবলম্বন করিয়া আমার অর্চ্চনা করেন তিনি ইহলোকে ও পর লোকে আমা হইতেই অভিলষিত সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

পঞ্চরাত্রে যথা ।

হে দেবর্ষে ! হরিকে উদ্দেশ করিয়া শাস্ত্রে যে ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে, সাধুগণ তাহাকেই বৈধী ভক্তি বলেন, এই বৈধীভক্তি যাজন করিতে ২ প্রেমভক্তি লাভ হয় ॥ ৮ ॥

ভক্তিবিষয়ে অধিকারী যথা ॥

মহৎসঙ্গাদি-জনিত সংস্কার বিশেষ দ্বারা যাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-সেবনে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, এবং যিনি কর্ম্মে অতিশয় আসক্ত বা ~~বৈরাগ্য~~বান্ হন নাই, তিনিই ভক্তি বিষয়ে অধিকারী ॥ ৯ ॥

বৈরাগ্য

যথৈকাদশে ।

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্ ।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥ইতি॥
উত্তমো মধ্যমশ্চ স্যাৎ কনিষ্ঠশ্চেতি স ত্রিধা ॥ ১০ ॥

তত্রোত্তমঃ ।

শাস্ত্রে যুক্তৌচ নিপুণঃ সর্ব্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।

যদৃচ্ছয়েতি তদেতচ্চ বিবৃতং স্বয়ং ভগবতা জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু । বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ । ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালু র্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ । জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্নিতি । অত্র তত ইতি তামবস্থামারভ্যেত্যর্থঃ । ভক্তির্হি স্বতঃ প্রবলত্বাদন্যনিরপেক্ষা নতু জ্ঞানাদিবৎ সম্যগ্বৈরাগ্যাদিসাপেক্ষা । কর্ম্মনির্ব্বেদাপেক্ষাত্বঽনন্যথাসিদ্ধ্যৈবেতি তস্যামেবাবস্থায়াং প্রবৃত্তির্মুক্তা । কিন্তু আত্মারামাশ্চ মুনয় ইত্যাদে র্ন তু তত্রৈব তস্যাঃ সমাপ্তিরিতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

পূর্ব্বং শাস্ত্রস্য শাসনেনৈব প্রবৃত্তিরিত্যুক্তত্বাচ্ছাস্ত্রার্থবিশ্বাস এব আদি-

---

একাদশে ২০ অধ্যায় ৮ শ্লোকে যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে উদ্ধব ! সৌভাগ্য বশতঃ আমার কথায় যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছে ও কর্ম্মমাত্রে বৈরাগ্যযুক্ত বা কর্ম্মে আসক্ত হয় নাই, তাহার সম্বন্ধেই ভক্তিযোগ সিদ্ধি প্রদান করেন ॥

উত্তম মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে অধিকারী তিন প্রকার ॥১০.

তন্মধ্যে উত্তম অধিকারী যথা ॥

যিনি শাস্ত্রে এবং শাস্ত্রানুগত যুক্তি বিষয়ে বিশেষ নিপুণ, তত্ত্ববিচার, সাধনবিচার এবং পুরুষার্থ বিচার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণই

প্রৌঢ়শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ স ভক্তাবুত্তমো মতঃ ॥ ১১ ॥

মধ্যমঃ।

যঃ শাস্ত্রাদিষ্বনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ স তু মধ্যমঃ ॥ ১২ ॥

কারণং লব্ধং অতঃ শ্রদ্ধাশব্দস্তত্র প্রযুক্তঃ তস্মাচ্ছাস্ত্রার্থবিশ্বাস এব শ্রদ্ধেতি লব্ধে শ্রদ্ধা তারতম্যেন শ্রদ্ধাবতাং তারতম্যমাহ শাস্ত্র ইতি দ্বাভ্যাং। নিপুণঃ প্রবীণঃ সর্ব্বথেতি তত্ত্ববিচারেণ সাধনবিচারেণ পুরুষার্থবিচারেণ চ দৃঢ়নিশ্চয় ইত্যর্থঃ। যুক্তিশ্চাত্র শাস্ত্রানুগতৈব জ্ঞেয়া। যুক্তিস্তু কেবলা নৈবেতি যুক্তেঃ স্বাতন্ত্র্যনিষেধাৎ শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাদিতি ন্যায়াৎ। পূর্ব্বাপরানুরোধেন কোঽস্বহ-র্থোঽভিমতো ভবেৎ। ইত্যাদ্যমূহনং তর্কঃ শুষ্কতর্কন্তু বর্জয়েদিতি বৈষ্ণব-তন্ত্রাচ্চ। এবম্ভূতো যঃ প্রৌঢ়শ্রদ্ধঃ সএবোত্তমোঽধিকারীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

অনিপুণ ইতি নিপুণসদৃশঃ বলবদ্বাধে দত্তে সতি সমাধাতুমসমর্থ ইত্যর্থঃ তথাপি শ্রদ্ধাবান্ মনসি দৃঢ়নিশ্চয় এবেত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

একমাত্র উপাস্য ও প্রীতির বিষয় এইরূপ যাঁহার নিশ্চয় দৃঢ়-তর এবং শ্রদ্ধা প্রগাঢ় হইয়াছে, তিনিই ভক্তি বিষয়ে উত্তমা-ধিকারী ॥ ১১ ॥

মধ্যমাধিকারী যথা ॥

যিনি শাস্ত্রাদিতে অনিপুণ, কিন্তু শ্রদ্ধাবান্, তিনি ভক্তি বিষয়ে মধ্যম-অধিকারী ॥

তাৎপর্য্য। অনিপুণ শব্দে নিপুণসদৃশ, কারণ, শাস্ত্র-বিচারে বলবতী বাধা প্রদত্ত হইলে সমাধান করিতে অসমর্থ কিন্তু শ্রদ্ধাবান্ অর্থাৎ মনোমধ্যে উপাস্যদেবের প্রতি দৃঢ়-তর নিশ্চয় রহিয়াছে এ নিমিত্ত তাহাকে মধ্যমাধিকারি বলে ॥ ১২ ॥

কনিষ্ঠঃ॥

যো ভবেৎ কোমলশ্রদ্ধঃ স কনিষ্ঠো নিগদ্যতে॥ ১৩॥
তত্র গীতাদিযুক্তানাং চতুর্ণামধিকারিণাং।

যোভবেদিত্যত্রাপি শাস্ত্রাদিষ্বনিপুণ ইত্যনুবর্ত্তনীয়ং। শ্রদ্ধামাত্রস্ত শাস্ত্রার্থবিশ্বাসরূপত্বাৎ। তস্চাত্রানিপুণ ইতি যৎ কিঞ্চিন্নিপুণ ইত্যর্থঃ। কোমলশ্রদ্ধঃ শাস্ত্রযুক্ত্যন্তরেণ ভেত্তুং শক্যঃ॥ ১৩॥

শ্রীভগবদ্গীতাসু যে চতুর্ব্বিধা অধিকারিণ উক্তাস্তেহপি শুদ্ধভক্তিতঃ পূর্ব্বাবস্থা এবেত্যাহ তত্রেতি। তত্র চ যস্মিন্নিতি স ইতি চ সামান্যেনোক্তিঃ যস্মিন্ যস্মিন্ স স ইত্যর্থঃ। শৌনকাদির্গণঃ চতুঃসনঃ সনকাদিঃ। গীতাবাক্যঞ্চেদং। চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোহর্জ্জুন। আর্ত্তো জিজ্ঞাসু রর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ। তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে

যিনি শাস্ত্র ও শাস্ত্রানুগত যুক্তি বিষয়ে অনিপুণ এবং কোমল শ্রদ্ধাবান্ অর্থাৎ শাস্ত্র বা যুক্তিদ্বারা যাহার বিশ্বাস খণ্ডন করিতে পারা যায়, তাহাকে ভক্তিবিষয়ে কনিষ্ঠাধিকারি জানিতে হইবে॥ ১৩॥

যদিও শ্রীভগবদ্গীতাদি শাস্ত্রে আর্ত্ত, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, অর্থকামী এবং জ্ঞানী এই চারি প্রকার অধিকারী বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে, তথাপি ইহাদিগের মধ্যে যাহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জনের কৃপা হয়, তাহার তত্তদ্ভাব ক্ষীণ হওয়াতে সে শুদ্ধভক্তির অধিকারী হয়। যেমন গজেন্দ্র, শৌনকাদি, ধ্রুব ও সনকাদি চতুঃসন॥

তাৎপর্য্য। ভগবদ্গীতার ৭ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! সুকৃতিশালী পুরুষেরাই আমাকে ভজনা করিয়া থাকেন কিন্তু পূর্ব্বকৃত পুণ্যের তারতম্য হেতু তাঁহারা চারি

মধ্যে যস্মিন্ ভগবতঃ কৃপা স্যাত্তৎপ্রিয়স্য বা ॥

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ। উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতং। আস্থিতঃ সহি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিং। বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ। কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতা ইত্যাদি। তত্র জ্ঞানী আত্মবিদিতি টীকাকারাঃ। তত্রোত্তমত্বস্য কারণঞ্চ ব্যাখ্যাতবন্তঃ জ্ঞানিনো দেহাদ্যভিমানাভাবেন চিত্তবিক্ষেপাভাবান্নিত্যযুক্তত্বমেকান্তভক্তিত্বঞ্চ সংভবতি নান্যস্যেতি। অত্রচেদং প্রতিপদ্যতে। তাদৃশত্বং তস্য ত্বংপদার্থ-জ্ঞানেঽপি সম্ভবতীত্যাস্তাং তজ্জ্ঞানী। তত্বং পদার্থজ্ঞানানন্তরভাবৈক্যজ্ঞানি-শুরূণামপি শ্রীভগবৎপ্রসাদাচ্ছুদ্ধভক্তিপ্রবেশো দৃশ্যতে। যথা তৃতীয়ে। তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ। অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং, সংক্ষোভমক্ষরজুষামপিচিত্ততন্বোরিতি। তদেতদভি-প্রেত্যাহ স চ চতুঃসন ইতি। তদেবং শুদ্ধভক্তেরুৎকর্ষব্যঞ্জনার্থমেবৈষ উদাহৃতঃ। নতু বৈধাংশেঽপি রাগপ্রাপ্তত্বাৎ তচ্চানুভব জ্ঞানত্বাৎ অতএব শাস্ত্রশাসনাতীতত্বাচ্চ। বৈধোদাহরণন্তু তাদৃশশব্দজ্ঞানিষু জ্ঞেয়ং। তথা-নুস্তত এব শুদ্ধভক্ত্যুত্থানে পঞ্চমমপ্যুদাহরণং দ্রষ্টব্যং। যথা পূর্ব্বজন্মনি শ্রীনারদ এব। শ্রীগীতাদিম্বপি রাজবিদ্যা রাজগুহ্যাধ্যায়াদাবীদৃশ এবাধিকারী

শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েন। যথা পীড়িত, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, অর্থা-ভিলাষী ও জ্ঞানী। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এই চতুর্ব্বিধ ভক্তের মধ্যে জ্ঞানী সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, যেহেতু তিনি সর্ব্বদা আমাতে আসক্ত এবং অসার সংসার মধ্যে আমাকেই সার জানিয়া কেবল আমাতেই অচলা ভক্তি করিয়া থাকেন, এই কারণে জ্ঞানির আমিই অতিশয় প্রিয় এবং তিনিও আমার প্রিয়তর। পরন্তু ইহারা সকলেই উদার স্বভাব, বিশেষতঃ আমি আত্ম-

স ক্ষীণতত্তদ্ভাবঃ স্যাচ্ছুদ্ধভক্ত্যধিকারবান্।

দর্শিতঃ। তদেতদ্গীতোদাহরণঞ্চ তন্মতানুসারেণাপি শুদ্ধভজনে পর্য্যবস্যতীতি গ্রন্থকৃদ্ভিরপি দর্শিতং। শ্রীবৈষ্ণবানাং মতে তু সুতরামেবেতি তন্নোট্টঙ্কিতং। বস্তুতস্তু তত্র হি জ্ঞানিশব্দেন ভগবজ্জ্ঞান্যেবোচ্যতে। পূর্ব্বং হি। জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষত ইত্যুক্ত্বা তস্য চ জ্ঞানস্য মনুষ্যাণাং সহস্রেষ্বিত্যাদিনা আত্মজ্ঞানসিদ্ধেরপি দুর্ল্লভত্বমুক্ত্বা স্বস্যচ ভূমিরাপ ইত্যাদিনা প্রধানাখ্যজীবাখ্যশক্তিদ্বয়কারণকে স্বস্মিন্ পরমকারণত্বমুক্ত্বা অতএব সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বং সর্ব্বাশ্রয়ত্বঞ্চোক্তং সর্ব্বাশ্রয়ত্বেঽপি পুণ্যো গন্ধ ইত্যাদৌ পুণ্যাদিশব্দানাং যথাযোগং সর্ব্বত্র যোজনয়া প্রাপ্তা দোষাস্পৃষ্টা যে সর্ব্বে গুণাস্তেষামতিতুচ্ছানামপি স্বাভেদনির্দ্দেশেন স্বগুণচ্ছবিময়ত্বং দর্শয়িত্বা সাক্ষাৎ স্বগুণানাস্তু কৈমুত্যমেবানীতমানন্ত্যঞ্চ। তত্র চ। যে চৈব সাত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে। মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি নত্বহং তেষু তে ময়ীত্যনেন মায়াগুণাস্পৃষ্টগুণত্বং দর্শিতং। তদেবং ভেদেঽপি লব্ধে যদুত্তরত্র বহূনাং জন্মনামিত্যাদৌ বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যত ইত্যত্র প্রতিপাদ্যে যদভেদ ইব শ্রূয়তে তৎ খলু সূর্য্যতদ্রশ্ম্যাদিবৎ বাসুদেবাৎ সর্ব্বং ন ভিন্নং সর্ব্বস্মাত্তু বাসুদেবো ভিন্ন ইত্যেব সঙ্গচ্ছতে। যথোক্তং শ্রীভাগবতে ব্রহ্মণা। সোঽয়ং তেঽভিহিতস্তাত ভগবান্ ভূতভাবনঃ। সমাসেন হরের্নান্যদন্যস্মাৎ সদসচ্চ যদিতি। তত্রৈব শ্রীভগবতা প্রোক্তং। যে চৈব সাত্বিকা ভাবা ইত্যাদি। শ্রীমদর্জ্জুনেন তু সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্ব ইত্যেব বক্ষ্যতে। যস্মাদেব চৈবন্তু তজ্জ্ঞানবান্ যঃ স মাং প্রপদ্যতে ইতি প্রতিপত্তিরেব প্রোক্তা যতো বাসুদেবঃ

জ্ঞানিকে আমার আত্ম স্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকি, যে হেতু তিনি সকল হইতে উত্তম গতি স্বরূপ আমাকে আশ্রয় করিয়া আমা ভিন্ন অন্য কোন ফলের আশা করেন না। বহু জন্মের পর জ্ঞানবান্ ব্যক্তি স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় জগৎকে

যথোক্তঃ শৌনকাদিশ্চ ধ্রুবঃ স চ চতুঃসনঃ ॥ ১৪ ॥

সর্ব্বমিতি মায়াগুণাতীতবাহ্যাভ্যন্তরানন্তমহাগুণালঙ্কৃতঃ সোঽহমিতি স জ্ঞানমেব নির্দ্দিশন্ স্বস্য ভজনমেব নিশ্চিকায়। অথ চতুর্ব্বিধা ইত্যাদি নির্দ্দিশতা প্রধানশুদ্ধজীবয়োর্জ্ঞানং যদুপযোগিত্বেনৈবোক্তং অত আহু আর্ত্ত ইত্যাদি। পদ্যৈনাং চায়মেবার্থঃ। আর্ত্তো দুঃখহানেচ্ছুঃ। অর্থার্থী সুখপ্রাপ্তীচ্ছুঃ সচ সচ দ্বিবিধঃ পরিচ্ছিন্নাপরিচ্ছিন্নস্বদৃষ্টিভেদেন অপরিচ্ছিন্নদৃষ্টিশ্চেৎ তত্তদর্থং কশ্চিত্তত্ত্বজিজ্ঞাসুরপি ভবতি। ব্যতিক্রমেণোক্তিরার্ত্তিহানেচ্ছানন্তরমেব চ জিজ্ঞাসা জায়ত ইতি। জ্ঞানী পূর্ব্বোক্তপ্রকারক শাব্দজ্ঞানবান্। স চ ত্রিবিধঃ তাদৃশৈশ্বর্য্যমাধুর্য্য তত্তন্মিশ্রত্বজ্ঞানভেদেন। সুকৃতং ভক্তিবাসনাহেতু মহৎসঙ্গাদিময়ং বিদ্যতে যেষাং তে। তত্রাদ্যেষু ত্রিষু সুকৃতস্য সন্দেহ ইতি যদি সুকৃতিনস্তে তদা ভজন্ত ইত্যর্থঃ। চতুর্থে তু নিশ্চয়ঃ যতোঽসৌ সুকৃতিত্বাজ্জাতজ্ঞানস্ততো ভজত এবেত্যর্থঃ তেষাং মধ্যে সএব পূর্ব্বোক্তমজ্জ্ঞান্যেবান্যাভিলাষিতায়া মতান্তরপ্রসিদ্ধতত্ত্বং পদার্থৈক্যভাবনারূপজ্ঞানস্য স্মৃতিপ্রসিদ্ধবর্ণাশ্রমধর্ম্মস্য চোপেক্ষয়া কেবলং মাং ভজন্নুত্তমভক্তত্বান্মমাত্যন্তপ্রিয়স্তস্য চাহমত্যন্তপ্রিয় ইতি সহেতুকমাহ তেষামিত্যাদি দ্বয়েন। নন্বার্ত্তাদিত্রয়স্যান্তে কা নিষ্ঠা স্যাৎ তত্রাহ বহূনামিতি। সুকৃতিন ইত্যত্র জ্ঞাপিতং সুকৃতবিশেষং বিনান্যে সংসরন্তীত্যাহ কামৈরিত্যাদি। তস্মাচ্চতুর্ব্বিধত্বমেব ভক্তানামিতি ভগবৎপ্রতিজ্ঞৈব নির্ণেয়া ॥ ১৪ ॥

বাসুদেব ময় দেখিয়া থাকেন এবং এই প্রকার সর্ব্বত্র আত্ম দৃষ্টি নিবন্ধন কেবল আমাকেই ভজনা করেন, অতএব এতাদৃশ ভক্ত অতিশয় দুর্ল্লভ, কিন্তু বিবিধ বাসনাতে যাহাদের জ্ঞান আহৃত হইয়াছে তাহারাই অন্যান্য ক্ষুদ্র দেবতার উপাসনা করে। এই স্থলে জ্ঞানি শব্দে আত্মতত্ত্বজ্ঞ, অতএব জ্ঞানীই উত্তম, ইহাই ব্যাখ্যা করা হইল, কারণ,

জ্ঞানিদিগের দেহাদিতে অভিমান এবং বিষয়ে চিত্তের বিক্ষেপ শূন্য হওয়াতে একান্ত ভক্তিত্ব সিদ্ধ হইল, অন্যের হইতে পারে না। এই স্থলে সিদ্ধান্ত এই যে, ত্বং-পদার্থ জ্ঞানদ্বারাও জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন কিন্তু ত্বং-পদার্থ জ্ঞানানন্তর যাহাদিগের অভেদ জ্ঞান জন্মিয়াছে সেই সকল ঐক্য জ্ঞানি-গুরুদিগেরও ভগবৎপ্রসাদে বিশুদ্ধ ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। যথা তৃতীয়স্কন্ধে, সেই অরবিন্দনয়ন ভগবানের চরণারবিন্দের কিঞ্জল্ক (কেশর) সকল তুলসী মকরন্দের সহিত মিশ্রিত হইয়াছিল, বায়ু তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দসেবি-সনকাদি চতুঃসনের নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের হৃদয় হর্ষিত ও পুলকিত করে, অতএব এই অভিপ্রায়েই সনক সনন্দ প্রভৃতি আত্মতত্ত্বজ্ঞদিগের নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং বিশুদ্ধ ভক্তির উৎকর্ষ প্রদর্শনই উক্ত উদাহরণের উদ্দেশ্য গীতোক্ত চতুর্ব্বিধ উদাহরণই শুদ্ধ ভজনে পর্য্যবসিত হইয়াছে, ইহাই গ্রন্থকারের অভিপ্রায়। যে হেতু আর্ত্ত ব্যক্তি স্বীয় পীড়ার উপশমের নিমিত্ত ভগবান্‌কে স্মরণ করে, কিন্তু তাহার যদি জন্মান্তরীয় ভক্তিবাসনা হেতু সৎসঙ্গাদিরূপ সুকৃত বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির হরি-ভজনে প্রবৃত্তি হয়। যেমন গজেন্দ্র কুম্ভীর দংশনে পীড়িত হইয়া হরিকে স্মরণ করায়, জন্মান্তরীয় সুকৃতি নিবন্ধন হরির অনুগ্রহ ভাজন হইয়া বিশুদ্ধ ভক্তির অধিকারী হইয়াছে, এই রূপ শৌনকাদি ঋষি তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া পুণ্যপুঞ্জ হেতু ভগবানের ভজনে অধিকারী হয়েন। ধ্রুব অর্থার্থী হইয়া ভগবদ্ভজনে

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥ ১৫ ॥
তত্রাপি চ বিশেষেণ গতিমণ্বীমনিচ্ছতঃ।

অথ মূলমনুসরামঃ পূর্ব্বত্র হেতুং ব্যতিরেকেণাহ ভুক্তীতি। অত্র মুক্তি-স্পৃহায়ামপি পিশাচীত্বং ভাবান্তরেণ ভক্তিস্পৃহাবরকত্বাৎ পূর্ব্বা পরা চ স্বোন্মুখতাৎপর্য্যবতীতি। অত্র যদ্যপি ভক্তা অপি সংসারতো মুক্তা ভবন্ত্যেব তথাপি তদংশেতু তেষাং তাৎপর্য্যং ন ভবত্যেব কিন্তু ভক্তেঃ প্রভাবেণৈব সা স্যাদিতি। ব্যাপ্নোতি হৃদ্ যস্মিন্ তদেবমনয়া কারিকয়া সাধকানামপি ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা ন যুক্তেত্যুক্তং। ততঃ সুতরামেব সিদ্ধানাং নাস্তীত্যভিপ্রায়স্তু পরত্রোভয়বিধ তত্তদুদাহরণেষু জ্ঞেয়ঃ। ব্যাপ্নোতি হৃদয়ং যাবদ্ভুক্তিমুক্তিস্পৃহাগ্রহ ইতি পাঠান্তরন্তু সুশ্লিষ্টং ॥ ১৫ ॥

তত্রাপি মুক্তীচ্ছারহিতায়া ভক্তের্বৈশিষ্ট্যমাহ তত্রাপীতি। অণ্বীং মোক্ষলক্ষণাং। ভক্তিঃ শ্রবণাদিলক্ষণা হৃতমাত্মসাৎকৃতং মনঃ প্রাণা শ্চেন্দ্রিয়াণি

প্রবৃত্ত হইলে জন্মান্তরীয় পুণ্যপুঞ্জ নিবন্ধন নারদের কৃপায় হরিভক্ত হইয়াছেন ॥ ১৪ ॥

যে মানব ভক্তিসুখের অভিলাষ করিবেন তাঁহাকে অন্যান্য বিষয়সুখের আশা একেবারেই ত্যাগ করিতে হইবে, কারণ, যত দিন ভুক্তি মুক্তি স্পৃহারূপ পিশাচী হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিবে, তাবৎ পর্য্যন্ত কিরূপে সেই হৃদয়ে ভক্তি সুখের অভ্যুদয় হইবে? ॥ ১৫ ॥

কিন্তু যাঁহারা মোক্ষ লক্ষণ রূপ গতিকে লঘু জ্ঞান করিয়া তাহাতে বিশেষ অনিচ্ছা প্রদর্শন করেন, শ্রবণ কীর্ত্তনাদিরূপ ভক্তি প্রেম দ্বারা তাঁহাদিগের মনঃ ও প্রাণ হরণ করিয়া

ভক্তি হৃতমনঃ প্রাণান্ প্রেম্না তান্ কুরুতে জনান ॥১৬॥

তথাচ তৃতীয়স্কন্ধে।

তৈ দর্শনীয়াবয়বৈরুদার-

বিলাসহাসেক্ষিতবামসূক্তৈঃ।

হৃতাত্মনো হৃতপ্রাণাংশ্চ ভক্তি-

রনিচ্ছতো মে গতিমণ্বীং প্রযুঙ্‌ক্তে। ইতি ॥

শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজসেবানির্বৃতচেতসাং।

সেবাং তথাভূতান্ প্রেম দ্বারা কুরুতে ॥ ১৬ ॥

এতৎ প্রমাণয়তি তৈরিতি। দর্শনীয়াবয়বাদ্যনুভবজাতপ্রেমদ্বারৈরেবেত্যর্থঃ। প্রযুঙ্‌ক্তে কুরুতে। তদেবমক্লেশপ্রাপ্তত্বাদ্ব্যাখ্যাতং। ব্যাখ্যান্তরেঽপি। অণ্বীং সূক্ষ্মাং দুর্জ্ঞেয়াং পার্ষদলক্ষণামিত্যেবার্থঃ। প্রকরণপ্রাপ্তত্বাৎ। শ্রিয়ং ভাগবতীঞ্চাস্পৃহয়ন্তি ভদ্রাং পরস্য মে তেঽশ্নুবতে হি লোকে ইতি বক্ষ্যমাণাৎ তস্যা অপ্যনিচ্ছা দৈন্যেনৈবেতি ভাবঃ। একাত্মতাং ব্রহ্মসাযুজ্যং ভগবৎ-সাযুজ্যমপি ॥

থাকেন ॥ ১৬ ॥

এই বিষয় তৃতীয়স্কন্ধে ২৫ অ। ৩৩ শ্লোকে
বর্ণিত আছে যথা।

কপিলদেব কহিলেন মা! আমার মূর্ত্তিসমূহের মুখ-নেত্রাদি অবয়ব অতিশয় মনোহর, এতন্নিবন্ধন তাঁহাদের বিলাস, হাস্য, কটাক্ষ এবং মনোহর বচন পরম্পরায় যাহাদিগের মন ও প্রাণ হৃত হইয়াছে তাহাদিগের কোন পুরুষার্থ বিষয়ে অভিলাষ না থাকিলেও মদ্বিষয়িণী ভক্তি তাহাদিগকে পার্ষদস্বরূপা গতি প্রদান করিয়া থাকেন ॥

বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দের সেবা দ্বারা যাহাদের চিত্ত

এষাং মোক্ষায় ভক্তানাং ন কদাচিৎ স্পৃহা ভবেৎ ॥

যথা তত্রৈব শ্রীমদুদ্ধবোক্তৌ।

কো ন্বীশ তে পাদসরোজভাজাং
সুদুর্ল্লভোঽর্থেষু চতুর্ষ্বপীহ।
তথাপি নাহং প্রবৃণোমি ভূমন্
ভবৎপদাম্ভোজনিষেবণোৎসুকঃ ॥

তত্রৈব শ্রীকপিলদেবোক্তৌ।

নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচি-
ন্মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ।

আনন্দরসে পরিপ্লুত হইয়াছে, সেই সকল ভক্তজনের মোক্ষলাভ-নিমিত্ত কখনই স্পৃহা হয় না ॥

৩ স্কন্ধে ১৫ শ্লোকে উদ্ধব উক্তিতে যথা।

উদ্ধব কহিলেন হে ঈশ! যাঁহারা তোমার পাদপদ্মের সেবা করেন, তাঁহাদের ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ রূপ পুরুষার্থ চতুষ্টয় মধ্যে কোন্ পুরুষার্থ দুর্ল্লভ! অর্থাৎ তাঁহারা সকলই প্রাপ্ত হইতে পারেন,কিন্তু হে নাথ! এইরূপ হইলেও আমি সে সকল অভিলাষ করি না, আমার চিত্ত কেবল তোমার চরণারবিন্দ নিষেবণার্থই সমুৎসুক হইয়াছে ॥

তৃতীয়স্কন্ধে ২৫ অ। ৩১ শ্লোকে কপিলদেবের উক্তি যথা ॥

কপিলদেব কহিলেন মাতঃ! যাঁহাদিগের হৃদয় আমার চরণসেবন ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে অনুরক্ত নহে, আমার সন্তোষার্থ যাঁহারা সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, বিশেষতঃ

যেঽন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসহ্য
সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি ॥
সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ১৭ ॥

চতুর্থে শ্রীধ্রুবোক্তৌ ॥

যা নির্বৃতি স্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-
ধ্যানাদ্ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।

সার্ষ্টিং সমানৈশ্বর্য্যং ॥ ১৭ ॥

স্বমহিমনি স্বঃ অসাধারণো মহিমা যস্য তস্মিন্নপি অন্তকস্থাসিনা কালেন

যাঁহারা পরস্পর মিলিত হইয়া আমার পৌরুষ সকল কীর্ত্তন করিতে অতিশয় আমোদিত হইয়া থাকেন; সেই সকল ভাগবত আমার একাত্মতাও অভিলাষ করেন না, অধিক কি বলিব ?, তাঁহাদিগকে সালোক্য, সার্ষ্টি (সমান ঐশ্বর্য্য), সামীপ্য, সারূপ্য ও একত্ব রূপ অপবর্গ প্রদান করিলেও তাহা গ্রহণ করেন না, কেবল আমার সেবনকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া জ্ঞান করেন ॥ ১৭ ॥

চতুর্থস্কন্ধে ৯ অ।, ১০ শ্লোকে ধ্রুবের উক্তিতে ॥

ধ্রুব স্তব করিয়া ভগবান্‌কে কহিলেন নাথ! তোমার পাদপদ্ম ধ্যান অথবা তোমার ভক্তজনের কথা শ্রবণ করিয়া দেহধারিদিগের যে আনন্দলাভ হয়, তাহা স্বয়ং আনন্দময় ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারেও প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কিন্তু

মা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূৎ
কিম্বন্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ॥ ১৮ ॥

তত্রৈব শ্রীমদাদিরাজোক্তৌ ॥

ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং ক্বচি
ন্ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ।
মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো
বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ॥ ১৯ ॥

লুলিতাৎ বিমানাৎ পততাং নাস্তীতি কিমুত বক্তব্যং॥ ১৮॥

তদপি কৈবল্যমপি যত্র ভবৎপাদাম্ভোজ মকরন্দো যশঃশ্রবণাদি সুখং-নাস্তি। তর্হি কিং কাময়সে তত্রাহ যশঃ শ্রবণায় কর্ণানামযুতং বিধৎস্ব এষ মে বরঃ॥ ১৯॥

কিয়ৎকাল স্বর্গ ভোগ করিয়া পুণ্যাবসানে অন্তকের খড়্গ ছিন্ন বিমান হইতে অধঃ পতিত হইতেছে, তাহাদিগের ভাগ্যে এ সুখ নাই, ইহাও কি বলিতে হইবে? ॥ ১৮ ॥

চতুর্থস্কন্ধে ২০ অ; ২১ শ্লোকে আদিরাজ পৃথুর উক্তি যথা॥

পৃথু কহিলেন নাথ! যদ্যপি মোক্ষপদেও মহত্তমদিগের হৃদয়াভ্যন্তর হইতে বদন দ্বারা বিনির্গত তোমার চরণারবিন্দের মকরন্দ পান করিবার আশা না থাকে অর্থাৎ তোমার যশঃ শ্রবণাদি-জনিত সুখ লাভের সম্ভাবনা না হয়, তাহা হইলে আমি মোক্ষও প্রার্থনা করি না, আমার প্রার্থনা এই যে, যদ্দ্বারা হৃদয় পূর্ণ করিয়া তোমার যশঃ শ্রবণ করিতে পারি তন্নিমিত্ত আমাকে দশ সহস্র কর্ণ প্রদান কর, প্রভো! ইহাই আমার বর॥ ১৯ ॥

পঞ্চমে শ্রীশুকোক্তৌ।

যো দুস্ত্যজ ক্ষিতিসুত স্বজনার্থ দারান্
প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাং।
নৈচ্ছন্নৃপস্তদুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্-
সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ॥

যষ্ঠে শ্রীবৃত্রোক্তৌ।

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং*
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং।

য.আর্ষভেয়ো ভরতঃ। নাকপৃষ্ঠং ধ্রুবপদং সার্বভৌমং শ্রীপ্রিয়ব্রতাদীনামিব মহারাজ্যং। রসাধিপত্যং পাতালাদিসাম্যং অপুনর্ভবং মোক্ষমপি ত্বা ত্বাং বিরহয্য ত্যক্ত্বা। অত্র নাকপৃষ্ঠাদিচতুষ্টয়স্যানুক্রমশ্চ ন্যূনত্ববিবক্ষয়া।

পঞ্চমস্কন্ধে ১৪ অ। ৪৩ শ্লোকে শুকদেবের উক্তি যথা॥

শুকদেব কহিলেন রাজন্! মহাত্মা ভরত শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দে একান্ত অনুরক্ত ছিলেন এই নিমিত্ত তিনি দুস্ত্যজ ধরামণ্ডল, পুত্র, স্বজন, ধন ও কলত্র প্রভৃতি অনায়াসেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, পরন্তু দেবোত্তমদিগের প্রার্থনীয়া রাজ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেও তিনি কখন তাঁহার প্রতি সতৃষ্ণ নেত্র নিক্ষেপ করেন নাই, এই রূপ ব্যবহার ভরতের উপযুক্তই হইয়াছে, কারণ যে সকল মহতের চিত্ত মধুসূদনের সেবায় একান্ত অনুরক্ত, তাঁহারা মোক্ষকেও তুচ্ছজ্ঞান করিয়া থাকেন॥

ষষ্ঠস্কন্ধে ১১ অ। ২৩ শ্লোকে বৃত্রাসুরের উক্তি যথা॥

বৃত্রাসুর কহিল হে ভগবন্! তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া

---

* মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং, ইতি পাঠান্তরং॥

ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে ॥
তত্রৈব শ্রীরুদ্রোক্তৌ।
নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেম্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥
তত্রৈব ইন্দ্রোক্তৌ।
আরাধনং ভগবত ঈহমানা নিরাশিষঃ।

তস্য শ্চোত্তরোত্তরকৈমুত্যমপি ধ্রুবপদস্য শ্রৈষ্ঠ্যং বিষ্ণুপদসন্নিহিতত্বাৎ যোগসিদ্ধ্যাদিকন্তু সর্ব্বত্রৈতেষাং পশ্চাদ্বিন্যস্তং। অনয়োস্তূত্তরত্র শ্রৈষ্ঠ্যং ॥ শ্রীনারায়ণং বিনা অন্যত্র হানোপদানদৃষ্টিরাহিত্যাৎ অপবর্গ ইব স্বর্গে নরকেঽপি তুল্যমেকমেবার্থং দ্রষ্টুমনুভবিতুং শীলং যেষাং তে তুল্যশব্দস্যৈকবাচিত্বং। রষাভ্যাং নো ণঃ সমান পদে, ইতিবৎ। পরং মোক্ষমপি অগুণেন মোক্ষেণ। সারং

ধ্রুবলোক অথবা ইন্দ্রপদ কিম্বা সর্ব্বভূমির স্বামিত্ব অথবা পাতালের আধিপত্য কিম্বা যোগসিদ্ধি অথবা অপুনর্ভব মুক্তি, এ সকল কিছুতেই আমার অভিলাষ নাই ॥

ষষ্ঠস্কন্ধে ১৭ অ। ৫২ শ্লোকে রুদ্রের উক্তি যথা ॥

শঙ্কর কহিলেন প্রিয়ে! নারায়ণ পরায়ণ ব্যক্তিরা কোন বিষয়েই ভীত হয়েন না, পরন্তু স্বর্গ, অপবর্গ (মোক্ষ) এবং নরক এই তিনকেই তুল্যরূপে দেখিয়া থাকেন ॥

ঐ ষষ্ঠস্কন্ধে ১৮ অ। ৫২ শ্লোকে ইন্দ্রের উক্তি যথা ॥

ইন্দ্র দিতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মাতঃ! যাঁহারা নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া ভগবানের আরাধনা করেন, তাঁহারাই

যে তু নেচ্ছন্ত্যপি পরং তে স্বার্থকুশলাঃ স্মৃতাঃ ॥

সপ্তমে শ্রীপ্রহ্লাদোক্তৌ।

তুষ্টে চ তত্র কিমলভ্যমনন্ত আদ্যে
কিং তৈর্গুণব্যতিকরাদিহ যে স্বসিদ্ধাঃ।
ধর্ম্মাদয়ঃ কিমগুণেন চ কাঙ্ক্ষিতেন
সারং জুষাং চরণয়োরুপগায়তাং নঃ ॥

তত্রৈব শক্রোক্তৌ।

প্রত্যানীতাঃ পরম ভবতা ত্রায়তা নঃ স্বভাগা

জুষাং তন্মাধুর্য্যাস্বাদিনাং সতাং। অত্র নাকপৃষ্ঠমপি ন বাঞ্ছন্তি কিমুত সার্ব্বভৌমং পারমেষ্ঠ্যমপি ন বাঞ্ছন্তি কিমুত রসাধিপত্যমিতি পূর্ব্বার্দ্ধে যোজ্যং। উত্তরার্দ্ধে বা শব্দোঽপ্যর্থে। পাদরজঃ শব্দেন ভক্তিবিশেষজ্ঞাপনয়া গাঢ়প্রতিপত্তির্জ্ঞাপ্যতে ॥ ২১ ॥

স্বার্থ-কুশল, অর্থাৎ আপনার যথার্থ অর্থে পারদর্শী ॥

সপ্তমস্কন্ধে ৬ অ। ২৩ শ্লোকে প্রহ্লাদের উক্তি যথা।

প্রহ্লাদ্ কহিলেন হে অসুরবালকগণ! সেই আদি ও অনন্ত, ভগবান্ তুষ্ট হইলে সংসারে কি অলভ্য থাকে? কিন্তু গুণপরিণাম নিব ন্ধন দৈববশতঃ বিনা যত্নে যে সকল ধর্ম্মাদি সিদ্ধি হয় তাহাতেই বা প্রয়োজন কি? আর মোক্ষেই বা আকাঙ্ক্ষা কেন? কারণ আমরা নিরন্তর তাঁহার গুণ কীর্ত্তন ও তদীয় চরণারবিন্দের মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া থাকি ॥

সপ্তমস্কন্ধে ৮ অ। ৩৯ শ্লোকে ইন্দ্রের উক্তি যথা ॥

ইন্দ্র কহিলেন হে পরম! আমাদের যজ্ঞভাগ সকল দৈত্য

দৈত্যাক্রান্তং হৃদয়কমলং ত্বদ্‌গৃহং প্রত্যবোধি।
কালগ্রস্তং কিয়দিদমহো নাথ শুশ্রূষতাং তে
মুক্তিস্তেষাং নহি বহুমতা নারসিংহাপরৈঃ কিং॥

অষ্টমে শ্রীগজেন্দ্রোক্তৌ।

একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং

গণ হরণ করিয়াছিল, আপনি আমাদিগকে রক্ষা করত সে সকল পুনরায় প্রত্যানয়ন করিলেন, প্রভো। ঐ সকল ভাগ আপন কারই, যে হেতু আপনি সর্ব্বান্তর্যামী, অপনিই যজ্ঞ ভোক্তা, অপর হে বিভো! আমাদের এই ভবদীয় গৃহ স্বরূপ হৃদয় কমল এত দিন পর্য্যন্ত ভয় হেতুত্ব প্রযুক্ত সর্ব্বদা স্মৃতিপথস্থ দৈত্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল, সম্প্রতি ভয়াপসারণ দ্বারা আপনি ইহাকে বিকসিত করিলেন, হে নরসিংহ! আপনকার এই উদ্যম আমাদিগের ত্রৈলোকৈশ্বর্য্য সাধনার্থ বলিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হই না, কারণ,ঐ ঐশ্বর্য্য কালগ্রস্ত হইয়াছিল,যে সকল ব্যক্তি আপনকার শুশ্রূষা করে তাঁহাদের পক্ষে ঐ ঐশ্বর্য্য কিয়ৎ পদার্থ, তাহারা মুক্তিকেও বহু জ্ঞান করেন না, অপর পদার্থের কথা কি? অতএব যজ্ঞভাগ লাভ আমাদের পুরুষার্থ নহে, আপনকার পরিচর্য্যা লাভই আমাদের পুরুষার্থ, আপনকার এই কোপ প্রকাশে সেই কার্য্য সাধন হইয়াছে, এক্ষণে এই ক্রোধ সংহার করুন॥

অষ্টমস্কন্ধে ৩ অ। ২০ শ্লোকে গজেন্দ্রের উক্তি যথা॥

গজেন্দ্র কহিল আমার ভক্তি সুখে পরিজ্ঞান নাই, একা-

বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুম-
ঙ্গলং গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ।

নবমে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথোক্তৌ।

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ং।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোহন্যৎ কালবিপ্লুতং।

শ্রীদশমে নাগপত্নীস্তুতৌ।

ন নাকপৃষ্ঠং নচ সার্ব্বভৌমং
ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যং।

রণ আমি এতাবন্মাত্র প্রার্থনা করিলাম, যাঁহারা তাঁহার একান্ত ভক্ত, মুক্ত পুরুষ দিগের সেবা করিয়া নিষ্কাম হইয়াছেন, অতএব কেবল তদীয় অদ্ভুত সুমঙ্গল চরিত্র গান করিয়া আনন্দসাগরে মগ্ন থাকেন, তাঁহারা কোন পুরুষার্থই বাঞ্ছা করেন না॥

নবমস্কন্ধে ৪ অধ্যায় ৪৯ শ্লোকে বৈকুণ্ঠনাথের উক্তি॥

ভগবান্ নারায়ণ দুর্ব্বাসাকে কহিলেন মুনে! আমার সেবা দ্বারা সালোক্যাদি পদার্থ চতুষ্টয় উপস্থিত হইলেও আমার ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না, আমার সেবাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন, ইহাতে কালনাশ্য অন্য বস্তুতে তাঁহাদের অভিলাষ হইবে সম্ভাবনা কি?॥

দশমস্কন্ধে ১৬ অ। ৩৩ শ্লোকে নাগপত্নীগণের স্তুতি যথা॥

নাগপত্নীগণ কহিলেন, প্রভো! আপনকার চরণরেণু

ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
বাঞ্ছন্তি যৎ পাদরজঃ প্রপন্নাঃ ॥ ২০ ॥

তত্রৈব বেদস্তুতৌ।

দুরবগমাত্মতত্ত্বনিগমায় তবাত্ততনো
শ্চরিত মহামৃতাব্ধি পরিবর্ত্ত পরিশ্রমণাঃ।
ন পরিলষন্তি কেচিদপবর্গমপীশ্বর তে

হে ঈশ্বর দুরবগমং যদাত্মনঃ স্বস্য ভগবতস্তত্ত্বং ব্রহ্মানন্দাচ্ছাদক রূপ গুণ লীলা যাথার্থ্যং তস্য নিগমায় জ্ঞাপনায় আত্তা প্রপঞ্চানীতা তনুঃ শ্রীবিগ্রহো যেন তস্য তব চরিতমেব মহামৃতাব্ধি স্তত্র যঃ পরিবর্ত্তঃ মুহুঃ পরিবৃত্ত্যা প্লবনং তেন পরিশ্রমণাঃ বর্জ্জিত সংসার পরিশ্রমাস্তে কেচিদ্বিরল প্রচারা অপবর্গমপি নেচ্ছন্তি। কীদৃশাস্তে তত্রাহঃ তে চরণ সরোজহংসানাং ভাগবত পরম-হংসাখ্যানাং যানি কুলানি শিরোমণি [illegible] তেষাং সঙ্গেন বিসৃষ্ট গৃহাঃ তস্মাত [illegible] এব প্রবৃত্ত [illegible] অ[illegible] তাবন্তে হংসাঃ তৎ কুলানি চেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

সামান্য নহে, যে সকল ব্যক্তি ইহা প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা স্বর্গ পৃষ্ঠ অথবা সার্ব্বভৌমপদ কিম্বা যোগসিদ্ধি অথবা অপুনর্ভব (মুক্তি) কিছুই বাঞ্ছা করেন না, অর্থাৎ আপনকার চরণ-রেণু প্রাপ্ত হইলে স্বর্গাদি পদ তুচ্ছ বোধ হয় ॥ ২০ ॥

দশমস্কন্ধে ৮৭ অধ্যায় ১৭ শ্লোকে বেদস্তুতিতে যথা ॥

শ্রুতিগণ কহিলেন, হে ঈশ্বর! দুর্ব্বোধ আত্মতত্ত্ব জ্ঞাপনের নিমিত্ত আবিষ্কৃত মূর্ত্তি যে তুমি, তোমার চরিতরূপ মহাসমুদ্রে পরিভ্রমণেতে বিগতশ্রম ভক্তদিগের মধ্যে কোন

চরণসরোজহংসকুলসঙ্গবিসৃষ্ট গৃহাঃ ॥ ২১ ॥

একাদশে উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদুক্তৌ।

ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবং।

তথা ॥

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং।

অত্র পারমেষ্ঠ্যাদি চতুষ্টয়স্যানুক্রমশ্চাধোঽধো বিবক্ষয়া ন্যূনত্ব বিবক্ষয়াচ ততশ্চ পূর্ব্ববং কৈমুত্যমপি যোগাদি দ্বয়ং তু পূর্ব্ববং কিম্বহুনা যং কিঞ্চি দন্যাদপি সাধ্যজাতং তং সর্ব্বং নেচ্ছত্যেব কিন্তু মং মাং বিনা তাদৃশ ভক্তি

কোন ব্যক্তি তোমার পাদসরোজে রমমাণ হংসকুলের ন্যায় তৎ সংসর্গে পরিত্যক্তাশ্রম হইয়া মুক্তি পর্য্যন্তও ইচ্ছা করেন না ॥ ২১ ॥

একাদশস্কন্ধে ২০ অ। ৩৪ শ্লোকে-
উদ্ধবের প্রতি ভগবানের উক্তি যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব! যে সকল সাধু ধীর পুরুষ আমার একান্ত ভক্ত, তাঁহারা সংসার মধ্যে কোন বস্তুর প্রতি অভিলাষ রাখেন না, অধিক কি আমি যদি তাঁহাদিগকে অপুনর্ভব মোক্ষও প্রদান করি তথাপি তাহা বাঞ্ছা করেন না ॥

ঐ একাদশে ১৪ অধ্যায় ১৩ শ্লোকে যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব! যাঁহাদের চিত্ত আমাতে সমর্পিত হইয়াছে তাঁহারা কি ব্রহ্মপদ কি ইন্দ্রাসন, কি

ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ ॥

দ্বাদশে শ্রীরুদ্রোক্তৌ ॥

নৈবেচ্ছত্যাশিষঃ ক্বাপি ব্রহ্মর্ষির্মোক্ষমপ্যুত।
ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষেঽব্যয়ে ॥ ২২ ॥

পদ্মপুরাণেচ কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে ॥

বরং দেব মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা
ন চান্যং বৃণেঽহং বরেশাদপীহ।

সাধ্যং মামেব সর্ব্ব পুরুষার্থাধিকমিচ্ছন্তীত্যর্থঃ ময়ি অর্পিতাত্মা কৃতাত্ম নিবেদনঃ ॥ ২২ ॥

মোক্ষাবধিং মোক্ষঞ্চেতি নবকাদি মোক্ষান্ত তত্র কে কথাকা ইতি ভাবঃ ॥২৩॥

সর্ব্বভূমির স্বামিত্ব কি পাতালের আধিপত্য অথবা যোগ-সিদ্ধি কিম্বা অপুনর্ভব মোক্ষ, আমা ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ের প্রতি ইচ্ছা করেন না। ॥

দ্বাদশস্কন্ধে ১০ অ। ৬ শ্লোকে রুদ্রের উক্তি যথা ॥

শঙ্কর কহিলেন, দেবি! এই ব্রহ্মর্ষি অব্যয় পুরুষ ভগবানে পরম ভক্তি লাভ করিয়াছেন, অতএব ইনি আর কোন প্রকার কল্যাণ বা মুক্তি পর্য্যন্তও ইচ্ছা করেন না॥২২

পদ্মপুরাণে কার্ত্তিক মাহাত্ম্যে যথা ॥

হে দেব! আপনি বরদাতার ঈশ্বর, সকলই প্রদান করিতে পারেন, কিন্তু আমি আপনার নিকট মোক্ষ অথবা মোক্ষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মাদি কোন বরই গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি

ইদং তে বপুর্নাথ গোপালবালং
সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ॥
কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমূর্ত্ত্যৈব যদ্বৎ
ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌ চ।
তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ
ন মোক্ষে গ্রহো মেঽস্তি দামোদরেহ॥

হয়শীর্ষীয় শ্রীনারায়ণব্যূহস্তবেচ॥

নধর্ম্মং কামমর্থং বা মোক্ষং বা বরদেশ্বর।

না। হে নাথ! কেবল আপনার এই বালগোপাল মূর্ত্তি আমার মনো মধ্যে নিরন্তর আবির্ভূত হউক, আমার অন্য কোন বরে প্রয়োজন নাই॥

হে দামোদর! এক দিন আপনি দধিভাণ্ড স্ফোটন করিয়া অপরাধী হইলে, যশোদা রজ্জু দ্বারা আপনাকে উদূখলে বন্ধন করিয়াছিলেন, সেই সময় নলকূবর ও মণিগ্রীব নামে কুবেরনন্দন দ্বয় নারদ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া, যমলার্জ্জুন নামক বৃক্ষরূপে গোকুলে বাস করিতে ছিল, আপনি যেমন তাঁহাদিগকে মুক্ত করিয়া ভক্তিভাজন করিয়াছেন, তদ্রূপ আমাকে স্বীয় প্রেমভক্তি প্রদান করুন, মোক্ষ লাভে আমার আগ্রহ নাই॥

হয়শীর্ষীয় নারায়ণব্যূহস্তবে॥

হে বরদ! হে ঈশ্বর! আমি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম অথবা

প্রার্থয়ে তব পাদাব্জে দাস্যমেবাভিকাময়ে ॥ ২৩ ॥

তত্রৈব ॥

পুনঃ পুনর্বরান্ দিৎসু র্বিষ্ণুর্মুক্তিং ন যাচিতঃ।
ভক্তিরেব বৃতা যেন প্রহ্লাদং তং নমাম্যহং ॥
যদৃচ্ছয়া লব্ধমপি বিষ্ণোর্দাশরথেস্তু যঃ।
নৈচ্ছন্মোক্ষং বিনা দাস্যং তস্মৈ হনুমতে নমঃ ॥

অতএব প্রসিদ্ধং শ্রীহনুমদ্বাক্যং ॥

ভববন্ধচ্ছিদে তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে।

বিষ্ণুর্নযাচিত ইতি দুহাদৌ গৌণকর্ম্মণ এব বিষ্ণোর্বাচ্যত্বাৎ প্রথমা ভক্তিরেব বৃতেত্যত্র বৃণোতেরপি তদাদিত্বে মুখ্যকর্ম্মণো ভক্তেরুক্তত্বমার্ষং ॥ ২৪ ॥

মোক্ষ ইহার কিছুই প্রার্থনা করি না, কেবল আপনার পাদপদ্মে দাস্য মাত্র কামনা করি আমাকে উহাই প্রদান করুন ॥ ২৩ ॥

হয়শীর্ষে ॥

ভগবান্ নৃসিংহ দেব বারম্বার প্রহ্লাদকে বর দিতে ইচ্ছা করিলে, ঐ মহাত্মা মুক্তি প্রার্থনা না করিয়া ভক্তিকেই বরণ করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহাকে প্রণাম করি ॥

যিনি দশরথ তনয় রামচন্দ্রের সন্নিধানে দাস্য ভিন্ন অনায়াস লব্ধ মোক্ষও ইচ্ছা করেন নাই, সেই হনুমান্‌কে নমস্কার ॥

এ বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ হনুমদ্বচন যথা ॥

নাথ! যাহাতে আপনি প্রভু, আমি দাস, এই রূপ সম্বন্ধ বিলুপ্ত হয়, সেই ভববন্ধন-ছেদনকারি মোক্ষেও

ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে ॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জিতন্তে স্তোত্রে ॥

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু নেচ্ছা মম কদাচন।

ত্বৎ পাদপঙ্কজস্যাধো জীবিতং দীয়তাং মম ॥

মোক্ষ সালোক্য সারূপ্যান্ প্রার্থয়ে ন ধরাধর।

ইচ্ছামি হি মহাভাগ কারুণ্যং তব সুব্রত ॥ ২৪ ॥

অতএব শ্রীভাগবতে ষষ্ঠে চ ॥

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।

মুক্তানাং প্রাকৃত শরীরস্থত্বেঽপি তদভিমান শূন্যানাং। সিদ্ধানাং প্রাপ্ত

আমার স্পৃহা নাই ॥

নারদপঞ্চরাত্রে জিতন্তে স্তোত্রে যথা ॥

ভগবন্! ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের প্রতি কথন আমার ইচ্ছা নাই, প্রভো! আমার জীবনকে আপনার চরণপদ্মের অধোভাগে স্থান দান করুন ॥

হে ধরণীধর! হে মহাভাগ! আমি সালোক্য সারূপ্যরূপ মোক্ষ প্রার্থনা করি না, হে সুব্রত! আমি কেবল আপনার করুণা মাত্র ইচ্ছা করি ॥ ২৪ ॥

ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে ১৪ অধ্যায় ৪ শ্লোকে ॥

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! বৃত্রাসুর অতিশয় পাপী, তাহার স্বভাব রজঃ ও তমোগুণে পরিপূর্ণ ছিল। নারায়ণে কি প্রকারে তাহার দৃঢ়া গতি হইল?

সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥ ২৫ ॥
প্রথমেচ শ্রীধর্ম্মরাজমাতুঃ স্তুতৌ ॥
তথা পরমহংসানাং মুনীনামমলাত্মনাং ।
ভক্তিযোগবিধানার্থং কথং পশ্যেমহি স্ত্রিয়ঃ ॥ ২৬ ॥

তত্রৈব শ্রীসূতোক্তৌ ॥

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে ।

সালোক্যাদীনাঞ্চ কোটিষ্বপি মধ্যে নারায়ণসেবামাত্রাকাঙ্ক্ষী সুদুর্ল্লভঃ ॥ ২৫ ॥

তদেবং শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজসেবানির্বৃতচেতসা মিত্যনেন তৎ সেবা সুখৈক স্পৃহিণাং যন্মোক্ষস্পৃহা নাস্তীত্যুক্তং তত্র প্রমাণানি বিবৃতানি অথ তাদৃশেষু তস্যচ স্বসেবাদান এব প্রযত্ন ইত্যাহ প্রথমেচেতানন্তরং তথা পরমেত্যনেন পরমহংসানাং ভক্তিযোগবিধানমর্থো যস্য তং ত্বামিতি শেষঃ পশ্যেমহি জানীমহি ॥ ২৬ ॥

নির্গ্রন্থা বিধিনিষেধাত্মক গ্রন্থেভ্যোনির্গতা অপি ॥ ২৭ ॥

যে সকল পুরুষ, মুক্ত ও তত্ত্বজ্ঞ হন্, তাঁহাদের কোটি জনের মধ্যে আবার নারায়ণপর ও প্রশান্ত চিত্ত লোক অত্যন্ত দুর্ল্লভ অর্থাৎ তদ্রূপ লোক প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না ॥ ২৫ ॥

প্রথমস্কন্ধে ৭ অধ্যায় ১৯ শ্লোকে কুন্তীস্তবে ।

কুন্তীদেবী কহিলেন, কৃষ্ণ ! তোমার এতাদৃশ মহত্ত্ব যে আত্মানাত্মবিবেকী পরমহংস, তথা মননশীল রাগ দ্বেষ রহিত মুনিগণও তোমাকে দেখিতে পান না, আমরা স্ত্রী জাতি, ভক্তিযোগ বিধানার্থ অবতীর্ণ তোমাকে দেখিতে পাইব সম্ভাবনা কি ? ॥ ২৬ ॥

প্রথমস্কন্ধে ৬ অধ্যায় ১০ শ্লোকে ॥

সূত কহিলেন, হে ঋষিগণ । আত্মারাম মুনি সকলের

কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ২৭ ॥
অত্র ত্যাজ্যতয়ৈবোক্তা মুক্তিঃ পঞ্চবিধাপি চেৎ।
সালোক্যাদিস্তথাপ্যত্র ভক্ত্যা নাতিবিরুধ্যতে ॥ ২৮ ॥
সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা সেয়ং প্রেমসেবোত্তরেত্যপি।

অত্র ত্যাজ্যেতি অপিচেদ্যদ্যপি তথাপি সালোক্যাদিঃ সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্য রূপশ্চ নাতিশয়েন বিরুধ্যতে কিন্তু কেনাপ্যংশেন বিরুধ্যতে প্রতিকূল তয়া ভাব্যত ইতি তত্র তত্র ভক্তিশ্রবণাৎ ॥ ২৮ ॥

তত্রাতিশব্দ প্রতিপাদ্যমাহ সুখেতি তল্লোকাদি স্বভাবজং সুখমৈশ্বর্য্যঞ্চ উত্তরং প্রাধান্যেন বাঞ্ছনীয়ং যস্যাং সা প্রেম্না প্রেম স্বাভাব্যেন সেবৈব উত্তরা যস্যাং সা তত্র নাদ্যা সেবাজুষাং মতেতি সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্যেত্যাদ্যুক্ত

কোন প্রকার হৃদয় গ্রন্থি না থাকিলেও তাঁহারা উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণে ফলাভিসন্ধি রহিতা ভক্তি করিয়া থাকেন, হরির এতাদৃশ অসাধারণ গুণ যে, মুক্ত অমুক্ত সকলেই তদর্থসমুৎসুক হয়েন ॥ ২৭ ॥

যদিও পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ সকলে সর্ব্বতোভাবে পঞ্চবিধ মুক্তিকে পরিত্যাগ করিবার বিধি হইল তথাপি সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এই চারিটী মুক্তি ভক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী নহে, উক্ত অবস্থাতেও কোন কোন ব্যক্তির শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ভাব উদ্দীপিত হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

অপর সালোক্যাদি রূপ মুক্তির দুইটী অবস্থা। প্রথমাবস্থায় প্রধান রূপে ঐশ্বরিক সুখ বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয় অবস্থায় প্রেম স্বভাব সুলভ সেবনই একান্ত স্পৃহণীয় হইয়া উঠে, অতএব

সালোক্যাদি দ্বি'ধা তত্র নাদ্যা সেবাজুষাং মতা ॥ ২৯ ॥
কিন্তু প্রেমৈকমাধুর্য্য ভুজ একান্তিনো হরৌ।
নৈবাঙ্গী কুর্ব্বতে জাতু মুক্তিং পঞ্চবিধামপি ॥ ৩০ ॥
তত্রাপ্যেকান্তিনাং শ্রেষ্ঠা গোবিন্দহৃতমানসাঃ।

ত্বাৎ। তত্র সালোক্যাদি চতুষ্টয়ং সেবনং বিনা ভূতং চেত্তর্হি ন গৃহ্নন্ত্যেবে-ত্যর্থঃ। একত্বং তু নিত্যং তদ্বিনাভূতত্বাৎ। তচ্চ ঈশ্বরে ব্রহ্মণিচ সাযুজ্যং জ্ঞেয়ং ॥ ২৯ ॥

নৈবাঙ্গীকুর্ব্বত ইতি প্রেম সেবোত্তরেত্যুত্তর শব্দোপাদানাদন্যাংশস্যাপি সম্ভাবাপত্তেঃ তত্রান্যাংশং নেচ্ছন্তীত্যর্থঃ মৎসেবয়া প্রতীতন্ত ইত্যাদৌতু প্রথমা সেবা সাধনরূপা দ্বিতীয়াতু তয়া সিদ্ধরূপা প্রতীতমানুসঙ্গিকতয়া প্রাপ্ত মপি সালোক্যাদি চতুষ্টয়ং তদ্গত সুখৈশ্বর্য্যাদিকন্ত নেচ্ছন্তীত্যর্থঃ। যতঃ সাক্ষাত্তদীয় সেবয়ৈব পূনর্লব্ধ পরমানন্দাঃ। সেবাহ্যেষা সালোক্যাদিকমপেক্ষত এব তচ্চ ন বাঞ্ছন্তি চেৎ কিমুতৈক্যং। সালোক্যাদিভ্যো যদন্যত্তত্তু কাল বিপ্লুতমেব তত্বা কথং বাঞ্ছন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

গোবিন্দঃ শ্রীগোকুলেন্দ্রঃ। শ্রীশঃ পরমব্যোমাধিপঃ উপলক্ষণত্বেন

সেবারসিক ভক্তবৃন্দ প্রথমাবস্থাকেই প্রতিকূল বলিয়া স্বীকার করেন ॥ ২৯ ॥

কিন্তু যাঁহারা একবার মাত্র প্রেমভক্তির মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন, হরিতে একান্ত অনুরক্ত সেই ভক্তগণ সালো-ক্যাদি পঞ্চবিধ মোক্ষও কদাচ স্বীকার করেন না ॥ ৩০ ॥

পূর্ব্বোক্ত এক প্রেম মাধুর্য্যা স্বাদি ভক্তবৃন্দের মধ্যে যাঁহাদের গোকুলেন্দ্রের চরণারবিন্দে মনঃ আকৃষ্ট হইয়াছে,

যেষাং শ্রীশ প্রসাদোঽপি মনো হর্ত্তুং নশক্নুয়াৎ ॥ ৩১ ॥
সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ কৃষ্ণ স্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীদ্বারকানাথোঽপি ॥ ৩১ ॥

রসেনেতি। সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রেমময় রসেনেত্যর্থঃ। উৎকৃষ্যতে অন্তর্ভূত-ণ্যর্থত্বাৎ উৎকৃষ্টতয়া প্রকাশ্যত ইত্যর্থঃ। যতস্তস্য রসস্য এষৈব স্থিতিঃ স্বভাবঃ যৎ কৃষ্ণরূপমেবোৎকৃষ্টত্বেন দর্শয়তীত্যর্থঃ। যথোক্তং কুরুক্ষেত্রযাত্রায়াং অষ্ট পট্ট মহিষীতর মহিষীভিঃ। ন বয়ং সাধ্বি সাম্রাজ্যং স্বারাজ্যং ভৌজ্যমপ্যুত। বৈরাজ্যং পারমেষ্ঠ্যং বা আনন্ত্যং বা হরেঃ পদং। কাময়ামহ এতস্য শ্রীমৎ পাদরজঃ শ্রিয়ঃ। কুচকুঙ্কুম গন্ধাঢ্যং মূর্দ্ধ্না বোঢ়ুং গদাভৃতঃ। ব্রজস্ত্রিয়ো যদ্বাঞ্ছন্তি পুলিন্দ্যস্তৃণবীরুধঃ। গাবশ্চারয়তো গোপাঃ পাদস্পর্শং মহাত্মন ইতি। অত্র সাম্রাজ্যং সার্ব্বভৌমং পদং। স্বারাজ্যমিন্দ্রপদং। ভৌজ্যং তদুভয় ভোগভাক্ত্বং। বৈরাজ্যমণিমাদি সিদ্ধ্যা বিরাজমানত্বং। পারমেষ্ঠ্যং প্রাজাপত্যং। আনন্ত্যং যে তে শতমিত্যাদি শ্রুতিরীত্যা মনুষ্যানন্দমারভ্য শত শত গুণিতত্বেন প্রাজাপত্যানন্দস্য গণনায়াঃ পরাকাষ্ঠাং দর্শয়িত্বা পরব্রহ্মণি তু যতো বাচো

তাঁহারাই একান্ত ভক্তদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কারণ বৈকুণ্ঠাধি-পতি লক্ষ্মীপতির তথা দ্বারকানাথের প্রসন্নতাও তাঁহাদিগের মন হরণ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৩১ ॥

যদিও শ্রীনাথ এবং শ্রীকৃষ্ণে স্বরূপতঃ কোন প্রভেদ নাই, কিন্তু কেবল প্রেমময় রস নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ লক্ষিত হইয়া থাকে, বাস্তবিক প্রেমেরও এইরূপ স্বভাব যে তাহা আলম্বনকে (আশ্রয়কে) উৎকৃষ্ট রূপে প্রদর্শন করে ॥ ৩২ ॥

নিবর্ত্তন্ত ইত্যনেন যদানন্দস্যানন্ত্যং দর্শিতং তদপীত্যর্থঃ। কিং বহুনা হরেঃ শ্রীপতেঃ পদং সামীপ্যাদিকমপি যৎ তদেতৎ সর্ব্বমপি ন কাময়ামহে নাধীনং কর্ত্তুমিচ্ছাম ইত্যর্থঃ। তর্হি কিমধিকং লব্ধুং কাময়ধ্বে তত্রাহুঃ এতস্যাস্মৎ পতিত্বেন সর্ব্ব বিজ্ঞাতস্য গদাভৃতঃ শ্রীমৎপাদরজ এব মূর্দ্ধ্না বোঢ়ুং কাময়ামহে। তত্রাপি যৎ শ্রিয়ঃ কুচকুঙ্কুম গন্ধেনাঢ্যং তদগন্ধেন প্রাপ্ত সম্পদ্বিশেষং তৎ পুনরধিকং কাময়ামহ ইত্যর্থঃ। নন্থু শ্রীপতেরেব পদং শ্রীকুচকুঙ্কুম গন্ধাঢ্যং তৎ সামীপ্যাদি ত্যাগাৎ তত্তু ভবত্যস্ত্যক্তবত্য এব। যদি শ্রীরত্র রুক্মিণ্যভিপ্রেয়তে তর্হি তত্তু ভবতীনাং প্রাপ্তমেব তস্মাত্ত-ত্তদ্বিলক্ষণায়া এব শ্রিয়ঃ কুচকুঙ্কুম গন্ধাঢ্যং তৎ স্যাদিতি গম্যতে ততস্তদ-ববোধনায় পুনর্ব্বিশিষ্যতাং তত্রাহু ব্রজস্ত্রিয় ইতি পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগায় পদাব্জরাগ শ্রীকুঙ্কুমেন দয়িতা স্তনমণ্ডিতেন। তদ্দর্শন স্মররুজস্তৃণ-রুষিতেন লিম্পন্ত্য আননকুচেষু জহুস্তদাধিমিতি। স্ব বাক্যাদ্যনু-সারেণ ব্রজস্ত্র্যাদয়ো যদ্বাঞ্ছন্তি ববাঞ্ছুরিত্যর্থঃ। বর্ত্তমানপ্রয়োগেণ তত্তদবিচ্ছেদ উৎপ্রেক্ষ্যতে। অত্র পুলিন্দ্যাদি নির্দ্দেশস্ত্ব স্বেষামপি তৎ প্রাপ্তিযোগ্যতা-বিবক্ষয়া। তৃণ বীরুধো দূর্ব্বাদ্যাঃ। আসাং তাদৃগনুভবশ্চ তৎ কুঙ্কুম সৌরভ বাসিতত্বাবিচ্ছিন্ন তৎ পদ প্রভাবাদেবেতি ভাবঃ। আসাং বাঞ্ছা। কেবলে নহি ভাবেন গোপ্যো গাবো মৃগা নগা ইতি দৃষ্টেঃ। গাবো গাশ্চা-রয়ন্তো গোপা ইত্যন্তে নির্দ্দেশস্ত্ব তেষাং কেষাঞ্চিৎ প্রিয়নর্ম্মসখাদীনাং তদনুমোদকারিত্বেঽপি পুরুষত্বাৎ তত্রাযোগ্যত্ব বিবক্ষয়া। অয়ং ভাবঃ স্ত্রীত্বেন প্রসিদ্ধায়াঃ শ্রিয়স্তত্র কামনৈব শ্রূয়তে নতু সঙ্গতিঃ কস্যানু-ভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ। যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনা চরত্তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতেতি নাগপত্নীনা মুক্তেঃ। যা বৈ শ্রিয়া-র্চ্চিতং ইত্যুদ্ধবস্যাপ্যুক্তেঃ নচ রুক্মিণীত্বেন প্রসিদ্ধায়াঃ শ্রিয়স্তত্র সঙ্গতি কালদে-শয়োরন্যতমত্বাৎ নচ ব্রজস্ত্রীণাং শ্রীসম্বন্ধলালসাযুক্তা নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্ত-রতেঃ প্রসাদ ইত্যাদিনা ততোঽপি পরমাধিক্য শ্রবণাৎ তস্মাৎ রুক্মিণী দ্বারব ত্যান্ত রাধা বৃন্দাবনে বন ইতি মাৎস্যে স্কান্দাদি নির্ণীত্যা রুক্মিণ্যা সহ পঠিতা শক্তিস্ব সাধারণ্যেনৈব শাস্ত্র দৃষ্ট্যাতূপদেশো বামদেববদিতি ন্যায়রীত্যা মহে-

কিঞ্চ ॥

শাস্ত্রতঃ শ্রূয়তে ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা।
সর্ব্বাধিকারিতাং মাঘস্নানস্য ব্রুবতা যতঃ।

ন্দ্রেণ পরমেশ্বর ইব দুর্গয়া প্যহংগ্রহোপাসনা শাস্ত্রদৃষ্ট্যা স্বাভেদেনোপদিষ্টা। শ্রীরাধা তু সর্ব্বতঃ পূর্ণা তল্লক্ষ্মীঃ। তথা। দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ইতি বৃহদ্গৌতমীয় দৃষ্ট্যাচ তথা যা তাসু রাধাত্বেন প্রসিদ্ধা সর্ব্বতো বিলক্ষণা শ্রীর্বিরাজতে তামুদ্দিশ্যৈব তাসাং তদিদং বাক্যং। যথা। অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহ ইতি অপ্যেণ পত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহেত্যাদি দ্বয়ঞ্চ ততশ্চ তাসাং যথা তত্র স্পৃহাস্পদতা তথাস্মাকং চেতি। তদেবং তাদৃশ প্রেমস্ফূর্ত্তিময় তদ্গন্ধাঢ্যতায়াঃ সম্প্রত্যস্মাসু প্রকাশঃ স্যাদিতি দর্শিতং। ন কেবলং তাদৃশং তদ্রজ এব বাঞ্ছন্তি অপিতু তাদৃশং পাদস্পর্শঞ্চ বাঞ্ছন্তি ততো বয়মপি চ কাময়ামহ ইত্যর্থঃ। যদ্বা তদ্রজস এব বিশেষণং পাদস্পর্শমিতি তদব্যভিচারি ফলত্বাত্তদভিন্নমেবেত্যর্থঃ। এতস্য তত্র কীদৃশস্য মহান্ সর্ব্বত্রত্যাদপি স্বভাবাদুত্তম আত্মা সৌন্দর্য্যাদি প্রকাশময় স্বভাবো যস্য তাদৃশস্য। তত্রাতিশুশুভে তাভি র্ভগবান্ দেবকী সুত ইতি শ্রীশুকোক্তেঃ। তস্মাৎ সাধূক্তং তত্রাপ্যেকান্তিনাং শ্রেষ্ঠা গোবিন্দ হৃতমানসা ইত্যাদিনা। কৃষ্ণরূপমিত্যনেন চ তাদৃশং তৎ সৌন্দর্য্যমেবোপলক্ষিতমিতি। যদ্যপ্যেতৎ প্রকরণং সিদ্ধভক্তগণাশ্রিতং। তথাপ্যন্যে তথা দৃষ্ট্যা স্যুরিত্যত্রানুকীর্ত্তিতং ॥ ৩২ ॥

নন্বেবং ভুক্তিমুক্তি স্পৃহারহিতাঃ শ্রদ্ধালবঃ শুদ্ধভক্ত্যধিকারিণ ইত্যায়াতং।

পূর্ব্বে যে সকল উদাহরণ দেওয়া হইল তৎ সমুদায়ের অভিপ্রায় এই যে, যাঁহারা ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা শূন্য ও শ্রদ্ধাবান্ তাঁহারাই বিশুদ্ধ ভক্তিতে অধিকারী। ভক্তি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই ত্রিজাতিকে অপেক্ষা করে না, ভক্তিবিষয়ে মনুষ্য

দৃষ্টান্তিতা বশিষ্ঠেন হরিভক্তি র্নৃপং প্রতি।

যথা পাদ্মে॥

সর্ব্বেঽধিকারিণোহ্যত্র হরিভক্তৌ যথা নৃপ॥ ৩৩॥

কাশীখণ্ডেচ॥

অন্ত্যজা অপি তদ্রাষ্ট্রে শঙ্খচক্রাঙ্কধারিণঃ।

সংপ্রাপ্য বৈষ্ণবীং দীক্ষাং দীক্ষিতা ইব সংবভুরিতি॥৩৪॥

তত্র তে ত্রৈবর্ণিকা এব কিম্বা সর্ব্বে তত্রাহ কিঞ্চেতি॥ ৩৩॥

কাশীখণ্ডেচ ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা শ্রূয়তে ইত্যেতন্মাত্রাংশেনান্বয়ঃ। দীক্ষিতাঃ যাজ্ঞিকাঃ॥ ৩৪॥

মাত্রের অধিকার আছে, ইহা শাস্ত্রে স্পষ্ট রূপে শুনিতে পাওয়া যায়। যে হেতু ভগবান্ বশিষ্ঠদেব হরিভক্তির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া মহারাজ দিলীপকে মাঘস্নানে সকল বর্ণের অধিকার আছে ইহা স্পষ্ট রূপে কহিয়াছেন॥

যথা পদ্মপুরাণে॥

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে নৃপ! যেমন হরিভক্তিতে সাধারণ মনুষ্যমাত্রের অধিকার আছে, তদ্রূপ মাঘ মাসের প্রাতঃস্নানে সকলেই অধিকারী॥ ৩৩॥

কাশীখণ্ডে যথা॥

অমিত্রজিৎ কহিলেন, ময়ূরধ্বজ প্রদেশে অন্ত্যজ জাতিও বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া শঙ্খ চক্রাদি চিহ্ন ধারণ করত যাজ্ঞিকের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে॥ ৩৪॥

অপিচ ॥
অননুষ্ঠানতো দোষো ভক্ত্যঙ্গানাং প্রজায়তে।
ন কর্ম্মণামকরণাদেষ ভক্ত্যধিকারিণাং ॥
নিষিদ্ধাচারতো দৈবাৎ প্রায়শ্চিত্তন্তু নোচিতং।

তদেব মন্যাভিলাষিতাশূন্যমিতি স্থাপিতং। তৎ প্রসঙ্গ সঙ্গত্যা সর্ব্বে ষামপ্যধিকারিত্বং দর্শিতং। তথাশঙ্কতে নম্ন ভবন্ত সর্ব্ব এবাধিকারিণঃ কিন্তু স্ব স্ব ধর্ম্মযুক্তা এবেতি যুজ্যতে তং বিনা প্রত্যবায় শ্রবণাৎ। তথা সর্ব্বেষাং প্রায়ো নিষিদ্ধ কর্ম্ম আপততোব। সতিচ তেন দুষ্টত্বে কথং শুদ্ধত্বং স্যাৎ কৃতে চ প্রায়শ্চিত্তে কর্ম্মাবৃতত্বমাপদ্যেত তত্রাহ অপিচেতি। ভক্ত্যঙ্গানাং নিত্যানামিতি জ্ঞেয়ং। দৈবাদিতি যস্য ভক্তৌ তাদৃশী রুচিঃ শ্রদ্ধয়া জাতা তস্য তু বিকর্ম্মণি স্বতঃ প্রবৃত্তির্ন সম্ভবত্যেবেতি ভাবঃ। প্রায়শ্চিত্তন্তু নোচিতমিতি ভক্তি প্রভাব এব তৎ প্রায়শ্চিত্তায় কল্পত ইতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

আরও বলি, যাঁহারা ভক্তিবিষয়ে অধিকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা যদি গুরু পদাশ্রয়াদি নিত্য ভক্ত্যঙ্গ সকলের আচরণ না করেন, তবে তাঁহাদিগের দোষ জন্মে বস্তুতঃ নিত্য ভক্ত্যঙ্গ যাজিদিগের আশ্রমোচিত ক্রিয়া কলাপের অননুষ্ঠানে প্রত্যবায় হয় না। কিন্তু যদি কখন দৈব বশতঃ নিষিদ্ধ কর্ম্ম আচরিত হয়, তাহা হইলেও হরিভক্তি পরায়ণ ব্যক্তিদিগের প্রায়শ্চিত্ত করা বিধেয় নহে, বৈষ্ণব শাস্ত্রের রহস্য-বেত্তা পণ্ডিতদিগের অভিপ্রায় এই যে, ভক্তি প্রভাবেই তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে, অন্য প্রায়শ্চিত্তাদি

ইতি বৈষ্ণবশাস্ত্রাণাং রহস্যং তদ্বিদাং মতং ॥ ৩৫ ॥

যথৈকাদশে ॥

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ॥ ৩৬ ॥

প্রথমে ॥

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে

তদেতদেব স্বপাদ মূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ইত্যন্তেন গ্রন্থেন আহ স্বে স্ব ইতি। স্বে স্বে অধিকার ইতি পূর্ব্বোক্ত কেবল কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তিবিষয়তয়া পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট ইত্যর্থঃ। উভয়োঃ গুণদোষয়োঃ। তত্র শুদ্ধভক্ত্যধিকারিণ ইতর দ্বয় করণে দোষ এব। ন জ্ঞানং নচ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ইতি তত্রৈবোক্তেঃ। তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ইত্যাদেশ্চ। কর্ম্ম জ্ঞানাধিকারিণোস্তু তাদৃশ শ্রদ্ধা রহিতয়োঃ সঙ্গাদিবশাৎ তাদৃশ শুদ্ধ ভক্তৌ প্রবৃত্তয়োরপি অনাদর দোষেণ ঝটিতি অসিদ্ধেঃ দোষ প্রায় এবেতি জ্ঞেয়ং। বিপর্য্যয়ঃ স্বাধিকারানিষ্ঠা তদিতর নিষ্ঠাচ ॥ ৩৬ ॥

যত্র ক বা নীচযোনাবপি অমুষ্য ভক্তৌ প্রবৃত্তস্য অভদ্রং কিমভূৎ কিং স্যাৎ

কর্ম্মের অপেক্ষা নাই ॥ ৩৫ ॥

একাদশ স্কন্ধে ২১ অ। ২ শ্লোকে ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব! যে ব্যক্তি যে বিষয়ে অধিকার লাভ করিয়াছে, তাহার সেই বিষয়ে নিষ্ঠাই গুণ বলিয়া কীর্ত্তিত হয় এবং তাহার বিপরীত হইলেই দোষ বলা যায়। বস্তুতঃ গুণ দোষের এই মাত্র নিশ্চয় ॥ ৩৬ ॥

প্রথমস্কন্ধে ৫ অ। ১৭ শ্লোকে।

স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরি চরণাম্বুজ ভজন করত

র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বা ভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তো ভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥ ৩৭॥

একাদশে॥

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।

অপিতু নেত্যর্থঃ ভক্তিবাসনায়া অপরিচ্ছেদাদিতি ভাবঃ। অভজতাম ভজদ্ভিস্তু স্বধর্ম্মতঃ কো বা অর্থ আপ্তো ন কোপীত্যর্থঃ॥ ৩৭॥

কৃপালুরকৃতদ্রোহ ইত্যাদৌ স্থিরঃ স্বধর্ম্মে কবিঃ সম্যক্ জ্ঞানীতি টীকানুসারেণ কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা ভগবচ্ছ্রবণলক্ষণা ভক্তি দর্শিতা। তদনন্তরঞ্চাহ আজ্ঞায়ৈবমিতি। যদি চ স্বাত্মনি তত্তদ্গুণযোগাভাবঃ তথাপ্যেবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারেণ গুণান্ কৃপালুত্বাদীন্ দোষান্ তদ্বিপরীতাংশ্চ আজ্ঞায় হেয়োপাদেয়ত্বেন নিশ্চিত্যাপি যো ময়া তেষু গুণেষু মধ্যে তত্রাদিষ্টানপি স্বকান্ নিত্য নৈমিত্তিকলক্ষণান্ সর্ব্বানেব বর্ণাশ্রমবিহিতান্ ধর্ম্মান্ তদুপলক্ষকং জ্ঞানমপি মদনন্য ভক্তিবিঘাতকতয়া সন্ত্যজ্য মাং ভজেৎ সচ সত্তমঃ। চকারাৎ পূর্ব্বো-

---

কোন ব্যক্তি যদি অপক্ক দশাতেই তাহা হইতে ভ্রষ্ট অথবা মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তথাপি তাহার কি কখন স্বধর্ম্ম ত্যাগ জনিত অমঙ্গল হয়? কদাপি হয় না। আর হরিভজন ব্যতিরেকে কেবল স্বধর্ম্ম পালন দ্বারা কোন্ ব্যক্তিই বা অর্থ লাভ করিয়াছে?॥ ৩৭॥

একাদশ স্কন্ধে ১১ অ। ৩২ শ্লোকে॥

ভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব! এই রূপে যে ব্যক্তি মৎ কর্ত্তৃক আদিষ্ট স্বীয় বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃপালুতাদি গুণ ও কৃপাশূন্য প্রভৃতি দোষের হেয়োপা-

ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥ ৩৮॥

তত্রৈব ॥

দেবর্ষি ভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তং ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভগবদ্গীতাসু ॥

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

ক্তোঽপি সত্তম ইত্যুত্তরস্য তত্তদ্‌গুণাভাবেঽপি পূর্ব্বসাম্যমিতি বোধয়তি ॥ ৩৮॥

পরিহৃত্য কর্ত্তমিতি। অয়মিন্দ্রঃ সেব্যঃ অয়ং চন্দ্রঃ সেব্য ইত্যাদি লক্ষণভেদং। শরণ মনেন প্রারব্ধ নাশাৎ বর্ণাশ্রমত্ব নাশেন ন নিত্যকর্ম্মাধিকারঃ। কৃত্যমিতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ ॥ ৩৯ ॥

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্যেতি। পরিশব্দঃ স্বরূপতোঽপি ত্যাগং বোধ

দেয়তা বিচার করিয়া আমাকে ভজন করেন, তিনি সাধুদিগের মধ্যে উত্তম ॥ ৩৮ ॥

একাদশস্কন্ধে ৫ অ। ৩৭ শ্লোকে ॥

করভাজন নিমিরাজাকে কহিলেন, মহারাজ! যে ব্যক্তি বর্ণাশ্রম বিহিত সমুদায় ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্ব প্রযত্নে শরণ্য মুকুন্দের শরণ গ্রহণ করেন, তিনি আর দেব, ঋষি, পিতৃ, ভূত, ও আত্মীয় মনুষ্যগণের কিঙ্কর হয়েন না, ও তাঁহাদিগের নিকটে অঋণী হয়েন অর্থাৎ সে ব্যক্তিকে আর পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয় না, একান্ত ভক্তিযোগ দ্বারা সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয় ॥ ৩৯ ॥

ভগবদ্গীতায় ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি বর্ণাশ্রম বিহিত

অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ॥৪০॥

অগস্ত্যসংহিতায়াং ॥

যথা বিধিনিষেধৌ তু মুক্তং নৈবোপসর্পতঃ।
তথা ন স্পৃশতো রামোপাসকং বিধিপূর্ব্বকং ॥

একাদশেচ ॥

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।

য়তি। সর্ব্বপাপেভ্যঃ সর্ব্বান্তরায়েভ্য ইত্যেবার্থঃ। শ্রীভগবদাজ্ঞয়া ভক্তৌ শ্রদ্ধাবতাং তত্ত্যাগে পাপানুপপত্তেঃ ॥ ৪০ ॥

বিধিনিষেধৌ স্মার্ত্তৌ। বিধিপূর্ব্বকং বৈদিকতান্ত্রিকপূজাবিধিসহিতং ॥

সমুদায় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমারই শরণাগত হও, বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করায় তোমার যে সকল পাপ হইবে, তাহা হইতে আমিই তোমাকে মুক্ত করিব, এজন্য তুমি শোক করিও না ॥ ৩০ ॥

অগস্ত্যসংহিতায় ॥

যেমন স্মৃত্যুক্ত বিধি নিষেধ মুক্ত পুরুষের নিকট উপস্থিত হয় না, তদ্রূপ রামচন্দ্রের যথাবিধি উপাসনাকারিকে ঐ বিধি নিষেধ স্পর্শ করিতে পারে না ॥

একাদশে ৫ অ। ৩৭ শ্লোকে ॥

করভাজন কহিলেন, রাজন্! যিনি অন্য দেবতায় উপাস্য বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া পরম ঈশ্বর হরির পাদমূল ভজনা করেন, তিনি হরির একান্ত প্রণয়াস্পদ হয়েন, যদি কখন প্রমাদ বশতঃ নিষিদ্ধ কর্ম্মের আচরণ ঘটিয়া উঠে.

বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চি
দ্ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্ট ইতি ॥ ৪১ ॥
হরিভক্তিবিলাসেঽস্যা ভক্তেরঙ্গানি লক্ষশঃ।
কিন্তু তানি প্রসিদ্ধানি নির্দ্দিশ্যন্তে যথামতি ॥

তত্রাঙ্গ লক্ষণং ॥

আশ্রিতাবান্তরানেক ভেদং কেবলমেব বা।
একং কর্ম্মাত্র বিদ্বদ্ভিরেকং ভক্ত্যঙ্গমুচ্যতে ॥ ৪২ ॥

ত্যক্তোঽন্যত্র ভাব উপাস্যবুদ্ধির্যেন তস্য কথঞ্চিদ্দৈবাদুৎপতিত মুৎপাত রূপেণ জাতং ॥ ৪১ ॥

আশ্রিতেতি যথার্চ্চনাদিকং। কেবলমত্রাস্পষ্ট স্বগত ভেদং যথা গুরু পাদাশ্রয়ো যথা তদভ্যুত্থানাদি চ ॥ ৪২ ॥

তাহার নিষ্কৃতি নিমিত্ত পৃথক্ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না, হৃদয়স্থ হরি সমুদায় পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥

হরিভক্তিবিলাসে সাধনভক্তির অঙ্গ অসংখ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে যে গুলি অতিশয় প্রসিদ্ধ, আমার যত দূর মতি, সেই সমস্ত নির্দ্দেশ করিতেছি ॥

অঙ্গলক্ষণ যথা ॥

যাহার অবান্তরে ভেদ লক্ষিত হয়,অথবা যাহাতে স্বগত ভেদ স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয় না, এতাদৃশ বক্ষ্যমাণ এক একটী কর্ম্মকে ভক্তির মুখ্য অঙ্গ বলা যায় ॥

তাৎপর্য্য। যেমন অর্চ্চনাদি ভক্ত্যঙ্গের আভ্যন্তরিক অনেক ভেদ দৃষ্ট হয় এবং গুরুপাদাশ্রয়াদির অন্তর্গত কোন রূপ স্বগত প্রভেদ লক্ষিত হয় না ॥ ৪২ ॥

অথাঙ্গানি ॥

গুরুপাদাশ্রয় (১) স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদি শিক্ষণং (২)।
বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা (৩) সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনং (৪)।
সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছা (৫) ভোগাদি ত্যাগঃ কৃষ্ণস্য হেতবে (৬)।
নিবাসো দ্বারকাদৌচ গঙ্গাদেরপি সন্নিধৌ (৭) ॥
ব্যবহারেষু সর্ব্বেষু যাবদর্থানুবর্ত্তিতা (৮)।
হরিবাসরসম্মানো (৯) ধাত্র্যশ্বত্থাদিগৌরবং (১০)।
এষামত্র দশাঙ্গানাং ভবেৎ প্রারম্ভরূপতা ॥

গুরুপাদাশ্রয় ইতি। অস্মিন্ গ্রন্থে অঙ্কা দ্বিবিধাঃ। ঔৎপত্তিকাঃ টীকাক্রম লাভার্থং কল্পিতাশ্চ। অত্র পূর্ব্বা দ্বিবিন্দু মস্তকাঃ। উত্তরাস্তু তৎ শূন্যা ইতি ভেদোজ্ঞেয়ঃ কৃষ্ণদীক্ষাদীতি দীক্ষাপূর্ব্বক শিক্ষণমিত্যর্থঃ। সাধুবর্ত্মানু-

---

ঐ ভক্ত্যঙ্গ চতুঃষষ্টি প্রকার যথা—

গুরুপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ। ১। কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গুরুদেবের নিকট হইতে তত্তদ্বিষয়ক শিক্ষা লাভ। ২। বিশ্বাস সহকারে গুরুসেবা। ৩। সাধুদিগের আচরিত পথের অনুগামী হওন। ৪। সদ্ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা। ৫। শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা লাভের উদ্দেশে ভোগাদি ত্যাগ। ৬। দ্বারকাদি ধাম অথবা গঙ্গাদি মহাতীর্থে নিবাস। ৭। যে কোন বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহাতে যে অংশের সম্পাদন না করিলে ভক্তি লাভ হয় না, সেই পর্য্যন্তের অনুষ্ঠান রূপ যাবদর্থানুবর্ত্তিতা। ৮। একাদশী জন্মাষ্টমী প্রভৃতি হরিবাসরের যথা শক্তি সম্মান। ৯। এবং আমলকী অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষের গৌরব করণ। ১০। এই দশটী অঙ্গ

সঙ্গত্যাগো বিদূরেণ ভগবদ্বিমুখৈর্জনৈঃ (১)।
শিষ্যাদ্যননুবন্ধিত্বং (২) মহারম্ভাদ্যনুদ্যমঃ (৩) ॥
বহুগ্রন্থ কলাভ্যাস ব্যাখ্যাবাদ বিবর্জনং (৪) ॥
ব্যবহারেঽপ্যকার্পণ্যং (৫) শোকাদ্যবশবর্ত্তিতা (৬) ॥
অন্যদেবানবজ্ঞাচ (৭) ভূতানুদ্বেগদায়িতা (৮)।
সেবানামাপরাধানামুদ্ভবাভাবকারিতা (৯) ॥

বর্ত্তনং সদাচরিত শ্রুত্যাদি বিধিসেবিত্বং। কৃষ্ণস্যেতি কৃষ্ণপ্রাপ্তে র্যো

সাধনভক্তির আরম্ভ স্বরূপ অর্থাৎ এই দশটী অঙ্গ যাজন করিতে পারিলে ভক্তিদেবীর আবির্ভাব হইবে ॥

দূর হইতে ভগবদ্বিমুখজনের সংসর্গ পরিত্যাগ। ১। অনধিকারি ব্যক্তিকে শিষ্যাদি রূপে অঙ্গীকার না করণ। ২। মহৎ আরম্ভে অর্থাৎ মঠাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে নিরুদ্যমতা। ৩। বহুবিধ গ্রন্থ ও চতুঃষষ্টি কলার অভ্যাস বা ব্যাখ্যা এবং বাদ পরিবর্জন। ৪। ব্যবহারে কৃপণতা শূন্য অর্থাৎ যে দ্রব্য লাভ হয় নাই কিম্বা লব্ধ দ্রব্য বিনষ্ট হইয়াছে তদ্বিষয়ে শোচনা না করিয়া অদীন-ভাব প্রকাশ করণ অকার্পণ্য। ৫। শোক মোহাদির অবশীভূততা। ৬। অন্যদেবতায় অবজ্ঞা শূন্যতা। ৭। প্রাণিগণকে উদ্বেগ না দেওন। ৮ সেবাপরাধ ও নামাপরাধ উৎপন্ন হইতে না দেওন অর্থাৎ যাহাতে ঐ দুই অপরাধ জন্মে এমত কার্য্য করিবে না। ৯। এবং শ্রীকৃষ্ণ অথবা তাঁহার ভক্ত সম্বন্ধে বিদ্বেষ বা নিন্দাদি সহ্য না করণ অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি কৃষ্ণনিন্দা বা ভক্তের নিন্দা করে,

কৃষ্ণতদ্ভক্তবিদ্বেষবিনিন্দাদ্যসহিষ্ণুতা (১০)
ব্যতিরেক তয়ামীষাং দশানাং স্যাদনুষ্ঠিতিঃ॥
অস্যাস্তত্র প্রবেশায় দ্বারত্বেঽপ্যঙ্গ বিংশতেঃ।
ত্রয়ং প্রধানমেবোক্তং গুরুপাদাশ্রয়াদিকং॥
ধৃতি বৈঁষ্ণবচিহ্নানাং।১। হরের্নামাক্ষরস্য চ।২।
নির্ম্মাল্যাদেশ্চ।৩। তস্যাগ্রে তাণ্ডবং।৪। দণ্ডবন্নতিঃ।৫॥
অভ্যুত্থান।৬। মনুব্রজ্যা।৭। গতিঃ স্থানে।৮। পরিক্রমাঃ।৯।
অর্চ্চনং ১০ পরিচর্য্যাচ ১১ গীতং ১২ সঙ্কীর্ত্তনং ১৩ জপঃ ১৪॥
বিজ্ঞপ্তিঃ ১৫ স্তবপাঠশ্চ ১৬ স্বাদোনৈবেদ্য ১৭ পাদ্যয়োঃ ১৮।

হেতু স্তং প্রসাদ স্তদর্থমিত্যর্থঃ। অতো বৈয়ধিকরণ্যাত্তাদর্থে চতুর্থ্যেব।

তাহাতে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ ১০। এই দশটী অঙ্গ ব্যতিরেকে সাধন ভক্তির উদয় হয় না, এ জন্য এই দশ অঙ্গের অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। যদিও উল্লিখিত বিংশতি অঙ্গ, ভক্তিতে প্রবেশ করিবার দ্বার স্বরূপ, তথাপি গুরুপাদাশ্রয়াদি তিনটী অঙ্গই প্রধান বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে॥

বৈষ্ণব চিহ্ন ধারণ।১। শরীরে হরিনামাক্ষর লিখন।২। নির্ম্মাল্য ধারণ।৩। ভগবানের অগ্রে নৃত্য করণ।৪ দণ্ডবৎ নমস্কার।৫ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া গাত্রোত্থান।৬। অনুব্রজ্যা অর্থাৎ ভগবানের প্রতিমূর্ত্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন।৭। ভগবানের অধিষ্ঠান স্থানে গমন।৮। পরিক্রমা।৯। অর্চ্চন (পূজা)।১০। পরিচর্য্যা।১১। গীত।১২। সংকীর্ত্তন।১৩। জপ।১৪। বিজ্ঞপ্তি (নিবেদন)।১৫। স্তবপাঠ।১৬। নৈবেদ্যস্বাদ গ্রহণ।১৭। পাদ্যের অর্থাৎ চরণামৃতের আস্বাদ

ধূপমাল্যাদি সৌরভ্যং ১৯ শ্রীমূর্ত্তেঃ স্পৃষ্টি ২০ রীক্ষণং ২১।
আরাত্রিকোৎসবাদেশ্চ। ২২। শ্রবণং ২৩ তৎকৃপেক্ষণং ২৪।
স্মৃতি ২৫ র্ধ্যানং ২৬ তথা দাস্যং ২৭ সখ্য ২৮ মাত্ম নিবেদনং ২৯

নিজপ্রিয়োপহরণং। ৩০। তদর্থেঽখিলচেষ্টিতং। ৩১।
সর্ব্বথা শরণাপত্তি। ৩২। স্তদীয়ানাঞ্চ সেবনং॥
তদীয়াস্তুলসী। ৩৩। শাস্ত্র ৩৪ মথুরা ৩৫ বৈষ্ণবাদয়ঃ।৩৬।
যথা বৈভবসামগ্রী সদ্গোষ্ঠীভি র্মহোৎসবঃ॥ ৩৭॥
ঊর্জ্জাদরো বিশেষেণ। ৩৮। যাত্রা জন্মদিনাদিষু। ৩৯।
শ্রদ্ধাবিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে। ৪০।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ। ৪১।

অন্নস্য হেতোর্বসতীত্যত্র ষষ্ঠী হেতু প্রয়োগ ইতি স্বস্বহেত্বোঃ সামানাধি-

---

গ্রহণ। ১৮। ধূপ মাল্যাদির সৌরভ গ্রহণ। ১৯। শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শন। ২০। শ্রীমূর্ত্তি দর্শন। ২১। আরাত্রিক অর্থাৎ আরতি ও উৎসবাদি দর্শন। ২২। শ্রবণ।২৩। শ্রীকৃষ্ণের কৃপার প্রতি নিরীক্ষণ। ২৪। স্মরণ।২৫। ধ্যান।২৬। দাস্য।২৭। সখ্য।২৮। আত্মনিবেদন। ২৯। শ্রীকৃষ্ণে স্বীয় প্রিয় বস্তু সমর্পণ। ৩০। শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত সমুদায় চেষ্টা। ৩১। সকল অবস্থাতে শরণাপত্তি। ৩২। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বস্তু মাত্রের অর্থাৎ তুলসী। ৩৩। শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্র। ৩৪। মথুরা। ৩৫। এবং বৈষ্ণবাদির সেবন। ৩৬। যেমন বিভব তদনুরূপ দ্রব্য ও গোষ্ঠীবর্গের সহিত মহোৎসব। ৩৭। বিশেষ রূপে কার্ত্তিক মাসের সমাদর। ৩৮। শ্রীকৃষ্ণের জন্মযাত্রা। ৩৯। শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির পরিচর্য্যাদি। ৪০। রসিকজনের সহিত

সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে (৪২) ॥
নামসঙ্কীর্ত্তনং (৪৩) শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ (৪৪) ।
অঙ্গানাং পঞ্চকস্যাস্য পূর্ব্বং বিলিখিতস্য চ ॥
নিখিল শ্রৈষ্ঠ্যবোধায় পুনরপ্যত্র কীর্ত্তনং ॥
ইতি কায় হৃষীকান্তঃকরণানামুপাসনাঃ ॥
চতুঃষষ্টিঃ পৃথক্ সাঙ্ঘাতিকভেদাৎ ক্রমাদিমাঃ ।
অথার্যানুমতে নৈষামুদাহরণমীর্য্যতে ॥ ৪৩ ॥

করণ্য এব প্রবৃত্তং । কৃষ্ণার্থে ভোগাদিত্যাগ ইত্যস্যানুবদিষ্যমাণস্যাপি কৃষ্ণপ্রাপক তৎ প্রসাদার্থ ইত্যেবার্থঃ । আদিগ্রহণাৎ লোকবিত্তপুত্রা গৃহ্যন্তে ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদন । ৪১ । যাঁহার অভিপ্রায় আত্ম সদৃশ এবং যিনি আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ ও স্নিগ্ধ এ প্রকার সাধু সঙ্গ ।৪২। নাম কীর্ত্তন ।৩৩। এবং মথুরামণ্ডলে অবস্থিতি ।৪৪। যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবন প্রভৃতি পাঁচটী অঙ্গ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে তথাপি অন্যান্য অঙ্গ হইতে এই কএকটীর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় তুলসী প্রভৃতির শ্রেষ্ঠতা জানাইবার জন্য এই স্থানে পুনর্ব্বার কীর্ত্তিত হইল। এই প্রকারে ক্রমশঃ পৃথক্ ও সমষ্টি রূপে শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ দ্বারা উপাসনা চতুঃ ষষ্ঠি প্রকার কথিত হইল। এক্ষণে ঋষিদিগের অভিপ্রায়ানুসারে ঐ সকল ভক্ত্যঙ্গের উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি ॥ ৪৩ ॥

তত্র শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ো যথৈকাদশে ॥
তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমং।
শাব্দে পরেচ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ং ॥ ৪৪ ॥
কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণং যথা তত্রৈব ॥
তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।

গুরুপাদাশ্রয় যথা একাদশস্কন্ধে ৩ অ। ২২ শ্লোকে ॥

প্রবুদ্ধ কহিলেন, মহারাজ! সংসার মধ্যে কোন সুখই নাই, কেবল দুঃখ মাত্র, অতএব যে ব্যক্তি নিত্য সুখের অভিলাষ করিবেন তিনি শাস্ত গুণসম্পন্ন গুরুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। ফলতঃ যিনি শব্দব্রহ্ম বেদে ন্যায়ানুগত ব্যাখ্যা দ্বারা তত্ত্ব স্থির করণে নিপুণ এবং ভজন পরিপাক নিবন্ধন প্রত্যক্ষ ও অনুভব দ্বারা পরব্রহ্মে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে অবস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারই উপদেশ দানে যথার্থ অধিকার ॥

তাৎপর্য্য। যাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান নাই এবং ভক্ত্যঙ্গও যাজন দেখা যায় না ও কাম ক্রোধাদিও জয় হয় নাই, এরূপ ব্যক্তিকে গুরু বলিয়া তাঁহার আশ্রিত হইবে না ॥ ৪৪ ॥

গুরুদেবের নিকট শ্রীকৃষ্ণ দীক্ষাদি শিক্ষণ।
যথা একাদশস্কন্ধে ৩ অ। ২৩ শ্লোকে ॥

প্রবুদ্ধ কহিলেন, গুরুদেবের নিক টগমন পূর্ব্বক উপাসকের প্রতি আত্মপ্রদ আত্মা হরি যাহাতে পরিতুষ্ট হয়েন, সেইরূপ অনুবৃত্তি দ্বারা গুরুসেবা করত তাঁহাকে দেবতা জ্ঞান করিয়া

অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈ স্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ ॥

বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা যথা তত্রৈব ॥

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।

ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥ ৪৫ ॥

সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনং স্কান্দে ॥

স মৃগ্যঃ শ্রেয়সাং হেতুঃ পন্থাঃ সন্তাপবর্জ্জিতঃ।

অনবাপ্তশ্রমং পূর্ব্বে যেন সন্তঃ প্রতস্থিরে ॥

ব্রহ্মযামলে চ ॥

ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা করিবে ॥

বিশ্বাস সহকারে গুরুসেবা।

যথা একাদশস্কন্ধে ১৭ অ। ২২ শ্লোকে ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব! আচার্য্যকে আমার স্বরূপ জ্ঞান করিবা, কদাচ মনুষ্য বুদ্ধি করিয়া তাঁহার বিক্রিয়া দর্শন করিলেও তাঁহার প্রতি অসূয়া করিবা না, যে হেতু গুরু সর্ব্বদেবময় ॥ ৪৫ ॥

সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তন যথা স্কন্দপুরাণে ॥

পূর্ব্বতন মহাজনগণ যে পথ অবলম্বন করিয়া পরম কল্যাণ স্থান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য, যে হেতু তাহাতে পরম শ্রেয়ো লাভ হইয়া থাকে, এবং কখন সন্তপ্ত হইতে হয় না ॥

ব্রহ্মযামলে ॥

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পত ইতি ॥ ৪৬ ॥
ভক্তিরৈকান্তিকীবেয়মবিচারাৎ প্রতীয়তে।

তচ্চ সাধুবর্ত্ম শ্রুত্যাদি বিধ্যাত্মকমেব তত স্তদকরণে দোষমাহ শ্রুতীতি। শ্রুত্যাদয়োঽপ্যত্র বৈষ্ণবানাং স্বাধিকার প্রাপ্তাস্তদ্ভাগা এব জ্ঞেয়াঃ। স্বে স্বেঽধিকার ইত্যুক্তেঃ। শ্রুতিস্মৃত্যাদিবিধিং বিনেতি নাস্তিকতয়া তং ন মত্বেত্যর্থঃ। ন ত্বজ্ঞানেন আলস্যেন বা ত্যক্তেত্যর্থঃ। ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ইত্যাদেঃ। ঐকান্তিকীনিষ্ঠাং প্রাপ্তাপি ॥ ৪৬ ॥

নম্নু তর্হি কথমৈকান্তিকী স্যাৎ তদ্রূপত্বে চ কথমুৎপাতায় কল্পতে তত্রাহ ভক্তিরিতি। ইয়ং নাস্তিকতাময়ী বৌদ্ধাদীনাং বুদ্ধ দত্তাত্রেয়াদিষু ভক্তির্যদৈ-কান্তিকীব প্রতীয়তে তদপ্যবিচারাদেবেত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ যদস্মাৎ

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রি এই সকলে যে রূপ বিধি বর্ণিত হইয়াছে তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া অর্থাৎ ঐ সকল শাস্ত্রের প্রতি অনাদর প্রকাশ করত হরিতে ঐকান্তিকী ভক্তি করিলে, তদ্দ্বারা কল্যাণ লাভ হয় না, বরঞ্চ উৎপাতের নিমিত্ত কল্পিত হয় অর্থাৎ ঐ সকল শাস্ত্রের বিধি অনুসরণ পূর্ব্বক ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিবে ॥ ৪৬ ॥

উল্লিখিত ব্রহ্মযামলীয় পদ্যে বলা হইয়াছে, ঐকান্তিকী ভক্তি উৎপাতের নিমিত্ত কল্পিত হয়, তাহাতে কোন ফল লাভ হয় না। ইহাতে এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি প্রামাণ্য শাস্ত্রের অনাদরকেই নাস্তিকতা বলে, অতএব ঐ সকল শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ হইলে

বস্তুতস্তু তথা নৈব যদশাস্ত্রীয়তেক্ষ্যতে॥

সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছা যথা নারদীয়ে॥

অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিদ্ধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ।

অশাস্ত্রীয়তা শাস্ত্রাবজ্ঞাময়তা তত্রেক্ষ্যতে শাস্ত্রমত্র বেদ তদঙ্গাদি। শাস্ত্র-যোনিত্বাদিতি ন্যায়াৎ। তদা তত্তদবতারি ভগবদাজ্ঞা রূপানাদি সৎপরম্পরা প্রাপ্ত বেদবেদাঙ্গাবজ্ঞায়াং সত্যাং কথমৈকান্তিকী সা স্যাদিতি ভণ্যতাং।

ঐকান্তিকী ভক্তি লাভ হইতে পারে না এবং যদিও ঐকান্তিকী ভক্তি লাভ হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা কেনই বা কল্যাণ লাভ না হইবে, ? ইহার সমাধান এই যে বৌদ্ধদিগের বুদ্ধ এবং দত্তাত্রেয়াদিতে যে ঐকান্তিকী ভক্তি দেখা যায়, উহা কেবল নাস্তিকতা ময়ী, তবে যে উহা ঐকান্তিকী বলিয়া প্রতীতি জন্মে, তাহা কেবল অবিচার বিজৃম্ভিত, কেন না ঐ বৌদ্ধদিগের মতে বেদাদি শাস্ত্রের প্রতি স্পষ্ট রূপে অনাদর দেখা যায়, অতএব যাহাতে ভগবানের আজ্ঞা স্বরূপ অনাদি সাধু পরম্পরা গত বেদাদি শাস্ত্রের অবজ্ঞা প্রকাশ পায় তাহাকে কি রূপে ঐকান্তিকী ভক্তি বলা যাইতে পারে, অপর যে শাস্ত্রে বুদ্ধদেবাদি শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই শাস্ত্রেই অসুরমোহনের নিমিত্ত ভগবান্ বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হইয়া পাষণ্ড শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন এমত শুনা যায়॥

সদ্ধর্ম্মজিজ্ঞাসা যথা নারদীয়ে॥

সাধুদিগের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের তত্ত্ব অবগত হইবার নিমিত্ত

সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ ॥ ৪৭ ॥

কৃষ্ণার্থে ভোগাদিত্যাগো যথা পাদ্মে ॥

হরিমুদ্দিশ্য ভোগ্যানি কালে ত্যক্তবত স্তব।
বিষ্ণুলোকস্থিতা সম্পদলোলা সা প্রতীক্ষতে ॥

দ্বারকাদিনিবাসো যথা স্কান্দে ॥

সংবৎসরং বা ষণ্মাসান্ মাসং মাসার্দ্ধমেব বা।
দ্বারকাবাসিনঃ সর্ব্বে নরা নার্য্যশ্চতুর্ভুজাঃ ॥

কিঞ্চ যেনৈব বেদাদি প্রামাণ্যেন বুদ্ধাদীনামবতারত্বং গম্যতে তেনৈব বুদ্ধস্যাসুরমোহনার্থং পাষণ্ডশাস্ত্র প্রপঞ্চয়িতৃত্বঞ্চ শ্রূয়তে বিষ্ণুধর্ম্মাদৌ ত্রিযুগ নাম ব্যাখ্যানে। তত্র তু শ্রীভগবদাবেশমাত্রত্বঞ্চোপাখ্যায়তে তস্মাৎ তদাজ্ঞাপি ন প্রমাণীকর্ত্তব্যেতি ॥ ৪৭ ॥

ত্যক্তেতি ত্যক্তবন্তং ত্বামিত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

যাহাদিগের মতি আগ্রহশালিনী তাহাদিগের অভিলষিত সকল অর্থ অচিরকালের মধ্যে সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি নিমিত্ত ভোগত্যাগ যথা পাদ্মে ॥

আপনি হরি উদ্দেশে যথাকালে ভোগ সকল পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই কারণে বিষ্ণুলোকস্থিত অচঞ্চল সম্পদ আপনাকে প্রতীক্ষা করিতেছে ॥

দ্বারকাদি নিবাস যথা পদ্মপুরাণে॥

যাহারা দ্বারকানগরীতে এক বৎসর অথবা ছয় মাস কিম্বা এক মাস বা অর্দ্ধ মাস নিবাস করিয়াছে, তাহারা নর হউক বা নারী হউক, সকলেই চতুর্ভুজ হইবে ॥

আদিপদেন পুরুষোত্তমবাসশ্চ যথা ব্রাহ্ম্যে ॥

অহো ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং সমন্তাদ্দশযোজনং ।
দিবিষ্ঠা যত্র পশ্যন্তি সর্ব্বানেব চতুর্ভুজান্ ॥ ৪৮ ॥

গঙ্গাদিবাসো-যথা প্রথমে ॥

যা বৈ লসচ্ছ্রীতুলসীবিমিশ্র-
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিরেণ্বভ্যধিকাম্বুনেত্রী ।
পুনাতি লোকানুভয়ত্র সেশান্
কস্তাং ন সেবেত মরিষ্যমাণঃ ॥

আদি শব্দপ্রয়োগ হেতু পুরুষোত্তম বাস
যথা ব্রহ্মপুরাণে ॥

পুরুষোত্তম ক্ষেত্র চতুর্দ্দিকে দশযোজন পরিমিত স্থান, ইহার মাহাত্ম্য অনির্ব্বচনীয়, যে হেতু দেবগণ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রনিবাসি সকলকেই চতুর্ভুজ রূপে দর্শন করেন ॥ ৪৮ ॥

গঙ্গাদি নিবাস যথা প্রথমে ॥

সূত শৌনকাদিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ঋষি-গণ ! মৃত্যু সময়ে রাজা পরীক্ষিতের গঙ্গাতীরে গমন বিচিত্র নহে, ঐ নদী শ্রীকৃষ্ণের তুলসী মিশ্রিত চরণ রেণু সংসর্গে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট সলিল বহন করত লোকপাল সহিত সমস্ত লোককে অন্তরে ও বহির্ভাগে পবিত্র করিতেছেন, ইহাতে আপনার মরণ আসন্ন জানিয়া কোন্ ব্যক্তি সেই সুরতরঙ্গি-ণীর সেবা না করিবে ? ॥

যাবদর্থানুবর্ত্তিতা অর্থাৎ যাহা আপনা দ্বারা নির্ব্বাহ হইবে ॥

যাবদর্থানুবর্ত্তিতা যথা নারদীয়ে ॥

যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাৎ তাবদর্থবিৎ ।
আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ ॥ ৪৯ ॥

স্বনির্ব্বাহ ইতি । স্ব স্ব ভক্তি নির্ব্বাহ ইত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

যথা নারদীয়ে ॥

যে পরিমাণ নিয়ম অনুষ্ঠান করিলে আপনার ভক্তি নির্ব্বাহ হইতে পারে, অর্থজ্ঞ পুরুষ সেইরূপ নিয়ম স্বীকার করিবেন, কারণ নিয়মের আধিক্য অথবা ন্যূনতা হইলে, পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয় ॥

তাৎপর্য্য । যদি কোন কৃষ্ণভক্ত পুরুষ অনুরাগ বশতঃ এরূপ সঙ্কল্প করেন, "আমি প্রত্যহ এক লক্ষ নাম জপ করিব" কিন্তু তাঁহার সাধ্য নাই যে তিনি প্রত্যহ ঐ রূপ নিয়ম রক্ষা করিতে পারেন, দুই চারি দিবস ঐ রূপ নিয়ম পালন করিতে করিতে অকস্মাৎ কোন সাংসারিক কার্য্য উপস্থিত হইল, তাহাতে তাঁহার উল্লিখিত নিয়ম রক্ষা হইল না, তখন তিনি মনোমধ্যে এই নিশ্চয় করেন "অদ্য বিষয় রক্ষা করি, কল্যকার নিয়মের সহিত অবশিষ্ট নিয়ম রক্ষা করিব" পর দিনও ঐ রূপ সাংসারিক ব্যাপার ঘটাতে কোন নিয়মই রক্ষা হইল না, ক্রমশঃ এইরূপ আচরণ দ্বারা ভক্তির প্রতি অনাদর উপস্থিত হয়, অতএব প্রত্যহ অবাধে যাহা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে সেই মাত্র নিয়মের পরিগ্রহ করিবে, অধিক বা ন্যূন হইলে ভক্তির পুষ্টি হইবে না, উহা প্রতি নিয়ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে ॥ ৪৯ ॥

হরিবাসরসম্মানো যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ॥

সর্ব্বপাপপ্রশমনং পুণ্যমাত্যন্তিকং তথা।
গোবিন্দস্মারণং নৃণামেকাদশ্যামুপোষণং ॥

ধাত্র্যশ্বত্থাদিগৌরবং যথা স্কান্দে ॥

অশ্বত্থ তুলসী ধাত্রী গো ভূমি সুর বৈষ্ণবাঃ।
পূজিতাঃ প্রণতা ধ্যাতাঃ ক্ষপয়ন্তি নৃণামঘং ॥ ৫০ ॥

অশ্বত্থস্য তদ্বিভূতিরূপত্বাৎ পূজ্যত্বং ভূমিসুরা ব্রাহ্মণাঃ। গো ব্রাহ্মণয়োর্হিতাবতারত্বাদ্ভগবতো ভাগবতৈরেতাবপি পূজ্যাবিতি ভাবঃ। সর্ব্বেষামেষাং তুলসীবৈষ্ণবসাহিত্যোক্তি র্বিচিকিৎসা নিরসনায়। তত্র গবাং পূজাতু শ্রীগোপালোপাসকানাং পরমাভীষ্টপ্রদা। যথা শ্রীগৌতমীয়ে। গবাং কণ্ডুয়নং কুর্য্যাৎ গোগ্রাসং গোপ্রদক্ষিণং। গোষু নিত্যং প্রসন্নাসু গোপালোঽপি প্রসীদতীতি ॥ ৫০ ॥

হরিবাসরসম্মান যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ॥

একাদশীতে উপবাস করিলে মনুষ্যমাত্রের সমুদায় পাপ বিনষ্ট এবং অতিশয় পুণ্যলাভ হয়, বিশেষতঃ ইহা গোবিন্দকে স্মরণ করাইয়া দেয় ॥

আমলকী এবং অশ্বত্থাদি বৃক্ষের গৌরব।

যথা স্কন্দপুরাণে ॥

অশ্বত্থ, তুলসী, আমলকী, গো, ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণব ইহাঁদিগকে পূজা, নমস্কার ও ধ্যান করিলে, ইহাঁরা মনুষ্য দিগের পাপ বিনষ্ট করেন ॥ ৫০ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণবিমুখজন সঙ্গত্যাগো—

যথা কাত্যায়নসংহিতায়াং ॥

বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাসবৈশসং ॥

বিষ্ণুরহস্যে চ ॥

আলিঙ্গনং বরং মন্যে ব্যালব্যাঘ্রজলৌকসাং।
ন সঙ্গঃ শল্যযুক্তানাং নানাদেবৈকসেবিনাং ॥ ৫১ ॥

শিষ্যাদ্যননুবন্ধিত্বাদিত্রয়ং যথা সপ্তমে ॥

ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্নৈবাভ্যসেদ্বহূন্।

বৈশসং বিপত্তিঃ। শল্যমত্র তত্তদ্দেবতান্তর সেবা বাসনা ॥ ৫১ ॥

হরিপরাঙ্মুখজনের সংসর্গ পরিত্যাগ

যথা কাত্যায়নসংহিতায় ॥

প্রদীপ্ত অগ্নির শিখাপিঞ্জরে অবস্থান করিতে হয় সেও বরং ভাল, তথাপি যেন কৃষ্ণচিন্তা-বিমুখজনের সহবাসরূপ ক্লেশ ভোগ করিতে না হয় ॥

বিষ্ণুরহস্যেতেও এইরূপ ॥

যদি সর্প ব্যাঘ্র ও কুম্ভীরের সহিত আলিঙ্গন ঘটে, তাহাও শ্রেয়স্কর, তথাপি যেন বাসনা রূপ শল্য বিদ্ধ নানা দেবোপাসকের সংসর্গ না ঘটে ॥ ৫১ ॥

শিষ্যাদ্যননুবন্ধিত্ব, মঠাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে নিরুদ্যমতা এবং বহুবিধ গ্রন্থাভ্যাসাদি পরিবর্জন ॥

যথা সপ্তমস্কন্ধে ১৩ অ। ৭ শ্লোকে ॥

নারদ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্।

ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ কচিৎ ॥

ব্যবহারেঽপ্যকার্পণ্যং যথা পাদ্মে ॥

অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদনসাধনে।
অবিক্লবমতি র্ভূত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ ॥ ৫২ ॥

শিষ্যান্নৈবানুবধ্নীয়াদিত্যাদিকো যদ্যপি সন্ন্যাসধর্ম্মস্তথাপি নিবৃত্তানামপ্যন্যেষাং ভক্তানামুপযুজ্যন্ত ইতি ভাবঃ। এতচ্চানধিকারি শিষ্যাদ্যপেক্ষয়া। শ্রীনারদাদৌ তচ্ছ্রবণাৎ তত্তৎ সম্প্রদায়নাশপ্রসঙ্গাচ্চ। অন্যথা জ্ঞানশাঠ্যাপত্তেঃ। অতএব নানুবধ্নীয়ান্নিতি স্বস্বসম্প্রদায়বৃদ্ধ্যর্থমনধিকারিণোঽপি ন গৃহ্নীয়াদিত্যর্থঃ। বহূনিতি ভগবদ্বহির্মুখানন্যাংস্থিত্যর্থঃ। আরম্ভানিত্যপি চ তদ্বৎ॥

অলব্ধ ইতি। স্মরণাদি পরাণামেবেয়ং রীতিঃ। সেবাপরৈস্তু যথা লাভমেব সেবা কার্য্যা। ন তু যাজ্ঞাদ্যতিশয়েন নাতিকার্পণ্যং কার্য্যমিতিজ্ঞেয়ং॥ ৫২॥ ৫৩॥

যিনি সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন, তিনি অনধিকারি ব্যক্তিকে শিষ্য করিবেন না, যাহাতে ভগবদ্ভক্তি তিরোহিতা হন্, এমত বহু গ্রন্থ অভ্যাসে বিরত হইবেন, শাস্ত্রব্যাখ্যা-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন না এবং মঠাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে উদ্যম করিবেন না ॥

ব্যবহারে অকার্পণ্য যথা পদ্মপুরাণে ॥

হরিভক্তি পরায়ণ জন ভোজন ও আচ্ছাদন সাধন বিষয়ে লাভ অথবা লব্ধের বিনাশ ঘটিলে, ব্যাকুলচিত্ত না হইয়া মনোমধ্যে হরিকে স্মরণ করিবেন ॥ ৫২ ॥

শোকাদ্যবশবর্ত্তিতা যথা তত্রৈব ॥

শোকামর্ষাদিভি র্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসং।
কথং তত্র মুকুন্দস্য স্ফূর্ত্তিসম্ভাবনা ভবেৎ ॥

অন্যদেবানবজ্ঞা যথা তত্রৈব ॥

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন ॥

ভূতানুদ্বেগদায়িতা যথা মহাভারতে ॥

পিতেব পুত্রং করুণো নোদ্বেজয়তি যো জনং।
বিশুদ্ধস্য হৃষীকেশ স্তূর্ণং তস্য প্রসীদতি ॥ ৫৩ ॥

শোকমোহাদির অবশীভূততা।

যথা পদ্মপুরাণে ॥

যাহার হৃদয়দেশ শোক ও ক্রোধে পরিপূর্ণ, তথায় কিরূপে মুকুন্দের স্ফূর্ত্তির সম্ভাবনা হইবে? ॥

অন্যদেবতার প্রতি অবজ্ঞাশূন্যতা।

যথা পদ্মপুরাণে ॥

ভগবান্ হরি সমস্ত দেবেশ্বরদিগের অধীশ্বর, অতএব সর্ব্বদা তিনিই আরাধ্য, কিন্তু ইহা বলিয়া, ব্রহ্মরুদ্রাদি অন্যান্য দেবতার প্রতি কখন অবজ্ঞা করিবে না ॥

প্রাণিদিগের প্রতি অভয় দান, যথা মহাভারতে ॥

যিনি প্রাণি মাত্রকে উদ্বেগ না দিয়া, সকরুণ পিতার ন্যায় পুত্র নির্ব্বিশেষে অবলোকন করেন, সেই বিশুদ্ধ হৃদয়ের প্রতি ভগবান্ হৃষীকেশ আশু প্রসন্ন হয়েন ॥ ৫৩ ॥

সেবানামাপরাধানাং বর্জ্জনং যথা বারাহে ॥
মমার্চ্চনাপরাধা যে কীর্ত্ত্যন্তে বসুধে ময়া।
বৈষ্ণবেন সদা তে তু বর্জ্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ ॥

সেবানামাপরাধানাং বর্জ্জনমিত্যাদি। বারাহে পাদ্মে চ যথাক্রমং যোজ্যং। তত্র সেবাপরাধা আগমানুসারেণ গণ্যন্তে। যানৈ র্বা পাদুকৈর্বাপি গমনং ভগবদ্গৃহে। দেবোৎসবাদ্যসেবাচ অপ্রণামস্তদগ্রতঃ। উচ্ছিষ্টে বাপ্যশৌচে বা ভগবদ্বন্দনাদিকং। একহস্তপ্রণামশ্চ তৎপুরস্তাৎ প্রদক্ষিণং। পাদপ্রসারণঞ্চাগ্রে তথা পর্য্যঙ্কবন্ধনং। শয়নং ভক্ষণঞ্চাপি মিথ্যা ভাষণমেবচ। উচ্চৈর্ভাষা মিথোজল্পো রোদনানি চ বিগ্রহঃ। নিগ্রহানুগ্রহৌ চৈব নৃষু চ ক্রূরভাষণং। কম্বলাবরণঞ্চৈব পরনিন্দা পরস্তুতিঃ। অশ্লীলভাষণঞ্চৈব অধোবায়ু বিমোক্ষণং। শক্তৌ গৌণোপচারশ্চ অনিবেদিতভক্ষণং। তত্তৎকালোদ্ভবানাঞ্চ ফলাদীনামনর্পণং। বিনিযুক্তাবশিষ্টস্য প্রদানং ব্যঞ্জনাদিকে। পৃষ্ঠীকৃত্যাসনঞ্চৈব পরেষামভিবাদনং। গুরৌ মৌনং

সেবাপরাধ বর্জন, যথা বরাহপুরাণে ॥

বরাহদেব পৃথিবীকে কহিলেন, হে বসুধে! আমার অর্চ্চনা সম্বন্ধীয় অপরাধ আমি কীর্ত্তন করিতেছি, বৈষ্ণবগণ যত্নপূর্ব্বক সর্ব্বদা ঐ সকল অপরাধ বর্জন করিবেন।

আগম শাস্ত্রে সেবাপরাধ দ্বাত্রিংশৎ প্রকার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা যান অর্থাৎ শিবিকাদি অথবা পদে পাদুকা প্রদান করত ভগবদ্গৃহে গমন।১। ভগবৎ প্রীত্যর্থে কৃত উৎসবাদির অর্থাৎ ভগবৎসম্বন্ধীয় দোল প্রভৃতি উৎসবের অকরণ।২। তাঁহার সম্মুখে প্রণাম না করা।৩। উচ্ছিষ্ট লিপ্ত দেহে অথবা অশৌচে ভগবদ্বন্দনাদি।৪। এক-

নিজস্তোত্রং দেবতানিন্দনং তথা। অপরাধা স্তথা বিষ্ণো র্দ্বাত্রিংশৎ পরিকীর্ত্তিতাঃ। বারাহে চ। যে অন্যাপরাধাস্তে সংক্ষিপ্য লিখ্যন্তে। রাজান্নভোজনং ধ্বান্তাগারে হরেঃ স্পর্শঃ। বিধিং বিনা হর্য্যুপসর্পণং। বাদ্যং বিনা তদ্দ্বারোদ্ঘাটনং। কুক্কুরদৃষ্টভক্ষ্য সংগ্রহঃ। অর্চ্চনে মৌনভঙ্গঃ। পূজাকালে বিড়ুৎসর্গায় সর্পণং। গন্ধমাল্যাদিকমদত্বা ধূপনং। অনর্হপুষ্পেণ পূজনং। তথা অকৃত্বা দন্তকাষ্ঠঞ্চ কৃত্বা নিধুবনং তথা। স্পৃষ্ট্বা রজঃস্বলাং দীপং তথা মৃতকমেবচ। রক্তং নীলমধৌতঞ্চ পারক্যং মলিনং পটং। পরিধায় মৃতং দৃষ্ট্বা বিমুচ্যাপানমারুতং। ক্রোধং কৃত্বা শ্মশানঞ্চ গত্বা ভুক্ত্বাপ্যজীর্ণযুক্। ভুক্ত্বা কুসুম্ভং পিণ্যাকং তৈলাভ্যঙ্গং বিধায় চ। হরেঃ স্পর্শো হরেঃ কর্ম্ম করণং পাতকাবহং। তথা তত্রৈবান্যত্র। ভগবচ্ছাস্ত্রানাদরেণ তৎপ্রতিপত্তিঃ। অন্যশাস্ত্রপ্রবর্ত্তনং। তদগ্রত স্তাম্বূলচর্ব্বণং। এরণ্ডপত্রস্থ পুষ্পৈরর্চ্চনং। আসুরকালে পূজনং। পীঠে ভূমৌ বোপবিশ্য পূজনং স্নপনকালে বামহস্তেন তৎ স্পর্শঃ। পর্য্যুষিতৈর্যাচিতৈর্ব্বা পুষ্পৈরর্চ্চনং পূজায়াং নিষ্ঠীবনং। তস্যাং স্বগর্ব্বপ্রতিপাদনং। তির্য্যক্ পুণ্ড্রধৃতিঃ। অপ্রক্ষালিত পদস্থেঽপি তন্মন্দিরে প্রবেশঃ। অবৈষ্ণবপক্বনিবেদনং। অবৈষ্ণবদৃষ্টৌ পূজনং। বিঘ্নেশমপূজয়িত্বা কপালিনং দৃষ্ট্বা বা পূজনং। নখাম্ভসা স্নপনং। ঘর্ম্মাম্বুলিপ্তদেহেঽপি পূজনমিত্যাদয়ঃ। অন্যত্র নির্ম্মাল্য লঙ্ঘনভগবচ্ছ-

---

হস্তদ্বারা প্রণাম। ৫। শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে প্রদক্ষিণ। ৬। ভগবানের অগ্রে পাদ প্রসারণ। ৭। পর্য্যঙ্কবন্ধন অর্থাৎ ভগবানের অগ্রে হস্তদ্বারা জানুদ্বয় বন্ধন পূর্ব্বক উপবেশন। ৮। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে শয়ন। ৯। ভোজন। ১০। মিথ্যা কথন। ১১। উচ্চৈঃস্বরে ভাষণ। ১২। পরস্পর কথোপকথন। ১৩। রোদন। ১৪। কলহ। ১৫। কাহারও প্রতি নিগ্রহ। ১৬। কাহারও প্রতি অনুগ্রহ করণ। ১৭। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তির অগ্রভাগে সাধারণ

মনুষ্যের প্রতি নিষ্ঠুর ভাষণ। ১৮। কম্বলের আবরণ অর্থাৎ কম্বল আবরণ দিয়া সেবাদি কার্য্য করিবে না, কি জানি তাহা হইতে লোম স্খলিত হইতে পারে।১৯। ভগবৎ অগ্রে পর নিন্দা।২০। পর স্তুতি। ২১। অশ্লীল ভাষণ অর্থাৎ গালি দেওন।২২। অধো বায়ু পরিত্যাগ। ২৩। সামর্থ্য থাকিতেও অল্প উপচার দান অর্থাৎ পুষ্প তুলসী প্রভৃতি আহরণ করিয়া পরিপাটী রূপে ভগবৎ পূজাদি নির্ব্বাহ করিতে সামর্থ্য থাকিতেও সংক্ষেপে জলমধ্যে পূজাদি নির্ব্বাহ করণ অথবা অর্থসামর্থ্য থাকিতেও কুণ্ঠতা প্রকাশ পূর্ব্বক অল্প-ব্যয়ে ভগবৎ উৎসবাদি নির্ব্বাহ করণ।২৪। অনিবেদিত ভক্ষণ।২৫। যে কালে যে ফল বা শস্যাদি উৎপন্ন হয় সেই কালে তাহা ভগবান্‌কে সমর্পণ না করা।২৬। আনীত দ্রব্যের অগ্র-ভাগ অন্যকে দিয়া অবশিষ্টাংশ ব্যঞ্জনাদিতে প্রদান। ২৭। শ্রীমূর্ত্তির দিকে পৃষ্ঠ করিয়া উপবেশন। ২৮। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূ-র্ত্তির অগ্রে অন্যকে অভিবাদন। ২৯। গুরুদেবে মৌন অর্থাৎ গুরুদেবের অগ্রে কোন স্তবাদি না করিয়া তুষ্ণীম্ভাবে অব-স্থিত হওন।৩০। আপনার স্তুতি করণ অর্থাৎ আপনিই আপ-নার প্রশংসা করণ।৩১। এবং দেবতানিন্দন।৩২। বিষ্ণুর এই দ্বাত্রিংশৎ প্রকার অপরাধ কীর্ত্তিত হইল, এতদ্ভিন্ন বরাহ-পুরাণে যে সকল অপরাধ কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। যথা-রাজান্ন ভক্ষণ। ১। অন্ধকার গৃহে শ্রীমূর্ত্তির স্পর্শন।২। বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারে হরির

উপাসনা। ৩। বাদ্য না করিয়া শ্রীমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন।৪। যে দ্রব্যের প্রতি কুক্কুর দৃষ্টিপাত করিয়াছে তদ্দ্বারা ভক্ষ্য দ্রব্যের সংগ্রহ করণ। ৫। পূজাকালে মৌন ভঙ্গ। ৬। পূজা করিতে করিতে মল ত্যাগার্থ গমন। ৭। গন্ধমাল্য প্রদান না করিয়া অগ্রে ধূপ দেওন।৮। অযোগ্য পুষ্পে পূজন।৯। দন্তধাবন না করণ। ১০। ও স্ত্রী সম্ভোগ।১১। রজঃস্বলা-স্ত্রী স্পর্শ। ১২। দীপ স্পর্শ। ১৩। শব স্পর্শ। ১৪। রক্তবর্ণ, নীলবর্ণ, অধৌত পরের এবং মলিন বস্ত্র পরিধান। ১৫। মৃত দর্শন।১৬। অপান বায়ু পরিত্যাগ।১৭। ক্রোধ করণ।১৮। শ্মশান গমন। ১৯। ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ না হইতে। ২০। কুসুম্ভ অর্থাৎ গাঁজা পান।২১। পিন্যাক অর্থাৎ অহিফেন ভোজন।২২ এবং তৈল মর্দ্দন করিয়া হরি স্পর্শ ও হরির সেবা করিলে, পাপ জন্মে।২৩। অপর অন্যত্র বর্ণিত আছে। ভগবচ্ছাস্ত্রের প্রতি অনাদর করিয়া তৎপ্রতিপত্তি। অন্য শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন। ভগবানের অগ্রে তাম্বূল চর্ব্বণ। এরণ্ড পত্রস্থ পুষ্প দ্বারা অর্চ্চন। আসুরিক কালে ভগবৎ পূজা। পীঠ অথবা ভূমিতে উপবেশন পূর্ব্বক পূজন। স্নান কালে বাম হস্ত দ্বারা শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শন। পর্য্যুষিত অথবা যাচিত পুষ্প দ্বারা অর্চ্চন। পূজাকালে থুৎকার নিক্ষেপ। পূজা-বিষয়ে স্বীয় গর্ব্ব প্রতিপাদন অর্থাৎ আমি বর পূজক ইত্যাদি মনন। তির্য্যক্ পুণ্ড্র ধারণ। পাদ প্রক্ষালন না করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ। অবৈষ্ণবের পাক করা অন্ন ভগবান্‌কে

পাদ্মে চ॥

সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়ঃ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদপাংশলঃ॥
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব স নামতঃ

পথাদয়ো হন্যোচ বহব ইতি। অথ নামাপরাধাঃ পাদ্মোক্তাঃ। সতাং নিন্দা। শ্রীবিষ্ণোঃ সকাশাৎ শিবস্য নামাদেঃ স্বাতন্ত্র্যমননং। গুর্ব্ববজ্ঞা। শ্রুতি-তদনুগতশাস্ত্রনিন্দনং। হরিনামমহিম্নি অর্থবাদমাত্রমিদমিতি মননং। তত্র প্রকারান্তরেণার্থকল্পনং। নাম বলেন পাপে প্রবৃত্তিঃ। অন্যশুভক্রিয়াভি র্নাম-সামান্যমননং। অশ্রদ্দধানাদৌ নামোপদেশঃ নামমাহাত্ম্যে শ্রুতেঽপ্যপ্রীতি-

---

নিবেদন। অবৈষ্ণবের সম্মুখে বিষ্ণুপূজন। গণেশকে পূজা না করিয়া এবং কপালি অর্থাৎ স্বনামখ্যাত নীচ জাতি-বিশেষকে দর্শন করিয়া বিষ্ণুপূজন। নখস্পৃষ্ট জলে শ্রীমূর্ত্তির স্নপন। এবং ঘর্ম্মাম্বুলিপ্ত কলেবরে হরিপূজন, এতদ্ভিন্ন অন্যত্র বর্ণিত আছে। নির্ম্মাল্য-লঙ্ঘন। ভগবৎ-শপথাদি করণ। ইত্যাদি অনেকানেক সেবাপরাধ আছে॥

নামাপরাধ যথা পদ্মপুরাণে॥

মনুষ্য সর্ব্ব প্রকার অপরাধ করিয়াও যদি হরিচরণারবিন্দ আশ্রয় করে, তাহা হইলে সকল অপরাধ হইতে পরিত্রাণ পায়, কিন্তু যে নরাধম হরির নিকটেও অপরাধী, সে যদি কখন হরিনামের আশ্রিত হয়, তাহা হইলে নামমাহাত্ম্যে ঐ অপরাধ হইতে নিস্তার পাইতে পারে। ফলতঃ হরিনাম

নাম্নো হি সর্ব্ব সুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ ॥ ৫৪ ॥

তন্নিন্দাদ্যসহিষ্ণুতা যথা শ্রীদশমে ॥

নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বংস্তৎপরস্য জনস্য বা।

রিতি। সর্ব্ব এবৈতে হরিভক্তিবিলাসে প্রমাণবচনৈর্দ্রষ্টব্যাঃ ॥ ৫৪ ॥

সকলের সুহৃদ্, অতএব নামাপরাধ করিলে অধোলোকে পতিত হইতে হইবে। ৫৪ ॥

নামাপরাধ যথা ॥

সৎ সকলের নিন্দা।১। বিষ্ণু নাম হইতে শিব নামাদির স্বাতন্ত্র্য রূপে মনন অর্থাৎ বিষ্ণু নাম হইতে পৃথক্ রূপে শিবনামাদির চিন্তন।২। গুরুদেবের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ।৩। বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রের নিন্দা। ৪। হরিনামের মাহাত্ম্যে "ইহা অর্থবাদ অর্থাৎ স্তুতি মাত্র" ইত্যাদি মনন। ৫। অথবা প্রকারান্তরে নামের অর্থ কল্পন।৬। নামবলে পাপে প্রবৃত্তি। ৭। অন্য শুভ ক্রিয়ার সহিত নামের তুল্যত্ব চিন্তন। ৮। শ্রদ্ধাবিহীন জনকে নামোপদেশ।৯। এবং নামমাহাত্ম্য-শ্রবণ করিয়া তাহাতে অপ্রীতি। ১০। এই দশ প্রকার নামাপরাধ বৈষ্ণব ব্যক্তি অবশ্য বর্জন করিবেন ॥

ভগবান্ বা ভগবজ্জনের নিন্দাদিতে

অসহিষ্ণুতা যথা দশমস্কন্ধে ৭৪ অ। ২৬। শ্লোকে ॥

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! যে ব্যক্তি ভগবান্ বা ভগবৎ পরায়ণ জনের নিন্দা শ্রবণ করিয়া, সেই স্থান হইতে

ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ ॥

অথ বৈষ্ণবচিহ্নধৃতির্যথা পাদ্মে ॥

যে কণ্ঠলগ্নতুলসীনলিনাক্ষমালা-
যে বাহুমূলপরিচিহ্নিতশঙ্খচক্রাঃ।
যে বা ললাটফলকে লসদূর্দ্ধপুণ্ড্রা-
স্তে বৈষ্ণবা ভুবনমাশু পবিত্রয়ন্তি ॥

নামাক্ষরধৃতির্যথা স্কান্দে ॥

হরিনামাক্ষরযুতং ভালে গোপীমৃদঙ্কিতং।
তুলসীমালিকোরস্কং স্পৃশেয়ুর্ন যমোদ্ভটাঃ ॥ ৫৫ ॥

গোপীমৃদঙ্কিতং গোপীচন্দনেন তিলকিতং ॥ ৫৫ ॥

পলায়ন না করে, সে সমুদায় পুণ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া অধোগামী হয় ॥

বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ যথা পদ্মপুরাণে ॥

যাঁহারা কণ্ঠদেশে তুলসী, পদ্মবীজ ও রুদ্রাক্ষমালা-ধারণ করেন, যাঁহারা বাহুমূলে শঙ্খ চক্রের চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকেন এবং যাঁহাদের ললাটদেশ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে দেদীপ্যমান, তাঁহারাই বৈষ্ণব, তাঁহারাই ভুবন তলকে আশু পবিত্র করেন ॥

হরিনামাক্ষর ধারণ যথা স্কন্দপুরাণে ॥

যাঁহার ললাট দেশ গোপীচন্দনে তিলকিত, গাত্রে হরি নামাক্ষর লিখন এবং হৃদয়ে তুলসী মালা দোদুল্যমান রহিয়াছে, যমকিঙ্করগণ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ॥৫৫॥

পাদ্মে চ ॥

কৃষ্ণনামাক্ষরৈ র্গাত্রমঙ্কয়েচ্চন্দনাদিনা।
স লোকপাবনো ভূত্বা তস্য লোকমবাপ্নুয়াৎ ॥

নির্ম্মাল্যধৃতির্যথৈকাদশে ॥

ত্বয়োপযুক্তস্রগ্‌গন্ধ বাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥

স্কান্দে চ ॥

কৃষ্ণোত্তীর্ণন্তু নির্ম্মাল্যং যস্যাঙ্গং স্পৃশতে মুনে।

ত্বয়োপযুক্তেতি শ্রীমদুদ্ধববাক্যং পরোক্ষপুষ্পাদাবপীতি ভাবঃ। জয়েম জেতুং শক্নুম ইত্যর্থঃ। এতদুত্তরমস্য পদদ্বয়ং চান্তি মুনয়ো বাতবসনাঃ শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ। ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ ॥

পদ্মপুরাণে ॥

যিনি চন্দনাদি দ্বারা গাত্রে হরিনামাক্ষর লিখন করেন, তিনি লোকপাবন হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সালোক্য প্রাপ্ত হইবেন ॥

নির্ম্মাল্য ধারণ,যথা একাদশ স্কন্ধে ৬ অ। ৩১ শ্লোকে ॥

উদ্ধব কহিলেন, কৃষ্ণ! তুমি যে সমস্ত বস্তু উপভোগ করিয়া ত্যাগ করিয়াছ, সেই মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র ও অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়াছি এবং দাসের ন্যায় তোমার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া থাকি, অতএব তোমার মায়া অনায়াসেই জয় করিব॥

স্কন্দপুরাণে ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে নারদ! শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গোত্তীর্ণ

সর্ব্বরোগৈ স্তথা পাপৈ র্মুক্তো ভবতি নারদ ॥ ৫৬ ॥

অগ্রে তাণ্ডবং যথা দ্বারকামাহাত্ম্যে ॥

যো নৃত্যতি প্রহৃষ্টাত্মা ভাবৈর্ব্বহু সুভক্তিতঃ।
স নির্দ্দহতি পাপানি মন্বন্তরশতেষ্বপি ॥

তথা শ্রীনারদোক্তৌ চ ॥

নৃত্যতাং শ্রীপতেরগ্রে তালিকাবাদনৈর্ভৃশং।
উড্ডীয়ন্তে শরীরস্থাঃ সর্ব্বে পাতকপক্ষিণঃ ॥

বয়স্ত্বিহ মহারোগিন্ ভ্রমামঃ কর্ম্মবর্ত্মসু। ত্বদ্বার্ত্তয়া তরিষ্যামস্তাবকৈর্দুস্তরং তমঃ। ইতি। তরিষ্যামস্তর্ত্তুং শক্নুম ইত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

মন্বন্তরশতেষ্বিত্যত্র জাতানীতি শেষঃ ॥ ৫৭ ॥

নির্ম্মাল্য যাহার অঙ্গ স্পর্শ করে, সে ব্যক্তি সর্ব্ব প্রকার রোগ ও পাপরাশি হইতে মুক্তি লাভ করেন ॥ ৫৬ ॥

হরির সম্মুখে নৃত্য, যথা দ্বারকামাহাত্ম্যে ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, নারদ! যে ব্যক্তি প্রহৃষ্ট চিত্তে ঐকান্তিকী ভক্তি সহকারে বিবিধ ভাব ব্যঞ্জক অঙ্গ ভঙ্গী করিয়া আমার অগ্রে নৃত্য করেন, তাঁহার শত শত মন্বন্তর সঞ্চিত পাপপুঞ্জ দগ্ধ হইয়া যায় ॥

এবং নারদও কহিয়াছেন যথা ॥

যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে করতালি দিয়া বারম্বার নৃত্য করেন, তাঁহার শরীরস্থ পাপরূপ পক্ষি সকল ঊর্দ্ধে পলায়ন করে ॥

দণ্ডবন্নতির্যথা নারদীয়ে ॥

একোহপি কৃষ্ণায় কৃতপ্রণামো দশাশ্বমেধাবভৃথৈর্ন তুল্যঃ।
দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায় ॥

অভ্যুত্থানং যথা ব্রহ্মাণ্ডে ॥

যানারূঢ়ং পুরঃ প্রেক্ষ্য সমায়ান্তং জনার্দ্দনং।
অভ্যুত্থানং নরঃ কুর্ব্বন্ পাতয়েৎ সর্ব্বকিল্বিষং ॥ ৫৭ ॥

অথানুব্রজ্যা যথা ভবিষ্যোত্তরে।

রথেন সহ গচ্ছন্তি পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতোহগ্রতঃ।

রথেনেত্যুপলক্ষণং। অন্যেনাপি ইত্যয়েমিতি ভাবঃ। এবং পূর্ব্বত্র চ যানারূঢ়মিত্যত্র জ্ঞেয়ং ॥ ৫৮ ॥

দণ্ডবৎ প্রণাম, যথা নারদপুরাণে ॥

দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের অবভৃথ স্নান ও শ্রীকৃষ্ণে একবার-মাত্র প্রণাম, এতদুভয়ের তুল্য ফল হইতে পারে না, কারণ-দশ অশ্বমেধ যজ্ঞকারী পুণ্যক্ষয়ে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করে কিন্তু কৃষ্ণপ্রণামী ব্যক্তি পুনরায় ভবে আগমন করেন না ॥

অভ্যুত্থান অর্থাৎ গাত্রোত্থান।

যথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ॥

যে ব্যক্তি সম্মুখে রথারোহণে জনার্দ্দনকে আগমন করিতে দেখিয়া গাত্রোত্থান করেন, তিনি সমুদায় পাতককে পাতিত করিয়া থাকেন ॥ ৫৭ ॥

অনুগমন অর্থাৎ পশ্চাৎ ২ গমন।

যথা ভবিষ্যোত্তরে ॥

যে সকল মানব ভগবান্ রথারোহণে গমন করিতেছেন,

বিষ্ণুনৈব সমাঃ সর্ব্বে ভবন্তি শ্বপচাদয়ঃ ॥

স্থানে গতিঃ ॥

স্থানং তীর্থ গৃহঞ্চাস্য। তত্র তীর্থে গতি র্যথা।

পুরাণান্তরে।

সংসারমরুকান্তারনিস্তারকরণক্ষমৌ।
শ্লাঘ্যৌ তাবেব চরণৌ যৌ হরেস্তীর্থগামিনৌ ॥

আলয়ে যথা হরিভক্তিসুধোদয়ে।

প্রবিশন্নালয়ং বিষ্ণোর্দর্শনার্থং সুভক্তিমান্।
ন ভূয়ঃ প্রবিশেন্মাতুঃ কুক্ষিকারাগৃহং সুধীঃ ॥

দেখিয়া পার্শ্বদেশে অথবা পশ্চাৎ ভাগে কিম্বা সম্মুখে রথের সঙ্গে সঙ্গে গমন করে, তাহারা চণ্ডালাদি জাতি হইলেও বিষ্ণুর তুল্যত্ব লাভ করিয়া থাকে ॥

স্থানে গমন ॥

স্থান দুই প্রকার, তীর্থ এবং ভগবদালয়।

তন্মধ্যে তীর্থ গমন, যথা পুরাণান্তরে ॥

যে দুই চরণ হরিসম্বন্ধীয় তীর্থে গমনশীল, তাহাই অতিশয় প্রশংসনীয়। যে হেতু তদ্দ্বারা সংসার রূপ মরুভূমির দুর্গম পথ উত্তীর্ণ হওয়া যায় ॥

ভগবৎ আলয়ে গমন, যথা হরিভক্তিসুধোদয়ে ॥

যিনি বিশুদ্ধ ভক্তিযুক্ত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর দর্শনার্থ আলয়ে প্রবেশ করেন, সেই সদ্বুদ্ধিশালী মানব মাতৃ-কুক্ষি রূপ কারাগৃহ পুনঃ প্রবেশ করিবেন না ॥

পরিক্রমা যথা তত্রৈব।

বিষ্ণুং প্রদক্ষিণীকুর্ব্বন্ যস্তত্রাবর্ত্ততে পুনঃ।
তদেবাবর্ত্তনং তস্য পুন র্নাবর্ত্ততে ভবে॥ ৫৮॥

স্কান্দে চ চাতুর্ম্মাস্যমাহাত্ম্যে।

চতুর্ব্বারং ভ্রমীভিস্তু জগৎ সর্ব্বং চরাচরং।
ক্রান্তং ভবতি বিপ্রাগ্র্য! তত্তীর্থগমনাধিকমিতি॥

অথার্চ্চনং।

শুদ্ধিন্যাসাদিপূর্ব্বাঙ্গকর্ম্মনির্ব্বাহ পূর্ব্বকং।

চতুরিত্যত্র বিষ্ণুং পরিতঃ। ইতি প্রকরণপ্রাপ্তং। তীর্থানাং শ্রীগঙ্গাদীনাং গমনাদপ্যধিকং। শীঘ্রং ভগবদ্ভক্তিপ্রদত্বাদিত্যর্থঃ॥

শুদ্ধির্ভূতশুদ্ধিঃ ন্যাসাঃ মাতৃকান্যাসাদয়ঃ। তদাদিকং পূর্ব্বমঙ্গং যস্য।

পরিক্রমা যথা হরিভক্তিসুধোদয়ে॥

যে মানব বিষ্ণুকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে যতবার আবর্ত্তন করিয়া থাকে, তাহার সেই আবর্ত্তন নিবন্ধন পুনর্ব্বার ভবে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না॥

এবং স্কন্দপুরাণে চাতুর্মাস্যমাহাত্ম্যে॥

হে দ্বিজোত্তম! বিষ্ণুকে চারিবার প্রদক্ষিণ করিলে সমুদায় চরাচর জগৎ পরিক্রমা করা হয় এবং গঙ্গাদি তীর্থ সমুদায়ের গমন অপেক্ষা অধিক ফল হয়, কারণ এতদ্দ্বারা আশু ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে পারা যায়॥

অর্চ্চন॥

ভূতশুদ্ধি ও মাতৃকান্যাসাদি পূর্ব্বাঙ্গ নির্ব্বাহ পূর্ব্বক মন্ত্র

অর্চ্চনন্তূপচারাণাং স্যান্মন্ত্রেণোপপাদনং ॥ ৫৯ ॥

তদ্‌যথা শ্রীদশমে।

স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসাং রসায়াং ভুবি সম্পদাং।
সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চ্চনং ॥

বিষ্ণুরহস্যে চ।

শ্রীবিষ্ণোরর্চ্চনং যে তু প্রকুর্ব্বন্তি নরা ভুবি।

তাদৃশ কর্ম্ম নির্ব্বাহ পূর্ব্বকং যন্মন্ত্রেণোপচারাণাং সমর্পণং তদর্চ্চনমিত্যন্বয়ঃ॥৫৯
স্বর্গাপবর্গয়োরিতি। অত্রার্চ্চনং প্রধানং কৃত্বা ভক্ত্যন্তরমহিমা সূচিতঃ ইত্যর্চ্চনং মহিমন্যেব লিখিতং মূলমিতি। অন্যত্তু তদভাবাদেব বিধীয়ত ইত্যর্থঃ। কালেন নষ্টা বাণীয়ং প্রলয়ে বেদসংজ্ঞিতা। ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তো ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মক ইতি। অকামঃ সর্ব্বকামো বা ইত্যাদেশ্চ। যদ্বা তদ্বহির্মুখানাং সাধনান্তরস্যাপ্যসিদ্ধেঃ। তচ্চ মন্ত্রত স্তন্ত্রতশ্ছিদ্রমি-

---

দ্বারা উপচার সমর্পণকেই অর্চ্চন কহে ॥ ৫৯ ॥

যথা দশমস্কন্ধে ৮১ অ। ১৬ শ্লোকে।

শ্রীদাম ব্রাহ্মণ গৃহে আগমন করিতে করিতে কহিলেন পুরুষদিগের স্বর্গ, অপবর্গ, পাতালের আধিপত্য, পৃথিবীর সম্পত্তি ও অণিমাদি সিদ্ধি সকলের মূল কারণ এক শ্রীকৃষ্ণের চরণার্চ্চন, ইহার দ্বারাই সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয় ॥

এবং বিষ্ণুরহস্যে যথা ॥

এই পৃথিবীতে যে সকল নর শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চন করেন,

তে যান্তি শাশ্বতং বিষ্ণোরানন্দং পরমং পদং ॥ ৬০ ॥

অথ পরিচর্য্যা।

পরিচর্য্যা তু সেবোপকরণাদি পরিষ্ক্রিয়া।
তথা প্রকীর্ণকচ্ছত্রবাদিত্রাদ্যৈরুপাসনা ॥

যথা নারদীয়ে।

মুহূর্ত্তং বা মুহূর্ত্তার্দ্ধং যস্তিষ্ঠেদ্ধরিমন্দিরে।
স যাতি পরমং স্থানং কিমু শুশ্রূষণে রতাঃ ॥

চতুর্থে চ।

ত্যাদেঃ। মুখবাহূরুপাদেভ্য ইত্যাদেঃ। তপস্বিনো দানপরা ইত্যাদেঃ"॥ ৬০ ॥
পরিচর্য্যাত্র রাজ্ঞ ইব সেবোচ্যতে। সা দ্বিধা। উপকরণাদিপরিক্রিয়া চামরাদিভিরুপাসনা চেত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

তাঁহারাই বিষ্ণুর নিত্য পরমানন্দময় পরম ধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৬০ ॥

অথ পরিচর্য্যা ॥

রাজার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের সেবনকে পরিচর্য্যা কহে। এই পরিচর্য্যা দুই প্রকার। . যথা উপকরণাদি পরিষ্কার করণ এবং চামরাদি দ্বারা উপাসনা ॥

যথা নারদপুরাণে ॥

যে ব্যক্তি মুহূর্ত্ত বা অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত কাল হরিমন্দিরে অবস্থিতি করেন, তিনি পরম ধাম প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু সর্ব্বদা যাঁহারা হরিসেবায় রত তাঁহাদিগের কথা আর কি বলিব ? ॥

এবং চতুর্থস্কন্ধে ২১ অ। ২৯ শ্লোকে ॥

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনা-
মশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী
যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ॥ ৬১॥
অঙ্গানি বিবিধান্যেব স্যুঃ পূজাপরিচর্য্যয়োঃ।
ন তানি লিখিতান্যত্র গ্রন্থবাহুল্যভীতিতঃ॥

অথ গীতং যথা লৈঙ্গে।

ব্রাহ্মণো বাসুদেবাখ্যং গায়মানোঽনিশং পরং।
হরেঃ সালোক্যমাপ্নোতি রুদ্রগানাধিকং ভবেৎ॥ ৬২॥

ব্রাহ্মণ ইতি গানসামান্যস্য ব্রাহ্মণে নিষিদ্ধত্বাৎ। ব্রাহ্মণোঽপীত্যর্থঃ। রুদ্র-কর্ত্তৃকগানাদপি ভগবদগ্রে তস্য গানমধিকং ভবেদিত্যর্থঃ॥ ৬২॥

পৃথুরাজা কহিলেন অহে প্রজাগণ! ভগবান্ হরিই জীব সকলের মোক্ষ-দাতা, তদ্ভিন্ন অন্য দেবতা হইতে মুক্তির সম্ভাবনা নাই, কারণ তাঁহারাও জীব বিশেষ। অতএব যাঁহার চরণদ্বয়ের সেবাবিষয়ক অভিলাষও পদাঙ্গুষ্ঠ বিনিঃসৃতা সরিদ্বরা গঙ্গার ন্যায়, সংসারসন্তপ্ত জীবদিগের অশেষ জন্ম সঞ্চিত বুদ্ধিমালিন্য সদ্যঃ বিনিষ্ট করিয়া অহরহঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়॥

পূজা এবং পরিচর্য্যার অঙ্গ বহুবিধ। কিন্তু গ্রন্থের বাহুল্যভয়ে এ স্থলে তাহা লিখিত হইল না॥ ৬১॥

গীত যথা লিঙ্গপুরাণে॥

ব্রাহ্মণ নিরন্তর পরম পুরুষ বাসুদেবের গুণ গান করিয়া

অথ সংকীর্ত্তনং ॥

নামলীলাগুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষাতু কীর্ত্তনং ॥

তত্র নাম কীর্ত্তনং যথা বিষ্ণুধর্ম্মে ॥

কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে।
ভস্মীভবন্তি রাজেন্দ্র! মহাপাতককোটয়ঃ ॥ ৬৩ ॥

লীলাকীর্ত্তনং যথা সপ্তমস্কন্ধে ॥

সোঽহং পরস্য সুহৃদঃ পরদেবতায়া-

কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নামেত্যর্চ্চনবদেব ব্যাখ্যেয়ং। তদেতৎ প্রাধান্যেন নামান্তরকীর্ত্তনমপি জ্ঞেয়মিতি। এবমন্যত্রাপি ॥ ৬৩ ॥

তিতর্ম্মি তরিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

তাঁহার সালোক্য লাভ করিয়া থাকেন, এমন কি শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবকৃত সঙ্গীত-অপেক্ষা তাঁহার গানকে অধিক প্রিয়তর জ্ঞান করেন ॥ ৬২ ॥

অথ সংকীর্ত্তন ॥

নাম, রূপ ও গুণাদির উচ্চরূপে উচ্চারণ করাকে কীর্ত্তন বলে ॥

তন্মধ্যে নাম সংকীর্ত্তন যথা বিষ্ণুধর্ম্মে ॥

হে রাজেন্দ্র! "কৃষ্ণ" এই পরম মঙ্গলপ্রদ নাম যাঁহার বাক্যে বিরাজ করেন তাহার কোটি কোটি মহাপাতক ভস্মীভূত হইয়া যায় ॥ ৬৩ ॥

লীলাকীর্ত্তন যথা সপ্তমস্কন্ধে ৯ অ। ১৭ শ্লোকে ॥

প্রহ্লাদ কহিলেন হে নৃসিংহ! আমি আপনকার দাস

লীলাকথাস্তব নৃসিংহবিরিঞ্চিগীতাঃ।
অঞ্জস্তিতর্ম্যনুগৃণন্ গুণবিপ্রমুক্তো
দুর্গাণি তে পদযুগালয়হংসসঙ্গঃ॥ ৬৪॥

গুণকীর্ত্তনং যথা প্রথমস্কন্ধে॥

ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধদত্তয়োঃ।
অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভি র্নিরূপিতো
যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনং॥

হইলে প্রিয় পরম সুহৃদ্ ও পরম দেবতা যে আপনি, আপনকার লীলা কথা উচ্চারণ করত সুমহৎ দুঃখ সকলও গণ্য করিব না, তৎকালে আপনার পদযুগলই যাঁহাদের আলয়, সেই সকল ভক্ত স্বরূপ যে সমস্ত হংস অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহাদের সহিত সঙ্গ হওয়াতে রাগাদি হইতে বিশেষরূপে পরিত্রাণ পাইব। প্রভো! আপনকার লীলাকথা অবগত হওয়া আমার পক্ষে কঠিন হইবে না, ব্রহ্মা ঐ সকল কথা গান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহা সম্প্রদায় প্রবৃত্ত হইয়া আসিয়াছে॥ ৬৪॥

গুণ কীর্ত্তন যথা প্রথমস্কন্ধে ৫ অ। ২২ শ্লোকে॥

নারদ কহিলেন হে ব্যাস। উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের যে গুণানু বর্ণন, পণ্ডিতেরা তাহাকেই তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, মন্ত্রপাঠ জ্ঞান এবং দান এই সকল কর্ম্মের নিত্য ফল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন॥

জপঃ ॥

মন্ত্রস্য সুলঘূচ্চারো জপ ইত্যভিধীয়তে ॥

যথা পাদ্মে ॥

কৃষ্ণায় নম ইত্যেষ মন্ত্রঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ।
ভক্তানাং জপতাং ভূপ! স্বর্গমোক্ষফলপ্রদঃ ॥

বিজ্ঞপ্তি র্যথা স্কান্দে ॥

হরিমুদ্দিশ্য যৎ কিঞ্চিৎ কৃতং বিজ্ঞাপনং গিরা।
মোক্ষদ্বারার্গলান্মোক্ষ স্তেনৈব বিহিত স্তবঃ ॥ ইতি ॥
সংপ্রার্থনাময়ী দৈন্যবোধিকা লালসাময়ী।
ইত্যাদি র্বিবিধা ধীরৈঃ কৃষ্ণে বিজ্ঞপ্তিরীরিতা ॥

জপ ॥

মন্ত্রের অতিশয় লঘু উচ্চারণকে জপ কহে। অর্থাৎ এরূপে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয় তাহা কেবল আপনার কর্ণ গোচরমাত্র হয়, অন্যে শুনিতে পায় না ॥

যথা পদ্মপুরাণে ॥

হে রাজন্! "কৃষ্ণায় নমঃ" এই মন্ত্র সমুদায় অর্থসিদ্ধি বিষয়ে সাধক। যে সকল হরিভক্ত পুরুষ ইহা জপ করেন তাঁহাদিগের স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে ॥

বিজ্ঞপ্তি যথা স্কন্দপুরাণে ॥

তুমি হরিকে উদ্দেশ করিয়া যাহা কিছু নিবেদন করিয়াছ এতদ্দ্বারাই তোমার মোক্ষদ্বারের অর্গল (খিল) বিমুক্ত হইয়াছে ॥

ধীরগণ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে বিজ্ঞপ্তি তিন প্রকার কীর্ত্তন

তত্র সংপ্রার্থনাত্মিকা যথা পাদ্মে॥
যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা।
মনোভিরমতে তদ্বন্মনোভিরমতাং ত্বয়ি॥
দৈন্যবোধিকা যথা তত্রৈব॥
মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম।॥
লালসাময়ী যথা নারদপঞ্চরাত্রে॥
কদা গম্ভীরয়া বাচা শ্রিয়া যুক্তো জগৎপতে।

করিয়াছেন। যথা সংপ্রার্থনাময়ী, দৈন্যবোধিকা অর্থাৎ স্বীয় দৈন্য নিবেদন ও লালসাময়ী॥

সংপ্রার্থনাত্মিকা বিজ্ঞপ্তি, যথা স্কন্দপুরাণে॥

হে ভগবন্! যুবতীগণের যেমন যুবা পুরুষে এবং যুবা দিগের যেমন যুবতীতে (স্ত্রীতে) মন আসক্ত হয়, তদ্রূপ আমারচিত্ত তোমাতে অনুরক্ত হউক॥

দৈন্যবোধিকা বিজ্ঞপ্তি, যথা স্কন্দপুরাণে॥

হে পুরুষোত্তম! আমার তুল্য পাপাত্মা ও অপরাধী আর কেহই নাই, বলিব কি? পাপ পরিহারের নিমিত্ত তোমার নিকট দৈন্য জানাইতে আমার লজ্জা হইতেছে॥

লালসাময়ী বিজ্ঞপ্তি, যথা নারদপঞ্চরাত্রে॥

হে জগৎপতে! আমার এমন দিন কবে উপস্থিত হইবে যে দিন সলক্ষ্মীক তোমাকে চামর করিতে আমার হস্ত ব্যগ্র

চামরব্যগ্রহস্তং মামেবং কুর্ব্বিতি বক্ষ্যসি ॥

অথবা ॥

কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্।
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবং ॥ ৬৫ ॥

স্তবপাঠঃ ॥

প্রোক্তা মনীষিভি র্গীতা স্তবরাজাদয়ঃ স্তবাঃ ॥

কদাহং যমুনাতীরে ইতি দূরতঃ প্রার্থনা কস্যচিজ্জাতভাবস্য যতঃ সংপ্রার্থনা অনুৎপন্ন ভাবস্য লালসাতু জাতভাবস্যেতি ভেদঃ। লালসাময়ত্বাৎ সংপ্রার্থনাপ্যত্র লালসেত্যেব ভণ্যতে। অতো লালসাময়ীয়ং। অত্রেদৃশে সংপ্রার্থনালালসে প্রস্তাবাদেব দর্শিতে। কিন্তু রাগানুগায়ামেব জ্ঞেয়ে ॥ ৬৫ ॥

গীতায়াস্তবত্বং ভগবন্মহিমাত্মকত্বাৎ। স্তবরাজো গৌতমীয়োক্ত স্তবরাজঃ ॥ ৬৬ ॥

দেখিয়া তুমি আমাকে "এইরূপ কর" এই বলিয়া আদেশ করিবা ॥

যথাবা ॥

হে পুণ্ডরীকাক্ষ (পদ্মনেত্র!) কবে আমি যমুনাতীরে তোমার নাম সকল কীর্ত্তন করিতে করিতে সজল নয়নে নৃত্য আরম্ভ করিব ॥ ৬৫ ॥

স্তব ॥

পণ্ডিতগণ ভগবদ্গীতা ও গৌতমীয় তন্ত্রোক্ত স্তবরাজকে শ্রীকৃষ্ণের স্তব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ॥

যথা স্কান্দে ॥

শ্রীকৃষ্ণস্তবরত্নৌঘৈ র্যেষাং জিহ্বা ত্বলঙ্কৃতা ।
নমস্যা মুনিসিদ্ধানাং বন্দনীয়া দিবৌকসাং ॥ ৬৬ ॥

নারসিংহে চ ॥

স্তোত্রৈঃ স্তবৈশ্চ দেবাগ্রে যঃ স্তৌতি মধুসূদনং ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৭ ॥

নৈবেদ্যাস্বাদো যথা পাদ্মে ।

নৈবেদ্যমন্নং তুলসীবিমিশ্রং
বিশেষতঃ পাদজলেন সিক্তং ।

স্তোত্রস্তবয়োরভেদেহপ্যবান্তরভেদঃ । পূর্ব্বপ্রসিদ্ধস্বকৃতত্বাভ্যাং জ্ঞেয়ঃ । স্তোত্রস্য করণসাধনত্বেন পূর্ব্বসিদ্ধত্বপ্রতীতেঃ । স্তবস্য ভাব-সাধনত্বেন স্বকৃতত্বপ্রতীতেঃ তথাপি প্রোক্তা মনীষিভিরিত্যাদৌ গীতা-দীনাং স্তবত্বমুক্তং তত্র স্বনন্য গত্যা করণসাধনত্বমেব কর্ত্তব্যং তদেবাগ্রে শ্রীমদর্চ্চায়াঃ পুরতঃ ॥ ৬৭ ॥

স্তবপাঠ যথা স্কন্দপুরাণে ॥

শ্রীকৃষ্ণের স্তবরূপ রত্নসমূহে যাঁহাদিগের জিহ্বা অলঙ্কৃতা হইয়াছে, সেই সকল মানব, মুনি ও সিদ্ধগণের নমস্য এবং দেবতাদিগের বন্দনীয় হয়েন ॥ ৬৬ ॥

এবং নৃসিংহপুরাণে ॥

যে ব্যক্তি ভগবান্ মধুসূদনের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া স্তোত্র এবং স্তব দ্বারা তাঁহাকে স্তুতি করেন, তিনি নিখিল পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৬৭

নৈবেদ্যাস্বাদ গ্রহণ, যথা পদ্মপুরাণে ॥

যে ব্যক্তি মুরারির সম্মুখ ভাগ পরিত্যাগ করিয়া চরণামৃতে

যোঽশ্নাতি নিত্যং পুরতো মুরারেঃ
প্রাপ্নোতি যজ্ঞাযুতকোটিপুণ্যং ॥

পাদ্যাস্বাদো যথা তত্রৈব ॥

ন দানং ন হবির্যেষাং স্বাধ্যায়ো ন সুরার্চ্চনং।
তেঽপি পাদোদকং পীত্বা প্রয়ান্তি পরমাং গতিং ॥

অথ ধূপসৌরভ্যং যথা হরিভক্তিসুধোদয়ে ॥

আঘ্রাণং যদ্ধরের্দ্দত্তধূপোচ্ছিষ্টস্য সর্ব্বতঃ।
তদ্ভাবব্যালদষ্টানাং নস্যং কর্ম্ম বিষাপহং ॥

মুরারেঃ পুরত ইতি ল্যপ্লোপে পঞ্চমী। পুরং অন্তঃপুরং পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ। তদগ্রে ভোজননিষেধাৎ ॥ ৬৮ ॥

বিশেষরূপে সিক্ত তুলসী--দলসমন্বিত নৈবেদ্যান্ন নিত্য ভোজন করেন, তিনি দশ সহস্র কোটি যজ্ঞের পুণ্য প্রাপ্ত হয়েন ॥

চরণামৃতের আস্বাদন, যথা পদ্মপুরাণে ॥

যাহাদিগের দান, যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন ও দেবার্চ্চন প্রভৃতি সৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান নাই, তাহারাও বিষ্ণুপাদোদক পান করিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয় ॥

ধূপসৌরভ্য, যথা হরিভক্তিসুধোদয়ে ॥

হরিকে নিবেদন করিয়া উচ্ছিষ্ট ধূপের আঘ্রাণ করিলে সংসাররূপ সর্পদষ্ট জীবগণের বিষনাশন নস্য (নাস) ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা হয় ॥

মাল্যসৌরভ্যং যথা তন্ত্রে ॥

প্রবিষ্টে নাসিকারন্ধ্রে হরের্নির্মাল্যসৌরভে।
সদ্যো বিলয়মায়াতি পাপপঞ্জরবন্ধনং ॥ ৬৮ ॥

অগস্ত্যসংহিতায়াঞ্চ ॥

আঘ্রাণং গন্ধপুষ্পাদেরর্চ্চিতস্য তপোধন।
বিশুদ্ধিঃ স্যাদনন্তস্য ঘ্রাণস্যেহাভিধীয়তে ॥ ৬৯ ॥

অথ শ্রীমূর্ত্তেঃ স্পর্শনং যথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

স্পৃষ্ট্বা বিষ্ণোরধিষ্ঠানং পবিত্রঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।

অর্চ্চিতস্যানন্তস্য ভগবতঃ সম্বন্ধী যো গন্ধপুষ্পাদি স্তস্যাঘ্রাণং ঘ্রাণেন্দ্রিয়স্য ইহ জগতি বিশুদ্ধি স্তদ্ধেতুঃ স্যাদিত্যবধীয়ত ইতি ॥ ৬৯ ॥

অথ শ্রীমদর্চ্চামাত্রস্য স্পর্শাধিকারিণাং স্পর্শমাহাত্ম্যমাহ স্পৃষ্ট্বেতি ॥ ৭০ ॥

নির্ম্মাল্যসৌরভ, যথা তন্ত্রে ॥

হরিনির্ম্মাল্যের সৌরভ নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলে, পাপ-রূপ পিঞ্জর বন্ধন তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায় ॥

অগস্ত্যসংহিতাতেও বলিয়াছেন ॥

হে তপোধন! গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা ভগবান্ হরি পূজিত হইলে,তাঁহার সেই নির্ম্মাল্যের আঘ্রাণই ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিশুদ্ধির কারণ হইয়া থাকে ॥

শ্রীমূর্ত্তির স্পর্শন, যথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

স্পর্শ করিবার অধিকার সত্ত্বেও যিনি শ্রদ্ধান্বিত ও পবিত্র হইয়া ভগবদ্বিগ্রহ স্পর্শ করেন, তিনি পাপবন্ধন হইতে

পাপবন্ধৈর্বিনির্মুক্তঃ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭০ ॥

অথ শ্রীমূর্ত্তে র্দর্শনং যথা বারাহে ॥

বৃন্দাবনে তু গোবিন্দং যে পশ্যন্তি বসুন্ধরে।
ন তে যমপুরং যান্তি, যান্তি পুণ্যকৃতাং গতিং ॥ ৭১ ॥

অথ আরাত্রিকদর্শনং যথা স্কান্দে ॥

কোটয়ো ব্রহ্মহত্যানামগম্যাগমকোটয়ঃ ॥

অথ সর্ব্বান্ প্রতি দর্শনমাহাত্ম্যঞ্চ সর্ব্বাসামর্চ্চানাং বদন্ ভক্ত্যাবেশবিশেষাদুপর্য্যুপরি স্ফূর্ত্ত্যা শ্রীমদর্চ্চাবিশেষায়মানস্য সাক্ষাদ্ভগবতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য দর্শনে মাহাত্ম্যবিশেষমাহ বৃন্দাবন ইতি যান্তি পুণ্যকৃতাং গতিমতি। স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ইতি ন্যায়েন সুবিচারবতাং সর্ব্বসংকর্ম্মণামেকান্তগতিং ভক্ত্যাখ্যপরমপুরুষার্থসিদ্ধিমাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥

পুনঃ শ্রীমদর্চ্চামাত্রারাত্রিকদর্শনফলমাহ কোটয়ঃ কোটী রিতি। মুখং কর্ত্তৃ ॥৭২

বিনির্ম্মুক্ত হইয়া সর্ব্ব প্রকার মনোরথ সিদ্ধি করিয়া থাকেন ॥ ৭০ ॥

শ্রীমূর্ত্তির দর্শন, যথা বরাহপুরাণে ॥

হে বসুন্ধরে! যাঁহারা বৃন্দাবনে গোবিন্দদেবকে সন্দর্শন করেন, তাঁহারা আর যমপুরীতে গমন করেন না কিন্তু পুণ্যাত্মাদিগের গতিই প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৭১ ॥

আরাত্রিক দর্শন, যথা স্কন্দপুরাণে ॥

বিষ্ণুর আরাত্রিক-সমন্বিত বদনকমল অবলোকনমাত্রেই কোটি কোটি ব্রহ্মহত্যা ও কোটি কোটি অগম্যাগমন জন্য

দহত্যালোকমাত্রেণ বিষ্ণোঃ সারাত্রিকং মুখং ॥ ৭২ ॥

উৎসবদর্শনং যথা ভবিষ্যোত্তরে ॥

রথস্থং যে নিরীক্ষন্তে কৌতুকেনাপি কেশবং।
দেবতানাং গণাঃ সর্ব্বে ভবন্তি শ্বপচাদয়ঃ ॥ ৭৩ ॥

আদিশব্দেন পূজাদর্শনং যথা চাগ্নেয়ে ॥

পূজিতং পূজ্যমানং বা যঃ পশ্যেদ্ভক্তিতো হরিং।
শ্রদ্ধয়া মোদমানস্তু সোঽপি যোগফলং লভেৎ ॥

অথ শ্রবণং ॥

শ্রবণং নাম চরিতগুণাদীনাং শ্রুতির্ভবেৎ ॥

রথস্থমিত্যুৎসবান্তরোপলক্ষণং সর্ব্বে শ্বপচাদয়োঽপি দেবানাং পার্ষদানাং॥ ৭৩॥
যোগোঽত্র পঞ্চরাত্রাদ্যুক্তঃ ক্রিয়াযোগঃ ॥ ৭৪ ॥

পাপ বিনষ্ট হয় ॥ ৭২ ॥

উৎসবদর্শন, যথা ভবিষ্যোত্তরে॥

যাঁহারা কৌতুক নিমিত্তই রথস্থ কেশবকে অবলোকন করেন, তাঁহারা চণ্ডালজাতি হইলেও বিষ্ণুপার্ষদগণের মধ্যে পরিগণিত হয়েন ॥ ৭৩ ॥

আদিশব্দে পূজাদর্শন, যথা অগ্নিপুরাণে ॥

যিনি ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে সানন্দচিত্তে পূজিত অথবা পূজ্যমান হরিমূর্ত্তি সন্দর্শন করেন, তিনি যোগের অর্থাৎ পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াযোগের ফল প্রাপ্ত হয়েন ॥

অথ শ্রবণ ॥

ভগবানের নাম,চরিত্র ও গুণাদির শ্রবণকে শ্রবণ বলে ॥

তত্র নাম শ্রবণং যথা গারুড়ে ॥

সংসারসর্পসংদষ্টনষ্টচেষ্টৈকভেষজং।
কৃষ্ণেতি বৈষ্ণবং মন্ত্রং শ্রুত্বা মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ৭৪ ॥

চরিতশ্রবণং যথা চতুর্থে ॥

তস্মিন্মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্র-
পীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি।
তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈ-
স্তান্ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড়্ভয়শোকমোহাঃ ॥

তস্মিন্নিতি। মহতাং সদসি মহদ্ভির্মুখরিতাঃ শব্দায়মানীকৃতাঃ তান্ প্রাপ্য স্বয়মেব স্বব্যঞ্জকশব্দং কুর্ব্বত্য ইব জাতা ইত্যর্থঃ। শেষঃ সারঃ ॥

তন্মধ্যে নাম শ্রবণ, যথা গরুড়পুরাণে ॥

সংসাররূপ সর্পদংশনে জ্ঞানশূন্য ব্যক্তির একমাত্র মহৌষধ "কৃষ্ণ" বলিয়া এই বৈষ্ণবমন্ত্র, ইহা শ্রবণ করিলে মানব বিমুক্ত হয় ॥ ৭৪ ॥

চরিতশ্রবণ যথা চতুর্থে ২৯ অ। ৩৭ শ্লোকে ॥

যে স্থানে মহাপুরুষদিগের বদনচন্দ্র হইতে বিগলিত শ্রীকৃষ্ণের চরিত রূপ অমৃত নদী, সর্ব্বতোভাবে প্রবাহিত হয়, হে রাজন্! সেই স্থানে অবস্থিতি পূর্ব্বক যে সকল ব্যক্তি [illegible]শূন্য চিত্তে কর্ণাঞ্জলি দ্বারা তাহা পান করেন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক ও মোহ প্রভৃতি তাহাদিগকে কখনই স্পর্শ করিতে পারে না ॥

গুণশ্রবণং যথা দ্বাদশে ॥

যস্তূত্তমশ্লোকগুণানুবাদঃ
প্রস্তূয়তেঽভীক্ষ্ণমমঙ্গলঘ্নঃ।
তমেবা নিত্যং শৃণুয়াদভীক্ষ্ণং
কৃষ্ণেঽমলাং ভক্তিমভীপ্সমানঃ ॥ ৭৫ ॥

অথ তৎকৃপেক্ষণং যথা শ্রীদশমে ॥

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকং।

উত্তমশ্লোকানাং ভগবদবতারাণাং ভাগবতানাঞ্চ গুণানুবাদো মহদ্ভিঃ সংগীয়তে। তমেব নিত্যং প্রত্যহং তত্রাপ্যভীক্ষ্ণং শৃণুয়াৎ। তত্র স্বতিশয়েনাগ্রহং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। শ্রবণস্য তস্য পরমফলমাহ কৃষ্ণ ইতি কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যাদি প্রসিদ্ধেঃ শ্রীগোপাল ইত্যর্থঃ ॥ ৭৫ ॥

তত্তেঽনুকম্পামিত্যত্রানুকম্পেক্ষণং নমস্কারশ্চেতি পৃথগেব সাধনদ্বয়ং বৈশিষ্ট্যায় ত্বেকত্র পঠিতং। তত উভয়মপি সমানফলমেব জ্ঞেয়মিতি ভাবঃ।

গুণশ্রবণ যথা দ্বাদশস্কন্ধে ৩ অ। ১২ শ্লোকে ॥

অমঙ্গল নাশক শ্রীকৃষ্ণের যে সকল গুণানুবাদ নিরন্তর সংকীর্ত্তিত হয়, শ্রীকৃষ্ণে অমল ভক্ত্যভিলাষী পুরুষ তাহাই বারম্বার শ্রবণ করিবেন ॥ ৭৫ ॥

তাঁহার কৃপার প্রতি ঈক্ষণ,
যথা দশমস্কন্ধে ১৪ অ। ৮ শ্লোকে ॥

হে ভগবন্! তোমার অনুকম্পা নিরীক্ষণ করিয়া অর্থাৎ কবে আপনার দয়া হইবে এই প্রতীক্ষায় বহু মন্যমান হইয়া

হৃদ্বাগ্বপুর্ভি র্বিদধন্ নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥

অথ স্মৃতিঃ।

যথা কথঞ্চিন্মনসা সম্বন্ধঃ স্মৃতিরুচ্যতে।

যথা বিষ্ণুপুরাণে॥

স্মৃতে সকলকল্যাণভাজনং যত্র জায়তে।
পুরুষস্তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিং॥ ৭৬॥

নবমপদার্থস্থ মুক্তেরপ্যাশ্রয়ে দশমপদার্থে ত্বয়ি স দায়ভাগ্ ভবতি। ত্বং তস্য দায়ত্বেন বর্ত্তসে ইত্যর্থঃ॥ ৭৬॥

অনাসক্ত চিত্তে আপনার অর্জিত কর্ম্মফল ভোগ ও কায়মনোবাক্যে আপনার প্রতি নমস্কার বিধান করত যে ব্যক্তি জীবিত থাকেন, তিনিই মুক্তিবিষয়ে দায়ভাগী হয়েন। ফলতঃ ভক্তব্যক্তির জীবন ব্যতিরেকে অন্য কিছুই দায় প্রাপ্তির ন্যায় মুক্তি বিষয়ে উপযোগী নহে॥

অথ স্মৃতি॥

যে কোন প্রকারে মনের সহিত সম্বন্ধ হওয়াকে স্মৃতি কহে॥

যথা বিষ্ণুপুরাণে॥

যাঁহার স্মরণে জীবগণ সমস্ত কল্যাণের ভাজন হয়, সেই জন্মরহিত নিত্য বিগ্রহ পুরুষ শ্রীহরির স্মরণাগত হই॥ ৭৬॥

যথা বা পাদ্মে ॥

প্রয়াণে চাপ্রয়াণে চ যন্নাম স্মরতাং নৃণাং।
সদ্যো নশ্যতি পাপৌঘো নমস্তস্মৈ চিদাত্মনে ॥

ধ্যানং যথা ॥

ধ্যানং রূপগুণক্রীড়াসেবাদেঃ সুষ্ঠু চিন্তনং ॥ ৭৭ ॥

তত্র রূপধ্যানং যথা নারসিংহে ॥

ভগবচ্চরণদ্বন্দ্বধ্যানং নির্দ্বন্দ্বমীরিতং।

প্রয়াণে মরণদশায়াং অপ্রয়াণে জীবনদশায়াং প্রয়াণকালে মনসা চলে নেতি শ্রীগীতাতঃ ॥ ৭৭ ॥

নির্দ্বন্দ্বং শীতোষ্ণাদিময়দুঃখপরম্পরাতীতং ঈরিতং শাস্ত্রে বিহিতং তচ্চ পাপিনোঽপি প্রসঙ্গেনাপি পরমুৎকৃষ্টং সুহিতং বিহিতং তত্রৈবেত্যর্থঃ ॥ ৭৮ ॥

যথা বা পদ্মপুরাণে ॥

মৃত্যুকালে অথবা জীবদ্দশায় যাঁহার নাম স্মরণ করিলে পাপরাশি সদ্যই বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥

অথ ধ্যান ॥

রূপ, গুণ, ক্রীড়া ও সেবাদির যে সুষ্ঠু চিন্তন তাহার নাম ধ্যান ॥ ৭৭ ॥

রূপধ্যান, যথা নারসিংহে ॥

ভগবানের চরণদ্বন্দ্ব ধ্যানই শীতোষ্ণাদিময় সুখ দুঃখ পরম্পারা রহিত বলিয়া কথিত হইয়াছে, যাঁহার প্রসঙ্গ মাত্রে

পাপিনোঽপি প্রসঙ্গেন বিহিতং সুহিতং পরং ॥

গুণধ্যানং যথা বিষ্ণুধর্ম্মে ॥

যে কুর্ব্বন্তি সদা ভক্ত্যা গুণানুস্মরণং হরেঃ।
প্রক্ষীণকলুষৌঘাস্তে প্রবিশন্তি হরেঃ পদং ॥

ক্রীড়াধ্যানং যথা পাদ্মে ॥

সর্ব্বমাধুর্য্যসারাণি সর্ব্বাদ্ভুতময়ানি চ।
ধ্যায়ন্ হরেশ্চরিত্রাণি ললিতানি বিমুচ্যতে ॥ ৭৮ ॥

সেবাধ্যানং যথা পুরাণান্তরে ॥

মানসেনোপচারেণ পরিচর্য্য হরিং মুদা।

মানসেনেত্যত্র ব্রহ্মবৈবর্ত্ত কথা চ। যথা প্রতিষ্ঠানপুরে কশ্চিদ্বিপ্র আসীৎ সচ দরিদ্রোঽপি কর্ম্মাধীনং আত্মানং মন্যমানঃ শান্ত এবাসীৎ। স তু

পাপাত্মাদিগেরও সুন্দর হিত হইয়া থাকে ॥

গুণধ্যান যথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

যাঁহারা নিরন্তর ভক্তিযোগ সহকারে ভগবান্ হরির গুণসকলের অনুস্মরণে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা পাপরাশিকে ক্ষয় করিয়া ভগবদ্ধামে প্রবেশ করেন ॥

ক্রীড়াধ্যান, যথা পদ্মপুরাণে ॥

সমস্ত মাধুর্য্যের সার এবং সর্ব্বাশ্চর্য্যময় ও মনোহর হরির চরিত্র যাঁহারা ধ্যান করেন, তাঁহারা সংসার হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়েন ॥ ৭৮ ॥

সেবাধ্যান যথা পুরাণান্তরে ॥

মনঃ কল্পিত উপচার দ্বারা আনন্দ চিত্তে হরির পরিচর্য্যা

পরে বাঙ্মনসাহগম্যং তং সাক্ষাৎ প্রতিপেদিরে ॥ ৭৯ ॥

সরলবুদ্ধিঃ কদাচিৎ বিপ্রেন্দ্রাণাং সদসি বৈষ্ণবান্ ধর্ম্মান্ শুশ্রাব। তে চ ধর্ম্মা মনসাপি সিদ্ধ্যন্তীতি শ্রুত্বা দরিদ্রঃ স্বয়ং তথৈবাচরিতুমারব্ধবান্। ততশ্চ গোদাবরীস্নানপূর্ব্বকং নিত্যকর্ম্ম সমাপ্য শান্তমতির্ভূত্বা বিবিক্তাসনঃ প্রাণায়ামাদিকর্ম্মপূর্ব্বকং স্থিরীভূয় মনসৈবাভিমতাং শ্রীহরিমূর্ত্তিং স্থাপয়িত্বা স্বয়ং দুকূলাদিকং পরিধায় তাং প্রণম্য দৃঢ়ং পরিকরং বদ্ধা তৎসদনং সম্মার্জ্য তাং প্রণম্য রাজতসৌবর্ণঘটৈঃ সর্ব্বেষাং গঙ্গাদিতীর্থানাং জলমাহৃত্য তথা নানা পরিচর্য্যাদ্রব্যাণি উপানীয় তদীয়ং স্নপনাদিকমারাত্রিকান্তং মহারাজোপচারং সম্পাদ্য চ দিনং দিনং সুখাতিশয়মাপ্নুবন্নাসীৎ। তদেবং বহুষু কালেষু গতেষু কদাচিৎ মনসৈব সঘৃতং পরমান্নং নির্ম্মায়, সৌবর্ণপাত্রেণ তদ্ভোজনার্থমুত্থাপ্য স্থিতস্তপ্ততয়া স্ফুরিতে তস্মিন্ প্রবিষ্টমঙ্গুষ্ঠযুগং দগ্ধং প্রতিযন্ হন্ত তদিদং দুষ্টং জাতমিতি দুঃখেন তদ্বিস্থা সমাধিভঙ্গেঽপি জাতে দগ্ধাঙ্গুষ্ঠতয়া বহিরপি পীড়িতো বভূব। তদবধায় বৈকুণ্ঠে সমুপবিষ্টেন বৈকুণ্ঠনাথেন হসতা শ্রীপ্রভৃতিভি স্তৎ কারণং স্পৃষ্টেন চ সতা স্বনিকটং বিমানেন আনয়ামাসে। তথাবিধতয়া স্বনিকটে দর্শয়ামাসে স্বনিকটে যোগ্যতয়া স্থাপয়ামাসে চেতি ॥ ৭৯ ॥

করিয়া কোন কোন ব্যক্তি বাক্য মনের অগম্য সেই হরির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন ॥

মানস পরিচর্য্যাসম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের কথা, যথা—প্রতিষ্ঠান-পুরে কোন এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, কিন্তু তিনি দরিদ্র হইয়াও আপনাকে কর্ম্মাধীন মানিয়া শান্তচিত্তে কাল যাপন করিতেন, ব্রাহ্মণ অতি সরল-চিত্ত, কোন সময় বিজ্ঞতম বিপ্রদিগের সভায় বৈষ্ণবধর্ম্ম সকল শ্রবণ করিতে ২

ঐ ধর্ম্ম সকল মনের দ্বারাও সিদ্ধ হয়, এই কথা শ্রবণ করিয়া স্বীয় দরিদ্রতা নিবন্ধন স্বয়ং মনে মনে ঐ ধর্ম্মের আচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কোন এক দিবস গোদাবরী-নদীতে স্নানপূর্ব্বক নিত্য কর্ম্ম সমাপন করিলেন, পরে নিশ্চল বুদ্ধিতে নির্জন প্রদেশে উপবেশনপূর্ব্বক প্রাণায়ামাদি-দ্বারা মনকে স্থির করিয়া তন্মধ্যে ভগবান্ হরির মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পট্টবস্ত্র পরিধান করিলেন, পরে প্রণামপূর্ব্বক দৃঢ়-রূপে কটি বন্ধন করত শ্রীমন্দির মার্জনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঐ মূর্ত্তিকে প্রণিপাতপুরঃসর স্বর্ণ রৌপ্য নির্ম্মিত কলস দ্বারা গঙ্গাদি পুণ্যতীর্থ সকল হইতে জল আনয়ন করিলেন, তদনন্তর বিবিধ পূজোপকরণ দ্রব্য আহরণ পূর্ব্বক মহারাজোপচারে তাঁহার স্নানাদি আরাত্রিকপর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া দিন দিন অতিশয় সুখানুভব করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহু কাল অতিবাহিত হইলে কোন এক দিবস মনে মনে সঘৃত পরমান্ন পাক করিয়া স্বর্ণপাত্রে সংস্থাপন করত ভগবানের ভোজনের জন্য দণ্ডায়মান হই-লেন, পরমান্নের উত্তপ্ততা নিবন্ধন তন্মধ্যে প্রবিষ্ট অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দগ্ধ জ্ঞান করিয়া, হায়! পরমান্ন দুষ্ট হইল, দুঃখিত চিত্তে এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল এবং অনুতাপ করিতে২ দৈবাৎ অঙ্গুষ্ঠের প্রতি দৃষ্টিপাত হওয়াতে দেখেন সত্যই অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দগ্ধ হইয়াছে,ব্রাহ্মণের এই ব্যাপার জ্ঞাত হইয়া বৈকুণ্ঠাধিষ্ঠিত বৈকুণ্ঠনাথ ঈষৎ হাস্য করিলেন,

অথ দাস্যং ॥

দাস্যং কর্ম্মার্পণং তস্য কৈঙ্কর্য্যমপি সর্ব্বথা ॥ ৮০ ॥

কর্ম্মার্পণমিত্যনূদ্য দাস্যমিতি বিধীয়তে। তদেতচ্চ অন্যমতং স্বমতন্তু কৈঙ্কর্য্যমিতি। তচ্চ কিং করোমীত্যভিমানঃ। যথোক্তমিতিহাসসমুচ্চয়ে। জন্মান্তরসহস্রেষু যস্য স্যান্মতিরীদৃশী। দাসোঽহং বাসুদেবস্য সর্ব্বান্ লোকান্ সমুদ্ধরেদিতি। তথৈব ব্যাখ্যাতং। তস্যৈব মে সৌহৃদসখ্য মৈত্রী, দাস্যং পুনর্জ্জন্মনি জন্মনি স্যাদিতি শ্রীদামবিপ্রস্য বাক্যে স্বামিভিরপি দাস্যমিতি সেবকত্বং ব্যাখ্যাতং। এতস্য চ কার্য্যভূতং পরিচর্য্যাদিকং জ্ঞেয়ং কেবল-পরিচর্য্যারূপত্বে ভেদো ন স্যাৎ ॥ ৮০ ॥

লক্ষ্মীপ্রভৃতি শক্তিগণ সমীপবর্ত্তিনী থাকিয়া হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! আপনি হাস্য করিলেন কেন? ভগবান্ কোন উত্তর না দিয়া, আপনার বিমান প্রেরণ পূর্ব্বক ঐ ব্রাহ্মণকে স্বীয় নিকটে আনয়ন করিলেন এবং প্রেয়সীগণকে দেখাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। অনন্তর ভগবান্ ঐ দরিদ্র ব্রাহ্মণকে বৈকুণ্ঠে স্থান দান পূর্ব্বক বাসের অধিকার প্রদান করিলেন ॥ ৭৯ ॥

অথ দাস্য ॥

কর্ম্ম সমর্পণ করাকে কেহ কেহ দাস্য বলেন, বস্তুতঃ সর্ব্বতোভাবে দাসত্বাভিমানের নামই দাস্য ॥ ৮০ ॥

তত্রাদ্যং যথা স্কান্দে॥

তস্মিন্ সমর্পিতং কর্ম্ম স্বাভাবিকমপীশ্বরে।
ভবেদ্ভাগবতং ধর্ম্মং তৎ কর্ম্ম কিমুতার্পিতং। ইতি॥
কর্ম্ম স্বাভাবিকং ভদ্রং জপধ্যানার্চ্চনাদি চ।
ইতীদং দ্বিবিধং কৃষ্ণে বৈষ্ণবৈ র্দাস্যমর্পিতং॥ ৮১॥
মৃদুশ্রদ্ধস্য কথিতা স্বল্পা কর্ম্মাধিকারিতা।

তত্রাদ্যং কর্ম্মার্পণমুদাহরতি তস্মিন্নিতি। তত্রৈব বিধেয়ং দাস্যমপি দ্বৈবিধ্যেনাহ কর্ম্ম স্বাভাবিকমিতি। স্বাভাবিকং তত্তদ্বর্ণাশ্রমাদ্যুপাধিস্বভাবপ্রাপ্তং তচ্চ ভদ্রমেব নত্বন্যং। তথা জপেতি ইতীদং দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈষ্ণবৈঃ কৃষ্ণেঽর্পিতং চেদ্দাস্যমুচ্যতে॥ ৮১॥

তন্মধ্যে কর্ম্মসমর্পণ দাস্য যথা স্কন্দপুরাণে॥

সেই পরমেশ্বর হরিতে যদি বর্ণাশ্রমাদি স্বভাব প্রাপ্ত কর্ম্ম সকলও সমর্পিত হয়, তাহা হইলে ঐ কর্ম্ম সকলকে ভাগবত ধর্ম্ম বলে, আর যদি ভগবানের কর্ম্ম ভগবানের প্রীত্যর্থ করা হয়, তবে সে যে ভাগবত ধর্ম্ম না হইবে ইহার কথা কি? ॥

বর্ণাশ্রমাদি স্বভাব প্রাপ্ত যে কর্ম্ম তাহা মঙ্গলজনক, অন্য কর্ম্ম নহে এবং জপ, ধ্যান ও অর্চ্চনাদি রূপ কর্ম্মও পরম কল্যাণ স্বরূপ, এজন্য বৈষ্ণবগণ এই দুই প্রকার দাস্য শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করেন॥ ৮১॥

যাহার অল্পমাত্রও শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তাহার কর্ম্মেতে

তদর্পিতং হরৌ দাস্যমিতি কৈশ্চিদুদীর্য্যতে॥ ৮২ ॥

দ্বিতীয়ং যথা নারদীয়ে ॥

ঈহা যস্য হরের্দ্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ৮৩।

অথ সখ্যং ॥

বিশ্বাসো মিত্রবৃত্তিশ্চ সখ্যং দ্বিবিধমীরিতং ॥ ৮৪ ॥

তত্র উত্তরস্যার্পণাভাবাদ্দাস্যত্বাভাবেহপি শুদ্ধভক্ত্যঙ্গত্বমস্তি পূর্ব্বস্য তু তদপি নাস্তীতি সুতরামেব ন তৎ স্বমতমিত্যাহ মৃদুশ্রদ্ধস্যেতি। তেন তস্যার্পিতমর্পণং দাস্যং তদেব পূর্ব্বত্র অর্পণ এব তাৎপর্য্যং শ্রবণং কীর্ত্তনমিত্যাদৌ তু ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণাবিত্যনেন দাস্যাদন্যদর্পণং প্রতীয়তে ॥৮২॥

অথ স্বমতং মহিম্না দর্শয়তি ঈহা যস্যেতি। দাস্যে নিমিত্তে ঈহা দাসো ভবানীতি স্পৃহেত্যর্থঃ ॥ ৮৩ ॥

বিশ্বাস ইতি। পূর্ব্ববদন্যমতং মিত্রবৃত্তিরিতি তু স্বমতং বন্ধুমাত্রং। যন্মিত্রং পরমানন্দমিতিবৎ তদ্বৃত্তিস্তত্তয়া অভিমানঃ ॥ ৮৪ ॥

অধিকারও অল্প, সেই কর্ম্ম হরিতে সমর্পিত হইলেই কেহ কেহ তাহাকে দাস্য বলিয়া থাকেন ॥ ৮২ ॥

দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ কৈঙ্কর্য্য, যথা নারদীয়ে॥

কায় মনো বাক্য দ্বারা হরির দাস্যের প্রতি যাহার স্পৃহা, তিনি সকল অবস্থাতেই জীবন্মুক্ত॥ ৮৩ ॥

অথ সখ্য ॥

বিশ্বাস ও মিত্রবৃত্তি এই দুইকে সখ্য বলা যায় ॥৮৪॥

তত্রাদ্যং যথা মহাভারতে॥

প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দ ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।
ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য প্রাণান্ সংধারয়াম্যহং॥ ৮৫॥

একাদশে চ॥

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ-
স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভি র্বিমৃগ্যাৎ।

প্রতিজ্ঞেতি শ্রীদ্রৌপদীবাক্যং। তস্যাদস্যা যদ্যপি প্রেমবিশেষময়পরি-করান্তর্গতত্বেন দুর্শয়িষ্যমাণায়া বাক্যমিদং প্রেম বিশেষ কার্য্যমেব নতু সাধনং অথাপি পরমপ্রেমাতিশয়ানাং সাধনমপি স্যাদিত্যেবমুদাহৃতং। এবমুত্তরত্র চ শ্রীভাগবতোত্তমবর্ণনময়প্রকরণাদুদ্ধৃতে পদ্যে জ্ঞেয়ং প্রণয়-রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্ম ইতি তদুপসংহারাৎ॥ ৮৫॥

ত্রিভুবনবিভবায় কিমুত তদ্ধেতব ইত্যর্থঃ। সর্ব্বোঽপি দ্বন্দ্বো বিভাষয়ৈক-বদ্ভবতীতি ন্যায়েন একবচনং॥ ৮৬॥

তন্মধ্যে বিশ্বাস যথা মহাভারতে॥

দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, হে গোবিন্দ! তোমার প্রতিজ্ঞা এই যে আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হইবে না। ইহাই স্মরণ করিয়া স্মরণ করিয়া আমি প্রাণ ধারণ করিতেছি॥ ৮৫॥

একাদশ স্কন্ধে ২ অ। ৫১ শ্লোকে॥

ঋষভনন্দন হবি, নিমিরাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মহারাজ! ত্রৈলোক্য রাজ্য উপস্থিত হইলেও ইন্দ্রাদি দেবগণের অন্বেষণীয় ভগবচ্চরণারবিন্দ হইতে লব নিমিষার্দ্ধ

ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দা-
ল্লব নিমিষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ। ইতি ॥ ৮৬ ॥
শ্রদ্ধামাত্রস্য তদ্ভক্তাবধিকারিত্বহেতুতা।
অঙ্গত্বমস্য বিশ্বাসবিশেষস্য তু কেশবে ॥
দ্বিতীয়ং যথা অগস্ত্যসংহিতায়াং ॥
পরিচর্য্যাপরাঃ কেচিৎ প্রাসাদেষু চ শেরতে।
মনুষ্যমিব তং দ্রষ্টুং ব্যবহর্ত্তুঞ্চ বন্ধুবৎ ॥ ৮৭ ॥
রাগানুগাঙ্গতাস্য স্যাদ্বিধিমার্গানপেক্ষণাৎ।

শ্রদ্ধামাত্রস্য ইতি যদ্যপি শ্রদ্ধাবিশ্বাসয়োরেকপর্য্যায়ত্বমেব তথাপি তৎ-পূর্ব্বোত্তরাবস্থয়া তত্তচ্ছব্দপ্রয়োগপ্রাচুর্য্যমিতি পৃথক্‌শব্দপ্রয়োগঃ ফল-সামান্যাবশ্যকসর্ব্বোত্তমসাধনত্বেন প্রতীতিরত্র মাত্রপদার্থঃ। ফলবিশেষস্য তাদৃশসাধনত্বেন স্বতঃ সর্ব্বোত্তমফলরূপত্বেন বা প্রতীতিঃ বিশেষপদার্থঃ। তত্র প্রস্তুতত্বাৎ দ্বয়ং ক্রমেণ উদাহৃতমিতি ভাবঃ ॥ ৮৭ ॥

তদেব যদ্যপি পূর্ব্বমুদাহরণং বক্ষ্যমাণরাগানুগাঙ্গত্বমেব প্রবিশতি

কালের নিমিত্তও বিচলিত হয়েন না, ভগচ্চরণারবিন্দকেই সার বলিয়া দৃঢ়-নিশ্চয় করিয়াছেন, তিনিই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ॥৮৬

ভগবদ্ভক্তিতে শ্রদ্ধামাত্রের অধিকারিত্ব আছে, ঐ শ্রদ্ধাকে কেশব সম্বন্ধীয় বিশ্বাস বিশেষের অঙ্গত্ব বলা যায় ॥

দ্বিতীয় বিষয় অগস্ত্যসংহিতায় যথা ॥

ভগবান্‌কে মনুষ্যের ন্যায় দর্শন করিবার নিমিত্ত এবং তাঁহার সহিত বন্ধুবৎ ব্যবহার করিবার জন্য কোন কোন মহাত্মা তাঁহার শ্রীমন্দিরে শয়ন করিয়া থাকেন ॥ ৮৭ ॥

বিধিমার্গের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিলে এই সখ্যের

মার্গদ্বয়েন চৈতেন সাধ্যা সখ্যরতি র্মতা ॥ ৮৮ ॥

অথাত্মনিবেদনং যথৈকাদশে।

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ। ইতি ॥ ৮৯ ॥

তথাপ্যেতদনুসারেণ বৈধ্যস্যোদাহরণমপি দ্রষ্টব্যমিত্যভিপ্রায়েণ আহ রাগানুগাঙ্গতেতি। সখ্যরতি র্বন্ধুভাবরতিরিত্যর্থঃ ॥ ৮৮ ॥

মর্ত্ত্য ইতি। যতো নিবেদিতাত্মা অতস্ত্যক্তং সমস্তমৈহিকামুষ্মিকং কর্ম্ম আত্মাত্মীয়পোষণাদিরূপং যেন সঃ। তর্হি মে ময়া বিশিষ্টঃ কর্ত্তুমিষ্টো ভবতি অনৃতত্বমতি মৃত্যুপরম্পরামতিক্রামন্নিত্যর্থঃ। কয়া সহ? মৎসাম্যেন আত্মভূয়ায় কল্পতে স্বরূপাবস্থিতিং মৎসার্ষ্টিলক্ষণাং মুক্তিং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৮৯ ॥

রাগানুগাঙ্গতা সিদ্ধ হয়, ফলতঃ পূর্ব্বোক্ত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এই দুই প্রকারে সখ্য রতি সাধ্য হইয়া থাকে ॥ ৮৮ ॥

আত্মনিবেদন যথা একাদশে ২৯ অ। ৩২ শ্লোকে।

আমাতে যিনি দেহাদি সমর্পণ করিয়াছেন এবং যিনি ঐহিক পারত্রিক সমুদায় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, এরূপ মরণ ধর্ম্মাক্রান্ত মনুষ্য যখন আমা কর্ত্তৃক বিশেষিত হয় অর্থাৎ আমি যখন তাহাকে উত্তম করিতে ইচ্ছা করি, তখন তিনি মৃত্যু পরম্পরা অতিক্রম করিয়া আমার সার্ষ্টিলক্ষণা মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৮৯ ॥

অর্থো দ্বিধাত্মশব্দস্য পণ্ডিতৈরুপপাদ্যতে।
দেহহন্তাস্পদং কৈশ্চিদ্দেহঃ কৈশ্চিন্মমত্বভাক্॥ ৯০॥
তত্র দেহী যথা যামুনাচার্য্যস্তোত্রে।
বপুরাদিষু যোঽপি কোঽপি বা
গুণতোঽসানি যথা তথাবিধঃ।
তদয়ং তব পাদপদ্ময়ো-
রহমদ্যৈব ময়া সমর্পিতঃ॥

দেহো যথা ভক্তিবিবেকে।

চিন্তাং কুর্য্যান্নরক্ষায়ৈ বিক্রীতস্য যথা পশোঃ।

দেহঃ কৈশ্চিৎ ইত্যনুকর্ষ এব॥ ৯০॥

যোঽপি কোঽপীতি বাদিভেদাৎ স্বরূপঃ। অথবা গুণতো যথা তথা-বিধো দেবমনুষ্যাদিরূপঃ। অসানি। ভবানি কামচারে লোট্। তদয়মিতি

আত্মশব্দের অর্থ দুই প্রকার, কোন কোন পণ্ডিত অহংতত্ত্বাস্পদীভূত (অহঙ্কারাস্পদ—আমি আমার ইত্যাদি) দেহীকে আত্মা বলেন, কেহ কেহ বা মমত্বাভিমানী দেহকে আত্মা বলিয়া উল্লেখ করেন॥ ৯০॥

তন্মধ্যে দেহি সমর্পণ, যথা যামুনাচার্য্যস্তোত্রে॥

হে ভগবান্! আমি শরীরাদিতে যে কেহ হই অথবা গুণনিবন্ধন দেব মনুষ্যাদিই হই, সেই আমি অদ্যই আমাকে আপনার চরণযুগলে সমর্পণ করিলাম॥

দেহসমর্পণ যথা হরিভক্তিবিবেকে॥

বিক্রীত পশুর রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্ত যেমন চিন্তা করা যায় না, তদ্রূপ হরিতে দেহ সমর্পণ করিয়া তাহার রক্ষণা-

তথার্পয়ন্ হরৌ দেহং বিরমেদস্য রক্ষণাৎ ॥ ৯১ ॥

দুষ্করত্বেন বিরলে দ্বে সখ্যাত্মনিবেদনে।
কেষাঞ্চিদেব ধীরাণাং লভেতে সাধনার্হতাং ॥ ৯২ ॥

সচাসৌ বয়শ্চেতি বিগ্রহাৎ সোঽয়মিত্যর্থঃ ॥ ৯১ ॥

দুষ্করত্বেনেত্যত্র আত্মনিবেদনস্য কেবলস্য দুষ্করত্বেন বৈরল্যং ন তু মহিমাধিক্যেন ভাবশূন্যত্বাৎ সখ্যস্য তু দুষ্করত্বেন মহিমাধিক্যেন চ বৈরল্যং ভাবোত্তমরূপত্বাৎ। যদিচ ভাবমিশ্রমাত্মনিবেদনং ভবতি তদা তু সুতরাং মহিমাধিক্যেনাপি বিরলং স্যাৎ। তত্র কেবলমাত্মনিবেদনং দানসময়ে শ্রীবলিরাজে দৃশ্যতে। শরণাপত্তিঃ খলু রক্ষিতৃত্বেন বরণং তদিদন্তু আত্মনস্তদীয়তাসম্পাদনমিতি ভেদঃ। ভাববিমিশ্রেষু দাস্যেনাত্মনিবেদনং শ্রীমদম্বরীষে তদুক্তং। স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োরিত্যারভ্য কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়েত্যন্তেন। তদেবোক্তং শ্রীভাগবতৈকাদশে দাস্যেনাত্মনিবেদনমিতি। তথা প্রেয়সীভাবেন শ্রীরুক্মিণীদেব্যা। যথোক্তং তত্রৈব। তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিরঙ্গজায়ামাত্মার্পিতশ্চ ভবতোঽত্র বিভো বিধেহীতি। এবং সখ্যাদীনামপীতি জ্ঞেয়ং ॥ ৯২ ॥

বেক্ষণ হইতে উপরত হইবে ॥ ৯১ ॥

সখ্য ও আত্মনিবেদন এই দুইটী অতিশয় দুষ্কর বলিয়া অতি বিরল, কিন্তু কোন কোন ধীর পুরুষদিগের নিকট ঐ দুইটী সাধনযোগ্যতা প্রাপ্ত হয় ॥

তাৎপর্য্য। এই দুইটী ভক্ত্যঙ্গকে বিরল বলিবার কারণ এই যে, কেবল আত্মনিবেদনের দুষ্করত্ব প্রযুক্ত বিরল, উহার কোন বিশেষ মহিমা নাই, যে হেতু উহা ভাবশূন্য নহে। আত্মনিবেদন যদি ভাবমিশ্র হয় তাহা হইলে তাহা মহিমাধিক্যেতেই বিরল হইবে ॥ ৯২ ॥

অথ নিজপ্রিয়োপহরণং যথৈকাদশে।

যদযদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥

অথ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতং যথা পঞ্চরাত্রে।

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥ ইতি ॥৯৩॥

অথ শরণাপত্তি র্যথা হরিভক্তিবিলাসে॥

তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।

যদ্যদিতি চকারাম্মম প্রিয়ঞ্চ॥ ৯৩॥

নিজ প্রিয়োপহরণ যথা একাদশে ১১ অ। ৪০ শ্লোকে॥

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন হে বন্ধো! যে যে দ্রব্য লোক-সমাজে অত্যুৎকৃষ্ট এবং যে সকল দ্রব্য আপনার এবং আমার প্রিয় হয়, সেই সেই দ্রব্য আমাকে নিবেদন করিলে, তাহা অনন্ত কাল ফলপ্রদ হইবে॥

ভগবানের নিমিত্ত সমুদায় চেষ্টা, যথা নারদপঞ্চরাত্রে॥

হে মুনে! মানবকুল লৌকিক ও বৈদিক যে সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, ভক্ত্যাভিলাষি ব্যক্তিরা সেই সমস্ত ক্রিয়া, যাহাতে হরিসেবায় অনুকূলা হয়, সেইরূপ করি-বেন॥ ৯৩॥

শরণাপত্তি যথা হরিভক্তিবিলাসে॥

"হে ভগবন! আমি আপনার হইলাম," যে ব্যক্তি বাক্য

তৎ স্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ॥

নারসিংহে চ।

ত্বাং প্রপন্নোঽস্মি শরণং দেবদেবং জনার্দ্দনং।
ইতি যঃ শরণং প্রাপ্তস্তং ক্লেশাদুদ্ধরাম্যহং॥ ৯৪॥

অথ তুলস্যাঃ সেবনং যথা স্কান্দে।

যা দৃষ্টা নিখিলাঘসংঘশমনী স্পৃষ্টা বপুঃপাবনী
রোগাণামভিবন্দিতা নিরসনী সিক্তাঽন্তকত্রাসিনী।

শরণং প্রপন্নোঽস্মি রক্ষিতৃত্বেন বৃতবানস্মি শরণং তদাশ্রয়ং প্রাপ্তঃ শরণ-শব্দেন হি তদ্দ্বয়মপ্যুচ্যত ইতি॥ ৯৪॥

যা দৃষ্টেতি। বপুঃপাবনী কুজন্মত্বাদিশোধনী রোগাণাং ক্লেশমাত্রাণাং

দ্বারা এইরূপ বলেন এবং মনোমধ্যে তদ্রূপ অভিমান করেন ও শরীরদ্বারা আপনার স্থান আশ্রয় করেন, সেই শরণাগত ব্যক্তিই আনন্দানুভব করিতে পারেন॥

নৃসিংহপুরাণেতেও যথা॥

নৃসিংহদেব বলিয়াছেন "তুমি দেবদেব তুমি জনার্দ্দন, তোমার শরণ প্রাপ্ত হইলাম" এই কথা বলিয়া যে ব্যক্তি আমার শরণাগত হয়, আমি তাহাকে ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি॥ ৯৪॥

তুলসীসেবন যথা স্কন্দপুরাণে॥

দর্শন করিলে যিনি নিখিল পাপরাশি বিনষ্ট করেন, স্পর্শ করিলে যিনি দেহ পবিত্র করেন, প্রণাম করিলে যিনি রোগ প্রভৃতি ক্লেশ হইতে বিমুক্ত করেন, জলসেচন করিলে যিনি অন্তক-(যম)-ভয় নিবারণ করেন,রোপণ করিলে যিনি

প্রত্যাসত্তিবিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতা
ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তিফলদা, তস্যৈ তুলস্যৈ নমঃ ॥

তথাচ তত্রৈব।

দৃষ্টা স্পৃষ্টা তথা ধ্যাতা কীর্ত্তিতা নমিতা শ্রুতা।
রোপিতা সেবিতা নিত্যং পূজিতা তুলসী শুভা ॥
নবধা তুলসীং দেবীং যে ভজন্তি দিনে দিনে।
যুগকোটিসহস্রাণি তে বসন্তি হরে গৃহে ॥ ৯৫ ॥

অথ শাস্ত্রস্য।

শাস্ত্রমত্র সমাখ্যাতং তদ্ভক্তিপ্রতিপাদকং।

প্রত্যাসত্তির্মানস আসঙ্গঃ বিমুক্তির্বিশিষ্টা মুক্তিঃ সপ্রেমভক্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৯৫ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে আসক্তি বিধান করেন ও ভগবচ্চরণে অর্পণ করিলে যিনি বিশিষ্ট মুক্তি (প্রেমভক্তি) প্রদান করেন, সেই তুলসী দেবীকে প্রণাম করি ॥

ঐ স্কন্দপুরাণে আরও বলিয়াছেন ॥

দৃষ্ট, স্পৃষ্ট, ধ্যাত, কীর্ত্তিত, প্রণমিত, শ্রুত, রোপিত, সেবিত এবং নিত্য পূজিত হইলে, তুলসী শুভদায়িনী হয়েন ॥

যে ব্যক্তি প্রতিদিন উক্ত নয় প্রকারে তুলসীদেবীর সেবা করেন, তিনি কোটিসহস্র যুগ হরিগৃহে বাস করেন ॥ ৯৫ ॥

অথ শাস্ত্র ॥

যাহা ভগবদ্ভক্তির প্রতিপাদক হয়, ভক্তি বিষয়ে তাহাকেই শাস্ত্র বলে ॥

যথা স্কান্দে।

বৈষ্ণবানি তু শাস্ত্রাণি যে শৃণ্বন্তি পঠন্তি চ।
ধন্যাস্তে মানবা লোকে তেষাং কৃষ্ণঃ প্রসীদতি॥
বৈষ্ণবানি তু শাস্ত্রাণি যেঽর্চ্চয়ন্তি গৃহে নরাঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তা ভবন্তি সুরবন্দিতাঃ॥
তিষ্ঠতে বৈষ্ণবং শাস্ত্রং লিখিতং যস্য মন্দিরে।
তত্র নারায়ণো দেবঃ স্বয়ং বসতি নারদ॥

দ্বাদশে চ।

সর্ব্ব বেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।

যথা স্কন্দপুরাণে।

যাঁহারা প্রতিনিয়ত বৈষ্ণব শাস্ত্র শ্রবণ অথবা পাঠ করেন, সংসারমধ্যে তাঁহারাই ধন্য এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সম্বন্ধেই প্রসন্ন হয়েন॥

অপর, যে সকল মানব প্রতিদিন গৃহে বৈষ্ণবশাস্ত্রের পূজা করেন, তাঁহারা সমুদায় পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া দেবগণেরও বন্দনীয় হয়েন॥

অধিক কি বৈষ্ণব শাস্ত্র লিখিত হইয়া যাঁহার গৃহে অবস্থিতি করেন, হে নারদ! ভগবান্ নারায়ণ দেব সেই গৃহে (শাস্ত্ররূপে) স্বয়ং বাস করিয়া থাকেন॥

দ্বাদশ স্কন্ধে ১২ অ। ১২ শ্লোকে ও

শ্রীমদ্ভাগবত সমস্ত বেদান্তের সার, ইহাঁর রসামৃতে যাঁহারা পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, কখনই তাঁহাদের অন্যত্র রতি

তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥

অথ শ্রীমথুরায়া যথা আদিবারাহে।

মথুরাঞ্চ পরিত্যজ্য যোঽন্যত্র কুরুতে রতিং।
মূঢ়ো ভ্রমতি সংসারে মোহিতো মম মায়য়া॥

ব্রহ্মাণ্ডে চ।

ত্রৈলোক্যবর্ত্তিতীর্থানাং সেবনাদ্দুর্ল্লভা হি যা।
পরানন্দময়ী সিদ্ধি র্মথুরাস্পর্শমাত্রতঃ॥ ৯৬॥
শ্রুতা স্মৃতা কীর্ত্তিতা চ বাঞ্ছিতা প্রেক্ষিতা গতা।

পরানন্দময়ী প্রেমলক্ষণা॥ ৯৬॥

প্রেক্ষিতা দূরাদ্দৃষ্টা গতা তৎসমীপং প্রাপ্তা শ্রিতা নিজাশ্রয়ত্বেন বৃতা সেবিতা তত্তৎস্থানসংস্কারাদিনা পরিচরিতা অভীষ্টদেত্র্যুত্তরোত্তরবৈশিষ্ট্যেন জ্ঞেয়ং॥ ৯৭॥

হয়না॥

শ্রীমথুরাসেবন যথা আদিবারাহে॥

বরাহদেব কহিলেন হে ধরণি! যে ব্যক্তি মথুরাপুরি-ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাসে অনুরক্ত হয়, সেই মূঢ় আমার মায়ায় বিমোহিত হইয়া কেবল সংসারমধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও বলিয়াছেন॥

ত্রৈলোক্য মধ্যবর্ত্তি সমুদায় তীর্থ সেবনেও যে পরম-আনন্দময়ী অর্থাৎ প্রেমলক্ষণা সিদ্ধি দুর্ল্লভা, মথুরাস্পর্শমাত্র তাহা লাভ হইয়া থাকে॥ ৯৬॥

শ্রুত, স্মৃত, কীর্ত্তিত, বাঞ্ছিত, দৃষ্ট, প্রাপ্ত, স্পৃষ্ট, আশ্রিত

স্পৃষ্টা শ্রিতা সেবিতা চ মথুরাভীষ্টদা নৃণাং ॥
ইতি খ্যাতং পুরাণেষু ন বিস্তারভিয়োচ্যতে।
অথ বৈষ্ণবানাং যথা পাদ্মে ॥
আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনং ॥ ৯৭ ॥
তৃতীয়ে চ ॥
যৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ।

একরূপতয়া তু যঃ, কালব্যাপী স কূটস্থ ইত্যমরঃ। মধুদ্বিষঃ পাদয়োরতিরাসো রতেরুল্লাসো ভবেৎ। তীব্রো নিতান্তঃ ॥ ৯৮ ॥

ও সেবিত হইলে, মথুরা মনুষ্যমাত্রেরই সমস্ত অভীষ্ট প্রদান করেন ॥

এইরূপ পুরাণাদিতে মথুরার মাহাত্ম্য বিশেষরূপে বর্ণিত আছে, কিন্তু গ্রন্থের বাহুল্যভয়ে আমি আর সে সকল কীর্ত্তন করিলাম না ॥

অথ বৈষ্ণবদিগের সেবা, যথা পদ্মপুরাণে ॥

মহাদেব কহিলেন, হে পার্ব্বতি! যত যত আরাধনা আছে তন্মধ্যে ভগবদারাধনাই শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা আবার তাঁহার ভক্তের আরাধনা শ্রেষ্ঠতর ॥ ৯৭ ॥

তৃতীয়স্কন্ধে ৭ অ। ১৯ শ্লোকেও যথা ॥

যে সকল ভক্তগণের সেবা করিলে নির্ব্বিকার ভগবানের

রতিরাসো ভবেত্তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দ্দনঃ ॥

স্কান্দে।

শঙ্খচক্রাঙ্কিততনুঃ শিরসা মঞ্জরীধরঃ।
গোপীচন্দনলিপ্তাঙ্গো দৃষ্টশ্চেত্তদঘং কুতঃ ॥

প্রথমে ॥

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দ্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ ॥

আদিপুরাণে ॥

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।

চরণারবিন্দে সমস্ত দুঃখ বিনাশক প্রগাঢ় রতির উল্লাস হইয়া থাকে ॥

স্কন্দপুরাণেও যথা ॥

যাঁহার শরীর শঙ্খ চক্রাদি-চিহ্নে চিহ্নিত,মস্তকে তুলসী-মঞ্জরী ধারণ এবং যাঁহার অঙ্গ গোপীচন্দনে লিপ্ত, সেই মহাজন নয়নগোচর হইলে আর পাপের আশঙ্কা কোথায় ? ॥

প্রথমস্কন্ধে ১৯ অ। ৩০ শ্লোকে কহিয়াছেন ॥

যাঁহাদিগের স্মরণমাত্রে পুরুষদিগের গৃহ সকল সদ্যই পবিত্রতা লাভ করে, তাঁহাদিগের দর্শন, স্পর্শন, পাদ প্রক্ষালন ও আসন দানাদিতে যে পবিত্র হইবে না তাহার সন্দেহ কি ? ॥

আদি পুরাণেতেও যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে পার্থ ! যাঁহারা আমার

মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা মম ভক্তাস্তু তে নরাঃ॥ ইতি ॥
যাবন্তি ভগবদ্ভক্তেরঙ্গানি কথিতানি হ।
প্রায়স্তাবন্তি তদ্ভক্তভক্তেরপি বুধা বিদুঃ॥

অথ যথাবৈভবমহোৎসবো যথা পাদ্মে॥

যঃ করোতি মহীপাল হরের্গেহে মহোৎসবং।
তস্যাপি ভবতে নিত্যং হরিলোকে মহোৎসবঃ॥ ৯৮॥

অথ ঊর্জ্জাদরো যথা পাদ্মে॥

যথা দামোদরো ভক্তবৎসলো বিদিতো জনৈঃ।
তস্যায়ং তাদৃশো মাসঃ স্বল্পমপ্যুরুকারকঃ॥ ৯৯॥

যথা দামোদরো জনৈর্ভক্তবৎসলো বিদিতস্তদ্রূপশ্চ সন্ স্বল্পমপ্যুরুকারকঃ। ঋণনির্যাতক ইব স্বল্পমপি উরু কৃত্বা দদাতীত্যর্থঃ। তস্য দামোদরস্যায়ং মাসঃ কার্ত্তিকাখ্যোঽপি তাদৃশঃ সন্ স্বল্পমপ্যুরুকারক ইতি পূর্ব্ববং। "অকেনোর্ভবিষ্যদাধমর্ণ্যয়োঃ" ইতি ষষ্ঠীনিষেধাৎ॥ ৯৯॥

ভক্ত তাঁহারা আমার ভক্ত নহে, কিন্তু যাঁহারা আমার ভক্তের ভক্ত তাঁহারাই আমার যথার্থ ভক্ত॥

এই গ্রন্থে যে সকল ভগবদ্ভক্তির অঙ্গ উল্লেখ করা হইয়াছে তন্মধ্যে অধিকাংশই প্রায় ভক্তগণের ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন॥

বিভবানুসারে মহোৎসব, যথা পদ্মপুরাণে॥

হে মহীপাল! যিনি ভগবদালয়ে মহোৎসব করেন, হরিলোকে তাঁহার নিত্যই মহোৎসব হইয়া থাকে॥ ৯৮॥

ঊর্জ্জাদর অর্থাৎ কার্ত্তিকব্রত, যথা পদ্মপুরাণে॥

ভগবান্ দামোদর লোকসমাজে যেরূপ ভক্তবৎসল বলিয়া বিদিত, সেইরূপ তাঁহার এই কার্ত্তিক মাসও অল্পকে

তত্রাপি মথুরায়াং বিশেষো যথা তত্রৈব ॥
ভুক্তিং মুক্তিং হরির্দ্দদ্যাদর্চ্চিতোঽন্যত্রসেবিনাং।
ভক্তিস্তু ন দদাত্যেব যতো বশ্যকরী হরেঃ ॥
সাত্বঞ্জসা হরের্ভক্তির্লভ্যতে কার্ত্তিকে নরৈঃ।
মথুরায়াং সকৃদপি শ্রীদামোদরসেবনাৎ ॥

অথ শ্রীজন্মদিনযাত্রা—

যথা ভবিষ্যোত্তরে।

যস্মিন্ দিনে প্রসূতেয়ং দেবকী ত্বাং জনার্দ্দন।

যতো বশ্যকরীতি। বশ্যকরীত্বমত্র সুখদানেনৈব জ্ঞেয়ং নতু দুঃখদানেন। অতো ন তদত্র প্রযোজকং কিন্তু তেন লক্ষিতং পরমোৎকৃষ্টত্বমেব। তথাবিধা চ সা ন অযোগ্যে সহসা দাতুং যোগ্যেতি। যাবদযোগ্যতা তাবদ্ভগবতা ন দীয়ত এব যোগ্যতা চ সর্ব্বান্যস্বহিতনিরপেক্ষত্বমেব। তস্মাদযোগ্যতায়ামেব সত্যাং

বহু করিয়া স্বীকার করেন ॥ ৯৯ ॥

মথুরাতে ঐ কার্ত্তিকব্রতের বিশেষ মাহাত্ম্য।

যথা পদ্মপুরাণে ॥

অন্যত্র অর্চ্চিত হইলে ভগবান্ হরি সেবকদিগকে ভুক্তি ও মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন, আত্মবশ্যকরী ভক্তি প্রদান করেন না, কিন্তু কার্ত্তিকমাসে মথুরাতে একবারমাত্র শ্রীদামোদরের সেবা করিলে, তাদৃশী সুদুর্ল্লভা হরিভক্তিও লাভ করিতে পারে ॥

অথ জন্মদিনযাত্রা ভবিষ্যোত্তরে ॥

হে জনার্দ্দন! যে দিবস দেবকীদেবী আপনাকে প্রসব

তদ্দিনং ব্রূহি বৈকুণ্ঠ কুর্ম্মস্তে তত্র চোৎসবং।
তেন সম্যক্ প্রপন্নানাং প্রসাদং কুরু কেশব ॥ ১০০ ॥
অথ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে প্রীতির্যথা আদিপুরাণে ॥
মম নাম সদা গ্রাহী মম সেবাপ্রিয়ঃ সদা।
ভক্তিস্তস্মৈ প্রদাতব্যা নতু মুক্তিঃ কদাচন ॥ ১০১ ॥
অথ শ্রীভাগবতার্থাস্বাদো যথা প্রথমে ॥
নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং

জ্ঞাতব্যেঽপি যদি মথুরাকার্ত্তিকয়োঃ সঙ্গমে পূজনং ঘটতে তদা যোগ্যতা-বিরহিতেনাপি বস্তুপ্রভাবাৎ সহসৈব প্রাপ্যত এবেতি ভাবঃ ॥ ১০০ ॥

সেবাপ্রিয়ঃ সেবৈকপুরুষার্থঃ সন্। মুক্তিরত্র ভক্তিশূন্যা জ্ঞেয়া ॥ ১০১ ॥

হে ভাবুকাঃ পরমমঙ্গলায়না যে রসিকা ভগবদ্ভক্তিরসজ্ঞা ইত্যর্থঃ। তে যূয়ং বৈকুণ্ঠাৎ ক্রমেণ ভুবি পৃথিব্যামেব গলিতমবতীর্ণং নিগমকল্পতরোঃ সর্ব্ব-

---

করিয়াছেন, সেই দিন আমাদের প্রতি উল্লেখ করুন, আমরা সেই দিনে মহোৎসব করিব। হে বৈকুণ্ঠ! হে কেশব! আমরা সর্ব্বতোভাবে আপনার শরণাগত, অতএব সেই উৎ-সবে পরিতুষ্ট হইয়া আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন্ ॥ ১০০ ॥

শ্রীমূর্ত্তির চরণসেবনে প্রীতি, যথা আদিপুরাণে ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা আমার নামগ্রহণ করেন এবং আমার সেবাতেই যাঁহার প্রীতি অনুভব হয়, আমি তাঁহাকে ভক্তি ভিন্ন কখনই মুক্তি প্রদান করিব না ॥ ১০১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থাস্বাদ, যথা প্রথমে ১ অ। ৩ শ্লোকে ॥

এই ভাগবত শাস্ত্র বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ফল, শুকমুখ-

ফলোৎপত্তিভুবঃ শাখোপশাখাভির্বৈকুণ্ঠমপ্যধ্যারূঢ়স্য বেদরূপতরো র্যৎ খলু রসরূপং শ্রীভাগবতাখ্যং ফলং তদ্ভুব্যপি স্থিতাঃ পিবত আস্বাদ্য অন্তর্গতঃ কুরুত ॥

অহো ইত্যলভ্যলাভব্যঞ্জনা ভাগবতাখ্যং যচ্ছাস্ত্রং তৎ খলু রসবদপি রসৈকময়তাবিবক্ষয়া রসশব্দেন নির্দ্দিষ্টং ভাগবতশব্দেনৈব তস্ত রসস্ত অন্যদীয়ত্বঞ্চ ব্যাবৃত্তং। ভাগবতস্য তদীয়ত্বেন রসস্যাপি তদীয়ত্বাক্ষেপাৎ শব্দশ্লেষেণ ভগবৎসম্বন্ধিরসমিতি গম্যতে। সচ রসো ভগবদ্ভক্তিময় এব যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়ামিত্যাদি ফলশ্রুতেঃ। যন্ময়ত্বেনৈব শ্রীভগবতি রসশব্দঃ শ্রুতৌ প্রযুজ্যতে। রসো বৈ স ইতি সএব চ প্রশস্যতে রসং হেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতীতি। অত্র রসিকা ইত্যনেন প্রাচীনার্ব্বাচীনসংস্কারাণামেব তদ্বিজ্ঞত্বং দর্শিতং। গলিতমিত্যনেন তস্য সুপাকিমত্বমুক্ত্বা শাস্ত্রপক্ষে সুনিষ্পন্নার্থত্বমধিকস্বাদুত্বঞ্চ দর্শিতং। রসমিত্যনেন ফলপক্ষে ত্বগষ্ট্যাদিরাহিত্যং ব্যজ্য অত্র পক্ষে হেয়াংশরাহিত্যং দর্শিতং। নিগমস্য পরমফলত্বেনোক্ত্বা তস্য পরমপুরুষার্থত্বং দর্শিতং। এবং তস্য রসাত্মকফলস্য স্বরূপতোঽপি বৈশিষ্ট্যে সতি পরমোৎকর্ষবোধনার্থং। বৈশিষ্ট্যান্তরমাহ শুকেতি। অত্র ফলপক্ষে কল্পতরুবাসিত্বাদলৌকিকত্বেন শুকোঽপ্যমৃতমুখোঽভিপ্রেয়তে। ততস্তন্মুখং প্রাপ্য যথা তৎ ফলং বিশেষতঃ স্বাদু ভবতি তথা পরমভাগবতমুখসম্বন্ধং ভগবদ্গুণবর্ণনমপি। ততস্তাদৃশপরমভাগবতবৃন্দমহেন্দ্রশ্রীশুকদেবমুখসম্বন্ধং কিমুতেতি ভাবঃ। অতএব পরমস্বাদু পরমকাষ্ঠাপ্রাপ্তত্বাৎ স্বতোঽন্যতশ্চ তৃপ্তিরপি ন ভবিষ্যতীতি আলয়ং মোক্ষানন্দমপ্যভিব্যাপ্য পিবতেত্যুক্তং। তথাচ বক্ষ্যতে। পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে ইত্যাদি। অনেনাস্বাদ্যান্তরবন্নেদং কালান্তরেঽপ্যাস্বাদকবাহুল্যেঽপি ন ব্যয়িষ্যতীত্যপি দর্শিতং। যদ্বা। তত্র তস্য রসস্য ভগবদ্ভক্তিময়ত্বেঽপি দ্বৈবিধ্যং তদ্ভক্ত্যুপযুক্তত্বং তদ্ভক্তিপরিণামত্বঞ্চেতি। যথোক্তং দ্বাদশে। কথা ইমাস্তে কথিতা মহীয়সাং, বিতায় লোকেষু যশঃ পরেয়ুষাং। বিজ্ঞানবৈরাগ্যবিবক্ষয়া

শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥ ১০২ ॥

দ্বিতীয়ে চ ॥

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া।

বিভো, বচো বিভূতীর্নতু পারমার্থ্যং। যস্তূত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ, প্রস্তূয়তেঽভীক্ষ্ণমমঙ্গলঘ্নঃ। তমেব নিত্যং শৃণুয়াদভীক্ষ্ণং, কৃষ্ণেঽমলাং ভক্তিমভীপ্সমানঃ ইতি।

ততঃ সামান্যতো রসত্বমুক্তা বিশেষতোঽপ্যাহ অমৃতেতি। অমৃতদ্রবস্তল্লীলারসঃ। হরিলীলাকথাব্রাতামৃতানন্দিতসৎসুরমিতি দ্বাদশে শ্রীভাগবতবিশেষণাৎ লীলাকথারসনিষেবণমিতি তত্রৈব রসত্বনির্দ্দেশাচ্চ সৎসুরমিতি সন্তোঽত্র আত্মারামাঃ ইত্থং সতামিত্যাদিবৎ তএব সুরাঃ। অমৃতমাত্রাস্বাদিত্বাৎ তেন সমবেতং। তত্রাপি তাদৃশশুকমুখাদ্গলিতং প্রবাহরূপেণ বহত্তমিত্যর্থঃ। তদেবং ভগবত্তক্তেঃ পরমরসত্বাপত্তিঃ শব্দোপাত্তৈব। অন্যত্র চ সর্ব্ববেদান্তেত্যাদৌ তদ্রসামৃততৃপ্তস্যেত্যাদি। এবমেব অভিপ্রেত্য ভাবুকা ইত্যত্র রসবিশেষভাবনচতুরা ইতি টীকা। তথা, স্মরন্মুকুন্দাঙ্ঘ্র্যুপগূহনং পুনঃ, বিহাতুমিচ্ছেন্ন রসগ্রহো জন ইত্যাদি ॥ ১০২ ॥

নির্গুণমেব নৈর্গুণ্যং স্বার্থে ষ্যঞ্। তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যপীত্যর্থঃ ॥ ১০৩ ॥

হইতে অবনীতলে পতিত হইয়াছে, অতএব হে রস বিশেষে ভাবনাপরায়ণ রসিকগণ! অমৃত রসান্বিত রসস্বরূপ এই ফল মোক্ষপর্য্যন্ত মুহুর্মুহুঃ সেবন কর ॥ ১০২ ॥

দ্বিতীয়স্কন্ধে ১ অ। ৯ শ্লোকে ॥

রাজা পরীক্ষিৎকে শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! নির্গুণ

গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥ ১০৩ ॥

অথ সজাতীয়বাসনশ্রীভক্তসঙ্গো যথা প্রথমে।

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবং।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ ১০৪ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে চ।

ভগবদিতি। ভগবতি সঙ্গ আসক্তিঃ। স নিত্যং বিদ্যতে যস্য তস্য যঃ সঙ্গস্তস্য লবেনাপি স্বর্গাদিকং ন তুলয়ামেতি। তৎপ্রশংসয়া স্বস্য তৎসমানবাসনত্বং দর্শিতং। তচ্চান্যেষামপি শিক্ষণায় জায়ত ইতি তদেতদত্রোদাহৃতং। এতদুপলক্ষণত্বেন স্নিগ্ধত্বাদিকমপি দৃশ্যং। অত্র ক্ষণার্দ্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গমিত্যাদিকং চতুর্থস্য পদ্যমপ্যনুসন্ধেয়ং ॥ ১০৪ ॥

ব্রহ্মে আসক্ত হইলেও ভগবল্লীলা কর্ত্তৃক আকৃষ্ট চিত্ত হইয়া আমি এই শ্রীমদ্ভাগবতরূপ আখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছি ॥ ১০৩ ॥

অথ সজাতীয়বাসন ভক্তসঙ্গ যথা
প্রথমস্কন্ধে ১৮ অ। ১৩ শ্লোকে ॥

শৌনকাদি ঋষিগণ কহিলেন হে সূত! ভগবদ্ভক্ত জনের সহিত অত্যল্প কাল যে সঙ্গ তাহার সহিত স্বর্গ ও মোক্ষেরও তুলনা করিতে পারি না অর্থাৎ স্বর্গ এবং মোক্ষও বৈষ্ণবভক্তের সঙ্গতুল্য সুখদ নহে। মর্ত্ত্যলোকের তুচ্ছ রাজ্যাদি কোথায় আছে?, তাহা কি ভগবদ্ভক্তসঙ্গের সমান হইতে পারে? কদাপি নহে ॥ ১০৪ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়েতেও বলিয়াছেন যথা ॥

যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্গুণঃ।
স কুলর্দ্ধ্যৈ ততো ধীমান্ স্বযূথ্যানেব সংশ্রয়েৎ॥ ১০৫॥

অথ নামসংকীর্ত্তনং যথা দ্বিতীয়ে।

এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ং।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনং॥

অত্র স্বজাতীয়সঙ্গস্য প্রভাবং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি যস্যেতি। প্রহ্লাদং প্রতি হিরণ্যকশিপো র্ব্বাক্যং। তত্র তস্যাভিপ্রায়ান্তরে২পি সামান্যবচনত্বেন স্বাভিপ্রায়ে২পি তদ্যোজয়িতুং শক্যত ইতি গ্রন্থকৃতামভিপ্রায়ঃ। মণিবৎ স্ফটিকমণিবদিতি সন্নিহিতগুণগ্রহণমাত্রাংশে দৃষ্টান্তঃ। নতু তদস্থৈর্য্যাংশেনাপি। সযূথ্যান্ স্বজাতীয়ান্॥ ১০৫॥

ইচ্ছতাং কামিনাং নির্ব্বিদ্যমানানাং মুমুক্ষূণাং যোগিনাং মুক্তানামিত্যর্থঃ। এতদকুতোভয়ং ন কুতশ্চিদপি ভয়ং যত্র তদ্রূপং সাধনং সাধ্যত্বঞ্চ নির্ণীত-

---

হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে কহিলেন পুত্র! যাহার সহিত যে পুরুষের সহবাস হয়, স্ফটিক মণিতে রক্তবর্ণ জবাকুসুমের ন্যায় তাহার গুণ সেই ব্যক্তিতে প্রতিফলিত হয়, এজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের সগণ সমৃদ্ধির নিমিত্ত তুল্য বাসনাযুক্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গে রত হওয়া কর্ত্তব্য॥ ১০৫॥

নামসংকীর্ত্তন যথা দ্বিতীয়স্কন্ধে ১ অ। ১১ শ্লোকে॥

শুকদেব কহিলেন হে নৃপ! হরির যে নামানুকীর্ত্তন ইহাই ফলাকাঙ্ক্ষি-পুরুষদিগের তত্তৎফলের সাধন এবং মুমুক্ষুদিগের পক্ষেও ইহাই মোক্ষসাধন, অপর ইহাই জ্ঞানিদিগেরও জ্ঞানের ফল হয়, অতএব সাধক এবং সিদ্ধ, কাহারও পক্ষে এতদপেক্ষায় অন্য পরম মঙ্গল নাই॥

আদিপুরাণে চ।

গীত্বা চ মম নামানি বিচরেন্মম সন্নিধৌ।
ইতি ব্রবীমি তে সত্যং ক্রীতোঽহং তস্য চার্জ্জুন ॥১০৬॥

পাদ্মে চ।

যেন জন্মসহস্রাণি বাসুদেবো নিষেবিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত ॥ ১০৭ ॥

যথা তত্রৈব।

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।

মিত্যর্থঃ ॥ ১০৬ ॥

যেন জন্মেতি। এতাদৃশস্যাপ্যস্য পুনঃ পুনর্জন্ম সমুৎকণ্ঠাময়ভক্তিবর্দ্ধনার্থং পরমেশ্বরেচ্ছয়ৈব জ্ঞেয়ং ॥ ১০৭ ॥

আদিপুরাণেতেও যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন হে অর্জ্জুন! আমার নাম গান করত যে ব্যক্তি আমার নিকটে বিচরণ করেন, তোমাকে সত্য বলিতেছি; আমি তাঁহার নিকট ক্রীত হইয়া অবস্থিতি করিতে থাকি ॥ ১০৬ ॥

পদ্মপুরাণেতে যথা ॥

হে ভারত! যে ব্যক্তি সহস্র সহস্র জন্ম বাসুদেবের সেবা করিয়াছেন, তাঁহারই মুখে সর্ব্বদা হরিনাম বিরাজ করিয়া থাকেন ॥ ১০৭ ॥

যে হেতু এই পদ্মপুরাণেই বলিয়াছেন ॥

নাম এবং নামিতে ভেদ না থাকা প্রযুক্ত নামই চিন্তা-

পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তো হভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥ ১০৮ ॥
অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥ ১০৯ ॥
অথ শ্রীমথুরামণ্ডলে স্থিতি র্যথা পাদ্মে।

নাম্নৈব চিন্তামণিঃ সর্ব্বাভীষ্টদায়কং যতস্তদেব কৃষ্ণঃ কৃষ্ণস্থ স্বরূপমিত্যর্থঃ। কৃষ্ণস্য বিশেষণানি চৈতন্যরসেত্যাদীনি তস্য কৃষ্ণত্বে হেতুঃ। অভিন্নত্বাদিতি। একমেব সচ্চিদানন্দরসাদিরূপং তত্ত্বং দ্বিধাবিভূর্তমিত্যর্থঃ। বিশেষজিজ্ঞাসা চেৎ শ্রীভাগবতসন্দর্ভস্য শ্রীভগবৎসন্দর্ভো দৃশ্যঃ ॥ ১০৮ ॥

সেবোন্মুখে হীতি। সেবোন্মুখে ভগবৎস্বরূপতন্নামগ্রহণায় প্রবৃত্ত ইত্যর্থঃ। হি প্রসিদ্ধৌ। যথা মৃগশরীরং ত্যজতো ভরতস্য বর্ণিতং। নারায়ণায় হরয়ে নম ইত্যুদারং, হাস্যন্ মৃগত্বমপি যঃ সমুদাজহার। ইতি। গজেন্দ্রস্য, জজাপ পরমং জপ্যং প্রাগ্‌জন্মন্যনুশিক্ষিতমিত্যাদি ॥ ১০৯ ॥

মণিস্বরূপ অর্থাৎ সমস্ত পুরুষার্থদায়ক ঐ নামরূপ কৃষ্ণ, চৈতন্য রস স্বরূপ, অপরিচ্ছিন্ন এবং মায়া সম্বন্ধ বিরহিত ও মায়া হইতে অতীত ॥ ১০৮ ॥

এই হেতু শ্রীকৃষ্ণনামাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয় গণের গ্রাহ্য হইতে পারে না। তবে যে সাধারণ জনকে নামাদি গ্রহণ করিতে দেখা যায় তাহার কারণ এই যে, ভগবন্নামাদি গ্রহণে রসনাদি ইন্দ্রিয়গণ উন্মুখ হইলে নামাদি তাহাতে স্বয়ংই প্রকাশিত হইয়া থাকেন ॥ ১০৯ ॥

শ্রীমথুরামণ্ডলে স্থিতি যথা পদ্মপুরাণে ॥

অন্যেষু পুণ্যতীর্থেষু মুক্তিরেব মহাফলং।
মুক্তেঃ প্রার্থ্যা হরের্ভক্তি র্মথুরায়াস্তু লভ্যতে॥
ত্রিবর্গদা কামিনাং যা মুমুক্ষূণাঞ্চ মোক্ষদা।
ভক্তীচ্ছোর্ভক্তিদা কস্তাং মথুরাং নাশ্রয়েদ্বুধঃ॥
অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী।
দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে॥
দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যে ঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।

সন্ধিয়াং নিরপরাধচিত্তানাং ॥ ১১০ ॥

অন্যান্য পুণ্যতীর্থে অবস্থানের মহাফলই মুক্তি, কিন্তু মুক্ত-ব্যক্তিদিগের একান্ত প্রার্থনীয় যে ভগবদ্ভক্তি তাহা ক্ষণকাল মথুরামণ্ডলে অবস্থিতি করিলেই লব্ধ হইয়া থাকে॥

যে মথুরা কামিগণের ত্রিবর্গ দায়িনী, মুমুক্ষুদিগের কৈবল্য-দাত্রী, ভক্ত্যভিলাষি বর্গের হরিভক্তি বিধায়িনী সেই সর্ব্ব গুণ-সম্পন্না মথুরাকে কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেবা না করিয়া থাকিতে পারেন? ॥

কি আশ্চর্য্য! যে মধুপুরীতে একদিনমাত্র বাস করিলে ভগবান্ হরিতে ভক্তি উৎপন্ন হয়, বৈকুণ্ঠ হইতেও গরীয়সী সেই মধুপুরী ধন্যতমা॥

দুরূহ অথচ অদ্ভুত বীর্য্যশালী যে এই পাঁচ প্রকার অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীকৃষ্ণভক্ত, নাম ও মথুরামণ্ডল রূপ অঙ্গ, তাহাতে শ্রদ্ধা দূরে থাকুক, অল্পমাত্র সম্বন্ধ থাকিলেও নিরপরাধ ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণে অচিরাৎ ভাবের আবি-

যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে ॥ ১১০ ॥

তত্র শ্রীমূর্ত্তি র্যথা।

স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠা স্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ ॥ ১১১ ॥

স্ববাক্যমাধুরীদ্বারা পূর্ব্বমেবার্থপঞ্চকং অনুভাবয়ন্নাহ স্মেরামিত্যাদি পঞ্চভিঃ। মা প্রেক্ষিষ্ঠা ইতি নিষেধব্যাজেনাবশ্যকবিধিরয়ং তদেতন্মাধুর্য্যে অনুভূয়মানে স্বয়মেব সর্ব্বমেব তুচ্ছং মংস্যসে। তস্মাদেনামেব পশ্যেদিত্যভিপ্রায়াৎ ॥ ১১০ ॥

র্ভাব হইয়া থাকে ॥ ১১০ ॥

তন্মধ্যে শ্রীমূর্ত্তি যথা ॥

গ্রন্থকার স্বীয় বাক্যমাধুরীদ্বারা পূর্ব্বোক্ত শ্রীমূর্ত্ত্যাদি পাঁচ-অঙ্গকে অনুভব করাইয়া কহিলেন! হে সখে! যদি তোমার বন্ধুগণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে ইচ্ছা থাকে তবে কেশীতীর্থের সমীপবর্ত্তি হাস্যান্বিত ত্রিভঙ্গ, বঙ্কিমনয়ন, বংশীবদন, শিখিপুচ্ছধারী গোবিন্দমূর্ত্তিকে অবলোকন করিও না ॥

তাৎপর্য্য। উক্ত পদ্যে দর্শন করিও না এই নিষেধ ছলে শ্রীমূর্ত্তির প্রশংসা কীর্ত্তন অর্থাৎ ভগবন্মূর্ত্তির মাধুর্য্য অনুভব হইলে, সমুদায় তুচ্ছ বোধ হইবে অতএব শ্রীমূর্ত্তির দর্শন অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ১১১ ॥

শ্রীভাগবতং যথা।

শঙ্কে নীতাঃ সপদি দশমস্কন্ধপদ্যাবলীনাং
বর্ণান্ কর্ণাধ্বনি পথিকতামানুপূর্ব্ব্যাদ্ভবন্তঃ।
হংহো ডিম্ভাঃ পরমশুভদান্ হন্ত ধর্ম্মার্থকামান্
যদ্ গর্হন্তঃ সুখময়মমী মোক্ষমপ্যাক্ষিপন্তি॥ ১১২॥

শঙ্কে নীতা ইতি উপালম্ভব্যাজেন স্তুতিরিয়ং। শ্লোকদ্বয়ীয়মপ্রস্তুত-প্রশংসালঙ্কারময়ী সাচ, কার্য্যে নিমিত্তে সামান্যে বিশেষে প্রস্তুতে সতি তদন্যস্য বচস্তুল্যে হতুল্যেতি চ পঞ্চধেত্যুক্তত্বাৎ সামান্যে প্রস্তুতে বিশেষপ্রস্তাবমপ্যপি স্যাৎ তদেবমত্র শ্রীমূর্ত্তিশ্রীভাগবতমাত্রয়োঃ প্রস্তুতয়োস্তত্তদ্বিশেষঃ প্রস্তাবঃ কৃতঃ। সহি তাবত্তৎপর্য্যন্তমহিমজ্ঞানপ্রযোজক ইতি। কিঞ্চ। পূর্ব্বপদ্যে স্মেরামিত্যাদিনা তস্যা হরিতনোঃ প্রশংসনাৎ তৎপ্রেক্ষণনিষেধে তাৎপর্য্যং নাস্তীতি তদ্বদুত্তরপদ্যে ধর্ম্মাদীনাং পরমশুভদানাং মোক্ষস্য চ সুখময়স্য দশমস্কন্ধশ্রবণজভাবেনাতিক্রমাত্তস্য পরমসুখরূপত্বপ্রাপ্ত্যা হংহো ডিম্ভা ইত্যত্রাধিক্ষেপে তাৎপর্য্যং নাস্তীতি পদ্যদ্বয়েঽস্মিন্নত্যন্তস্তুতিরস্কৃতবাচ্য-ধ্বনিনা স্তুতাবেব নয়নাৎ স্তুতিশ্চ সা নিন্দাব্যাজেনেতি ব্যাজস্তুতিনামা-লঙ্কারোঽয়ং গম্যতে॥ ১১২॥

শ্রীভাগবত যথা॥

অরে নির্ব্বোধ সকল! যে শ্রীমদ্ভাগবত পরম শুভপ্রদ, ধর্ম্মার্থ কামরূপ ত্রিবর্গকে নিন্দা করত সুখময় মোক্ষকেও তিরস্কার করেন, বোধ হয় সদ্যই সেই ভাগবতীয় দশম-স্কন্ধের পদ্য সকলের বর্ণ গুলি ক্রমান্বয়ে তোমাদের শ্রবণ পথের পথিক হইয়াছে, হায়! কি কুকর্ম্মই করিলে!॥

কৃষ্ণভক্তো যথা।

দৃগম্ভোভির্ধৌতঃ পুলকপটলীমণ্ডিততনুঃ
স্খলন্নন্তঃফুল্লো দধদতিপৃথুং বেপথুমপি।

ইহ মদন্তঃ স্ফুরতি কস্মিংশ্চিদপ্যনির্ব্বচনীয়ে শ্যামসুন্দরে মম মতিরভি-

---

উপরি-উক্ত শ্রীমূর্ত্ত্যাদি দুই পদ্যে অপ্রস্তুতপ্রশংসা নামক অলঙ্কার এবং ব্যাজস্তুতি এই দুই অলঙ্কার দৃষ্ট হইতেছে। অপ্রস্তুতপ্রশংসা নামক অলঙ্কার এই যে, প্রাসঙ্গিক কথায় অপ্রাসঙ্গিকের, অর্থাৎ প্রকরণবহির্ভূত অর্থের কীর্ত্তনকে অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কার বলে। এই অলঙ্কার পাঁচ প্রকার হয় যথা। কার্য্যে কারণ কথন, কারণে কার্য্যকথন, সামান্যে বিশেষ কথন, বিশেষে সামান্য কথন এবং তুল্যবস্তুতে তুল্য বস্তুর উল্লেখ না করিয়া কথনের অযোগ্য বস্তুর কথন॥

ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার এই যে স্তুতি যোগ্য বস্তুর নিন্দা এবং নিন্দাযোগ্য বস্তুর স্তুতি। "স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং" এই পদ্যে অপ্রস্তুতপ্রশংসা এই যে, গোবিন্দমূর্ত্তির দর্শন প্রস্তুতে অর্থাৎ কথনে অপ্রস্তুত বন্ধুসঙ্গ তাহার প্রশংসা। "শঙ্কে নীতা" এই দ্বিতীয় পদ্যে ব্যাজস্তুতি এই যে, স্তুতি-যোগ্য ভাগবতের নিন্দা এবং নিন্দাযোগ্য ত্রিবর্গের স্তুতি॥ ১১২॥

কৃষ্ণভক্ত যথা॥

নয়নজলে ধৌত, দেহ পুলকিত, প্রতি পদে স্খলিত হৃদয় উল্লাসিত, এবং অতিশয় কম্পিতএরূপ কোন এক অনির্ব্বচ-নীয়পুরুষ, যে অবধি আমার নয়নপদবীতে গমন করিয়াছেন,

দৃশোঃ কক্ষাং যাবন্মম স পুরুষঃ কোঽপ্যুপযযৌ
ন জানে কিং তাবন্মতিরিহ গৃহে নাভিরমতে ॥ ১১৩ ॥

নাম যথা।

যদবধি মম শীতা বৈণিকেনানুগীতা
শ্রুতিপথমঘশত্রো র্নামগাথা প্রয়াতা।
অনবকলিতপূর্ব্বাং হন্ত কামপ্যবস্থাং
তদবধি দধদন্তর্মানসং শাম্যতীব ॥ ১১৪ ॥

রমতে গৃহে তু নাভিরমত ইত্যর্থঃ ॥ ১১৩ ॥

শীতা কর্ণয়োস্তাপশমনী বৈণিকেনেত্যজ্ঞাতনামত্বাৎ শ্রীনারদস্য তাদৃশতামাত্রেণোদ্দেশঃ। তদ্বৎ কামপ্যবস্থামিতি প্রেম এবোদ্দেশঃ। ইবেতি বাক্যালঙ্কারে। শাম্যতি সর্ব্বং বহিরুপদ্রবং পরিহৃত্য নিবৃ‍ত্তং

বলিতে পারি না কেন যে তদবধি আমার চিত্ত এই গৃহে অভিরত হইতেছে না ॥

উক্ত পদ্যের ফলিতার্থ এই যে যদবধি প্রেম লক্ষণান্বিত কৃষ্ণভক্ত সন্দর্শন করিয়াছি তদবধি আমার চিত্ত গৃহ সুখ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অনির্ব্বচনীয় শ্যামসুন্দর বিষয়ক ভাবে আসক্ত হইতেছে ॥ ১১৩ ॥

নাম যথা ॥

যে অবধি বীণাবাদন তৎপর নারদ কর্ত্তৃক সঙ্গীত শ্রীকৃষ্ণের নাম গাথা আমার কর্ণপদবীতে গত হইয়াছে সেই অবধি আমার চিত্ত অননুভূতপূর্ব্ব কোন এক অনির্ব্বচনীয় দশাবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত বিষয় হইতে উপরত হইয়াছে ॥ ১১৪ ॥

শ্রীমথুরামণ্ডলং যথা।

তটভুবি কৃতকান্তিঃ শ্যামলায়া স্তটিন্যাঃ
স্ফুটিতনবকদম্বালম্বিকূজদ্দ্বিরেফা।
নিরবধিমধুরিম্না মণ্ডিতেয়ং কথং মে
মনসি কমপি ভাবং কাননশ্রীস্তনোতি॥ ১১৫॥
অলৌকিকপদার্থানামচিন্ত্যা শক্তিরীদৃশী।
ভাবং তদ্বিষয়ঞ্চাপি যা সহৈব প্রকাশয়েৎ॥ ১১৬॥

ভবতীত্যর্থঃ॥ ১১৪॥

কমপি ভাবং শ্যামসুন্দরবিষয়ং॥ ১১৫॥

অলৌকিকেতি তেষাং পঞ্চানামিতি প্রকরণাল্লভ্যতে। যথা। সকৃদ্যদঙ্গ-প্রতিমান্তরাহিতা, মনোময়ীং ভাগবতীং দদৌ গতিমিতি, ধর্ম্মপ্রোজ্ঝিতে ত্যাদৌ কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভি স্তৎক্ষণা-দিতি, ভবাপবর্গো ভ্রমত ইতি নামব্যাহরণং বিষ্ণো র্যত স্তদ্বিষয়ামতিরিতি পরানন্দময়ী সিদ্ধি র্মথুরাস্পর্শমাত্রত ইতি পঞ্চস্বপি দর্শনাৎ॥ ১১৬॥

মথুরামণ্ডল যথা॥

যাহা কালিন্দীতটে শোভমান, যাঁহার নব বিকসিত কদম্ব কুসুমে অলিকুল লম্বমান রহিয়াছে, এবং যাহা নিরবধি মধুরিমাতে সমলঙ্কৃত, সেই কাননশোভা আমার মনেতে কোন এক অনির্ব্বচনীয় ভাব বিস্তার করিতেছে॥ ১১৫॥

অলৌকিক পদার্থের ঈদৃশী অচিন্ত্য শক্তি যে যাহার সম্বন্ধ মাত্রেই ভাব ও ভাবের বিষয়কে এককালীন প্রকাশ করিয়া দেয়॥ ১১৬॥

কেষাঞ্চিৎ ক্বচিদঙ্গানাং যৎ ক্ষুদ্রং শ্রূয়তে ফলং।
বহির্মুখপ্রবৃত্ত্যৈতৎ কিন্তু মুখ্যং ফলং রতিঃ॥ ১১৭॥
সম্মতং ভক্তিবিজ্ঞানাং ভক্ত্যঙ্গত্বং ন কর্ম্মণাং॥ ১১৮॥

মুখ্যং ফলমিতি, অকামঃ সর্ব্বকামো বেত্যাদেঃ। সত্যং দিশত্যর্থিত-মিত্যারভ্য স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা মিত্যাদেঃ, সবৈ মনঃ কৃষ্ণ পদারবিন্দয়োরিত্যাদৌ, কামঞ্চ দাস্যে নতু কামকাম্যয়েত্যস্মাচ্চ। যদ্বা। বহির্ম্মুখ-প্রবৃত্ত্যা ইত্যন্তর্মুখ্যানাং তু তত্তদনায়াসভজনেঽপি কর্ম্মাদিদুর্লভফলপ্রাপক-তত্তদ্‌গুণশ্রবণেন রত্যুৎপাদনাত্রতিরেব মুখ্যং ফলমিতি। তদেবং রতি-ফলত্বেঽপ্যংশাংশিভগবদ্রূপভেদেন রতেরপি ভেদো জ্ঞেয়ঃ॥ ১১৭॥

নমু সর্ব্বাসাং কেবলানামেব ভক্তীনাং মাহাত্ম্যং খলু তাদৃশমেব কিন্তু শ্রীপরাশরেণ যদিদমুক্তং বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্। বিষ্ণুরারা-ধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণমিতি। অত্রতু। কর্ম্মণাং ভক্ত্যঙ্গত্বং প্রতীয়তে বর্ণাশ্রমাচারসংযোগেনৈব বিষ্ণোরারাধনে সম্মতিপ্রতীতেঃ তত্রাহ সম্মত-মিতি। ভক্তিবিজ্ঞানাং ভক্তিং বিশেষতো জানতাং শুদ্ধভক্তানাং শ্রীপরাশরাদীনামেবেত্যর্থঃ। তদুক্তং তৈরেব। যজ্ঞেশাচ্যুত গোবিন্দ

কোন কোন ভক্ত্যঙ্গের যে সকল অল্প পরিমিত ফল শুনা যায়, তন্মাত্রই যে সেই সকল ভক্ত্যঙ্গের ফল তাহা নয়, বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের চিত্তবৃত্তিকে ভক্তিমার্গে প্রবেশ করাইবার জন্য সে সকল ফল কথিত হইয়াছে, বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়িণী রতিই এই সকল অঙ্গের মুখ্য ফল॥ ১১৭॥

কেহ২ বলিয়া থাকেন যে, বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্ম পরম্পরা ভক্তির অঙ্গ, কিন্তু তাহা ভক্তিতত্ত্ববেত্তা পরাশরাদি

যথৈকাদশে।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ ১১৯ ॥
জ্ঞানবৈরাগ্যয়ো র্ভক্তিপ্রবেশায়োপযোগিতা।

মাধবানন্ত কেশব। কৃষ্ণ বিষ্ণো হৃষীকেশেত্যাহ রাজা স কেবলং। নান্যজ্জগাদ মৈত্রেয় কিঞ্চিৎ স্বপ্নান্তরেষপীতি বর্ণাশ্রমাচারেত্যাদিকং অজাতদৃঢ়শ্রদ্ধান্ শুদ্ধভক্ত্যনধিকারিণঃ প্রত্যেবোক্তমিতি ভাবঃ ॥ ১১৮ ॥

তদেবোপপাদয়তি যথেতি। তস্মাদ্বর্ণাশ্রমেত্যস্য চারমেবার্থঃ। বর্ণাশ্রমাচারবতাপি যদ্বিষ্ণুরারাধ্যতে সোঽয়মেব পন্থা স্তত্তোষকারণং নান্যং কিমপি। অতএবোক্তং তেনৈব, সা হানি স্তন্মহচ্ছিদ্রং স মোহঃ স চ বিভ্রমঃ। যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবং নকীর্ত্তয়েদিত্যাদি ॥ ১১৯ ॥

জ্ঞানমত্র ত্বম্পদার্থবিষয়ং তৎপদার্থবিষয়ং তয়োরৈক্যবিষয়ঞ্চেতি ত্রিভূমিকং ব্রহ্মজ্ঞানমুচ্যতে। তত্র ঈষদিতি ঐক্যবিষয়ং ত্যক্তেত্যর্থঃ। বৈরাগ্যঞ্চাত্র ব্রহ্মজ্ঞানোপযোগ্যেব তত্রচ ঈষদিতি ভক্তিবিরোধিনং ত্যক্তেত্যর্থঃ। তচ্চ তচ্চ প্রথমমেবেত্যন্যাবেশপরিত্যাগমাত্রায় তে উপাদীয়েতে তৎপরি-

---

মহামুনীন্দ্রগণের সম্মত নহে ॥ ১১৮ ॥

একাদশে ২০ অ। ৯ শ্লোকে।

যে পর্য্যন্ত নির্ব্বোধ অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য না জন্মে ও যদবধি আমার কথাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সেই পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্ম সকল করিবে ॥ ১১৯ ॥

কেহ কেহ জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, ভক্তি মার্গের অবিরোধী জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তিমার্গে প্রবেশ করাইবার প্রথম সহায়,

ঈষৎ প্রথমমেবেতি নাঙ্গত্বমুচিতং তয়োঃ ॥ ১২০ ॥
যদুভে চিত্তকাঠিন্যহেতু প্রায়ঃ সতাং মতে।

ত্যাগেন জাতে চ ভক্তিপ্রবেশে তয়োরকিঞ্চিৎকরত্বাৎ। তত্তদ্ভাবনায়া ভক্তিবিচ্ছেদকত্বাচ্চ ॥ ১২০॥

উত্তরতস্ত তয়োরনুগতৌ দোষান্তরমিত্যাহ যদুভে ইতি। কাঠিন্যহেতুত্বঞ্চ নানাবাদনিরসনপূর্ব্বকতত্ত্বদিচারস্য দুঃখসহনাভ্যাসপূর্ব্বকবৈরাগ্যস্ত চ ব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ। তর্হি সহায়ং বিনোত্তরোত্তরভক্তিপ্রবেশঃ কথং স্যাত্তত্রাহ ভক্তিস্তদ্ধেতুরীরিতেতি। তস্য ভক্তিপ্রবেশস্ত হেতু র্ভক্তিরীরিতা। উত্তরোত্তরভক্তিপ্রবেশস্ত হেতুঃ পূর্ব্বপূর্ব্বভক্তিরেবেত্যর্থঃ। নন্বেং ভক্তিরপি তত্তদায়াসসাধ্যত্বাৎ কাঠিন্যহেতুঃ স্যাত্তত্রহি সুকুমারস্বভাবেয়মিতি। শ্রীভগবন্মধুররূপগুণাদিভাবনাময়ত্বাদিতি। তস্মাদ্ভগবতি নিজচিত্তস্য সার্দ্রতাং কর্ত্তুমিচ্ছুনা ভক্তিরেব কার্য্যেতি ভাবঃ। প্রাধান্যেন চ যথোক্তং শ্রীপ্রহ্লাদেন, নৈতে গুণা ন গুণিনো মহদাদয়ো যে, সর্ব্বে মনঃপ্রভৃতয়ঃ সহ

সুতরাং তাহা ভক্তির অঙ্গ নহে ॥ ১২০ ॥

সৎসকলের মত এই যে জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই দুইটী চিত্তকাঠিন্যের হেতু, অতএব সুকোমলস্বভাবা ভক্তিই ভক্তিযোগে প্রবেশের হেতু বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥

তাৎপর্য্য। উত্তর কালে জ্ঞান ও বৈরাগ্য অনুগত থাকিলে দোষান্তরের উৎপত্তি হয় অর্থাৎ চিত্তের কাঠিন্য জন্মে, কারণ মহাজনগণ জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে চিত্ত কাঠিন্যের হেতু বলিয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, নানাবাদ নিরাস পূর্ব্বক তত্ত্ববিচার করিতে গেলে এবং দুঃসহ অভ্যাসপূর্ব্বক

স্বকুমারস্বভাবেয়ং ভক্তিস্তদ্ধেতুরীরিতা ॥ ১২১ ॥

যথা তত্রৈব।

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং নচ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহেতি ॥১২১॥
কিন্তু জ্ঞানবিরক্ত্যাদিসাধ্যং ভক্ত্যৈব সিদ্ধ্যতি ॥ ১২২ ॥

দেবমর্ত্ত্যাঃ। আদাস্তবন্ত উরুগায় বিদন্তি হিত্বা মৈবং বিবিচ্য সুধিয়ো বিরমন্তি শব্দাৎ। ততেহর্হত্তম নমঃ স্তুতিকর্ম্মপূজাঃ কর্ম্ম স্মৃতিশ্চরণয়োঃ শ্রবণং কথায়াং। সংসেবয়া ত্বয়ি বিনেতি ষড়ঙ্গয়া কিং, ভক্তিং জনঃ পরমহংসগতৌ লভেতেতি। অত্র কর্ম্ম পরিচর্য্যা কর্ম্মস্মৃতিঃ লীলাস্মরণং চরণয়োরিতি ভক্তিষ্যঙ্গকং তচ্চ ষট্‌স্বপ্যন্বিতং। তথা সংসেবয়া বিনেতি বৈরাগ্যাদিকমপি নাদৃতং ॥ ১২১ ॥

জ্ঞানসাধ্যং মুক্তিলক্ষণং বৈরাগ্যসাধ্যং জ্ঞানং তত্তচ্চ ভক্ত্যৈব সিধ্যতি ॥ ১২২ ॥

বৈরাগ্য সাধন করিতে হইলেই অবশ্যই চিত্তের কাঠিন্য জন্মে অতএব ভক্তিপ্রবেশে ভক্তি ভিন্ন অন্য হেতু হইতে পারে না ॥

যথা একাদশস্কন্ধে ২০ অ। ৩১ শ্লোকে ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে উদ্ধব! সেই কারণে মদ্গত চিত্ত এবং আমাতে ভক্তিমান্ যোগিদিগের প্রায় জ্ঞান ও বৈরাগ্য মঙ্গলজনক নহে ॥ ১২১ ॥

কিন্তু জ্ঞানসাধ্য মুক্তি ও বৈরাগ্য জ্ঞান, কেবল ভক্তি দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১২২ ॥

যথা তত্রৈব।

যৎ কর্ম্মভি র্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতে ঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্যদি বাঞ্ছতি। ইতি॥ ১২৩॥

ইতরৈঃ সালোক্যাদিকামনাময়ভক্ত্যাদিভিঃ। কথঞ্চিদ্ভক্ত্যুপযোগিত্বেন যথা, চিত্রকেতোর্বিমানচারিত্বে গর্ভস্থশুকদেবস্য মায়াত্যাগে প্রহ্লাদস্য ভগবৎ পার্শ্বগমনে বাঞ্ছা। যথোক্তং ষষ্ঠে। রেমে বিদ্যাধরস্ত্রীভি র্গাপয়ন্ হরিমীশ্বরমিতি। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি শ্রীশুকদেবস্য প্রার্থনা। ত্বং ব্রূহি মাধব জগন্নিগড়োপমেয়া, মায়াখিলস্য ন বিলঙ্ঘ্যতমা • ত্বদীয়া। বধ্নাতি মাং ন যদি গর্ত্তমিমং বিহায়, তন্নযামি সংপ্রতি মুহুঃ প্রভিভূস্বগত্রেতি। সপ্তমে শ্রীপ্রহ্লাদস্যৈব বাক্যং। ত্রস্তোঽস্ম্যহং কৃপণবৎসলদুঃসহোগ্র-সংসার চক্রকদনাদ্ গ্রসতাং প্রণীতঃ। বদ্ধঃ স্বকর্ম্মভিরুশত্তম (হে কমনীয়তম!) তেঽঙ্ঘ্রিমূলং প্রীতোঽপবর্গমরণং হ্বয়সে (অর্থান্মাং) কদা নু। ইতি উগ্রসংসারচক্রকদনং দুঃখং তস্মাদহং ত্রস্তোঽস্মি। দুঃসহেতি স্বহির্মুখত্রময়ত্বাদিতি ভাবঃ। তত্রাপি গ্রসতাং ত্বদ্ভক্তেঃ সর্ব্বাঙ্গণা স্থরাণাং মধ্যে স্বকর্ম্মভির্বদ্ধঃ সন্ প্রণীতঃ নিক্ষিপ্তোঽস্মি তত উশত্তমঃ প্রীতঃ সন্ তে তবাঙ্ঘ্রিমূলং চর[illegible]দয়োর্লীলাধিষ্ঠানং প্রতি কদা হ্বয়সে॥ ১২৩॥

যথা একাদশস্কন্ধে ২০ অ। ৩২। ৩৩ শ্লোকে॥

ভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন সখে! কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ; দান ও অন্যান্য মঙ্গল দ্বারা যাহা কিছু লাভ হয়, আমার ভক্তগণ কেবল মদ্বিষয়িণী ভক্তি দ্বারা সেই সকল অনায়াসে প্রাপ্ত হয়েন। যদিও আমার ভক্তগণের কোন প্রকার অভিলাষ নাই, তথাপি ভক্তির উপযোগিতার নিমিত্ত কথঞ্চিৎ যদি তাঁহারা স্বর্গ, অপবর্গ ও মদীয় ধাম বাঞ্ছা করেন তাহা হইলে তাহাও অনায়াসে লাভ করিতে পারেন॥১২৩॥

রুচিমুদ্বহত স্তত্র জনস্য ভজনে হরেঃ।
বিষয়েষু গরিষ্ঠোঽপি রাগঃ প্রায়ো বিলীয়তে ॥ ১২৪ ॥
অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥ ১২৫ ॥

নন্থ পূর্ব্বং ভক্তিপ্রবিষ্টস্য বৈরাগ্যং চিত্তকাঠিন্যহেতুতয়া হেয়ত্বেনোক্তং তর্হি তস্য বিষয়ভোগ এব বিহিতঃ। তচ্চ বিষয়াবিষ্টচিত্তস্য কৃষ্ণাবেশঃ সুদূরতঃ। বারুণীদিগ্‌গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ ইত্যাদি শাস্ত্রবিরুদ্ধং। অত্রোচ্যতে। ভক্তৌ রুচিমাত্রমেব তস্য বিষয়রাগবিলাপকং। তস্মাদ্বৈরাগ্যাভ্যাসে কাঠিন্যং ন যুক্তমিত্যাহ রুচিমিতি। অত্র রুচিমুদ্বহতঃ প্রায়ো বিলীয়ত ইতি পরিণামতস্তু কাৎস্ন্যেনৈব বিলীয়ত ইত্যর্থঃ। তদেতদুপলক্ষণমুক্তং জ্ঞানঞ্চ ভবতীত্যস্য। বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ। জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকমিত্যাদি প্রয়োগঃ ॥ ১২৩ ॥

তৎ প্রাগুক্তং ভক্তিপ্রবেশযোগ্যমেব বৈরাগ্যং ব্যনক্তি। অনাসক্তস্যেতি। অনাসক্তস্য সতঃ যথার্হং স্বভক্ত্যুপযুক্তমাত্রং যথাস্যাত্তথা যত্র বিষয়ানুপযুঞ্জতো ভুঞ্জানস্য পুরুষস্য যদ্বৈরাগ্যং তদ্‌যুক্তমুচ্যতে। কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১২৫ ॥

ভগবান্ হরির ভজনে যাঁহার রুচি জন্মিয়াছে তাঁহার বিষয়াসক্তি গুরুতর হইলেও ভজনপ্রভাবে ঐ বিষয়াসক্তি আপনিই বিলয় প্রাপ্ত হয় ॥ ১২৪ ॥

অনাসক্ত হইয়া যথাযোগ্য বিষয় ভোগ করত কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে আগ্রহ জন্মে এ স্থলে তাহাকেই বৈরাগ্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ১২৫ ॥

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥ ১২৬ ॥
প্রোক্তেন লক্ষণেনৈব ভক্তেরধিকৃতস্য চ ।
অঙ্গত্বে সুনিরস্তেঽপি নিত্যাদ্যখিলকর্ম্মণাং ॥
জ্ঞানস্যাধ্যাত্মিকস্যাপি বৈরাগ্যস্য চ ফল্গুনঃ ।
স্পষ্টতার্থং পুনরপি তদেবেদং নিরাকৃতং ॥ ১২৭ ॥

অথ ফল্গু বৈরাগ্যং তু ভক্ত্যনুপযুক্তং যত্তদেব জ্ঞেয়ং । তচ্চ ভগবদ্বহির্মুখানামপরাধপর্য্যন্তং স্যাদিত্যাহ প্রাপঞ্চিকতয়েতি । হরিসম্বন্ধিবস্তত্র তৎপ্রসাদাদিঃ তস্য পরিত্যাগো দ্বিবিধঃ । অপ্রার্থনা প্রাপ্তানঙ্গীকারশ্চ । তত্রোত্তরস্তু সুতরামপরাধ এব জ্ঞেয়ঃ । প্রসাদাগ্রহণং বিষ্ণোরিত্যাদি বচনেষু তচ্ছ্রবণাৎ ॥১২৬ ॥

প্রোক্তেনেতি দ্বয়োরিপ্যন্বয়ঃ । অধিকৃতস্য ভক্তিশাস্ত্রাধিকারেণ ব্যাপ্তস্য বৈরাগ্যস্য মাত্রস্য বিশেষতঃ ফল্গুন ইত্যর্থঃ ॥ ১২৭ ॥

মুমুক্ষু জনগণ কর্ত্তৃক প্রাকৃত বুদ্ধিতে হরিসম্বন্ধি বস্তুর যে পরিত্যাগ হয়, তাহাকে ফল্গু বৈরাগ্য কহে ॥

তাৎপর্য্য । ফল্গু বৈরাগ্য ভক্তিযোগের অনুপযুক্ত । এই স্থানে হরিসম্বন্ধি বস্তুর অর্থ এই যে, ভগবৎপ্রসাদাদি । ইহার পরিত্যাগ দুই প্রকার, প্রসাদগ্রহণ করিতে প্রার্থনা না করা, এবং প্রাপ্ত প্রসাদের উপেক্ষা । ভগবৎপ্রসাদাদি পরিত্যাগ করিলে অপরাধ জন্মে । এই নিমিত্ত ইহা ফল্গু বৈরাগ্য ॥১২৬

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণদ্বারা নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের ভক্ত্যঙ্গত্ব নিরস্ত হইলেও কেবল স্পষ্টতার নিমিত্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও ফল্গু বৈরাগ্যের পুনরায় নিরাস করা হইল ॥ ১২৭ ॥

ধনশিষ্যাদিভি র্দ্বারৈ র্যা ভক্তিরুপপাদ্যতে।
বিদূরত্বাদুত্তমতাহান্যা তস্যাশ্চ নাঙ্গতা॥
বিশেষণত্বমেবৈষাং সংশ্রয়ন্ত্যধিকারিণাং।
বিবেকাদীন্যতোঽমীষামপি নাঙ্গত্বমুচ্যতে॥
কৃষ্ণোন্মুখং স্বয়ং যান্তি যমাঃ শৌচাদয়স্তথা।
ইত্যেষাঞ্চ ন যুক্তা স্যাদ্ভক্ত্যঙ্গান্তরপাতিতা॥

ধনেতি। জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতমিত্যাদি গ্রহণেন শৈথিল্যস্যাপি গ্রহণাদিতি ভাবঃ। নাঙ্গতেত্যত্রোত্তমায়ামিতি শেষঃ॥ ১২৮॥

ধন ও শিষ্যাদি দ্বারা যে ভক্তি উৎপন্ন হয়, সে ভক্তি কদাচ উত্তমা ভক্তির অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইবে না, কারণ এ স্থানে শিথিলতা প্রযুক্ত উত্তমতার হানি হইয়া থাকে॥

তাৎপর্য্য। প্রথম লহরীতে "অন্যাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনা বৃতং" এই ভক্তিলক্ষণে উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞান-ও কর্ম্মাদিতে আবৃত হইবে না, আদিশব্দপ্রয়োগ হেতু শিথি-লতাও গ্রহণ করিতে হইবেক। অতএব শিথিলাদর হইয়া ধনাদি দ্বারা যে ভক্তির অনুষ্ঠান করে, তাহাকে উত্তমা ভক্তি বলা যাইতে পারে না

বিবেকাদি পদ, ভক্ত্যধিকারি ব্যক্তিদিগের বিশেষণ, এ নিমিত্ত ঐ সকলকে ভক্ত্যঙ্গ বলা যাইতে পারে না॥

কৃষ্ণভজনে উন্মুখ ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে যম, নিয়ম ও শৌচাদি স্বয়ং উপস্থিত হয়, একারণ উহাদিগকেও ভক্ত্যঙ্গ বলা যাইতে পারে না॥

যথা স্কান্দে।

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥

তত্রৈব॥

অন্তঃশুদ্ধি বহিঃশুদ্ধিস্তপঃশান্ত্যাদয়স্তথা।
অমী গুণাঃ প্রপদ্যন্তে হরিসেবাভিকামিনাং॥
সা ভক্তিরেকমুখ্যাঙ্গাশ্রিতানেকাঙ্গিকাথবা।

স্কন্দপুরাণে বলিয়াছেন যথা।

নারদের উপদেশে কোন এক ব্যাধ পশুহিংসা পরিত্যাগ করিয়া হরিসেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তদবলোকনে কোন এক মহাত্মা সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ব্যাধ! তোমার এই অহিংসাদি গুণ সকল অদ্ভুত নহে, কারণ যে সকল ব্যক্তি হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা কখন পরের সন্তাপপ্রদ হইতে ইচ্ছা করেন না।

অন্তঃশুদ্ধি, বাহ্যশুদ্ধি, তপস্যা এবং শান্তি প্রভৃতি গুণসকল হরিসেবাভিলাষি পুরুষের নিকট স্বয়ং গিয়া উপস্থিত হয়॥

যে ভক্তি এক মাত্র মুখ্যাঙ্গ অথবা বহু অঙ্গ আশ্রয় করিয়াছেন, সেই ভক্তিই ভক্তগণের নিষ্ঠা দেখিয়া তাহাদিগকে সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন॥

এই স্থানে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন, যথা-

স্ববাসনানুসারেণ নিষ্ঠাতঃ সিদ্ধিকৃদ্ভবেৎ ॥ ১২৮ ॥

তত্রৈকাঙ্গা যথা গ্রন্থান্তরে।

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রি ভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতি র্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ।
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরা॥ ১২৯॥

অনেকাঙ্গা যথা নবমে।

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।

তদঙ্ঘ্রি ভজন ইত্যত্র তথাঙ্ঘ্রি ভজন ইত্যেবাত্র যুক্তং ॥ ১২৯ ॥
লিঙ্গানি প্রতিমাঃ। শ্রীমত্যা তুলস্যা য স্তস্যা পাদসরোজয়ো রর্পিতত্বাৎ

এক অঙ্গ সাধে কিবা সাধে বহু অঙ্গ। নিষ্ঠা হইলে বহে প্রেমের তরঙ্গ ॥ ১২৮ ॥

একঅঙ্গা ভক্তি যথা গ্রন্থান্তরে ॥

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণে মহারাজ পরীক্ষিৎ, শ্রীমদ্ভাগবত-কীর্ত্তনে শুকদেব, স্মরণে প্রহ্লাদ, চরণসেবনে লক্ষ্মী, অর্চ্চনে আদিরাজ পৃথু, বন্দনে অক্রূর, দাস্যবিষয়ে হনুমান্, সখ্যে অর্জ্জুন ও আত্মনিবেদনে অসুররাজ বলি, ইহাঁরা সকলে কৃতার্থ হইয়াছিলেন অর্থাৎ কেবল এক এক মুখ্য ভক্ত্যঙ্গের সেবা করিয়া ইহাঁদিগের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়াছিল ॥ ১২৯ ॥

অনেকাঙ্গা ভক্তি যথা নবম স্কন্ধে ৪ অ। ১৫। ১৬। ১৭ ॥

শুকদেব কহিলেন হে ভারত! মহারাজ অম্বরীশ শ্রীকৃষ্ণ

করৌ হরের্মন্দিরমার্জনাদিষু
শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে ॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমঃ।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে নতু কামকাম্যয়া

স্তয়ো। সৌরভবিশেষযোগঃ স্যাত্তস্মিন্নিত্যর্থঃ। ক্ষেত্রং শ্রীমথুরাদি, পদং তদালয়াদি, তদেতচ্চ সর্ব্বং তথা চকার যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ

চরণারবিন্দে মন অর্পণ করিয়াছিলেন, বৈকুণ্ঠগুণানু বর্ণনে বাক্য সকলকে নিয়োগ করিয়াছিলেন, হরিমন্দির মার্জনাদিতে করদ্বয়কে ব্যাপৃত রাখিয়াছিলেন এবং অচ্যুতের সৎকথা-শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয়কে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অপর নয়ন দ্বয়কে মকুন্দবিগ্রহ সকলের আলয় বিলোকনে, অঙ্গ সঙ্গকে ভগবদ্ভৃত্যজনের গাত্রসংস্পর্শে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে ভগবৎ-পাদপদ্মসংযুক্ত তুলসীর সৌরভ গ্রহণে, এবং রসনাকে ভগবানের প্রতি নিবেদিত অন্নাদি আস্বাদনে তৎপর করিয়াছিলেন। আর তাঁহার চরণদ্বয় ভগবৎক্ষেত্র স্থানে গমনে, এবং তাঁহার মস্তক কৃষ্ণপদাভিবন্দনে নিযুক্ত হইয়াছিল। অপিচ, তিনি কাম অর্থাৎ স্রক্ চন্দনাদি বিষয়ভোগকে

যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়ারতিঃ ॥ ইতি ॥
শাস্ত্রোক্তয়া প্রবলয়া তত্তন্মর্য্যাদয়ান্বিতা
বৈধী ভক্তিরিয়ং কৈশ্চিন্মর্য্যাদা মার্গ উচ্যতে ॥ ১৩০ ॥

অথ রাগানুগা।

বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুস্থতা যা সা রাগানুগোচ্যতে ॥
রাগানুগা বিবেকার্থমাদৌ রাগাত্মিকোচ্যতে ॥
ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।

স্যাত্তেষামভিরুচিঃ স্যাত্তথৈবেত্যর্থঃ ॥ ১৩০ ॥

ইষ্টে সানুকূল্যবিষয়ে স্বারসিকী স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতা তস্যা হেতুঃ প্রেমময়তৃষ্ণেত্যর্থঃ। সা রাগো ভবেৎ তদাধিক্যহেতুতয়া তদভে-

---

ভগবজ্জনাশ্রয়া রতি যে রূপে হয় সেই রূপ করিয়া ভগবদ্দাস্যে তৎপর করিয়াছিলেন, তাহাও কেবল ভগবৎপ্রসাদ স্বীকারার্থ হইয়াছিল, বিষয়েচ্ছায় হয় নাই ॥

শাস্ত্রোক্ত প্রবল মর্য্যাদা যুক্ত এই বৈধী ভক্তিকে কোন২ পণ্ডিতেরা মর্য্যাদা মার্গ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ১৩০ ॥

॥ * ॥ ইতি বৈধী ভক্তি মার্গ প্রকরণ ॥ * ॥

অথ রাগানুগা।

ব্রজবাসি জনাদিতে প্রকাশ্য রূপে বিরাজমানা যে ভক্তি তাহাকে রাগাত্মিকা ভক্তি কহে। এই রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা যে ভক্তি, তাহার নাম রাগানুগা ভক্তি ॥

এই রাগানুগা ভক্তির পরিজ্ঞানার্থ, প্রথমতঃ রাগাত্মিকা ভক্তি কথিত হইতেছে ॥

তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা ॥ ১৩১ ॥
সা কামরূপা সম্বন্ধরূপা চেতি ভবেদ্দ্বিধা ॥ ১৩২ ॥

তথাহি সপ্তমে ।

কামাদ্দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাদ্‌যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ ।

দোক্তি রায়ুরঘৃতমিতিবৎ। এবমুত্তরত্রাপি তন্ময়ী তদেকপ্রেরিতা। তৎ-প্রকৃতবচনে ময়ট্ ॥ ১৩২ ॥

কামেন রাগবিশেষরূপেণ তেন রূপ্যতে ক্রিয়ত ইতি তথা; সম্বন্ধেন তদ্ধেতুকেন রাগবিশেষেণ রূপ্যতে ক্রিয়ত ইতি তত্তৎপ্রেরিতেত্যর্থঃ। যদ্যপি কামরূপায়ামপি সম্বন্ধবিশেষোঽস্ত্যেব তথাপি পৃথগুপাদানং প্রাধান্য-বিবক্ষয়া সর্ব্বঃ সমায়াতি রাজা চেতি বৎ ॥ ১৩২ ॥

কামাদিতি। অত্র স্বরসত এবোৎপদ্যমানানাং কামাদীনাং বিধাতু-মশক্যত্বাৎ তন্ময়ীনাং কথমপি ন বৈধীত্বং। যচ্চ তস্মাদ্বৈরানুবন্ধেন নির্বৈরেণ ভয়েন বা। স্নেহাৎ কামেন বা যুঞ্জ্যাদিতি লিঙ্ প্রত্যয়ঃ শ্রূয়তে সোঽপি সম্ভাবনায়ামেব সম্ভবতি তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েনেতি তু অভ্যংমুজ্জামাত্রং যথাবথাবৎ তদ্গতিং তদ্রূপং গম্যং প্রাপ্তাঃ তদঘমিতি তেষাং

অভিলষিত বস্তুতে যে স্বাভাবিকী পরমআবিষ্টতা অর্থাৎ প্রেমময় তৃষ্ণা তাহার নাম রাগ, সেই রাগময়ী যে ভক্তি তাহাকে রাগাত্মিকা ভক্তি কহে ॥ ১৩১ ॥

সেই রাগাত্মিকা ভক্তি কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা ভেদে দুই প্রকার হয় ॥ ১৩২ ॥

সপ্তম স্কন্ধে ১ অ। ২৯ শ্লোকে যথা ॥

নারদ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন মহারাজ! বহু২ ব্যক্তি ভক্তি-অনুসারে কাম,দ্বেষ,ভয় অথবা স্নেহহেতু ভগবান্ পরমেশ্বরে

আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ॥ ১৩৩॥
কামাদ্গোপ্যো ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥ ইতি॥১৩৪॥
আনুকূল্য বিপর্য্যাসাদ্ভীতিদ্বেষৌ পরাহতৌ।
স্নেহস্য সখ্যবাচিত্বাদ্বৈধভক্ত্যনুবর্ত্তিতা॥

মধ্যে যদ্দ্বেষভয়য়োরেবং ভবতি তদপি তদাবেশপ্রভাবেণ হিত্বেত্যর্থঃ নতু কামেঽপীতি মন্তব্যং দ্বিষন্নপি হৃষিকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়া ইতি তস্য কামস্য দ্বেষাদিগণপাতিত্বামুল্লঙ্ঘ্য স্তুতত্বাৎ॥ ১৩৪॥

গোপ্য ইতি পূর্ব্বরাগাবস্থা স্তা জ্ঞেয়াঃ। এবং বৃষ্ণ্যাদয়োঽপি॥ ১৩৪॥

তদেবং বহ্বঙ্গত্বে প্রাপ্তে কামাদি দ্বয় মাত্রস্যোপাদানে কারণমাহ আনুকূল্যেতি দ্বাভ্যাং। শ্রীনারদেন তু অনয়ো র্ভীতিদ্বেষয়োরুপাদানং ভক্তৌ

মনঃসংযোগ করিয়া কামাদিনিমিত্ত কলুষ বিসর্জ্জন পুরঃসর তাঁহার গতি প্রাপ্ত হইয়াছে॥ ১৩৩॥

ইহার প্রমাণ এই, গোপীগণ কাম হেতু, কংস ভয় হেতু, শিশুপালাদি নরপতি দ্বেষ হেতু, যাদবগণ সম্বন্ধ হেতু, তোমরা স্নেহ হেতু, এবং আমরা ভক্তি হেতু তাঁহার গতি প্রাপ্ত হইয়াছি॥

তাৎপর্য্য। উল্লিখিত পদ্যে গোপীগণ ও যাদবগণের যে আবেশ বর্ণিত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বরাগজনিত জানিতে হইবে॥ ১৩৪॥

এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করার বহু২ অঙ্গ সত্ত্বে এখানে কাম ও সম্বন্ধমাত্র গ্রহণের কারণ এই যে অনুকূল্যের

কিম্বা প্রেমাভিধায়িত্বান্নোপযোগোঽত্র সাধনে।

কৈমুত্যোপপাদনায়ৈব। তদুক্তং। বৈরেণ যং নৃপতয়ঃ শিশুপাল শাল্ব-পৌণ্ড্রাদয়ো গতি বিলাস বিলোকনাদ্যৈঃ। ধ্যায়ন্ত আকৃতিধিয়ঃ শয়নাসনাদৌ তৎসাম্যমাপুরনুরক্তধিয়াং পুনঃ কিমিতি। তথাচ ব্যাখ্যাতং। সা ভক্তিঃ সপ্তমস্কন্ধে ভঙ্গ্যা দেবর্ষিণোদিতেতি এবমপি যত্তু, যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্ত্যা স্তন্ময়তামিয়াৎ। ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিরিত্যুক্তং। তদপি ভাবময়কামাদ্যপেক্ষয়া বিধিময়স্য চিত্তাবেশ হেতুত্বেঽত্যন্তন্যূনত্বমিতি ব্যঞ্জনার্থমেব। যেষু ভাবময়েষু নিন্দিতোঽপি বৈরানুবন্ধো বিধিময়ভক্তিযোগাচ্ছ্রেষ্ঠ ইতি। তন্ময়তা হ্যত্র তদাবিষ্টতা স্ত্রীময়ঃ কামুক ইতি বৎ। স্নেহস্যেতি। অয়মর্থঃ। পাণ্ডবানাং যঃ স্নেহঃ স সখ্যময় রাগাত্মিকায়ামেব পর্য্যবস্যতি তাদৃশব্যবহারশ্রবণাৎ। তথাপ্যৈশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রধানত্বাত্তেষাং বিধিমার্গং প্রধানত্বমেব স্যাদিতি শুদ্ধ রাগানুগায়াং নোপযোগঃ। যদিচ স্নেহশব্দেন প্রেমসামান্যমুচ্যেত তদা তদ্বিশেষানভিধানাৎ তত্তৎক্রিয়ানির্দ্ধারণাভাবেনানুকরণাসম্ভব ইত্যেবমত্র রাগানুগাখ্যে সাধনে তস্যোপজীব্যত্বাভাবেন নোপযোগো বিদ্যত ইতি। প্রেমবিশেষে তু বাচ্যে সম্বন্ধরূপায়ামেব পর্য্যবসানাৎ। পুনরুক্তত্বমিতি চ জ্ঞেয়ং। ভক্ত্যেতি পারিশেষ্য প্রামাণ্যেন বৈধস্যৈব পর্য্যবসানাৎ। বৈধী ভক্তিশ্চাস্য পূর্ব্বজন্মনি মহদুপাসনালক্ষণা। কামা-

---

অভাব হেতু ভয় এবং দ্বেষ পরিত্যক্ত হইয়াছে, আর স্নেহ-শব্দ যদি সখ্যবাচী হয় তাহা হইলে ইহা বৈধী ভক্তির মধ্যে পরিগণিত হইবে,সুতরাং রাগানুগাতে তাহার উপযোগিতা নাই, কিম্বা যদি স্নেহ এই শব্দটী প্রেমবাচক হয়, তাহা হইলে সাধনভক্তির মধ্যে তাহারও কোন উপযোগিতা নাই

ভক্ত্যা বয়মিতি ব্যক্তং বৈধী ভক্তিরুদীরিতা॥ ১৩৫॥
যদরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেকমিবোদিতং।

দ্বেষাদিতি পূর্ব্বপদ্যানুসারেণ পঞ্চতয়ত্বে প্রাপ্তেঽপ্যত্র ষট্‌তয়ত্বেন ব্যাখ্যা শ্রীস্বাম্যনুরোধেনৈব। বস্তুতস্তু সম্বন্ধাদয়ঃ স্নেহস্তস্মাদ্‌ দ্বয়ো যুগ্মক্তৈত্যেকমিতি বোপদেবানুসারেণ জ্ঞেয়ং। উভয়ত্র সম্বন্ধস্নেহয়োরবিশেষাৎ। এবমেব, কতমোঽপি ন বেণঃ স্যাৎ পঞ্চানাং পুরুষং প্রতীতি সুষ্ঠু সঙ্গচ্ছেত। পুরুষং ভগবন্তং প্রতীত্যস্মিন্নেবার্থে সার্থকতা স্যাদিতি॥ ১৩৫॥

তত্র তদ্‌গতিং গতা ইত্যুক্তৌ সন্দেহান্তরং নিরস্যতি যদরীণামিতি। প্রিয়াণাং শ্রীগোপীবৃষ্ণ্যাদীনাং অনয়োঃ কিরণার্কোপমানে ব্রহ্মসংহিতা যথা। যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি কোটিষশেষ বসুধাদি বিভূতি ভিন্নং। তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামীতি। শ্রীভগবদ্‌গীতাশ্চ ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিতি। (প্রতিষ্ঠা-আশ্রয়ঃ)। তথৈব স্বামিটীকাচ দৃষ্টা তচ্চ মুক্তং একস্যাপি তস্যাধিকারিবিশেষং প্রাপ্য সবিশেষাকার ভগবত্ত্বেনোদয়াদ্‌ ঘনত্বং নির্ব্বিশেষাকারব্রহ্মত্বেনোদয়াদ্‌ ঘনত্বমিতি, প্রভাস্থানীয়ত্বাৎ

আমরা ভক্তি নিমিত্ত প্রাপ্ত হইয়াছি, এস্থলে ভক্তি-শব্দে বৈধী ভক্তিই বলিতে হইবে, ইহা রাগানুরাগা বলিয়া পরিগৃহীত হইবে না॥ ১৩৫॥

বহু২ ব্যক্তি সেই গতি লাভ করিয়াছে এই সন্দেহান্তর উপস্থিত হওয়ায় গ্রন্থকর্ত্তা ঐ সন্দেহনিরাসপূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মে এবং শ্রীকৃষ্ণে পরস্পর ঐক্য প্রযুক্ত শত্রুগণ ও প্রিয়বর্গের যে এক প্রাপ্য কথিত হইয়াছে তাহার প্রভেদ এই যে, সূর্য্য এবং সূর্য্যের কিরণ॥

তদ্ব্রহ্মকৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমাজুষোঃ ॥ ১৩৬ ॥
ব্রহ্মণ্যেব লয়ং যান্তি প্রায়েণ রিপবো হরেঃ।
কেচিৎ প্রাপ্যাপি সারূপ্যাভাসং মজ্জন্তি তৎসুখে ॥ ১৩৭॥

তথাচ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে।

সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।

প্রভা ইতি জ্ঞেয়ং। অতএবাত্মারামাণামপি ভগবদ্গুণেনাকর্ষণমুপপদ্যতে। বিশেষজিজ্ঞাসা চেৎ শ্রীভগবৎসন্দর্ভো দৃশ্যঃ ॥ ১৩৬ ॥

অরীণাং ব্রহ্মগতিমেব বিবৃণোতি ব্রহ্মণ্যেবেতি ॥ ১৩৭ ॥

তত্র পূর্ব্বস্য প্রমাণং নিভৃতমরুদিত্যাদ্যর্দ্ধং বক্ষ্যত ইত্যন্তিপ্রায়েণোত্তরস্যাহ

তাৎপর্য্য, সূর্য্য ও কিরণ বস্তুতঃ দুই এক পদার্থ হইলেও ইহাতে যেমন পরস্পর অঙ্গাঙ্গী ভেদ লক্ষিত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণে ও ব্রহ্মে প্রভেদ জানিবা, শত্রুগণ কিরণস্থানীয় ব্রহ্মে গতি প্রাপ্ত হয়, আর প্রিয়বর্গ সূর্য্যস্থানীয় শ্রীকৃষ্ণে গতি লাভ করেন ॥ ১৩৬ ॥

অরিগণের ব্রহ্মেতেই গতি হয়, গ্রন্থকার এই বিষয় বিস্তার করিতেছেন। ভগবান্ হরির রিপুবর্গ প্রায়ই ব্রহ্মেতে লয় প্রাপ্ত হয়, তন্মধ্যে কেহ কেহ সারূপ্যাভাস লাভ করিয়াও সেই সুখেই অর্থাৎ ব্রহ্মসুখে নিমগ্ন হইয়া থাকে ॥ ১৩৭ ॥

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেও বলিয়াছেন ॥

সিদ্ধগণ ও ভগবান্ হরিকর্ত্তৃক নিহত দৈত্যগণ ব্রহ্ম সুখে নিমগ্ন হইয়া যে সিদ্ধলোকে বাস করিতেছেন, সেই

সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতা ইতি॥ ১৩৮॥
রাগবন্ধেন কেনাপি তং ভজন্তো ব্রজন্ত্যমী।
অঙ্ঘ্রিপদ্মসুধাঃ প্রেমরূপা স্তস্য প্রিয়া জনাঃ॥ ১৩৯॥

তথাহি শ্রীদশমে।

নিভৃতমরুন্মনোক্ষদৃঢ়যোগযুজো
হৃদি যন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।

তথা চেতি। তমসঃ প্রকৃতেঃ॥ ১৩৮॥

তত্র প্রিয়াণাং বিশেষমাহ রাগবন্ধেনেতি॥ ১৩৯॥

তত্র ব্রহ্মণ্যেবেতি পদ্যার্দ্ধেন রাগবন্ধেনেতি পদ্যেন চ দশমস্থ শ্রুতি-বাক্যং তুলয়তি তথাহীতি। তত্র নিভৃতেতি প্রতিযুগান্তস্থস্যাপি শব্দস্য দ্বয়েন যুগ্মদ্বয়ং পৃথগবগম্যতে। ততশ্চ হৃদি যদ্ব্রহ্মাখ্যং তত্বং মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি স্মরণাদ্যযুঃ। স্ত্রিয়ঃ শ্রীগোপসুন্দর্য্যঃ তাসামেব তথা প্রসিদ্ধেঃ। তা অঙ্ঘ্রিসরোজসুধা স্তৎপ্রেমময়মাধুর্য্যাণি বযুর্বয়মপি সমদৃশস্তাভিঃ সমভাবাঃ

সিদ্ধলোক মায়ার পরপারে অবস্থিত॥ ১৩৮॥

ভগবৎ প্রিয়ব্যক্তিগণের বিশেষ গতি লাভ হয়, গ্রন্থকার এই বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক কহিতেছেন। ভগবানের প্রিয় জন সকল কোন অনির্ব্বচনীয় অনুরাগ বশতঃ তাঁহাকে ভজন করিয়া প্রেমস্বরূপ তাঁহার চরণপদ্মের সুধা লাভ করিয়া থাকেন॥ ১৩৯॥

দশমস্কন্ধে ৮৭ অ। ১৯ শ্লোকে॥

শ্রুতি সকল কহিলেন হে ভগবন্! প্রাণ মন ও ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক সুদৃঢ় যোগ যুক্ত মুনিগণ আপনার যে তত্ত্ব হৃদয়ে উপাসনা করেন, শত্রুগণ অনিষ্ট চেষ্টায় আপনার

স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ ॥ ১৪০ ॥

তত্র কামরূপা ॥ ১৪১ ॥

সত্যঃ সমা স্তাভি স্তল্যতাং প্রাপ্তা বৃহাস্তরেণ গোপ্যো ভূত্বা তবাঙ্ঘ্রিসরোজ-সুধাঃ যস্মিমেত্যর্থঃ। অর্থ বিশেষ স্তস্য দশমটিপ্পন্যাং বৈষ্ণবতোষণীনাম্যাং দৃশ্যঃ। তথাচ বৃহদ্বামনপুরাণে শ্রুতিভিঃপ্রার্থ্য গোপিকাত্বং প্রাপ্তমিতি প্রসিদ্ধেঃ। কারিকায়াং ভক্তস্ত ইত্যাদিনা জনসামান্যনির্দ্দেশস্ত এতদুপলক্ষণ-তয়া কৃতঃ। তদেবং স্ত্রিয় ইত্যনেন বক্ষ্যমাণা কামরূপা, বয়মিত্যনেন কামানুগাচ উট্টঙ্কিতা। তদেতদনুসারেণ বৃষ্ণ্যাদীনামপি তৎপ্রাপ্তি-বিশেষো জ্ঞেয়ঃ ॥ ১৪০ ॥

তত্র কামরূপেতি। কামোঽত্র স্বেষ্টবিষয়রাগাত্মকপ্রেমবিশেষত্বেনাগ্রে নিরূপণীয়ঃ ॥ ১৪১ ॥

স্বরূপ স্মরণ করিয়াও তাহাই প্রাপ্ত হয়, অপরিচ্ছিন্ন যে আপনি আপনাকে পরিছন্ন রূপে দর্শন পূর্ব্বক সর্পেন্দ্র দেহ সদৃশ আপনার ভুজদণ্ডে সংসক্তচেতা কামাত্মা স্ত্রী গণও তাহা প্রাপ্ত হয় এবং শ্রুত্যভিমানিনী দেবতা রূপ আমারা তৎসদৃশ হইয়াও আপনার পাদপদ্ম সুখে ধারণ করত তাহাই প্রাপ্ত হই ॥ ১৪০ ॥

তন্মধ্যে কামরূপা যথা ॥

তাৎপর্য্য। এস্থানে কাম শব্দ আপনার অভীষ্ট বিষয়ক রাগময় প্রেম বিশেষ ॥ ১৪১ ॥

সা কামরূপা সম্ভোগতৃষ্ণাং যা নয়তি স্বতাং।
যদস্যাং কৃষ্ণসৌখ্যার্থমেব কেবলমুদ্যমঃ ॥ ১৪২ ॥
ইয়ন্তু ব্রজদেবীষু সুপ্রসিদ্ধা বিরাজতে।
আসাং প্রেমবিশেষোঽয়ং প্রাপ্তঃ কামপি মাধুরীং।
তত্তৎক্রীড়ানিদানত্বাৎ কাম ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥

তথাচ তন্ত্রে।

তদেবাহ সেতি সা প্রসিদ্ধা প্রেমরূপৈবাত্র কামরূপা নত্বন্যেত্যর্থঃ। যা সম্ভোগতৃষ্ণাং প্রসিদ্ধং কামমপি স্বস্বরূপতাং নয়তি। তত্র প্রেমরূপত্বে হেতুঃ যদস্যাং কৃষ্ণসৌখ্যার্থমেব কেবলমুদ্যম ইতি ॥ ১৪২ ॥

তদেব দর্শয়তি ইয়ং ত্বিতি। সুপ্রসিদ্ধত্বঞ্চ যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনে-ষ্বিত্যাদি তদ্বাক্যদর্শনাৎ। নম্বত্র কামরূপাশব্দেন কামাত্মিকৈবোচ্যতে সাচ ক্রিয়ৈব নতু ভাবঃ। ততস্তস্যা তৃষ্ণায়াঃ স্বরূপতানয়নে সামর্থ্যং নস্যাৎ। উচ্য-তে। ক্রিয়াপীয়ং মানসক্রিয়ারূপেণ স্বাংশেন তত্র সমর্থা স্যাৎ সাচ মত্তোঽস্য সুখং স্যাদিতি ভাবনারূপেতি জ্ঞেয়ং। এবমেবচ স্বতানয়নং সিদ্ধ্যতি ॥ ১৪৩ ॥

যে ভক্তি সম্ভোগতৃষ্ণাকে প্রেমময় রূপে পরিণত করে, তাহার নাম কামরূপা ভক্তি, যেহেতু এই কাম রূপা ভক্তিতে কেবল কৃষ্ণসুখের নিমিত্ত উদ্যম দেখা যায় ॥ ১৪২ ॥

এই সুপ্রসিদ্ধা কামরূপা ভক্তি কেবল ব্রজদেবীতেই বিরাজমান, ইহাদিগের এই বিশিষ্ট প্রেম কোন এক অনির্ব্বচ-নীয় মাধুরী প্রাপ্ত হইয়া সেই সেই ক্রীড়ার কারণ হয় বলিয়া পণ্ডিতেরা এই প্রেম বিশেষকে কাম শব্দে উল্লেখ করিয়া থাকেন ॥

তন্ত্রেও বলিয়াছেন ॥

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথামিতি ॥১৪৩॥
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥ ১৪৪ ॥
কামপ্রায়া রতিঃ কিন্তু কুব্জায়ামেব সম্মতা ॥ ১৪৫ ॥

সম্বন্ধরূপা ॥

সম্বন্ধরূপা গোবিন্দে পিতৃত্বাদ্যভিমানিতা।

এতাঃ পরং তনুভৃতঃ ইত্যনুস্মৃত্য তত্র হেতুমাহ ইতীতি। ইত্যেতং এতাদৃশেন কান্তত্বাভিমানরূপেণ ভাবেনোপলক্ষিতো যঃ প্রেমাতিশয় স্তমেবেতি জ্ঞেয়ং তাদৃশেন বিশিষ্টং তমিতি তু ন জ্ঞেয়ং। মুমুক্ষু মুক্ত ভক্তানামৈকমত্যে ভাবভেদব্যবস্থানুপপত্তেঃ। তাদৃশপ্রেমাতিশয়প্রাপকঃ তদ্ভাবং বিনৈব হি তৎপ্রেমাতিশয়ং বাঞ্ছন্তীত্যেবোক্ত্যা তৎপ্রাপ্তি নাভিমতেতি ॥ ১৪৪ ॥

কামপ্রায়েতি যদ্যপি সুজাতেত্যাদি শুদ্ধপ্রেমরীত্যদর্শনাৎ। প্রত্যুত উত্তরীয়ান্তমাকৃষ্যেত্যাদি কামরীতিমাত্রদর্শনাৎ তথাপি রতিস্তদুপাধিতয়াংশেন জ্ঞেয়া ॥ ১৪৫ ॥

পিতৃত্বাদ্যভিমানিতেতি তৎপ্রভবরাগপ্রেরিতেত্যর্থঃ। সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয় ইতি। অত্র

গোপরামাদিগের প্রেমই কাম বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ১৪৩ ॥

এই কারণে উদ্ধবাদি ভগবানের প্রিয় ভক্তগণ গোপীদিগের এই প্রেম বিশেষ প্রার্থনা করিয়াছেন ॥ ১৪৪ ॥

কিন্তু ব্রজসুন্দরীদিগের ন্যায় বিশুদ্ধ প্রেমের অভাব নিমিত্ত, কুব্জাদিতে যে রতি দেখা যায় পণ্ডিতগণ তাহাকে কামপ্রায়া রতি বলিয়া সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ১৪৫ ॥

অথ সম্বন্ধ রূপা ॥

গোবিন্দে পিতৃত্বাদি অভিমানই অর্থাৎ আমি শ্রীকৃষ্ণের

অত্রোপলক্ষণতয়া বৃষ্ণীনাং বল্লবা মতাঃ॥
যদৈশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্যত্বাদেষাং রাগে প্রধানতা ॥ ১৪৬ ॥
কামসম্বন্ধরূপে তে প্রেমমাত্রস্বরূপিকে।

বৃষ্ণীনামুপলক্ষণতয়া যে বল্লবা প্রাপ্তা স্ত এব অজহল্লক্ষণয়া মতাঃ। অ ই কুপ্বাঙ্ নুম্ ব্যবায়েঽপীতি সূত্রে যথা নুম্ উপলক্ষণত্বেনানুস্বারমাত্রঃ গৃহ্যতে তদ্বদিতি ভাবঃ। তত্র হেতুমাহ যদিতি। এষাং বল্লবানাং॥ ১৪৬॥

প্রেমমাত্রং স্বরূপং কারণং যয়োঃ নিত্যসিদ্ধাঃ শ্রীব্রজেশ্বরাদয় এব আশ্রয়া মূলস্থানানি যয়োস্তয়োর্ভাব স্তত্তা তয়া হেতুনা। অত্র সাধনপ্রকরণে ন সম্যগ্বিচারিতে কিন্তু তৎপ্রকরণ এব বিচারয়িষ্যেতে ইত্যর্থঃ। তত্তদ্ভাবাদি মাধুর্য্যে শ্রীভাগবতাদিসিদ্ধনির্দ্দেশশাস্ত্রেষু শ্রুতেঃ শ্রবণদ্বারা যৎ কিঞ্চিদনুভূতে সতি যচ্ছাস্ত্রং বিধিবাক্যং নাপেক্ষতে যুক্তিঞ্চ কিন্তু প্রবর্ত্তত-

পিতা, আমি কৃষ্ণের মাতা, ইত্যাদি মননই সম্বন্ধরূপা ভক্তি। বৃষ্ণিগণ সম্বন্ধ মাত্রে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছেন এই উক্তি প্রযুক্ত এখানে বৃষ্ণি শব্দ উপলক্ষণ মাত্র, এতদ্দ্বারা গোপগণকেও গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ ঈশ্বরত্ব জ্ঞান-শূন্য হেতু গোপগণেরও রাগাত্মিকা ভক্তিতে অধিকার আছে॥ ১৪৬॥

প্রেমমাত্রস্বরূপ কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা ভক্তি দ্বয় নিত্যসিদ্ধ নন্দ যশোদাদিকে আশ্রয় করিয়াছে বলিয়া এই সাধনভক্তি-প্রকরণে তাহাদের বিচারের কোন আবশ্যক নাই॥

রাগাত্মিকা ভক্তি দুই প্রকার অর্থাৎ কাম রূপা ও সম্বন্ধ-

নিত্যসিদ্ধাশ্রয়তয়া নাত্র সম্যগ্ বিচারিতে ॥
রাগাত্মিকায়া দ্বৈবিধ্যাদ্দ্বিধা রাগানুগা চ সা।
কামানুগা চ সম্বন্ধানুগা চেতি নিগদ্যতে ॥

তত্রাধিকারী।

রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠা যে ব্রজবাসিজনাদয়ঃ।
তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধো ভবেদত্রাধিকারবান্ ॥ ১৪৭ ॥
তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধী র্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণং ॥ ১৪৮ ॥
বৈধভক্ত্যধিকারী তু ভাবাবির্ভবনাবধিঃ।

এবেত্যর্থঃ। তদেবং লোভোৎপত্তে র্লক্ষণমিতি ॥ ১৪৭ ॥ ১৪৮ ॥

রূপা, এই কারণে রাগানুগা ভক্তিও দুই প্রকার, যথা কামানুগা ও সম্বন্ধানুগা ॥

এই রাগানুগা ভক্তির অধিকারী যথা—

কেবল রাগানুগা-ভক্তিনিষ্ঠ যে সকল ব্রজবাসি জন, তাঁহাদিগের ভাব প্রাপ্তির নিমিত্ত যাঁহাদের চিত্ত লুব্ধ, তাঁহারাই এই রাগানুগা ভক্তিতে অধিকারী ॥ ১৪৭ ॥

শাস্ত্র ও যুক্তিকে অপেক্ষা না করিয়া কেবল নন্দ যশোদাদির ভাব ও মাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া বুদ্ধি বৃত্তি যাহার অপেক্ষা করে, অর্থাৎ তত্তৎভাব কবে প্রাপ্ত হইব? এই বলিয়া উৎসুক হয়, পণ্ডিত গণ তাহাকেই লোভোৎপত্তির লক্ষণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ১৪৮ ॥

যে পর্য্যন্ত ভাবের আবির্ভাব না হয়, সেই পর্য্যন্ত বৈধী-

অত্র শাস্ত্রং তথা তর্কমনুকূলমপেক্ষতে ॥ ১৪৯ ॥

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতং।

তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা ॥ ১৫০ ॥

নন্ রাগানুগাধিকারিণো রাগাত্মিকানুগামিত্বাৎ, নিরবধিরেব তাদৃশী ভক্তিঃ বৈধভক্ত্যধিকারিণস্তু কিমবধি বৈধী ভক্তি স্তত্রাহ বৈধভক্তীতি। ভাবো রতিঃ। তদুক্তং শ্রীভগবতা। ন মষ্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা-গুণা ইতি ॥ ১৪৯ ॥

অথ রাগানুগায়াঃ পরিপাটীমাহ কৃষ্ণমিত্যাদিনা। সামর্থ্যে সতি ব্রজে শ্রীমন্নন্দব্রজরাজাবাসস্থানে শ্রীবৃন্দাবনাদৌ শরীরেণ বাসং কুর্য্যাৎ তদভাবে মনসাপীত্যর্থঃ ॥ ১৫০ ॥

ভক্তিতে অধিকারী হয়। এই বৈধী ভক্তিতে যাঁহারা অধি-কারী তাঁহাদের শাস্ত্র ও অনুকূল তর্কের অপেক্ষা করা উচিত ॥

তাৎপর্য্য। বৈধী ভক্তি ও রাগানুগা ভক্তির প্রভেদ এই যে, শাস্ত্রের বিধি অনুসারে যে ভজন, তাহার নাম বৈধী ভক্তি। আর লোকপ্রযুক্ত বিধি মার্গে যে ভজন তাহার নাম রাগানুগা ভক্তি ॥ ১৪৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে এবং স্বীয় বাঞ্ছিত তাঁহার প্রিয়তম ভক্তজনকে স্মরণ করত তত্তৎ কথায় অনুরক্ত হইয়া সর্ব্বদা ব্রজেতেই বাস করিবে ॥

তাৎপর্য্য। সমর্থ হইলে শরীর দ্বারা ব্রজ ভূমিতে বাস করিবে, আর যদি সমর্থ না হয়, তবে কেবল মনোমধ্যে ব্রজ ভূমিতে বাসের অভিলাষ করিবে ॥ ১৫০ ॥

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥ ১৫১ ॥
শ্রবণোৎকীর্ত্তনাদীনি বৈধভক্ত্যুদিতানি তু।
যান্যঙ্গানি চ তান্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ ॥ ১৫২ ॥

সাধক রূপেণ যথাবস্থিতদেহেন। সিদ্ধরূপেণ অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্টতৎসেবোপ-যোগিদেহেন। তস্য ব্রজস্থস্য নিজাভীষ্টস্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠস্য যো ভাবো রতিবিশেষ স্তল্লিপ্সুনা। ব্রজলোকাস্তত্র কৃষ্ণপ্রেষ্ঠজনা স্তদনুগতাশ্চ তদনুসারতঃ ॥ ১৫১ ॥

বৈধভক্ত্যুদিতানি স্বস্বযোগ্যানীতি জ্ঞেয়ং ॥ ১৫২ ॥

সাধক রূপে অর্থাৎ যথাবস্থিত দেহ দ্বারা এবং সিদ্ধ রূপে অর্থাৎ অন্তশ্চিন্তিত অভিমত তৎসেবোপযোগি দেহ দ্বারা ব্রজস্থিত নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রিয় বর্গের ভাব লিপ্সু হইয়া তাঁহাদের অনুসরণ পূর্ব্বক সেবায় প্রবৃত্ত হইবে ॥

এই স্থলে, সিদ্ধপ্রণালী অনুসারে, যিনি যে সখীর অনুগামী, তিনি তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক কৃষ্ণসেবায় প্রবৃত্ত হইবেন ॥১৫১ ॥

বৈধী ভক্তিতে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি যে সকল ভক্ত্যঙ্গ কথিত হইয়াছে, পণ্ডিতগণ এই রাগানুগা ভক্তিতেও সেই সেই অঙ্গের উপযোগিতা কহিয়াছেন ॥

তাৎপর্য্য। বৈধী ভক্তিতে যে সকল ভক্ত্যঙ্গ বলা হইয়াছে ইহার অর্থ এই, যাহার যে অঙ্গে অধিকার তিনি সেই সেই অঙ্গ যাজন করিবেন ॥ ১৫২ ॥

তত্র কামানুগা॥

কামানুগা ভবেত্তৃষ্ণা কামরূপানুগামিনী॥
সম্ভোগেচ্ছাময়ী তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মেতি সা দ্বিধা॥ ১৫৩॥
কেলিতাৎপর্য্যবত্যেব সম্ভোগেচ্ছাময়ী ভবেৎ।
তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা তাসাং ভাবমাধুর্য্যকামিতা॥ ১৫৪॥

কামরূপানুগামিনী তৃষ্ণা তদাত্মিকা ভক্তিঃ কামানুগা ভবেৎ। সম্ভোগেচ্ছাময়ী কামপ্রায়ানুগা জ্ঞেয়া। তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মেতি তস্যা স্তস্যা নিজনিজাভীষ্টায়া ব্রজদেব্যা যো ভাব স্তদ্বিশেষস্তত্র যা ইচ্ছা সৈবাত্মা প্রবর্ত্তিকা যস্যাঃ সেতি মুখ্যকামানুগা জ্ঞেয়া। তথাচ দর্শিতং। স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগেত্যাদি॥ ১৫৩॥

সম্ভোগোঽত্র সংযোগঃ * কেলিরপি স এব ভাবমাধুর্য্যস্য কামিতা যস্যাং সা॥ ১৫৪॥

অথ কামানুগা॥

কামরূপা ভক্তির অনুগামিনী যে তৃষ্ণা তাহার নাম কামানুগা ভক্তি। ইহা সম্ভোগেচ্ছাময়ী এবং তত্তদ্ভাবেচ্ছাময়ী-ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে নিজ২ অভীষ্ট ব্রজদেবীদিগের ভাববিষয়িণী ইচ্ছা যে রাগানুগা ভক্তির প্রবর্ত্তিকা তাহাকেই মুখ্য কামানুগা ভক্তি বলা যায়॥ ১৫৩॥

এস্থলে কেলি অর্থাৎ ক্রীড়া মাত্রেতেই সম্ভোগ শব্দের তাৎপর্য্য, অতএব কেলিবিষয়ক তাৎপর্য্যবতী যে ভক্তি তাহার নাম সম্ভোগেচ্ছাময়ী। আর স্বস্বযুথেশ্বরীদিগের ভাবমাধুর্য্য কামনাকেই তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা কহে॥ ১৫৪॥

---

* সংপ্রয়োগ ইতি পাঠান্তরং।

শ্রীমূর্ত্তের্ম্মাধুরীং প্রেক্ষ্য তত্তল্লীলাং নিশম্য বা।
তদ্ভাবাকাঙ্ক্ষিণো যে স্যু স্তেষু সাধনতানয়োঃ॥
পুরাণে শ্রূয়তে পাদ্মে পুংসামপি ভবেদিয়ং॥ ১৫৫॥

যথা।

পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।

শ্রীমূর্ত্তেঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রতিমায়াঃ। মাধুরীং তৎপ্রেয়সীভিরপি প্রতিমা-রূপাভিঃ সহ লীলাদিমাধুর্য্যবিশেষং প্রেক্ষ্য তস্মাত্তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ইতি কেবলং শ্রবণং যৎ পূর্ব্বমুক্তং তস্ত তু তস্যাঃ প্রেক্ষণেঽপি তস্য শ্রবণস্য সাহায্যমবশ্যং মৃগ্যত ইত্যভিপ্রেতং যদ্বিনা মূলতত্তদ্রূপলীলাদ্যস্ফূর্ত্তেঃ। তত্তল্লীলাশ্রবণন্তু তত্তৎপ্রেক্ষণং বিনাপি কার্য্যকরমিত্যাহ তদিতি। অনয়োর্দ্বিবিধকামানুগয়োঃ তেষু সাধনতা। অতএব তয়োরধিকারিণ-ইত্যর্থঃ॥ ১৫৫॥

শ্রীমূর্ত্তি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রতিমার মাধুর্য্য সন্দর্শন করিয়া অর্থাৎ প্রেয়সীবর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে সকল লীলা তদ্বিষয়িণী কথা শ্রবণ করিয়া, যাঁহারা সেই ভাবাকাঙ্ক্ষী হয়, তাঁহারাই এই দ্বিবিধ কামানুগা ভক্তিতে অধিকারী, এই নিমিত্ত পদ্মপুরাণে লিখিয়াছেন যে, পুরুষদিগেরও এই কামানুগা ভক্তি হইয়া থাকে॥ ১৫৫॥

যথা পদ্মপুরাণে॥

পূর্ব্ব কালে দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণ শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তির মাধুর্য্য সন্দর্শন করিয়া তদপেক্ষা অধিকতর লাবণ্যময় শ্রীকৃষ্ণকে সম্ভোগ করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন। অনন্তর

দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহং ॥
তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে।

পুরেতি। মহর্ষয়োঽত্র শ্রীগোকুলস্থশ্রীকৃষ্ণপ্রেয়স্যানুগতবাসনাঃ তএব সর্ব্ব-ইত্যর্থঃ। তে চ রামং দৃষ্ট্বা ততোঽপি সুন্দরবিগ্রহং হরিং শ্রীকৃষ্ণং ভাব্যবতারমপি তৎপ্রতিপাদকশাস্ত্রে বিস্বৎপ্রসিদ্ধং। গোকুলে প্রেয়স্যো ভূত্বা উপভোক্তুমৈচ্ছন্ মনসা বরং বৃণুতে স্ম। তে চ সর্ব্বে কল্পবৃক্ষাদিব তস্মাদবচনেনৈব বরং লব্ধ্বা দেশান্তরগোপীনাং গর্ব্ভে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সর্ব্বত্র গোকুলনাম্নাতিবিখ্যাতে শ্রীনন্দগোকুলে কথঞ্চিত্তাভ্য এবাগতাভ্যঃ সম্যগুৎপন্না হরিং ততোঽপি মনোহরং শ্রীকৃষ্ণমেব কামেন সঙ্কল্পমাত্রেণ

তাঁহারা স্ত্রীত্ব লাভ করত গোকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া কাম-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া ভবার্ণব হইতে নির্মুক্ত হয়েন ॥

তাৎপর্য্য। দণ্ডকারণ্যবাসি মহর্ষিদিগের এস্থলে গোকুলস্থ শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীদিগের অনুগত বাসনা। যৎকালীন শ্রীরামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে বাস করেন সেই সময় তত্রস্থ মহর্ষি-গণ শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া ইহা অপেক্ষা অধিকতর সুবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ এই নিশ্চয় করিলেন। পরে শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে মনে মনে এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, যে কোন রূপে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ উপভোগ করিতে পারি, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র এবিষয়ে কোন স্পষ্টাক্ষরে বর নাদিলেও কল্পবৃক্ষতুল্য শ্রীরামচন্দ্রের অবচনেই * বর জ্ঞান করিয়া দেশান্তরে স্ত্রীত্ব লাভ পুরঃসর গোপীগর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, তদনন্তর বিবাহ নিবন্ধন গোকুলে সমাগত হইয়া সংকল্প-

* যে হেতু মৌন সম্মতির লক্ষণ।

হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাদিতি ॥১৫৬॥
রিরংসাং সুষ্ঠু কুর্ব্বন্ যো বিধিমার্গেণ সেবতে ।
কেবলেনৈব স তদা মহিষীত্বমিয়াৎ পুরে ॥ ১৫৭ ॥

সংপ্রাপ্য ততস্তদনন্তরমেব মুক্তা ভবার্ণবাদিতি। অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদিত্যাদি রীত্যা জ্ঞেয়ং ॥ ১৫৬ ॥

য ইতি পুংলিঙ্গত্বেন নির্দ্দেশো জনমাত্রবিবক্ষয়া স্ত্রী বা পুমান্ বেত্যর্থঃ। রিরংসাং কুর্ব্বন্নিতি নতু শ্রী ব্রজদেবীভাবেচ্ছাং কুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ, কিন্তু সুষ্ঠ্বিতি মহিষীবদ্ভাবস্পৃষ্টতয়া কুর্ব্বন্ নতু সৈরিন্ধ্রীবত্তদস্পৃষ্টতয়েত্যর্থঃ- বিধিমার্গেণেতি বল্লবীকান্তত্বধ্যানময়েন মন্ত্রাদিনাপি কিমুত মহিষীকান্তত্বধ্যানময়েত্যর্থঃ। কেবলেনেতি ব্রজাদিসম্বন্ধলিপ্সাগ্রহং বিনেত্যর্থঃ। মহিষীত্বং তদ্বর্গানুগামিত্বমিয়াদিতি। শ্রীবদ্দশাক্ষরাদাবপ্যাবরণপূজায়াং তন্মহিষীষ্বেব তস্য অত্যাদরাদিতি ভাবঃ। তদেকৈ কদাচিৎ বিলম্বেনৈব নতু রাগানুগাবচ্ছেদেনেত্যর্থঃ ॥ ১৫৭ ॥

মাত্র শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিলেন, তাহার পর তাঁহারা ভবার্ণব হইতে মুক্ত হয়েন ॥

ইহার প্রমাণ রাসলীলার ১ প্রথমাধ্যায়ে "অন্তর্গৃহ গতাঃ কাশ্চিৎ" ইত্যাদি শ্লোকে জানিতে হইবে ॥ ১৫৬ ॥

যিনি সুষ্ঠু রমণাভিলাষী হইয়া কেবল বিধি মার্গানুসারে সেবা করেন, তিনি দ্বারকাতে মহিষীত্ব প্রাপ্ত হয়েন ॥

তাৎপর্য্য। শ্লোকে "যঃ" এই পুংলিঙ্গ নির্দ্দেশ হেতু স্ত্রী হউন, বা পুরুষই হউন, উভয়েরই গ্রহণ জানিতে হইবেক। কেবল রমণেচ্ছা করে কিন্তু ব্রজদেবীর ভাব গ্রহণ করিতে

তথাচ মহাকৌর্ম্মে।

অগ্নিপুত্রা মহাত্মান স্তপসা স্ত্রীত্বমাপিরে।
ভর্ত্তারঞ্চ জগদ্‌যোনিং বাসুদেবমজং বিভুং॥ ইতি॥ ১৫৮॥

অথ সম্বন্ধানুগা।

সা সম্বন্ধানুগা ভক্তিঃ প্রোচ্যতে সদ্ভিরাত্মনি।
যা পিতৃত্বাদিসম্বন্ধমননারোপণাত্মিকা॥ ১৫৯॥

তপসা বিধিমার্গেণ অত্র বিধিমার্গোপলক্ষণত্বেন বাসনাদিভেদোঽপি জ্ঞেয়ঃ॥ ১৫৮॥

পিতৃত্বাদিসম্বন্ধস্য যন্মননং বিশেষচিন্তনং পুনস্তস্যারোপণং স্বস্মিন্নভি-মননং তদাত্মিকেত্যর্থঃ॥ ১৫৯॥

ইচ্ছা করে না। "সুষ্ঠু" এই শব্দ প্রয়োগ হেতু স্পষ্ট রূপে মহিষীতুল্য ভাবের গ্রহণ, সৈরিন্ধ্রীবৎ ভাব গ্রহণীয় নয়। বিধিমার্গে গোপীকান্তত্ব ধ্যানময় মন্ত্রাদি দ্বারা উপাসনা করিলেও শ্রীনন্দনন্দনকে প্রাপ্ত হইবেক না। রুক্মিণীকান্ত-ধ্যানের কথা ত দূরে পরাহত। অতএব শ্রীনন্দাত্মজকে প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করিলে স্ব স্ব যূথেশ্বরীর অনুগামী হইয়া ভজনা করিলেই প্রাপ্ত হইবেন, তদ্ব্যতিরেকে কোন মতেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবেন না॥ ১৫৭॥

মহা কূর্ম্মপুরাণেও বলিয়াছেন॥

মহাত্মা অগ্নিপুত্র গণও বিধিমার্গানুসাধিণী সেবা দ্বারা স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া, সেই বিভু, অজও জগদ্যোনি, বাসুদেবকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥ ১৫৯॥

লুব্ধৈর্বাৎসল্যসখ্যাদৌ ভক্তিঃ কার্য্যাত্র সাধকৈঃ।
ব্রজেন্দ্রসুবলাদীনাং ভাবচেষ্টিতমুদ্রয়া॥ ১৬০॥
তথাহি শ্রূয়তে শাস্ত্রে কশ্চিৎ কুরুপুরীস্থিতঃ।

ব্রজেন্দ্রেতি। নতু ব্রজেন্দ্রাদিত্বাভিমানেনাপীত্যর্থঃ। পিতৃত্বাদ্যভিমানোহি দ্বিধা সম্ভবতি স্বতন্ত্রত্বেন তৎপিত্রাদিভিরভেদভাবনয়া চ। তত্রান্ত্যমনুচিতং ভগবদভেদোপাসনাবত্তেষু ভগবদ্বদেব নিত্যত্বেন প্রতিপাদয়িষ্যমাণেষু তদনৌচিত্যাৎ। তথা তৎপরিকরেষু তদুচিতভাবনাবিশেষেণাপরাধাপাতাৎ॥ ১৬০॥

অথ পূর্ব্বমেবোচিতমিতি তথাহীতি। অধিষ্ঠানং প্রতিমাং। সিদ্ধোঽভূদিতি

বাৎসল্য সখ্যাদিতে লুব্ধ যে, সাধকভক্তগণ তাঁহারা ব্রজেন্দ্র ও সুবলাদির ভাব ও চেষ্টা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণেতে ভক্তি সংস্থাপন করিবেন॥

তাৎপর্য্য। পিতৃত্বাদি অভিমান দুই প্রকার, আমি কৃষ্ণের পিতা ইত্যাদি স্বতন্ত্ররূপে মনন, আর শ্রীকৃষ্ণের পিত্রাদি তুল্য আপনাকে অভিমান। এই দুইয়ের মধ্যে পিত্রাদির সহিত তুল্য ভাবনা অত্যন্ত অনুচিত। কারণ-শ্রীকৃষ্ণের সহিত আপনাকে অভিন্ন জ্ঞান করিলে অর্থাৎ "আমিই কৃষ্ণ" এই রূপ মনন করিলে যাদৃশ অপরাধ জন্মে, তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পরিবার গণের সহিত আপনাকে অভেদ জ্ঞানেও সেই রূপ অপরাধ হইয়া থাকে॥ ১৬০॥

স্কন্দপুরাণে শুনা যায় যে, হস্তিনাপুরস্থিত কোন এক বৃদ্ধ বর্দ্ধকি নারদের উপদেশানুসারে শ্রীনন্দনন্দনের

নন্দসূনোরধিষ্ঠানং তত্র পুত্রতয়া ভজন্॥
নারদস্যোপদেশেন সিদ্ধোঽভূদ্‌বৃদ্ধবর্দ্ধকিঃ॥ ৩০ ॥

অতএব নারায়ণব্যূহস্তবে ॥

পতি পুত্র সুহৃদ্ভ্রাতৃ পিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিং।
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তা স্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ। ইতি॥৬২॥
কৃষ্ণতদ্ভক্তকারুণ্যমাত্রলাভৈকহেতুকা।

বালবৎসহরণলীলায়াং তৎপিতৃণামিব সিদ্ধির্জ্ঞেয়া। এবমেবহি স্কান্দে সনৎকুমারপ্রোক্তসংহিতায়াং প্রভাকররাজোপাখ্যানং। অপুত্রোঽপি স বৈ নৈচ্ছৎ পুত্রং কর্ম্মানুচিন্তয়ন্। বাসুদেবং জগন্নাথং সর্ব্বাত্মানং সনাতনং। অশেষোপনিষদ্বেদ্যং পুত্রীকৃত্য বিধানতঃ। অভিষেচয়িতুং রাজা স্বরাজ্য উপচক্রমে। ন পুত্রমভ্যর্থিতবান্ সাক্ষাত্তাজ্জনার্দ্দনাদিতি ইত ঊর্দ্ধং ভগবদ্বরশ্চ। অহং তে ভবিতা পুত্র ইত্যাদি ॥ ১৬১ ॥

সুহৃন্নিরপেক্ষহিতকারী মিত্রং সহ বিহারীতি দ্বয়োর্ভেদঃ। তথাচ তৃতীয়ে শ্রীকপিলদেববাক্যং। যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ, সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টমিতি ॥ ১৬২ ॥

কৃষ্ণেতিমাত্রপদস্থ বিধিমার্গে কুত্রচিৎ কর্ম্মাদিসমর্পণমপি দ্বারং ভব-

---

প্রতিমাকে পুত্ররূপে ভজনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১৬১ ॥

একারণ নারায়ণব্যূহস্তবে ও বলিয়াছেন ॥

যাঁহারা সর্ব্বদা যত্ন সহকারে ভগবান্ হরিকে পতি, পুত্র, সুহৃৎ, ভ্রাতা, পিতা ও মিত্রবৎ ধ্যান করেন তাঁহাদিগকে প্রণাম করি ॥ ১৬২ ॥

রাগানুগা ভক্তিলাভের প্রতি কারণ এই যে, কৃষ্ণ এবং

পুষ্টিমার্গতয়া কৈশ্চিদিয়ং রাগানুগোচ্যতে ॥ ১৬৩ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধন-
. ভক্তিলহরী দ্বিতীয়া ॥* ॥ ২ ॥ * ॥

তীতি তদ্বিচ্ছেদার্থং প্রয়োগ ইতি ভাবঃ ॥ ১৬৩ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে লহরীচতুষ্টয়াত্মকে সাধনভক্তিলহরী দ্বিতীয়া ॥ ২ ॥ * ॥

কৃষ্ণভক্তের করুণামাত্র। কোন কোন বিজ্ঞতম ব্যক্তি প্রেমভক্তির সাক্ষাৎ পুষ্টিকারিণী বলিয়া এই রাগানুগা ভক্তি কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ১৬২ ॥

॥ * ॥ ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তি-নাম্নী দ্বিতীয়লহরী ॥ * ॥ ২ ॥ * ॥

অথ ভাবভক্তিঃ ॥

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।

অথ তদেতদ্বিবিচ্যতে। পূর্ব্বং তাবৎ ভক্তিসামান্যলক্ষণে চেষ্টারূপা ভাবরূপা চেতি দ্বিবিধা ভক্তির্দর্শিতা। তত্র চেষ্টারূপা দ্বিবিধা ভাবভক্তেঃ সাধনরূপা কার্য্যরূপাচ। কার্য্যরূপাতু রসাবস্থায়াঃ অনুভাবনাম্নী চ তয়োঃ সাধনরূপা পূর্ব্বা দর্শিতা। উত্তরা রসপ্রসঙ্গে দর্শয়িষ্যতে। অথ ভাবরূপাচ দ্বিবিধা রসাবস্থায়াং স্থায়িনাম্নী সঞ্চারিনাম্নী চ। তত্রচ পূর্ব্বা দ্বিবিধা ক্রোড়ীকৃতা প্রণয়াদিপ্রেমনাম্নী। রত্যপরপর্য্যায়া প্রেমাঙ্কুররূপা ভাবনাম্নীচ তদেবং সতি উত্তরা সঞ্চারিরূপাপি রসপ্রসঙ্গে দর্শয়িষ্যতে সম্প্রতিতু স্থায়িভাব সামান্যরূপং প্রেমনাম্না প্রণয়াদিকমপি ক্রোড়ীকুর্ব্বন্ রত্যপরপর্য্যায়ং স্থায়িভাবাঙ্কুররূপং ভাবং লক্ষয়তি শুদ্ধসত্ত্বেতি। সাচ মহাভাবপর্য্যন্ততদূর্দ্ধাবস্থাব্যক্তয়ে ভবিষ্যতীত্যভিপ্রেত্য চাহ শুদ্ধসত্ত্বেতি। অত্র শুদ্ধসত্ত্বং নাম যা ভগবতঃ সর্ব্বপ্রকাশিকা স্বরূপশক্তেঃ সংবিদাখ্যা বৃত্তিঃ। নতু মায়াবৃত্তিবিশেষঃ। বিবৃতং হ্যেতৎ শ্রীভাগবতসন্দর্ভস্য দ্বিতীয়সন্দর্ভে শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাং দ্বিতীয়াধ্যায়ে চ শুদ্ধসত্ত্ববিশেষত্বং নাম চাত্র যা স্বরূপশক্তিবৃত্ত্যন্তরলক্ষণা। হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ইতি। বিষ্ণুপুরাণানুসারেণ হ্লাদিনীনাম্নী মহাশক্তিস্তদীয়সারবৃত্তিসমবেততৎসারাংশত্বমিত্যবগন্তব্যং তয়োঃ সমবেতয়োঃ সারত্বঞ্চ তন্নিত্যপ্রিয়জনাধিষ্ঠানক-তদীয়ানুকূল্যোচ্ছামযপরমবৃত্তিত্বং। হ্লাদিনীসারসমবায়ত্বঞ্চাস্যৈব ভাবস্য পরমপরিণামরূপে মোদনাখ্যে মহাভাবে শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণিমধিকৃত্য ব্যক্তীভবিষ্যতি রাধিকাযূথ এবাসৌ

অথ ভাবভক্তি ॥

বিশেষ শুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপ, প্রেমরূপ সূর্য্যকিরণের সাদৃশ্যশালী এবং রুচি অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্ত্যভিলাষ, তদীয় আনু-

রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥ ১ ॥

মোদনে নতু সর্ব্বতঃ। যঃ শ্রীমান্ হ্লাদিনীশক্তেঃ সুবিলাসঃ প্রিয়ো বর ইতি। অসৌ পদেন চানুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনরূপা সামান্যেন লক্ষিতা ভক্তিরেবাকৃষ্যত ইত্যর্থঃ। সাতু যদ্যপি ধাত্বর্থসামান্যরূপা ব্যাখ্যাতা তথাপ্যত্র চেষ্টারূপা ন গৃহ্যতে কিন্তু ভাবরূপৈব বিধেয়স্য ভাবস্য সাক্ষান্নির্দ্দিষ্টত্বাৎ। বক্ষ্যতে চ স্বয়মেব ভাবমাত্রস্য লক্ষণং শরীরেন্দ্রিয়বর্গস্য বিকারাণাং বিধায়িকাঃ। ভাবা বিভাবজনিতা শ্চিত্তবৃত্তয় ঈরিতা ইতি॥ চিত্তবৃত্তয়শ্চাত্র প্রকারান্তরেণ চিত্তস্য স্থিতয়ঃ। বিকারো মানসো ভাব ইত্যমরঃ। তথাপি বক্ষ্যমাণানাং ব্যভিচারিণামত্র প্রাপ্তিস্তেষাং যোজয়িষ্যমাণানাং চিত্তমাসৃণ্যকৃত্ত্বাভাবাৎ প্রেমাঙ্কুরত্বেন বিশেষ্যত্বাচ্চ। ততশ্চায়মর্থঃ। অসৌ সামান্যতো লক্ষিতা যা ভক্তিঃ সৈব নিজাংশবিশেষে ভাব উচ্যতে স চ কিংকিংস্বরূপস্তত্রাহ কৃষ্ণস্য স্বরূপশক্তিরূপঃ শুদ্ধসত্ত্ববিশেষো যঃ সএবাত্মা তন্নিত্যপ্রিয়জনাধিষ্ঠানং তয়া নিত্যসিদ্ধং স্বরূপং যস্য সঃ। কিঞ্চ। রুচিভিঃ প্রাপ্ত্যভিলাষসকর্ত্তৃকানুকূল্যাভিলাষসৌহার্দ্দাভিলাষৈশ্চিত্তার্দ্রতাকৃদিতি। এবচ বক্ষ্যমাণপ্রেম্ণোঽঙ্কুররূপ একেত্যাহ প্রেমেতি। সূর্য্যাংশুত্রাচিরাদুদয়িষ্যমাণাবস্থো গৃহ্যতে। ততশ্চ তদংশুসাম্যভাগিতি প্রেম্নো প্রথমচ্ছবিরূপ ইত্যর্থঃ। ভাবঃ সএব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যত ইতি বক্ষ্যতে অস্যাঃ প্রাকৃতত্বং তাদৃশশুদ্ধসত্ত্ববিশেষহ্লাদিনীসাররূপত্বঞ্চ মোক্ষসুখস্যাপি তিরস্কারকত্বাৎ। শ্রীভগবতোঽপি প্রকাশকত্বাদানন্দকরত্বাচ্চ অত্র প্রমাণস্য বিশেষজিজ্ঞাসা চেৎ প্রীতিসন্দর্ভো দৃশ্যঃ। তদেবং নিত্যতৎপ্রিয়জনানাং ভাবে লক্ষিতে প্রপঞ্চগত ভক্তানামপি চিত্তবৃত্তিঃ শ্রীকৃষ্ণতদ্ভক্ত-

---

কূল্যাভিলাষ ও সৌহার্দ্দ ভাবাভিলাষ দ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতা কারিণী যে ভক্তি তাহার নাম ভাব ॥

তাৎপর্য্য। এস্থলে ইহাই বিবেচিত হইতেছে। পূর্ব্বে সামান্যভক্তির লক্ষণে চেষ্টারূপা ও ভাবরূপা দুই প্রকার ভক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে চেষ্টারূপা ভক্তি দুই প্রকার, সাধনরূপা ও কার্য্যরূপা, এই কার্য্যরূপা ভাবভক্তি রসাবস্থায় অনুভাব নামে কথিত হয়। এই দুইয়ের মধ্যে সাধনরূপা ভক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, কার্য্যরূপা ভক্তি অর্থাৎ অনুভবনাম্নী ভক্তি রসপ্রসঙ্গে বর্ণিত হইবে॥

অপর, ভাবরূপা ভক্তি রসপ্রসঙ্গে স্থায়িনাম্নী ও সঞ্চারিনাম্নী বলিয়া দুই প্রকারে কথিত হয়। তন্মধ্যে পূর্ব্বা স্থায়িভক্তি প্রণয়াদি অঙ্গীকার করিয়া প্রেমনাম্নী ভক্তি হয়, রতির অপর পর্য্যায় ঐ স্থায়িভক্তিকে প্রেমাঙ্কুর বলিয়া ভাবভক্তি বলা যায়॥

তন্মধ্যে সঞ্চারিরূপা ভক্তি রসপ্রসঙ্গে প্রদর্শিত হইবে। এক্ষণে সামান্যরূপ স্থায়িভাবের প্রেম নামক প্রণয়াদির অঙ্গীকার নিবন্ধন রতির অপর পর্য্যায় স্থায়িভাবাঙ্কুররূপ ভাব প্রদর্শিত হইতেছে। এই ভাব, মহাভাব পর্য্যন্ত প্রকাশ করিবে, এই অভিপ্রায়ে ভাবের লক্ষণ বলিতেছেন। শুদ্ধসত্ত্ব ইত্যাদি লক্ষণে, শুদ্ধসত্ত্বের অর্থ এই সর্ব্বপ্রকাশিকা শক্তির সম্বিৎ নাম্নী বৃত্তি, মায়াবৃত্তি বিশেষ নহে। ইহার বিস্তার ভাগবতসন্দর্ভের দ্বিতীয়সন্দর্ভে ও বৈষ্ণবতোষণীর দ্বিতীয়াধ্যায়ে বর্ণিত আছে, স্বরূপশক্তির কোন এক বৃত্তিকে শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষ বলা যায়॥

তথাহি তন্ত্রে ॥ ২ ॥

প্রেম্নস্তু প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যভিধীয়তে।
সাত্ত্বিকাঃ স্বল্পমাত্রাঃ স্যুরত্রাশ্রুপুলকাদয়ঃ ॥ ৩ ॥

স যথা পদ্মপুরাণে।

কৃপয়া তাদৃশী ভবতীতি তেনৈব লক্ষিতঃ স্যাদিত্যলমতি বিস্তরেণ ॥ ১ ॥

তচ্ছবিরূপত্বমেব দর্শয়তি তথাহীতি ॥ ২ ॥

সূত্রের ফলিতার্থ এই যে, যে ভক্তি সামান্যরূপে লক্ষিত হইয়াছে, তাহাই স্বীয় অংশ বিশেষে ভাব নামে কথিত হয়। যদি বল সেই ভাবের স্বরূপ কি? তাহা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিরূপ, শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষ আত্মা বলায় শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রিয়জন আধারে নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ, ঐ ভাব রুচি অর্থাৎ স্বকর্তৃকানুকূল্যাভিলাষ ও সৌহার্দ্দাভিলাষ দ্বারা চিত্তের আর্দ্রতা সম্পাদন করে, "প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্‌" বলাতে, তাৎকালিক উদয়াবস্থাপ্রাপ্ত সূর্য্যকে বুঝিতে হইবেক, অর্থাৎ সূর্য্য উদিত হইতেছেন এমন সময়ে যেমন কিরণ অল্প অল্প প্রকাশ পায় তদ্রূপ প্রেমের প্রথমাবস্থাকে ভাব বলা যায়, কারণ এই ভাব ক্রমে ক্রমে প্রেম দশা লাভ করিবে ॥ ১ ॥

এই বিষয় তন্ত্রে বলিয়াছেন ॥ ২ ॥

প্রেমের প্রথম অবস্থাকেই ভাব বলাযায়, ইহাতে অশ্রু পুলকাদি সাত্ত্বিক ভাব সকলের অল্পমাত্র উদয় হইয়া-থাকে ॥

ধ্যায়ং ধ্যায়ং ভগবতঃ পাদাম্বুজযুগং তদা।
ঈষদ্বিক্রিয়মাণাত্মা সার্দ্রদৃষ্টিরভূদসৌ॥ ইতি॥ ৪॥
আবির্ভূয় মনোবৃত্তৌ ব্রজন্তী তৎ স্বরূপতাং।

পূর্ব্বব্যাখ্যানুসারেণ তস্যৈব রতিপর্য্যায়স্য ভাবস্য প্রাপঞ্চিকতৎপ্রিয়জনেষু কঞ্চিদ্বিশেষং দর্শয়তি আবির্ভূয়েতি দ্বাভ্যাং। অসৌ শুদ্ধসত্ত্ববিশেষরূপা রতিমূলরূপত্বেন মুখ্যবৃত্ত্যা তচ্ছব্দবাচ্যা সা রতিঃ শ্রীকৃষ্ণাদিসর্ব্বপ্রকাশকত্বেন হেতুনা স্বয়ম্প্রকাশরূপাপি প্রাপঞ্চিকতৎপ্রিয়জনানাং মনোবৃত্তৌ আবির্ভূয় তৎস্বরূপতাং তত্তাদাত্ম্যং ব্রজন্তী তদ্বৃত্ত্যা প্রকাশ্যবত্তাসমানা ব্রহ্মবত্তস্যাঃ স্ফুরন্তী। তথা স্বসাৎকৃতেন পূর্ব্বোত্তরাবস্থাভ্যাং কারণকার্য্যরূপেণ শ্রীভগবদাদিমাধুর্য্যানুভবেন স্বাংশেনাস্বাদরূপাপি যানি কৃষ্ণাদিরূপাণি কর্ম্মাণি কর্ত্তুরীপ্সিততমানি তেষামাস্বাদস্য হেতুতাং সংবিদংশেন সাধকতমতাং প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতীতি। হ্লাদিন্যাংশে নতু স্বয়ং হ্লাদয়ন্তী তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। বস্তুত ইতি তদেতদেব বস্তুবিচারেণ নিশ্চীয়তীত্যর্থঃ। তুশব্দো বিশেষপ্রতিপত্ত্যর্থঃ। আদিগ্রহণাৎ তৎপরিকরলীলাদয়ো গৃহ্যন্তে॥ ৪॥

পদ্মপুরাণে যথা॥

তৎকালীন রাজা অম্বরীষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিয়া কিঞ্চিৎবিকারাপন্ন হওত অশ্রু মোচন করিয়াছিলেন॥ ২॥

শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষ রূপা রতি মনোবৃত্তিতে আবির্ভূত হইয়া তাহার সহিত একাত্মতা প্রাপ্ত হওত স্বপ্রকাশরূপা হইয়া সমাধিদশায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের ন্যায় মনোবৃত্তিতে প্রকাশবৎ ভাসমান হয়েন, বস্তুতঃ ঐ রতি আস্বাদস্বরূপা হইয়াও কৃষ্ণমাধুর্য্যাদির অনুভবের প্রতি কারণ

স্বয়ম্প্রকাশরূপাপি ভাসমানা প্রকাশ্যবৎ ॥
বস্তুতঃ স্বয়মাস্বাদস্বরূপৈব রতিস্ত্বসৌ ।
কৃষ্ণাদিকর্ম্মকাস্বাদহেতুত্বং প্রতিপদ্যতে ॥ ৪ ॥
সাধনাভিনিবেশেন কৃষ্ণতদ্ভক্তয়োস্তথা ।
প্রসাদেনাতিধন্যানাং ভাবো দ্বেধাভিজায়তে ॥
আদ্যস্তু প্রায়িকস্তত্র দ্বিতীয়ো বিরলোদয়ঃ ॥
তত্র সাধনাভিনিবেশজঃ ।
বৈধীরাগানুগামার্গভেদেন পরিকীর্ত্তিতঃ ।

অথাস্যাঃ প্রপঞ্চগতভক্তেষ্বাবির্ভাবনিদানমাহ সাধনেতি । অতি-ধন্যানাং প্রাথমিকমহৎসঙ্গজাতমহাভাগ্যানাং ভবাপবর্গে ভ্রমতো যদা ভবেদিত্যাদেঃ রহূগণৈতত্তপসা ন যাতীত্যাদেশ্চ । বিচারবিশেষস্তু

হয়েন ॥ ৪ ॥

উল্লিখিতা রতি প্রপঞ্চগত ভক্তজনে আবির্ভাবের কারণ দেখাইতেছেন, মহৎসঙ্গবশতঃ যাঁহারা অতিশয় ভাগ্যবান্ তাঁহাদের সম্বন্ধে এই ভাব দুই প্রকার হয়,এক সাধনে অভি-নিবেশ, দ্বিতীয় কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভক্তের অনুগ্রহ, তন্মধ্যে সাধ-নাভিনিবেশজ ভাব প্রায় সকলেরই হইয়া থাকে, আর দ্বিতীয় (কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভক্তের অনুগ্রহ জনিত) ভাব অতি বিরল, অর্থাৎ প্রায়শই লাভ হয় না ॥

তন্মধ্যে সাধনাভিনিবেশজ যথা ॥

বৈধী ও রাগানুগা মার্গভেদে সাধনাভিনিবেশজ ভাব

প্রকাশ্যবৎ অনুভূয়মানবদাস্বাদস্বরূপৈব হ্লাদিনীবৃত্তিত্বাৎ স্বতঃসুখরূপৈব কৃষ্ণেতি চিত্তবৃত্তিতাদাত্ম্যাৎ কৃষ্ণাদ্যনুভবসুখহেতুশ্চেত্যর্থঃ । লঘুতোষণী ॥ ৪ ॥

দ্বিবিধঃ খলু ভাবোঽত্র সাধনাভিনিবেশজঃ ॥
সাধনাভিনিবেশস্তু তত্র নিষ্পাদয়ন্ রুচিং
হরাবাসক্তিমুৎপাদ্য রতিং সংজনয়ত্যসৌ ॥ ৫ ॥

তত্রাদ্যো যথা প্রথমস্কন্ধে।

তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তা-
মনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ।
তাঃ শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং বিশৃণ্বতঃ
প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতিঃ ॥ ইতি ॥ ৬ ॥
রত্যা তু ভাব এবাত্র নতু প্রেমাভিধীয়তে।

ভক্তিসন্দর্ভে দৃষ্টঃ ॥ ৫ ॥

অনুগ্রহেণ শ্রীকৃষ্ণকথেয়ং ভবতাপি শ্রোতব্যেতি শাস্ত্রানুসারিতদাজ্ঞা-রূপেণ মনোহরাঃ রত্যুৎপাদিকাঃ শ্রদ্ধা পুনরানুষঙ্গিকীতি কারিকায়াং ন দর্শিতা ॥ ৬ ॥

দুই প্রকার হয়, তন্মধ্যে বৈধী সাধনাভিনিবেশজ ভাব সাধক ব্যক্তিতে রুচি উৎপাদন করিয়া এবং হরিতে আসক্তি জন্মাইয়া রতিকে আবির্ভূত করে ॥ ৫ ॥

তন্মধ্যে আদ্য অর্থাৎ সাধনাভিনিবেশজ-
যথা প্রথমস্কন্ধে ৫ অ। ২৬ শ্লোকে ॥

নারদ কহিলেন হে সত্যবতীনন্দন! সেই সাধুগণ প্রত্যহ কৃষ্ণকথা গান করিতেন, তাঁহাদিগের অনুগ্রহে সেই সকল মনোহারিণীকথা আমি শুনিতে পাইতাম, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রত্যেক পদ শ্রবণ করাতে প্রিয়শ্রবা শ্রীকৃষ্ণে আমার রতি উৎপন্ন হইল ॥ ৬ ॥

এস্থলে রতিকে ভাব বলিয়া জানিতে হইবে, উহা

মম ভক্তিঃ প্রবৃত্তেতি বক্ষ্যতে স যদগ্রতঃ ॥

যথা তত্রৈব।

ইত্থং শরৎপ্রাবৃষিকাবৃতূ হরে-
র্বিশৃণ্বতো মেহনুপদং যশোঽমলং।
সংকীর্ত্ত্যমানং মুনিভির্মহাত্মভি-
র্ভক্তিঃ প্রবৃত্তাত্মরজস্তমোপহা ॥

তৃতীয়ে চ।

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসম্বিদো-

মম ভক্তিঃ প্রবৃত্তেতি ভক্তিঃ প্রবৃত্তাত্মরজস্তমোপহেত্যুক্ত্যা ভক্তি-শব্দেন সপ্রেমৈবাগ্রত ইত্যর্থঃ। রতেঃ প্রথমাবস্থত্বাৎ ভক্তেস্তদুৎকৃষ্টত্বাৎ অতএব প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাগিত্যত্র ভাবপ্রেম্ণোস্তারতম্যমুক্তমিতি-ভাবঃ ॥ ৭ ॥

কদাচ প্রেমবোধক হইবে না, কারণ পরবর্ত্তি শ্লোকে নারদ নিজেই বলিবেন "হরিকথা শুনিতে শুনিতে আমার ভক্তি প্রবৃত্ত হইয়াছিল" ॥

ঐ প্রথমস্কন্ধে ৫ অ। ২৮ শ্লোকে যথা ॥

নারদ কহিলেন এই প্রকারে শরৎ এবং বর্ষা এই দুই ঋতু সায়ং, প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, এই ত্রিকালে মহাত্মা মুনিগণ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্ত্যমান হরির নির্ম্মল যশঃ, বিশিষ্ট রূপে শ্রবণ করাতে আমার মনে রজস্তমোনাশিনী সুদৃঢ়তমা ভক্তি উদিতা হয় ॥

তৃতীয়স্কন্ধেতে ২৫ অ। ২২ শ্লোকে ও—

কপিলদেব কহিলেন হে মাতঃ! সাধুদিগের সহিত

ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতি র্ভক্তি রনুক্রমিষ্যতি ॥
পুরাণে নাট্যশাস্ত্রে চ দ্বয়োস্তু রতিভাবয়োঃ।
সমানার্থতয়া হ্যত্র দ্বয়মৈক্যেন লক্ষিতং ॥ ৭ ॥

দ্বিতীয়ো যথা পাদ্মে।

ইত্থং মনোরথং বালা কুর্ব্বতী নৃত্য উৎসুকা।

মনোরথপূর্ব্বকনৃত্যমত্র রাগানুগা। তদানীং তৎশ্রীমূর্ত্তিপ্রভাবেন তস্যাং তাদৃশতৎপরিকরাণাং রাগস্ফূর্ত্তেঃ। তথৈবোক্তং তয়া তৎপূর্ব্বত্র। বহ্বীষন্যাসু নারীষু ময্যেবাধিকপ্রীতিমান্। নৃত্যেতাসৌ ময়া সার্দ্ধং কণ্ঠাশ্লেষাদিভাবকৃৎ, ইতি। প্রসঙ্গোঽয়ং মূলপাদ্মগতশ্চেত্তর্হি সত্ত্বং তত্ত্বঃ পরত্বঞ্চ তত্ত্বত্রয়মহং কিল। ত্রিতত্ত্ব রূপিণী সাপি রাধিকা মম বল্লভা। প্রকৃতেঃ

সমাগম হইলে উক্তরূপ আমার বীর্য্য প্রকাশিনী কথা উপস্থিত হয়, তাহা হৃদয় ও কর্ণের সুখদায়ক, সুতরাং তাহার সেবন দ্বারা আশু আমাতে (ভগবান্ হরিতে) শ্রদ্ধা, রতি এবং ভক্তি ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়াথাকে ॥

পুরাণ এবং নাট্যশাস্ত্রে রতি ও ভাবের সমানার্থতা প্রযুক্ত এই ভক্তিশাস্ত্রেও ঐ উভয় একরূপে কথিত হইল ॥ ৭ ॥

দ্বিতীয় (রাগানুগা সাধনাভিনিবেশজ) ভাব—

যথা পদ্মপুরাণে ॥

এই প্রকার মনোরথ করতঃ নৃত্যোৎসুকা বালা হরি

হরিপ্রীত্যাচ তাং সর্ব্বাং রাত্রিমেবাত্যবাহয়ৎ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণতদ্ভক্তপ্রসাদজঃ।

সাধনেন বিনা যস্তু সহসৈবাভিজায়তে।
স ভাবঃ কৃষ্ণতদ্ভক্তপ্রসাদজ ইতীর্য্যতে॥

অত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদজঃ।

প্রসাদা বাচিকালোকদানহার্দ্দাদয়ো হরেঃ॥ ৮॥

অত্র বাচিকপ্রসাদজো যথা নারদীয়ে।

পর এবাহং সাপি মচ্ছক্তিরূপিণীতি বৃহদ্গৌতমীয়ে শ্রীকৃষ্ণস্য বচনাত্তথা তত্রৈব। দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরেতি। বচনান্তরাম্নিত্যতন্মহাশক্তিরূপতয়া প্রসিদ্ধায়াঃ শ্রীরাধায়া বিভূতিরূপা বালাশব্দেন মন্তব্যা। কিন্তু স্বয়ং শ্রীরাধিকা তু তস্যাঃ ফলাবস্থায়াং তাং সখীং বিধায় তস্যাঃ সাধনসিদ্ধিগতং সর্ব্বং স্বৃপম্না এব মেনে ইত্যেবাভেদেন নির্দ্দেশে কারণং জ্ঞেয়ং ॥ ৮॥

প্রীতি নিমিত্ত সমস্ত রজনী অতিবাহিত করিয়াছিলেন ॥

অথ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তপ্রসাদজ ভাব ॥

সাধন ব্যতিরেকে সহসা যে ভাব উৎপন্ন হয়, তাহাকেই কৃষ্ণ অথবা কৃষ্ণভক্তের প্রসাদ জনিত ভাব বলিয়া উল্লেখ করা যায় ॥

তন্মধ্যে কৃষ্ণপ্রসাদজনিত ভাব যথা ॥

বাচিক, আলোক দান ও হার্দ্দ প্রভৃতি ভেদে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ অর্থাৎ প্রসন্নতা তিন প্রকার হয় ॥

তন্মধ্যে বাচিক প্রসাদজভাব যথা——

সর্ব্বমঙ্গলমূর্দ্ধন্যা পূর্ণানন্দময়ী সদা।
দ্বিজেন্দ্র তব ময্যস্তু ভক্তিরব্যভিচারিণী ॥

আলোকদানজো যথা স্কান্দে।

অদৃষ্টপূর্ব্বমালোক্য কৃষ্ণং জাঙ্গলবাসিনঃ।
বিক্লিদ্যদন্তরাত্মানো দৃষ্টিং নাক্রষ্টুমীশিরে ॥

হার্দ্দঃ।

প্রসাদ আন্তরো যঃ স্যাৎ স হার্দ্দ ইতি কথ্যতে ॥ ৯ ॥

বাচা চরতি বাচিকঃ স্বালোকস্য দানং যত্র স তদ্দ্বারাবিভূর্ত ইত্যর্থঃ। হৃদি ভবো হার্দ্দঃ ৭। যত্তু স্মেরাং ভঙ্গীত্যাদিনা পূর্ব্বমুক্তং তদপ্যত্র জ্ঞেয়ং। এবং বৃন্দাবনাদিকমপি ভক্তেষন্তর্ভাব্যং ॥ ৯ ॥

নারদপুরাণে ॥

ভগবান্ নারদকে কহিলেন হে দ্বিজেন্দ্র! আমাতে তোমার পূর্ণানন্দময়ী, সর্ব্বমঙ্গল শিরোমণি এবং অব্যভিচারিণী ভক্তি হউক ॥

আলোকদানজ ভাব যথা ॥

স্কন্দপুরাণে ॥

জাঙ্গলদেশনিবাসী জনসকল অদৃষ্টপূর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া আর্দ্রচিত্ত হইয়াছিল, কৃষ্ণাঙ্গ হইতে আর নয়ন ফিরাইতে সক্ষম হয় নাই ॥

অথ হার্দ্দ অর্থাৎ হৃদয়জনিত ভাব যথা—

অন্তর্গত যে প্রসাদ অর্থাৎ প্রসন্নতা তাহাকে হার্দ্দ প্রসাদ বলিয়া উল্লেখ করা যায় ॥ ৯ ॥

যথা শুকসংহিতায়াং ।

মহাভাগবতো জাতঃ পুত্রস্তে বাদরায়ণ ॥
বিনোপায়ৈরুপেয়াভূদ্বিষ্ণুভক্তিরিহোদিতা ॥

অথ তদ্ভক্তপ্রসাদজো—

যথা সপ্তমস্কন্ধে ।

গুণৈরলমসংখ্যেয়ৈ র্মাহাত্ম্যং তস্য সূচ্যতে ।
বাসুদেবে ভগবতি যস্য নৈসর্গিকী রতিঃ ॥

মহেতি । উপায়েনৈব লভ্যা শ্রীবিষ্ণুভক্তি র্বিনোপায়ৈরুদিতাভূৎ । অত্র সাধনান্তরনিষেধাৎ মহৎপ্রসাদস্যাকথনাচ্চ ভগবৎপ্রসাদ এব লভ্যতে সচাহার্দ্দ এব । যতো গর্ভস্থস্যৈব তস্য যত্তদীয়া স্মরণময়ী ভক্তি র্জাতা সা দর্শনজা ন ভবতি নচ বাচিকজা ততো হার্দ্দজেবেত্যবসীয়তে তদেতৎ ব্রহ্মবৈবর্ত্তাজ্ জ্ঞেয়ং ॥ ১০ ॥

যথা শুক সংহিতায়—

হে বাদরায়ণ ! তোমার মহাভাগবত পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন,সাধন ব্যতিরেকে ইহাঁর হৃদয়ে বহু ২ সাধনলভ্য বিষ্ণুভক্তির উদয় দেখিতেছি ॥

কৃষ্ণভক্তপ্রসাদজ ভাব যথা—

সপ্তম স্কন্ধে ৪ অ । ২৬ শ্লোকে ।

নারদ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন হে রাজন্ ! ভগবান্ বাসুদেবে যাঁহার স্বাভাবিকী রতি, সেই প্রহ্লাদের গুণের সংখ্যা করে কাহার সাধ্য ?, আমি এই সকল বাক্য বিন্যাস দ্বারা তাঁহার মাহাত্ম্যের সূচনা মাত্র করিলাম ॥

নারদস্য প্রসাদেন প্রহ্লাদে শুভবাসনা।
নিসর্গঃ সৈব তেনাত্র রতি নৈসর্গিকী মতা ॥
অহো ধন্যোঽসি দেবর্ষে কৃপয়া যস্য তৎক্ষণাৎ।
নীচোঽপ্যুৎপুলকো লেভে লুব্ধকো রতিমচ্যুতে ॥
ভক্তানাং ভেদতঃ সেয়ং রতিঃ পঞ্চবিধা মতা।
অগ্রে বিবিচ্য বক্তব্যা তেন নাত্র প্রপঞ্চ্যতে ॥ ১০ ॥
ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদারুচিঃ ॥

তত্র মুখ্যানি লিঙ্গান্যাহ ক্ষান্তিরিতি ॥ ১১ ॥

নারদের প্রসাদ জনিত প্রহ্লাদের যে শুভ বাসনা, তাহাই এস্থলে নিসর্গ, সেই নিসর্গ অর্থাৎ স্বভাবজনিত রতিকে নৈসর্গিকী বা স্বাভাবিকী রতি বলাযায় ॥

স্কন্দপুরাণেতেও বলিয়াছেন ॥

হে দেবর্ষে! আপনি ধন্য, যেহেতু আপনার কৃপায় অতি নীচ জাতি ব্যাধও সদ্যই অচ্যুতচরণারবিন্দে রতি লাভ করিয়াছিল ॥

ভক্তগণের ভেদ বশতঃ এই রতি পাঁচ প্রকারে বিভক্ত হয়, এই পঞ্চ রতির বিষয় বিবেচনাপূর্ব্বক পরে কথিত হইবে, একারণ এস্থলে তাহাদিগের বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইল না ॥ ৯ ॥

যাঁহাদিগের ভাবের অঙ্কুর মাত্র জন্মিয়াছে, সেই সকল ব্যক্তিতে, ক্ষান্তি।১। অব্যর্থকালতা।২। বিরাগ।৩। মানশূন্যতা

আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥

তত্র ক্ষান্তিঃ।

ক্ষোভহেতাবপি প্রাপ্তে ক্ষান্তিরক্ষুভিতাত্মতা॥ ১১॥

যথা প্রথমে।

তং মোপযাতং প্রতিযন্তু বিপ্রা,
গঙ্গা চ দেবী ধৃতচিত্তমীশে।
দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা

তং মেতি। প্রতিযন্তু অঙ্গীকুর্ব্বন্তু। ততো হেতোরীশে ধৃতচিত্তং সন্তং মাং গঙ্গাদেবী নাঙ্গীকরোতু যস্মাদেবং শ্রীপরীক্ষিতো মহাপ্রেমিত্বাৎ ক্ষান্তিরপি

।৪। আশাবন্ধ।৫। সমুৎকুণ্ঠা।৬। নামগানে সর্ব্বদা রুচি।৭। ভগবদ্গুণকথনে আসক্তি,।৮। এবং তদীয় বসতিস্থলে প্রীতি।৯। ইত্যাদি অনুভাব সকল প্রকাশ পায়॥

তন্মধ্যে ক্ষান্তি যথা॥

ক্ষোভের কারণ উপস্থিত সত্ত্বেও যে তাহাতে অক্ষুভিত-চিত্ততা তাহার নাম ক্ষান্তি॥ ১১॥

প্রথমস্কন্ধে। ১৯ অ। ১৩ শ্লোকে যথা॥

রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন হে বিপ্রগণ! আপনারা আমাকে শরণাগত বলিয়া জানুন এবং আমি যে শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দে চিত্ত সন্নিবেশ করিয়াছি জানিয়া এই গঙ্গাদেবীরও ঐ রূপ প্রতীতি হউক, ঋষিকুমারের প্রেরিত তক্ষক আসিয়া আমাকে দংশন করুক, ক্ষতি নাই, আপনারা বিষ্ণুকথা

দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ ॥

অব্যর্থকালত্বং যথা—

হরিভক্তিসুধোদয়ে।

বাগ্‌ভিস্তুবন্তো মনসা স্মরন্ত-
স্তন্বা নমন্তোহপ্যনিশং ন তৃপ্তাঃ।
ভক্তাঃ শ্রবন্নেত্রজলাঃ সমগ্র-
মায়ুর্হরেরেব সমর্পয়ন্তি ॥ ১২ ॥

মহতী দৃশ্যতে। অস্যান্তাবরূপে প্রেমাঙ্কুরে জাতে তদঙ্কুরো জায়ত ইতি ভাবঃ। এবমন্যত্রাপি ॥ ১২ ॥

গান করুন ॥

এই স্থলে মৃত্যুর কথা শুনিয়া রাজা পরীক্ষিতের যে চিত্ত চঞ্চল হয় নাই ইহাকেই ক্ষান্তি বলে ॥

অথ অব্যর্থকালত্ব যথা ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে ॥

ভক্তজন নিরন্তর বাক্যদ্বারা স্তব, মনোমধ্যে স্মরণ ও শরীরদ্বারা প্রণাম করিয়াও পরিতৃপ্ত হয়েন না, একারণ, অশ্রু জল মোচন পুরঃসর সমস্ত পরমায়ু ভগবান্ হরিতেই সমর্পণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ যাবজ্জীবন হরিসেবাতেই তৎপর হয়েন ॥

এস্থলে অন্য বৈষয়িক ব্যাপারে প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হওনের নাম অব্যর্থ কালত্ব ॥ ১২ ॥

অথ বিরক্তিঃ।

বিরক্তিরিন্দ্রিয়ার্থানাং স্যাদরোচকতা স্বয়ং॥ ১৩॥

যথা পঞ্চমে।

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোকলালসঃ॥

অথ মানশূন্যতা।

উৎকৃষ্টত্বে হপ্যমানিত্বং কথিতা মানশূন্যতা॥ ১৪॥

বিরক্তিরিতি। অত্র কারণকার্য্যয়োর্বিরক্ত্যরোচকতয়োরভেদোক্তিরন্যো-ন্যাব্যভিচারিত্বাপেক্ষয়া॥ ১৩॥

যঃ শ্রীভরতঃ॥ ১৪॥

অথ বিরক্তি॥

সমুদায় ইন্দ্রিয়ার্থের অর্থাৎ শব্দ স্পর্শাদির প্রতি যে স্বাভাবিকী অরোচকতা তাহার নাম বিরক্তি॥ ১৩॥

যথা পঞ্চমস্কন্ধে ১৪ অ। ৪৩ শ্লোকে॥

রাজর্ষি ভরত শ্রীকৃষ্ণ চরণারবিন্দে লালসান্বিত হইয়া যৌবনকালেই পুত্র, কলত্র, মিত্র, রাজ্য, ইত্যাদি বিষয় মনোজ্ঞত্ব প্রযুক্ত দুস্ত্যজ হইলে বিষ্ঠার ন্যায় ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন॥

এখানে নিখিল ভোগ্য বস্তু উপস্থিত থাকায় ভরতের যে অরোচকতা ইহারই নাম বিরক্তি॥

মানশূন্যতা॥

আপনার উৎকর্ষসত্ত্বেও যে অমানিত্ব তাহার নাম মান-শূন্যতা॥ ১৪॥

যথা পাদ্মে।

হরৌ রতিং বহন্নেষ নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ।
ভিক্ষামটন্নরিপুরে শ্বপাকমপি বন্দতে॥

অথ আশাবন্ধঃ।

আশাবন্ধো ভগবতঃ প্রাপ্তিসম্ভাবনা দৃঢ়া॥ ১৫॥

যথা শ্রীমৎপ্রভুপাদানাং।

ন প্রেমা শ্রবণাদিভক্তিরপি বা যোগোঽথবা বৈষ্ণবো-
জ্ঞানং বা শুভকর্ম্ম বা কিয়দহো সজ্জাতিরপ্যস্তি বা।

এষ ভগীরথঃ॥ ১৫॥

যোগোঽষ্টাঙ্গঃ। তস্য বৈষ্ণবত্বং বিষ্ণুধ্যানময়ত্বং স এবহি সগর্ভ উচ্যতে। জ্ঞানং ব্রহ্মনিষ্ঠং শুভকর্ম্ম বর্ণাশ্রমাচারাদিরূপং সজ্জাতি স্তদেযাগ্যতা হেতুঃ তত্র

যথা পদ্মপুরাণে॥

মহারাজ ভগীরথ নরেন্দ্রদিগের শিখামণি স্বরূপ ছিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে একান্ত রতি লাভ করত ভিক্ষা নিমিত্ত শত্রু-গৃহে গমন করিতেন এবং চণ্ডাল পর্য্যন্ত নীচ জাতির নিকটেও প্রণত হইতেন॥

এ স্থলে মহারাজ ভগীরথ স্বীয় উৎকৃষ্টতা সত্ত্বেও যে নীচ জাতিকে বন্দনা করিতেন ইহাই ইহাঁর মানশূন্যতা॥

অথ আশাবন্ধ॥

ভগবানের দৃঢ়তর প্রাপ্তি সম্ভাবনাকে আশাবন্ধ বলে।১৫।

তদ্বিষয়ে শ্রীমৎপ্রভুপাদের বাক্যই উদাহরণ যথা—

আমার প্রেম নাই এবং প্রেমের কারণ যে শ্রবণাদি

হীনার্থাধিকসাধকে ত্বয়ি তথাপ্যচ্ছেদ্যমূলা সতী
হে গোপীজনবল্লভ ব্যথয়তে হা হা মদাশৈব মাং॥

অথ সমুৎকণ্ঠা।

সমুৎকণ্ঠা নিজাভীষ্টলাভায় গুরুলুব্ধতা॥

যোগাদীনাং তৎপ্রাপ্তিহেতুত্বং ভক্ত্যুপযুক্ততয়া কৃতত্বেন দ্রষ্টব্যং। তচ্চ যোগস্য তৃতীয়ে কাপিলেয়ানুসারেণ জ্ঞানস্য ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ইতি শ্রীগীতানুসারেণ। শুভকর্ম্মণশ্চ, স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মঃ, ইত্যনুসারেণ জ্ঞেয়ং। মদাশা মম সুখমাত্রেচ্ছয়া ত্বাং প্রাপ্তুং প্রবৃত্তস্য যা সা, নতু ভবৎপ্রেম্না প্রবৃত্তস্য যা আশা কাপি তৃষ্ণা সা। যতঃ অচ্ছেদ্যং মূলং স্বসুখকামত্বং যস্যাঃ সা। তর্হি কিং করবাণি তত্রাহ হীনেতি। ভবতা সাপি প্রেমময়ী কর্ত্তুং শক্যত ইতি বিচার্য্য নৈব ক্রিয়ত ইতি ভাবঃ। ব্যথয়ত ইত্যত্র স্বস্যাচিত্তত্বমননাদনাদর-

---

সাধন ভক্তি তাহাও নাই, ধ্যান ধারণাদি বৈষ্ণবযোগেরও কোন অনুষ্ঠান নাই, এবং জ্ঞান বা শুভ কর্ম্ম তাহারও কোন উদ্যোগ করি নাই, অধিক কি বলিব সমস্ত সাধনের মূল যে সজ্জাতি তাহাও আমাতে নাই, অতএব হে গোপীজনবল্লভ! "তোমাকে প্রাপ্ত হইব" এই বলিয়া যে আমার আশা, সে আমাকেই ব্যথা প্রদান করিতেছে॥

আমি ভগবান্‌কে নিশ্চয় প্রাপ্ত হইব এই বলিয়া যে আশা তাহার নাম আশাবন্ধ॥

অথ সমুৎকণ্ঠা॥

আপনার অভীষ্ট লাভের নিমিত্ত যে গুরুতর লোভ তাহার নাম সমুৎকণ্ঠা॥

যথা কর্ণামৃতে।

আনম্রামসিতভ্রুবোরুপচিতামক্ষীণপক্ষ্মাঙ্কুরে—
ম্বালোলামনুরাগিণো র্নয়নয়োরার্দ্রাং মৃদৌ জল্পিতে।
আতাম্রামধরামৃতে মদকলামম্লানবংশীস্বনে—
ম্বাশাস্তে মম লোচনং ব্রজশিশোর্মূর্ত্তিং জগন্মোহিনীং ॥

অথ নামগানে সদা রুচি র্যথা।

রোদনবিন্দুমরন্দস্যন্দিদৃগিন্দীবরাদ্য গোবিন্দ।
তব মধুরস্বরকণ্ঠী গায়তি নামাবলীং বালা ॥ ১৬ ॥

কর্ম্মকাচ্চিত্তবৎ কর্ত্তৃকাদিত্যনেন প্রাপ্তস্য পরস্মৈপদস্যাভাবঃ। তদিদং সর্ব্বং দৈন্যেনৈবোক্তমিতি রতাবেবোদাহৃতং ॥ ১৬ ॥

মাধুর্য্যাদপি মধুরমতিশয়েন মধুরমিত্যর্থঃ। মন্মথতা তস্য মন্মথোৎপাদ--

---

যথা কর্ণামৃতে ॥

যাহা কৃষ্ণবর্ণ ভ্রূযুগলে আনত, অক্ষীণ পক্ষ্মাঙ্কুরে বৃদ্ধিশীল, অনুরাগিজনবৃন্দের লোচন দ্বয়ে চঞ্চল স্বরূপ, মৃদু কথনে আর্দ্রীভূত, অধরামৃতে ঈষৎ তাম্রবর্ণ এবং বংশীরবে মত্ত হস্তী বিশেষ, সেই ব্রজশিশুর জগন্মোহিনী মূর্ত্তিকে দর্শন করিতে আমার নেত্রদ্বয় সর্ব্বদাই আশা করিতেছে ॥

নাম গানে সদা রুচি যথা ॥

হে গোবিন্দ! অদ্য বালিকা বৃষভানুজা নেত্রদ্বয়ে অশ্রু-জল বিসর্জন করত তদীয় নামাবলী গান করিতেছেন ॥ ১৬ ॥

তদ্‌গুণাখ্যানে আসক্তি র্যথা কর্ণামৃতে—

মাধুর্য্যাদপি মধুরং মন্মথতা তস্য কিমপি কৈশোরং ।
চাপল্যাদপি চপলং চেতো বত হরতি হন্ত কিং কুর্ম্মঃ ॥১৭

তদ্বসতিস্থলে প্রীতি র্যথা পদ্যাবল্যাং ॥

অত্রাসীৎ কিল নন্দসদ্ম শকটস্যাত্রাভবদ্ভঞ্জনং
বন্ধচ্ছেদকরোঽপি দামভিরভূদ্বদ্ধোঽত্র দামোদরঃ ।
ইত্থং মাথুরবৃদ্ধবক্ত্র বিগলৎপীযূষধারং পিব-
ন্নানন্দাশ্রুধরঃ কদা মধুপুরীং ধন্যশ্চরিষ্যাম্যহং ॥ ১৮ ॥

কস্যেত্যর্থঃ । যদ্বা । তস্য কৈশোরমেব মন্মথতা মন্মথস্য ধর্ম্ম ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥
মধুপুরীং তদুপলক্ষিতমথুরামণ্ডলমিত্যর্থঃ । ব্রজভুবমিতি বা পাঠঃ ॥ ১৮ ॥

তদগুণাখ্যানে আসক্তি যথা কর্ণামৃতে ॥

মাধুর্য্য হইতেও মধুর, চাপল্য হইতেও চপল শ্রীকৃষ্ণের মন্মথধর্ম্মশালী কোন অনির্ব্বচনীয় কিশোর ভাব আমার চিত্ত হরণ করিতেছে, হায় ! আমি কি করিব ! ॥ ১৭ ॥

তদ্বসতিস্থলে প্রীতি যথা পদ্যাবলীতে ॥

এই স্থলে গোপরাজ নন্দের গৃহ ছিল, এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ শকট ভঞ্জন করিয়াছিলেন, ভববন্ধনচ্ছেত্তা দামোদর এই খানে রজ্জু দ্বারা বদ্ধ হইয়াছিলেন, এই রূপে বৃদ্ধ মথুরা-বাসির বদন বিগলিত বাক্যামৃত ধারা পান করিতে করিতে সজল নয়নে কবে ব্রজধামে বিচরণ করিয়া আমি ধন্য হইব ? ॥ ১৮ ॥

অপিচ ॥

ব্যক্তং মস্থণতেবান্তর্লক্ষ্যতে রতিলক্ষণং ॥
মুমুক্ষুপ্রভৃতীনাঞ্চেদ্ভবেদেষা রতি র্নহি ॥ ১৯ ॥
বিমুক্তাখিলতর্ষৈ র্যা মুক্তৈরপি বিমৃগ্যতে।
যা কৃষ্ণেনাতিগোপ্যাশু ভজদ্ভ্যোঽপি নদীয়তে ॥
সা ভুক্তিমুক্তিকামত্বাচ্ছুদ্ধাং ভক্তিমকুর্ব্বতাং।
হৃদয়ে সংভবত্যেষাং কথং ভাগবতী রতিঃ ॥

তদেবং তদেকস্পৃহত্বমেব রতের্লক্ষণং মুখ্যমিত্যুক্তং। যদিত্বন্যস্পৃহা স্যাত্তদা তল্লক্ষণান্তরস্য সাত্ত্বিকাদেঃ সদ্ভাবেঽপি রতি র্ন মন্তব্যেত্যাহ অপিচেতি। চ শব্দোঽত্র তুশব্দার্থে। ব্যক্তমিতি যা অন্তর্মস্থণতা আর্দ্রতা সা। অন্যত্র ব্যক্তং যৎ রতিলক্ষণং তদিব মুমুক্ষুপ্রভৃতীনাং যদি লক্ষ্যতে তথাপি তেষু রতি র্ন স্যাৎ। ন মন্তব্যেত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ মুমুক্ষুপ্রভৃতীনামিত্যেব ন হ্যন্যত্র স্পৃহা অন্যত্র রতিরিতি যুজ্যতে ইতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

হেতুমেব বিশিষ্য দর্শয়তি। বিমুক্তেত্যাদিনা। ভুক্তিমুক্তিকামত্বাৎ কথং

আরও বলিয়াছেন ॥

অন্তঃকরণের স্নিগ্ধতাই রতি লক্ষণ, এই রতি যদি মুমুক্ষু-প্রভৃতিতে লক্ষিত হয়, তাহা হইলে উহা রতিপদবাচ্য হইবে না ॥ ১৯ ॥

মুক্ত পুরুষগণ নিখিল কাম বিসর্জ্জন করিয়া যে রতিকে অন্বেষণ করেন, যাহা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অতিশয় গোপ্য এবং যে রতি ভক্তগণকেও সহসা দেওয়া যায় না, ভুক্তি মুক্তি কাম হেতু, বিশুদ্ধ ভক্তির অনধিকারি কর্ম্মিও জ্ঞানিদিগের হৃদয়ে সেই ভাগবতী রতির কি রূপে সম্ভাবনা হইতে পারে? ॥

কিন্তু বালচমৎকারকারী তচ্চিহ্নবীক্ষয়া।
অভিজ্ঞেন সুবোধোঽয়ং রত্যাভাসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
প্রতিবিম্বস্তথা চ্ছায়া রত্যাভাসো দ্বিধা মতঃ॥ ২০॥
তত্র প্রতিবিম্বঃ।
অশ্রমাভীষ্টনির্ব্বাহী রতিলক্ষণলক্ষিতঃ।

সা রতিঃ সম্ভবেত্তস্মাদেব হেতোঃ সাধনগতমপি দোষমাহ শুদ্ধাং ভক্তিমকুর্ব্বতামিতি শুদ্ধাং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যমিশ্রাং॥ ২০॥

তস্মান্নিরুপাধিত্বমেব রতেমু্খ্যস্বরূপত্বং সোপাধিত্বমাভাসত্বং তচ্চ গৌণ্যা বৃত্ত্যা প্রবর্ত্তমানত্বমিতি প্রাপ্তে তস্যাভাসস্য প্রতিবিম্বত্বাদি দ্বৈবিধ্যমুদ্দিশ্য প্রতিবিম্বং লক্ষয়তি অশ্রমেতি। রতিলক্ষণলক্ষিত ইতি বাষ্পাদ্যেকদ্বয়মাত্র'দর্শনাৎ তদ্রূপত্বেন প্রতীয়মানোঽপি রত্যাভাসঃ ভোগাপবর্গসৌখ্যাংশব্যঞ্জকশ্চেত্তর্হি প্রতিবিম্বক ইত্যন্বয়ঃ। ভোগাপবর্গদাতৃত্বলক্ষণভগবদ্গুণদ্বয়াবলম্বনাদ্ভোগাপবর্গলিপ্সোপাধিত্বং তৎপ্রতিবিম্বত্বমিত্যর্থঃ। তথাপ্যশ্রমাভীষ্ট-

---

ঐ রতি চিহ্ন দর্শন করিয়া অনভিজ্ঞ জনের চমৎকার বোধ হয় সত্য, কিন্তু অভিজ্ঞ জন উহাকে রতির আভাস বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, অতএব কর্ম্মিও জ্ঞানিদিগেরও ঐ রূপ ভাব দেখিলে তাহাকে রত্যাভাস বলিয়া জানিবে॥

রত্যাভাস দুই প্রকার, ছায়া এবং প্রতিবিম্ব॥ ২০॥

তন্মধ্যে প্রতিবিম্ব রত্যাভাস যথা॥

যাহা শ্রম ব্যতিরেকে অভীষ্ট সাধন করে, যাহা দুই একটী বাষ্পাদিরূপ রতি চিহ্নে লক্ষিত এবং যাহা ভোগ ও মোক্ষসুখ প্রকাশ করে, এরূপ রত্যাভাসকে প্রতিবিম্ব

ভোগাপবর্গসৌখ্যাংশব্যঞ্জকঃ প্রতিবিম্বকঃ ॥ ২১ ॥
দৈবাৎ সদ্ভক্তসঙ্গেন কীর্ত্তনাদ্যনুসারিণাং ॥
প্রায়ঃপ্রসন্নমনসাং ভোগমোক্ষাদিরাগিণাং।
কেষাঞ্চিদ্ধৃদি ভাবেন্দোঃ প্রতিবিম্ব উদঞ্চতি

নির্ব্বাহীতি মাহাত্ম্যকথনং ॥ ২১॥

তত্র প্রক্রিয়ামাহ ভোগমোক্ষাদিরাগিনাং দৈবাৎ কদাচিদেব নতু মুহুঃ-সদ্ভক্তসঙ্গেন কীর্ত্তনাদ্যনুসারিণাং তত্তদর্থান্তরলিপ্সয়ৈব তদনুকর্ত্তৄণাং। ততঃ প্রায়ঃপ্রসন্নমনসাং দোষদর্শিত্বাদ্যভাবেঽপি তত্তদর্থান্তরলিপ্সা সরলচিত্তানাং কেষাঞ্চিৎ হৃদি তাদৃকচিত্তে তদ্ভক্তহৃন্নভঃস্থস্য তদ্ভক্তহৃদেব নভঃ বস্তুস্তরা-স্পৃষ্টত্বাৎ প্রেমেন্দূদয়যোগ্যত্বাচ্চ। তৎস্থভাবেন্দোঃ প্রতিবিম্ব উদঞ্চতি নতু স্বরূপং তত্তল্লিপ্সা লক্ষণোপাধিং বিনা তৎপ্রতিবিম্বস্যাপ্যনুদয়াৎ। প্রতিবিম্ব-শ্চায়ং ন স্বরূপস্বদৃশঃ তত্তদেকৈকগুণমাত্রাবলম্বনত্বাৎ। তত্তল্লিপ্সায়াস্তস্য অস্বচ্ছত্বাচ্চ শুদ্ধভাবলিপ্সা তু শুদ্ধং পূর্ণঞ্চ তমাকর্ষত্যেব। বিচিত্রগুণগণাবলম্বন-ত্বাত্তদর্থপ্রযত্নত্বাচ্চেত্যর্থঃ। তর্হি কথং তাদৃশভক্তব্যবধানে সতি নাপযাতি তত্রাহ তৎসংসর্গেতি। তৎসংসর্গপ্রভাবাচ্চিরমুদঞ্চত্যেব সংস্কাররূপেণেতি

বলিতে পারা যায় ॥ ২১ ॥

ভোগ মোক্ষাদিতে অনুরক্ত ব্যক্তিগণ প্রায় প্রসন্নচিত্ত অর্থাৎ ভুক্তি মুক্তি স্পৃহাতে উৎসুকচিত্ত হইয়া যদি কদাচিৎ অভীষ্ট লাভের নিমিত্ত শুদ্ধভক্তিতে অধিকারি ভক্তগণের সঙ্গেতে কীর্ত্তনাদির অনুকরণ করেন, তাহা হইলে সদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে ঐ ভাগ্যবান্‌দিগের হৃদয়ে, পূর্ব্বোক্ত সদ্ভক্ত-গণের হৃদয়াকাশস্থ ভাবরূপিচন্দ্রের প্রতিবিম্ব উদয় লাভ

তদ্বক্তৃহৃন্নভঃস্থস্য তৎসংসর্গপ্রভাবতঃ ॥ ২২ ॥

অথ ছায়া ॥

ক্ষুদ্রকৌতূহলময়ী চঞ্চলা দুঃখহারিণী ।
রতেশ্ছায়া ভবেৎ কিঞ্চিৎ তৎসাদৃশ্যাবলম্বিনী ॥
হরিপ্রিয়ক্রিয়াকালদেশপাত্রাদিসঙ্গমাৎ ।
অপ্যানুসঙ্গিকাদেষা ক্বচিদজ্ঞেষ্বপীক্ষ্যতে ॥

ভাবঃ ॥ ২২ ॥

অথ ছায়েতি। ছায়াশব্দেনাত্র কান্তিরুচ্যতে। ছায়া সূর্য্য প্রিয়া কান্তিঃ প্রতিবিম্বমনাতপ ইত্যমরস্য নানার্থবর্গাৎ, সাচাত্র প্রতিচ্ছবিরেবোচ্যতে। তস্যাশ্চ কান্তিত্বাদাভাসশব্দস্য তত্রচ প্রসিদ্ধত্বাৎ তদেতদভিপ্রেত্য ছায়াং লক্ষয়তি ক্ষুদ্রেতি। ক্ষুদ্রকৌতুহলত্বং। পারমার্থিকেঽপি কৌতুহলে তস্মিন্ লৌকিকত্বমননাৎ। তথাপি পারমার্থিককৌতুহলময়রতেস্তত্র যৎকিঞ্চিচ্ছবিরাভাসত এবেতি ছায়াত্বমত্রেতি ভাবঃ। রতেশ্ছায়াস্তু কিঞ্চিদ্দ্যুগাস্যাস্তথা তস্যা রতেঃ সাদৃশ্যাবলম্বিনী ভবেদিতিতু যোজনা, অতশ্ছায়াত্বাচ্চঞ্চলাপি নতু প্রতিবিম্ববৎ স্থিরা ভোগাদিরাগবৎ লৌকিককৌতূকস্য স্থিরত্বাভাবাৎ তথাপি বস্তুপ্রভাবাদুঃখ হারিণী সংসারতাপস্য ক্রমাচ্ছমনীতি। নচাত্র বিশেষলক্ষণে ভোগাদিসম্বন্ধাভাবাদাভাসগতস্য সামান্যলক্ষণস্যাব্যাপ্তিঃ স্যাৎ কৌতুহলানুভবস্য চ ভোগবিশেষত্বাৎ ন চাত্র ভোগসম্বন্ধেন প্রতিবিম্বেতি ব্যাপ্তিঃ স্যাৎ, ক্ষুদ্রেত্যনেনৈব ততো বিচ্ছিন্নত্বাৎ ॥

করিয়া থাকে ॥ ২২ ॥

অথ ছায়া রত্যাভাস ॥

ক্ষুদ্র কৌতূহল ময়ী, চঞ্চলা, দুঃখ হারিণী, এবং কথঞ্চিৎ রতির সদৃশা যে রতি, তাহার নাম ছায়া ॥

ভগবদ্ভক্তগণের শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ক্রিয়া, জন্মযাত্রা-

কিন্তু ভাগ্যং বিনা নাসৌ ভাবচ্ছায়াপ্যুদঞ্চতি ॥
যদভ্যুদয়তঃ ক্ষেমং তত্র স্যাদুত্তরোত্তরং ॥
হরিপ্রিয়জনস্যৈব প্রসাদভরলাভতঃ।
ভাবাভাসোঽপি সহসা ভাবত্বমুপগচ্ছতি ॥
তস্মিন্নেবাপরাধেন ভাবাভাসোঽপ্যনুত্তমঃ।
ক্রমেণ ক্ষয়মাপ্নোতি খস্থপূর্ণশশী যথা ॥ ২৩ ॥
কিঞ্চ ॥
ভাবোঽপ্যভাবমায়াতি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠাপরাধতঃ।

হরিপ্রিয়ক্রিয়াদীনাং সঙ্গমাদ্ যুগপন্মিলনাদিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥
অভাবং দ্বিবিধস্যৈবাপরাধস্যাধিক্যেন। এবং আভাসতাং মধ্যমত্বেন

প্রভৃতি ভগবৎ কাল, বৃন্দাবন মথুরা প্রভৃতি ভগবদ্ধাম এবং ভগবদ্ভক্ত ইহাদিগের আনুষঙ্গিক যুগপৎ মিলন হেতু কখন কখন অজ্ঞ ব্যক্তিতেও রতির ছায়া লক্ষিত হইয়া থাকে ॥

কিন্তু যে ভাবচ্ছায়ার উদয়েতে অজ্ঞব্যক্তিরাও ক্রমে ক্রমে মঙ্গল প্রাপ্ত হয়, সেই ভাবচ্ছায়ারূপ সৌভাগ্য ব্যতীত কখনই উদিত হয় না ॥

হরিপ্রিয়জনের অনুগ্রহ নিবন্ধন ভাবাভাসও সহসা ভাবত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যদি সেই ভগবদ্ভক্ত জনের নিকট অপরাধ হয়, তাহা হইলে উৎকৃষ্ট ভাবাভাস (প্রতিবিম্ব)ও আকাশস্থ পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হয় ॥ ২৩॥

আরও বলিয়াছেন ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ব্যক্তিদিগের নিকট গুরুতর অপরাধ

আভাসতাঞ্চ শনকৈ র্ন্যূনজাতীয়তামপি ॥ ২৪ ॥
গাঢ়াসঙ্গাৎ সদায়াতি মুমুক্ষৌ সুপ্রতিষ্ঠিতে ।
আভাসতামসৌ কিম্বা ভজনীয়েশভাবতাং ॥ ২৫ ॥
অতএব ক্বচিত্তেষু নব্যভক্তেষু দৃশ্যতে ।

ন্যূনজাতীয়তামপ্রত্বেন তত্র ন্যূনজাতীয়ত্বং বক্ষ্যমাণানাং শান্ত্যাদিপঞ্চবিধানাং রত্যাদ্যষ্টবিধানাঞ্চ তারতম্যেন জ্ঞেয়ং ॥ ২৪ ॥

ভজনীয়ো য ঈশস্তস্য ভাবোঽভিমানো যস্য তত্তাং যাতি অহংগ্রহোপাসনামাবিশতীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

ক্ষণমিত্যুপলক্ষণং ক্বচিচ্চিরমভিব্যাপ্য মুক্তিস্তত্র সারূপ্যসাষ্টি´সামীপ্যলক্ষণা

জন্মিলে ভাব অভাবত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ একেবারেই বিনষ্ট হয়, মধ্যম অপরাধে ঐ ভাব আভাস এবং অল্পাপরাধে হীন জাতীয়তা প্রাপ্ত হয় ॥

উক্ত-উদাহরণে শান্ত্যাদি পঞ্চবিধ অথবা অষ্টপ্রকার রতি ইহাদের তারতম্যানুসারে হীন জাতীয় হয় ॥ ২৪ ॥

সুপ্রতিষ্ঠিত মুমুক্ষুতে গাঢ়তর আসক্তি হইলে ভাব ক্রমে আভাস হয় অথবা অহংগ্রহরূপ-উপাসনায় প্রবেশ করে।

উক্ত পদ্যে অহংগ্রহোপাসনার অর্থ এই যে, আপনাতে যে ভজনীয় দেবের অভিমান, তাহার নাম অহংগ্রহোপাসনা ॥২৫॥

এই জন্য কোন২ নব্যভক্তে নর্ত্তনাদিতে ক্ষণিক অথবা দীর্ঘকালস্থায়ি— মুক্তিপক্ষগামী এই ঈশ্বরভাব দেখিতে

ক্ষণমীশ্বরভাবোঽয়ং নৃত্যাদৌ মুক্তিপক্ষগঃ ॥ ২৬ ॥
সাধনেক্ষাং বিনা যস্মিন্নকস্মাদ্ভাব ঈক্ষ্যতে।
বিঘ্নস্থগিতমত্রোহ্যং প্রাগ্‌ভবীয়ং সুসাধনং ॥ ২৭ ॥
লোকোত্তরচমৎকারকারকঃ সর্ব্বশক্তিদঃ ॥
যঃ প্রথীয়ান্ ভবেদ্ভাবঃ সতু কৃষ্ণপ্রসাদজঃ ॥ ২৮ ॥
জনে চেজ্জাতভাবেঽপি বৈগুণ্যমিব দৃশ্যতে।

জ্ঞেয়া ॥ ২৬ ॥

সাধনেক্ষামিতি। সাধনানি পূর্ব্বোক্তসাধনাভিনিবেশকৃষ্ণপ্রসাদভক্তপ্রসাদলক্ষণানি করণানি তেষামীক্ষাং শাস্ত্রাদিদ্বারাজ্ঞানং বিনা যস্মিন্ ভাবো রত্যাদিরীক্ষ্যতে নিশ্চীয়তে তস্মিন্ বৃত্রাদিষ্বিব প্রাগ্‌ভবীয়ং সাধনমূহ্যং ॥ ২৭ ॥

নমু পূর্ব্বং সাধনাভিনিবেশাদিত্রয়েণাধুনাচ প্রাগ্‌ভবীয়সাধনেন ভাবজন্মোক্তং তেষাং মধ্যে কতমঃ শ্রেষ্ঠস্তত্র পূতনাদিদৃষ্টান্তমভিপ্রেত্যাহ লোকেতি ॥ ২৮ ॥

বৈগুণ্যং বহির্দুরাচারতা তদিবেতি তেন লিপ্তত্বাভাবাৎ। তথাচোক্তং।

পাওয়া যায় ॥ ২৬ ॥

সাধনজ্ঞান ব্যতিরেকে অকস্মাৎ যে কোন ব্যক্তিতে ভাবোদয় দেখা যায়, তাহার কারণ এই যে, ঐ ব্যক্তির জন্মান্তরীয় সুন্দররূপ সাধন ছিল, বিঘ্ন বশতঃ স্থগিত থাকিয়া পরে উদিত হইল, ইহাই বিবেচনা করিতে হইবে ॥ ২৭ ॥

যে বৃদ্ধিশীল ভাব লোকাতীত চমৎকারকারী এবং সর্ব্ব শক্তিপ্রদ, তাহাকে কৃষ্ণপ্রসাদ বলিয়া জানিবে ॥ ২৮ ॥

জাতভাব ব্যক্তিতে যদি বাহ্য দুরাচারতার ন্যায় কোন

কার্য্যা তথাপি নাসূয়া কৃতার্থঃ সর্ব্বথৈব সঃ ॥ ২৯ ॥

যথা নারসিংহে ॥

ভগবতি চ হরাবনন্যচেতা-
ভৃশমলিনোঽপি বিরাজতে মনুষ্যঃ ॥
নহি শশকলুষচ্ছবিঃ কদাচি-
ত্তিমিরপরাভবতামুপৈতি চন্দ্রঃ ॥ ইতি ॥ ৩০ ॥

রতিরনিশনিসর্গোষ্ণপ্রবলতরানন্দপূররূপৈব।

অপবিত্রঃ পবিত্রো বেত্যাদি কৃতার্থত্বং চাত্র জাতভাবত্বাদেব ॥ ২৯ ॥

ভৃশমলিনোঽপি সুদুরাচারত্বেন বহির্দৃশ্যমানোঽপি বিরাজতে। অন্তাপরাভূততয়া অন্তর্গতভক্ত্যা শোভত এব। তত্রার্থান্তরন্যাসো নহীতি। লোকচ্ছায়াময়ং লক্ষ্ম তবাঙ্কে শশসঙ্গিতমিতি শ্রীহরিবংশোক্তেঃ। শশকলুষচ্ছবিত্বেন বহির্দৃশ্যমানোঽপীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

উত্তরোত্তরাভিলাষবৃদ্ধেঃ অশান্তস্বভাবং উষ্ণত্বং উল্লাসাত্মকত্বাদানন্দত্বং

প্রকার বৈগুণ্য দেখা যায় তথাপি তাহাতে অসূয়া করিবে না, কারণ বিষয়ে অনাসক্তি প্রযুক্ত উক্ত সঞ্জাতভাব ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে কৃতার্থ ॥ ২৯ ॥

যথা নৃসিংহপুরাণে ॥

যে মনুষ্য ভগবান্ হরিতে একান্তভাবে চিত্ত সন্নিবেশ করিয়াছেন, তাঁহার যদি বাহ্যে অত্যন্ত দুরাচারতাও দেখা যায়, তথাপি তিনি অন্তর্গত ভক্তিপ্রভাবে বিরাজমান হয়েন, যেমন পূর্ণচন্দ্র বাহ্যদেশে মৃগচিহ্নে কলঙ্কিত হইলেও, কখন তিমিরের নিকট পরাভূত হয়েন না ॥ ৩০ ॥

নিরন্তর উষ্ণস্বভাবা হইয়াও প্রবলতর আনন্দরূপিণী

উষ্মাণমপি বসন্তি সুধাংশুকোটেরপি স্বাদ্বী ॥ ৩১ ॥

॥*॥ ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ভাবভক্তি-লহরী তৃতীয়া ॥ * ॥

অনিশমেব যো নিসর্গঃ স্বভাবস্তেন উষ্ণা চ সা প্রবলতরানন্দরূপা চেতি বিগ্রহঃ। উষ্মাণং তদ্বিধনানাসঞ্চারিভাবানাং লক্ষণং ॥ ৩১ ॥

॥*॥ ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ভাবভক্তিলহরী তৃতীয়া ॥*॥

রতি উষ্ণতা প্রকাশ করিলেও কোটি কোটি সুধাংশু হইতেও সুন্দর আস্বাদশালিনী বলিয়া জানিতে হইবে ॥

উক্ত পদ্যের তাৎপর্য্য, উত্তরোত্তর অভিলাষ বৃদ্ধি পাওয়াতে রতির অশান্তিতা প্রযুক্ত উষ্ণত্ব, উল্লাস প্রদ বলিয়া রতির আনন্দত্ব, উষ্মা উদ্গীরণ করে অর্থাৎ নানাবিধ সঞ্চারি ভাব প্রকাশ করে ॥ ৩১ ॥

॥ * ॥ ইতি পূর্ব্ববিভাগে ভাবভক্তিলহরী ॥ * ॥

অথ প্রেমভক্তিঃ॥

সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥ ১॥

যথা পঞ্চরাত্রে॥

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ॥ ইতি॥

অথ ভাবমপ্যুক্ত্বা প্রেমাণমাহ সম্যগিতি। অত্র সান্দ্রাত্মত্বং স্বরূপলক্ষণং অন্যদ্দ্বয়ং তটস্থলক্ষণং॥ ১॥

অত্র স্বমতমুদাহরণমেবম্ভূত ইত্যাদি বক্ষ্যমাণপ্রকারমেব জ্ঞেয়ং। মতান্তরমপি যোজনান্তরেণ সঙ্গময়িতুমাহ যথেতি। ভক্তিরত্র ভাবঃ॥ ২॥

অথ প্রেমভক্তি॥

যাহা হইতে চিত্ত সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল হয় এবং যাহা অতিশয় মমতাসম্পন্ন এরূপ যে ভাব তাহা গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলেই পণ্ডিতেরা তাহাকে প্রেম বলিয়া কীর্ত্তন করেন॥

তাৎপর্য্য। সাধন ভক্তি যাজন করিতে ২ রতি হয়, সেই রতি গাঢ় হইলে তাহাকে প্রেম বলে। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যথা,-সাধনভক্তি হইতে রতির উদয় হয়। রতি গাঢ় হইলে তারে প্রেম নাম কয়॥ ১॥

যথা পঞ্চরাত্রে॥

অন্যের প্রতি মমতা পরিহার পূর্ব্বক ভগবানে যে মমতা তাহার নাম প্রেম, এই প্রেমকেই ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব এবং নারদেরা ভক্তি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন॥

ভক্তিঃ প্রেমোচ্যতে ভীষ্মমুখৈর্যত্র তু সঙ্গতা।
মমতান্যমমত্বেন বর্জ্জিতেত্যত্র যোজনা॥
ভাবোত্থোঽতিপ্রসাদোত্থঃ শ্রীহরেরিতি স দ্বিধা।

তত্র ভাবোত্থঃ।

ভাব এবান্তরঙ্গানামঙ্গানামনুসেবয়া।
আরূঢ়ঃ পরমোৎকর্ষং ভাবোত্থঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ২॥

তত্র বৈধভাবোত্থো যথা একাদশে॥ ৩॥

এবম্ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।

বৈধ্যা নিবৃত্তো বৈধঃ স চাসৌ ভাবশ্চেতি তদুত্থঃ॥ ৩॥

অত্রৈবম্ব্রত ইতি বৈধীসম্বন্ধাত্তন্নির্বৃত্তত্বং। প্রিয়েতি ভাবোত্থত্বং। স্বেতি

অন্য মমত্ব বর্জিত যে মমতা তাহাকে ভীষ্ম প্রভৃতি ভাগবতগণ প্রেমভক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেই প্রেম ভাবোত্থ ও ভগবানের অতিপ্রসাদোত্থ ভেদে দুই প্রকার হয়॥

তন্মধ্যে ভাবোত্থ প্রেম যথা॥

অন্তরঙ্গ ভক্ত্যঙ্গ সকলের নিরন্তর সেবন দ্বারা ভাব পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলেই ভাবোত্থ প্রেম বলিয়া কথিত হয়॥ ২॥

বৈধীভক্তিসঞ্জাত ভাব জন্য প্রেম যথা
একাদশস্কন্ধে ২ অ। ৩৮ শ্লোকে॥ ৩॥

পূর্ব্বোক্ত ভক্ত্যঙ্গ যাজনে অবশচিত্ত ব্যক্তি লোকাচার বহির্ভূত হইয়া স্বীয় প্রিয়ের নামকীর্ত্তনে জাতানুরাগ ও শ্লথহৃদয় হওত উন্মত্তের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কখন হাস্য, কখন

হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ৪ ॥

রাগানুগীয়ভাবোত্থো যথা পাদ্মে ।

ন পতিং কাময়েৎ কঞ্চিদ্ব্রহ্মচর্য্যস্থিতা সদা ॥
তামেব মূর্ত্তিং ধ্যায়ন্তী চন্দ্রকান্তি র্বরাননা।
শ্রীকৃষ্ণগাথাং গায়ন্তী রোমাঞ্চোদ্ভেদলক্ষণা।
অস্মিন্মন্বন্তরে স্নিগ্ধাং শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়বার্ত্তয়া ॥ ৫ ॥

অথ হরেরতিপ্রসাদোত্থঃ।

হরেরতিপ্রসাদোঽয়ং সঙ্গদানাদিরাত্মনঃ ॥ ৬ ॥

মমতা যুক্তত্বং। জাতানুরাগ ইতি তদতিশয়িত্বঞ্চ জ্ঞেয়ং ॥ ৪ ॥

তামেব মূর্ত্তিং ধ্যায়ন্তীতি তস্যাং মূর্ত্তৌ পূর্ব্বং ভাবো জাত আসীদিতি সূচিতং কঞ্চিদন্যং পতিং ন কাময়েৎ ন কাময়তেতি গাঢ়মমতয়া প্রেম দর্শিতং স্নিগ্ধা বভুবেতি শেষঃ ॥ ৫ ॥

সঙ্গদানমাদি র্যস্য সঃ ॥ ৬ ॥

রোদন, কখন আলাপ, কখন গান, কখনও বা বাহ্যলোকের ন্যায় নৃত্য করিতে থাকেন ॥ ৪ ॥

রাগানুগীয় ভাবোত্থ যথা পদ্মপুরাণে ॥

সেই মন্বন্তরে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়বার্ত্তায় স্নিগ্ধ হইয়া ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতপরায়ণা সুমুখী চন্দ্রকান্তি পুলকাঞ্চিত কলেবরে শ্রীকৃষ্ণ-গাথা গান করিতে ২ সেই শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিকে ধ্যান করত অন্য কাহাকেও পতি বলিয়া কামনা করেন নাই ॥ ৫ ॥

অথ হরির অতিপ্রসাদোত্থ প্রেম ॥

ভগবান্ হরির স্বীয় সঙ্গদানাদিকেই অতিপ্রসাদোত্থ প্রেম কহে ॥ ৬ ॥

যথৈকাদশে ॥

তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ।
অব্রতা তপ্ততপসো মৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ॥ ইতি॥
মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্তশ্চ কেবলশ্চেতি স দ্বিধা॥ ৭॥

তত্রাদ্যো যথা পঞ্চরাত্রে।

মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্তস্তু সুদৃঢ়ং সর্ব্বতোঽধিকঃ।

ত ইতি। পূর্ব্বোক্তেষু তে কেচিদ্বলিপ্রভৃতয় ইত্যর্থঃ। তে চ মৎপ্রাপ্ত্যর্থং ন অধীতাঃ শ্রুতিগণা যৈঃ। তথা অধ্যয়নার্থং নোপাসিতা মহত্তমাঃ তৎপারগা যৈঃ। মৎসঙ্গাদিতি। তৈষাং সতাং মধ্যে প্রধানস্য মম সঙ্গাৎ প্রেমাণং প্রাপ্য মামুপাগতা ইত্যর্থঃ। কিন্তু শ্রীভগবতঃ স্বতন্ত্রত্বেঽপি সতাং মধ্যে স্বয়ং গণনং বিনয়স্বভাবাদেব কৃতমিতি শ্রীভগবৎপ্রসাদোত্থ এবায়ং জ্ঞেয়ঃ॥ ৭॥

পুনশ্চ তস্যৈব প্রেম্নো ভেদদ্বয়মাহ। মাহাত্ম্যেতি। কেবলো মাধুর্য্যমাত্র-

---

যথা একাদশে ১২ অ। ৬ শ্লোকে॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে উদ্ধব! গোপীগণ আমাকে পাইবার নিমিত্ত বেদাধ্যয়ন করেন নাই, মহত্তমদিগের সঙ্গ অর্থাৎ তীর্থ সেবন করেন নাই, ব্রতাচরণ করেন নাই এবং তপস্যাও করেন নাই, কেবল আমার সংসর্গ দ্বারাই আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন॥

অতিপ্রসাদোত্থ প্রেম দুই প্রকার, যথা, মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত এবং কেবল অর্থাৎ মাধুর্য্যমাত্র জ্ঞান যুক্ত॥ ৭॥

মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত প্রেম যথা পঞ্চরাত্রে॥

মাহাত্ম্যজ্ঞান যুক্ত, সুদৃঢ় এবং সকল বিষয় হইতে অধিক

স্নেহো ভক্তিরিতি প্রোক্ত স্তয়া সার্ষ্ট্যাদি নান্যথা ॥ ৮ ॥

কেবলো যথা তত্রৈব।

মনোগতিরবিচ্ছিন্না হরৌ প্রেমপরিপ্লুতা।
অভিসন্ধিবিনির্ম্মুক্তা ভক্তির্বিষ্ণুবশঙ্করী ॥ ইতি ॥ ৯ ॥
মহিমজ্ঞানযুক্তঃ স্যাদ্বিধিমার্গানুসারিণাং।
রাগানুগাশ্রিতানান্তু প্রায়শঃ কেবলো ভবেৎ ॥ ১০ ॥

জ্ঞানযুক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

অত্র পাঞ্চরাত্রিকপদ্যদ্বয়মাহ। মাহাত্ম্যজ্ঞানসদ্ভাবাংশ এব নতু লক্ষণাংশে ॥ ৯ ॥

প্রায়শ ইতি বৈধাংশযুক্তত্বেঽপি ন কেবলঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

যে স্নেহ তাহাকেই ভক্তি বলা যায়, এতাদৃশী ভক্তি ব্যতীত সার্ষ্ট্যাদি মুক্তি কখনই লব্ধ হয় না ॥ ৮ ॥

কেবল যথা পঞ্চরাত্রে ॥

অভিসন্ধি-শূন্য এবং প্রেমপরিপ্লুত যে শ্রীকৃষ্ণে নিরবচ্ছিন্ন মনের গতি তাহাকে ভক্তি বলা যায়, এতাদৃশী ভক্তিই বিষ্ণুর বশকারিণী ॥ ৯ ॥

বিধি মার্গানুবর্ত্তি ভক্তগণের যে অতিপ্রসাদোত্থ প্রেম তাহা মহিমজ্ঞানযুক্ত, আর রাগানুগাশ্রিত ভক্তগণের প্রেম প্রায়শই কেবল অর্থাৎ মাধুর্য্যজ্ঞান যুক্ত হইয়া থাকে ॥
উক্ত উদাহরণে "প্রায়শই" বলার তাৎপর্য্য এই যে, বৈধী ভক্তির কোন অংশ যুক্ত হইলে কেবল প্রেম হয় না ॥ ১০ ॥

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তি স্ততোভাব স্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥ ১১॥
ধন্যস্যায়ং নবঃ প্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্বাণিভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা॥ ১২॥
অতএব শ্রীনারায়ণপঞ্চরাত্রে যথা॥

তত্র বহুষপি ক্রমেষু সৎসু প্রায়িকমেকং ক্রমমাহ আদাবিতি দ্বয়েন। আদৌ প্রথমসাধুসঙ্গে শাস্ত্রশ্রবণদ্বারা শ্রদ্ধা তদর্থবিশ্বাসঃ। ততঃ প্রথমানন্তরং দ্বিতীয়ঃ সাধুসঙ্গো ভজনরীতিশিক্ষানিবন্ধনঃ। নিষ্ঠা তত্রাবিক্ষেপেণ সাতত্যং। রুচিরভিলাষঃ কিন্তু বুদ্ধিপূর্ব্বিকেয়ং, আসক্তিস্তু স্বারসিকী॥ ১১॥

অন্তর্ব্বাণিভিঃ শাস্ত্রবিদ্ভিঃ। মুদ্রা পরিপাটী॥ ১২॥

প্রেমোদয়ের বহুতর ক্রম সত্ত্বেও প্রায়িক ক্রম কহিতেছেন যথা। প্রথমে শ্রদ্ধা, তৎপরে সাধু সঙ্গ, তাহার পর ভজন ক্রিয়া, তদনন্তর অনর্থনিবৃত্তি, তৎপরে নিষ্ঠা, তাহার পর রুচি, তৎপরে আসক্তি, তদনন্তর ভাব, তাহার পর প্রেম উদিত হয়। সাধকগণের প্রেমাবির্ভাবের প্রতি ক্রম এইরূপ নিরূপিত হইয়াছে॥ ১১॥

যে সকল ব্যক্তি ভাগ্যবান্ তাঁহাদেরই চিত্তে এই নবীন প্রেম উদিত হয়, কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞেরা সহসা এই নবীন প্রেমের পরিপাটী জানিতে পারেন না॥ ১২॥

এজন্য নারায়ণ পঞ্চরাত্রে কহিয়াছেন—

ভাবোন্মত্তো হরেঃ কিঞ্চিন্নবেদ সুখমাত্মনঃ।
দুঃখঞ্চেতি মহেশানি পরমানন্দ আপ্লুতঃ॥
প্রেম্ন এব বিলাসত্বাদ্বৈরল্যাৎ সাধকেষ্বপি।
অত্র স্নেহাদয়ো ভেদা বিবিচ্য নহি শংসিতাঃ॥
শ্রীমৎপ্রভুপদাম্ভোজৈঃ সর্ব্বা ভাগবতামৃতে।
ব্যক্তীকৃতাস্তি গূঢ়াপি ভক্তিসিদ্ধান্তমাধুরী।

॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে প্রেমভক্তিলহরী চতুর্থী ॥ * ॥ ৪ ॥ * ॥

সুদুর্গমত্বমেব দর্শয়তি অতএবেতি। অয়ং ভাবঃ। শাস্ত্রবিদ্ভির্হি বহিঃসুখপ্রাপ্তি-দুঃখহানী এব পুরুষার্থত্বেন নির্ণীতে। তেচ তাদৃশভক্তানাং বহিরেব তৈজ্জ্ঞা-য়েতে নান্তঃ। তেষামন্তস্ত সুখদুঃখেভগবৎপ্রাপ্ত্যপ্রাপ্তিকৃতে এব। যথোক্তং। নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদমিত্যাদি। কামং ভবঃ স্ববৃ-জিনৈ নিরয়েষু নস্তাচ্চেতোঽলিবদ্ যদি নু তে পদয়ো রমেতেত্যাদি চ॥ ১৩॥

মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিলেন হে মহেশ্বরি! যে ব্যক্তি ভগবান্ হরির ভাবে উন্মত্ত হইয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়াছেন, তিনি আত্মবিষয়ক সুখ বা দুঃখ কিছুই জানিতে পারেন না॥

স্নেহ প্রণয়াদি প্রেমের বিলাস বলিয়া অতি বিরল, এ প্রযুক্ত প্রায়ই উক্ত স্নেহাদি সাধকগণে লক্ষিত হয়না, একারণ এখানে আর পৃথক্ করিয়া নির্দ্দেশ করিলাম না॥

আমার প্রভু সনাতন গোস্বামিপাদ নিজ ভাগবতামৃত গ্রন্থে সমস্ত ভক্তিসিদ্ধান্তের মাধুরী অতিগূঢ় হইলেও স্পষ্ট রূপে বর্ণন করিয়াছেন॥

গোপালরূপশোভাং দধদপিরঘুনাথভাববিস্তারী।
তুষ্যতু সনাতনাত্মা প্রথমবিভাগে সুধাম্বুনিধেঃ॥
॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ রসোপযোগী স্থায়িভাবোৎপাদনো নাম পূর্ব্ববিভাগঃ সমাপ্তঃ॥ * ॥

ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ লহরীচতুষ্টয়াত্মকে পূর্ব্ববিভাগে প্রেমভক্তিলহরী চতুর্থী॥ * ॥

গোপালেতি। শ্লিষ্টমিদং। তত্র কৃষ্ণপক্ষে, রঘুনাথভাবস্য রঘুনাথত্বস্য বিস্তারী রঘুনাথাদীনামপ্যবতারীত্যর্থঃ। তত্তদুপাসকানামভীষ্টপূরণায়েতি ভাবঃ। অহো কৃপামাহাত্ম্যমিতি বিবক্ষিতং। পক্ষে। স্ববর্গস্য নামচতুষ্টয়মুদ্দিষ্টং। তত্র দ্বিতীয়ং শ্রীমদগ্রজচরণানাং নাম প্রথমতৃতীয়ে তন্মিত্রয়োঃ। চতুর্থে শ্রীমদগ্রজচরণানাং। ভাবঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমা॥

ইতি দুর্গমসঙ্গমনীনাম্ন্যাং শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুটীকায়াং পূর্ব্ববিভাগঃ সমাপ্তঃ॥ * ॥

গোপালরূপ শোভা প্রকটন করিয়াও যিনি রঘুনাথের ভাব বিস্তার করিয়াছেন, সেই সনাতনাত্মা অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ এই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগে পরিতোষ লাভ করুন॥

অথবা গোপালভট্ট এবং শ্রীরূপ গোস্বামির শোভা সম্পাদন করত ভট্টরঘুনাথের ভাবকে যিনি বিস্তার করিয়াছেন এরূপ যে সনাতনগোস্বামী তিনি এই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগে পরিতোষ প্রকাশ করুন॥ ১২॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নকৃতব্যাখ্যায় ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগ সমাপ্ত ॥ * ॥

দক্ষিণ বিভাগঃ।

১ম লহরী।

প্রবলমনন্যাশ্রয়িণা নিষেবিতঃ সহজরূপেণ।
অঘদমনো মথুরায়াং সদা সনাতনতনু র্জয়তি ॥
রসামৃতাব্ধে র্ভাগেঽস্মিন্ দ্বিতীয়ে দক্ষিণাভিধে।
সামান্যো ভগবদ্ভক্তিরসস্তাবদুদীর্য্যতে ॥

যিনি স্বাভাবিক অনন্যাশ্রিত রূপদ্বারা প্রবল রূপে নিষেবিত, যিনি অঘাসুরকে সংহার করিয়াছেন, সেই সনাতন-(-নিত্য-)-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ মথুরা মণ্ডলে জয় যুক্ত হউন ॥

অথবা যিনি একান্তাশ্রিত অনুজ রূপকর্ত্তৃক অতিশয় রূপে নিষেবিত এবং যিনি পাপনাশক, সেই সনাতননামা গোস্বামী সর্ব্বদা মথুরামণ্ডলে জয় যুক্ত হউন ॥

রসামৃতসিন্ধুর এই দ্বিতীয় দক্ষিণবিভাগে সামান্য ভগবদ্ভক্তিরস বর্ণিত হইবে ॥

অস্য পঞ্চ লহর্য্যঃ স্যু র্বিভাগাখ্যাগ্রিমা মতা।
দ্বিতীয়া ত্বনুভাবাখ্যা তৃতীয়া সাত্ত্বিকাভিধা।
ব্যভিচার্য্যভিধা তুর্য্যা স্থায়িসংজ্ঞা চ পঞ্চমী।
অথাস্যাঃ কেশবরতে র্লক্ষিতায়া নিগদ্যতে।
সামগ্রী পরিপোষেণ পরমা রসরূপতা ॥ ১ ॥
বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈ র্ব্যভিচারিভিঃ।
স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ।
এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ী ভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ ॥ ২ ॥

বিভাবৈরিতি। এষা শ্রীকৃষ্ণরতিরেব স্থায়ী ভাবঃ সৈব চ ভক্তিরসো ভবেৎ। কীদৃশী সতী তত্রাহ বিভাবৈরিতি। শ্রবণাদিভিঃ কর্তৃভি র্বিভাবাদিভিঃ করণৈর্ভক্তানাং হৃদি স্বাদ্যত্বমানীতা সম্যক্ প্রাপিতা চমৎকারবিশেষেণ পুষ্টেত্যর্থঃ। রতিশ্চাত্রোপলক্ষণমেব। তেন মহাভাবপর্য্যন্তঃ সর্ব্বোঽপি গ্রাহ্যঃ। তস্যা এব্বোৎকর্ষরূপত্বাৎ ॥ ২ ॥

অপর এই বিভাগে পাঁচটী লহরী আছে। যথা—প্রথম বিভাব, দ্বিতীয় অনুভাব, তৃতীয় সাত্ত্বিক ভাব, চতুর্থ ব্যভিচারিভাব পঞ্চম স্থায়িভাব ॥

অপিচ, লক্ষ স্বরূপা যে কেশবরতি, যাহা বিভাবাদি-সামগ্রী দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া পরম রস রূপতা প্রাপ্ত হয়, তাহাই এই বিভাগে কথিত হইবে ॥ ১ ॥

এই স্থায়িভাব স্বরূপ কৃষ্ণরতি বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারি ভাব দ্বারা শ্রবণাদি কর্ত্তৃক ভক্ত জনের হৃদয়ে আস্বাদনীয়ত্ব রূপে আনীত হইলে, ভক্তিরস বলিয়া কীর্ত্তিত হয় ॥ ২ ॥

প্রাক্তন্যাধুনিকী চাস্তি যস্য সদ্ভক্তিবাসনা।
এষ ভক্তিরসাস্বাদ স্তস্যৈব হৃদি জায়তে॥ ৩॥
ভক্তিনির্ধূতদোষাণাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাং।
শ্রীভাগবতরক্তানাং রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাং।
জীবনীভূতগোবিন্দপাদভক্তিসুখশ্রিয়াং।
প্রেমান্তরঙ্গভূতানি কৃত্যান্যেবানুতিষ্ঠতাং।

যদ্যপি রতেরস্তিত্বেনাধুনিকী বাসনাস্ত্যেব তথাপি রসতাপত্তৌ প্রাক্তনী চাবশ্যং মৃগ্যেত ইত্যাহ প্রাক্তনীতি। প্রাগ্জন্মজাতা আধুনিকী জন্মন্যস্মিন্ ভূতা চেতি মধ্যে তিরোধানাপেক্ষয়ৈব ভেদো বিবক্ষিতঃ। ইদমপি প্রায়িকং। তাৎপর্য্যন্তু রত্যতিশয় এব জ্ঞেয়ঃ॥ ৩॥

পুনস্তস্যাং রসোৎপত্তৌ সাধনং সহায়ং প্রকারঞ্চাহ ভক্তীতি চতুর্ভিঃ। তত্র সাধনমনুতিষ্ঠতামিত্যন্তং সহায়ং সংস্কারযুগলং। প্রকারস্তু রতিরিত্যাদিকো জ্ঞেয়ঃ। নির্ধূতদোষত্বাদেব প্রসন্নত্বং শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাবির্ভাবযোগ্যত্বং

অপর এই ভক্তিরস-আস্বাদ সকলের সম্বন্ধে হইতে পারে না, কারণ, যাঁহার জন্মান্তরীয় অথবা ইহ জন্ম সম্বন্ধীয় ভগবদ্ভক্তি সদ্বাসনা বিদ্যমান আছে, তাহারই হৃদয়ে ভক্তিরসের আস্বাদ উৎপন্ন হয়॥ ৩॥

আর, যাঁহাদের ভক্তিকর্ত্তৃক দোষ সকল ধৌত হওয়াতে চিত্ত প্রসন্ন হইয়া উজ্জ্বল হইয়াছে, যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতে অনুরক্ত,রসিক জন সঙ্গে যাঁহাদের উল্লাস এবং যাঁহারা গোবিন্দচরণারবিন্দের ভক্তিসুখ সম্পত্তিকেই জীবন স্বরূপ জানেন, প্রেমের অন্তরঙ্গ কৃত্য সকলকেই যাঁহারা অনুষ্ঠান করেন,সেই

ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা
রতিরানন্দরূপৈব নীয়মানা তু রস্যতাং।
কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈর্গতৈরনুভবাধ্বনি।
প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারকাষ্ঠামাপদ্যতে পরাং।
কিন্তু প্রেমা বিভাবাদ্যৈঃ স্বল্পৈ র্নীতোঽপ্যনীয়সীং।
বিভাবনাদ্যবস্থাং তু সদ্য আস্বাদ্যতাং ব্রজেৎ॥

তত্র বিভাবাদিসামান্যলক্ষণং॥

যে কৃষ্ণভক্তমুরলীনাদাদ্যা হেতবো রতেঃ।

ততশ্চোজ্জ্বলত্বং তদাবির্ভাবাৎ সর্ব্বজ্ঞান সম্পন্নত্বং। অনুভবাধ্বনি গতৈরিতি নতু লৌকিকরসবদত্র সৎকবিনিবদ্ধতাপেক্ষেতি ভাবঃ। তত্র সতি কিন্ত্বিতি প্রেম্ণো বৈশিষ্ট্যং বিভাবনাদ্যবস্থাং তত্তদাস্বাদবিশেষযোগ্যতাবস্থাং। এবং প্রণয়স্নেহাদীনামপি জ্ঞেয়ং। রতেরেবোৎকর্ষরূপা এত ইতি তদ্গ্রহণেনৈব বিভাবৈরিত্যাদি লক্ষণে প্রবেশ ইতি ভাবঃ। অনীয়সীমপীতি যোজ্যং॥ ৪॥

সকল ভক্ত জনের হৃদয়ে দুইটী সংস্কারদ্বারা উজ্জ্বল হইয়া কৃষ্ণরতি অতিশয় রূপে বিরাজ করেন এবং ঐ রতি আস্বাদনীয়া হইয়া পরমানন্দ স্বরূপা হয়েন॥

অপর অনুভবাদি মার্গে কৃষ্ণাদি বিভাব দ্বারা ঐ কৃষ্ণরতি পরমানন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ প্রেমরূপে পরিণত হয়, কিন্তু ঐ প্রেম অল্প বিভাবনাদি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সদ্যঃ আস্বাদনীয় হয়॥

তন্মধ্যে বিভাবাদির সামান্য লক্ষণ যথা॥

কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্ত ও মুরলীনাদাদি যে সকল রতির কারণ

কার্য্যভূতাঃ স্মিতাদ্যাশ্চ তথাষ্টৌ স্তব্ধতাদয়ঃ।
নির্ব্বেদাদ্যাঃ সহায়াশ্চ তে জ্ঞেয়া রসভাবনে।
বিভাবা অনুভাবাশ্চ সাত্ত্বিকা ব্যভিচারিণঃ॥ ৪॥

তত্র বিভাবাঃ॥ ৫॥

তত্র জ্ঞেয়া বিভাবাস্তু রত্যাস্বাদনহেতবঃ।
তে দ্বিধালম্বনা একে তথৈবোদ্দীপনাঃ পরে॥

তদুক্তমগ্নিপুরাণে॥

বিভাব্যতে হি রত্যাদি র্যত্র যেন বিভাব্যতে।

তত্র বিভাবা লক্ষ্যন্তে ইতি শেষঃ॥ ৫॥

কেন তদাহ তত্র জ্ঞেয়া ইতি। হেতুত্বমত্রবিষয়াশ্রয়ত্বেনোদ্বোধকত্বেনচ জ্ঞেয়ং তথৈবাহ তে দ্বিধা ইতি॥ ৬॥

স্বরূপ, এবং হাস্যাদি যে সকল রতির কার্য্য তথা স্তব্ধতাদি আট ও নির্ব্বেদাদি, এই সকল যথা ক্রমে বিভাব, অনুভাব সাত্ত্বিকভাব ও ব্যভিচারিভাবরূপে কথিত হয়। রসনিষ্পত্তি-বিষয়ে এই চারিটীকে সহায় বলে অর্থাৎ এই চারিটী ব্যতি-রেকে রস নিষ্পন্ন হয় না॥ ৪॥

অথ বিভাব॥ ৫॥

রতির আস্বাদনের কারণকে বিভাব বলে। এই বিভাব দুই প্রকার হয়, আলম্বন ও উদ্দীপন॥

যথা অগ্নিপুরাণে॥

যাহাতে এবং যাহা দ্বারা রতি প্রভৃতি বিভাবনীয় (বিবেচনীয়) হয়, তাহার নাম বিভাব। ঐ বিভাব আলম্বন

বিভাবো নাম স দ্বেধালম্বনোদ্দীপনাত্মকঃ ॥ ৬ ॥

তত্রালম্বনাঃ ॥

কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণভক্তাশ্চ বুধৈরালম্বনা মতাঃ।
রত্যাদি র্বিষয়ত্বেন তথাধারতয়াপি চ ॥

অত্র কৃষ্ণঃ ॥

কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণভক্তাশ্চেত্যত্রায়ং বিবেকঃ, যমুদ্দিশ্য রতিঃ প্রবর্ত্ততে স বিষয়ঃ। সচ শ্রীকৃষ্ণ এবাত্র। আধারস্তু রতেরাশ্রয়ঃ। সচাত্র মূলং রতেঃ পাত্রং গৃহ্যতে তন্নিঃস্যন্দেন হ্যাধুনিকা অপি ভক্তাঃ স্নিগ্ধা ভবন্তি। স পুনঃ স্থাপয়িষ্যমাণমহারসপূর্ত্তিস্তল্লীলাপরিকরগণ এব। অন্যত্রাশ্রয়তাতু স্বস্বমত্যনুসারেণ জ্ঞেয়েবং দ্বিবিধালম্বনশালিতাচ তল্লীলাপরিকরাদন্যেষাং তস্মিন্ লীলাপরিকরগণেঽপি পরমমুখ্যমুখ্যাদিতরেষাং পরমমুখ্যমুখ্যস্তু তু কেবলশ্রীকৃষ্ণালম্বনশালিতা জ্ঞেয়েতি। রত্যাদেরিত্যাদিশব্দাদেশোণবক্ষ্যমাণহাসাদয়ো গৃহীতাঃ। রতিশ্চাত্র সজাতীয়ৈব জ্ঞেয়া নতু বিজাতীয়া অনুভবিতুস্তৎসংস্কারাভাবাৎ। বিজাতীয়া স্ববিরোধিনী চেদুদ্দীপন এব তদাধারো ভবতি নত্বালম্বনং। কুতস্তরাং বিরোধী রত্যাশ্রয় ইত্যগ্রিমগ্রন্থানুসারেণ জ্ঞেয়ং ॥ ৭ ॥

ও উদ্দীপন ভেদে দুই প্রকার হয়। অর্থাৎ আলম্বন বিভাব ও উদ্দীপন বিভাব ॥ ৬ ॥

তম্মধ্যে আলম্বন যথা ॥

রতির বিষয় ও আধারতা রূপে কৃষ্ণ এবং ভক্ত এই দুইকে পণ্ডিতগণ আলম্বনরূপে কীর্ত্তন করেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ রতির বিষয়তা রূপে ও ভক্ত আধারস্বরূপে আলম্বন হয়েন॥

তম্মধ্যে কৃষ্ণ যথা।

নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
যত্র নিত্যতয়া সর্ব্বে বিরাজন্তে মহাগুণাঃ।
সোঽন্যরূপস্বরূপাভ্যামস্মিন্নালম্বনো মতঃ॥ ৭॥

তত্রান্যরূপেণ যথা॥

হন্ত মে কথমুদেতি সবৎসে
বৎসপালপটলে রতিরত্র।
ইত্যনিশ্চিতমতি র্বলদেবো
বিস্ময়স্তিমিতমূর্ত্তিরিবাসীৎ॥

হন্তেতি। অত্র শ্রীকৃষ্ণে যা রতিঃ সা কথং বৎসপালপটলে উদেতীত্যর্থঃ। স্তিমিতং স্তব্ধত্বং। ইবেতি বাক্যালঙ্কারে॥ ৮॥

নায়কগণের শিরোরত্ন স্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, যাঁহাতে মহা ২ গুণ সকল নিত্য বিরাজমান, তিনি অন্যরূপ এবং স্বরূপভেদে এই রতিতে আলম্বন হইয়া থাকেন॥ ৭॥

তন্মধ্যে অন্যরূপ যথা।

ব্রহ্মমোহনে শ্রীকৃষ্ণ বালক ও বৎস রূপ ধারণ করায় বলদেব বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! শ্রীকৃষ্ণে আমার যে প্রকার রতি ছিল, সেই রতি পুনরায় কি প্রকারে বৎস এবং বৎসপাল সকলে উদিত হইল? বলদেব এই রূপ নিশ্চয় করিতে না পারিয়া সহসা স্তব্ধ হইলেন॥

অথ স্বরূপ

স্বরূপ দুই প্রকার, আবৃত এবং প্রকট॥

অথ স্বরূপং ॥

আবৃতং প্রকটঞ্চেতি স্বরূপং কথিতং দ্বিধা ॥

তত্রাবৃতং ॥

অন্যবেশাদিমাচ্ছন্নং স্বরূপং প্রোক্তমাবৃতং ॥ ৮ ॥

তেন যথা ॥

মাং স্নেহয়তি কিমুচ্চৈ—,
র্মহিলেয়ং দ্বারকাবরোধেহত্র ।
আং বিদিতং কৃতকার্য্যী,
বনিতাবেশো হরিশ্চরতি ॥ ৯ ॥

প্রকটস্বরূপেণ যথা ॥

মামিতি শ্রীমদুদ্ধববাক্যং । উচ্চৈরিতি । সর্ব্বতঃ পরমং শ্রীহরিযোগ্যং যথাস্যাত্তথেত্যর্থঃ । অত্র প্রমাণং যোগমায়াবৈভবদর্শনে যথা । অব্যক্তলিঙ্গং প্রকৃতিষন্তঃপুরগৃহাদিষু । ক্বচিজ্জরন্তং যোগেশং তত্তদ্ভাববুভুৎসয়েতি । ৯ ॥

অন্য বেশ দ্বারা আচ্ছাদিত স্বরূপকে আবৃত কহা যায় ॥৮॥

আবৃত স্বরূপ যথা

এক দিবস শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা পুরীতে স্ত্রীবেশ ধারণ পূর্ব্বক কৌতুক প্রদর্শন করিতে লাগিলে উদ্ধব অবলোকন করিয়া কহিলেন আহা ! দ্বারকা অবরোধে এই মহিলাকে অবলোকন করিয়া আমার হরি দর্শনে যদ্রূপ স্নেহ উদিত হয় তাহার ন্যায় এ আমাকে স্নেহান্বিত করিতেছে । আমার নিশ্চয় বোধ হইল কৌতুক প্রদর্শনার্থ হরিই বনিতার বেশ ধারণ পূর্ব্বক বিচরণ করিতেছেন ॥ ৯ ॥

অয়ং কম্বুগ্রীবঃ কমলকমনীয়াক্ষিপটিমা
তমালশ্যামাঙ্গদ্যুতিরতিতরাং ছত্রিতশিরাঃ।
দরশ্রীবৎসাঙ্কঃ স্ফুরদরিদরাদ্যঙ্কিতকরঃ
করোত্বুচ্চৈর্মোদং মম মধুরমূর্ত্তির্মধুরিপুঃ॥ ১০॥

অথ তদ্গুণাঃ॥

অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।

অয়মিত্যপি তদ্বাক্যং। কমলৈরপি কমনীয়ঃ। অক্ষিপটিমা নেত্রয়োঃ সৌন্দর্য্যাতিশয়ো যস্য সঃ। তমালবৎ শ্যামা শ্যামতয়া বিরাজন্তী অঙ্গস্য দ্যুতি র্যস্য সঃ। পাঠান্তরং ত্যক্তং। দর ঈষদল্পত্বাদেব নিরীক্ষ্যঃ শ্রীবৎসরূপোঽঙ্কো লক্ষণং যত্র। অরি চক্রং দরঃ শঙ্খঃ তাবেতৌ করস্থাবঙ্কত্বেন জ্ঞেয়ৌ অতিতরামিতি সর্ব্বত্রান্বিতং॥ ১০॥

অথ তদ্গুণা ইতি তত্র গুণা দ্বেধা নিরূপ্যন্তে প্রাধান্যেনোপসর্জনত্বেন চ

শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক রূপ দর্শন করিয়া কহিলেন শ্রীকৃষ্ণের কি আশ্চর্য্য রূপ!, ইহাঁর গ্রীবা কম্বুসদৃশ, নেত্র-সৌন্দর্য্য এরূপ আশ্চর্য্য, যে, কমলের কমনীয়-মূর্ত্তিকেও জয় করিয়াছে,অপর অঙ্গ তমালতুল্য অতিশয় শ্যামবর্ণ,মস্তক ছত্র-শোভিত,ঈষৎ শ্রীবৎসের চিহ্ন,করে শঙ্কচক্রাদি চিহ্ন ইত্যাদি সুন্দরাবয়ব হইয়া মধুরিপুর মধুর মূর্ত্তি আমাকে অতিশয় আনন্দ প্রদান করিতেছেন॥ ১০॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের গুণ॥

নায়কস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের গুণ এই যে, ইনি সুরম্যাঙ্গ। ১। সর্ব্ব সল্লক্ষণান্বিত। ২। রুচির। ৩। তেজস্বী। ৪। বলী-

রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ।
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ংবদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ।
বিদগ্ধ শ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্বশী।
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ।
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ।
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ।
প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ।

ক্বচিৎ সুরম্যাঙ্গত্বমিত্যাদিনা চেতি যত্র প্রথমেন নিরূপ্যাস্তে তত্র তেষামুদ্দী-

---

য়ান্। ৫। বয়সান্বিত। ৬। বিবিধ অদ্ভুত ভাষাজ্ঞ। ৭। সত্যবাক্য। ৮। প্রিয়ম্বদ। ৯। বাবদুক। ১০। সুপণ্ডিত।১১। বুদ্ধিমান্। ১২। প্রতিভান্বিত।১৩। বিদগ্ধ। ১৪। চতুর।১৫। দক্ষ। ১৬। কৃতজ্ঞ। ১৭। সুদৃঢ়ব্রত। ১৮। দেশকালসুপাত্রজ্ঞ। ১৯। শাস্ত্রচক্ষুঃ। ২০। শুচি। ২১। বশী। ২২। স্থির। ২৩। দান্ত। ২১। ক্ষমাশীল। ২৫। গম্ভীর। ২৬। ধৃতিমান্। ২৭। সম। ২৮। বদান্য। ২৯। ধার্ম্মিক। ৩০। শূর। ৩১। করুণ। ৩২। মান্যমানকৃৎ। ৩৩। দক্ষিণ। ৩৪। বিনয়ী। ৩৫। হ্রীমান্। ৩৬। শরণাগত-পালক। ৩৭। সুখী। ৩৮। ভক্তসুহৃৎ। ৩৯। প্রেমবশ্য। ৪০। সর্ব্ব শুভঙ্কর। ৪১। প্রতাপী। ৪২। কীর্ত্তিমান্। ৪৩। রক্তলোক ৪৪

নারীগণমনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্ ।
বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ ।
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশদ্দুর্বিগাহা হরেরমী ॥ ১১ ॥
জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দুবিন্দুতয়া ক্বচিৎ ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে ।
তথাহি পাদ্মে পার্ব্বত্যৈ শিতিকণ্ঠেন তদ্গুণাঃ ।
কন্দর্পকোটিলাবণ্য ইত্যাদ্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১২ ॥

পনত্বং যত্র দ্বিতীয়েন তত্রালম্বনত্বং । তদেবং যত্রালম্বনপ্রকরণে দ্বিতীয়েনৈবাহ অয়মিতি । অয়ং শ্রীকৃষ্ণাখ্যো নেতা নায়কঃ ॥ ১১ ॥

ক্বচিদিতি । ভগবদনুগৃহীতেষ্বিত্যেব মুখ্যতয়াঙ্গীকৃতং । অতএব বিন্দুত্বমপি অন্যেষু তু তদাভাসত্বমেব জ্ঞেয়ং ॥ ১২ ॥

সাধুসমাশ্রয় । ৪৫ । নারীগণমনোহারী । ৪৬ । সর্ব্বারাধ্য ৪৭ সমৃদ্ধিমান্ । ৪৮ । বরীয়ান্ । ৪৯ । ঈশ্বর । ৫০ । হরির এই পঞ্চাশৎ গুণ, ইহা সমুদ্রের ন্যায় দুর্ব্বিগাহ ॥ ১১ ॥

এই সমস্ত গুণ যদি জীবগণে থাকা সম্ভব হয়, তবে যে যে জীব ভগবানের অনুগৃহীত সেই জীব বিন্দু বিন্দু রূপে অবস্থিতি করে, কিন্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমে এই সমস্ত গুণ সম্পূর্ণ রূপে বিরাজ করিতেছে ॥

পরন্তু, পদ্মপুরাণে ভগবান্ শিতিকণ্ঠ পার্ব্বতীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কন্দর্প কোটি-লাবণ্য প্রভৃতি গুণ সকল কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ১২ ॥

অতএব গুণাঃ প্রায়ো ধর্ম্মায় বনমালিনঃ।
পৃথিব্যা প্রথমস্কন্ধে প্রথয়াঞ্চক্রিরে স্ফুটং॥

যথা॥

সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিস্ত্যাগঃ সন্তোষ আর্জ্জবং।
শমোদম স্তপং সাম্যং তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রুতং।
জ্ঞানং বিরক্তি রৈশ্বর্য্যং শৌর্য্যং তেজো বলং স্মৃতিঃ।
স্বাতন্ত্র্যং কৌশলং কান্তির্ধৈর্য্যং মার্দ্দবমেবচ।
প্রাগল্‌ভ্যং প্রশ্রয়ঃ শীলং সহ ওজো বলং ভগঃ।
গাম্ভীর্য্যং স্থৈর্য্যমাস্তিক্যং কীর্ত্তির্মানোঽনহঙ্কৃতিঃ।
ইমে চান্যে চ ভগবন্নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ।
প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভির্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিৎ॥ ১৩॥

ধর্ম্মায় ধর্ম্মরূপং দেবং বোধয়িতুমিত্যর্থঃ। ক্রিয়ার্থোপপদস্যচ কর্ম্মণি স্থানিন ইতি স্মরণাচ্চতুর্থী॥ ১৩॥

অতএব শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধে পৃথিবী ধর্ম্মরূপি-দেবকে জানাইবার নিমিত্ত ভগবান্ বনমালির ঐ সমস্ত গুণ স্পষ্টরূপে বিস্তার করিয়া বর্ণন করিয়াছেন॥

যথা, পৃথিবী কহিলেন হে ধর্ম্ম! যাঁহারা মহত্ত্ব প্রাপ্তির ইচ্ছা করেন তাঁহারা সত্য, শৌচ, দয়া, ক্ষান্তি, ত্যাগ, সন্তোষ, ঋজুতা, শম, দম, তপস্যা, সাম্য, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রুত, জ্ঞান, বিরক্তি, ঐশ্বর্য্য, শৌর্য্য, তেজ, বল, স্মৃতি, স্বাতন্ত্র্য, কৌশল, কান্তি, ধৈর্য্য, মার্দ্দব, প্রাগল্‌ভ্য, প্রশ্রয় শীল, সহ, ওজ, বল, ভগ, গাম্ভীর্য্য, স্থৈর্য্য, আস্তিক্য, কীর্ত্তি, মান ও অহঙ্কার শূন্যতা প্রভৃতি গুণ সকল কখন পরিত্যাগ করেন না॥ ১৩॥

অথ পঞ্চগুণা যে স্যুরংশেন গিরিশাদিষু ॥ ১৪ ॥
সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ।
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গঃ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ ॥ ১৫ ॥
অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদিবর্ত্তিনঃ।
অবিচিন্ত্য মহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ।
অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ।

অংশেন যথাসম্ভব স্বাংশেন গিরিশাদিষু শ্রীশিবাদিষু। আদিগ্রহণাৎ কচিৎ দ্বিপরার্দ্ধাদৌ সাক্ষাদ্ভগবদবতারব্রহ্মাদয়ো গৃহ্যন্তে ॥ ১৪ ॥

সচ্চিদানন্দেতি। শ্রীভগবৎপক্ষে সচ্চিদানন্দ স্বরূপঞ্চ তৎসান্দ্রং বস্তন্তরা-প্রবেশ্যঞ্চাঙ্গং যস্য স ইতি বিগ্রহঃ। শিবপক্ষে, সচ্চিদানন্দেন শ্রীভগবতা সান্দ্রং তাদাত্ম্যং প্রাপ্তমঙ্গং যস্য সঃ ॥ ১৫ ॥

অথোচ্যন্তে ইতি যুগলং। লক্ষ্মীশোঽত্র পরব্যোমাধিনাথঃ শ্রীনারায়ণঃ। আদি শব্দান্মহাপুরুষাদয়োঽপি গৃহ্যন্তে। তত্রাবিচিন্ত্যমহাশক্তিত্বং লক্ষ্মীশে

অপর, শ্রীকৃষ্ণের অন্য পাঁচটী গুণ যাহা আংশিক রূপে সদাশিব এবং ব্রহ্মাদিতে বর্ত্তমান তাহাও কীর্ত্তন করি-তেছি ॥ ১৪ ॥

যথা, সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তি। ১। সর্ব্বজ্ঞ। ২। নিত্য-নূতন। ৩। সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গ। ৪। এবং সর্ব্বসিদ্ধি নিষেবিত ॥ ১৫ ॥

অপর শ্রীনারায়ণাদির অনুবর্ত্তী পঞ্চ গুণ কীর্ত্তন করি, অবিচিন্ত্য, মহাশক্তি। ১। কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ। ২। অব-তারাবলীবীজ। ৩। হতারিগতিদায়ক। ৪। ও আত্মারাম

আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ ॥ ১৬ ॥
সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারলীলাকল্লোলবারিধিঃ।

জ্ঞেয়ং। মহাপুরুষাদ্যবতারকর্তৃত্বাৎ। কোটিব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বিগ্রহো যস্যেতি মধ্যপদলোপী সমাসঃ। তস্মাদব্যাপিবিগ্রহত্বং মহাপুরুষে। মায়াদ্রষ্টু-স্তস্যৈব তদুপাধিত্বাৎ। যথা, ব্রহ্মসংহিতায়াং। যস্যৈকনিঃশ্বসিতকাল-মথাবলম্ব্য জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ। বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো গোবিন্দমিতি। অবতারাবলীবীজত্বং পূর্ব্বয়োর্দ্বয়োর্যথা-সম্ভবমন্যত্র চ। গতিঃ সর্গাদিরূপোঽর্থঃ। সতু ভগবদ্দ্বেষিণামন্যেন কেনাপি কর্ম্মণা ন সম্ভবতীতি। যথোক্তং গীতাসু। তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসা-রেষু নরাধমান্। ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু। আসুরীং যোনি-মাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি। মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতি-মিতি। আত্মারামগণাকর্ষিত্বং শ্রীমদ্বিকুণ্ঠাসুতাদাবপি তৃতীয়স্কন্ধাদিষু প্রসিদ্ধং। কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতা ইতি নরলীলাময়ত্বেনৈব তত্তদাবির্ভাবনাৎ। কিঞ্চ। অবিচিন্ত্যেতি অবতারেতি চ স্বয়ং ভগবত্ত্বাৎ। স্বয়ং ভগবত্ত্বেঽপি জিজ্ঞাসা চেৎ কৃষ্ণসন্দর্ভো দৃশ্যঃ। কোটীতি। তানি ব্যাপ্যাপি বৈকুণ্ঠাদি ব্যাপি-ত্বাৎ হতেতি। মোক্ষভক্তিপর্য্যন্তগতিদাতৃত্বাদদ্ভুতত্বং জ্ঞেয়ং। তদেবং পরম-ব্যোমনাথাদীনতিক্রম্য কৃষ্ণস্যৈব বিস্ময়কারিত্বে স্থিতে ভবতু নাম গিরি-শাদিষ্বংশেন তত্তল্লাভত্বং। কিন্তু সুতরামেব শ্রীকৃষ্ণানুভবিষু ন তেষাং বিস্ময়কারিত্বমিতি ব্যঞ্জিতং। যথোক্তং। যন্মর্ত্যলীলৌপয়িকমিতি গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপমিতি চ ॥ ১৬ ॥

সর্ব্বাদ্ভুতেত্যাদিকস্তূদাহরণে বিবেচনীয়ং। অতুল্যেত্যাদি দ্বয়ে ষষ্ঠ্যান্ত-

---

গণাকর্ষী, এই পাঁচ গুণ শ্রীকৃষ্ণে অদ্ভুতরূপে বিরাজিত ॥১৬॥

অপর, সর্ব্বাদ্ভুত চমৎকারলীলা কল্লোল বারিধি। ১।

অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ।
ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলীকলকূজিতঃ।
অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীবিস্মাপিতচরাচরঃ ॥ ১৭ ॥
লীলাপ্রেম্নাপ্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যে বেণুরূপয়োঃ।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ং ॥ ১৮ ॥
এবং গুণাশ্চতুর্ভেদা চতুঃষষ্টিরুদাহৃতাঃ।

পদার্থো বহুব্রীহিঃ ॥ ১৭ ॥

তানেব চতুরো গুণান্ সংক্ষিপ্য দর্শয়তি। লীলেতি প্রথমঃ। প্রেম্ন-প্রিয়াণামাধিক্যমিতি তাদৃশপ্রিয়জনবিরাজমানত্বমিত্যর্থঃ। তচ্চ দ্বিতীয়ে। বেণুমাধুর্য্যমিতি তৃতীয়ঃ। রূপমাধুর্য্যমিতি চতুর্থঃ। তদেবং নিরূপ্যানুভববিশেষাৎ প্রৌঢ়িবাদেনাহ ইত্যসাধারণমিতি। তদেবমপি সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপীত্যাদৌ রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমিতি যদুক্তং তত্তূপ-লক্ষণমেব জ্ঞেয়ং ॥ ১৮ ॥

চতুর্ভেদা ইতি। তত্র পঞ্চাশত্তমপর্য্যন্তঃ প্রথমঃ পঞ্চপঞ্চাশত্তমপর্য্যন্তো দ্বিতীয়ঃ ষষ্টিতমপর্য্যন্ত স্তৃতীয়ঃ চতুঃষষ্টিপর্য্যন্ত শ্চতুর্থইতি ভেদো বর্গঃ।

অতুল্য মধুর প্রেম মণ্ডিত প্রিয় মণ্ডল।২। ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলীকলকূজিত।৩। এবং অসমানোর্দ্ধরূপ শ্রীবিস্মাপিত চরাচর।৪॥ ১৭ ॥

অর্থাৎ লীলা ও প্রেম দ্বারা প্রিয়াগণের আধিক্য। বেণু-মাধুর্য্য ও রূপ-মাধুর্য্য, গোবিন্দের এই চারিটী অসাধারণ গুণ ॥ ১৮ ॥

উক্ত চারি গুণ সহ শ্রীকৃষ্ণের চতুঃষষ্টি গুণ, ইহাদের

সোদাহরণমেতেষাং লক্ষণং ক্রিয়তে ক্রমাৎ ॥

তত্র সুরম্যাঙ্গঃ ॥

শ্লাঘ্যাঙ্গসন্নিবেশো যঃ সুরম্যাঙ্গঃ স কথ্যতে ॥ ১৯ ॥

যথা ॥

মুখং চন্দ্রাকারং করভনিভমূরুদ্বয়মিদং
ভুজৌ স্তম্ভারম্ভৌ সরসিজবরেণ্যং করযুগং।

সোদাহরণমিতি। অত্রোদাহরণানি চতুর্ভিঃ প্রমাণৈ র্লব্ধানি। শাস্ত্রেণ তত্তাৎপর্য্যেণ তদনুসারিমহাজনপ্রসিদ্ধ্যা তত্তদনুসারিসম্ভবেন চ তানি পুনর্দ্বিবিধানি ভগবত্তয়া চমৎকারকরাণি মনুষ্যলীলয়া চেতি। তত্র ভগবত্বেঽপি মনুষ্যলীলয়া চমৎকারকরত্বং। তথাপি গর্ব্ব্যানুবিধস্য বর্ণ্যত ইতি প্রপঞ্চনিষ্প্রপঞ্চোঽপীত্যাদিন্যায়েন চ। যথৈব বর্ণিতং পৃথিব্যা সত্যং শৌচমিত্যাদিনা। যথা চাত্রৈব দর্শয়িষ্যতে। পশ্য বিন্ধ্যগিরিতোঽপি-গরিষ্ঠমিত্যাদিভিঃ ॥ ১৯ ॥

মুখমিতি যদ্যপি পূর্ব্বানুসারেণ চন্দ্রাদয় স্তস্য দৃষ্টান্তিতা লেশমপি নার্হন্তি তথাপি সাধারণলোকানাং তদ্দ্বারা তন্মহিমপ্রবেশার্থমেব তে দৃষ্টান্তিতাঃ। যত্রতু তদন্তরঙ্গপরিকরৈরপি তাদৃশং বর্ণ্যতে তত্র সাক্ষাৎ ভগবদ্বিভূতিরূপ-

---

উদাহরণ ও লক্ষণ ক্রমশঃ প্রদর্শিত হইতেছে ॥

তন্মধ্যে সুরম্যাঙ্গ যথা ॥

প্রশংসিত রূপে অঙ্গের যে সন্নিবেশ অর্থাৎ সুগঠন তাহাকে সুরম্যাঙ্গ বলে ॥ ১৯ ॥

যথা, আহা! মুরারির কি আশ্চর্য্য মধুরিমা স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, বদন চন্দ্রতুল্য, ঊরুদ্বয় করিশুণ্ডের ন্যায়, ভুজ

কবাটাভং বক্ষঃস্থলমবিরলং শ্রোণিফলকং
পরিক্ষামো মধ্যঃ স্ফুরতি মুরহন্তুর্মধুরিমা ॥

সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ ॥ ২ ॥

তনৌ গুণোত্থমঙ্কোত্থমিতি সল্লক্ষণং দ্বিধা ॥

তত্র গুণোত্থং ॥

গুণোত্থং স্যাদ্ গুণৈর্যোগো রক্ততা তুঙ্গতাদিভিঃ ॥ ২০॥

যথা ।

রাগঃ সপ্তসু হন্ত ষট্স্বপি শিশোরঙ্গেষলং তুঙ্গতা

তল্লীলাপরিকরাশ্চন্দ্রাদয় এষ দৃষ্টান্তিতা ইতি সর্ব্বত্র জ্ঞেয়ং। তদেতদভিপ্রেত্যৈব তদপ্যনাহত্য কেবলানুবাদেনৈবাহ অবিরলমিত্যাদি। অবিরলমিতি স্থূলত্বাদিভক্তাবয়বত্বেন বিবেক্তুমশক্যমিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

রাগ ইতি শ্রীমদ্ব্রজেশ্বরং প্রতি কস্যচিৎ সবয়সো গোপস্য বাক্যমিদং

যুগল স্তম্ভ সদৃশ, করদ্বয় প্রশস্ত পদ্ম সদৃশ, বক্ষঃস্থল কবাট তুল্যবিস্তৃত, নিতম্বযুগল নিবিড়, মধ্যদেশ অতিক্ষীণ ॥

সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিত ॥ ২ ॥

শরীরে গুণোত্থ এবং অঙ্কোত্থভেদে সল্লক্ষণ দুই প্রকার হইয়া থাকে ॥

তন্মধ্যে গুণোত্থ সল্লক্ষণ যথা ॥

শরীরে উন্নতাদি গুণযোগকেই গুণোত্থ সল্লক্ষণ কহা যায় ॥

যথা—

শ্রীমান্ নন্দকে তাঁহারই কোন সমবয়স্ক গোপ কহিল

বিস্তারস্ত্রিষু খর্ব্বতা ত্রিষু তথা গম্ভীরতাচ ত্রিষু।
দৈর্ঘ্যং পঞ্চসু কিঞ্চ পঞ্চসু সখে সংপ্রেক্ষ্যতে সূক্ষ্মতা
দ্বাত্রিংশদ্বরলক্ষণঃ কথমসৌ গোপেষু সম্ভাব্যতে॥

সপ্তসু। নেত্রান্তপাদকরতলতাল্বধরৌষ্ঠজিহ্বানখেষু ষট্সু বক্ষঃস্কন্ধনখ-নাসিকাকটিমুখেষু। ত্রিষু কটিললাটবক্ষঃসু। কেচিৎ কটিস্থানে শিরঃ পঠন্তি। পুনস্ত্রিষু গ্রীবাজঙ্ঘামেহনেষু। পুন স্ত্রিষু নাভিস্বরসত্বেষু। পঞ্চসু নাসাভুজনেত্রহনুজানুষু। পুনঃ পঞ্চসু ত্বক্কেশলোমদন্তাঙ্গুলি-পর্ব্বসু। তথৈব মহাপুরুষলক্ষণে সামুদ্রকপ্রসিদ্ধেঃ। দ্বাত্রিংশদ্বরাণি তত্ত-

---

হে গোপরাজ! তোমার এই অঙ্গজের অঙ্গে যে দ্বাত্রিংশৎ সল্লক্ষণ দেখিতেছি, ইহাতে ইহাঁর গোপগৃহে জন্ম হওয়া অতীব বিস্ময় জনক বোধ হইতেছে, কারণ এই বালকের শরীরের সাত স্থানে রক্তিমা, ছয় অঙ্গে তুঙ্গতা, তিন অঙ্গে বিস্তার (পরিসর), তিন অঙ্গে খর্ব্বতা, তিন অঙ্গে গম্ভীরতা, পাঁচ অঙ্গে দীর্ঘ্যতা এবং পাঁচ স্থানে সূক্ষ্মতা অর্থাৎ নেত্র, পাদ, করতল, অধর, ওষ্ঠ, জিহ্বা ও নখ এই সাত অঙ্গে রক্তিমা। বক্ষঃ, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটি ও মুখ এই ছয় অঙ্গে তুঙ্গতা (উচ্চতা)। কটি, ললাট, ও বক্ষঃ এই তিন অঙ্গে বিস্তার। গ্রীবা, জঙ্ঘা, শিশ্ন এই তিন অঙ্গে খর্ব্বতা। নাভি, স্বর, বুদ্ধি এই তিনের গম্ভীরতা। নাসা, ভুজ, নেত্র, হনু (কপোলের পর ভাগ) ও জানু এই পাঁচ অঙ্গে দীর্ঘতা। এবং ত্বক্ (চর্ম্ম), কেশ, লোম, দন্ত, অঙ্গুলিপর্ব্ব এই পাঁচ অঙ্গে সূক্ষ্মতা। এই বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষের লক্ষণ॥

অঙ্কোত্থং॥

রেখাময়ং রথাঙ্গাদি স্যাদঙ্কোত্থং করাদিষু॥ ২১॥

যথা।

করয়োঃ কমলং তথা রথাঙ্গং

স্ফুটরেখা ময়মাত্মজস্য পশ্য।

লক্ষণেভ্যো গোপেভ্যোঽন্যেভ্যোঽপি শ্রেষ্ঠানি লক্ষণানি যস্য সঃ। গোপেষু কথমিতি ভগবদবতারাদিষ্বপ্যেতাদৃশত্বাশ্রবণাদিতি ভাবঃ॥ ২১॥

করয়োরিতি কস্যাশ্চিদ্বৃদ্ধগোপ্যা বচনং। উপলক্ষণান্যেবৈতানি চিহ্নানি। পদ্মপুরাণাদিদৃষ্ট্যান্যান্যপ্যসাধারণানি জ্ঞেয়ানি। তানিচ যথা পদ্মপুরাণে, ব্রহ্মোবাচ। শৃণু নারদ বক্ষ্যামি পাদয়োশ্চিহ্নলক্ষণং। ভগবৎকৃষ্ণরূপস্য হ্যানন্দৈকঘনস্যচ। অবতারা হ্যসংখ্যাতাঃ কথিতা মে তবাগ্রতঃ। পরং সম্যক্ প্রবক্ষ্যামি কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং। দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমৃষীণাঞ্চ তথৈবচ। আবির্ভূতস্তু ভগবান্ স্বানাং প্রিয়চিকীর্ষয়া। যৈরেব জ্ঞায়তে দেবো ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ। তান্যহং বেদ নান্যোঽস্তি সত্যমেতন্ময়োদিতং। ষোড়শৈব তু চিহ্নানি ময়া দৃষ্টানি তৎপদে। দক্ষিণে চাষ্ট চিহ্নানি ইতরে

অঙ্কোত্থ সল্লক্ষণ যথা।

হস্তাদিতে যে সকল রথাঙ্কাদি (চক্রাদি) রেখা তাহাকেই অঙ্কোত্থ সল্লক্ষণ কহা যায়॥ ২১॥

যথা।

কোন বৃদ্ধা গোপী গোপরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে বল্লবেন্দ্র! তোমার এই আত্মজের করদ্বয়ে কমল ও চক্রের রেখা, তথা চরণদ্বয়ে ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ, মীন

পদপল্লবয়োশ্চ বল্লবেন্দ্র-
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশমীনপঙ্কজানি ॥ ২২ ॥

অথ রুচিরঃ ॥ ৩ ॥

সৌন্দর্য্যেন দৃগানন্দকারী রুচির উচ্যতে ॥ ২৩ ॥

যথা তৃতীয়ে ।

সপ্ত এব চ । ধ্বজঃ পদ্মং তথা বজ্রমঙ্কুশো যব এবচ । স্বস্তিকঞ্চোর্দ্ধরেখাচ অষ্টকোণং তথৈবচ । দৃশ্যন্তে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ দক্ষিণে ভগবৎপদে । সপ্তান্যানি প্রবক্ষ্যামি সাম্প্রতং বৈষ্ণবোত্তম । ইন্দ্রচাপং ত্রিকোণঞ্চ কলসং চার্দ্ধচন্দ্রকং অম্বরং মৎস্যচিহ্নঞ্চ 'গোষ্পদং সপ্তমং স্মৃতং । অঙ্কান্যেতানি ভো বিদ্বন্ দৃশ্যন্তে তু যদা কদা । কৃষ্ণাখ্যং তু পরং ব্রহ্ম ভুবি জাতং নশংশয়ঃ । দ্বয়ং বাথ ত্রয়ং বাথ চত্বারঃ পঞ্চ চৈব চ । দৃশ্যন্তে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ অবতারে কথঞ্চনেত্যাদি । ষোড়শঞ্চ তথা চিহ্নং শৃনু দেবর্ষিসত্তম । জম্বূফলসমাকারং দৃশ্যতে যত্র কুত্রচিদিত্যন্তং । শাস্ত্রান্তরেষু তাপন্যাগমবারাহাদিষু । শঙ্খচক্রছত্রাণি জ্ঞেয়ানি ॥ ২২ ॥

সৌন্দর্য্যেণ কান্ত্যা ॥ ২৩ ॥

বিধাতুরর্বাক্ স্বতো কৌশলং তদিহ শ্রীকৃষ্ণসৌন্দর্য্যে কার্ৎস্ন্যেন গতং

এবং পঙ্কজাদির চিহ্ন সকল স্পষ্ট রূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে অবলোকন কর ॥ ২২ ॥

অথ রুচির ॥ ৩ ॥

সৌন্দর্য্যদ্বারা নয়নের যে আনন্দকারিতা, তাহাকে রুচির বলে ॥ ২৩ ॥

যথা——তৃতীয় স্কন্ধে । ২ অ । ১৩ শ্লোকে ॥

ভগবান্ মনোহরমূর্ত্তি ধারণ করিয়াই ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের

যদ্ধর্ম্মসূনো র্বত রাজসূয়ে
নিরীক্ষ্য দৃক্‌স্বস্ত্যয়নং ত্রিলোকঃ।
কাৎস্ন্যেন চাদ্যেহ গতং বিধাতু-
রর্ব্বাক্‌ সৃতৌ কৌশলমিত্যমন্যত ॥ ২৪ ॥

যথা বা—

অষ্টানাং দনুজভিদঙ্গপঙ্কজানা-
মেকস্মিন্‌ কথমপি যত্র বল্লবীনাং।
লোলাক্ষিভ্রমরততিঃ পপাত তস্মা-
ন্নোত্থাতুং দ্যুতিমতি পঙ্কিলাৎ ক্ষমাসীৎ ॥

প্রবিষ্টমিত্যমন্যত অব্বভূং। তাদৃক দেশান্তর্ভূতমেতৎ সর্ব্বমিত্যর্থঃ। অমং-স্তেতি পাঠস্তু লিখনভ্রমাদেব ॥ ২৪ ॥

পূর্ব্বত্র সুরম্যাঙ্গত্বমিশ্রং রুচিরত্বং বর্ণিতমিত্যপরিতোষাৎ শুদ্ধোদাহরণং

রাজসূয় যজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন, তথায় ত্রিভুবনস্থ যে সকল লোক উপস্থিত হয় তাহারা সেই নয়নানন্দপ্রদ রূপ নিরীক্ষণ করিয়া এই অনুমান করিয়াছিল যে, বিধাতার মনুষ্যনির্ম্মাণ-বিষয়ে যে নৈপুণ্য ছিল,তাহা বুঝি সমুদায় এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণেই পরিক্ষীণ হইয়াছে ॥ ২৪ ॥

অথবা ॥

দৈত্যারি শ্রীকৃষ্ণের আটটী অঙ্গ পঙ্কজের অর্থাৎ মুখ, নেত্রযুগল, করদ্বয়, নাভি ও চরণযুগল এই অষ্টাঙ্গের মধ্যে কোনও এক অঙ্গে বল্লবীগণের চঞ্চল লোচনরূপ অলিকুল পতিত হইয়া ঐ অঙ্গদ্যুতিরূপ পঙ্ক হইতে কোনক্রমেই পুনরুত্থান করিতে সমর্থ হইতেছে না ॥

তেজসা যুক্তঃ ॥ ৪ ॥

তেজো ধাম প্রভাবশ্চেত্যুচ্যতে দ্বিবিধং বুধৈঃ ॥

তত্র ধাম ॥

তেজোরাশির্ভবেদ্ধাম ॥ ২৫ ॥

যথাবা—

অম্বরমণিনিকুরম্বং বিড়ম্বয়ন্নপি মরীচিকুলৈঃ।
হরিবক্ষসি রুচিনিবিড়ে মণিরাড়য়মুড়ুরিব স্ফুরতি ॥

প্রভাবঃ ॥

পুনরাহ যথাবেতি। অষ্টানাং মুখনেত্রযুগকরযুগনাভিচরণযুগরূপাণাং উপলক্ষণানি চৈতানি অন্যেষামঙ্গানাং ॥ ২৫ ॥

অথ তেজসা যুক্ত॥ ৪ ॥

ধাম ও প্রভাব এই দুইকে পণ্ডিতগণ তেজ কহিয়া থাকেন ॥

তন্মধ্যে ধাম যথা ॥

তেজোরাশির নাম ধাম ॥ ২৫ ॥

যথা।

কৌস্তুভ মণিরাজ স্বীয় তেজোরাশি দ্বারা সূর্য্য সমূহকে বিড়ম্বিত করিয়া নিবিড় রুচিকর হরিবক্ষে একটী নক্ষত্রের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে ॥

অথ প্রভাব ॥

প্রভাবো দুষ্প্রধর্ষতা। প্রভাবঃ সর্ব্বজিৎ স্থিতিঃ॥

যথা—

দূরত স্তমবলোক্য মাধবং
কোমলাঙ্গমপি রঙ্গমণ্ডলে।
পর্ব্বতোদ্ভট ভুজান্তরোঽপ্যসৌ
কংসমল্লনিবহঃ স বিব্যথে॥

বলীয়ান্॥ ৫॥

প্রাণেন মহতা পূর্ণো বলীয়ানিতি কথ্যতে॥

যথা—

পশ্য বিন্ধ্যগিরিতো ঽপি গরিষ্ঠং

অম্বরেতি। যদ্যপ্যেতদেব তত্ত্বং তথাপি লৌকিকলীলারক্ষার্থং স্বস্য তস্যাচ তেজোগোপনমপি করোতি শ্রীভগবানিতি সূর্য্যাদিতেজসামপি তত্র ভানং

দুর্দ্ধর্ষতা ও সর্ব্বপরাজয়কারি তেজকে প্রভাব কহে॥

যথা॥

যাহাদের ভুজান্তর পর্ব্বত সদৃশ সেই কংস মল্লগণ, যদিচ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ সকল কোমল তথাপি দূর হইতে তাঁহাকে অবলোকন করিয়াই ব্যথিত হইতে লাগিল॥

অথ বলীয়ান্॥ ৫॥

যে ব্যক্তি অতিশয় বলবান্ তাহাকে বলীয়ান্ কহে॥

যথা—

হে সখি! অবলোকন কর, গিরি-অপেক্ষা গরিষ্ঠ অথচ উন্নত অরিষ্টাসুরকে পুণ্ডরীকনয়ন পিণ্ডিত (মুষ্টীকৃত)

দৈত্যপুঙ্গবমুদগ্রমরিষ্টং।
তূলখণ্ডমিব পিণ্ডিতমারাৎ
পুণ্ডরীকনয়নো বিনুনোদ ॥

যথা বা।

বামস্তামরসাক্ষস্য ভুজদণ্ডঃ স পাতু বঃ।
ক্রীড়াকন্দুকিতাং যেন নীতো গোবর্দ্ধনো গিরিঃ ॥ ২৬ ॥

বয়সান্বিতঃ ॥ ৬ ॥

বয়সো বিবিধত্বেঽপি সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ।

জ্ঞেয়ং। নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃত ইত্যাদ্যুক্তেঃ। এবমন্যত্রাপি। কৌস্তভমণিরুড়ুরিবেতি বা পাঠঃ ॥ ২৬ ॥

বয়োঽত্র কৌমারপৌগণ্ডকৈশোরাখ্যত্রয়াত্মকং ক্রমপ্রাপ্তং জ্ঞেয়ং তেনান্বিতসদৃশতয়া লব্ধ ইতি বয়স্তদ্বতোর্দ্বয়োরপি প্রাশস্ত্যমুক্তং। পশ্চাৎ সাদৃশ্যয়োরন্বরিত্যমরঃ। বয়স ইতি। ধর্ম্মাঃ সর্ব্বে গুণাঃ সন্ত্যস্মিন্নিতি ধর্ম্মী পূর্ণাবির্ভাব ইত্যর্থঃ। যতঃ সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ। অত্র সামান্যভক্তি-

---

তূলখণ্ডের ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করিলেন ॥

যথা বা।

ওহে ভক্তবৃন্দ! পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীকৃষ্ণের যে বাম ভুজদণ্ড কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ক্রীড়াকন্দুকিত হইয়াছিল, সেই বাম ভুজ তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২৬ ॥

অথ বয়সান্বিত ॥ ৬ ॥

বয়সের কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোরাদি বিবিধ প্রকার ভেদ থাকিলেও সর্ব্ব ভক্তি রসাশ্রয়, সর্ব্ব গুণান্বিত ও নিত্য

ধর্ম্মী কিশোর এবাত্র নিত্যনানাবিলাসবান্ ॥ ২৭ ॥

যথা—

তদাত্বাভিব্যক্তীকৃততরুণিমারম্ভরভসং
স্মিতশ্রীনির্ধূতস্ফুরদমলরাকাপতিমদং।
দরোদঞ্চৎপঞ্চাশুগনবকলামেদুরমিদং
মুরারে র্মাধুর্য্যং মনসি মদিরাক্ষী র্মদয়তি ॥ ২৮ ॥

বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ ॥ ৭ ॥

বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ স প্রোক্তো যস্তু কোবিদঃ।
নানাদেশ্যাসু ভাষাসু সংস্কৃতে প্রাকৃতেষু চ ॥ ২৯ ॥

রসে বর্ণ্যত ইতি শেষঃ ॥ ২৭ ॥

তথাপি শৃঙ্গারাখ্যস্য মহারসস্য তু পরমোদ্বোধকং তদিত্যাশয়েনাহ তদাত্বেতি। তৎকালস্তু তদাত্বং স্যাদিত্যমরঃ। ঈষদর্থে দরাব্যয়মিতি চ ॥ ২৮ ॥

চকারঃ পশ্বাদিভাষামপি গৃহ্নাতি ॥ ২৯ ॥

নূতন বিলাসবিশিষ্ট কৈশোর বয়সই শ্রীকৃষ্ণের প্রশস্ত বয়স্ বলিয়া পরিগণিত ॥ ২৭ ॥

যথা।

সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণের তারুণ্যারম্ভের বেগ অভিব্যক্ত হইয়া হাস্য শোভা দ্বারা অমল পূর্ণচন্দ্রের দর্প তিরস্কৃত করত ঈষৎ উন্নত কন্দর্পকলায় মেদুর মদিরাক্ষীদিগের অর্থাৎ স্নিগ্ধ খঞ্জ-নাক্ষী গণের মনোমধ্যে হর্ষ বিধান করিতেছে ॥ ২৮ ॥

অথ বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ ॥ ৭ ॥

যে ব্যক্তি নানাদেশীয় ভাষা তথা সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পশ্বাদির ভাষা সকলে সুপণ্ডিত তাহাকে বিবিধাদ্ভুত ভাষা-বিৎ বলা যায় ॥ ২৯ ॥

যথা ॥

ব্রজযুবতিষু শৌরিঃ শৌরসেনীং সুরেন্দ্রে
প্রণতশিরসি গৌরীং ভারতীমাতনোতি।
অহহ পশুষু কীরেষ্বপ্যপভ্রংশরূপাং
কথমজনি বিদগ্ধঃ সর্ব্বভাষাবলীষু ॥

সত্যবাক্যঃ ॥ ৮ ॥

স্বামানৃতং বচো যস্য সত্যবাক্যঃ স ভণ্যতে ॥

ব্রজযুবতিষিতি। ব্রজস্থবিদগ্ধবৃদ্ধাবচনং। অত্র শৌরিরিতি প্রাগস্য বসুদেবস্যেত্যাদি শ্রীগর্গবাক্যানুসারেণ তত্র ব্রজযুবতয়োর্মুখ্যত্বেনোপলক্ষণান্যেব। ব্রজবাসিষ্বিত্যপি জ্ঞেয়ং। শৌরসেনীং তদ্দেশ্যাং প্রাকৃতবিশেষঞ্চ। প্রায়স্তয়োরৈক্যাৎ। গৌরীং দৈবীং সংস্কৃতরূপাং। পশুষু গোমহিষ্যাদিষু। কীরেষু কাশ্মীরদেশীয়মনুষ্যেষু শুকেষু চ অপভ্রংশরূপাং পৈশাচিকাখ্যপ্রাকৃতবিশেষতত্তদ্ভাষাং যথাসম্ভবং ॥ ৩০ ॥

যথা।

কোন ব্রজস্থ বিদগ্ধ বৃদ্ধা গোপী কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! শৌরি শ্রীকৃষ্ণ ব্রজযুবতিগণে শৌরসেনী (প্রাকৃত), প্রণত দেববৃন্দে সংস্কৃত, গোমহিষ্যাদি পশু তথা কাশ্মীরদেশীয় মনুষ্য সকলে ও শুক প্রভৃতি পক্ষিবৃন্দে অপভ্রংশরূপ পৈশাচী প্রাকৃতভাষা সকল বিস্তার করিতেছেন, অতএব হে গোপীগণ! সর্ব্ব প্রকার ভাষায় শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকারে বিদগ্ধ হইলেন ॥

সত্যবাক্য ॥ ৮ ॥

যাহার বাক্য মিথ্যা হয় না। তাঁহাকে সত্যবাক্য বলিয়া কীর্ত্তন করা যায় ॥

যথা—

পৃথে তনয়পঞ্চকং প্রকটমর্পয়িষ্যামি তে
রণাদ্বরিতমিত্যভূত্তব যথার্থমেবোদিতং।
রবি র্ভবতি শীতলঃ কুমুদবন্ধুরপ্যুঞ্চল—
স্তথাপি ন মুরান্তক ব্যভিচরিষ্ণুরুক্তিস্তব ॥ ৩০ ॥

যথা বা—

গূঢ়োঽপি বেশেন মহীসুরস্য
হরির্যথার্থং মগধেন্দ্রমূচে।
সংস্পৃষ্টমাভ্যাং সহ পাণ্ডবাভ্যাং
মাং বিদ্ধি কৃষ্ণং ভবতঃ সপত্নং ॥

বক্ষ্যমাণসত্যপ্রতিজ্ঞত্বেন পৌনরুক্ত্যমাশঙ্ক্যাহ যথাবেতি। সংস্পৃষ্টং

যথা।

"হে পৃথে! (কুন্তি!) তোমার এইটী তনয় রণ-ক্ষেত্র হইতে প্রত্যানয়ন পূর্ব্বক তোমাকে অর্পণ করিব," হে মুরান্তক! তোমার এই বাক্য যথার্থ হইল, কেন না রবি যদি শীতল হয়েন ও কুমুদবন্ধু (চন্দ্র) যদি উষ্ণ হয়েন তথাচ কখন তোমার বাক্যের ব্যভিচার হয় না ॥ ৩০ ॥

যথা বা।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণবেশে গূঢ় হইয়াও জরাসন্ধকে যথার্থই কহিয়াছিলেন হে মগধেন্দ্র! এই দুই জন পাণ্ডবের সহিত আমি তোমার সেই চিরশত্রু কৃষ্ণ, অবগত হও ॥

প্রিয়ম্বদঃ ॥ ৯ ॥

জনে কৃতাপরাধেঽপি সান্ত্ববাদী প্রিয়ম্বদঃ ॥ ৩১ ॥

যথা ॥

কৃতব্যলীকেঽপি ন কুণ্ডলীন্দ্র !
ত্বয়া বিধেয়া ময়ি দোষদৃষ্টিঃ।
প্রবাস্যমানোঽসি সুরার্চ্চিতানাং
পরং হিতায়াদ্য গবাং কুলস্য ॥ ৩২ ॥

বাবদূকঃ ॥ ১০ ॥

শ্রুতিপ্রেষ্ঠোক্তিরখিলবাক্গুণান্বিতবাগপি।

মিলিতং ॥ ৩১ ॥

পীড়ার্থেঽপি ব্যলীকং স্যাদিত্যমরঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রুতীতি। শব্দমাধুরী দর্শিতা অখিলেত্যর্থপরিপাটী ॥ ৩৩ ॥

প্রিয়ম্বদ ॥ ৯ ॥

অপরাধিজনের প্রতিও যিনি সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহাকে প্রিয়ম্বদ বলা যায় ॥ ৩১ ॥

যথা।

শ্রীকৃষ্ণ কালিয় নাগকে কহিলেন হে কুণ্ডলীন্দ্র! আমি তোমাকে পীড়া প্রদান করিলেও তুমি আমার প্রতি দোষ দৃষ্টি করিও না, কারণ অমরার্চ্চিত গোসকলের পরম হিতাভিলাষী হইয়াই তোমাকে উদ্বাসন করিলাম ॥ ৩২ ॥

বাবদূক ॥ ১০ ॥

শ্রবণপ্রিয় ও অখিল গুণান্বিত অর্থাৎ অর্থ-পরিপাটী-যুক্ত

ইতি দ্বিধা নিগদিতো বাবদূকো মনীষিভিঃ ॥ ৩৩ ॥

তত্রাদ্যো যথা—

অশ্লিষ্টকোমলপদাবলিমঞ্জুলেন
প্রত্যক্ষরক্ষরদমন্দসুধারসেন।
সখ্যঃ সমস্তজনকর্ণরসায়নেন
নাহারি কস্য হৃদয়ং হরিভাষিতেন ? ॥ ৩৪ ॥

দ্বিতীয়ো যথা—

অশ্লিষ্টেত্যাদিকং ব্রজেন্দ্রগোষ্ঠীষু মহেন্দ্রমখভঙ্গার্থং শ্রীহরিবচনহৃত-মনস্কায়াঃ কস্যাশ্চিদ্বন্দিজনাঙ্গনায়াঃ স্বসখীঃ প্রতিবচনং। তত্রাশ্লিষ্টেত্যুচ্চারণ-মাধুরী। প্রত্যক্ষরেতি বর্ণবিশেষবিন্যাসমাধুরী সমস্তেতি স্বরমাধুরী ॥ ৩৪ ॥

প্রতিবাদিত্যাদিকং শ্রীমদুদ্ধববাক্যং। অত্র প্রতিবাদীত্যুপন্যাসপরি-

---

এই দুই প্রকার বাক্যকে পণ্ডিৎ গণ বাবদূক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ৩৩ ॥

তন্মধ্যে শ্রবণপ্রিয় বাক্য যথা ॥

ব্রজরাজ সভামধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে ইন্দ্রমখ ভঙ্গ প্রস্তাবার্থ বিবিধ প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিবে তত্রত্য কোন বন্দিজনের স্ত্রী ঐ বাক্য দ্বারা হৃতমনা হইয়া আপনার সখীদিগকে কহিল হে সখীবৃন্দ ! অদ্য গোপসভামধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সুস্পষ্ট কোমল পদাবলী দ্বারা যাহা মনোজ্ঞ, তথা প্রত্যক্ষরে অমন্দরূপে সুধাস্রাবি ও সমস্ত জন গণের কর্ণ রসায়ন যে বাক্য প্রয়োগ করিলেন, তদ্দারা কাহার হৃদয় অপহৃত না হয় ? ॥ ৩৪ ॥

দ্বিতীয় অর্থাৎ অখিলগুণান্বিত বাক্য যথা ॥

প্রতিবাদিচিত্তপরিবৃত্তিপটু-
র্জগদেকসংশয়বিমর্দ্দকরী।
প্রমিতাক্ষরাদ্য বিবিধার্থময়ী
হরিবাগিয়ং মম ধিনোতি ধিয়ং ॥ ৩৫ ॥

স্বপাণ্ডিত্যঃ ॥ ১১ ॥

বিদ্বান্নীতিজ্ঞ ইত্যেষ স্বপাণ্ডিত্যো দ্বিধা মতঃ।
বিদ্বানখিলবিদ্যাবিন্নীতিজ্ঞস্ত যথার্হকৃৎ ॥ ৩৬ ॥

তত্র্যাদ্যো যথা—

পাটী। জগদিতি যুক্তিপরিপাটী। প্রকর্ষেণ মিতানি অব্যর্থানি সপ্রমাণানি বা অক্ষরাণি যস্তামিতি যাথার্থ্যপরিপাটী। বিবিধঃ নানোপহাসসমাধানবিচিত্রো-র্থো যস্তাং সেতি প্রতিভাপরিপাটী দর্শিতা। ৩৫ ॥

অখিলবিদ্যাবিদিতি শাস্ত্রীয়জ্ঞানমাত্রমুক্তং। যথার্হকৃদিতি। তত্রাপি কর্ত্তব্যেষু নিশ্চয়জ্ঞানং দর্শিতং ॥ ৩৬ ॥

উদ্ধব কহিলেন যাহা প্রতিবাদিগণের চিত্ত পরিবর্ত্তন করণে পটু, যাহা জগতের অশেষ সংশয়চ্ছেদনকারী এবং যাহা পরিমিতাক্ষর ও বিবিধ অর্থশালী সেই হরিবাক্য আমার অন্তঃকরণকে অতিশয়রূপে সুখ প্রদান করিতেছে ॥ ৩৫ ॥

অথ স্বপাণ্ডিত্য ॥ ১১ ॥

স্বপাণ্ডিত্য নায়ক দুই প্রকার বিদ্বান্ এবং নীতিজ্ঞ। অখিলবিদ্যাবিদ্কে বিদ্বান্ ও যথাযোগ্য কর্ম্মকারিকে নীতিজ্ঞ কহে ॥ ৩৬ ॥

তম্মধ্যে বিদ্বান্ যথা ॥

যং সুষ্ঠু পূর্ব্বং পরিচর্য্য গৌরবাৎ
পিতামহাদ্যম্বুধরৈঃ প্রবর্ত্তিতাঃ।
কৃষ্ণার্ণবং কাশ্যগুরুক্ষমাভৃত-
স্তমেব বিদ্যাসরিতঃ প্রপেদিরে ॥ ৩৭ ॥

যথা বা—

আম্নায়প্রথিতান্বয়া স্মৃতিমতী কাঢ়ং ষড়ঙ্গোজ্জ্বলা
ন্যায়েনানুগতা পুরাণসুহৃদা মীমাংসয়া মণ্ডিতা।

যং সুষ্ঠ্বিতি শ্রীনারদবাক্যং। কাশ্যঃ মধুবংশবং। কাশীদেশীয়ো গুরুঃ সান্দীপনিঃ ॥ ৩৭ ॥

আম্নায়েতি সিদ্ধচারণাদীনাং স্তুতিঃ। বিদ্যাপক্ষে আম্নায়ৈশ্চতুর্ভির্বেদৈঃ। প্রথিতো বিস্তারিতো হন্বয়ো ব্যুৎপত্তির্যস্যাঃ। স্মৃতির্মন্বাদিঃ। শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং জ্যোতিষং ছন্দ এবচ। নিরুক্তঞ্চ নিরুক্তানি ষড়ঙ্গানি মনীষিভিঃ *। ন্যায় স্তর্কশাস্ত্রং। পুরাণং শ্রীভাগবতাদি। মীমাংসা পূর্ব্বোত্তররূপা। তদে-

নারদ কহিলেন পূর্ব্বে ব্রহ্মাপ্রভৃতিরূপ মেঘগণ সগৌরবে পরিচর্য্যা দ্বারা যে কৃষ্ণার্ণব হইতে বিদ্যাসরিৎ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, সেই সকল বিদ্যানদী এক্ষণে সান্দীপনি রূপ পর্ব্বত হইতে পুনরায় কৃষ্ণার্ণবে পতিত হইল ॥ ৩৭ ॥

অথবা ॥

সিদ্ধ ও চারণগণ স্তুতি পূর্ব্বক কহিলেন হে গোবিন্দ! যাঁহার চারি বেদে বিস্তৃত বুদ্ধি, যিনি মন্বাদিস্মৃতিশাস্ত্রে মতিশালিনী, যিনি ষড়ঙ্গে অর্থাৎ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ

* ছন্দোঽনুষ্টুবাদিপ্রতিপাদনং। শ্রৌতপ্রতিপাদনপরঃ কল্পঃ। শিক্ষা বর্ণনির্ণয়াত্মিকা। নিরুক্তং অপূর্ব্বার্থপ্রতিপাদকং। ব্যাকরণন্তু সুশব্দ স্বরাদি-প্রতিপাদকং। জ্যোতিষং অধ্যয়নতদনুষ্ঠানকালনির্ণায়কং ॥

ত্বাং লব্ধাবসরা চিরাদ্‌গুরুকুলে প্রেক্ষ্য স্বসঙ্গার্থিনং
বিদ্যানামবধূশ্চতুর্দ্দশ গুণা গোবিন্দ শুশ্রূষতে ॥ ৩৮ ॥

দ্বিতীয়ো যথা—

মৃত্যুস্তস্করমণ্ডলে সুকৃতিনাং বৃন্দে বসন্তানিলঃ
কন্দর্পো রমণীষু দুর্গতকুলে কল্যাণকল্পদ্রুমঃ।

তদনুসারেণ চতুর্দ্দশ গুণা অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ। ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ ইতিপ্রসিদ্ধা প্রাপ্তাঃ। বধূপক্ষে। আম্নায়ঃ সংকুলতা। অন্বয়ো বংশঃ। স্মৃতির্মেধা। ষড়ঙ্গানি শিরোমধ্যভাগৌ হস্তপাদৌ চেতি ন্যায়ো নীতিঃ। পুরাণা বৃদ্ধাঃ সুহৃদঃ সহায়া যস্যাং তয়া মীমাংসয়া বিচারেণ মণ্ডিতা। গুরুরত্র পিত্রাদিঃ। সংকুলে বর্ত্তমানমিত্যর্থঃ। চতুর্দ্দশ তাবদ্বিদ্যাত্মিকা গুণা যস্যা ইতি ॥ ৩৮ ॥

মধুপুরীং নিত্যা মধূনাং পতিরিত্যেব পাঠোঽত্র যোগ্যঃ। মহারাজ্ঞৌচিত্যবর্ণনাৎ। অত্র মধুপুরীমিতি পুরদ্বয়স্যোপলক্ষণত্বেন দ্বারকাপি মধূনাং পুরী

জ্যোতিষ, ছন্দ ও নিরুক্ত এই ছয় অঙ্গে উজ্জ্বলা, যিনি ন্যায় অর্থাৎ তর্ক শাস্ত্রের অনুগামিনী, যাঁহার পুরাণ শাস্ত্রই সুহৃদ্ এবং যিনি মীমাংসাশাস্ত্রে ভূষিতা সেই চতুর্দ্দশগুণশালিনী বিদ্যাবধূ অবসরলাভপূর্ব্বক গুরুকুলে তোমাকে স্বীয় সঙ্গার্থি দেখিয়া শুশ্রূষা করিয়াছেন ॥ ৩৮ ॥

নীতিজ্ঞ যথা ॥

ব্রজেন্দ্র নন্দন তস্কর মণ্ডলে মৃত্যু রূপ, পুণ্যবান্ জন সমূহে বসন্তানীল সদৃশ, রমণীবৃন্দে কন্দর্প তুল্য, দরিদ্রকুলে কল্যাণ কল্পবৃক্ষ সম, বন্ধুবর্গে চন্দ্র স্বরূপ ও বিপক্ষ পক্ষে

ইন্দুর্বন্ধুগণে বিপক্ষপটলে কালাগ্নিরুদ্রাকৃতিঃ
শান্তি স্বস্তিধুরন্ধরো ব্রজপুরীং নীত্যা ব্রজেন্দ্রাত্মজঃ ॥

বুদ্ধিমান্ ॥ ১২ ॥

মেধাবী সূক্ষ্মধীশ্চেতি প্রোচ্যতে বুদ্ধিমান্ দ্বিধা ॥ ৩৯ ॥

তত্র মেধাবী যথা ॥

অবন্তিপুরবাসিনঃ সদনমেত্য সান্দীপনে-
র্গুরোর্জগতি দর্শয়ন্ সময়মত্র বিদ্যার্থিনাং।
সকৃন্নিগদমাত্রতঃ সকলমেব বিদ্যাকুলং
দধৌ হৃদয়মন্দিরে কিমপি চিত্রবন্মাধবঃ ॥ ৪০ ॥

ভবতীতি যোগবৃত্ত্যাবা দ্বারকাপি জ্ঞেয়া ॥ ৩৯ ॥

সময়মাচারং দর্শয়ন্ শিক্ষয়ন্। সময়াঃ সপথাচার কাল সিদ্ধান্ত সম্বিদ ইতি অমরনানার্থবর্গাৎ ॥ ৪০ ॥

কালাগ্নি রুদ্র সম হইয়া নীতিদ্বারা ব্রজপুরী শাসন করিতে-ছেন ॥

অথ বুদ্ধিমান্ ॥ ১২ ॥

বুদ্ধিমান্ দুই প্রকার, মেধাবী এবং সূক্ষ্মবুদ্ধি ॥ ৩৯ ॥

তন্মধ্যে মেধাবী যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণ অবন্তিপুরবাসি সান্দীপনি গুরুর গৃহে গমন-পূর্ব্বক জগতীতলে সমুদায় বিদ্যার্থিগণকে আচার দেখাইবার জন্য গুরুর নিকট হইতে একবার মাত্র উপদিষ্ট হইয়াই নিখিল বিদ্যাকে হৃদয়মন্দিরে ধারণ করিয়া আশ্চর্য্য প্রদর্শন করাইতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥

সূক্ষ্মধীর্যথা ॥

যদুভিরয়মবধ্যো ম্লেচ্ছরাজস্তদেনং
তরলতমসি তস্মিন্ বিদ্রবন্নেব নেষ্যে।
সুখময়নিজনিদ্রাভঞ্জনধ্বংসিদৃষ্টি-
র্বরমুচি মুচুকুন্দঃ কন্দরে যত্র শেতে ॥

প্রতিভান্বিতঃ ॥ ১৩ ॥

সদ্যো নবনবোল্লেখিজ্ঞানঃ স্যাৎ প্রতিভান্বিতঃ।

যথা পদ্যাবল্যাং ॥

কথম্ভূতে তরলং ভাস্বরং বস্ত্বন্তরাচ্ছাদকপ্রকাশং তমো যত্র তাদৃশে।

সূক্ষ্মধীর্যথা ॥

ম্লেচ্ছরাজকে মথুরাপুরী অবরোধ করিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনোমধ্যে বিবেচনা করিলেন, এত যদুগণের অবধ্য, কোন উপায় দ্বারা ইহাকে বিনাশ করা উচিত, মুচুকুন্দ যে অন্ধকার পর্ব্বত কন্দরে নিদ্রিত আছেন, ইহাকে তথায় লইয়া গিয়া ইহার দ্বারা তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করি, তাহা হইলে ঐ মুচুকুন্দের দৃষ্টিমাত্রেই এ যবন ভস্মীভূত হইবে, অতএব পলায়নপূর্ব্বক তথায় লইয়া যাই ॥

প্রতিভান্বিত ॥ ১৩ ॥

সদ্যই নব নব উল্লেখকারিজ্ঞানশালিকে প্রতিভান্বিত কহে অর্থাৎ কোন প্রস্তাব উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাতে নূতন নূতন উত্তর প্রদান করার নাম প্রতিভা ॥

যথা পদ্যাবলীতে ॥

বাসঃ সম্প্রতি কেশব ক ভবতো মুগ্ধেক্ষণে নম্বিদং
বাসং ব্রূহি শঠ প্রকামসুভগে ত্বদ্গাত্রসংসর্গতঃ।
যামিন্যামুষিতঃ ক ধূর্ত্ত বিতনু র্মুষ্ণাতি কিং যামিনী-

সৎপ্রবেশমাত্রেণ চঞ্চলীভূততমসীতি বার্থঃ। তরলশ্চঞ্চলে খড়্গে হার-মধ্যমণাবপি ভাস্বরে ইতি বিশ্বঃ। ঝরমুচীতি নিদ্রাসৌখ্যসামগ্রীণা-মুপলক্ষণং। তাশ্চ তদীয়যোগপ্রভাবাদযথাবসরমেব জায়ন্ত ইতি জ্ঞেয়ং কিন্তত্র নেত্রস্য সূক্ষ্মদর্শিত্ববদ্বুদ্ধেরপি সূক্ষ্মবিচারিত্বং জ্ঞাপিতং তেন চ সহ যান্ত্যা-পরাসৃষ্টে বস্তুনি প্রবেশিবুদ্ধিত্বং সূক্ষ্মধীত্বমুদাহৃতং॥ ৪১॥

এক দিবস প্রাতঃকালে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নিকট আগমন করিলে শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করিলেন হে কেশব! সম্প্রতি তোমার বাস (বস্ত্র) কোথায়, এই প্রশ্নে শ্রীকৃষ্ণ বাস শব্দের বস্ত্রার্থ পরিত্যাগ করিয়া বসতি সম্ভাবনায় উত্তর করিলেন, হে মুগ্ধে! তোমার ঈক্ষণে অর্থাৎ ত্বদীয় নেত্রে আমার বাস, পুনরায় শ্রীরাধা কহিলেন হে শঠ! আমি তোমার বসতির কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, তোমার বাস অর্থাৎ বস্ত্র কোথায়?, তাহাতেও শ্রীকৃষ্ণ বাস শব্দের গন্ধার্থ উল্লেখ করিয়া কহিলেন হে সুভগে! তোমার গাত্র সংসর্গ নিমিত্ত এই বাস (গন্ধ) হইয়াছে, পুনশ্চ শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করিলেন হে ধূর্ত্ত! কোথায় "যামিন্যামুষিতঃ" অর্থাৎ যামিনী যাপন করিলা শ্রীকৃষ্ণ "যামিন্যা, মুষিত" এই দুই পদ ভিন্ন করিয়া উত্তর করিলেন, প্রিয়ে! তনুহীন যামিনী কি কখন হরণ করিতে পারে, এই রূপ ছল পূর্ব্বক গোপবধূকে পরিহাসকারী শ্রীকৃষ্ণ

ত্যেবং গোপবধূং ছলৈঃ পরিহসন্ কৃষ্ণশ্চিরং পাতু বঃ॥

বিদগ্ধঃ॥ ১৪॥

কলাবিলাসদিগ্ধাত্মা বিদগ্ধ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥

যথা।

গীতং গুম্ফতি তাণ্ডবং ঘটয়তি ব্রূতে প্রহেলীক্রমং
বেণুং বাদয়তে স্রজং বিরচয়ত্যালেখ্যমভ্যস্যতি।
নির্ম্মাতি স্বয়মিন্দ্রজালপটলীং দ্যূতে জয়ত্যুন্মদান্।
পশ্যোদ্দামকলাবিলাসবসতিশ্চিত্রং হরিঃ ক্রীড়তি॥

চতুরঃ॥ ১৫॥

চতুরো যুগপদ্ভূরিসমাধানকৃদুচ্যতে॥ ৪১॥

যথা॥

চিরকাল তোমাদিগকে রক্ষা করুন॥

বিদগ্ধ॥ ১৪॥

শিল্প বিলাসাদিতে যুক্তচিত্ত ব্যক্তির নাম বিদগ্ধ।

যথা।

সখি! সন্দর্শন কর, শ্রীকৃষ্ণ, গীত নির্ম্মাণ, তাণ্ডব-(নৃত্য)-রচনা, প্রহেলীকথন, বেণুবাদন, মালাগ্রন্থন, চিত্র কর্ম্ম অভ্যাস, স্বয়ং ইন্দ্রজাল সকল নির্ম্মাণ এবং উন্মত্ত ব্যক্তি দিগকে দ্যূতে পরাজয় করত অতিশয় শিল্পকলার বসতি-স্থল হইয়া আশ্চর্য্য রূপে ক্রীড়া করিতেছেন॥

অথ চতুর॥ ১৫॥

এক কালে অনেক কার্য্যের সমাধান কারিকে চতুর কহে॥

যথা।

পারাবতীবিরচনেন গবাং কলাপং
গোপাঙ্গনাগণমপাঙ্গতরঙ্গিতেন।
মিত্রাণি চিত্রতরসঙ্গরবিক্রমেণ
ধিন্বন্নরিষ্টভয়দেন হরির্ব্বিরেজে॥

দক্ষঃ॥ ১৬॥

দুষ্করে ক্ষিপ্রকারী যস্তং দক্ষং পরিচক্ষতে।

যথা শ্রীদশমে॥

যানি যোধৈঃ প্রযুক্তানি শস্ত্রাণি চ কুরূদ্বহ।
হরিস্তান্যচ্ছিনত্তীক্ষ্ণৈঃ শরৈরেকৈকশস্ত্রিভিঃ॥ ৪২॥

পারাবতী গোপগীতিঃ। অরিষ্টভয়দেনেতি সর্ব্বত্র যোজ্যং॥ ৪২॥

সখি! শ্রীকৃষ্ণের আশ্চর্য্য লীলা সন্দর্শন কর, গোপজাতীয়-গীতিরচনা দ্বারা গাভী বৃন্দকে, অপাঙ্গভঙ্গী দ্বারা গোপাঙ্গনাগণকে এবং অরিষ্টভয়প্রদ বিচিত্র যুদ্ধ বিক্রম দ্বারা সখীগণকে এক কালীন সুখ প্রদান করত হরি অতিশয়রূপে বিরাজ করিতেছেন॥ ৪১॥

অথ দক্ষ॥ ১৬॥

যে ব্যক্তি দুঃসাধ্য কার্য্য শীঘ্র সম্পাদিত করিতে পারে তাহাকে দক্ষ বলে॥

যথা দশমে ৫৯ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে

শুকদেব কহিলেন হে কৌরব্য! যোদ্ধৃগণ যে সকল অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষিপ্ত করিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ তীক্ষ্ণ শর দ্বারা এক এক করিয়া তৎসমুদয় ছেদন করিলেন॥ ৪২॥

যথাবা॥

অঘহর কুরু যুগ্মীভূয় নৃত্যং ময়ৈব
ত্বমিতি নিখিলগোপীপ্রার্থনাপূর্ত্তিকামঃ।
অতনুত গতিলীলালাঘবোর্ম্মিং তথাসৌ
দদৃশুরধিকমেতাস্তং যথা স্বস্বপার্শ্বে॥

কৃতজ্ঞঃ॥ ১৭॥

কৃতজ্ঞঃ স্যাদভিজ্ঞো যঃ কৃতসেবাদিকর্ম্মণাং।

যথা মহাভারতে॥

ঋণমেতং প্রবৃদ্ধং মে হৃদয়েনাপসর্পতি।

অধিকমত্যর্থং নিঃসংশয়ং যথাস্যাত্তথা দদৃশুঃ॥ ৪৩॥

অথবা

হে অঘহর! "আমার সহিত যুগল হইয়া নৃত্য কর" এই রূপে প্রত্যেক গোপী প্রার্থনা করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের কামনাপূরণার্থ এমত গতি লীলার ক্ষিপ্রতা বিস্তার করিয়াছিলেন যে, তাহাতে ঐ সকল গোপী স্বস্বপার্শ্বেই শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়াছিলেন॥

কৃতজ্ঞ॥ ১৭॥

কৃত সেবাদি কর্ম্ম সকলের অভিজ্ঞ অর্থাৎ এ ব্যক্তি আমার এই প্রকার সেবা করিয়াছে, ইহা যিনি জানেন তাঁহাকে কৃতজ্ঞ বলা যায়॥

যথা মহাভারতে॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, আমি দূরবর্ত্তী থাকাতে দ্রৌপদী যে

যদ্গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং দূরবাসিনং ॥ ৪৩ ॥

যথাবা ॥

অনুগতিমতিপূর্ব্বাং চিন্তয়ন্নৃক্ষমৌলে-
রকুরুত বহুমানং শৌরিরাদায় কন্যাং।
কথমপি কৃতমল্পং বিস্মরন্নেব সাধুঃ
কিমুত স খলু সাধুশ্রেণিচূড়াগ্ররত্নং ॥

সুদৃঢ়ব্রতঃ ॥ ১৮ ॥

প্রতিজ্ঞানিয়মৌ যস্য সত্যৌ স সুদৃঢ়ব্রতঃ ॥ ৪৪ ॥

অনুগতিমিত্যত্রাতিপূর্ব্বমিতি সাম্প্রতং মহাপরাধমপ্যচিন্তয়ন্নিতি ধ্বন্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

হে "গোবিন্দ!" এই বলিয়া উচ্চস্বরে আমাকে আহ্বান করিয়াছিলেন,এই ঋণ আমার হৃদয়ে বৃদ্ধি পাইতেছে, কোন ক্রমে ক্ষীণ হইতেছে না ॥ ৪৩ ॥

যথা বা।

শ্রীকৃষ্ণ জাম্বুবানের অতি পূর্ব্বকালীন সেবা স্মরণ করিয়া তদীয় কন্যার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক ঐ ঋক্ষরাজকে বহুবিধ সম্মান করিলেন, কারণ সাধুজনের অত্যল্প সেবা করিলে তাহা যখন তাঁহারা বিস্মৃত হয়েন না, তখন সাধুশ্রেণীর চূড়ারত্ন শ্রীকৃষ্ণ জাম্ববানের ঐ সেবা কি প্রকারে বিস্মৃত হইবেন ॥

সুদৃঢ় ব্রত ॥

প্রতিজ্ঞা ও নিয়ম এই দুইটী যাহার সত্য হয় তাহাকে সুদৃঢ় ব্রত কহে ॥ ৪৪ ॥

তত্র সত্যপ্রতিজ্ঞো যথা।

হরিবংশে ॥

ন দেবগন্ধর্ব্বগণা ন রাক্ষসা
নচাসুরা নৈবচ যক্ষপন্নগাঃ।
মম প্রতিজ্ঞামপহন্তুমুদ্যতা
মুনে সমর্থাঃ খলু সত্যমস্তু তে ॥ ৪৫ ॥

যথা বা ॥

সখেলমাখণ্ডলপাণ্ডুপুত্রৌ
বিধায় কংসারিরপারিজাতৌ।

মুনে হে নারদ! সত্যং শপথতথ্যয়োরিত্যমরঃ ॥ ৪৫ ॥

ইন্দ্রপক্ষে অপারিজাতত্বং পারিজাতরাহিত্যং। পাণ্ডবপক্ষে অপগত শত্রুসমূহত্বং। সুখমিতি অত্র ত্রিষু দ্রব্যে পাপং পুণ্যং সুখাদি চেত্যমরকোষাং। সুখমহমস্বাপ্সমিত্যাদৌ ক্রিয়ায়াস্তুল্যাধিকরণত্বাদ্ধর্ম্মিপরত্বেনাপি সুখশব্দস্ত

তন্মধ্যে সত্যপ্রতিজ্ঞা যথা হরিবংশে ॥

পারিজাত হরণে শ্রীকৃষ্ণ নারদকে কহিলেন হে দেবর্ষে! কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি নাগ, কি রাক্ষস, কি অসুর, কি যক্ষ, কি পন্নগ, ইহারা সকলেই আমার প্রতিজ্ঞা বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু কেহই সমর্থ হয় নাই, অতএব তোমার নিকট আমার এই প্রতিজ্ঞা সত্যই জানিবে ॥ ৪৫ ॥

যথ বা ॥

শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় প্রতিজ্ঞা সফলার্থ ইন্দ্র ও অর্জ্জুন এই দুই জনকে অবলীলা ক্রমে অপারিজাত বিধান করিয়া অর্থাৎ

নিজপ্রতিজ্ঞাং সফলাং দধানঃ
সত্যাঞ্চ কৃষ্ণাঞ্চ সুখামকার্ষীৎ ॥ ৪৬ ॥

সত্যনিয়মো যথা ॥

গিরেরুদ্ধরণং কৃষ্ণ দুষ্করং কর্ম্ম কুর্ব্বতা।
মদ্ভক্তঃ স্যান্নদুঃখীতি স্বব্রতং বিবৃতং ত্বয়া ॥ ৪৭ ॥

দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ॥ ১৯ ॥

দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ তত্তদ্যোগ্যক্রিয়াকৃতী ॥ ৪৮ ॥

দৃষ্টত্বাৎ। তচ্চার্শাদিত্বান্মন্তব্যং ॥ ৪৬ ॥

সত্যনিয়ম ইতি সর্ব্বদাতনত্বাৎ কাচিৎক্যাঃ প্রতিজ্ঞায়া ভিদ্যতেঽসৌ। গিরেরুদ্ধরণমিতি মহেন্দ্রবাক্যং ॥ ৪৭ ॥

দেশকালসুপাত্রজ্ঞ ইতি দেশকালগ্রহণং পাত্রার্থমেব কৃতং। অতঃ পাত্রস্যৈবাত্র প্রাধান্যং বিবক্ষিতং। যত স্তাদৃশপাত্রাভাবে দেশকালয়োরপ্যকিঞ্চিৎকরত্বমভিপ্রেতং। অতঃ সুশব্দোঽপ্যত্রৈব কৃতঃ। অতঃ সমুদায়স্যা-

---

ইন্দ্রকে পারিজাতশূন্য ও অর্জ্জুনকে অরিশূন্য করিয়া সত্যভামা ও দ্রৌপদীর সুখ বিস্তার করিয়াছিলেন ॥ ৪৬ ॥

সত্যনিয়ম যথা ॥ ১৯ ॥

দেবরাজ কহিলেন হে কৃষ্ণ! "আমার ভক্ত কখনও দুঃখিত হয় না" এই যে তোমার নিজ ব্রত, তাহা গিরি-উদ্ধরণরূপ দুষ্কর কর্ম্ম সাধন করিয়া বিস্তার করিলে ॥ ৪৭ ॥

দেশকালসুপাত্রজ্ঞ ॥ ২০ ॥

যে ব্যক্তি দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম করেন তাঁহাকে দেশকালসুপাত্রজ্ঞ বলা যায় ॥ ৪৮ ॥

যথা—

শরজ্জ্যোৎস্নাতুল্যঃ কথমপি পরো নাস্তি সময়-
স্ত্রিলোক্যামাক্রীড়ঃ ক্বচিদপি ন বৃন্দাবনসমঃ।
ন কাপ্যম্ভোজাক্ষী ব্রজযুবতিকল্পেতি বিমৃশ-
ন্মনো মে সোৎকণ্ঠং মুহুরজনিরাসোৎসবরসে॥

শাস্ত্রচক্ষুঃ॥ ২০॥

শাস্ত্রানুসারিকর্ম্মা যঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ স কথ্যতে॥ ৪৯॥

পেক্ষিতত্বাদেক এবগুণ উদাহৃতঃ। অন্যত্র তু দেশজ্ঞত্বাদিকাঃ পৃথগ্‌গুণা অপি ভবেয়ুরিতি বিবেচনীয়ং॥ ৪৮॥

তথৈবোদাহৃতঃ শরদিতি। মথুরায়ামুদ্ধবং প্রতি ভগবতঃ স্বচরিতকথনান্তঃপাতি বাক্যমিদং॥ ৪৯॥

যথা—

মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের প্রতি আপনার আচরিত কথা বলিতে বলিতে কহিলেন সখে! শরজ্জ্যোৎস্নাশালিনী রজনী-অপেক্ষা উত্তম সময় নাই, ত্রিলোকীমধ্যে বৃন্দাবন-তুল্য রমণীয় স্থান নাই এবং ব্রজযুবতীসদৃশী আর কোথাও পঙ্কজাক্ষী (পদ্মলোচনা কামিনী) নাই অতএব হে বন্ধো! এই নিশ্চয় করিয়া মুহুর্মুহুঃ রাসোৎসব বিষয়েই আমার মন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে॥

শাস্ত্রচক্ষু॥ ২০॥

যে ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে কর্ম্ম করে তাহাকে শাস্ত্রচক্ষু কহে॥ ৪৯॥

যথা—

অভূৎ কংসরিপোর্নেত্রং শাস্ত্রমেবার্থদৃষ্টয়ে।
নেত্রাম্বুজন্তু যুবতীবৃন্দোন্মাদায় কেবলং॥

শুচিঃ॥ ২১॥

পাবনশ্চ বিশুদ্ধশ্চেত্যুচ্যতে দ্বিবিধঃ শুচিঃ।
পাবনঃ পাপনাশী স্যাদ্বিশুদ্ধস্ত্যক্তদূষণঃ॥ ৫০॥

তত্র পাবনঃ॥

তং নির্ব্যাজং ভজ গুণনিধিং পাবনং পাবনানাং
শ্রদ্ধা শুদ্ধ্যন্মতিরতিতরামুত্তমঃশ্লোকমৌলিং।

অভূদিতি কস্যচিৎ পরিহাসোক্তিঃ। অর্থদৃষ্টয়ে অর্থস্য শুভাশুভজ্ঞানায়॥ ৫০॥

তং নির্ব্যাজমিতি প্রায়ো ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি শ্রীবিদুরোপদেশঃ। নাম্নি চাভাসত্বং। নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা শুদ্ধং বা

যথা—

কোন ব্যক্তি পরিহাসপূর্ব্বক কহিল যে, কংসরিপুর শাস্ত্ররূপ চক্ষু শুভাশুভ পরিজ্ঞানার্থ এবং নেত্রাম্বুজ কেবল যুবতিবৃন্দের উন্মাদার্থই বিরাজ করিতেছে॥

শুচি॥ ২২॥

শুচি দুই প্রকার পাবন ও বিশুদ্ধ, তন্মধ্যে পাপনাশনকারির নাম পাবন ও দূষণাদিপরিত্যাগ কারিকেই বিশুদ্ধ কহিয়া থাকে॥ ৫০॥

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক বিদুর কহিলেন হে কুরুবর! উত্তমঃশ্লোকমৌলি শ্রীকৃষ্ণ পাবন সকলেরও

উদ্যন্নন্তঃকরণকুহরে হন্ত যন্নামভানো-
রাভাসোঽপি ক্ষপয়তি মহাপাতকধ্বান্তধারাং ॥ ৫১ ॥

বিশুদ্ধো যথা ॥

কপটঞ্চ হঠশ্চ নাচ্যুতে, বত সত্রাজিতি নাপ্যদীনতা।
কথমদ্য বৃথা স্যমন্তক !, প্রসভং কৌস্তুভসখ্যমিচ্ছসি॥৫২॥

বশী ॥ ২২ ॥

শুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যমিত্যনুসারেণ জ্ঞেয়ং ॥ ৫১ ॥
কপটমিতি সত্রাজিতমুদ্দেশ্য শ্রীমদুদ্ধবস্য সোৎপ্রাসোক্তিঃ। প্রসভস্ত বলাৎকারো,-হঠ ইত্যমরপাঠাৎ হঠ ইতি পুংস্যেব। প্রসভমিতি তু অর্শ আদিত্বেন মন্তব্যং ॥ ৫২ ॥

পাবন, তাঁহাকেই তুমি শ্রদ্ধাও বিশুদ্ধমতি দ্বারা অকপটে ভজনা কর,কারণ,যদি তাঁহার নামরূপি সূর্য্যের আভাসমাত্রও একবার অন্তঃকরণে উদিত হয়, তাহা হইলেই পাপরূপ ঘোর তিমির প্রবাহ একেবারে বিনষ্ট হইবে, অতএব হে রাজন্ ' তুমি ঐ শ্রীকৃষ্ণসেবাতেই অনুরক্ত হও ॥ ৫১ ॥

বিশুদ্ধ যথা ॥

সত্রাজিত্‌কে উদ্দেশ করিয়া আক্ষেপপূর্ব্বক উদ্ধব কহিলেন, হে স্যমন্তক ! শ্রীকৃষ্ণে ছল বা বল কিছুই দেখিতে পাই না এবং সত্রাজিতেও দীনতা দেখিতে পাই না, তবে কেন তুমি কৌস্তুভের সহিত বৃথা সখ্য (বন্ধুতা) করিতে ইচ্ছা করিতেছ ॥ ৫২ ॥

বশী যথা ॥ ২২ ॥

বশী জিতেন্দ্রিয়ঃ প্রোক্তঃ।

যথা প্রথমে ॥

উদ্দামভাবপিশুনামলবল্গুহাস-
ব্রীড়াবলোকনিহতোঽমদনোঽপি যাসাং।
সংমুহ্য চাপমজহাৎপ্র মদোত্তমস্তা
যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং কুহকৈর্ন শেকুঃ ॥

উদ্দামেতি। মদনঃ কামোঽপি উদ্ভটভাবসূচকাভ্যাং নির্ম্মলমনোহরাভ্যাং হাসব্রীড়াবলোকাভ্যাং স্মিতসলজ্জদৃষ্টিভ্যাং নিহতঃ তন্মহিমদর্শনেনোকার্থী-কৃতস্বাস্ত্রাদিবল্লোঽভূৎ। অতএব সংমুহ্য চাপমজহাৎ। তত্র নিজাস্ত্র-প্রয়োগং ন কুরুত এবেত্যর্থঃ। তদেবং ভ্রূপল্লবং ধনুরপাঙ্গতরঙ্গিতানি বাণা ইত্যাদিবন্মহিমদর্শনার্থমুৎপ্রেক্ষামাত্রং তথা ভূতা অপি প্রমদোত্তমাঃ প্রম-দেন প্রকৃষ্টপ্রেমানন্দবিশেষেণ পরমোৎকৃষ্টাস্তাঃ স্ববৃন্দ এব যাঃ স্বতোঽপ্যুৎকৃষ্ট-প্রেমবত্য স্তাসাং সাম্যেচ্ছয়া কুহকৈ স্তাদৃশপ্রেমাভাবেন কপটাংশপ্রবৃত্তৈঃ সদ্ভিঃ কটাক্ষাদিভি র্যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং ন শেকুঃ কিন্তু স্বপ্রেমানুরূপমেব শেকুরিতি ॥ ৫৩ ॥

ইন্দ্রিয়জয়কারিকে "বশী" বলিয়া উল্লেখ করা যায় ॥

যথা প্রথমে ১১ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে ॥

শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রীরত্নগণ যদিও অতিশয় প্রভাবশালী, তাঁহা-দিগের গম্ভীরভাবসূচক মনোহর হাস্য এবং সলজ্জভাব দর্শনে আহত হইয়া মহাদেবও মোহ বশতঃ আপনার ধনুঃ পরি-ত্যাগ করিয়াছিলেন সত্য, তথাচ তাঁহারা বিভ্রমাদিচেষ্টা-দ্বারা তাঁহার মনঃ ক্ষুব্ধ করিতে সমর্থ হন নাই ॥

স্থিরঃ ॥ ২৩ ॥

আফলোদয়কৃৎ স্থিরঃ ॥

যথা—

নির্ব্বেদমাপ ন বনভ্রমণে মুরারি-
র্নাচিন্তয়দ্ব্যসনমৃক্ষবিলপ্রবেশে।
আহৃত্য হন্তমণিমেব পুরং প্রপেদে
স্বাদুদ্যমঃ কৃতধিয়াং হি ফলোদয়ান্তঃ।

দান্তঃ ॥ ২৪ ॥

স দান্তো দুঃসহমপি যোগ্যং ক্লেশং সহেত যঃ।

যথা—

গুরুমপি গুরুবাসক্লেশমব্যাজভক্ত্যা

স্থির ॥ ২৩ ॥

ফলোদয়পর্য্যন্ত যে কর্ম্ম করে তাহাকে স্থির কহে ॥

শ্রীকৃষ্ণ স্যমন্তকান্বেষণ নিমিত্ত বনভ্রমণে দুঃখিত অথবা ঋক্ষরাজের বিলপ্রবেশে কোন চিন্তা করেন নাই, মণি-গ্রহণ করতই দ্বারকায় আসিয়াছিলেন, যে হেতু স্থিরচিত্ত ব্যক্তিরা ফলসাধনপর্য্যন্তই কার্য্যে উদ্যমান্বিত হইয়া থাকেন॥

অথ দান্ত ॥ ২৪ ॥

উপযুক্ত ক্লেশ দুঃসহ হইলেও যিনি সহ্য করেন তাঁহাকে দান্ত বলে ॥

যথা—

শ্রীকৃষ্ণ কোমলাঙ্গ হইলেও অকপটভক্তিনিবন্ধন গুরু গৃহে

হরিরজগণদন্তঃ কোমলাঙ্গোঽপি নায়ং।
প্রকৃতিরতিদুরূহা হন্ত লোকোত্তরাণাং
কিমপি মনসি চিত্রং চিন্ত্যমানা তনোতি॥

ক্ষমাশীলঃ॥ ২৫॥

ক্ষমাশীলোঽপরাধানাং সহনঃ পরিকীর্ত্ত্যতে॥
যথা শিশুপালবধে মহাকাব্যে ১৬। ২৫। শ্লোকঃ।
প্রতিবাচমদত্ত কেশবঃ, শপমানায় ন চেদিভূভৃতে।
অনুহুঙ্কুরুতে ঘনধ্বনিং,নহি গোমায়ুরুতানি কেশরী॥৫৩॥

যথা বা।

যামুনাচার্য্যস্তোত্রে॥

বাস রূপ গুরুতর ক্লেশও গণনা করেন নাই, কারণ লোকাতীত ব্যক্তি দিগের দুরূহা প্রকৃতি চিন্ত্যমানা হইয়া কি না আশ্চর্য্য বিধান করিতে পারে॥

অথ ক্ষমাশীল॥ ২৫॥

অপরাধ সকল সহনকারি ব্যক্তিকে ক্ষমাশীল কহে॥

যথা মহাকাব্যশিশুপালবধে ১৬ সর্গে ২৫ শ্লোক।

চেদিপতি শিশুপাল পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শ্রীকৃষ্ণকে বহু বহু নিন্দা করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে কোনই উত্তর করিলেন না, কারণ, সিংহ মেঘগর্জ্জন করিলেই তাহার প্রতি হুঙ্কার করত প্রতিগর্জ্জন করিয়া থাকে, কিন্তু শৃগালের ধ্বনিতে কর্ণপাতও করে না॥

যথাবা যামুনাচার্য্যস্তোত্রে॥

রঘুবর যদভূস্ত্বং তাদৃশো বায়সস্য
প্রণত ইতি দয়ালু র্যচ্চ চৈদ্যস্য কৃষ্ণ।
প্রতিভবমপরাদ্ধু র্মুগ্ধ সাযুজ্যদোঽভূ-
র্বদ কিমপদমাগস্তস্য তেঽস্তি ক্ষমায়াঃ॥

গম্ভীরঃ॥ ২৬॥

দুর্ব্বিবোধাশয়ো যস্তু স গম্ভীর ইতীর্য্যতে॥ ৫৪॥

যথা—

বৃন্দাবনে বরাভিঃ স্তুতিভির্নিতরামুপাস্যমানোঽপি।

রঘুবরেতি। পুনরুদাহরণমিদং পূর্ব্বস্যাবজ্ঞায়ামেব পর্য্যবসানং স্যান্নতু ক্ষমাবত্বে। ঘনধ্বনাবসহনত্বাদিতি বিচার্য্যং। অত্র প্রতিভবমপরাদ্ধু-রিত্যাদিনা রঘুবরাদপ্যুৎকর্ষো দর্শিতঃ॥ ৫৪॥

বৃন্দাবন ইতি তৎস্তুতিবিশেষস্য স্পষ্টতার্থমুক্তং। রুষ্টস্তুষ্টো বেতি জ্ঞাতুং

হে রঘুবর! যদিচ ইন্দ্র কাক এবং জয়ন্তও তাদৃশ গুরুতর অপরাধ অর্থাৎ জানকীর স্তনে চঞ্চ্বাঘাত করিলেও সে প্রণত হইবা মাত্র তুমি তাহার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছ, কিন্তু হে কৃষ্ণ! তুমি অতি মুগ্ধ, কারণ প্রতি জন্মেই অপরাধ কারি শিশুপালকে যখন সাযুজ্য প্রদান করিয়াছ, তখন তোমার ক্ষমা গুণের নিকট কোন্ অপরাধ যোগ্য হইতে পারে? অর্থাৎ তুমি সকলই মার্জ্জনা করিতে পার॥

অথ গম্ভীর॥ ২৬॥

যাহার আশয় (অভিপ্রায়—মনোগত ভাব) অতিশয় দুর্ব্বোধ তাহাকে গম্ভীর বলে॥ ৫৪॥

যথা—

বৃন্দাবনে উত্তর উত্তর স্তুতি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা

শক্তো ন হরি র্বিধিনা রুষ্টস্তুষ্টোঽথবা জ্ঞাতুং ॥

যথা বা ॥

উন্মদোঽপি হরির্নব্যরাধাপ্রণয়সীধুনা।

অভিজ্ঞেনাপি রামেণ লক্ষিতোঽয়মবিক্রিয়ঃ ॥ ৫৫ ॥

ধৃতিমান্ ॥ ২৭ ॥

পূর্ণস্পৃহশ্চ ধৃতিমান্ শান্তশ্চ ক্ষোভকারণে ॥ ৫৬ ॥

তত্রাদ্যো যথা ॥

ন শক্তঃ শক্যো নাভূৎ ॥ ৫৫ ॥

পূর্ণেতি। ধৃতির্মনঃসংযমনং তদ্বান্ তত্র পূর্ণা সর্ব্বস্পৃহণীয়লাভাৎ কৃতার্থা স্পৃহা যস্য স পূর্ণস্পৃহঃ। পূর্ণস্পৃহতাকারণধৃত্যা যুক্ত ইত্যর্থঃ। শান্ত ইতি পূর্ণস্পৃহত্বাভাবেঽপি ধৃত্যা ক্ষোভাব্যাপ্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

করিলে তিনি তুষ্ট বা রুষ্ট হইলেন জগদ্বিধাতা তাহা কিছুই জানিতে পারিলেন না ॥

যথাবা ॥

শ্রীরাধার নব্য প্রেমামৃতে শ্রীকৃষ্ণ উন্মত্ত হইয়াছিলেন কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে,সর্ব্বজ্ঞ বলদেবও তাঁহা কিছুই জানিতে পারেন নাই, তাঁহা কর্তৃক তিনি অবিক্রিয় অর্থাৎ নির্ব্বিকার রূপেই লক্ষিত হইয়াছিলেন ॥ ৫৫ ॥

অথ ধৃতিমান্ ॥ ২৭ ॥

যে ব্যক্তি পূর্ণস্পৃহ অর্থাৎ নিরাকাঙ্ক্ষ এবং ক্ষোভের কারণসত্ত্বেও শান্ত, তাহাকে ধৃতিমান্ কহে ॥ ৫৬ ॥

তন্মধ্যে পূর্ণস্পৃহ যথা ॥

স্বীকুর্ব্বন্নপি নিতরাং যশঃপ্রিয়ত্বং
কংসারির্মগধপতে র্বধপ্রসিদ্ধাং ।
ভীমায় স্বয়মতুলামদত্ত কীর্ত্তিং
কিং লোকোত্তরগুণশালিনামপেক্ষ্যং ॥ ৫৭ ॥

দ্বিতীয়ো যথা ॥

নিন্দিতস্য দমঘোষসূনুনা
সম্ভ্রমেণ মুনিভিঃ স্তুতস্য চ ।

স্বীকুর্ব্বন্নিতি । পূর্ণস্পৃহত্বমত্র লোকোত্তরগুণশালিত্বেন লক্ষ্যতে । তত্রচ সতি ভীমায় যশোদানে নিরুপাধিতয়া স্নিগ্ধস্বভাবত্বমপি লভ্যতে। যদ্বিনা সর্ব্বেঽপ্যন্যে গুণা জনায় অরোচমানাঃ স্বরূপাদ্ভ্রশ্যন্তি । ততশ্চোপ-সন্নমাত্রেষু তস্য নিরুপাধিতয়া স্নিগ্ধত্বে লব্ধে নিরুপাধিভক্তেষু সুতরামেব তাদৃশত্বং স্যাৎ তৎসুখার্থমেব যশঃপ্রিয়ত্বমপ্যুক্তবতি । তেহি তদ্যশসা অধিক-মানন্দং যান্তি। তদেবং স্থিতে তেষু নিজযশশ্চ সংক্রময়তি স ইত্যন্যো যশঃ-প্রিয়ত্বেঽপি পূর্ণস্পৃহত্বমেব সেবিদ্যোত ইতি ॥ ৫৭ ॥

নিন্দিতস্যেতি। অস্যেদমেবোদাহরণং নতু সম্ভ্রমেণেত্যপি। পরত্র খলু গাম্ভীর্য্যমেব লক্ষ্যতে । মনয়ো হ্যত্র ভক্তাস্তৎকৃতস্তবাদন্তর্বহিঃসুখপ্রাপ্তি-

---

শ্রীকৃষ্ণ যশঃপ্রিয় হইলেও মগধরাজ জরাসন্ধে প্রসিদ্ধ অতুল কীর্ত্তি স্বয়ং ভীমসেনকেই সমর্পণ করিয়াছিলেন, যে হেতু লোকাতীত গুণশালী ব্যক্তির কি—অপেক্ষণীয় হইতে পারে ? ॥ ৫৬ ॥

ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও ক্ষান্ত যথা ॥

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে দমঘোষ নন্দন শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করিল এবং মুনিগণ সম্ভ্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে স্তব করিলেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের আশ্চর্য্য ধৈর্য্য এই

রাজসূয়সদসি ক্ষিতীশ্বরৈঃ
কাপি নাস্য বিকৃতির্বিতর্কিতা ॥ ৫৮ ॥

সমঃ ॥ ২৮ ॥

রাগদ্বেষবিমুক্তো যঃ সমঃ স কথিতো বুধৈঃ।

যথা শ্রীদশমে ॥

ন্যায্যো হি দণ্ডঃ কৃতকিল্বিষেঽস্মিং—
স্তবাবতারঃ খলনিগ্রহায়

স্বস্ত্যেব। গাম্ভীর্য্যধৃত্যোঃ খলু আবৃতত্বাহসত্বাভ্যামেব ভেদ ইতি ॥ ৫৮ ॥

রিপোঃ সুতানামিতি। স্বস্য রিপুরয়মিতি যা ন বিষমদৃষ্টিস্তং কিন্তু তুল্য-দৃষ্টিরেব। যতো ন্যায়ান্যায়াভ্যামেব বিষমদৃষ্টিরপি তত্রান্যায়স্বভাবস্য রিপোর্যদ্দমং ধ্বংসে তচ্চ ফলমেবানুশংসন্ ধ্বংসে। আয়ত্যাং তস্যাপি মোক্ষাদিসুখ-প্রাপণাৎ। অতএব রিপুসুতয়োস্তুল্যদর্শিত্বং লব্ধং। লোকে পিত্রাদৌ

যে, কোন ক্ষিতীশ্বরই শ্রীকৃষ্ণের বিকৃতি লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইতে পারে নাই ॥ ৫৮ ॥

অথ সম ॥ ২৮ ॥

যে ব্যক্তি রাগ ও দ্বেষ হইতে বিমুক্ত, পণ্ডিতগণ তাহা-কেই সম কহেন ॥

দশমে ১৬ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে ॥

প্রণামান্তর নাগপত্নীগণ কহিলেন হে ভগবন্! আপনি খলদিগের নিগ্রহ নিমিত্ত অবতার গ্রহণ করিয়াছেন, আমা-দের পতি কালিয় খল, এ পাপ করিয়াছিল ইহার এ রূপ দণ্ড ন্যায্য (সঙ্গত) বটে, প্রভো! শত্রুতে এবং পুত্রে আপন-

রিপোঃ স্থতানামপি তুল্যদৃষ্টি-
র্ধংসে দমং ফলমেবানু শংসন্ ॥ ৫৯ ॥

যথা বা ॥

রিপুরপি যদি শুদ্ধো মণ্ডনীয়স্তবাসৌ
যদুবর যদি দুষ্টো দণ্ডনীয়ঃ স্থতোঽপি।
ন পুনরখিলভর্ত্তুঃ পক্ষপাতোজ্ঝিতস্য
ক্বচিদপি বিষমং তে চেষ্টিতং জাঘটীতি।

বদান্যঃ ॥ ২৯ ॥

দানবীরো ভবেদযস্তু স বদান্যো নিগদ্যতে ॥ ৬০ ॥

তথা দুষ্টপুত্রশাসনদৃষ্টৈরিত্যর্থঃ অত্র রিপুর্জরাসন্ধস্থতাদিঃ। কালিকা-পুরাণে বরাহাবতারে তাদৃগিতিহাসাৎ। স্থতো নরকাস্থরাদিঃ ॥ ৫৯ ॥

রিপুরপীতি। শুদ্ধঃ কস্মিংশ্চিন্ন্যায়বিশেষে দোষরহিত ইত্যর্থঃ। দুষ্ট-স্তদ্বিপরীত ইত্যর্থঃ। পক্ষপাতোঽত্র স্বাতন্ত্র্যেণ কস্যচিৎ পক্ষস্য গ্রহণং ॥ ৬০ ॥

কার সমান দৃষ্টি,আপনি ভাল আলোচনা করিয়াই দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন ॥ ৫৯ ॥

যথা বা ॥

হে যদুবর ! রিপু যদি নির্দ্দোষ হয়, তাহা হইলে তুমি তাহাকে ভূষিত কর, আর পুত্রও যদি দুষ্ট হয় তথাপি তাহাকে তুমি দণ্ড প্রদান করিয়া থাক, যে হেতু তুমি অখিল লোকের ভর্ত্তা, তোমার পক্ষপাত নাই, অতএব পুনরায় তোমার বিষম স্বভাব কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ? ॥

অথ বদান্য ॥ ২৯ ॥

যে ব্যক্তি দানবীর অর্থাৎ অতিশয় দাতা, তাহাকে শাস্ত্র-কারেরা বদান্য বলেন ॥ ৬০ ॥

যথা—

সর্ব্বার্থিনাং বাঢ়মভীষ্টপূর্ত্ত্যা
ব্যর্থীকৃতাঃ কংসনিসূদনেন।
হ্রিয়েব চিন্তামণিকামধেনু-
কল্পদ্রুমা দ্বারবতীং ভজন্তি ॥ ৬১ ॥

যথাবা ॥

যেষাং ষোড়শ পূরিতা দশশতী স্বান্তঃপুরাণাং তথা
চাষ্টশ্লিষ্টশতী বিভাতি পরিত স্তৎসংখ্যপত্নীযুজাং।

সর্ব্বার্থিনামিতি বন্দিজনস্তুতিঃ ॥ ৬১ ॥
উক্তামেব দানক্রিয়ামেকদেশদর্শনয়া পুষ্ণাতি যেষামিতি। পূরিতত্বং

কংস নিসূদন শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বার্থি সকলের অর্থাৎ সর্ব্ব-প্রকার কামিব্যক্তিগণের অতিশয়রূপে অভীষ্ট পূর্ণ করিয়া চিন্তামণি, কামধেনু ও কল্পবৃক্ষদিগকে ব্যর্থ করিলেন, তাহাতেই চিন্তামণি প্রভৃতি লজ্জিত হইয়া দ্বারাবতীকেই ভজনা করিতে লাগিল ॥ ৬১ ॥

যথাবা ॥

দ্বারকা নগরীতে শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহস্রও একশত অষ্ট অন্তঃপুর সর্ব্বতোভাবে শোভা পাইতেছে, ঐ সকল অন্তঃপুরের প্রত্যেক গৃহে পত্নী সকল বিরাজ করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ প্রতি অন্তঃপুরে প্রত্যহ সালঙ্কৃতা, সবৎসা, গৃষ্টি অর্থাৎ প্রথম প্রসূতা গাভীগণের বদ্ধ সংখ্যা অর্থাৎ [illegible]

একৈকং প্রতি তেষু তর্ণকভৃতাং ভূষাজুষামন্বহং
গৃষ্টীনাং যুগপচ্চ বদ্ধমদদাদষ্টস্তস্য বা কঃ সমঃ ॥

ধার্ম্মিকঃ ॥ ৩০ ॥

কুর্ব্বন্ কারয়তে ধর্ম্মং যঃ স ধার্ম্মিক উচ্যতে ॥ ৬২ ॥

যথা—

পাদৈশ্চতুর্ভি র্ভবতা,বৃষস্য
গুপ্তস্য গোপেন্দ্র তথাভ্যবর্দ্ধি।
স্বৈরং চরন্মেষ যথা ত্রিলোকী-
মধর্ম্মশস্পানি হঠাজ্জঘাস ॥

গুণিতত্বং শ্লিষ্টত্বং। যুক্তত্বং। গৃষ্টীনাং প্রথমপ্রসূতানাং বদ্ধং চতুরশীত্যষ্টসহস্রাণি ত্রয়োদশ ১৩০৮৪। প্রকারান্তরমেতৎ পদ্যং ত্যক্তং ॥ ৬২ ॥

পাদৈশ্চতুর্ভিরিত্যাদি স্বয়ং শ্রীনারদস্য নর্ম্মবচনং। কুর্ব্বন্ কারয়ত ইত্য-

---

সহস্র চতুরশীতি ১৩০৮৪ (তের হাজার চৌরাশী) করিয়া এককালীন দান করিতেছেন অতএব ভূমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণসদৃশ কোন্ ব্যক্তি দানবীর হইতে সমর্থ হইবে ? ॥

অথ ধার্ম্মিক ॥ ৩০ ॥

যে ব্যক্তি স্বয়ং ধর্ম্ম যাজন করেন ও অন্যকে ধর্ম্ম যাজন করান তাঁহাকে ধার্ম্মিক কহে ॥ ৬২ ॥

যথা—

নারদ পরিহাস পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন হে গোপেন্দ্র! তোমা কর্ত্তৃক চরণ চতুষ্টয় সহকারে বৃষ (ধর্ম্ম) এরূপ বর্দ্ধিত হইল যে, সে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তৃণভোজন করিতে ২ হঠাৎ ত্রৈলোক্যে অধর্ম্মরূপ তৃণ ভক্ষণ করিয়া ফেলিল ॥

যথা বা ॥

বিতায়মানৈর্ভবতা মখোৎকরৈ-
রাকৃষ্যমাণেষু পতিষ্বনারতং।
মুকুন্দ! খিন্নঃ স্বরসুভ্রুবাং গণ-
স্তবাবতারং নবমং নমস্যতি ॥ ৬৩ ॥

শূরঃ ॥ ৩১॥

উৎসাহী যুধি শূরোঽস্ত্রপ্রয়োগে চ বিচক্ষণঃ।

নয়ো ব্যতিক্রমেণোদাহরণে। জ্ঞেয়ে। যথাবেত্যত্রতু চার্থে বা শব্দঃ। গোপেন্দ্রেতি শ্লিষ্টং। গাং পৃথিবীং পাতীতি গোপঃ। গোপো ভূপ ইত্যমরনানার্থবর্গপাঠাৎ ॥ ৬৩ ॥

যথাবা ॥

হে মুকুন্দ! তুমি বহু বহু যজ্ঞ বিস্তার করিয়া নিরন্তর দেবগণের আহ্বান করিয়া থাক,এ নিমিত্ত দেবাঙ্গণাগণ পতি-বিয়োগে খিন্ন হইয়া তোমার নবমাবতার যে বুদ্ধমূর্ত্তি, তাঁহাকেই তাঁহারা স্তব করিতেছেন অর্থাৎ তাঁহাদের অভি-প্রায় এই যে,ভগবান্ বুদ্ধদেব পৃথ্বীতলে অবতীর্ণ হইয়া যজ্ঞ-বিধির নিন্দা করিবেন, এক্ষণে যদি সেই বিধি প্রচলিত হয়, তাহা হইলে যজ্ঞের অভাব প্রযুক্ত আর দেবগণের আহ্বান হইবেক না, সুতরাং আমাদের পতিবিয়োগরূপ দুঃখ একে-বারে বিনির্ম্মুক্ত হইবে ॥ ৬৩ ॥

অথ শূর ॥ ৩১ ॥

যুদ্ধবিষয়ে উৎসাহী ও অস্ত্রপ্রয়োগে বিচক্ষণ, এই দুইকে

তত্রাদ্যো যথা ॥

পৃথু সমরসরো বিগাহ্য কুর্ব্বন্
দ্বিষদরবিন্দবনে বিহারচর্য্যাং।
স্ফুরসি তরলবাহুদণ্ডশুণ্ড-
স্ত্বমঘবিদারণ বারণেন্দ্রলীলঃ ॥

দ্বিতীয়ো যথা ॥

ক্ষণাদক্ষৌহিণীবৃন্দে জরাসন্ধস্য দারুণে।
দৃষ্টঃ কোঽপ্যত্র নাদষ্টো হরেঃ প্রহরণাহিভিঃ ॥

উৎসাহীতি। উদাহরণবৈচিত্র্যার্থমেকস্যৈব শূরস্য দ্বিধা নিরূপণং। এবং যথার্হমুত্তরত্রাপি জ্ঞেয়ং। পৃথ্বিত্যাদ্যুদাহরণপদ্যে তু দ্বিষদিত্যাদৌ অবিরল-

---

শূর বলা যায় ॥

তন্মধ্যে যুদ্ধবিষয়ে উৎসাহী যথা ॥

হে অঘদমন! তুমি গজেন্দ্রেরমত লীলা বিস্তার করিয়া সমরস্বরূপ বিস্তৃত সরোবরে আপনার তরল ভুজদণ্ডরূপ শুণ্ড দ্বারা বিপক্ষরূপ পদ্মবনকে বিশেষরূপে মর্দ্দন করত অত্যন্ত স্ফূর্ত্তিশীল হইতেছে ইহা তোমার উপযুক্তই বটে ॥

অস্ত্রপ্রয়োগে বিচক্ষণ যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণের কি আশ্চর্য্য অস্ত্রশিক্ষা, ক্ষণকালের মধ্যে মগধাধিপতি জরাসন্ধের ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী দারুণ সেনা তদীয় অস্ত্ররূপ সর্পকর্ত্তৃক দষ্ট হয় নাই, এমত কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় নাই ॥

করুণঃ ॥ ৩২ ॥

পরদুঃখাসহো যস্তু করুণঃ স নিগদ্যতে ॥ ৬৪ ॥

যথা—

রাজ্ঞামগাধগতিভি র্মগধেন্দ্রকারা-
দুঃখান্ধকারপটলৈঃ স্বয়মন্ধিতানাং।
অক্ষীণি যঃ সুখময়ানি ঘৃণী ব্যতানী-
দ্বন্দে তমদ্য যদুনন্দনপদ্মবন্ধুং ॥ ৬৫ ॥

যথা বা ॥

শৈক্ষ্যগোষ্ঠীমিতি পাঠান্তরং যোগ্যমিতি ॥ ৬৪ ॥

রাজ্ঞামিতি নির্যাণসময়ে শ্রীভীষ্মবচনং। স্বয়মিতি কর্ম্মকর্ত্তৃত্বদ্যোতকং। জুগুপ্সা করুণা ঘৃণেত্যমরঃ ॥ ৬৫ ॥

অথ করুণ ॥ ৩২ ॥

যে ব্যক্তি পরদুঃখ সহ্য করিতে না পারেন তাঁহাকে করুণ বলা যায় ॥ ৬৪ ॥

যথা—

ভীষ্ম প্রাণত্যাগ সময়ে কহিলেন, যিনি করুণা বিস্তার পূর্ব্বক মগধেন্দ্রের কারাবাসরূপ অগাধ দুঃখময় অন্ধকার সমূহে স্বয়ং অন্ধীভূত [illegible]গণের নেত্র সকল সুখময় স্বরূপে বিস্তার করিয়াছিলেন [illegible] যদুনন্দনরূপ পদ্মবন্ধুকে (সূর্য্যকে) বন্দনা করি [illegible]

যথা [illegible]

স্খলন্নয়নবারিভির্বিরচিতাভিষেকশ্রিয়ে
ত্বরাভরতরঙ্গতঃ কবলিতাত্মবিস্ফূর্ত্তয়ে।
নিশান্তশরশায়িনা সুরসরিৎসুতেন স্মৃতেঃ
সপদ্যবশবর্ষ্মণো ভগবতঃ কৃপায়ৈ নমঃ॥

মান্যমানকৃৎ॥ ৩৩॥

গুরুব্রাহ্মণবৃদ্ধাদিপূজকো মান্যমানকৃৎ॥

যথা—

অভিবাদ্য গুরোঃ পদাম্বুজং

স্খলন্নিতি। সুরসরিৎসুতেন কর্ত্রা যা স্মৃতিস্তস্যা হেতো র্যা ভগবতঃ কৃপা তস্যৈ নমঃ। কীদৃশ্যৈ। ত্বরাভরতরঙ্গতো হেতোঃ কবলিতা আত্মনো ভগ-

---

যৎকালীন গঙ্গাতনয় ভীষ্ম প্রখরতর শরশয্যায় শয়ান হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণের শরীর অবশ হয় এবং তন্নিবন্ধন তিনি এরূপ কৃপা বিস্তার করিয়াছিলেন যে, ভীষ্মের ঐ অবস্থা দেখিয়া তদীয় নেত্র, হইতে অশ্রুপাতও হইতে লাগিল,তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণ অভিষিক্ত হওত ব্যস্ত হইয়া যাইতে যাইতে আত্মস্মৃতি বিস্মৃতি হইয়াছিলেন, অতএব সেই ভগবৎকৃপাকেই নমস্কার করি॥

মান্যমানকৃৎ॥ ৩৩॥

যিনি গুরু, ব্রাহ্মণ এবং বৃদ্ধগণের পূজা করেন, তাঁহাকেই মান্যমানকৃৎ কহা যায়॥

যথা—

শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে গুরুচরণাম্বুজে অভিবাদন করিয়া তৎপশ্চাৎ পিতা ও অগ্রজের চরণে প্রণত হইলেন, পরে

শীলেন নির্ম্মলমতিঃ কমলেক্ষণোঽয়ং ॥

বিনয়ী ॥

ঔদ্ধত্যপরিহারী যঃ কথ্যতে বিনয়ীত্যসৌ ॥

যথা মহাকাব্যে শিশুপালবধে। ১৩ সর্গে ৭ শ্লোকঃ ॥

অবলোক এব নৃপতেঃ স্ম * দূরতো
রভসাদ্রথাদবতরীতুমিচ্ছতঃ।
অবতীর্ণবান্ প্রথমমাত্মনা † হরি-
র্বিনয়ং বিশেষয়তি সম্ভ্রমেণ সঃ ॥ ৬৮ ॥

বর্ণদূতঃ। পিশুনৌ খলসূচকাবিত্যমরঃ ॥ ৬৮ ॥

সকলেও অসূয়া প্রকাশ করেন না। অতএব এই কমলেক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সুশীলতায় অতিশয় নির্ম্মলচেতা হইয়াছেন ॥

অথ বিনয়ী ॥ ৩৫ ॥

যে ব্যক্তি আপনার ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ করেন তাঁহাকে বিনয়ি বলা যায় ॥

যথা মহাকাব্য শিশুপালবধে ১৩ সর্গে ৭ শ্লোকঃ ॥

রাজসূয় যজ্ঞার্থ দ্বারকা হইতে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে আসিতেছেন এমন সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার অভ্যর্থনা করিতেছেন ॥

রাজা যুধিষ্ঠির দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণকে (কনিষ্ঠ পৈতৃষ্বসেয় ভ্রাতাকেও) অবলোকন করিয়া বেগে রথ হইতে অবতরণ করিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীকৃষ্ণ সম্ভ্রম প্রকাশ পূর্ব্বক অগ্রেই রথ হইতে অবতরণ করিয়া কেবল আপন বিনয়কেই বিশেষ রূপে প্রকাশ করিলেন ॥ ৬৮ ॥

* সুদূরতঃ, † প্রথমমাত্মনঃ, এতাবপি পাঠৌ।

পিতরং পূর্ব্বজমপ্যথানতঃ।
হরিরঞ্জলিনা তথা গিরা
যদুবৃদ্ধাননমৎ ক্রমাদয়ং ॥ ৬৬ ॥

দক্ষিণঃ ॥ ৩৪ ॥

সৌশীল্যসৌম্যচরিতো দক্ষিণঃ কীর্ত্ত্যতে বুধৈঃ ॥ ৬৭ ॥

যথা—

ভৃত্যস্য পশ্যতি গুরূনপি নাপরাধান্
সেবাং মনাগপি কৃতাং বহুধাভ্যুপৈতি।
আবিষ্করোতি পিশুনেষ্বপি নাভ্যসূয়াং

বতঃ স্ফূর্ত্তিঃ অয়মহমস্মীতি জ্ঞানং যস্যাং তাদৃশ্যে ॥ ৬৬ ॥
সৌশীল্যেন সুস্বভাবেন সৌম্যং সুকোমলং চরিতং যস্য ॥ ৬৭ ॥
ভৃত্যস্যেতি। স্যমন্তকং গৃহীত্বা কাশ্যাং গতমক্রূরং প্রতি শ্রীমদুদ্ধবস্য

অঞ্জলিবন্ধন ও বাক্য দ্বারা ক্রমশঃ যদুগণকে সাদরে নমস্কার করিলেন ॥ ৬৬ ॥

অথ দক্ষিণ ॥ ৩৪ ॥

যে ব্যক্তি স্বীয় সুস্বভাব দ্বারা কোমল চরিত্র হয়েন, পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই দক্ষিণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ॥ ৬৭ ॥

যথা—

অক্রূর স্যমন্তক হরণ পূর্ব্বক কাশী প্রস্থান করিলে, উদ্ধব কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণের কি আশ্চর্য্য স্বভাব !, ভৃত্য যদি গুরুতর অপরাধে অপরাধীও হয়, তথাপি তাহার কৃত যে অত্যল্প সেবা তাহাকেই বহু করিয়া জ্ঞান করেন এবং পিশুন (খল)

হ্রীমান্ ॥ ৩৬॥

জ্ঞাতেঽস্মররহস্যেঽন্যৈঃ ক্রিয়মাণে স্তবেঽথবা
শালীনত্বেন সঙ্কোচং ভজন্ হ্রীমানুদীর্য্যতে ॥

যথা ললিতমাধবে ॥

দরোদঞ্চদ্গোপীস্তনপরিসরপ্রেক্ষণভরাৎ

জ্ঞাত ইতি। অস্মররহস্যে স্মররহস্যাভাবেঽপ্যন্যৈ র্জ্ঞাতে স্বয়মেব জ্ঞাতেন তেন সঙ্কোচং ভজন্। অথ বাস্তবেঽপি ক্রিয়মাণে সঙ্কোচং ভজন্ হ্রীমানুদীর্য্যতে। তত্র হেতুঃ শালীনত্বেন অধৃষ্টতাস্বভাবেন শালীনত্বেন—অনধিগম্য স্বভাবেন বা ইতি তথৈবোদাহরতি দরোদঞ্চদিতি। তথাহি তৎকোমল-স্বদৃষ্ট্যা ভয়েনার্ত্তৈ র্ব্যগ্রৈ রখিলগোপৈঃ প্রভাবদৃষ্ট্যাতু আরব্ধা স্তুতিঃ শৌর্য্যবর্দ্ধনবিরুদস্য তথাবিধঃ সন্ তত্র স্বমহিমজ্ঞতয়া স্মিতমুখং রামং পুরোঽগ্রত এব দৃষ্ট্বা শালীনত্বেন নমিতাস্যো মধুরিপুর্জ্জয়তি পরমোৎকর্ষেণ ভক্ত-হৃদয়ে স্ফুরত্বিত্যর্থঃ। তত্র কস্মাৎ ক কিল বিলসতি ?, স্মিতমুখং দৃষ্ট্বা

অথ হ্রীমান্ ॥ ৩৬ ॥

স্মর রহস্যের অর্থাৎ কন্দর্পকেলির অভাবেও যদি অন্য কর্ত্তৃক জ্ঞাত হয় অথবা অন্য কর্ত্তৃক স্তব কৃত হইলে যে ব্যক্তি আপনার অধৃষ্টতা হেতুক সঙ্কুচিত হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে হ্রীমান্ বলিয়া উল্লেখ করেন ॥

যথা ললিতমাধবে ॥

শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধনধারণ পূর্ব্বক অবস্থিত হইলে গোপী-গণ শ্রীকৃষ্ণের হস্তের প্রতি একদৃষ্টিতে অবলোকন করিতে-ছিলেন, ইতিমধ্যে ঐ সকল গোপীগণের স্তন পরিসর অর্থাৎ স্তনতট নেত্র গোচর হওয়াতে তদীয় হস্ত ঈষৎ কম্পিত

করোৎকম্পাদীষচ্চলতি কিল গোবর্দ্ধনগিরৌ।
ভয়ার্ত্তৈরারব্ধস্তুতিরখিলগোপৈঃ স্মিতমুখং
পুরো দৃষ্ট্বা রামং জয়তি নমিতাস্যো মধুরিপুঃ॥

শরণাগতপালকঃ॥ ৩৭॥

পালয়ন্ শরণাপন্নান্ শরণাগতপালকঃ॥

যথা—

নমিতাস্য ইত্যুৎপ্রেক্ষা তামিত্যপেক্ষায়ামুক্তং দরোদঞ্চদিতি। দরেত্যাদিলক্ষণাৎ কম্পাদ্গোবর্দ্ধনগিরৌ ঈষচ্চলতি সতি। কিলেত্যুৎপ্রেক্ষিতমেব, বস্তুতস্তু অনেন রামাজ্ঞাতত্তাদৃশনিজস্মররহস্যত্বেঽপি শালীনত্বেনৈব সঙ্কুচতি। স্মেতি ধ্বনিতং। তদগ্রজরামস্য তৎকৃততদীয়স্তনাস্তদর্শনানুসন্ধানস্যানৌচিত্যং। গাম্ভীর্য্যগুণেন চ পূর্ব্বোক্ততদলক্ষ্যতাদৃশতদ্ভাবত্বং। পূর্ব্বার্দ্ধে চ কিলেত্যুক্ত্যা তদর্থস্যোৎপ্রেক্ষিতমাত্রত্বমিতি ব্যাখ্যান্তরং নাঙ্গীকৃতং॥ ৬৯॥

হইতেছিল, তাহাতে গোবর্দ্ধনও চলিত হইতে লাগিল, ইহা দেখিয়া গোপগণ ভয়ার্ত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে আরম্ভ করিলে,বলরাম সহসা হাস্য করিলেন,কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মনোমধ্যে আশঙ্কা হইল যে, অগ্রজ বুঝি আমার আন্তরিক ভাব অবগত হইয়া থাকিবেন, অতএব ঐরূপ অভিপ্রায়ে লজ্জাবিনম্রবদন শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন॥

অথ শরণাগত পালক॥ ৩৭॥

যে ব্যক্তি শরণাপন্ন লোককে পালন করেন তাঁহাকে শরণাগতপালক কহা যায়॥

যথা—

জ্বর! পরিহর বিত্রাসং ত্বমত্র সমরে কৃতাপরাধোঽপি।
সদ্যঃপ্রপদ্যমানে যদিন্দবতি যাদবেন্দ্রোঽয়ং॥

সুখী॥ ৩৮॥

ভোক্তা চ দুঃখগন্ধৈরপ্যস্পৃষ্টশ্চ সুখী ভবেৎ॥ ৬৯॥

তত্রাদ্যো যথা॥

রত্নালঙ্কারভারস্তবধনদমনো রাজ্যবৃত্ত্যাপ্যলভ্যঃ
স্বপ্নে দম্ভোলিপাণেরপি দুরধিগমং দ্বারি তৌর্য্যত্রিকঞ্চ।

রত্নেতি বন্দিজনস্তুতিঃ। স্বপক্ষে শশিকলা নখাগ্রো নখাগ্রভাগা বা। গৌর্য্যাস্তু এবৈকব শশিকলা চন্দ্ররেখা। স্বপক্ষে কান্তসম্বন্ধীনি মনোহরাণি বা সর্ব্বাঙ্গানি ভজন্তে যা স্তাঃ। গৌরীতু স্বকান্তস্যার্দ্ধঙ্গভাগিতি শ্লেষেণ যুক্তত্ব-

---

ওহে জ্বর! তুমি সমরে অপরাধী হইলেও বিশেষরূপে ত্রাস পরিত্যাগ কর, কারণ শরণাপন্ন জনের প্রতি এই যাদবেন্দ্র সদ্যই চন্দ্রতুল্য আচরণ করিয়া থাকেন অতএব তোমার কোন শঙ্কা নাই॥

অথ সুখী॥ ৩৮॥

যে ব্যক্তি ভোগী এবং যাহাকে দুঃখের গন্ধমাত্রও স্পর্শ করিতে পারে না এই দুই ব্যক্তিকে সুখী বলে॥ ৬৯॥

তন্মধ্যে ভোগী যথা॥

বন্দিজন স্তুতি করিয়া কহিলেন হে যদুবর! তোমার যে সকল রত্নালঙ্কার দেখিতেছি তাহা ধনদ কুবেরেও মানসিকী রাজ্যবৃত্তিদ্বারা অলভ্য, ত্বদীয় দ্বারে যে সকল নৃত্য গীত হইতেছে, বজ্রপাণি ইন্দ্র তাহা স্বপ্নেও অধিগম করিতে

পার্শ্বে গৌরীগরিষ্ঠাঃ প্রচুরশশিকলাঃ কান্তসর্ব্বাঙ্গভাজঃ
সীমন্তিন্যশ্চ নিত্যং যদুবর ভুবনে কস্তদন্যোঽস্তি ভোগী॥৭০

দ্বিতীয়ো যথা ॥

ন হানিং ন গ্লানিং ন নিজগৃহকৃত্য-ব্যসনিতাং
ন ঘোরং নোদ্ঘূর্ণাং ন কিল কদনং বেত্তি কিমপি।

মেব গৌরীগরিষ্ঠত্বমিতি দর্শিতং ॥ ৭০ ॥

ন হানিমিতি যজ্ঞপত্নীঃ প্রতি কস্যাশ্চিৎ শ্রীগোপীকৃষ্ণদূত্যাঃ স্নেহবশাৎ তাস্বপি গতাগতং কুর্ব্বত্যা রহস্যোক্তিঃ। ঘোরং ভয়হেতুং। ততো ভয়ন্ত সর্ব্বথৈব নেতি ব্যঞ্জিতং। উদ্ঘূর্ণাং চিন্তাং সাঙ্গীকৃতাঃ পূর্ণিতাঃ সুহৃদঃ সহচর্য্যো যত্র তাদৃক্ অনঙ্গো যাসাং। অত্র তত্তদ্ব্যাকারে সত্যপি তত্তদজ্ঞানোক্তি র্ন সম্ভবতি

পারেন না। এবং যে সকল সীমন্তিনীর (সুন্দরী স্ত্রীর) অঙ্গ প্রচুর চন্দ্রকলার ন্যায় কমনীয় ও যাহারা গৌরী অপেক্ষাও গরিষ্ঠা, নিরন্তর তাহারা তোমার পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছে, অতএব হে যাদবেন্দ্র! ভুবনমধ্যে তোমার সদৃশ আর ভোগী কে হইতে পারে ? ॥ ৭০ ॥

দুঃখগন্ধে অস্পৃষ্ট যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণের কোন দূতী যজ্ঞপত্নীদিগের নিকট গতাগতি করিতে ২ স্নেহ বশতঃ তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে দ্বিজপত্নীগণ! কোন দুঃখের গন্ধও শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করিতে পারে না, কারণ, না তাঁহার হানি আছে, না তাঁহার গ্লানি আছে, না তাঁহার গৃহকার্য্য ব্যাপারেই ব্যসনিতা দেখিতে পাই, না তাঁহার ভয়ের হেতু কিছু লক্ষ্য হয়, না তাঁহার কোন চিন্তার বিষয়ই

বরাঙ্গীভিঃ সঙ্গীকৃতসুহৃদনঙ্গাভিরভিতো
হরির্বৃন্দারণ্যে পরমনিশমুচ্চৈ র্বিহরতি ॥

ভক্তসুহৃৎ ॥ ৩৯ ॥

সুসেব্যো দানবন্ধুশ্চ দ্বিধা ভক্তসুহৃন্মতঃ ॥ ৭১ ॥

তত্রাদ্যো যথা বিষ্ণুধর্ম্মে ॥

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলকেন চ।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥ ৭২ ॥

ইত্যর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যধ্বনিনা তত্র তত্রাবৈয়গ্র্যকারিপরমতেজস্বিত্বমেব বিবক্ষিতমিতি জ্ঞেয়ং ॥ ৭১ ॥

তত্রাদ্যো যথা বিষ্ণুধর্ম্ম ইত্যেষ পাঠঃ। বিক্রীণীতে। মুহুরপি বশীকরোতীত্যর্থঃ ॥ ৭২ ॥

কিছু উপস্থিত হয় এবং কদন কাহাকে বলে তাহাও তিনি জানেন না, কেবল অনঙ্গ-(কন্দর্প)-সৌহৃদ্যে পরিপূর্ণা বরাঙ্গণাগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া নিরন্তর বৃন্দাবনে বিহার করিতেছেন ॥

অথ ভক্তসুহৃৎ ॥ ৩৯ ॥

ভক্ত সুহৃদ্ দুই প্রকার সুসেব্য এবং দাসবন্ধু ॥ ৭১ ॥

তন্মধ্যে সুসেব্য যথা বিষ্ণুধর্ম্মে ॥

ভক্তগণ যদি বিষ্ণুকে একদলমাত্র তুলসী অথবা এক গণ্ডূষ মাত্র জল প্রদান করেন তাহা হইলে ঐ ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তজনের সমীপে আপনার আত্মা বিক্রয় করিয়া থাকেন ॥ ৭২ ॥

দ্বিতীয়ো যথা প্রথমে ॥

স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞা-
মৃতমধিকর্ত্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ।

স্বনিগম ইত্যন্তিমসময়ে শ্রীভীষ্মবাক্যং। স্বনিগমং শস্ত্রসন্ন্যাসলক্ষণাং স্বপ্রতিজ্ঞামপহায়। তমেতং শস্ত্রং গ্রাহয়িষ্যামীতি মৎপ্রতিজ্ঞাং সত্যাং কর্ত্তুং রথস্থোঽপি ধৃতচক্রঃ সন্ ভুবাবতীর্ণস্তত্শ্চাবেশেন স্খলিতোত্তরীয়-স্তেনৈব চাবিষ্কৃতবলতয়া চলন্তী গৌঃ পৃথিবী যেন তাদৃশো ভূত্বা মাং হন্তু-মাভিমুখ্যেন যঃ অগাৎ নত্ববধীৎ স মে মুকুন্দো গতি র্ভবত্বিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কঃ কমিব ?, হরিঃ সিংহ ইভমিবেতি বাক্যার্থঃ। তদাস্বে তং প্রতি এতস্য পরম-মিত্রকৃষ্ণার্জ্জুনং প্রতি দুর্দ্দৈববশান্মহদপরাধবত্যপি ময়ি পুরাতনং ভক্তিলেশা-ভাসং ভক্তিত্বেনানুসন্ধায় য ইত্থং বন্ধুত্বং স্বমাহাত্ম্যহানিসহনেনাপি মন্মা-

---

দাসবন্ধু যথা—

প্রথমস্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোকে।

শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধে কোন পক্ষে শস্ত্র গ্রহণ না করিয়া সাহায্যমাত্র করিবেন, আমারও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল, ইহাঁকে অস্ত্র গ্রহণ করাইব, ইনি এমনই ভক্তবৎসল যে, আপনার প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতিজ্ঞা অধিক সত্য করিবার নিমিত্ত রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক আপনার পরমাস্ত্র চক্র ধারণ করেন এবং হস্তিবধার্থ যেমন সিংহ ধাবমান হয় তাহার ন্যায় আমার অভিমুখে ধাব-মান হইয়া আসিয়াছিলেন। তৎকালে ইহাঁর অতিশয় ক্রোধোদয় হওয়াতে মনুষ্যনাট্য (লীলা) বিস্মৃত হইয়াছিলেন,

ধৃতরথচরণোভ্যয়াচ্চলদ্গ্-
র্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ ॥ ৭৩ ॥

প্রেমবশ্যঃ ॥ ৪০ ॥

প্রিয়ত্বমাত্রবশ্যো যঃ প্রেমবশ্যো ভবেদসৌ ॥

যথা শ্রীদশমে ॥

সখ্যুঃ প্রিয়স্য বিপ্রর্ষে রঙ্গসঙ্গাতিনির্বৃতঃ।
প্রীতো ব্যমুঞ্চদব্বিন্দূন্নেত্রাভ্যাং পুষ্করেক্ষণঃ ॥ ৭৪ ॥

যথাবা তত্রৈব ॥

হাস্যবর্দ্ধনলক্ষণং ব্যঞ্জিতবান্। সোঽয়ং সুহৃদ্দাসানাং সর্ব্বথৈব বন্ধুত্বং কুর্য্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৭৩ ॥

প্রিয়ত্বমাত্রেণ বশ্যো নতু সেবাদ্যপেক্ষয়েত্যর্থঃ ॥ ৭৪ ॥

এ কারণ উদরস্থ সকল ভুবনের ভার বশত ইহাঁর প্রত্যেক পদে পৃথিবী কম্পিতা হয় এবং ক্রোধভরে ইহাঁর উত্তরীয় বসন পথে পড়িয়া যায় ॥ ৭৩ ॥

প্রেমবশ্য ॥ ৪০ ॥

যিনি সেবা-অপেক্ষা না করিয়া প্রিয়তামাত্রেই বশীভূত হয়েন, তাঁহাকে প্রেমবশ্য কহা যায় ॥

যথা শ্রীদশমে ৮০ অধ্যায়ে শ্রীদামচরিতে ১৩ শ্লোকে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা শ্রীদাম ব্রাহ্মণের অঙ্গ স্পর্শে নির্বৃত (সুস্থ) ও প্রীত হইয়া নেত্রদ্বয় হইতে প্রেমচিহ্নস্বরূপ বারিধারা মোচন করিতে লাগিলেন ॥ ৭৪ ॥

যথাবা।

স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ।
দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে॥

সর্ব্বশুভঙ্করঃ॥ ৪১॥

সর্ব্বেষাং হিতকারী যঃ স স্যাৎ সর্ব্বশুভঙ্করঃ॥ ৭৫॥

যথা—

কৃতা কৃতার্থা মুনয়ো বিনোদৈঃ
খলক্ষয়েণাখিলধার্ম্মিকাশ্চ।
বপুর্বিমর্দ্দেন খলাশ্চ যুদ্ধে

তত্র প্রেমাতিশয়েন বশ্যতাধিক্যমপি দর্শয়তি যথাবেতি॥ ৭৫॥
কৃতা ইত্যুত্তরাবস্থায়াং শ্রীমদুদ্ধবোক্তিঃ। মুনয়ো আত্মারামাঃ বিনোদৈ-

শ্রীদশমে ৯ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে॥

হে রাজন্! বন্ধনার্থ যত্ন করিতে করিতে যশোদার গাত্র ঘর্ম্মাক্ত হইল এবং তাঁহার কেশপাশ হইতে পুষ্পমালা বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিল,জননীর এই পরিশ্রম নিরীক্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপরবশ হইয়া নিজেই বন্ধনস্থ হইলেন॥

অথ সর্ব্বশুভঙ্কর॥ ৪১॥

যে ব্যক্তি সকলেরই হিতকারী তাঁহাকে সর্ব্বশুভঙ্কর বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়॥ ৭৫॥

যথা—

শ্রীকৃষ্ণের স্বধামগমনানন্তর উদ্ধব কহিলেন যিনি আপনার লীলাদ্বারা আত্মারাম মুনিগণকে এবং খলজনের ক্ষয় করিয়া ধার্ম্মিক জনগণকে তথা সমরে দেহপাত করত

ন কস্য পথ্যং হরিণা ব্যধায়ি ॥

প্রতাপী ॥ ৪২ ॥

প্রতাপী পৌরুষোদ্ভূতশক্রতাপি প্রসিদ্ধিভাক্ ॥ ৭৬ ॥

যথা—

ভবতঃ প্রতাপতপনে ভুবনং কৃষ্ণ প্রতাপয়তি।
ঘোরাসুরঘূকানাং শরণমভূৎ কন্দরাতিমিরং ॥

কীর্ত্তিমান্ ॥ ৪৩ ॥

গুদ্ধারকগুণপ্রচারৈঃ। আত্মারামাশ্চ মুনয় ইত্যাদেঃ ॥ ৭৬ ॥

প্রতাপয়তি প্রকাশয়তি সতি। উপমিষদ্বিশেষনৃসিংহতাপন্যাদিশব্দেষু তথৈব তপেরর্থঃ। প্রকাশয়তীত্যেব পাঠঃ। পূর্ব্বং স্থিতিরেব সর্ব্বজেত্রী সতী ভগবতঃ প্রভাব ইতি লক্ষিতং। প্রতাপস্তু তৎখ্যাতিরিতি ততো ভিদ্যতে

খলদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন, অতএব সেই হরি হইতে কাহার না হিত হইয়াছে? ॥

প্রতাপী ॥ ৪২ ॥

যিনি আপনার পৌরুষদ্বারা শক্রগণকে প্রতপ্ত করেন তাঁহাকে প্রতাপি কহা যায় ॥ ৭৬ ॥

যথা—

হে কৃষ্ণ! তোমার প্রতাপরূপ তপন (সূর্য্য) ভুবনকে প্রকাশিত করিতে থাকিলে ভয়ঙ্কর দানবরূপি ঘূক (পেচক গণ কন্দর (পর্ব্বতগুহার) তিমিরকে শরণ গ্রহণ করিল ॥

অথ কীর্ত্তিমান্ ॥ ৪৩ ॥

সাদ্গুণ্যৈ নির্ম্মলৈঃ খ্যাতঃ কীর্ত্তিমানিতি কীর্ত্যতে।

যথা—

ত্বদ্যশঃকুমুদবন্ধুকৌমুদী,-শুভ্রভাবমভিতো নয়ন্ত্যপি।
নন্দনন্দন কথং নু নির্ম্মমে; কৃষ্ণভাবকলিলং জগত্রয়ং॥৭৭

যথাবা ললিতমাধবে॥

ভীতা রুদ্রং ত্যজতি গিরিজা শ্যামমপ্রেক্ষ্য কণ্ঠং
শুভ্রং দৃষ্ট্বা ক্ষিপতি বসনং বিস্মিতো নীলবাসাঃ।

যথাসম্ভবমেব সাদ্গুণ্যৈ নির্ম্মলৈঃ খ্যাতঃ। কীর্ত্তিমানিত্যত্র সাদ্গুণ্যখ্যাতিরেব কীর্ত্তিরিতি প্রতিপদ্যতে নতু সাদ্গুণ্যমাত্রং তদ্বৎ॥ ৭৭॥

ভীতা রুদ্রমিত্যাদিকং কবিসময়ানুসারেণ নর্ম্মময়মেব নতু বস্তুতঃ। বস্তুতস্তেষাং তত্তত্ত্যাগাদিকন্তু তদ্যশঃশ্রবণাদেব। আভীরিকেত্যত্র আভীর-

---

যে ব্যক্তি স্বীয় নির্ম্মল সাদ্গুণ্যে (যশে) বিখ্যাত হয়েন তাঁহাকে কীর্ত্তিমান্ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়॥

যথা—

হে নন্দনন্দন! তোমার যশোরূপী কুমুদবন্ধু (চন্দ্র) চতুর্দ্দিকে শুভ্রতা প্রকাশ করাইলেও কি প্রকারে ঐ চন্দ্র জগত্রয়কে কৃষ্ণভাব প্রাপ্তি করাইল? ॥ ৭৭॥

যথাবা ললিতমাধবে॥

হে কৃষ্ণ! দেবর্ষি নারদ বীণাদ্বারা তোমার যশোগান করিতে প্রবৃত্ত হইলে, রুদ্রের কণ্ঠ নীলবর্ণ দেখিতে না পাইয়া গিরিজা ভীতিবশতঃ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন, নীলবাসা হলধর স্বীয় বসন শুভ্র দেখিয়া তাহা পরিত্যাগ করিলেন

ক্ষীরং গত্বা স্রপয়তি যমীনীরমাভীরিকোৎকা
গীতে দামোদর! যশসি তে বীণয়া নারদেন॥

রক্তলোকঃ॥ ৪৪॥

পাত্রং লোকানুরাগাণাং রক্তলোকং বিদুর্বুধাঃ॥ ৭৮॥

যথা প্রথমে॥

যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবান্
কুরূন্মধূন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া।
তত্রাব্দকোটিপ্রতিমঃ ক্ষণো ভবে-

রাগেতি পাঠান্তরং॥ ৭৮॥
ন কেবলং ক্ষণএব তাদৃশো ভবেৎ কিন্তু রবিং বিনা যথাক্ষো র্মোহো-

এবং আভীরিকা (গোপাঙ্গনা) সকল উৎসুকা হইয়া দুগ্ধভ্রমে যমুনার নীর আবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন, কি আশ্চর্য্য? হে দামোদর! ত্বদীয় যশঃকীর্ত্তনে ত্রিভুবনের পর্য্যন্তও ধাবল্য প্রাপ্তি হইল!॥

রক্তলোক॥ ৪৪॥

যিনি সমস্ত লোকের অনুরাগভাজন হয়েন তাঁহাকে রক্তলোক কহা যায়॥ ৭৮॥

যথা প্রথমে ১১ অ। ৮ শ্লোকে॥

হে কমললোচন! তুমি সুহৃদ্গণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনায় যাবৎ হস্তিনাপুরে অথবা মথুরায় গমন করিয়াছিলে, তাবৎ কাল, সূর্য্যোদয় না হইলে নেত্রদ্বয়ের অন্ধতা হেতু যেমন ক্ষণকাল অসহ্য হয়, তদ্রূপ আমাদিগের এক এক ক্ষণ-

দ্রবিং বিনাক্ষোরিব ন স্তবাচ্যুত ॥ ৭৯ ॥

যথাবা—

আশীস্তথ্যা জয় জয় জয়েত্যাবিরাস্তে মুনীনাং
দেবশ্রেণীস্তুতিকলকলো মেদুরঃ প্রাদুরস্তি।
হর্ষাদ্ঘোষঃ স্ফুরতি পরিতো নাগরীণাং গরীয়ান্
কে বা রঙ্গস্থলভুবি হরৌ ভেজিরে নানুরাগং ॥

সাধুসমাশ্রয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

সদেকপক্ষপাতী যঃ স স্যাৎ সাধুসমাশ্রয়ঃ ॥

ভবেত্তথৈব ত্বদীয়ানাং নোঽস্মাকং ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৭৯ ॥

আশীরিতি রঙ্গস্থলস্থঃ কশ্চিৎ বর্ত্তমানপ্রয়োগং মুহুরভ্যস্থ কিং বহুনেত্যাহ কেবেতি। অত্রচ সুখমোহানন্তরং পরোক্ষভূতত্বেন প্রযুংক্তে ভেজিরে ইতি

কোটি বৎসর তুল্য কষ্টে ক্ষপনীয় হইয়াছিল, হে অচ্যুত! আমরা তোমার, ইহাতে তোমার বিরহ অসহ্য হইবে বিচিত্র কি? ॥ ৭৯ ॥

যথাবা ॥

শ্রীকৃষ্ণ কংসের রঙ্গ ভূমিতে প্রবিষ্ট হইলে মুনিবৃন্দের বদন হইতে "জয় জয় জয়" ইত্যাকার আশীর্ব্বচন উদ্গীর্ণ হইতে লাগিল, দেবগণের স্তুতিরূপ কলধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইতেছিল তথা নারীগণের গরিষ্ঠ হর্ষধ্বনি সকল দিক্ হইতে স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল, অতএব ঐ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কে না অনুরাগভাজন হইয়াছিল ? ॥

অথ সাধুসমাশ্রয় ॥ ৪৫ ॥

যিনি সাধুজন সকলের অসাধারণ পক্ষপাতী তাঁহাকে সাধু সমাশ্রয় কহে ॥

যথা—

পুরুষোত্তম চেদবাতরিষ্য-
ভুবনে হস্মিন্ন ভবান্ ভুবঃ শিবায়।
বিকটাসুরমণ্ডলান্নজানে
সুজনানাং বত কা দশাভবিষ্যৎ ॥ ৮০ ॥

নারীগণমনোহারী ॥ ৪৬ ॥

নারীগণমনোহারী সুন্দরীবৃন্দমোহনঃ ॥ ৮১ ॥

যথা শ্রীদশমে ॥

নানুরাগং ভজন্তীতি পাঠস্তু সুগমঃ ॥ ৮০ ॥

নারীগণ মনোহারীতি যথা শীলার্থে গিনি ভুথৈব সুন্দরীত্যাদৌ লুট্ প্রযুক্তঃ। ততঃ স্বভাবেনৈব তাদৃশত্বাৎ সুরম্যাঙ্গত্বাদিভ্যোহধিক এবায়ং গুণঃ। যথোক্তং শ্রীব্রজদেবীভিঃ। কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য বনিতোৎসবরূপশীল-মিতি গণবৃন্দশব্দাভ্যামত্র তাসাং সমূহবিশেষ উচ্যতে। তেন তদ্ভাবা-যোগ্যাসু নাতিব্যাপ্তিঃ ॥ ৮১ ॥

যথা—

হেপুরুযোত্তম! আপনি যদি পৃথিবীর মঙ্গলার্থ এই ভুবনে অবতীর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে বিকট অসুরমণ্ডল হইতে সুজন সকলের যে কি দশা উপস্থিত হইত ?, আমি তাহা জানিতেও পারিতেছি না ॥ ৮০ ॥

অথ নারীগণমনোহারী ॥ ৪৬ ॥

যিনি সুন্দরীবৃন্দের মোহনকারী তাঁহাকে নারীগণ মনো-হারি কহা যায় ॥ ৮১ ॥

যথা দশমে ৯০ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে ॥

শ্রুতমাত্রোঽপি যঃ স্ত্রীণাং প্রসহ্যাকর্ষতে মনঃ।
উরুগায়োরুগীতো বা পশ্যন্তীনাং কুতঃ পুনঃ ॥ ৮২ ॥

যথাবা—

ত্বং চুম্বকোঽসি মাধব, লোহময়ী নূনমঙ্গনা জাতিঃ।
ধাবতি ততস্ততোঽসৌ ; যতো যতঃ ক্রীড়য়া ভ্রমসি ॥

অতএব স্ত্রীণাং স্ত্রীবিশেষানাং শ্রুতমাত্রোঽপি যো মনঃ প্রসহ্যাকর্ষতি স এব উরুগায়ৈঃ ভক্তবিশেষৈরুরুধা গীতঃ সন্ তাসাং মনঃ প্রসহ্যাকর্ষতীতি কুতঃ পুনরিতি কিং পুনর্বক্তব্যং স এবচ পশ্যন্তীনাং তাসাং মনঃ প্রসহ্যাকর্ষতীতি কিন্তরাং বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৮২ ॥

তাদৃশশীলত্বমেব দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়ন্নাহ যথাবেতি। অঙ্গনানাং জাতি স্তদ্বি

যিনি নাম শ্রবণমাত্র সহসা স্ত্রীগণের মনকেহরণ করেন, সেই উরুগায়োরুগীত অর্থাৎ নারদাদি মহদ্গণের বহু প্রকারে কীর্ত্তনীয় শ্রীকৃষ্ণকে যে মহিষীগণ সাক্ষাৎ দর্শন করেন, তাঁহাদিগের মন যে অপহৃত হইবে তাহাতে আর বলিবার কি আছে ?, যাঁহারা ভর্ত্তৃভাবে পাদসেবাদিদ্বারা প্রেম-সহকারে জগদ্গুরুর পরিচর্য্যা করেন, তাঁহাদিগের তপস্যা আর কি বর্ণন করিব ॥ ৮২ ॥

যথাবা—

হে কৃষ্ণ ! নিশ্চই তুমি চুম্বকমণি এবং অঙ্গনা জাতি লোহময়ী, কারণ তুমি ক্রীড়া করিতে করিতে যে যে দিকে গমন করিতেছ অঙ্গনাগণও সেই সেই দিকে ধাবমানা হই-তেছে, কারণ চুম্বক (অয়স্কান্ত মণি) ও ঠিক্ এইরূপ ॥

সর্ব্বারাধ্যঃ ॥ ৪৭ ॥

সর্ব্বেষামগ্রপূজ্যো যঃ স সর্ব্বারাধ্য উচ্যতে ॥

যথা প্রথমে ॥

মুনিগণনৃপবর্য্যসঙ্কুলে হন্তঃ-
সদসি যুধিষ্ঠিররাজসূয় এষাং ॥
অর্হণমুপপেদ ঈক্ষণীয়ো
মম দৃশি গোচর এষ আবিরাত্মা ॥

সমৃদ্ধিমান্ ॥ ৪৮ ॥

মহাসম্পত্তিযুক্তো যো ভবেদেষ সমৃদ্ধিমান্ ॥ ৮৩ ॥

শেষঃ ॥ ৮৩ ॥

অথ সর্ব্বারাধ্য ॥ ৪৭ ॥

যিনি সকলের অগ্রে পূজ্য তাঁহাকে সর্ব্বারাধ্য কহে ॥

যথা প্রথমে ৯ অধ্যায়ে ৩৮ শ্লোকে ॥

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ে সভার মধ্যস্থানে মুনিগণে এবং রাজসমূহে সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল, সেই সময়ে এই ভগবানই সকলের আশ্চর্য্য রূপ দর্শনীয় হইয়া সর্ব্বসমীপে পূজা প্রাপ্ত হয়েন, সেই এই জগদাত্মা আমার সমক্ষে বর্ত্তমান, আমার কি ভাগ্য আশ্চর্য্য নহে? ॥

অথ সমৃদ্ধিমান্ ॥ ৪৮ ॥

যে ব্যক্তি মহাসম্পত্তিশালী তাহাকে সমৃদ্ধিমান্ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায় ॥ ৮৩ ॥

যথা—

ষট্ পঞ্চাশদ্যদুকুলভুবাং কোটয়স্ত্বাং ভজন্তে
বর্ষন্ত্যষ্টৌ কিমপি নিধয়শ্চার্থজাতং ভবানী।
শুদ্ধান্তশ্চ স্ফুরতি নবভি র্লক্ষিতঃ সৌধলক্ষৈ-
র্লক্ষ্মীং পশ্যন্মুরদমন তে নাত্র চিত্রায়তে কঃ॥

যথা বিল্বমঙ্গলে॥

চিন্তামণিশ্চরণভূষণমঙ্গনানাং
শৃঙ্গারপুষ্পতরবস্তরবঃ সুরাণাং।
বৃন্দাবনে ব্রজধনং ননু কামধেনু-
বৃন্দানি চেতি সুখসিন্ধুরহো বিভূতিঃ॥

ষট্ পঞ্চাশদিত্যত্র কোটয় ইতি বহুত্বং তত্তদবান্তরভেদবিবক্ষয়া। তদিদং

যথা—

হে যদুবর! যদুকুলোৎপন্ন ষট্পঞ্চাশৎ কোটি (৫৬ ছাপান্ন কোটি) লোক তোমায় ভজিতেছে, তোমার সম্বন্ধে অষ্ট নিধি নিরন্তর বর্ষণ করিতেছে এবং নবলক্ষে লক্ষিত ত্বদীয় বিশুদ্ধ অন্তঃপুরাদী স্ফুর্ত্তি পাইতেছে, অতএব হে মুরদমন! তোমার সম্পত্তি দেখিয়া কে না বিস্মিত হয়?॥

অথবা বিল্বমঙ্গলে (কৃষ্ণকর্ণামৃতে)॥

হে কৃষ্ণ! তোমার বৃন্দাবনের ঐশ্বর্য্যের কথা আর কি বর্ণন করিব, যে স্থানে গোপাঙ্গনাগণের চরণভূষণই চিন্তামণি, শৃঙ্গার অর্থাৎ বেশের উপযোগি পুষ্পময় বৃক্ষই পারিজাত বৃক্ষস্বরূপ, ধেনু কামধেনুর সদৃশ হইতেছে, অতএব কি আশ্চর্য্য! তোমার বিভূতিসুখ সিন্ধুস্বরূপ॥

বরীয়ান্ ॥ ৪৯ ॥

সর্ব্বেষামাভিমুখ্যো যঃ স বরীয়ানিতীর্য্যতে ॥

যথা—

ব্রহ্মন্নত্র পুরদ্বিষা সহ পুরঃ পীঠে নিষীদ ক্ষণং
তূষ্ণীং তিষ্ঠ সুরেন্দ্র চাটুভিরলং বারীশ দূরীভব।
এতে দ্বারি কথং মুহুঃ সুরগণাঃ কুর্ব্বন্তি কোলাহলং
হন্ত দ্বারবতীপতেরবসরো নাদ্যাপি নিষ্পাদ্যতে ॥

ঈশ্বরঃ ॥ ৫০ ॥

প্রকটলীলোদাহরণং উত্তরোদাহরণং তু প্রকটলীলাগর্ভমপি তত আরভ্য

বরীয়ান্ ॥ ৪৯ ॥

যিনি সকলেরই মধ্যে অতিশয় মুখ্য (শ্রেষ্ঠ) তাহাকে বরীয়ান্ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায় ॥

যথা—

শিব ব্রহ্মাদি দেবগণ শ্রীকৃষ্ণদর্শনার্থী হইয়া দ্বারকার দ্বার-দেশে উপস্থিত হইলে, তাহাতে দ্বারপাল কহিল, ব্রহ্মন্! আপনি মহেশ্বরের সহিত এই পীঠের উপরি উপবেশন করুন, হে দেবেন্দ্র! আপনি আর স্তুতি পাঠ করিবেন না তূষ্ণীভূত হইয়া অবস্থিতি করুন, হে বরুণ! আপনি এস্থান হইতে দূরীভূত হন, হে দেবগণ! আপনারাই বা কেন দ্বারে মুহুর্মুহুঃ কোলাহল করিতেছেন, দ্বারকাপতির এখনও অবসর হইয়া উঠে নাই ॥

ঈশ্বর ॥ ৫০ ॥

দ্বিধেশ্বরঃ স্বতন্ত্রশ্চ দুল্লর্ঙ্ঘ্যাজ্ঞশ্চ কীর্ত্ত্যতে ॥ ৮৪ ॥

তত্র স্বতন্ত্রো যথা—

কৃষ্ণঃ প্রসাদমকরোদপরাধ্যতেঽপি
পাদাঙ্কমেব কিল কালিয়পন্নগায়।
ন ব্রহ্মণেদৃশমপি স্তবতেঽপ্যপূর্ব্বং
স্থানে স্বতন্ত্রচরিতো নিগমৈর্স্মৃতোঽয়ং ॥ ৮৫ ॥

দুল্লর্ঙ্ঘ্যাজ্ঞো যথা তৃতীয়ে ॥

নন্দস্তু ইত্যাদে স্বদিচ্ছয়া প্রকটমপি ভবেদিতি জ্ঞেয়ং ॥ ৮৪ ॥

কৃষ্ণ ইতি। তস্মাৎ স্থানে যুক্তমেবায়ং স্বতন্ত্রচরিততয়া নিগমৈর্স্মৃত ইত্যর্থঃ ॥ ৮৫ ॥

ত্রয়াণাং ব্রহ্মাদীনাং মহৎ স্রষ্ট্রাদীনাং বাধীশঃ। স্বারাজ্যং স্বেনৈব রাজ-

---

ঈশ্বর দুই প্রকার, এক স্বতন্ত্র (স্বাধীন), দ্বিতীয় দুল্লর্ঙ্ঘ্যাজ্ঞ অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৮৪ ॥

তন্মধ্যে স্বতন্ত্রো যথা—

কালিয় নাগ অপরাধ করিলেও শ্রীকৃষ্ণ তাহার মস্তকে চরণচিহ্ন স্বরূপ প্রসন্নতা বিস্তার করিলেন, ব্রহ্মা অপূর্ব্ব স্তুতি পাঠ করিতে থাকিলেও তাঁহার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপও করিলেন না। শ্রীকৃষ্ণের এরূপ ব্যবহার উপযুক্তই বটে, কেন না বেদে ঐ শ্রীকৃষ্ণকে স্বতন্ত্র বলিয়াই কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ৮৫ ॥

দুল্লর্ঙ্ঘ্যাজ্ঞ যথা—

তৃতীয়ে ২ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে ॥

স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ
স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ
কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ ॥ ৮৬ ॥

যথা বা—

নব্যে ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দে সৃজতি বিধিগণঃ সৃষ্টয়ে যঃ কৃতাজ্ঞো
রুদ্রৌঘঃ কালজীর্ণে ক্ষয়মবতনুতেঃ যঃ ক্ষয়ায়ানুশিষ্টঃ।
রক্ষাং বিষ্ণুস্বরূপা বিদধতি তরুণে রক্ষিণো যে ত্বদংশাঃ

নানন্দং তেন যা লক্ষ্মীঃ তয়া ঈড়িতত্বং বন্দিতত্বং ॥ ৮৬ ॥

কৃতাজ্ঞ ইতি অঙ্গীকৃতাজ্ঞ ইত্যর্থঃ। তস্মিন্নেব ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দে কালজীর্ণে সতি। তস্মিন্নেব চ তরুণে সতি। তারুণ্যপশ্চান্নির্দ্দেশঃ সাম্প্রতং বৃত্ত-বিজ্ঞাপনাযামস্থাবধানং স্থিরীভবত্বিত্যপেক্ষয়া। সন্তীতি সর্গাদিসময়ে

উদ্ধব কহিলেন ওহে বিদুর! সেই ভগবান্ স্বয়ং গুণ-ত্রয়ের অধীশ্বর এবং পরমানন্দস্বরূপ সম্পত্তিদ্বারা সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অতএব তাঁহার সমান অথবা তাঁহা-অপেক্ষা প্রধান কেহ ছিল না, লোকপাল সকলও তাঁহার অগ্রে আসিয়া কর (বা পূজোপহার) সমর্পণ পূর্ব্বক স্বস্বকিরীটাগ্র দ্বারা তদীয় পাদপীঠের স্তব করিত ॥ ৮৬ ॥

যথা বা—

হে কৃষ্ণ! "ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি কর" এইরূপ তোমার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া বিধিগণ ব্রহ্মাণ্ড সকল সৃষ্টি করিতেছেন, বিনা-শের নিমিত্ত আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া রুদ্রগণ কালজীর্ণ ব্রহ্মাণ্ড-

কংসারে সন্তি সর্ব্বে দিশি দিশি ভবতঃ শাসনেহজাণ্ডনাথাঃ॥

অথ সদাস্বরূপসম্প্রাপ্তঃ ॥ ৫১ ॥

সদাস্বরূপসম্প্রাপ্তো মায়াকার্য্যাবশীকৃতঃ ॥ ৮৭ ॥

যথা প্রথমে—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোহপি তদ্গুণৈঃ।

ন যুজ্যতেহসদাত্মস্থৈর্যথাবুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥

পালনাদ্যংশস্থ সত্তাবান্তরশাসনে সর্ব্বদা তে সন্ত্যেব কিন্তু নব্য ইত্যাদি-বিশেষেণ ত্বরং তু প্রাচুর্য্যেণৈবোক্তমিতি ভাবঃ ॥ ৮৭ ॥

ঈশস্য সর্ব্ববশীকারিণঃ শ্রীভগবতঃ এতদীশনং কিং তত্ত্বাহ। মায়াতৎ-কার্য্যাভ্যামবশীকৃতত্বমিত্যর্থঃ। যদসাবন্তর্যামিতয়া অবতীর্ণতয়া বা প্রকৃতৌ স্থিতোহপি তস্যা গুণৈঃ সত্ত্বাদিভিস্তৎকার্য্যৈশ্চ ন যুজ্যতে ন লিপ্যতে

চয়কে ক্ষয় করিতেছেন এবং রক্ষকস্বরূপ তোমার অংশ বিষ্ণুগণ নব্য নব্য ব্রহ্মাণ্ডের রক্ষা বিধান করিতেছেন অতএব হে কংসারাতি শ্রীকৃষ্ণ। অজাণ্ডনাথ (-ব্রহ্মাণ্ডপতি-) গণ তোমার আদেশে দিকে দিকে অবস্থিত আছেন ॥

অথ সদাস্বরূপসম্প্রাপ্ত ॥ ৫১ ॥

যিনি মায়িক কার্য্যকলাপে বশীভূত না হয়েন তাঁহাকে সদাস্বরূপসম্প্রাপ্ত কহা যায় ॥ ৮৭ ॥

যথা প্রথমে ১১ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোকে ॥

পরমেশ্বরের ইহাই ঈশ্বরত্ব যে, বুদ্ধি যেমন আত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকিলেও আত্মার গুণে (আনন্দাদিতে) সংযুক্ত নহে তাহার ন্যায়, তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়াও প্রকৃতির গুণে (সুখদুঃখাদিতে) লিপ্ত হয়েন না ॥

সর্ব্বজ্ঞঃ ॥ ৫২ ॥

পরচিত্তস্থিতং দেশকালাদ্যন্তরিতং তথা।
যো জানাতি সমস্তার্থং স সর্ব্বজ্ঞো নিগদ্যতে ॥ ৮৮ ॥

যথা প্রথমে ॥

যো নো জুগোপ বনমেত্য দুরন্তকৃচ্ছ্রা-
দ্দুর্ব্বাসসোঽরিরচিতাদযুতাগ্রভুগ্ যঃ।

তত্র হেতুঃ অসন্তো যে আত্মনো জীবা তেষেব স্থিতৈরধিকারিভিঃ। তত্র দৃষ্টান্তো যথেতি। সএবাশ্রয়ো যস্যাঃ সা ভক্তানাং বুদ্ধি র্যথা ন লিপ্যতে তদ্বৎ। তস্মাৎ সদাস্বরূপসম্প্রাপ্তত্বং। স্বরূপশক্তিবিলাসলক্ষণরূপ-গুণাদ্যব্যভিচারিত্বং মায়াকার্য্যাবশীকৃতত্বমিত্যেব যাবৎ। তদুক্তং শ্রুতিভিঃ। স যদজয়াত্বজামিত্যাদিনা ॥ ৮৮ ॥

যো নো জুগোপেতি শ্রীমদর্জ্জুনবাক্যং। যঃ শ্রীকৃষ্ণোঽস্মাকং কৃচ্ছ্রং সর্ব্বজ্ঞ-ত্বাদেব জ্ঞাত্বা বনমেত্য অস্মান্ পাণ্ডবান্ জুগোপ। কস্মাদ্দুর্ব্বাসসো হেতো-র্যদ্দুরন্তং কৃচ্ছ্রং শাপময়ং তস্মাৎ। দুর্ব্বাসসঃ কীদৃশাৎ, অরিরচিতাদ্দুর্য্যোধন-

---

সর্ব্বজ্ঞ ॥ ৫২ ॥

পরচিত্তে যাহা অবস্থিত এবং দেশকালের যাহা অন্তর্গত ইত্যাদি সকল যিনি জানিতে পারেন তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলা যায় ॥ ৮৮ ॥

যথা প্রথমে ১৫ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে ॥

যে দুর্ব্বাসা মুনি দশ সহস্র শিষ্যের অগ্রে তাঁহাদের সহিত এক পঙ্ক্তিতে বসিয়া ভোজন করিতেন, আমাদের শত্রুগণ সেই দুর্ব্বাসার দুরন্ত অভিশাপে আমাদিগকে

শাকান্নশিষ্টমুপযুজ্য যতস্ত্রিলোকীং
তৃপ্তামমংস্ত সলিলে বিনিমগ্নসংঘঃ ॥

নিত্যনূতনঃ ॥ ৫৩ ॥

সদানুভূয়মানোঽপি করোত্যননুভূতবৎ।
বিস্ময়ং মাধুরীভির্যঃ স প্রোক্তো নিত্যনূতনঃ ॥ ৮৯ ॥

প্রেরিতাদিত্যর্থঃ। কীদৃশো দুর্ব্বাসাঃ। যঃ অযুতসংখ্যানামগ্রভুক্ তৈঃ সহ যুধিষ্ঠিরেণ মন্ত্রিতস্তেন চ কামধুক্ স্থাল্যন্নসমাপকভোজনয়া দ্রৌপদ্যা ভুক্তং ন জ্ঞাতমিতি জ্ঞেয়ং স্ততঃ কুত্রাসৌ দুর্ব্বাসা গত স্তত্রাহ সলিলে বিনিমগ্নঃ স্বসহিতসংঘো যস্য সঃ তত্রাবশ্যককৃত্যার্থং চিরং স্থিতঃ ততঃ কিং কৃত্বা জুগোপ তত্রাহ। স্থালীলগ্নং শাকান্নশিষ্টমুপযুজ্যেতি। ভবতু তস্য তদুপ-যোজনং ততঃ কিং তত্রাহ যতস্তদুপযোগাদ্ধেতোঃ ত্রিলোকীমপি তৃপ্তামমংস্ত দুর্ব্বাসাঃ কিং পুনঃ স্বানিত্যর্থঃ ॥ ৮৯ ॥

নিক্ষেপ করিতে বাসনা করিয়াছিলেন, তাহাতে যিনি বনে গমন করিয়া ঐ ভয়ঙ্কর ঋষির শাপরূপ মহতী বিপদ্ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন অর্থাৎ যিনি আসিয়া আমাদের ভোজন পাত্রে সংলগ্নাবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ শাকান্নমাত্র নিজে ভোজন করিয়াছিলেন, তাহাতেই মধ্যাহ্নকালীন ক্রিয়ার্থ জলে নিমগ্ন মুনিগণ ত্রিলোকীকে পরিতৃপ্ত বোধ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন ॥

অথ নিত্যনূতন ॥ ৫৩ ॥

যিনি সর্ব্বদা অনুভূয়মান হইয়াও আপন মাধুর্য্যদ্বারা অননুভূতের ন্যায় বিস্ময় প্রকাশ করেন তাঁহাকে নিত্য নূতন কহা যায় ॥ ৮৯ ॥

যথা প্রথমে॥

যদ্যপ্যসৌ পার্শ্বগতো রহোগত-
স্তথাপি তস্যাঙ্ঘ্রিযুগং নবং নবং।
পদে পদে কা বিরমেত তৎপদা-
চ্চলাপি যং শ্রী র্ন জহাতি কর্হিচিৎ॥ ৯০॥

যথাবা ললিতমাধবে॥

কুলবর তনুধর্ম্মগ্রাববৃন্দানি ভিন্দন্

চলাপীতি। পূর্ণস্বরূপতদাভাসয়োরভেদাভিপ্রায়েণোক্তং তচ্চ যা খল্বন্যত্র আভাসমাত্রেণাপি স্থিরা ন ভবতি সৈব স্বরূপেণ তত্র পরমস্থিরা ইতি তন্মা-হাত্ম্যবিশেষদর্শনায়॥ ৯০॥

মুহুঃ শ্রীকৃষ্ণমনুভূতবত্যাঃ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ কুলেতি বাক্যমিদং। তত্ত-স্তত্রত্যপ্রকরণবলাদেব নবত্বংগম্যতে অতোঽত্রাপ্যুদাহরণং কৃতং। ছটাত্র শৃঙ্খাগ্রভাগঃ। সটাচ্ছটাভিন্নঘনেতি মাঘকাব্যাৎ (১। ৭৪)। কক্ষা প্রকোষ্ঠং

যথা প্রথমে ১১ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে॥

যদিও শ্রীকৃষ্ণ পত্নীদিগের সমীপে সর্ব্বদাই থাকিতেন তথাপি তাঁহার চরণদ্বয় প্রতিক্ষণ নূতন নূতন বোধ হইত, সুতরাং তদ্দর্শনে কোন্ অবলার বিরতি হইতে পারে? লক্ষ্মী স্বভাবতই চঞ্চলা হইয়াও তাহা ত্যাগ করিতে কখনই সমর্থ হইতে পারেন না॥ ৯০॥

যথাবা ললিতমাধবে॥

বারম্বার শ্রীকৃষ্ণকে অনুভব করিয়াও বৃন্দাবনেশ্বরী কহি-লেন, হে সুমুখি! অগ্রবর্ত্তী এ কোন অপূর্ব্ব বিশ্বকর্ম্মা, ইহার শিল্প নৈপুণ্য যে অতিশয় বিচিত্র দেখি, এ হেতু কুলাঙ্গনা-

সুমুখি নিশিতদীর্ঘাপাঙ্গটঙ্কচ্ছটাভিঃ।
যুগপদয়মপূর্ব্বঃ কঃ পুরো বিশ্বকর্ম্মা
মরকতমণিলক্ষৈ র্গোষ্ঠকক্ষাং চিনোতি ॥ ৯১ ॥

সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গঃ ॥

সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গশ্চিদানন্দঘনাকৃতিঃ ॥ ৯২ ॥

কক্ষা প্রকোষ্ঠ ইত্যমরনানার্থবর্গাৎ। মরকতমণিলক্ষৈরিতি তত্তুল্যং তদংশূনাং তত্ত্বয়া মননাৎ। কিন্তত্রাপূর্ব্বত্বং। তত্তু দুষ্করকর্ম্মণো যুগপন্নির্ম্মাণে ন তথা তাদৃগ্‌গ্রাববৃন্দানি ভিনত্তি মরকতমণিলক্ষৈস্তু গোষ্ঠকক্ষাং চিনোতীত্যপ্রয়োজনতত্তেদনেন জ্ঞেয়ং ॥ ৯১ ॥

সদিতি সর্ব্বকালদেশব্যাপকত্বাৎ। যোঽয়ং কালস্তস্যাতে ব্যক্তবন্ধো চেষ্টামাহুরিত্যাদ্যুক্তং। নচান্ত র্ন বহি র্যস্যেত্যাদি চ। চিদিতি স্বপ্রকাশত্বেনাজড়ত্বাৎ। তদুক্তং। পশ্যতোঽজস্য তৎক্ষণাৎ ব্যদৃশ্যন্তেতি। অত্র হি অজস্য কর্ত্তৃত্বাদিনির্দ্দেশাদ্ব্যদৃশ্যন্তেতি কর্ম্মকর্ত্তৃপ্রয়োগঃ। ন চক্ষুষা পশ্যতি রূপমস্য যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বামিতি

গণের ধর্ম্মরূপ পাষাণসমূহ সুতীক্ষ্ণ ও দীর্ঘ অপাঙ্গ টঙ্কের (পাষাণবিদারণ অস্ত্রের) সূক্ষ্মাগ্র ভাগ দ্বারা ভেদ করিয়া এক কালীন লক্ষ লক্ষ মরকতমণি দিয়া গোষ্ঠপ্রকোষ্ঠ নিবদ্ধ করিতেছে ॥ ৯১ ॥

সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গ ॥ ৫৪ ॥

চিদানন্দঘনাকৃতিকে সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গ কহা যায় ॥

তাৎপর্য্য। সৎ শব্দে সর্ব্বকাল সর্ব্বদেশব্যাপী, চিৎ শব্দে স্বপ্রকাশ, সুতরাং অজড়, আনন্দশব্দে নিরুপাধি

যথা—

ক্লেশে ক্রমাৎ পঞ্চবিধে ক্ষয়ং গতে
যদ্ ব্রহ্মসৌখ্যং স্বয়মস্ফুরৎ পরং—
তদ্ব্যর্থয়ন্ কঃ পুরতো নরাকৃতিঃ
শ্যামোঽয়মামোদভরঃ প্রকাশতে ॥ ৯৩ ॥
যথা ব্রহ্মসংহিতায়ামাদিপুরুষরহস্যে ॥

শ্রুতেঃ। আনন্দেতি নিরুপাধিপ্রেমাস্পদসর্ব্বাংশত্বাৎ। কিমেতদদ্ভুতমিব বাসুদেবে হখিলাত্মনীত্যাদি। আনন্দং ব্রহ্মণো রূপমতি শ্রুতেঃ। শান্দ্রেতি তদিতরাস্পৃষ্টরূপত্বাৎ। তদুক্তং। ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা। মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ। নচ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরমিতি। চিদানন্দঘনাকৃতিরিতিচ তৎসমানার্থসচ্ছন্দাপ্রয়োগশ্চাত্র তত্তদ্রূপত্বেনোপলক্ষিতত্বান্ন কৃতঃ ॥ ৯২ ॥

ক্লেশ ইতি অবিদ্যা অস্মিতা রাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ (ইতি পাতঞ্জলদর্শনে সাধনপাদে ৩ সূত্রং)। ব্যর্থয়ন্নাবৃণ্বন্নিত্যর্থঃ ॥ ৯৩ ॥

প্রেমাস্পদের সর্ব্বাংশ, সান্দ্র শব্দে অন্য কর্ত্তৃক অস্পৃষ্ট ॥ ৯২

যথা—

ক্রমশঃ পঞ্চবিধ ক্লেশ অর্থাৎ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে কেবল যে ব্রহ্ম সুখ স্বয়ং স্ফূর্ত্তিশীল হয় তাহা আবরণ করত অগ্রবর্ত্তী এই নরাকৃতি শ্যাম আমার আমোদ প্রকাশ করিতেছেন ॥ ৯৩ ॥

যথা ব্রহ্মসংহিতায় আদিপুরুষরহস্যে ॥

যস্য প্রভাপ্রভাবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নং।
তদ্ ব্রহ্মনিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৯৪ ॥
অতঃ শ্রীবৈষ্ণবৈঃ সর্ব্বশ্রুতিস্মৃতিনিদর্শনৈঃ।
তদ্‌ব্রহ্ম শ্রীভগবতো বিভূতিরিতি কীর্ত্ত্যতে ॥ ৯৫ ॥

যস্য প্রেভেতি। পূর্ব্বং যোজিতমস্তি ততশ্চ প্রতাম্বে যোজিতে বিভূতিত্ব-মপি যোজিতং স্যাৎ। তথাচ শ্রুতিঃ। যস্য পৃথিবী শরীরং যস্যাত্মা শরীরং যস্যাব্যক্তশরীরং যস্যাক্ষরং শরীরং সর্ব্বভূতান্তরাত্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণ ইত্যাদ্যা। যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তম ইতি শ্রীভগবদ্বচনিবদশ্চ। তথা চৈকাদশে শ্রীভগবতা বিভূতিপ্রসঙ্গ এব উক্তং। পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতিরহং মহান্। বিকারঃ পুরুষোঽব্যক্তং রজঃ সত্বং তমঃ পরমিতি টীকাচ পরং ব্রহ্ম চেত্যেষা ॥ ৯৪ ॥

অত ইতি। যদ্যপ্যেতৈ র্ব্রহ্মশব্দেনাপি ভগবানেব উচ্যতে। নির্ব্বি-শেষং ব্রহ্মতু পৃথক্ নাঙ্গীক্রিয়তে। তথাপি মতান্তরমঙ্গীকৃত্য তদিদং প্রোক্ত-মিতি জ্ঞেয়ং ॥ ৯৫ ॥ •

যিনি নিষ্কল অর্থাৎ কলারহিত, নিরুপাধি, অনন্ত, সর্ব্বময়, এবং কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিব্যাদি বিভূতি রূপে ভিন্ন, সেই ব্রহ্ম যে প্রভাবশীলের অঙ্গ প্রভা,তাদৃশ গোবিন্দ আদি-পুরুষকে আমি ভজনা করি ॥ ৯৪ ॥

সুতরাং শ্রুতি স্মৃতি নিদর্শন দ্বারা বৈষ্ণব গণ সেই ব্রহ্মকে ভগবান্ গোবিন্দের বিভূতি বলিয়া কীর্ত্তন করেন ॥ ৯৫ ॥

তথাহি যামুনাচার্য্যস্তোত্রে—

যদণ্ডমণ্ডান্তরগোচরঞ্চ য-
দ্দশোত্তরাণ্যাবরণানি যানি চ।
গুণাঃ প্রধানং পুরুষঃ পরং পদং
পরাৎপরং ব্রহ্ম চ তে বিভূতয়ঃ॥

সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ॥ ৫৫॥

অবশাখিলসিদ্ধিঃ স্যাৎ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ॥ ৯৬॥

যথা—

যদণ্ডমিতি। অণ্ডস্যান্তরং মধ্যভাগো গোচরো বিষয়ো যস্য তৎ সর্ব্ব-মিত্যর্থঃ। দশেতি। দশ দশ গুণানি উত্তরাণি উত্তরোত্তরপ্রমাণানি যেষাং তানি যানি। পুরুষঃ সমষ্টিজীবঃ। পরং পদং বৈকুণ্ঠং ব্রহ্মতু ভগবত এব ক্বচিদধিকারিণি নির্ব্বিশেষত্বেনাবির্ভাববিশেষঃ॥ ৯৬॥

যথা যামুনাচার্য্যস্তোত্রে—

হে ভগবন্! ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত বস্তু, ক্রমশঃ দশগুণ বৃদ্ধি পৃথিব্যাদি আবরণ সকল, সত্ত্বাদি তিন গুণ, প্রকৃতি, পুরুষ, বৈকুণ্ঠ এবং পরাৎপর ব্রহ্ম ইত্যাদি সকল তোমারই বিভূতি বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়॥

সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিত॥ ৫৫॥

নিখিল সিদ্ধিগণ যাঁহার বশীভূত তাঁহাকে সর্ব্বসিদ্ধি-নিষেবিত কহে॥ ৯৬॥

যথা—

দশভিঃ সিদ্ধিসখীভি, র্বৃতা মহাসিদ্ধয়ঃ ক্রমাদষ্টৌ।
অণিমাদয়ো লভন্তে; নাবসরং দ্বারি কৃষ্ণস্য ॥ ৯৭ ॥

অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ ॥ ৫৬ ॥

দিব্যসর্গাদিকর্ত্তৃত্বং ব্রহ্মরুদ্রাদিমোহনং।
ভক্তপ্রারব্ধবিধ্বংস ইত্যাদ্যচিন্ত্যশক্তিতা ॥ ৯৮ ॥

তত্র দিব্যসর্গাদিকর্ত্তৃত্বং যথা—

আসীচ্ছায়াদ্বিতীয়ং প্রথমমথ বিভুর্বৎসডিম্বাদিদেহা-

দশভিঃ অণূর্ম্মিমত্ত্বাদিভিঃ ক্রমাৎ স্বস্বক্রমং প্রাপ্য সেবিতা ইত্যর্থঃ॥ সিদ্ধয়শ্চৈতা একাদশস্কন্ধে জ্ঞেয়াঃ ॥ ৯৭ ॥

দিব্যেত্যুত্তরোত্তরন্যূনক্রমঃ। ব্রহ্মরুদ্রাদিত্যাদিশব্দগ্রহণাৎ সঙ্কর্ষণোঽপি জ্ঞেয়ঃ। উত্তরোত্তরজ্ঞানপ্রকর্ষক্রমাদ্যথা তদ্বাক্যং। প্রায়ো মায়া তু মে ভর্ত্তু-র্নান্যা মেঽপি বিমোহিনীতি। দিব্যত্বমত্র ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামিপর্য্যন্তং জ্ঞেয়ং বিধ্বংস ইতি বিধ্বংসনমিত্যর্থঃ ॥ ৯৮ ॥

আসীচ্ছায়াদ্বিতীয় ইত্যনেন নরলীলাময়ত্বাৎ। স্বয়ং ভগবত্ত্বব্যঞ্জকাত্তি

অণূর্ম্মিমত্ত্বাদি দশটী সিদ্ধিরূপা সখীকর্ত্তৃক স্বস্বক্রমপ্রাপ্ত অণিমাদি অষ্ট মহাসিদ্ধি শ্রীকৃষ্ণের দ্বার দেশে প্রবেশের অবসর লাভ করিতেও সমর্থ হইতেছে না ॥ ৯৭ ॥

অথ অবিচিন্ত্যমহাশক্তি ॥ ৫৬ ॥

ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামি পর্য্যন্ত দিব্য সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব, ব্রহ্ম রুদ্রাদির মোহন এবং ভক্তজনের প্রারব্ধ খণ্ডন ইত্যাদিকে অবিচিন্ত্যশক্তি বলে ॥ ৯৮ ॥

তন্মধ্যে দিব্যসর্গাদিকর্ত্তৃত্ব যথা ॥

নরলীলাপ্রযুক্ত শরীরের ছায়াই যাঁহার দ্বিতীয় হইয়াছে,

মংশেনাংশেন চক্রে তদনু বহুচতুর্ব্বাহুতাং তেষু তেনে।
বৃত্তস্তত্ত্বাদিবীতৈরথ কমলভবৈঃ [illegible] হখিলাত্মা
তাবদ্ব্রহ্মাণ্ডসেব্যঃ স্ফুটমজনি ততোঽযঃ প্রপদ্যে তমীশং॥৯৯

ব্রহ্মরুদ্রাদিমোহনো যথা—

মোহিতঃ শিশুকৃতৌ পিতামহো
হস্তশম্ভুরপি জৃম্ভিতো রণে।•

তাৎকালিকত্বাচ্চ পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাতমদ্ভুতত্বমুদাহৃতং। এবমুত্তরত্রাপি। বৎস-ডিম্ভাদিদেহানংশেনেত্যেব পাঠঃ। তদেতচ্চ অদ্যৈব ত্বদৃতেঽস্য কিং মম ন ত ইত্যাদ্যনুসারেণাধিগম্যং। প্রকারান্তরমেতৎ পদ্যং তাক্তং॥ ৯৯॥

মোহিত ইতি বাণযুদ্ধানন্তরং কদাচিৎ পারিজাতপ্রত্যানয়নায় কৃত-প্রৌঢ়িপ্রলাপমিন্দ্রং প্রতি শ্রীনারদস্য হাস্যবচনং। অদ্যোতি। তস্য পূর্ব্ব-

---

সেই বিভু শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে অংশাংশ দ্বারা বৎস ও বালকাদির দেহ রচনা করিয়া তৎপশ্চাৎ ঐ সকল বৎস বালকাদির দেহে অনেক চতুর্ব্বাহু মূর্ত্তি বিস্তার করিয়াছেন, তদনন্তর তত্ত্বজ্ঞান-পরিশূন্য অনেকানেক ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া অখিলাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ততসংখ্যক ব্রহ্মাণ্ডের সেব্য হইয়া প্রকাশ পায়েন অতএব আমি সেই ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই॥ ৯৯॥

ব্রহ্মরুদ্রাদিমোহন যথা—

একদা পারিজাত প্রত্যানয়ন করিবার নিমিত্ত কৃতপ্রৌঢ়ি-প্রলাপ ইন্দ্রের প্রতি নারদ হাস্য প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহেন্দ্র! যিনি শিশুহরণ-বিষয়ে পিতামহকে মোহিত করিয়াছেন, যাঁহা কর্ত্তৃক বাণযুদ্ধে শম্ভু জৃম্ভিত হয়েন, সেই

যেন কংসরিপুণাদ্য তৎপুরঃ
কে মহেন্দ্র বিবুধা ভবদ্বিধাঃ ॥ ১০০ ॥

ভক্তপ্রারব্ধবিধ্বংসো যথা—

শ্রীদশমে ॥

গুরুপুত্রমিহানীতং নিজকর্ম্মনিবন্ধনং।
আনয়স্ব মহারাজ মচ্ছাসনপুরস্কৃতঃ ॥ ১০১ ॥
আদিশব্দেন দুর্ঘটঘটনাপি যথা ॥ ১০২ ॥

পরাজয়োঽপি স্বচিতঃ ॥ ১০০ ॥

নিজং তদীয়ং কর্ম্মৈব তন্নিবন্ধনং তন্নয়নে নিমিত্তং যস্য তং। তর্হি কথং তৎ-প্রারব্ধকর্ম্মাতিক্রমিতব্যং তত্রাহ মচ্ছাসনেতি। ভক্তত্বমস্য পিতৃসম্বন্ধাৎ জ্ঞেয়ং ॥ ১০১ ॥

দুর্ঘটঘটনানামস্বীয়হৃদ্গুহাবস্থিতেঃ প্রকাশনং ॥ ১০২ ॥

কংসরিপুর অগ্রে অদ্য তোমার মত দেবতা সকল কোথা-কার কে? ॥ ১০০ ॥

ভক্তপ্রারব্ধবিধ্বংস যথা—

দশমস্কন্ধে ৪৫ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোকে ॥

ভগবান্ যমরাজকে কহিলেন আমার গুরুপুত্র নিজ কর্ম্মের কারণ এখানে আনীত হইয়াছেন, হে মহারাজ! আমার আজ্ঞায় পুরস্কৃত হইয়া তাঁহাকে শীঘ্র আনিয়া দাও ॥

ইহার তাৎপর্য্য। যদিও তিনি নিজ কর্ম্ম প্রযুক্ত পরি-গৃহীত হইয়াছেন তথাচ আমার আদেশে আনয়ন করিয়া দিলে তোমার কোন দোষ হইবে না ॥ ১০১ ॥

আদি শব্দ প্রযুক্ত দুর্ঘট ঘটনা যথা ॥ ১০২ ॥

অপি জনিপরিহীনঃ সূনুরাভীরভর্ত্তু-
র্বিভুরপি ভুজযুগ্মোৎসঙ্গপর্য্যাপ্তমূর্ত্তিঃ।
প্রকটিতবহুরূপোঽপ্যেকরূপঃ প্রভু র্মে
ধিয়মযমবিচিন্ত্যানন্তশক্তি র্ধিনোতি ॥ ১০৩ ॥

কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ ॥ ৫৭ ॥

অগণ্যজগদণ্ডাঢ্যঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ।

অপীতি শ্রীশুকদেব বাক্যং। অত্রচ অপি জনীতি। অজোঽপি জাতো জগতঃ শিবায়েতি শ্রীমদুদ্ধব-বচনাদিভ্যঃ সূনুরাভীরভর্ত্তুরিতি প্রাগয়ং বসুদেবস্য কচিজ্জাত স্তবাত্মজ ইত্যাদিগর্গবাক্যাৎ। স্বপ্রসূর্গর্ভ জন্মেতি তু পাঠান্তরং বিভুরপি তয়ৈব মূর্ত্ত্যা সর্ব্বং ব্যাপ্নুবন্নপি শ্রীজনন্যাদীনাং ভুজযুগ্মোৎ-সঙ্গেন পর্য্যাপ্তা পূর্ণত্বেন প্রকাশমানা মূর্ত্তি র্যস্য সঃ। নচান্ত র্ন বহির্যস্যেত্যাদেঃ প্রকটিতেতি। চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্। গৃহেষু দ্ব্যষ্ট-সাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহদিতি শ্রীনারদবাক্যাৎ ॥ ১০৩ ॥

অগণ্যৈর্জগদণ্ডৈরাঢ্যো যুক্ত ইত্যত্র ক্বাহং তম ইতি দর্শয়িষ্যং মহাপুরুষত্বেঽপি

শুকদেব কহিলেন যিনি জন্মরহিত হইয়া গোপরাজ নন্দের তনয় হইয়াছেন, যিনি সর্ব্বব্যাপক হইয়া জননাদির ভুজযুগ্মের অন্তর্গত ক্রোড় মধ্যে পর্য্যাপ্ত ভাবে অপূর্ণরূপে প্রকাশ পাইতেছেন এবং যিনি বহুরূপ প্রকটন করিয়াও এক-রূপী, সেই অবিচিন্ত্য অনন্তশক্তিশালী বিভু শ্রীকৃষ্ণ আমার বুদ্ধিকে মোহিত করিতেছেন ॥ ১০৩ ॥

অথ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ ॥ ৫৭ ॥

অগণ্য জগদণ্ডযুক্ত বিগ্রহকে কোটি ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ কহে

ইতি শ্রীবিগ্রহস্যাস্য বিভুত্বমনুকীর্ত্তিতং ॥

তথা তত্রৈব ॥

ক্বাহং তমো মহদহং খচরাগ্নিবার্ভূ-
সংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তি কায়ঃ।
ক্বেদৃগ্বিধা হবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যা-

সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপি [illegible] শ্রীকৃষ্ণস্য কৈমুত্যমানীতং তচ্চ সর্ব্ব-
[illegible] মহত্ত্বং
ময়া তত্তমিদং সর্ব্বাগত্যাদি। ক্বাহমিতি তু ব্যাখ্যায়তে। তমঃ প্রকৃতিঃ
মহৎ মহত্তত্ত্বং অহমহঙ্কারঃ খমাকাশং চরো বায়ুঃ ভূঃ পৃথ্বী সেয়ং ব্রহ্মাণ্ডখর্পর-
রূপৈবান্যত্র মন্যতে অত ততো ভিন্নত্বেন নির্দ্দেশস্তু শিলাপুত্রস্য শরীরমিতি
বজ্ক্ষ্যঃ। এতৈঃ সংবেষ্টিতো যদণ্ডঘটঃ ব্রহ্মাণ্ডঘটঃ তস্য চ সমষ্টি-
জীবরূপেণাভিমান্যহং ক্ব চতুর্মুখশরীরাভিমানিত্বেন সপ্তবিতস্তিকায়
রূপশ্চ সুতরামহং ক্ব বিশেষণয়োঃ কর্ম্মধারয়ঃ। ঈদৃগ্বিধেত্যাদিরূপস্য

ইহাই শ্রীবিগ্রহের বিভুত্ব কীর্ত্তন করা হইল ॥

যথা দশমে ১৪ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে—

ব্রহ্মা কহিলেন হে ভগবন্! প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল এবং পৃথিবী এই সকলে পরিবেষ্টিত যে অণ্ড ঘট তাহাতে আত্মপরিমাণে সপ্তবিতস্তি-মাত্র পরিমিত আমার শরীর আমি কোথায়? আর তোমার মহিমাই বা কোথায়? অতএব ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ বলিয়া আমি আপনাকে ঈশ্বর বলিতে পারি না। ব্রহ্মাণ্ড আমার শরীর বটে, কিন্তু এতাদৃশ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডরূপ পরমাণু সকলের

বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বং ॥ ১০৪ ॥

যথাবা ॥

তত্ত্বৈর্ব্রহ্মাণ্ডমাঢ্যং সুরকুলভুবনৈশ্চাঙ্কিতং যোজনানাং
পঞ্চাশৎকোট্যখর্ব্বক্ষিতিখচিতমিদং যচ্চ পাতালপূর্ণং।
তাদৃগ্‌ব্রহ্মাণ্ডলক্ষাযুতপরিচয়ভাগেককক্ষং বিধাত্রা
দৃষ্টং যস্যাত্র বৃন্দাবনমপি ভবতঃ কঃ স্তুতৌ তস্য শক্তঃ ॥১০৫

অবতারাবলীবীজং ॥ ৫৮ ॥

তে তব মহিত্বং ক তত্র পরমাণবস্তেষাং চর্য্যাতু পরমাণুপক্ষে বহিরন্তর্গত্যা গতিরূপা। ব্রহ্মাণ্ডপক্ষে যথাকালমাবির্ভাবলয়রূপা বাতাধ্বা গবাক্ষঃ। ভগবৎ পক্ষে রোমবিবরঃ সূক্ষ্মতমৈকদেশঃ। যদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে। যস্যাযুতাযুতাংশাংশে বিশ্বশক্তিরিয়ং স্থিতেতি ॥ ১০৪ ॥

তদেতদেব বৃন্দাবনে দৃষ্টান্তেন দর্শয়তি যথাবেতি ॥ ১০৫ ॥

পরিভ্রমণার্থ গবাক্ষবৎ তোমার অঙ্গের প্রত্যেক রোমবিবর, সুতরাং আমি অতিতুচ্ছ, আমাকে অনুকম্পা কর ॥ ১০৪ ॥

যথাবা ॥

হে কৃষ্ণ! যে একটী ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতি ও মহৎ প্রভৃতি তত্ত্বে সম্মিলিত, দেবনিকরের ভুবন সমূহে অঙ্কিত, পঞ্চাশৎ কোটি যোজন ক্ষিতিমণ্ডলে খচিত এবং যাহা পাতাল দ্বারা পরিপূর্ণ, এমত অযুত লক্ষ ব্রহ্মাণ্ডের পরিচয় ভূমি স্বরূপ এক কক্ষ রূপে বিধাতা যাঁহার বৃন্দাবন দর্শন করিয়াছেন, তাদৃশ আপনাকে স্তব করিতে কে সমর্থ হইবে? ॥ ১০৫ ॥

অবতারাবলীবীজ যথা ॥ ৫৮ ॥

অবতারাবলীবীজমবতারী নিগদ্যতে ॥ ১০৬ ॥

যথা গীতগোবিন্দে ॥

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে ।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে

অবতারীতি ভূমার্থমত্বর্থীয়ঃ সর্ব্বেভ্যোঽবতারিভ্যঃ পূর্ণত্বাৎ। এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়মিত্যুক্তেঃ ॥ ১০৬ ॥

তত্রাতিসিদ্ধপ্রমাণস্য পরমশাস্ত্রস্য শ্রীভাগবতবাক্যস্য তস্যৈব মহত্তি

যাঁহা হইতে অবতার সমূহ প্রকাশ পায় তাঁহাকে অবতারাবলীবীজ বলা যায় ॥ ১০৬ ॥

যথা গীতগোবিন্দে ॥

যিনি মৎস্যরূপে বেদ সকলকে উদ্ধার করিয়াছেন, কূর্ম্মরূপে পৃষ্ঠদেশে জগৎকে বহন করিয়াছেন, বরাহতনু পরিগ্রহপূর্ব্বক দন্তে ধরাকে ধারণ করিয়াছেন, নৃসিংহ মূর্ত্তিতে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছেন, বামনমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া বলিরাজকে ছলনা করিয়াছেন, পরশুরামরূপে ক্ষত্রিয়কুলকে নির্ম্মূল করিয়াছেন, রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া রাক্ষসাধিপতি দশাননকে সংহার করিয়াছেন, বলরামরূপে হল (লাঙ্গলকে) গ্রহণ করিয়াছেন, বুদ্ধশরীরে পশুদিগের প্রতি করুণা বিস্তার করিয়াছেন, এবং যিনি কল্কিরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ম্লেচ্ছ সকলকে সংহার করিয়াছেন, সেই দশাবতার

ম্লেচ্ছান্মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ ॥ ১০৭ ॥

হতারিগতিদায়কঃ ॥ ৫৯ ॥

মুক্তিদাতা হতারীণাং হতারিগতিদায়কঃ ॥

যথা—

পরাভবং ফেনিল বক্ত্রতাঞ্চ
বন্ধঞ্চ ভীতিঞ্চ মৃতিঞ্চ কৃত্বা।
পবর্গদাতাপি শিখণ্ডমৌলে
ত্বং শাত্রবানামপবর্গদোঽসি ॥ ১০৮ ॥

লোকেঽপি দিগ্দর্শমস্তীত্যাহ তথা গীতগোবিন্দে ইতি ॥ ১০৭ ॥

মুক্তীত্যুপলক্ষণং পূতনাদিষু ভক্তিদাতৃত্বমপি জ্ঞেয়ং। তদেবমপ্যুক্তমমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতা ইতি ॥ ১০৮ ॥

রূপ প্রকটনকারী শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে নমস্কার করি ॥ ১০৭ ॥

হতারিগতিদায়ক যথা ॥

যিনি শত্রুগণকে বিনষ্ট করিয়া মুক্তি প্রদান করেন তাঁহাকে হতারিগতিদায়ক বলে ॥

যথা—

হে শিখণ্ডমৌলে! তুমি শত্রুগণের প্রতি পরাভব, ফেনিল (ফেনাযুক্ত) বদন, বন্ধন, ভয় ও মৃত্যু বিধান পূর্ব্বক পবর্গ প্রদান করিলেও, অর্থাৎ পরাভবের প, ফেনিল বক্ত্রের ফ, বন্ধনের ব, ভীতির ভ, এবং মৃতির ম, এই পঞ্চ পবর্গ প্রদ হইলেও, তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিয়াছ ॥ ১০৮ ॥

যথা—

চিত্রং মুরারে সুরবৈরিপক্ষস্ত্বয়া সমন্তাদনুবদ্ধযুদ্ধঃ।
অমিত্রবৃন্দাম্ববিভেদ্য ভেদং মিত্রস্য কুর্ব্বন্নমৃতং প্রয়াতি॥১০৯

আত্মারামগণাকর্ষী॥

আত্মারামগণাকর্ষীত্যেতদ্ব্যক্তার্থমেব হি॥

যথা—

পূর্ণং পরমহংসং মাং মাধবলীলামহৌষধির্গ্রাতা।

অমিত্রবৃন্দাম্ববিভিদ্য ইত্যেব পাঠঃ। পক্ষে মিত্রঃ সূর্য্যঃ॥ ১০৯॥

সারঙ্গশ্চাতকো ভক্তশ্চ সারং গায়তীত্যুক্ত্যা সারঙ্গাণাং পদাম্বুজমিত্যুক্তেঃ। ভক্তপক্ষে সেতি পৃথক্ পদং। পক্ষান্তরে সারসং কমলং। তত্র চাতকী

যথাবা—

হে মুরারে! কি আশ্চর্য্যের বিষয়! দেব-বিপক্ষ অসুরগণ সর্ব্বতোভাবে তোমার সহিত যুদ্ধে উদ্যুক্ত হইয়াও শত্রুদিগকে ভেদ না করত মিত্রের ভেদপূর্ব্বক অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া মোক্ষ লাভ করিয়াছে॥ ১০৯॥

অথ আত্মারামগণাকর্ষী॥ ৬০॥

আত্মারাম-গণাকর্ষির অর্থ স্পষ্টই বোধ হইতেছে, অর্থাৎ যিনি জ্ঞানিদিগকে আকর্ষণ করেন, তাঁহাকে আত্মারামগণাকর্ষি কহা যায়॥

যথা—

কি আশ্চর্য্যের বিষয়!, আমি পূর্ণ অর্থাৎ সর্ব্ব বিষয়ে আকাঙ্ক্ষাশূন্য এবং পরমহংস হইলেও, মাধবের লীলা-

কৃত্বা বত সারঙ্গং ব্যধিত কথং সারসে তৃষিতং ॥ ১১০ ॥

অথ অসাধারণচতুষ্কে লীলা যথা ॥ ৬১ ॥

বৃহদ্বামনে ॥

সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ।
নহি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ ॥

যথাবা ॥

পরিস্ফুরতু সুন্দরং চরিতমত্র লক্ষ্মীপতে-
স্তথা ভুবননন্দিনস্তদবতারবৃন্দস্য চ।
হরেরপি চমৎকৃতিপ্রকরবর্দ্ধনঃ কিন্তু মে

করণং তত্রাপি কমলে তৃষিতীকরণমিতি শ্লেষেহপি দ্বিগুণীভাবাশ্চর্য্যমিতং॥১১০

সন্তীত্যুদাহরণদ্বয়ং পরমোৎকর্ষদর্শনার্থমেব লীলাবিশেষময়তয়া দর্শিতং তদীয়লীলাসামান্যমপি সর্ব্বোৎকৃষ্টতয়া শ্রীভাগবতাদৌ প্রসিদ্ধমিতি তত্তু ন দর্শিতং। তথাহি শ্রীপরীক্ষিদ্বাক্যং। যেন যেনাবতারেণেতি যচ্ছৃণতো-

---

রূপ মহৌষধি আমাকর্ত্তৃক আঘ্রাত (আস্বাদনীয়) হইয়া আমাকে ভক্তরূপে বিধানকরত ভক্তিরসে তৃষিত করিল? ॥১১০

অথ অসাধারণ চারিটীর মধ্যে লীলা যথা ॥ ৬১ ॥

বৃহদ্বামনে ॥

ভগবান্ কহিলেন যদিচ আমার সেই সেই মনোহরলীলা-সকল প্রচুররূপে রহিয়াছে, তথাপি রাসলীলা স্মরণ হইলে আমার মন যে কি প্রকার হয়, তাহা আমি বলিতে পারি না ॥

যথাবা ॥

লক্ষ্মীপতি নারায়ণের, এবং জগদানন্দকারি-তদীয় অবতার সকলের চরিত্র সুন্দররূপে স্ফূর্ত্তি পাউক্, কিন্তু যাহা

বিভর্ত্তি হৃদি বিস্ময়ং কমপি রাসলীলারসঃ ॥ ১১ ॥

প্রেম্না প্রিয়াধিক্যং ॥ ৬২ ॥

যথা শ্রীদশমে ॥

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাং।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাং ॥ ১১২ ॥

হৈপত্যরতির্বিতৃক্ষেত্যাদি চ। প্রাজ্যাঃ প্রচুরাঃ ॥ ১১১ ॥

অটতীত্যুদাহরণমুৎকণ্ঠাদ্বারা তদ্বোধকং অন্যত্রাশ্রবণাৎ। বিশেষোদাহরণানি চৈতানি জ্ঞেয়ানি অহো ভাগ্যমিত্যাদি নেমং বিরিঞ্চ ইত্যাদি ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা ইত্যাদি, নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদ ইত্যাদি চ ॥ ১১২ ॥

হরিরও আশ্চর্য্যরাশি বর্দ্ধনকারী সেই রাসলীলা রস আমার হৃদয়ে বিস্ময় ধারণ করিতেছে ॥ ১১১ ॥

প্রেমবশতঃ প্রিয়াধিক্য যথা ॥ ৬২ ॥

শ্রীদশমে ৩১ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে ॥

হে প্রিয়! দিবসে যখন তুমি বৃন্দাবনে গমন কর, তখন তোমাকে না দেখাতে প্রাণিমাত্রের পক্ষে ক্ষণার্দ্ধ কালও যুগবৎ অতিশয় দুর্যাপণীয় বোধ হয় এবং দিনান্তে তুমি প্রত্যাগত হইলে তোমার শোভন বদন অবলোকন করিয়া নিমেষ মাত্র ব্যবধানও অসহ্য হওয়াতে সেই সকল প্রাণির নিকটে চক্ষুর পক্ষ্মকারী অর্থাৎ নেত্রাবরক লোমনির্ম্মাণকর্ত্তা ব্রহ্মা জড় বলিয়া গণ্য হয়েন ॥ ১১২ ॥

যথাবা ॥

ব্রহ্মরাত্রিততিরপ্যঘশত্রো
সা ক্ষণার্দ্ধবদগাত্তব সঙ্গে।
হা ক্ষণার্দ্ধমপি বল্লবিকানাং
ব্রহ্মরাত্রিততিবদ্বিরহেঽভূৎ ॥ ১১৩ ॥

বেণুমাধুর্য্যং ॥ ৬৩ ॥

যথা তত্রৈব ॥

সবনশস্তদুপধার্য্য সুরেশাঃ
শক্র-সর্ব্ব-পরমেষ্ঠি-পুরোগাঃ।

ব্রহ্মরাত্রীতি। কেষাঞ্চিদ্ ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে ইত্যস্য রাসান্তপদ্যস্য তথা ব্যাখ্যা-নাৎ। তথৈব চানুমতং শ্রীস্বামিচরণৈঃ। শশাঙ্কশ্চ সগণো বিস্মিতোঽভবদিত্যত্র কিন্তু তাস্তাঃ ক্ষপাঃ প্রেষ্ঠতমেনেত্যাদৌ শ্রীভগবদ্বাক্যং নির্ব্বিবাদমেব ॥ ১১৩ ॥

সবনশস্তদুপধার্য্যেত্যাদ্যন্তে নদ্যস্তদা তদুপধার্য্যেত্যাদীনি চ জ্ঞেয়ানি

যথাবা ॥

হে অঘনাশন! তোমার মিলনকালে বল্লবীগণের সম্বন্ধে ব্রহ্মরাত্রি সকলও ক্ষণার্দ্ধতুল্য গত হইয়াছিল, হায়! এক্ষণে তোমার বিরহে ঐ বল্লবীবৃন্দের ক্ষণার্দ্ধকালও ব্রহ্মরাত্রি সমূ-হের ন্যায় সুদীর্ঘ হইতেছে ॥ ১১৩ ॥

বেণুমাধুর্য্য যথা ॥ ৬৩ ॥

শ্রীদশমে ৩৫ অধ্যায় ৮ শ্লোকে ॥

গোপীগণ কহিলেন হে যশোদে! তোমার তনয় স্বর সকল যখন উন্নয়ন করেন তখন ইন্দ্র, রুদ্র, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবেশ্বরগণ আপনারা সুপণ্ডিত হইয়াও মোহ প্রাপ্ত হয়েন।

কবয় আনতকন্ধরচিত্তাঃ
কশ্মলং যযুরনিশ্চিততত্ত্বাঃ ॥ ১১৪ ॥

যথা বা বিদগ্ধমাধবে ॥

রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপরং কুর্ব্বন্ মুহুস্তুম্বুরুং
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্ বিস্মেরয়ন্ বেধসং।
ঔৎসুক্যাবলিভি র্বলিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্
ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ॥ ১১৫ ॥

তদ্বেণুগীতং সবনশঃ বারম্বারং কশ্মলং মোহং। অনিশ্চিততত্ত্বাঃ কিমিদমিতি নিশ্চেতুমশক্তাঃ ॥ ১১৪ ॥

রুন্ধন্নিত্যত্র ফলরূপত্বেনৈব সর্ব্বত্র প্রসরণমণ্ডকটাহভেদশ্চ জ্ঞেয়ঃ। তত্ত্ব তুম্বুরুচমৎকারাদিনা দর্শিতং। অলৌকিকস্বভাবত্বাৎ তচ্চোক্তং সবনশ ইত্যাদিনা। বিস্মেরয়ন্নিত্যত্র বিস্মায়য়ন্নিতি পাঠঃ শিষ্টঃ ॥ ১১৫ ॥

সে সময় গীতধ্বনি রাগে তাঁহাদের কন্ধর ও চিত্ত আনত হয়, হে সখি! ঐ সকল দেবতার মোহের কারণ এই, তাঁহারা সেই কল স্বরালাপের তত্ত্ব অর্থাৎ ভেদের নিশ্চয় করিতে পারেন নাই ॥ ১১৪ ॥

যথা বা বিদগ্ধমাধবে ॥

শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি মেঘ সকলকে রোধ, তুম্বুরুকে আশ্চর্য্যান্বিত, সনন্দন প্রভৃতি যোগিগণকে ধ্যান হইতে বিচ্যুত, বিধাতাকে বিস্ময় প্রদান, উৎকণ্ঠার সহিত বলিকে চঞ্চল ও অনন্তদেবের শিরঃকম্প বিধানপূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডকটাহের ভিত্তি ভেদ করিয়া সর্ব্বতোভাবে ভ্রমণ করিয়াছিল ॥ ১১৫ ॥

রূপমাধুর্য্যং ॥ ৬৪ ॥

যথা তৃতীয়ে ॥

যন্মর্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতং।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ
পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গং ॥

যদ্রূপমিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। স্বযোগমায়া স্বরূপভূতা অচিন্ত্যশক্তিঃ তস্যা বলং দর্শয়তা এতাবদপ্যস্তীতি তৎ প্রকটয়তা গৃহীতং আকৃষ্টং জগত্যাং আনীতং প্রকটিতমিত্যর্থঃ। তদেবমেবম্ভূতং ভগবন্মর্ত্যলীলৌপয়িকম্মিতি তত্তল্লীলায়া অপি মাহাত্ম্যং তথাবিধমেব দর্শিতং। মর্ত্ত্যেষু লীলা মর্ত্যলীলা তস্যামৌপয়িকং তৎসদৃশলীলাযোগ্যদ্বিভুজাদিত্বাদতিমনোহরমিত্যর্থঃ। কিং বহুনা সর্ব্বকাল-দেশগত তত্তদ্রূপবেত্তুরপি স্বস্য চ বিস্মাপনং তাদৃগননুভবাৎ যতঃ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং পরমা প্রতিষ্ঠা। যৎ খলু ভূষণস্যাপি ভূষণমঙ্গং যত্র তাদৃশং ॥ ১১৮ ॥

রূপমাধুর্য্য যথা ॥ ৬৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকে ॥

উদ্ধব বিদুরকে কহিলেন হে মহাশয়! সেই মূর্ত্তি অতি আশ্চর্য্য ছিল, ভগবান্ আপনার যোগমায়ার বল প্রদর্শন করিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তি মর্ত্যলীলার উপযুক্ত এবং সৌভাগ্য সম্পত্তির পরাকাষ্ঠা হওয়াতে তাঁহার আপনারও বিস্ময়জনক হইয়াছিল, অধিকন্তু সেই মূর্ত্তির অঙ্গ সকল এ রূপ শোভন ছিল যে, ভূষণ সকলকেও ভূষিত করিতে পারিত ॥

শ্রীদশমে ॥

কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-

সম্মোহিতার্য্যচলিতান্ন চলেত্রিলোক্যাং।

ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং

যদ্গোদ্বিজ-দ্রুম-মৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥ ১১৬ ॥

যথা বা ললিতমাধবে ॥

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী

স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।

অপরিকলিতেতি। মণিভিত্তৌ স্বপ্রতিবিম্বলব্ধাতিশয়ং স্ববপুশ্চিত্রঃ দৃষ্ট

দশমস্কন্ধের ২৯ অধ্যায়ে। ৩৭ শ্লোকে ॥

হে অঙ্গ! কুলাঙ্গনাদিগের ঔপপত্যভাব নিন্দনীয় সত্য, কিন্তু আপনকার কল অর্থাৎ অস্ফুট মধুর শব্দময় অমৃতায়মান যে বেণুগীত, তাহাতে সম্মোহিত হইলে ত্রিলোকীমধ্যে কোন্ অবলা নিজধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয়? তাহাতে মুগ্ধ হইয়া পুরুষেরাও স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইয়া পড়ে। অপর, আপনকার ত্রৈলোক্য সৌভগ এই রূপ নয়নগোচর করিয়া কাহার বিস্ময় না হয়? যে হেতু গাভী, হরিণ, পক্ষী ও বৃক্ষ সকলও পুলকে পূর্ণ হইল ॥১৬॥

যথাবা ললিতমাধবে ॥

এক দিবস শ্রীকৃষ্ণ মণিভিত্তিতে স্বীয় মূর্ত্তিকে প্রতিবিম্বিত দর্শন করিয়া কহিলেন, আহা! আমার এ কি গরিষ্ঠ মাধুর্য্য প্রবাহ স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, এ প্রকার আশ্চর্য্যকারী মাধুর্য্য পূর্ব্বে কখনও অবলোকন করি নাই, কি আশ্চর্য্যের

অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥
সমস্তবিবিধাশ্চর্য্যকল্যাণগুণবারিধেঃ।
গুণানামিহ কৃষ্ণস্য দিঙ্ মাত্রমুপদর্শিতং ॥ ১১৭ ॥
তথাচ শ্রীদশমে ॥
গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য।
কালেন যৈর্ব্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ-
র্ভূপাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ।

শ্রীভগবন্মনোরথঃ প্রতিক্ষণং নবনবায়মানতন্মাধুর্য্যত্বাৎ ॥ ১১৭ ॥

গুণাত্মনঃ স্বভাবা যস্য প্রকটিতপ্রাকৃতাতীতস্বাভাবিকানন্তগুণস্য তবাস্তাং তত্তদ্গুণানাং সমস্তানাং তথা প্রত্যেকমবান্তরবৃত্তিকোটীনাং গণনবার্ত্তা অস্য জগতো হিতাবতীর্ণস্য জগদ্গতানন্তজীবহিতায় তত্তদ্গুণৈকদেশমপ্যবতীর্য্য

বিষয় এই আমি যাহাকে অবলোকন করিয়া লুব্ধচিত্ত হওত শ্রীরাধার ন্যায় সহর্ষে উপভোগ করিতে অভিলাষ করিতেছি॥

সমস্ত বিবিধাশ্চর্য্য কল্যাণরূপ গুণের সমুদ্র শ্রীকৃষ্ণের গুণ সকলের মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্র প্রদর্শিত হইল ॥ ১১৭ ॥

যথা দশমে ১৪ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে ॥

ব্রহ্মা কহিলেন হে দেব! তুমি এই বিশ্বের হিতার্থ গুণাবিষ্কার করত অবতীর্ণ এবং গুণসকলের অধিষ্ঠাতা, তোমার গুণের বিশেষ বিবরণ দূরে থাকুক, "তাহা এই পরিমাণ" ইহা বলিয়াও গণনা করিতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইবে? ভগবন্! যে সকল নিপুণ ব্যক্তি কর্ত্তৃক বহু জন্ম ও বহু কালে ভূমির

নিত্যগুণো বনমালী, যদপি শিখামণিরশেষনেতৄণাং।
ভক্তাপেক্ষিকমস্য, ত্রিবিধত্বং লিখ্যতে তদপি ॥
হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা।
শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ শব্দৈ র্নাট্যে যঃ পরিপঠ্যতে ॥ ১১৮ ॥
প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ।
অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণোহল্পদর্শকঃ ॥ ১১৯ ॥

প্রকটয়তস্তব যে তে গুণাংশাস্তত্র তত্র প্রকটিতাস্তানপি গণয়িতুং ক ঈশিরে ন কোহপীত্যর্থঃ। তত্র সম্ভাবনানিরাসার্থমাহ যৈরেতি ॥ ১১৮ ॥

প্রকাশিতেতি। অত্রাখিলত্বমন্যত্বরাপেক্ষয়া জ্ঞেয়ং। ভক্তভক্ত্যানুরূপাধিকাধিকপ্রকাশাৎ। অসর্ব্বত্বং পূর্ব্বাপেক্ষয়া চাপলত্বঞ্চ স্বপূর্ব্বাপেক্ষয়া তথাপি পূর্ণতরত্বাদিকমন্যতরাপেক্ষয়া ॥ ১১৯ ॥

পরমাণু আকাশের হিমকণা এবং গগনস্থ নক্ষত্রাদির কিরণ পরমাণুরও গণনায় সমর্থ পরিগণিত হয়, তাহারাও তোমার গুণ গণনায় সমর্থ নহে ॥

অশেষ নায়কদিগের শিখামণি (শ্রেষ্ঠ) স্বরূপ বনমালী যদিচ নিত্যগুণশালী, তথাপি ইহাঁর ভক্তাপেক্ষিক তিন প্রকার গুণ লিখিতেছি ॥

নাট্য শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ মধ্যাদি ভেদে হরি পূর্ণতম, পূর্ণতর ও পূর্ণ বলিয়া সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তিত হয়েন ॥ ১১৮ ॥

অখিলগুণ-প্রকাশক পূর্ণতম, তদপেক্ষা অল্পগুণ-প্রকাশক পূর্ণতর, তাহা অপেক্ষাও অল্পগুণ-প্রকাশক পূর্ণ, পণ্ডিতগণ এই ত্রিবিধরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ১১৯ ॥

কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূদ্গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামথুরাদিষু।
স পুনশ্চতুর্বিধঃ স্যাদ্ধীরোদাত্তশ্চ ধীরললিতশ্চ।
ধীরপ্রশান্তনামা তথৈব ধীরোদ্ধতঃ কথিতঃ।
বহুবিধ গুণ ক্রিয়াণামাস্পদভূতস্য পদ্মনাভস্য।
তত্তল্লীলাভেদাদ্বিরুধ্যতে নহি চতুর্ব্বিধতা॥
তত্র ধীরোদাত্তঃ॥
গম্ভীরো বিনয়ী ক্ষন্তা করুণঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।

কৃষ্ণস্যেতি অত্র পূর্ণতমতাচৈশ্বর্য্যগতাঃ। তাবৎ সর্ব্বে বৎসপালাঃ পশ্যতোঽজস্য তৎক্ষণাৎ। ব্যদৃশ্যন্ত ঘনশ্যামাঃ পীতকৌশেয়বাসস ইত্যাদিষু মাধুর্য্যগতা। নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়মিত্যাদিষু। কৃপাগতা চ। অহো বকী যং স্তনকালকূটমিত্যাদিষু, দ্বারকামথুরাদিষ্বিতি ন যথাসংখ্যতয়া

গোকুল মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমতা, মথুরায় পূর্ণতরতা এবং দ্বারকায় পূর্ণত্ব ব্যক্ত হইয়াছে।

সেই শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় চতুর্ব্বিধরূপে কথিত হয়েন। যথা- ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরপ্রশান্ত এবং ধীরোদ্ধত॥

যদি বল এক নায়কে চতুর্ব্বিধ গুণ কি রূপে প্রকাশ পাইতে পারে, তাহার উত্তর এই যে, ভগবান্ পদ্মনাভ বহু বিধ গুণ ও ক্রিয়ার আস্পদ স্বরূপ, সেই সেই লীলা ভেদে চতুর্ব্বিধতা বিরুদ্ধ হয় না অর্থাৎ লীলাবশতঃ সকলই সম্ভবে॥

তন্মধ্যে ধীরোদাত্ত যথা॥

যে ব্যক্তি গম্ভীর প্রকৃতি, বিনয়ান্বিত, ক্ষমাগুণশালী

অকত্থনো গূঢ়গর্ব্বো ধীরোদাত্তঃ সুসত্ত্বভৃৎ ॥ ১২০ ॥
যথা ॥
বীরম্মন্যমদপ্রহারি হসিতং ধৌরেয়মার্ত্তোদ্ধৃতৌ
নির্ব্যূঢ়ব্রতমুন্নতক্ষিতিধরোদ্ধারেণ ধীরাকৃতিং।
মষ্যুচ্চৈঃ কৃতকিল্বিষেঽপি মধুরং স্তুত্যা মুহুর্যন্ত্রিতং
প্রেক্ষ্য ত্বাং মম দুর্বিতর্ক্যহৃদয়ং ধীর্গীশ্চ নস্পান্দতে ॥১২১

প্রয়োগঃ সনসংখ্যত্বেনাপ্রয়োগাৎ কিন্তু যথাসম্ভব তত্রৈব কুত্রচিৎ কস্যাপি বিশেষ দর্শনাৎ ॥ ১২০ ॥

বীরমিতি। মহেন্দ্রবাক্যং তত্র বীরম্মন্যেতি গূঢ়গর্ব্বত্বং ধৌরেয়মিতি করুণত্বং নির্ব্যূঢ়েতি সুদৃঢ়ব্রতত্বং উন্নতেতি সুসত্ত্বভৃত্ত্বং। ময়ীতি ক্ষন্তৃত্বং স্তুত্যা ইতি বিনয়িত্বমকত্থনঞ্চ। দুর্ব্বিতর্ক্য হৃদয়মিতি গম্ভীরত্বং দর্শিতং। মম ধীরিত্যাদিরন্বয়ঃ ॥ ১২১ ॥

করুণ, দৃঢ়ব্রত, আত্মশ্লাঘাশূন্য, গূঢ়গর্ব্ব, ধীর এবং সুন্দরদেহধারী তাহাকেই ধীরোদাত্ত কহায়ায় ॥ ১২০ ॥

যথা ॥

যাঁহার হাস্য বীরাভিমানিদিগের গর্ব্বহরণ করে, যিনি আর্ত্তজনের উদ্ধার বিষয়ে ভারগ্রাহী, যিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যিনি উন্নত ক্ষিতিধর (পর্ব্বত) উদ্ধরণ-বিষয়ে ধীরাকৃতি, আমি অতিশয় রূপে কৃতাপরাধ হইলেও যিনি মধুরাকৃতি, যিনি স্তবদ্বারা বশীভূত হইয়া থাকেন, তাদৃশ দুর্বিতর্ক্য হৃদয় আপনাকে অবলোকন করিয়া আমার বুদ্ধি অথবা বাক্য কিছুই স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না ॥ ১২১ ॥

গম্ভীরত্বাদি-সামান্য-গুণা যদিহ কীর্ত্তিতাঃ।
তদেতেষু তদাধিক্য-প্রতিপাদনহেতবে।
ইদং হি ধীরোদাত্তত্বং পূর্ব্বৈঃ প্রোক্তং রঘূদ্বহে।
তত্তদ্ভক্তানুসারেণ তথা কৃষ্ণে বিলোক্যতে ॥ ১২২ ॥

অথ ধীরললিতঃ ॥

বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাসবিশারদঃ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ ॥ ১২৩ ॥

গম্ভীরত্বাদীতি। এতেষু ধীরোদাত্তাদিষু তেষাং গাম্ভীর্য্যাদীনামাধিক্য প্রতি-পাদনহেতবে। তদন্যান্ সর্ব্বান্ গুণানুপমদ্য সমুদয়েনাবিভূ‌র্তানাং তেষাং স্পষ্টত্বজ্ঞাপনার্থমিত্যর্থঃ ॥ ১২১ ॥

প্রেয়সীনাং প্রেমবিশেষযুক্তানাং তারতম্যেন বশীভূতঃ। যথোক্তং। যা মা ভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা। ইতি। অনয়ারাধিতো নূনমিত্যাদি চ ॥ ১২৩ ॥

এস্থলে গম্ভীরত্বাদি সামান্য গুণ সকল যাহা. কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহা ধীরোদাত্তাদি সকলে আধিক্য প্রতিপাদনের নিমিত্ত জানিতে হইবে ॥

পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ শ্রীরামচন্দ্রে ধীরোদাত্তত্ব গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তদ্বৎ ভক্তানুসারে শ্রীকৃষ্ণেতে সেই সকল গুণ দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ১২২ ॥

অথ ধীরললিত ॥

যে ব্যক্তির রসিকতা, নবযৌবন, পরিহাসপটুতা ও নিশ্চিন্ত্যতা প্রভৃতি গুণ সকল বিদ্যমান, তাহাকে ধীরললিত বলিয়া নির্দ্দেশ করাযায় এবং তিনি প্রায় প্রেয়সীর বশীভূত

যথা ॥

বাচা সূচিতশর্ব্বরীরতিকলাপ্রাগল্‌ভ্যয়া রাধিকাং
ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ।
তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরীপাণ্ডিত্যপারং গতঃ
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ ॥
গোবিন্দে প্রকটং ধীরললিতত্বং প্রদৃশ্যতে।
উদাহরন্তি নাট্যজ্ঞাঃ প্রায়োঽত্র মকরধ্বজং ॥ ১২৪ ॥

বাচেতি। যজ্ঞপত্নীসদৃশীঃ প্রতি তত্তল্লীলান্তরঙ্গদূত্যা বাক্যং ॥ ১২৪ ॥

হইয়া থাকেন ॥ ১২৩ ॥

যথা ॥

যজ্ঞপত্নী সদৃশীর প্রতি তত্তল্লীলার অন্তরঙ্গ দূতী কহিলেন অহে সখীবৃন্দ! এক দিবস কুঞ্জমধ্যে শ্রীরাধা সহচরীমণ্ডলে পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন, এমত সময়ে শ্রীকৃষ্ণ ঐ সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, পরে উপবেশন পূর্ব্বক সখীগণের অগ্রে প্রাগল্‌ভ্য বচন দ্বারা রজনীবিলাস বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে লাগিলে, শ্রীরাধা লজ্জায় কুঞ্চিতলোচনা হইলেন, ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণ তদীয় পয়োধর যুগলে বিচিত্র তিলক রচনার পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করত কুঞ্জমধ্যে কৈশোর বিহার সফল করিয়াছিলেন ॥

শ্রীকৃষ্ণে প্রকট রূপেই ধীরললিতত্ব দেখাযায়, কিন্তু নাট্যশাস্ত্রজ্ঞেরা ধীরললিতত্ব বিষয়ে প্রায় কন্দর্পকেই উদাহরণ করিয়া থাকেন ॥ ১২৪ ॥

অথ ধীরশান্তঃ ॥

শমপ্রকৃতিকঃ ক্লেশসহনশ্চ বিবেচকঃ।
বিনয়াদিগুণোপেতো ধীরশান্ত উদীর্য্যতে ॥

যথা ॥

বিনয়মধুরমূর্ত্তির্মন্থরস্নিগ্ধতারো
বচনপটিমভঙ্গীসূচিতাশেষনীতিঃ।
অভিদধদিহ ধর্ম্মং ধর্ম্মপুত্রোপকণ্ঠে

ঃবিনয়মধুরমূর্ত্তিরিত্যত্র বিনয়েন তৎক্লেশসহনত্বমপি লক্ষ্যতে। যথোক্ত-স্তত্রৈব তথা তদ্ব্যবহারঃ সারথ্যপারিষদসেবনসখ্যদৌত্যবীরাসনানুগমনস্তবন-প্রণামং। স্নিগ্ধেষু পাণ্ডুষু জগৎপ্রণতিঞ্চ বিষ্ণোর্ভক্তিং করোতি নৃপতিশ্চরণার-

---

অথ ধীরশান্তঃ ॥

যে ব্যক্তি শান্ত প্রকৃতি, ক্লেশ সহিষ্ণু, বিবেচক ও বিনয়াদিগুণযুক্ত পণ্ডিতগণ তাহাকেই ধীরশান্ত বলিয়া কীর্ত্তন করেন ॥

যথা ॥

ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরের নিকট ধর্ম্মকীর্ত্তনকারি কংসবৈরি শ্রীকৃষ্ণকে সন্দর্শন করিয়া বোধ হইল তিনি যেন সাক্ষাৎ দ্বিজপতির ন্যায় প্রকাশ 'পাইতেছেন, আশ্চর্য্যের কথা কি বলিব, বিনয় বশতঃ তদীয় মূর্ত্তি অতিশয় মধুর, চক্ষুর্দ্বয়ের তারা মন্থর অথচ স্নিগ্ধ এবং বাক্ পটুতা ভঙ্গিদ্বারা অশেষ নীতি সকল সূচিত হইতেছিল ॥

পণ্ডিতগণ যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকেও ধীরশান্ত বলিয়া কীর্ত্তন

দ্বিজপতিরিব সাক্ষাৎ প্রেক্ষ্যতে কংসবৈরী ॥
যুধিষ্ঠিরাদিকো ধীরৈ র্ধীরশান্তঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
অথ ধীরোদ্ধতঃ ॥
মাৎসর্য্যবানহঙ্কারী মায়াবী রোষণশ্চলঃ।
বিকত্থনশ্চ বিদ্বদ্ভির্ধীরোদ্ধত উদাহৃতঃ ॥ ১২৫ ॥
যথা ॥
আঃ পাপিন্ জবনেন্দ্র দর্দ্দুর পুন র্ব্যাঘুট্য সদ্যস্ত্বয়া
বাসঃ কুত্রচিদন্ধকূপকুহরক্রোড়েঽদ্য নির্ম্মীয়তাং।

বিন্দে ইতি। অত্র শৃণ্বন্নিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। বীরাসনং খড়্গহস্ততয়া স্থিতস্ত রাত্রৌ জাগরণং। নৃপতিঃ পরীক্ষিৎ। উদাহরণে ধর্ম্মপুত্রোপকণ্ঠ ইত্যেব পাঠঃ ॥ ১২৫ ॥

আঃ পাপিন্নিতি পত্রিকেয়ং ব্যাঘুট্য বিনিবৃত্য। হেলেত্যাদিনাত্র মায়া-

---

করিয়াছেন ॥

অথ ধীরোদ্ধত ॥

যে ব্যক্তি মাৎসর্য্যযুক্ত অহঙ্কারী, ক্রোধপরবশ, চঞ্চল এবং আত্মশ্লাঘী পণ্ডিতগণ তাহাকে ধীরোদ্ধত বলিয়া উদাহরণ করেন ॥ ১২৫ ॥

যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণ কালজবনকে পত্র লিখিতেছেন, অরে পাপরূপি জবনেন্দ্র ভেক! এখনি নিবর্ত্ত হইয়া কোন অন্ধকূপের গর্ত্ত মধ্যে বাস স্থান নির্ম্মাণ কর, এখানে কৃষ্ণ নামক কৃষ্ণভুজগ স্বরূপ আমি তোকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত জাগরূক রহি-

হেলোত্তানিতদৃষ্টিমাত্রভসিতব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডঃ পুরো
জাগর্ম্মি ত্বদুপগ্রহায় ভুজগঃ কৃষ্ণোঽত্র কৃষ্ণাভিধঃ॥
ধীরোদ্ধতস্তু বিদ্বদ্ভি র্ভীমসেনাদিরুচ্যতে॥ ১২৬॥
মাৎসর্য্যাদ্যাঃ প্রতীয়ন্তে দোষত্বেন যদপ্যমী।
লীলাবিশেষশালিত্বান্নির্দোষেঽত্র গুণাঃ স্মৃতাঃ॥
যথাবা॥
অম্ভোভারভর প্রণম্রজলদভ্রান্তিং বিতন্বন্নসৌ

বিস্বঙ্কায়াতং বস্তুতস্ত তথাত্বাভাবাৎ॥ ১২৬॥

লীলা বিশেষোঽত্র ভক্তরক্ষণায় দুষ্টদমনরূপঃ তৎশালিত্বাত্তদুপযোগিত্বা-দিত্যর্থঃ। অাঃ পাপিন্নিত্যত্র ভক্তিরসত্বাব্যক্তিসাশঙ্ক্যোদাহরণান্তরং মাৎসর্য্যা-ভাসময় তদ্রসত্বেন দর্শয়তি যথা বেতি। অম্ভোভারভর প্রণম্রইত্যেব পাঠঃ। পাঠান্তরে শত্রুত্বেন সহ তৎপুরুষেঽপি স্যাৎ। আড়ম্বরঃ সমারম্ভে গজগর্জিত-

---

য়াছি, আমার পরাক্রম জানিস্ না, আমি অবহেলা পূর্ব্বক ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই ব্রহ্মাণ্ড ভস্ম হইয়া যায়॥

পণ্ডিতগণ ভীমসেন প্রভৃতিকে ধীরোদ্ধত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন॥ ১২৬॥

যদিচ মাৎসর্য্য প্রভৃতি দোষত্ব রূপে প্রতীয়মান হয় তথাচ লীলা বিশেষ শালিত্ব প্রযুক্ত এই নির্দ্দোষ পাত্রে গুণ-রূপে পরিণত হয়॥

যথাবা॥

অরে শ্রীদাম কুরঙ্গ! (হরিণ) আমি জলদরাশির ভার-বাহি নম্রীভূত জলদপুঞ্জের ভ্রান্তি বিস্তার করিতে করিতে

ঘোরাড়ম্বরডম্বরঃ সুবিকটামুৎক্ষিপ্য হস্তার্গলাং।
দুর্ব্বারঃ পরবারণঃ স্বয়মহং লব্ধোঽস্মি কৃষ্ণঃ পুরো
রে শ্রীদাম কুরঙ্গসঙ্গরভুবো ভঙ্গং ত্বমঙ্গীকুরু ॥ ১২৭ ॥
মিথো বিরোধিনোঽপ্যত্র কেচিন্নিগদিতা গুণাঃ।
হরৌ নিরঙ্কুশৈশ্বর্য্যাৎ কোঽপি ন স্যাদসম্ভবঃ ॥
তথা চ কৌর্ম্মে
অস্থূলশ্চানণুশ্চৈব স্থূলোঽণুশ্চৈব সর্ব্বতঃ।
অবর্ণঃ সর্ব্বতঃ প্রোক্তঃ শ্যামো রক্তান্তলোচনঃ।

তূর্য্যয়োরিতি বিশ্বঃ। ততশ্চ ঘোরো ভয়ানক আড়ম্বরস্য ডম্বরস্তাটোপো যস্য সঃ ॥ ১২৭ ॥

পুনর্মাৎসর্য্যাদ্যা ইত্যাদিকং স্থাপয়ন্ গুণবৈচিত্রীং দর্শয়তি মিথ ইতি।

হস্তার্গল (শুণ্ড) উত্তোলন পূর্ব্বক গভীর গর্জনকারি কৃষ্ণনামক দুর্নিবার মহামতঙ্গজ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলাম, অতএব তুই রঙ্গভূমি হইতে ভঙ্গ (পরাজয়) অঙ্গীকার কর ॥ ১২৭

এস্থলে যে সকল গুণ উক্ত হইল, তাহারা পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য প্রযুক্ত হরিতে কোনই অসম্ভব নহে, সকলই সম্ভব হইতে পারে ॥

যথা কূর্ম্মপুরাণে ॥

ভগবান্ হরি স্থূলও নহেন, সূক্ষ্মও নহেন, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে স্থূলও হয়েন, সূক্ষ্মও হয়েন, তিনি সর্ব্বথা অগুণ অথচ শ্যামবর্ণ ও রক্তান্তলোচন, ঐশ্বর্য্য যোগ হেতু বিরুদ্ধার্থকেও গ্রহণ করেন।

ঐশ্বর্য্যযোগাদ্ভগবান্ বিরুদ্ধার্থোঽভিধীয়তে।
তথাপি দোষাঃ পরমে নৈবাহার্য্যাঃ কথঞ্চন।
গুণা বিরুদ্ধা অপ্যেতে সমাহার্য্যাঃ সমন্ততঃ॥ ১২৮॥
মহাবারাহে॥
সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ।
হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ।
পরমানন্দসন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ।
সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব্বদোষবিবর্জিতাঃ॥
বৈষ্ণবতন্ত্রে॥
অষ্টাদশমহাদোষৈ রহিতা ভগবত্তনুঃ।

নিরঙ্কুশৈশ্বর্য্যাৎ সর্ব্ববশীকারিত্বাৎ সর্ব্বাশ্রয়ত্বাদিত্যর্থঃ॥ ১২৮॥
শাশ্বতা জগতি পুনঃ পুনরাবির্ভাবিনঃ। সর্ব্বগুণৈরিত্যত্র স্বস্বাপেক্ষিতৈ-

---

যদিচ গুণ সকল পরস্পর বিরুদ্ধ তথাপি পরমপুরুষ হরিতে দোষ উদাহরণ করিতে নাই,সকলের সমাধান করিয়া উদাহরণ করা কর্ত্তব্য॥ ১২৮॥

মহাবরাহপুরাণে॥

ভগবান্ পরমাত্মার যে সমস্ত দেহ তৎসমুদায় নিত্য ও শাশ্বত অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব বিশিষ্ট, সে সকলের ত্যাগও নাই এবং তাহা মায়াজনিতও নহে, সে সকল দেহ সর্ব্বতোভাবে পরমানন্দস্বরূপ ও জ্ঞানময়, সকলগুণে পরিপূর্ণ ও সর্ব্ব-দোষে বর্জিত॥

যথা বৈষ্ণবতন্ত্রে॥

ভগবদ্বিগ্রহ অষ্টাদশ মহাদোষে বিবর্জিত এবং তাহা

সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী সত্যবিজ্ঞানানন্দরূপিণী ॥ ১২৯ ॥

অষ্টাদশ মহাদোষা যথা ॥

বিষ্ণুযামলে ॥

মোহস্তন্দ্রা ভ্রমো রুক্ষরসতা কাম উল্বণঃ।

নিতি জ্ঞেয়ং। এতেচাংশকলাঃ পুংস ইত্যুক্তেঃ ॥ ১২৯ ॥

মোহস্তন্দ্রেতি। ভক্তপ্রেমসম্বন্ধেন যেতে চ গুণতায় কল্পন্তে। যথা ততো বৎসানদৃষ্ট্বা পুলিনেঽপি চ বৎসপানিত্যাদৌ মোহঃ। ক্বচিৎ পল্লবতাম্রশু সিযুক্তশ্রমকর্ষিতঃ। বৃক্ষমূলাশ্রয়ঃ শেতে গোপোৎসঙ্গোপবর্হণ ইত্যাদৌ তন্দ্রা খেদশ্রমাঃ। তাবঙ্ঘ্রি যুগ্মমহুকৃষ্য ইত্যারভ্য অনুস্মৃত্য লোকং মুগ্ধপ্রভীতবদুপেয়তু-রঙ্কিমাত্রোরিত্যাদৌ ভ্রমঃ রুক্ষরসতা নাম প্রেমসম্বন্ধং বিনা রাগঃ। সতু নাস্ত্যেব। উল্বণো দুঃখদঃ কামো লৌকিকঃ। তস্য প্রেমরূপকামত্বাৎ সচ নাস্ত্যেব। লোলতা চাঞ্চল্যং। সা চ গুণো যথা। বৎসানুঞ্চন্ ক্বচিদসময়ে ইত্যাদৌ। মদোঽপি যথা। মদাবঘূর্ণিতলোচন ঈষদিত্যাদৌ। তথা মাৎসর্য্যং। লোকেশমানিনাং মৌঢ্যাদ্ধরিষ্যে শ্রীমদং তম ইত্যাদৌ। হিংসা তু স্ফুটৈব বহুত্র। অসত্যং। নাহং ভক্ষিতবানম্ব ইত্যাদৌ। জরাসন্ধচ্ছলনাদৌ চ ক্রোধোঽপি তত্র তত্র প্রসিদ্ধ এব। আকাঙ্ক্ষা। তাং স্তন্যকাম আসাদ্য ইত্যাদৌ। আশঙ্কা ক্বাপ্য-

---

সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় ও সত্য জ্ঞান আনন্দস্বরূপ ॥ ১২৯ ॥

অষ্টাদশ মহাদোষ যথা ॥

বিষ্ণুযামলে ॥

মোহ, তন্দ্রা (খেদবিষয়ক শ্রম) ভ্রম, রুক্ষরস, উল্বণ-কাম অর্থাৎ দুঃখপ্রদ লৌকিক কাম, লোলতা (চাঞ্চল্য) মদ, মাৎসর্য্য, হিংসা, খেদ, পরিশ্রম, অসত্য, ক্রোধ, আকাঙ্ক্ষা

লোলতা মদমাৎসর্য্যে হিংসা খেদপরিশ্রমৌ।
অসত্যং ক্রোধ আকাঙ্ক্ষা আশঙ্কা বিশ্ববিভ্রমঃ।
বিষমত্বং পরাপেক্ষা দোষা অষ্টাদশোদিতাঃ ইতি ॥১৩০॥
ইত্থং সর্ব্বাবতারেভ্যস্ততোঽপ্যত্রাবতারিণঃ।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে সুষ্ঠু মাধুর্য্যভর ঈরিতঃ ॥ ১৩১ ॥
তথাচ ব্রহ্মসংহিতায়ামাদিপুরুষরহস্যে ॥

দৃষ্টান্তবিপিন ইত্যাদৌ। বিশ্ববিভ্রমজগদাবেশঃ। সচ ব্রহ্মাদিভক্তসম্বন্ধেন জগৎপালনেচ্ছাময়ঃ বৈষম্যং সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহমিত্যাদৌ। পরাপেক্ষা চ। অহং ভক্তপরাধীন ইত্যাদাবিতি। তস্মাৎ ক্ব শোকমোহৌ স্নেহো বা ভয়ম্বা যেঽজ্ঞসম্ভবা-ইত্যত্র অজ্ঞসম্ভবা যে তএব ন সন্তি নতু বিজ্ঞসম্ভবাঃ স্নেহপীতি মন্তং। বিজ্ঞসম্ভবস্তু তেষাং শ্রী[illegible]দেবাদিষু তৎস্মারিতানত্তহৃতাখিলেন্দ্রিয় ইত্যাদ্যুক্তেঃ ভগবৎপ্রেমমোহাদৌ দৃষ্ট ইতি ॥ ১৩০ ॥

পূর্ব্বোক্তপূর্ণতমত্বং ব্যঞ্জয়ন্নুপসংহরতি ইত্থমিতি পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণেত্যর্থঃ। ততস্তস্মাৎপ্রসিদ্ধাদবতারিণো নানাবতারকর্ত্তুর্মহাবিষ্ণুতোঽপি। অত্র সুষ্ঠ্বিতি মাধুর্য্যস্য প্রাচুর্য্যাদেবোক্তিরৈশ্বর্য্যমপি জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ১৩১ ॥

বিশ্ববিভ্রম অর্থাৎ ব্রহ্মাদি ভক্তসম্বন্ধবশতঃ জগৎপালনেচ্ছাময়, বৈষম্য ও পরাপেক্ষা অর্থাৎ পরের অপেক্ষা করা, এই অষ্টাদশ দোষ কথিত হইল ॥ ১৩০ ॥

এইরূপ সমুদায় অবতার হইতে শ্রেষ্ঠ সর্ব্বাবতারকারি মহাবিষ্ণু অপেক্ষা ব্রজেন্দ্রনন্দনে সুন্দরমাধুর্য্যরাশি বর্ণিত হইল, ইহাতে ঐশ্বর্য্যও জানিতে হইবে ॥ ১৩১ ॥

যথা ব্রহ্মসংহিতায় আদিপুরুষরহস্যে ॥

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি রোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ১৩২॥
অথাষ্টাবনুকীর্ত্ত্যন্তে সদ্গুণত্বেন বিশ্রুতাঃ।
মঙ্গলালংক্রিয়া রূপাঃ সত্ত্বভেদাস্তু পৌরুষাঃ।
শোভা বিলাসো মাধুর্য্যং মাঙ্গল্যং স্থৈর্য্যতেজসী।

তদেবাহ তথাচেতি। যস্যৈকনিশ্বসিতকালমিত্যত্র চ গোবিন্দশব্দেন চ তত্র শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন এবোচ্যতে। সুরভীরপি পালয়ন্তমিত্যাদিনা বেণুং ক্বণন্তমিত্যাদিনা চ পূর্ব্বং তস্যৈব বর্ণনাৎ ততস্তন্মহামাধুর্য্যমপি সূচিতং। ন চায়ং শ্রীনন্দনন্দনাদন্য এব মন্তব্যঃ। গৌতমীয়ে দশার্ণাষ্টাদশার্ণয়োর্ব্যাখ্যায়ামনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা। নন্দনন্দন ইত্যুক্তস্ত্রৈলোক্যানন্দবর্দ্ধন ইতি বহুষ্বপ্যর্থেষ্বপ্যস্যৈবার্থস্য পর্য্যবসায়িত্বাৎ। সকললোকমঙ্গলো নন্দগোপতনয়ো দেবতা ইতি ঋষ্যাদিস্মরণাচ্চ॥ ১৩২॥

সত্ত্বভেদাঃ অন্তকরণবৃত্তিবিশেষাঃ। মঙ্গলেতি। মঙ্গলস্বরূপশোভাভূতা

যাঁহার এক নিশ্বসিত কাল অবলম্বন করিয়া জগদণ্ড নাথ সকল জীবিত থাকেন, সেই মহাবিষ্ণুও যাঁহার কলাবিশেষ, এমত গোবিন্দ আদিপুরুষকে ভজনা করি॥ ১৩২ ॥

অনন্তর যাহা সদ্গুণত্ব রূপে বিশ্রুত এবং মঙ্গলের অলঙ্কার স্বরূপ পুরুষ সম্বন্ধীয় সত্ত্ব ভেদ কীর্ত্তন করিতেছি। যথা। শোভা, বিলাস, মাধুর্য্য, মাঙ্গল্য, স্থৈর্য্য, তেজঃ, ললিত ও

ললিতৌদার্য্যমিত্যেতে সত্ত্বভেদাস্তু পৌরুষাঃ॥ ১৩৩॥

তত্র শোভা॥

নীচে দয়াঽধিকে স্পর্দ্ধা শৌর্য্যোৎসাহৌ চ দক্ষতা।

সত্যঞ্চ ব্যক্তিমায়াতি যত্র শোভেতি তাং বিদুঃ॥১৩৪॥

যথা॥

স্বর্গধ্বংসং বিধিৎসুর্ব্রজভুবি কদনং সুষ্ঠু বীক্ষ্যাতিবৃষ্ট্যা

নীচানালোচ্য পশ্চান্নমুচিরিপুমুখানূঢ়কারুণ্যবীচিঃ।

অপ্রেক্ষ্য স্বেন তুল্যং কমপি নিজরুষামত্র পর্য্যাপ্তিপাত্রং

ইত্যর্থঃ॥ ১৩৩॥

তত্রাধিক ইত্যধিকস্মিন্ন ইত্যর্থঃ। যত্র মঙ্গলালংক্রিয়ায়াং॥ ১৩৪॥

তথাপি দুর্জ্জনমুখ্যমেকং মারয়ন্থিত্যাশঙ্ক্যাহ অপ্রেক্ষ্যেতি॥ ১৩৫॥

ঔদার্য্য এই সকল পুরুষসম্বন্ধীয় সত্ত্ব ভেদ॥ ১৩৩॥

তন্মধ্যে শোভা যথা॥

যে স্থানে নীচে দয়া, অধিকে স্পর্দ্ধা, শৌর্য্য, উৎসাহ দক্ষতা এবং সত্য প্রকাশ পায় তাহাকে শোভা বলে॥ ১৩৪॥

যথা॥

ইন্দ্রকর্ত্তৃক অতিবৃষ্টি দ্বারা ব্রজভূমরি পীড়ন সুন্দররূপে অবলোকন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হইল স্বর্গ বিনষ্ট করিয়া ফেলি, কিন্তু পশ্চাৎ নমুচিশক্র ইন্দ্র প্রভৃতিকে নীচ বিবেচনা করিয়া কারুণ্যতরঙ্গে পরিপূর্ণ হইলেন, কারণ স্বীয় ক্রোধের পর্য্যাপ্তিপাত্র আত্মতুল্য কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া সত্যপ্রতিজ্ঞ হরি বন্ধুগণকে আনন্দ প্রদান করত

বন্ধূনানন্দয়িষ্যন্নুদহরত হরিঃ সত্যসন্ধো মহাদ্রিং ॥১৩৫॥

অথ বিলাসঃ ॥

বৃষভস্যেব গম্ভীরা গতি ধীরঞ্চ বীক্ষণং।
সস্মিতঞ্চ বচো যত্র স বিলাস ইতীর্য্যতে ॥ ১৩৬ ॥

যথা ॥

মল্লশ্রেণ্যামবিনয়বতীং মন্থরাং ন্যস্য দৃষ্টিং
ব্যাধুন্বানো দ্বিপ ইব ভুবং বিক্রমাড়ম্বরেণ।
বাগারম্ভে স্মিতপরিমলৈঃ ক্ষালয়ন্মঞ্চকক্ষাং
তুঙ্গে রঙ্গস্থলপরিসরে সারসাক্ষঃ সসার ॥

মাধুর্য্যং ॥

বৃষভস্যেতি গতৌ বীক্ষণে চ যোজ্যং ॥ ১৩৬ ॥

যস্তো মন্থরা নম্রতা বৈয়গ্র্যাদিশূন্যা তত এবাবিনয়বতীতি। দ্বিপ ইবে-

---

মহাদ্রি গোবর্দ্ধন উত্তোলন করিলেন ॥ ১৩৫ ॥

অথ বিলাস ॥

যে স্থলে বৃষভের ন্যায় গম্ভীর গতি, স্থির নিরীক্ষণ ও সহাস্য বাক্য, তাহাকে বিলাস বলা যায় ॥ ১৩৬ ॥

যথা ॥

পদ্মনেত্র শ্রীকৃষ্ণ মল্লশ্রেণিতে বিনয়শূন্য স্থিরদৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক বিক্রম ঘটাদ্বারা হস্তির ন্যায় ভূকম্প বিধান করতঃ বাক্যারম্ভে হাস্য পরিমলদ্বারা মঞ্চ পৃষ্ঠ ক্ষালন করিয়া অত্যুচ্চ রঙ্গস্থল পরিসরে গমন করিলেন ॥

অথ মাধুর্য্য ॥

তন্মাধুর্য্যং ভবেদ্যত্র চেষ্টাদেঃ স্পৃহণীয়তা ॥ ১৩৭ ॥

যথা ॥

বরামধ্যাসীনস্তটভুবমবষ্টম্ভরুচিভিঃ
কদম্বৈঃ প্রালম্বং প্রবলিতবিলম্বং বিরচয়ন্।
প্রপন্নায়ামগ্রে মিহিরদুহিতুস্তীর্থপদবীং
কুরঙ্গীনেত্রায়াং মধুরিপুরপাঙ্গং বিকিরতি ॥

মাঙ্গল্যং ॥

মাঙ্গল্যং জগতামেব বিশ্বাসাস্পদতা মতা ॥ ১৩৮ ॥

ত্যত্র বৃষ ইবেতি পাঠান্তরং ॥ ১৩৭ ॥

অবষ্টম্ভঃ সুবর্ণং। প্রালম্বং ঋজুলম্বিমাল্যং প্রবলিতো বিলম্বো যত্র তদ্যথা স্যাত্তদ্ব্যাজেনৈব তত্র স্থিতিঃ স্যাদিত্যভিপ্রায়াদিতি ভাবঃ। পাঠান্তরন্তু নাত্যুপযুক্তং ॥ ১৩৮ ॥

যে স্থলে চেষ্টাদির স্পৃহণীয়তা হয়, তাহাকে মাধুর্য্য বলে ॥ ১৩৭ ॥

যথা।

এক দিবস শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার দর্শন প্রত্যাশায় যমুনার প্রশস্ত কূলে উপবেশন পূর্ব্বক বিলম্ব যাহাতে হয় এমত ভাবে স্বর্ণবর্ণ কদম্বকুসুম দ্বারা ঋজুলম্বি-মাল্য রচনা করিতেছিলেন, ইতোমধ্যে কুরঙ্গীনেত্রা শ্রীরাধা সূর্য্যপুত্রীর তীর্থ পদবীতে আসিয়া উপস্থিত হইলে, মুররিপু তাহাঁর প্রতি অপাঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন ॥

অথ মাঙ্গল্য ॥

যে ব্যক্তি জগতের বিশ্বাসস্থল তাহাকে মাঙ্গল্য বলে ॥১৩৮

যথা ॥

অন্যায্যং ন হরাবিতি ব্যপগতদ্বারার্গলা দানবা
রক্ষী কৃষ্ণ ইতি প্রমত্তমভিতঃ ক্রীড়াসু রক্তাঃ সুরাঃ।
সাক্ষী বেত্তি স ভক্তিমিত্যবনতব্রাতাশ্চ চিন্তোজ্‌ঝিতাঃ
কে বিশ্বম্ভর ন ত্বদঙ্ঘ্রিযুগলে বিস্রম্ভিতাং ভেজিরে ॥

স্থৈর্য্যং ॥

ব্যবসায়াদচলনং স্থৈর্য্যং বিঘ্নাকুলাদপি।

কৃষ্ণ ইতত্র সোঽয়মিতি বা পাঠঃ। প্রমত্তমনবহিতং যথা স্যাত্তথা। রক্তা ইতি প্রমাদরূপকর্ত্তৃধর্ম্মঃ। ক্রিয়ায়ামারোপ্যতে। ক্রিয়াকর্ত্রোরাসক্ত্যা তাদাত্ম্য বোধনা৩। ভক্তির্যথা কথঞ্চিদাশ্রয়মাত্রং সাক্ষী বেত্তি মমাপ্যসাবগতিস্তামিত্যাশ্রিতাঃ স্বস্থিতা ইতি বা তৃতীয়শ্চরণঃ ॥ ১৩৯ ॥

যথা।

হরিতে কোন অন্যায় নাই এই বিবেচনায় দানবগণ দ্বারের অর্গল মোচন করিয়াছে, অর্থাৎ দ্বারোদ্ঘাটনপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছে, কৃষ্ণ রক্ষাকর্ত্তা এই জ্ঞানে দেববৃন্দ প্রমত্ত ভাবে ক্রীড়া তৎপর হইয়াছেন, তিনি সাক্ষী স্বরূপ, ভক্তিমাত্র গ্রহণ করেন, এই বলিয়া ব্রাত্য অর্থাৎ দশসংস্কার হীন পুরুষগণ চিন্তা হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে, অতএব হে বিশ্বম্ভর! তোমার চরণযুগলে কে না বিশ্বাস প্রাপ্ত হইয়াছে ॥

স্থৈর্য্য।

কার্য্য বিঘ্নাকুল হইলেও তাহা হইতে যে বিচলিত না হওয়া তাহার নাম স্থৈর্য্য ॥

যথা ॥

প্রতিকূলেঽপি সশূলে শিবে শিবায়াং নিরংশুকায়াঞ্চ ॥

ব্যলূনাদেব মুকুন্দো বিন্ধ্যাবলিনন্দনস্য ভুজান্ ॥

তেজঃ ॥

সর্ব্বচিত্তাবগাহিত্বং তেজঃ সদ্ভিরুদীর্য্যতে ॥

যথা শ্রীদশমে ॥

মল্লানামশনি র্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্

গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।

শূলহস্ত শিব এবং বিবসনা শিবা প্রতিকূল-ভাব অবলম্বন করিলেও শ্রীকৃষ্ণ বিন্ধ্যাবলিনন্দন বাণাসুরের ভুজ সকল ছেদন করিয়া দিলেন ॥

তেজঃ ॥

সমুদায় লোকের চিত্তভাব পরিজ্ঞানকে পণ্ডিতেরা তেজঃ কহিয়া থাকেন ॥

যথা দশমে ৪৩ অধ্যায়ে, ১৪ শ্লোকে ॥

হে রাজন্! যে ভগবান্ মল্লদিগের অশনি, মানবদিগের নরবর, যুবতীদিগের মূর্ত্তিমান্ মদন, গোপদিগের স্বজন, অসৎ নরপতিদিগের শাসন কর্ত্তা, নিজ পিতা মাতার নিকট শিশু, ভোজপতি কংসের সাক্ষাৎ মৃত্যু, অবিদ্বজ্জনের পক্ষে জড় স্বরূপ, যোগিদিগের পরমতত্ত্ব, বৃষ্ণিদিগের পরম দেবতা বলিয়া বিখ্যাত, তিনি অগ্রজ সহিত রঙ্গ মধ্যে সমাগত হইয়া

মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥
যথা ॥
তেজো বুধৈরবজ্ঞাদেরসহিষ্ণুত্বমুচ্যতে ॥ ১৩৯ ॥
যথা ॥
আক্রুষ্টে প্রকটং দিদণ্ডয়িষুণা চণ্ডেন রঙ্গস্থলে
নন্দে চানকদুন্দুভৌ চ পুরতঃ কংসেন বিশ্বদ্রুহা।
দৃষ্টিং তত্র সুরারিমৃত্যুকুলটাসম্পর্কদূতীং ক্ষিপন্

তত্র কংসে সুরারীণাং যা মৃত্যুরূপা কুলটা তস্যাঃ সম্পর্কায় দূতীরূপাং দৃষ্টিং

বিবিধ ভাবে প্রকাশমান হইলেন। অর্থাৎ ভগবান্ শৃঙ্গারাদি সর্ব্বরসকদম্ব মূর্ত্তি, পরন্তু রঙ্গ মধ্যস্থ হইয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পাইতে লাগিলেন, সকলের নিকট এক ভাবে প্রকাশিত হইলেন না ॥

অথবা ॥

অবজ্ঞাদির অসহিষ্ণুতাকে পণ্ডিতগণ তেজ বলিয়া থাকেন ॥ ১৩৯ ॥

যথা ॥

রঙ্গস্থলে দর্শক লোক সকল কহিল বিশ্বদ্রোহি প্রচণ্ড কংস সম্মুখে দণ্ড দিবার অভিপ্রায়ে নন্দ এবং বসুদেবের প্রতি আক্রোশ অর্থাৎ অরে কে আছিস্ দুর্ম্মতি নন্দকে বন্ধন কর, অসত্তম বসুদেবকে এখনি বধ করিয়া ফেল, এই বাক্য বলিতে থাকিলে, শ্রীকৃষ্ণ কংসের প্রতি দৈত্যগণের মৃত্যু-

মঞ্চস্যোপরি সঙ্কুকুর্দ্দিষুরসৌ পশ্যাচ্যুতঃ প্রাঞ্চতি ॥

ললিতং ॥

শৃঙ্গারপ্রচুরা চেষ্টা যত্র তং ললিতং বিদুঃ ॥

যথা ॥

বিধত্তে রাধায়াঃ কুচমুকুলয়োঃ কেলিমকরীং
করেণাব্যগ্রাত্মা সরভসমসব্যেন রসিকঃ।
অরিষ্টে সাটোপং কটু রুবতি সব্যেন বিহস-
ন্নদঞ্চদ্রোমাঞ্চং রচয়তি চ কৃষ্ণঃ পরিকরং ॥

ঔদার্য্যং ॥

ক্ষিপন্ প্রেরয়ন্নিত্যনুসারেণৈব পাঠস্তেষামভীষ্টঃ। দানববর্য্যাদিশব্দাস্তু কংসস্ত

স্বরূপ কুলটা স্ত্রী সম্পর্কীয়া দূতীরূপা দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক মঞ্চের উপরে কূর্দ্দন (লম্ফ) দিবার অভিপ্রায়ে গমন করিতেছেন দর্শন কর ॥

ললিত ॥

যে স্থলে প্রচুর রূপে শৃঙ্গারের চেষ্টা প্রকাশ পায় তাহাকে ললিত বলিয়া জানিবে ॥

যথা ॥

রসিকরাজ শ্রীকৃষ্ণ স্থির চিত্তে কৌতুকের সহিত দক্ষিণ হস্তদ্বারা শ্রীরাধার কুচমুকুলে তিলকরচনা করিতেন, দর্পের সহিত অরিষ্টাসুর কটু শব্দ করিতে থাকিলে সরোমাঞ্চ কলেবরে হাঁসিতে হাঁসিতে বাম হস্তদ্বারা কটিবন্ধন করিতে লাগিলেন ॥

ঔদার্য্য ॥

আত্মাদ্যর্পণকারিত্বমৌদার্য্যমিতি কীর্ত্যতে ॥

যথা ॥

বদান্যঃ কো ভবেদত্র বদান্যঃ পুরুষোত্তমাৎ ॥

অকিঞ্চনায় যেনাত্মা নির্গুণায়াপি দীয়তে ॥ ১৪০ ॥

সামান্যা নায়কগুণাঃ স্থিরতাদ্যা যদপ্যমী।

তথাপি পূর্ব্বতঃ কিঞ্চিদ্বিশেষাৎ পুনরীরিতাঃ

অথাস্য সহায়াঃ ॥

অস্য গর্গাদয়ো ধর্ম্মে যুযুধানাদয়ো যুধি।

নাগকর্ষব্যঞ্জকাঃ ॥ ১৪০ ॥

পূর্ব্বত আফলোদয়কৃৎ স্থির ইত্যাদিতঃ কিঞ্চিদ্বিশেষাৎ পরস্পরপোষ-

---

আত্মসমর্পণকারিত্বকে ঔদার্য্য বলিয়া কীর্ত্তন্ করাযায় ॥

যথা ॥

বল দেখি, পুরুষোত্তম হইতে অন্য কোন্ ব্যক্তি বদান্য হইবে, যিনি অকিঞ্চন নির্গুণ ব্যক্তিকেও আত্ম সমর্পণ করিয়া থাকেন ॥ ১৪০ ॥

যদিচ স্থিরতা প্রভৃতি সামান্য নায়ক গুণ সকল বর্ণিত হইল তথাপি পূর্ব্ব হইতে কিঞ্চিৎ বিশেষ প্রযুক্ত পুনর্ব্বার নায়কের অন্য গুণ সকল কীর্ত্তন করিতেছি ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের সহায় ॥

শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মাদি বিষয়ে গর্গাদি ঋষিগণ সহায়, যুদ্ধ বিষয়ে যুযুধান (সাত্যকি) প্রভৃতি এবং মন্ত্রণাবিষয়ে উদ্ধবাদি

উদ্ধবাদ্যাস্তথা মন্ত্রে সহায়াঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৪১ ॥

অথ কৃষ্ণভক্তাঃ ॥

তদ্ভাবভাবিতস্বান্তাঃ কৃষ্ণভক্তা ইতীরিতাঃ ॥ ১৪২ ॥

যে সত্যবাক্য ইত্যাদ্যা হ্রীমানিত্যন্তিমা গুণাঃ।
প্রোক্তাঃ কৃষ্ণেঽস্য ভক্তেষু তে বিজ্ঞেয়া মনীষিভিঃ॥১৪৩

তে সাধকাশ্চ সিদ্ধাশ্চ দ্বিবিধাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥

তত্র সাধকাঃ ॥

ণাং। কুত্রাপি স্বতঃ পোষণাচ্চ পুনঃ সত্ত্বভেদেষ্বীরিতাঃ ॥ ১৪১ ॥

তদ্ভাবেতি। তেন সর্ব্বোৎকৃষ্টেন নিজাভীষ্টেন ভাবেন রত্যাদি বিশেষেণ ভাবিতং বাসিতং স্বান্তং যেষাং তে তথা সজাতীয়তদীয়মহাভক্তবিশেষা আলম্বনা ইত্যর্থঃ। অন্যত্তূদ্দীপনা ইতি ভাবঃ তথৈবোদ্দীপনেষ্বপি ভক্তা গণয়িষ্যন্তে ॥ ১৪২ ॥

বিজ্ঞেয়া বিশেষেণ জ্ঞেয়া ইত্যন্যেপি যথা সম্ভবং জ্ঞেয়া ইত্যর্থঃ ॥ ১৪৩ ॥

সহায় রূপে পরিকীর্ত্তিত হয়েন ॥ ১৪১ ॥

অথ কৃষ্ণভক্ত ॥

কৃষ্ণভাবে ভাবিতান্তঃকরণকে কৃষ্ণভক্ত বলাযায় ॥ ১৪২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে সত্য বাক্য আদি করিয়া হ্রীমান্ পর্য্যন্ত, যে সকল গুণ উল্লিখিত হইয়াছে, পণ্ডিতগণ কৃষ্ণভক্তেতেও সেই সকল গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ১৪৩ ॥

কৃষ্ণভক্ত দুই প্রকারে পরিকীর্ত্তিত হয়েন সাধক এবং সিদ্ধ ॥

তন্মধ্যে সাধক যথা ॥

উৎপন্নরতয়ঃ সম্যক্ নৈর্ব্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ।
কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥
যথৈকাদশে ॥
ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥ ১৪৪ ॥
যথা বা ॥
সিক্তাপ্যশ্রুজলোৎকরেণ ভগবদ্বার্ত্তানদীজন্মনা
তিষ্ঠত্যেব ভবাগ্নিহেতিরিতি তে ধীমন্নলং চিন্তয়া।
হৃদ্ব্যোমন্যমৃতস্পৃহা হরকৃপাবৃষ্টেঃ স্ফুটং লক্ষ্যতে

তদ্বৈশিষ্ট্যং জ্ঞাপনার্থং ভক্তভেদান্দর্শয়তি তে সাধকা ইতি ॥ ১৪৪ ॥
পূর্ব্বস্ত বিঘ্নকারণাভাবমাশঙ্ক্যাস্তহৃদাহরণমাহ যথাবেতি। হেতি জ্বালা। পক্ষে

যাহাদের কৃষ্ণবিষয়ে রতি উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু সম্যক্ রূপে বিঘ্ন নিবৃত্তি পায় নাই এবং কৃষ্ণসাক্ষাৎকার বিষয়ে যোগ্য, তাহারাই সাধক বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয় ॥

যথা একাদশে ২ অধ্যায়ে ৪৫ শ্লোকে।

যিনি ঈশ্বরে প্রেম, তদধীন ব্যক্তিতে মিত্রতা, অজ্ঞানের প্রতি কৃপা এবং বিদ্বেষির প্রতি উপেক্ষা করেন, এইরূপ ভেদ দর্শন জন্য তিনি মধ্যম ॥ ১৪৪ ॥

যথাবা।

হে ধীমন্! ভগবানের বার্ত্তা নদী জনিত অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া ভবাগ্নি শিখা যে থাকিবেক এমত চিন্তায় কোন ফল নাই, গাত্রে যখন লোম সকলের নৃত্য দেখিতেছি, তখন

নেদিষ্ঠঃ পৃথুরোমতাণ্ডবভরাৎ কৃষ্ণাম্বুদস্যোদ্গমঃ ॥
বিল্বমঙ্গলতুল্যা যে সাধকাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৪৫ ॥

অথ সিদ্ধাঃ ॥

অবিজ্ঞাতাখিলক্লেশাঃ সদা কৃষ্ণাশ্রিতক্রিয়াঃ।
সিদ্ধাঃ স্যুঃ সন্ততপ্রেমসৌখ্যাস্বাদপরায়ণাঃ ॥
সংপ্রাপ্তসিদ্ধয়ঃ সিদ্ধা নিত্যসিদ্ধাশ্চ তে দ্বিধা ॥

তত্র সংপ্রাপ্তসিদ্ধয়ঃ ॥

সাধনৈঃ কৃপয়া চাস্য দ্বিধা সংপ্রাপ্তসিদ্ধয়ঃ।

তত্র সাধনসিদ্ধাঃ ॥

পৃথুরোমাণো মৎস্যাঃ ॥ ১৪৫ ॥

অথ মহাভক্তান্ দর্শয়তি অথ সিদ্ধা ইতি ॥ ১৪৬ ॥

অমৃত স্পৃহাহারী কৃপাবৃষ্টিশীল কৃষ্ণাম্বুদ তোমার হৃদয়াকাশের নিকটবর্ত্তি হইয়াছে, বিল্বমঙ্গলতুল্য সকলই সাধক বলিয়া কীর্ত্তিত হয় ॥ ১৪৫ ॥

অথ সিদ্ধ ॥

যাহাদের কিছুমাত্র ক্লেশ অনুভব হয় না, সর্ব্বদা কৃষ্ণসম্বন্ধীয় কর্ম্ম করে এবং যাহারা সর্ব্বতোভাবে প্রেম সৌখ্যাদির আস্বাদবিষয়ে পরায়ণ, তাহারাই সিদ্ধ ॥

সিদ্ধ দুই প্রকার সংপ্রাপ্তসিদ্ধি রূপসিদ্ধ এবং নিত্যসিদ্ধ ॥

তন্মধ্যে সংপ্রাপ্তসিদ্ধি রূপসিদ্ধ যথা ॥

সাধনদ্বারা এবং ভগবৎকৃপা বশতঃ সংপ্রাপ্তসিদ্ধি রূপসিদ্ধ দুই প্রকার ॥

তন্মধ্যে সাধনসিদ্ধ যথা।

যথা তৃতীয়ে ॥
যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা
দূরে যমাহ্যুপরি নঃ স্পৃহণীয়শীলাঃ।
ভর্ত্তুর্মিথঃ সুযশসঃ কথনানুরাগ-
বৈক্লব্যবাষ্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ ॥ ১৪৬ ॥
যে ভক্তিপ্রভবিষ্ণুতা কবলিতক্লেশোর্ম্ময়ঃ কুর্ব্বতে
দৃক্‌পাতেঽপি ঘৃণাং কৃতপ্রণতিষু প্রায়েণ মোক্ষাদিষু।

প্রায়েণেতি কথঞ্চিদ্যদি বাঞ্ছতীতিবৎ ॥ ১৪৭ ॥

তৃতীয়ে ১৫ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে ॥

হে অমরবৃন্দ! যে সকল ব্যক্তি নিরহঙ্কারত্ব হেতু আমাদের অপেক্ষাও অধিক যোগী তাঁহারাই সেই বৈকুণ্ঠে গমন করিতে পারেন। তাঁহারা দেবশ্রেষ্ঠ হরির নিরন্তর অনুবৃত্তি করাতে এবম্বিধ প্রভাবশালী যে, যমও তাঁহাদিগের নিকট যাইতে অসমর্থ, তাঁহাদের ভক্তির কথা কি বলিব পরস্পর বসিয়া পরস্পর যশঃ কথনে এমত অনুরাগ প্রকাশ করেন যে, তজ্জন্য অবশতা ও বাষ্পোদ্গম হওয়াতে অঙ্গ পুলকে পরিপূর্ণ হয় এই নিমিত্ত তাঁহাদের করুণাদিশীল সকলেরই স্পৃহণীয় ॥ ১৪৬ ॥

যথাবা ॥

যাঁহাদের ভক্তি প্রভাব দ্বারা ক্লেশ পরম্পরা কবলিত (গ্রস্ত) হইয়াছে, যাঁহারা ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ রূপ পুরুষার্থ

তান্ প্রেমপ্রসরোৎসবস্তবকিতস্বান্তান্ প্রমোদাশ্রুভি-
র্নির্ধৌতাস্যতটান্মুহুঃ পুলকিনো ধন্যান্নমস্কুর্ম্মহে ॥
মার্কণ্ডেয়াদয়ঃ প্রোক্তাঃ সাধনৈঃ প্রাপ্তসিদ্ধয়ঃ ॥
অথ কৃপাসিদ্ধাঃ ॥
যথা শ্রীদশমে ॥
নাসাং দ্বিজাতিসংস্কারো ন নিবাসো গুরাবপি।
ন তপো নাত্মমীমাংসা ন শৌচং ন ক্রিয়াঃ শুভাঃ।
তথাপিহ্যুত্তমঃশ্লোকে কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে।

চতুষ্টয় চরণে প্রণত হইলেও তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে ঘৃণা বোধ করেন, যাঁহাদের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিশীল প্রেমোৎসবে অন্তঃকরণ প্রফুল্লিত হইতেছে, যাঁহাদের আনন্দাশ্রুদ্বারা বদনপ্রান্ত ধৌত এবং অঙ্গ পুলকিত হইতেছে সেই ধন্য সিদ্ধগণকে নমস্কার করি ॥

পণ্ডিতগণ মার্কণ্ডেয়াদি ঋষিগণকে সাধনদ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥

অথ কৃপাসিদ্ধ ॥

যথা শ্রীদশমে ২৩ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোকে ॥

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা কহিলেন কি আশ্চর্য্য। এই অবলাদিগের উপনয়নাদি সংস্কার হয় নাই, ইহারা ব্রহ্মচর্য্যার্থ গুরুকুলে বাসও করে নাই, ইহাদের তপস্যা অথবা আত্মবিচার কিম্বা শৌচাচার অথবা সন্ধ্যোপনাদি শুভ ক্রিয়াও কিছুই নাই, তথাপি যোগেশ্বরদিগের ঈশ্বর যে ভগবান্

ভক্তির্দৃঢ়া নচাস্মাকং সংস্কারাদিমতামপি ॥ ১৪৭ ॥
যথা বা ॥
ন কাচিদভবদ্গুরোর্ভজনযন্ত্রণেঽভিজ্ঞতা.
ন সাধনবিধৌ চ তে শ্রমলবস্য গন্ধোঽপ্যভূৎ।
গতোঽসি চরিতার্থতাং পরমহংসমৃগ্যশ্রিয়া
মুকুন্দপদপদ্মযোঃ প্রণয়সীধুনো ধারয়া ॥ ১৪৮ ॥
কৃপাসিদ্ধা যজ্ঞপত্নী-বৈরোচনি-শুকাদয়ঃ ॥ ১৪৯ ॥

তাসু ভগবদ্গুণকথক-সৎসঙ্গকারণমনুস্মৃত্য সংস্কারাদীনাং প্রেমসাধনত্বঞ্চ সন্দিহ্যাহ যথাবেতি। নংকাচিদিতি শ্রীশুকদেবমুদ্দিশ্য শ্রীনারদবাক্যং ॥ ১৪৮ ॥
কৃপাসিদ্ধা যজ্ঞপত্নীতি। যদুক্তং। তত্ত্বাপাততঃ প্রতীত্যপেক্ষয়েতি জ্ঞেয়ং ॥১৪৯

উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার প্রতি ইহাদের দৃঢ়া ভক্তি হইয়াছে, আমরা সংস্কারাদিমন্ত হইয়াও লাভ করিতে পারিলাম না ॥ ১৪৭ ॥

যথাবা ॥

শুকদেবকে উদ্দেশ করিয়া নারদ কহিলেন হে মুনে! তুমি গুরুকুলে বাস পূর্ব্বক গুরুসেবার্থ যন্ত্রণা ভোগ না করিয়াই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছ, সাধন বিধিতে তোমার শ্রমলবের গন্ধমাত্রও দেখিতেছি না, কি আশ্চর্য্য! যাহার শোভা পরমহংসগণেরও প্রার্থনীয় সেই মুকুন্দচরণপদ্মের প্রেম সুধার প্রবাহদ্বারাই কেবল চরিতার্থতা প্রাপ্ত হইয়াছ ॥১৪৮॥

যজ্ঞপত্নী; বিরোচননন্দন বলি এবং শুকদেব প্রভৃতি কৃপাসিদ্ধ ॥ ১৪৯ ॥

অথ নিত্যসিদ্ধাঃ ॥

আত্মকোটিগুণং কৃষ্ণে প্রেমাণং পরমং গতাঃ।
নিত্যানন্দগুণাঃ সর্ব্বে নিত্যসিদ্ধা মুকুন্দবৎ ॥ ১৫০ ॥

যথা পাদ্মে শ্রীভগবৎসত্যভামাদেবীসম্বাদে ॥

অথ ব্রহ্মাদিদেবানাং তথা প্রার্থনয়া ভুবঃ।
আগতোঽহং গণাঃ সর্ব্বে জাতাস্তেঽপি ময়া সহ।
এতে হি যাদবাঃ সর্ব্বে মদ্গণা এব ভামিনি।

মুকুন্দবদেব নিত্যানন্দগুণাস্তে নিত্যসিদ্ধা ইত্যন্বয়ঃ। নিত্যাশ্চ আনন্দস্বরূপাশ্চ গুণাস্তদুপলক্ষিতদেহাশ্চ যেষাং তে ইতি। তেষাং মুখ্যলক্ষণমাহ আত্মেতি। আত্মপ্রেমতোঽপি কোটিগুণমিত্যর্থঃ। মধ্যপদলোপাৎ ॥ ১৫০ ॥

মৎপ্রিয়া ইতি অহমেব প্রিয়ো যেষাং ন তথাত্মাদয় ইত্যর্থঃ। অহো ভাগ্যমহোভাগ্যমিতি বিস্ময়াধিক্যে বীপ্সা। তেন দ্বয়োরেব পদয়োর্ন পৌনরুক্ত্যং। অথবা নন্দগোপব্রজৌকসাং ভাগ্যং ভাগ্যমহঃ প্রকাশকং যাবদ্ভাগ্যদ্যোতক-

---

অথ নিত্যসিদ্ধ ॥

যাহাদের গুণ মুকুন্দের ন্যায় নিত্য ও আনন্দ স্বরূপ এবং যাহারা আপনা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে কোটিগুণ প্রেমবিধান করেন, তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ ॥ ১৫০ ॥

পদ্মপুরাণে ভগবান্ ও সত্যভামাদেবীর সম্বাদে যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন হে দেবি! ব্রহ্মাদি দেববৃন্দ এবং পৃথিবী ইহাঁদের প্রার্থনায় আমি আগমন করিয়াছি আমার গণ সকলও আমার সহিত জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, হে ভামিনি! এই যে সকল যাদব দেখিতেছ ইহারা আমারই গণ, অতএব

সর্ব্বদা মৎপ্রিয়া দেবি মত্তুল্যগুণশালিনঃ ॥

শ্রীদশমে ॥

অহোভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপ ব্রজৌকসাং।

যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনং ॥

তত্রৈব ॥

দুস্ত্যজশ্চানুরাগোঽস্মিন্ সর্ব্বেষাং নো ব্রজৌকসাং।

মিত্যর্থঃ। অহো ইতি বিস্ময়ে যদস্মাদেষাং বা ব্রহ্ম। ষং মিত্রং। কীদৃশং। ব্রহ্ম পূর্ণং মূর্ত্তপূর্ণানন্দত্বাৎ।৬ অমূর্ত্তানন্দস্তু তথা পূর্ণো ভবতি তদপেক্ষয়া শ্রীবিগ্রহস্যৈব প্রচুরানন্দত্বাৎ তথাচ। সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোরিতি ব্রহ্মজ্ঞাননিপুণানামপি চিত্ততনু সংক্ষোভসূচনাৎ। পুনঃ কীদৃশত্বং ব্রহ্ম পরমানন্দং পরম আনন্দো যস্মাৎ। অমূর্ত্তানন্দাৎ মূর্ত্তানন্দস্য পরমত্বং শ্রেষ্ঠত্বং উক্তপ্রকারসনকাদ্যুক্তেঃ। অতোঽত্র পূর্ণত্বং পরমানন্দত্বঞ্চ স্বয়মেব মূর্ত্তানন্দবোধকং। অন্যথা ব্রহ্মেত্যনেনৈব তদুভয়মুপলভ্যেত কিমপরং তয়ো নির্দ্দেশেনৈব ব্রহ্মণো বিশেষণত্বমুক্ত্বা মিত্রবিশেষণমাহ সনাতনমিতি কীদৃশং মিত্রং সনাতনং নিত্যং

ইহাদের পরাক্রম সামান্য নহে, ইহারা সর্ব্বদা আমার প্রিয় ও আমার তুল্য গুণশালী ॥

শ্রীদশমে ১৪ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে ॥

অহো নন্দগোপ এবং ব্রজবাসিদিগের কি আশ্চর্য্য ভাগ্য পরমানন্দরূপী সনাতন পূর্ণব্রহ্ম তাঁহাদের মিত্র হইয়াছেন ॥

দশমে ২৬ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে ॥

শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধনপর্ব্বত ধারণ করিলে গোপগণ বিস্ময়া-

নন্দ তে তনয়েঽস্মাসু তস্যাপ্যৌৎপত্তিকঃ কথং ॥ ১৫১॥
সনাতনং মিত্রমিতি তস্যাপ্যৌৎপত্তিকঃ কথং।
স্নেহোঽস্মাস্বিতি চৈতেষাং নিত্যপ্রেষ্ঠত্বমাগতং।
ইত্যতঃ কথিতা নিত্যপ্রিয়া যাদববল্লভাঃ।

ত্রৈকালিকমিতি যাবৎ। যথা ত্বং ত্রিকালসিদ্ধস্তথা ব্রজলোকোঽপীতি ভাবঃ। যন হি তেষাং সনাতনং মিত্রং ত্বমসি অত এষাং ভাগ্যং কিং বক্তব্যমিতি ভাবঃ॥ ১৫১॥

সনাতনং মিত্রমিতীত্যেতাদৃশযোজনয়েত্যর্থঃ। অন্যথা সনাতনপদবৈয়র্থ্যং স্যাৎ। পূর্বত্বেনৈব তৎসিদ্ধেঃ। যদিচ ব্রহ্মণেঽ বিশেষণং তৎ স্যাত্তাপি মিত্রতা বৈশিষ্ট্যার্থমেব তদ্বিশিষ্যাত ইতি সমানমেব। মনোরমং সুবর্ণমিদং গুণং জাতমিত্যত্র যথা কুণ্ডলস্যৈব মনোরমত্বং সাধ্যং তদ্বত্তস্যাপীতি স্বভাবস্বন্ধ সূচনান্নিত্যত্বমাক্ষিপ্যতে। এবমত্র তস্মাদস্মচ্ছরণং গোষ্ঠমিত্যাদ্যাপি

পন্ন হইয়া নন্দের নিটক আগমন করত জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নন্দ! তোমার এই তনয়ের প্রতি আমাদের সকল ব্রজবাসির দুস্ত্যজ অনুরাগ এবং ইহাঁরও আমাদের প্রতি স্বাভাবিক স্নেহ কেন হইয়াছে, ইনি ত সকলের আত্ম নহেন?॥ ১৫১॥

সনাতন মিত্র ও অস্মৎ কুলে জন্ম এবং অস্মদাদি সকলে স্নেহ ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা যাদব ও ব্রজবাসিগণের নিত্য প্রেষ্ঠতা উপলব্ধি হইতেছে, এজন্য যাদব ও গোপ সকল নিত্যসিদ্ধ বলিয়া কথিত হইয়াছেন, যেমন লীলাবশতঃ মুরারি জন্মাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ যাদব ও গোপ-

এষাং লৌকিকবচ্চেষ্টা লীলা মুররিপোরিব ১৫২ ॥

তথাহি পাদ্মোত্তরখণ্ডে ॥

যথা সৌমিত্রিভরতৌ যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ।

তথা তেনৈব জায়ন্তে নিজলোকাদযদৃচ্ছয়া।

পুনস্তেনৈব গচ্ছন্তি তৎপদং শাশ্বতং পরং।

ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে ॥ ইতি ॥

যে প্রোক্তাঃ পঞ্চপঞ্চাশৎ ক্রমাৎ কংসহরেগুর্ণাঃ।

তে চান্যে চাপি সিদ্ধেষু সিদ্ধিদত্বাদয়ো মতাঃ ॥ ১৫৩ ॥

জ্ঞেয়ং। অত্র বিশেষজিজ্ঞাসা চেৎ কৃষ্ণসন্দর্ভো দৃশ্যঃ ॥ ১৫২ ॥

তেনৈব ভগবতা সহ জায়ন্তে যাদবাদয় ইতি শেষঃ। যদৃচ্ছয়া স্বৈরিতেত্য-মরঃ ॥ ১৫৩ ॥

দিগেরও লৌকিক চেষ্টা জানিতে হইবে ॥ ১৫২ ॥

যথা পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে ॥

যেমন লক্ষ্মণ, ভরত, ও সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি ভগবানের সহিত জন্ম গ্রহণ করেন, তদ্রূপ যাদব ও গোপগণ লীলা বশতঃ ভগবানের সহিত জন্ম গ্রহণ করেন এবং পুনর্ব্বার ভগবানের সহিত নিত্যধামে গমন করিয়া থাকেন, অতএব বৈষ্ণবদিগের জন্ম ও কর্ম্মবন্ধন নাই ॥

কংসরিপুর যে পঞ্চ পঞ্চাশৎ গুণ ক্রমান্বয়ে কথিত হই-য়াছে সেই সকল গুণ ও অন্যান্য সিদ্ধিপ্রদত্বাদি গুণ সকলও সিদ্ধগণে বিদ্যমান আছে ॥ ১৫৩ ॥

ভক্তাস্তু কীর্ত্তিতাঃ শান্তাস্তথাদাসসুতাদয়ঃ।
সখায়ো গুরুবর্গাশ্চ প্রেয়স্যশ্চেতি পঞ্চধা ॥
অথোদ্দীপনাঃ ॥
উদ্দীপনাস্তু তে প্রোক্তা ভাবমুদ্দীপয়ন্তি যে।
তেতু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য গুণাশ্চেষ্টা প্রসাধনং ॥
স্মিতাঙ্গসৌরভে বংশ-শৃঙ্গ-নূপুর-কম্ববঃ ॥
পদাঙ্ক-ক্ষেত্র-তুলসী-ভক্ত-তদ্বাসরাদয়ঃ ॥
তত্র গুণাঃ ॥
গুণাস্তু ত্রিবিধাঃ প্রোক্তাঃ কায় বাঙ্মানসাশ্রয়াঃ ॥ ১৫৪ ॥

অথ ভাবভেদেন তেষামেব ভেদান্তরাণ্যাহ ভক্তাস্ত্বিতি। অত্র দাসাদয়ো দ্বিধা ভাবময়াঃ সাক্ষাৎ প্রাপ্তদাস্তাদয়শ্চ। তত্রোত্তরেষামেব সম্যগালম্বনত্বমভিপ্রেতং ॥ ১৫৪ ॥

শান্ত, দাসসুতাদি, সখা, গুরুবর্গ ও প্রেয়সীগণ এই পাঁচ প্রকার কৃষ্ণভক্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন ॥

অথ উদ্দীপন ॥

যাহারা ভাব প্রকাশ করে তাহাদিগকে উদ্দীপন কহে, তৎ সমুদায় যথা—শ্রীকৃষ্ণের গুণ, চেষ্টা ও প্রসাধন অর্থাৎ কঙ্কতিকা প্রভৃতি, তথা হাস্য, অঙ্গগন্ধ, বংশী, শৃঙ্গ, নূপুর, শঙ্খ, পদচিহ্ন, ক্ষেত্র, তুলসী, ভক্ত, তদ্বাসর অর্থাৎ একাদশী প্রভৃতি, উদ্দীপন বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥

তন্মধ্যে গুণ যথা ॥

কায়িক, বাচিক ও মানসিক ভেদে গুণ তিন প্রকার হয় ॥ ১৫৪ ॥

তত্র কায়িকাঃ ॥

বয়ঃসৌন্দর্য্যরূপাণি কায়িকা মৃদুতাদয়ঃ ॥ ১৫৫ ॥

গুণাঃ স্বরূপমেবাস্য কায়িকাদ্যা যদপ্যমী।
ভেদং স্বীকৃত্য বর্ণ্যন্তে তথাপ্যুদ্দীপনা ইতি ॥
অতস্তস্য স্বরূপস্য স্যাদালম্বনতৈব হি।
উদ্দীপনত্বমেব স্যাদ্ভূষণাদেস্তু কেবলং ॥ ১৫৬ ॥

এষামালম্বনত্বঞ্চ তথোদ্দীপনতাপি চ ॥

বয়ঃসৌন্দর্য্যরূপাণি কায়িকা গুণা মৃদুতাদয়শ্চ কায়িকা গুণা ইত্যর্থঃ ॥১৫৫॥

গুণাঃ স্বরূপমেবেতি স্বরূপধর্ম্মত্বাৎ স্বরূপান্তঃ প্রবিষ্টা ইত্যর্থঃ। ভেদং স্বরূপাদত্যন্ত পৃথক্ত্বং স্বীকৃত্যোপচর্য্যেত্যর্থঃ। যথা। শ্রীকৃষ্ণঃ সুরম্যাঙ্গ ইতি ভাব্যতে তদালম্বনকোটৌ প্রবেশঃ যদাতু কৃষ্ণস্য সুরম্যাঙ্গত্বমিতি ভাব্যতে তদোদ্দীপনকোটৌ প্রবেশ ইতি ভাবঃ। অত ইতি স্বরূপস্য শ্রীবিগ্রহরূপস্যেত্যর্থঃ ॥ ১৫৬ ॥

এষাং গুণানাং বিশিষ্টস্যালম্বনত্বাদ্বিশেষণ রূপেষু গুণেষ্বপ্যংশেনালম্বনত্বং

তন্মধ্যে কায়িক যথা ॥

বয়স্, সৌন্দর্য্য, রূপ এবং মৃদুতা প্রভৃতিকে কায়িক বলে ॥ ১৫৫ ॥

যদিচ শ্রীকৃষ্ণের কায়িক গুণ সকল স্বরূপই বটে, তথাপি ভেদ স্বীকার করিয়া উদ্দীপন রূপে কথিত হইয়াছে। অতএব তদীয় স্বরূপের আলম্বনতাই সিদ্ধ হয়, কিন্তু ভূষণাদির কেবল উদ্দীপনত্ব রূপেই ব্যবহৃত হয় ॥ ১৫৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত গুণ সকল আলম্বন ও উদ্দীপন রূপে কথিত হয় ॥

তত্রৈব বয়ঃ॥

বয়ঃ কৌমারপৌগণ্ডং কৈশোরমিতি তত্ত্রিধা ॥ ১৫৭ ॥
কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি।
আষোড়শাচ্চ কৈশোরং যৌবনং স্যাত্ততঃ পরং ॥ ১৫৮ ॥
ঔচিত্যাত্তত্র কৌমারং বক্তব্যং বৎসলে রসে।
পৌগণ্ডং প্রেয়সি তথা তত্তৎখেলাদিযোগতঃ॥
শ্রৈষ্ঠমুজ্জ্বল এবাস্য কৈশোরস্য তথাপ্যদঃ।
প্রায়ঃ সর্ব্বরসৌচিত্যাদত্রোদাহ্রিয়তে ক্রমাৎ ॥ ১৫৯ ॥

প্রবর্ত্ততে ইতি ভাবঃ ॥ ১৫৭ ॥

কৌমারমিত্যাদিকং দৃষ্টান্তমাত্রং শ্রীকৃষ্ণেতু বিশেষো জ্ঞেয়ঃ। যথা কালেনাল্পেন রাজর্ষে রামঃ কৃষ্ণশ্চ গোকুলে। অঘৃষ্টজানুভিঃ পদ্ভির্বিচক্রমতুরোজসে-ত্যাদিকং ॥ ১৫৮ ॥

তত্র তত্তৎখেলাদিযোগতো যদৌচিত্যং যোগ্যতাতিশয়স্তস্মাদিতি ত্রিষপি যোজনীয়ং। প্রায়ো বাহুল্যেন ॥ ১৫৯ ॥

তন্মধ্যে বয়স্ যথা ॥

বয়স্ তিনপ্রকার কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর ॥ ১৫৭॥ পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের নাম কৌমার, দশ বৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ড, পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত কৈশোর, তৎপরে ষোড়শ বৎসর হইতে যৌবন ॥ ১৫৮ ॥

ক্রীড়াভেদে বৎসলরসে কৌমারবয়স্ ও সখ্যরসে পৌগণ্ড বয়স্ উচিত হয়, কিন্তু মধুররসে কৈশোরবয়সই শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণ প্রায় সর্ব্বরসাশ্রয় বলিয়া ক্রমশ ঐ সকলের উদাহরণ করিতেছি ॥ ১৫৯ ॥

আদ্যং মধ্যং তথা শেষং কৈশোরং ত্রিবিধং ভবেৎ ॥
তত্রাদ্যং কৈশোরং ॥
বর্ণস্যোজ্জ্বলতা ক্বাপি নেত্রান্তে চারুণচ্ছবিঃ।
রোমাবলিপ্রকটতা কৈশোরে প্রথমে সতি ॥ ১৬০ ॥
যথা ॥
হরতি শিতিমা কোঽপ্যঙ্গানাং মহেন্দ্রমণিশ্রিয়ং
প্রবিশতি দৃশোরন্তে কান্তির্মনাগিব লোহিনী।
সখি তনুরুহাং রাজিঃ সূক্ষ্মা দরাস্য বিরোহতে

শিষ্যতে নিত্যমেকরূপতয়া তিষ্ঠতীতি শেষং পরমপূর্ণাবস্থমিত্যর্থঃ। তদেবং নিরুক্তিবলাদ্বক্ষ্যমাণেন চরমশব্দেনাপি তাদৃগবস্থং বাচনীয়ং। চরতি স্বাবির্ভাবোত্তরং সর্ব্বকালং সঞ্চরতি নতু কৌমারাদিবদ্ব্যভিচরতি সা লক্ষ্মী যস্মিন্নিতি ॥ ১৬০ ॥

কৈশোর তিন প্রকার, আদি, মধ্য ও শেষ ॥
তন্মধ্যে আদিকৈশোর যথা ॥

প্রথম কৈশোরে বর্ণের অনির্ব্বচনীয় উজ্জ্বলতা, নেত্রান্তে অরুণবর্ণ কান্তি ও লোমাবলীর প্রকাশ ॥ ১৬০ ॥

যথা ॥

কুন্দলতা স্বীয় সখীকে কহিলেন হে সখি! সম্প্রতি বনমালির তনুতে আশ্চর্য্য শোভা স্ফূর্ত্তি পাইতেছে অবলোকন কর, আহা! তদীয় অঙ্গ সকলের শ্যামলতা ইন্দ্রনীলমণির শোভা হরণ করিতেছে, নয়নদ্বয়ের অন্তে ঈষৎ লোহিতবর্ণ কান্তি প্রবেশ করিয়াছে এবং অল্প অল্প সূক্ষ্ম লোমরাজি

স্ফূরতি সুষমা নব্যেদানীং তনৌ বনমালিনঃ ॥
বৈজয়ন্তী শিখণ্ডাদি নটপ্রবরবেশতা।
বংশীমধুরিমা বস্ত্রশোভা চাত্র পরিচ্ছদঃ ॥
যথা শ্রীদশমে ॥
বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাং।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ ॥ ১৬১ ॥

শিতিমা শ্যামতাতিশয়ঃ। তালব্যাদিরয়ং। শিতী ধবলমেচকাবিত্যমরঃ। লোহিনী রক্তবর্ণা তদিদং তস্যাগ্রজভ্রাতৃজায়ায়া বচনং ॥ ১৬১ ॥

উদ্গত হওয়াতে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতেছে ॥

বৈজয়ন্তী, ময়ূরপুচ্ছাদি, নটবরবেশ, বংশীমাধুর্য্য, বস্ত্র-শোভা এবং পরিচ্ছদ সকলও উদ্দীপনরূপে কথিত হয় ॥১৬১॥

যথা শ্রীদশমে ২১ অ, ৫ শ্লোকে।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! কি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের স্মরণে ব্রজাঙ্গনাদিগের মনঃ ক্ষুব্ধ হইল বলি শ্রবণ কর। গোপীগণ মনে করিলেন শ্রীকৃষ্ণ নটবর শরীর ধারণ করিয়া স্বীয় পদে অঙ্কিত রমণীয় বৃন্দারণ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মস্তকে ময়ূরপুচ্ছময় মুকুট, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার, পরিধান কনকবৎ কপিশবর্ণ বসন, গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা। তিনি স্বয়ং অধরসুধা দিয়া বেণুরন্ধ্র পূরণ করিতেছেন, আর গোপগণ চারিদিকে তদীয় কীর্ত্তি গান করিতেছে ॥ ১৬১ ॥

খরতাত্র নখাগ্রাণাং ধনুরান্দোলিতা ভ্রুবোঃ।
রদানাং রঞ্জনং রাগচূর্ণৈরিত্যাদি চেষ্টিতং॥
যথা॥
নবং ধনুরিবাতনো র্নটদঘদ্বিষো ভ্রূযুগং
শরালিরিব শাণিতা নখররাজিরগ্রে খরা।
বিরাজতি শরীরিণীরুচির দন্তলেখারুণা
ন কা সখি সমীক্ষণাদ্যুবতিরস্য বিত্রস্যতি॥ ১৬২॥
অস্য মোহনতা যথা॥

নাখাগ্রাণাং খরতা রদানাং রঞ্জনমিতি তচ্ছোভাবিশেষজ্ঞাপনায় লোকরীতি-কথনমাত্রং। তত্র তু স্বভাবত এব তাদৃশনখসৌষ্ঠবং শিখরমণিলাবণ্য-তিরস্কারিদন্তলাবণ্যং চাবির্ভবতীতি জ্ঞেয়ং। অতএবৈতে পরিচ্ছদমধ্যে ন পঠিতে ধনুষী ইব আন্দোলিন্যৌ তয়ো র্ভাবঃ ধনুরান্দোলিতা॥ ১৬২॥

তীক্ষ্ণ নখাগ্র, চঞ্চল ভ্রূধনু ও চূর্ণ খদিরদ্বারা দন্ত রঞ্জিত ইত্যাদি চেষ্টা সকলকেও উদ্দীপন বলে॥

যথা॥

হে সখি! অঘরিপুর আশ্চর্য্য মূর্ত্তি দর্শন কর, ইহাঁর ভ্রূযুগল তনুহীন কন্দর্পের নব ধনুর ন্যায় নৃত্য করিতেছে, নখশ্রেণীর অগ্রভাগ এরূপ খরতর যে, শাণিত শর সমূহের ন্যায় বোধ হইতেছে, দন্ত সকল এরূপ অরুণবর্ণ দেখাইতেছে যে ক্রোধই যেন শরীর ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছে, অতএব ইহাঁকে দেখিয়া কোন্ যুবতি না ত্রাসযুক্ত হয়॥১৬২

শ্রীকৃষ্ণের মোহনতা যথা॥

কর্ত্তুং মুগ্ধাঃ স্বয়মচটুলা ন ক্ষমস্তেঽভিযোগং
ন ব্যাদাতুং ক্বচিদপি জনে বক্ত্রমপ্যুৎসহন্তে।
দৃষ্ট্বা তাস্তে নবমধুরিম স্মেরতাং মাধবার্ত্তাঃ
স্বপ্রাণেভ্যস্ত্রয়মুদসৃজন্মদ্য তোয়াঞ্জলীনাং॥

অথ মধ্যং॥

উরুদ্বয়স্য বাহ্বোশ্চ কাপি শ্রীরুরসস্তথা।
মূর্ত্তের্মধুরিমাদ্যঞ্চ কৈশোরে সতি মধ্যমে॥

কর্ত্তুমিতি বৃন্দায়া বচনং। তত্র প্রথমং তস্য সন্দেহং বিরচয্যোৎকণ্ঠাং বর্দ্ধয়ন্তী কারণং বিনৈব কার্য্যমাহ পূর্ব্বার্দ্ধেন। ততশ্চ কুত ইতি তৎপ্রশ্নানন্তরং তদেব কারণত্বে বিন্যস্য সম্যগাদ্রয়ন্ত্যাহ তৃতীয়েন চরণেন। পুনশ্চ তর্হি কিং কুর্ব্বন্তীতি সগদ্গদং তৎপ্রশ্নানন্তরং তমতি ব্যাকুলয়ন্ত্যাহ চতুর্থেনেতি। যোজনীয়ং অভিযোগং ভাবাভিব্যক্তিং॥ ১৬৩॥

বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন হে মাধব! তোমার নব মাধুর্য্যশালি হাস্য সন্দর্শন করিয়া মুগ্ধা গোপীগণ আপন মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে স্বয়ং অক্ষম হইতেছেন, কোন ব্যক্তির সহিত আলাপ করিতেও সক্ষম হইতেছেন না। অধিক কি বলিব এরূপ পীড়িতা হইয়াছেন যে, স্বীয় প্রাণের প্রতি তিন অঞ্জলি জল প্রদান করিয়াছেন অর্থাৎ জীবিতাশা একেবারেই বিসর্জন দিয়াছেন॥

অথ মধ্যকৈশোর॥

মধ্যকৈশোরে উরুদ্বয়, বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থলের কোন অনির্ব্বচনীয় শোভা, তথা মূর্ত্তির মধুরিমাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে॥

যথা ॥

স্পৃহয়তি করিশুণ্ডাদণ্ডনায়োরুযুগ্মং
গরুড়মণিকবাটী সখ্যমিচ্ছত্যুরশ্চ।
ভুজযুগমপি ধিৎসত্যর্গলাবর্গনিন্দা-
মভিনব তরুণিম্নঃ প্রক্রমে কেশবস্য।
মুখং স্মিতবিলাসাঢ্যং বিভ্রমোত্তরলে দৃশৌ।
ত্রিজগন্মোহনং গীতমিত্যাদিরিহ মাধুরী ॥
যথা ॥
অনঙ্গনয়চাতুরীপরিচয়োত্তরঙ্গে দৃশৌ
মুখাম্বুজমুদঞ্চিতস্মিতবিলাসরম্যাধরং।

যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণের অভিনব তারুণ্যারম্ভে তদীয় ঊরুদ্বয় করিশুণ্ডকে দণ্ড দিবার নিমিত্ত স্পৃহা করিতেছে, বক্ষঃস্থল গরুড়-মণি অর্থাৎ মরকতমণি নির্ম্মিত কবাটের সহিত সখ্য বিধান করিতে বাসনা করিতেছে এবং ভুজযুগল অর্গলাবর্গকে নিন্দা করিতেছে, অতএব কেশবের কি আশ্চর্য্য শোভা ॥

মন্দ হাস্যযুক্ত মুখ, বিলাসান্বিত চঞ্চল লোচন, তথা ত্রিজগন্মোহনকারী গীত ইত্যাদি মধ্যকৈশোরের মাধুরী ॥

যথা ॥

আহা! শ্রীকৃষ্ণের প্রথম তারুণ্যাবস্থায় কি আশ্চর্য্য মাধুর্য্য প্রকাশ পাইতেছে, তদীয় লোচনদ্বয় চঞ্চল হইয়া

অচঞ্চলকুলাঙ্গনাব্রতবিড়ম্বিসঙ্গীতকং
হরেস্তরুণিমাঙ্কুরে স্ফুরতি মাধুরী কাপ্যভূৎ ॥
বৈদগ্ধীসারবিস্তারঃ কুঞ্জকেলি মহোৎসবঃ।
আরম্ভো রাসলীলাদেরিহ চেষ্টাদি সৌষ্ঠবং ॥
যথা ॥
ব্যক্তালক্তপদৈঃ ক্বচিৎ পরিলুঠৎ পিঞ্ছাবতংসৈঃ ক্বচি-
ত্তল্পৈর্বিচ্যুতকাঞ্চিভিঃ ক্বচিদসৌ ব্যাকীর্ণকুঞ্জোৎকরা।
প্রোদ্যন্মণ্ডলবন্ধতাণ্ডব ঘটালক্ষোল্লসৎ সৈকতা
গোবিন্দস্য বিলাসবৃন্দমধিকং বৃন্দাটবী শংসতি ॥ ১৬৩ ॥

কন্দর্পকেলী চাতুর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে, হাস্যবিলাস-যুক্ত অধরপল্লবে বদনপদ্ম শোভিত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহার সঙ্গীতের এ রূপ চমৎকার শক্তি যে, তদ্দারা ধীর-স্বভাবা কুলকামিনীগণের পাতিব্রত্য ব্রত বিনষ্ট হইতেছে ॥

মধ্যকৈশোরের চেষ্টা যথা—রসিকতার সার বিস্তার, কুঞ্জক্রীড়ামহোৎসব এবং রাসলীলাদির আরম্ভ ॥

যথা ॥

বৃন্দাবন কোন স্থানে সুস্পষ্ট যাবকযুক্ত পদ চিহ্ন দ্বারা, কোন স্থানে লুণ্ঠিত ময়ূরপুচ্ছের শিরোভূষণ দ্বারা, কোন স্থানে স্খলিত ক্ষুদ্রঘণ্টিকান্বিত শয্যাশালি কুঞ্জগৃহ দ্বারা এবং কোথাও বা মণ্ডলীবন্ধ তাণ্ডব ঘটায় উৎফুল্ল বালুকা দ্বারা ভূষিত হইয়া গোবিন্দের বিলাস সকল সূচনা করিয়া দিতেছেন ॥ ১৬৩ ॥

তন্মোহনতা যথা ॥

বিদূরাম্মারাগ্নিং হৃদয়-রবিকান্তে প্রকটয়-
ন্নুদস্যন্ ধর্ম্মেন্দুং বিদধদভিতো রাগপটলং।
কথং হা ন স্ত্রাণং সখি মুকুলয়ন্ বোধকুমুদং
তরস্বী কৃষ্ণাবভ্রে মধুরিমভরার্কোঽভ্যুদয়তে ॥

অথ শেষকৈশোরং ॥

পূর্ব্বতোঽপ্যধিকোৎকর্ষং বাঢ়মঙ্গানি বিভ্রতি।
ত্রিবলিব্যক্তিরিত্যাদ্যং কৈশোরে চরমে সতি ॥ ১৬৪ ॥

বিদূরাদিতি অবভ্রং নভঃ রাগোঽত্র মারাগ্নিকৃৎতৃষ্ণাতিশয়ঃ ॥ ১৬৪ ॥

মধ্যকৈশোরের মোহনতা যথা ॥

হে সখি! অকস্মাৎ কৃষ্ণাকাশে এ কোন্ বেগবান্ মাধুর্য্য পূর্ণ সূর্য্য দেবের উদয় হইল, ইনি আমাদের ধর্ম্মরূপি চন্দ্রকে অস্তমিত করিয়া সর্ব্বতোভাবে রাগপটল অর্থাৎ অনুরাগ সমূহ বিধান করিতে করিতে দূর হইতে হৃদয় রূপ সূর্য্যকান্ত মণিতে কামাগ্নি নিক্ষেপ পূর্ব্বক জ্ঞান কুমুদকে মুদ্রিত করিয়াদিলেন, অতএব হে সখি! আমাদের আর ত্রাণের উপায় দেখিতেছি না ॥

অথ শেষকৈশোর ॥

চরম কৈশোর প্রবৃত্ত হইলে অঙ্গ সকল পূর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় উৎকর্ষ ধারণ করে এবং তাহাতে স্পষ্ট রূপে ত্রিবলি রেখা প্রকাশ পায় ॥ ১৬৪ ॥

যথা ॥

মরকতগিরের্গণ্ডগ্রাবপ্রভাহরবক্ষসং
শতমখমণিস্তম্ভস্তারম্ভপ্রমাথি ভুজদ্বয়ং।
তনুতরণিজাবীচিচ্ছায়াবিরম্বিবলিত্রয়ং
মদনকদলীসাধিষ্ঠোরুং স্মরাম্যসুরান্তকং ॥

তন্মাধুর্য্যং যথা ॥

দশার্দ্ধশরমাধুরীদমনদক্ষয়াঙ্গশ্রিয়া
বিধূনিতবধূধৃতিং বরকলাবিলাসাস্পদং।
দৃগঞ্চলচমৎকৃতিক্ষপিতখঞ্জরীট-দ্যুতিং

সাধিষ্ঠত্বং পরমাতিশয়িত্বং ॥ ১৬৫ ॥

যথা ॥

যাঁহার বক্ষঃস্থল মরকত পর্ব্বতীয় বৃহৎ পাষাণ খণ্ডের প্রভা হরণ করিতেছে, যাঁহার ভুজদ্বয় ইন্দ্রনীলমণির স্তম্ভকে ন্যক্কার করিতেছে, যাঁহার তনুত্রিবলি যমুনার তরঙ্গমালাকে বিড়ম্বিত করিতেছে, এবং যাঁহার উরু রাগরম্ভা হইতেও পরম সুন্দর দেখাইতেছে, সেই অসুরান্তক শ্রীকৃষ্ণকে আমি চিন্তা করিতেছি ॥

অন্ত্য কৈশোরের মাধুর্য্য যথা ॥

হে তরুণি! পীতাম্বরকে সন্দর্শন কর, ইনি পঞ্চশরের (কন্দর্পের) মাধুরী দমনদক্ষ অঙ্গশ্রী দ্বারা বধূগণের ধৈর্য্য বিনষ্ট করিতেছেন, ইহাঁর অঙ্গ শিল্পনৈপুণ্যের ক্রীড়াস্থান হইয়াছে, নয়নাঞ্চলের চমৎকৃতি দ্বারা খঞ্জনের নৃত্যগর্ব্ব খর্ব্ব

স্ফুরত্তরুণিমোদ্গমং তরুণি পশ্য পীতাম্বরং ॥
ইদমেব হরেঃ প্রাজ্ঞৈর্নবযৌবনমুচ্যতে ॥ ১৬৫ ॥
অত্র গোকুলদেবীনাং ভাবসর্ব্বস্বশালিতা।
অভূতপূর্ব্বকন্দর্পতন্ত্রলীলোৎসবাদয়ঃ ॥ ১৬৬ ॥
যথা ॥
কান্তাভিঃ কলহায়তে ক্বচিদয়ং কন্দর্পলেখান্ ক্বচিৎ
কীরৈরর্পয়তি ক্বচিদ্বিতনুতে ক্রীড়াভিসারোদ্যমং।

ভাবস্য যৎ সর্ব্বস্বং সর্ব্বোৎপ্যর্থস্তেন প্রশংসাবত্তা ॥ ১৬৬ ॥

অত্র কৈশোরে ভেদাশ্চতুর্দ্ধা বর্ণ্যন্তে লক্ষণেন পরিচ্ছদেন চেষ্টিতেন মোহনতাবৈশিষ্ট্যেন চ। তত্র যদ্যপি পরিচ্ছদাদীন্যপি লক্ষণান্যেব তথাপি বিশেষতত্ত্বজ্ঞাপয়িতুমেব পৃথক্ নির্দ্দেশঃ। তদেবমাদ্য কৈশোরে তানি স্পষ্টান্যেব মধ্যশেষয়োস্তু পরিচ্ছদস্য প্রায়ঃ সর্ব্বত্র সমানত্বাৎ পৃথক্ নোক্তিঃ

হইতেছে অতএব ইহাঁর সুন্দর তারুণ্যের কথা আর কি বলিব ॥

পণ্ডিতগণ ইহাকেই হরির নবযৌবন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ১৬৫ ॥

এই অন্ত্য কৈশোরে ব্রজদেবী সকলের অপূর্ব্ব কন্দর্প ক্রীড়া রূপ লীলানন্দভাব সমুদায় প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ১৬৬

যথা ॥

এই কুঞ্জরাজ শ্রীকৃষ্ণ কামক্রীড়ায় ষড়্গুণ (সন্ধি, বিগ্রহ, গমন সাধন, আসন, ভেদ ও আশ্রয়) বিশিষ্ট হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট শৃঙ্গার রাজ্য শাসন করিতেছেন, যথা—কোন স্থানে

সখ্যা ভেদয়তি কচিৎ স্মরকলাষাড়্গুণ্যবানীহতে
সন্ধিঃ কাপ্যনুশাস্তি কুঞ্জনৃপতিঃ শৃঙ্গাররাজ্যোত্তমং ॥১৬৭
তন্মোহনতা যথা ॥

মাধুরী চ মোহনতায়া এব কারণাবস্থা পৃথক্ দর্শিতা। সা চাদ্যেপি ব্যঞ্জিতাস্তি। নবমধুরিমস্মেরতামিতাননেন নবং ধনুরিবাতনো নটদখঞ্জিবোভ্রূযুগমিত্যনেন রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্নিতানেন চ। মধ্যে চেষ্টাদিসৌষ্ঠবমিতি চেষ্টায়া আদিঃ শ্রৈষ্ঠ্যং সৌষ্ঠবমিত্যর্থঃ। চরমেঽপি চাত্র গোকুলেতি মোহনতা। তস্মাৎ সৌষ্ঠবমাধুর্য্যমোহনতানাং ভেদেঽপ্যভেদনির্দেশঃ পরস্পরমব্যতিরেকিতয়াবগন্তব্যঃ। অত্র সৌষ্ঠবং তদ্দয়ো র্যোগ্যাঙ্গশোভাবিশেষঃ মাধুর্য্যং তেন রোচকতা। মোহনতাতু তয়ানুভবান্তরমাচ্ছিদ্য কর্ষিতেতি জ্ঞেয়ং। তদেবং প্রকরণার্থো ব্যাখ্যাতঃ। অভূতপূর্ব্বেতি চেষ্টিতমুদ্দিষ্টং। তত্রচ সন্তি যথা কান্তাভিরিত্যাদিনা চেষ্টিতমুদাহরতি ষাড়্গুণ্য ইতি। কচিৎ শৃঙ্গাররাজ্যোত্তমানুশাসনে ইত্যেব লভ্যতে। অত্র নীতিশাস্ত্রানুসারো জ্ঞেয়ঃ। যথোক্তং। সন্ধি র্না বিগ্রহো যানমাসনং দ্বৈধমাশ্রয়ঃ ষড়্গুণা ইতি। অত্র কান্তাভিরিতি বিগ্রহঃ। কন্দর্পলেখানিতি দ্বৈধং। ক্রীড়েতি যানং। সখ্যেত্যাশ্রয়ঃ। সন্ধিমিতি সন্ধিঃ। কুঞ্জনৃপতিরিত্যাসনমিতি ষট্কং ব্যঞ্জিতং ॥ ১৬৭ ॥

সুন্দরী সকলের সহিত কলহ উপস্থিত করিতেছেন, কোথাও শুকপক্ষি-দ্বারা নখচিহ্নরূপ দ্বৈধ বিধান করিতেছেন, কোথাও ক্রীড়ার নিমিত্ত গমনোদ্যত হইতেছেন এবং কোথাও বা সখার সহিত সন্ধি ও আশ্রয় বিধান করিতেছেন ॥ ১৬৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মোহনতা যথা ॥

কর্ণাকর্ণি সখীজনেন বিজনে দূতীস্তুতিপ্রক্রিয়া
পত্যুর্বঞ্চনচাতুরী গুণনিকা কুঞ্জপ্রয়াণে নিশি।
বাধির্য্যং গুরুবাচি বেণুবিরুতাবুৎকর্ণতেতিব্রতান্
কৈশোরেণ তবাদ্য কৃষ্ণ গুরুণা গৌরীগণঃ পাঠ্যতে॥ ১৬৮
নেতুঃ স্বরূপমেবোক্তং কৈশোরমিহ যদ্যপি।
নানাকৃতিপ্রকটনাত্তথাপ্যুদ্দীপনং মতং ॥ ১৬৯ ॥

অথ মোহনতামুদাহরতি তন্মোহনতা যথেতি। তদেবং ত্রিষপি কৈশোরেষু সাম্যেনৈব বর্ণনং জ্ঞেয়ং। কর্ণাকর্ণীতি প্রণয়েন বিসম্বাদপ্রায়ত্বাৎ। পরস্পরং কর্ণেন কর্ণেন যুদ্ধং বৃত্তমিত্যর্থঃ॥ ১৬৮ ॥

পূর্ব্বং গুণাঃ স্বরূপমিত্যাদিনাযং ভেদমঙ্গীকৃত্য গুণানামুদ্দীপনত্বং দর্শিতং তমেব কৈশোরমুপলক্ষ্য স্থাপয়ংস্তেষাং স্বত উদ্দীপনত্বমেবেতি দ্রঢ়য়তি নেতুরিতি। স্বরূপধর্ম্মত্বাদযদ্যপি নেতুর্নায়কস্য স্বরূপমেব কৈশোরং তথাপি নানাকৃতীনাং কৌমারপৌগণ্ড কৈশোরাণাং যথাবসরমেব প্রকটনাৎ প্রাকট্যাৎ কৃষ্ণাখ্যধর্ম্মিণস্তু তত্র তত্রানুগতত্বাৎ কৈশোরমপ্যুদ্দীপনমেবেত্যর্থঃ। আলম্বনঃ খলু সর্ব্বদানুগত এব। উদ্দীপনাস্তু কাদাচিৎকা ইতি॥ ১৬৯ ॥

হে কৃষ্ণ! অদ্য তোমার কৈশোরবয়স্ গোপীগণের গুরু পদবীতে আরোহণ করিয়া তাঁহাদিগকে সখীজনের সহিত কর্ণাকর্ণি, নির্জনে দূতীদিগকে স্তব করিবার রীতি, পতিবঞ্চনা বিষয়ে চাতুর্য্য; রজনীযোগে কুঞ্জগমনে অভ্যাস; গুরুবাক্যে বধিরতা ও বেণুধ্বনিতে উৎকর্ণতা, ইত্যাদি ব্রত সকল পাঠ করাইতেছে॥ ১৬৮ ॥

যদিচ এস্থলে কৈশোরবয়স্‌কে নায়কের স্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে তথাপি নানা রূপের প্রকটন বশত ঐ কৈশোর উদ্দীপনরূপে সম্মত হইয়া থাকে॥ ১৬৯ ॥

বাল্যেঽপি নবতারুণ্যপ্রাকট্যং শ্রূয়তে ক্বচিৎ।
তন্নাতিরসবাহিত্বান্ন রসজ্ঞৈরুদাহৃতং॥ ১৭০॥

অথ সৌন্দর্য্যং॥

ভবেৎ সৌন্দর্য্যমঙ্গানাং সন্নিবেশো যথোচিতং॥ ১৭১॥

যথা॥

মুখং তে দীর্ঘাক্ষং মরকতভটীপীবরমুরো
ভুজদ্বন্দ্বং স্তম্ভদ্যুতিসুবলিতং পার্শ্বযুগলং।

শ্রূয়ত ইতি। বাল্যেঽপি ভগবান্ কৃষ্ণ স্তরুণং রূপমাশ্রিতঃ। রেমে বিহারৈর্বিবিধৈঃ প্রিয়য়া সহ রাধয়েত্যাদি ব্রহ্মরত্নাকরধৃতভবিষ্যপুরাণাদৌ। তন্নাতিরসবাহিত্বাদিতি। ক্রমযোগেনৈব রসাঃ সম্পদ্যন্তে নেতরথেতি ভাবঃ॥ ১৭০॥

তত্র সৌন্দর্য্যং সুরম্যাঙ্গত্বপর্য্যায়ং॥ ১৭১॥

মুখমিতি লহর্য্যত্র উত্তরোত্তরমাধুর্য্যাবির্ভাবঃ। জঘনশব্দঃ পুংস্কট্যগ্রভাগেঽপি যুজ্যতে। মহীতলং তজ্জঘনমিতি দ্বিতীয়স্কন্ধে বিরাড়্বর্ণনাৎ।

কোন স্থানে বাল্যাবস্থাতেও শ্রীকৃষ্ণের নবতারুণ্য প্রকাশ হইয়াছে, শুনিতে পাওয়া যায় কিন্তু রসপোষক না হওয়াতে রসজ্ঞেরা তাহার উদাহরণ করেন নাই॥ ১৭০॥

অথ সৌন্দর্য্য॥

অঙ্গ সকলের যথাযোগ্য সন্নিবেশকে সৌন্দর্য্য বলে॥১৭১

যথা॥

হে কংসারে! তোমার দীর্ঘ নয়নযুক্ত বদনমণ্ডল, মরকতমণি কবাটাপেক্ষা স্থূল, বক্ষঃ স্তম্ভসদৃশ ভুজদ্বয়, সুন্দর

তত্র রাসো যথা ॥

নৃত্যদ্গোপনিতম্বিনীকৃতপরীরম্ভস্য রম্ভাদিভি-
র্গীর্ব্বাণীভিরনঙ্গরঙ্গবিবশং সংদৃশ্যমানশ্রিয়ঃ।
ক্রীড়াতাণ্ডবপণ্ডিতস্য পরিতঃ শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ তে
রাসারম্ভরসার্থিনো মধুরিমা চেতাংসি নঃ কর্ষতি ॥১৭৭॥

দুষ্টবধো যথা ললিতমাধবে ॥

শম্ভুর্ব্বৃষং নয়তি মন্দরকন্দরান্ত-
র্ম্লানঃ সলীলমপি যত্র শিরো ধুনানে।

নৃত্যদ্গোপনিতম্বিনীতি। শ্রীব্রজদেবীভি র্মথুরায়াং প্রেষিতা পত্রীয়ং ॥ ১৭৭ ॥
শম্ভুরিতি। আঃ ইতি কোপে। কোপশ্চায়মন্যচিত্তং শ্রোতারং প্রত্যেব আস্ত

তন্মধ্যে রাস যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় অবস্থিতি কালে ব্রজদেবীগণ পত্রিকা প্রেরণ করিলেন, যথা—হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমি নৃত্য ক্রীড়ায় সুপাণ্ডিত্য প্রকাশ পূর্ব্বক যে সময়ে রাসরসার্থী হইয়া নৃত্য-শালিনী গোপনিতম্বিনীগণের সহিত আলিঙ্গন করিয়াছিলে, তৎকালে রম্ভা প্রভৃতি দেবীগণ অনঙ্গরঙ্গে বিবশা হইয়া তোমার শোভা দর্শন করিতেছিল। এক্ষণে সেই মধুরিমা আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে ॥ ১৭৭ ॥

দুষ্টবধ যথা ॥

ললিতমাধবে ॥

আঃ কি আশ্চর্য্য !, যে বৃষাসুর লীলাবশতঃ মস্তক কম্পিত করাতে দেবদেব শম্ভু ম্লান হইয়া বৃষকে মন্দরগিরির গুহা

আঃ কৌতুকং কলয় কেলিলবাদরিষ্টং
তং দুষ্টপুঙ্গবমসৌ হরিরুন্মমাথ ॥

অথ প্রসাধনং ॥

কথিতং বসনাকল্পমণ্ডনাদ্যং প্রসাধনং ॥ ১৭৮ ॥

তত্র বসনং ॥

নবার্করশ্মিকাশ্মীরহরিতালাদিসন্নিভং।
যুগং চতুষ্কং ভূয়িষ্ঠং বসনং ত্রিবিধং হরেঃ ॥

তত্র যুগং ॥

পরিধানং সসংব্যানং যুগরূপমুদীরিতং ॥ ১৭৯ ॥

স্যাং কোপ পীড়য়োরিতি কোষকারাঃ ॥ ১৭৮ ॥

চতুষ্কমিত্যত্রোত্তরীয়মপি কদাচিজ্‌জ্ঞেয়ং। বসনস্ত যুগত্বাদিভেদাঃ সময়-বিশেষোচিতত্বাৎ ॥ ১৭৯ ॥

মধ্যে স্থাপন করেন, কৌতুক দেখ, শ্রীকৃষ্ণ অবলীলাক্রমে সেই দুষ্ট অরিষ্টকে বিনষ্ট করিলেন ॥

অথ প্রসাধন ॥

বসন, সজ্জা ও ভূষণাদিকে প্রসাধন বলে ॥ ১৭৮ ॥

তন্মধ্যে বসন যথা ॥

অরুণ, কুঙ্কুম ও হরিতাল বর্ণ বিশিষ্ট যুগ, চতুষ্ক ও ভূয়িষ্ঠ ভেদে শ্রীকৃষ্ণের বসন তিন প্রকার হয় ॥

তন্মধ্যে যুগবসন যথা ॥

পরিধান ও উত্তরীয়কে যুগবসন বলে ॥ ১৭৯ ॥

যথা স্তবাবল্যাং মুকুন্দাষ্টকে ॥

কনকনিবহশোভানিন্দিপীতং নিতম্বে
তদুপরি নবরক্তং বস্ত্রমিত্থং দধানঃ।
প্রিয়মিব কিল বর্ণং রাগযুক্তং প্রিয়ায়াঃ ॥
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্টপূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥

চতুষ্কং ॥

চতুষ্কং কঞ্চুকোষ্ণীষতুন্দবন্ধান্তরীয়কং ॥

যথা ॥

স্মেরাস্যঃ পরিহিতপাটলাম্বরশ্রী-

ইত্থং বস্ত্রং দধান ইতি যদুক্তং তৎ কথং তত্রাহ কনকেতি। কনকনিবহ-শোভানিন্দি বস্ত্রং নিতম্বে পরিদধন্ পরিষ্টান্নব্যবাহ্লীক বস্ত্র। তনুরুচিমনুরাগে-ণান্বিতাং বা প্রিয়ায়া ইতি বা পাঠান্তরং ॥ ১৮০ ॥

যথা স্তবাবলীর মুকুন্দাষ্টকে ॥

মুকুন্দ নিতম্বদেশে স্বর্ণরাশির শোভাহারি পীতবসন ও তদুপরি প্রিয়তমার অনুরাগ যুক্ত দেহ প্রভার ন্যায় নূতন রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া আমার নয়নের অভীষ্ট পূর্ণ করিতেছেন ॥

চতুষ্ক বসন যথা ॥

কঞ্চুক (জামা) উষ্ণীষ (পাগ) তুন্দবন্ধ (উদর বন্ধ) এবং অন্তরীয়ক অর্থাৎ পরিধেয়, ইহাকেই বসন চতুষ্ক কহে ॥

যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণ পাটল অর্থাৎ ঈষৎ রক্তবর্ণ বসন পরিধান পূর্ব্বক

শ্ছন্নাঙ্গঃ পুরটরুচোরু কঞ্চুকেন।
উষ্ণীষং দধদরুণং ধটীঞ্চ চিত্রাং
কংসারির্বহতি মহোৎসবে মুদং নঃ॥

ভূয়িষ্ঠং॥

খণ্ডিতাখণ্ডিতং ভূরিনটবেশক্রিয়োচিতং।
অনেকবর্ণং বসনং ভূয়িষ্ঠং কথিতং বুধৈঃ॥ ১৮০॥

যথা॥

অখণ্ডিতবিখণ্ডিতৈঃ শিতপিশঙ্গনীলারুণৈঃ
পটৈঃ কৃতযথোচিতপ্রকটসন্নিবেশোজ্জ্বলঃ।
অয়ং করভরাট্প্রভঃ প্রচুররঙ্গশৃঙ্গারিতঃ

সন্নিবেশো রচনাকলভরাট্প্রভইতি কলভরাজইব প্রভা যস্য সঃ। অখণ্ডিতবিখণ্ডিতৈরিতি বস্ত্রময়তত্তদলঙ্কারভেদাৎ। যথা মথুরায়াং বায়কেন দত্তমাসীদিতি জ্ঞেয়ং। শৃঙ্গারশব্দোঽত্র কলভসাদৃশ্যে তত্রাপি বেশতয়া

অঙ্গে স্বর্ণবর্ণ উৎকৃষ্ট কঞ্চুক, মস্তকে অরুণবর্ণ উষ্ণীষ ও উদর মধ্যে বিচিত্র ধটী বন্ধন করিয়া হাস্য বদনে বিচরণ করত আমাদের হর্ষ বর্দ্ধন করিতেছেন॥

ভূয়িষ্ঠ যথা॥

নটবেশের উপযুক্ত খণ্ড ও অখণ্ড নানাবর্ণ বসন সকলকে পণ্ডিতগণ বসন ভূয়িষ্ঠ বলিয়া থাকেন॥ ১৮০॥

যথা॥

হে বিপুলনিতম্বে! মেঘকান্তি এই মাধব, খণ্ড ও অখণ্ড শুক্ল, পিঙ্গল, নীল ও অরুণবর্ণ বস্ত্র সকল যথাযোগ্য স্থানে

করোতি করভোরু মে ঘনরুচির্মুদং মাধবঃ ॥

অথাকল্পঃ ॥

কেশবন্ধনমালেপো মালাচিত্রং বিশেষকঃ।
তাম্বূলং কেলিপদ্মাদিরাকল্পঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৮১ ॥
স্যাজ্জূটঃ কবরী চূড়া বেণী চ কচবন্ধনং।
পাণ্ডুরঃ কর্ব্বুরঃ পীত ইত্যালেপস্ত্রিধা মতঃ ॥ ১৮২ ॥
মালা ত্রিধা বৈজয়ন্তী রত্নমালা বনস্রজঃ।

লক্ষ্যতে ॥ ১৮১ ॥

জূটো ঘাটোপরি ধম্মিল্লঃ। কবরী পুষ্পাদিনা কেশবেশঃ। চূড়া উর্দ্ধবদ্ধাঃ কচাঃ বেণী পৃষ্ঠভাগে দীর্ঘতয়া কেশগুম্ফনং ॥ ১৮২ ॥

বৈজয়ন্তী পঞ্চবর্ণময়ী জানুপর্য্যন্ত লম্বিতা চ বনমালা পত্রপুষ্পময়ী পাদ-

---

ধারণ পূর্ব্বক, শ্রেষ্ঠ করিশাবক সদৃশ বহুরঙ্গে সুশোভিত হইয়া আমার হর্ষ বিধান করিতেছেন ॥

অথ আকল্প ॥

কেশবন্ধন, আলেপ, মালা, চিত্র, তিলক, তাম্বূল ও ক্রীড়াপদ্ম এই সকলকে আকল্প বলে ॥ ১৮১ ॥

জূট (গ্রীবার পশ্চাদ্দেশে কেশ বন্ধন) কবরী (পুষ্পাদি দ্বারা কেশ বন্ধন) চূড়া (ঊর্দ্ধবদ্ধ কেশ) বেণী (পৃষ্ঠভাগে লম্বিত কেশ বন্ধন) এই সকলকে কেশ বন্ধন বলে। শ্বেত, চিত্রবর্ণ এবং পীত এই তিন প্রকার আলেপ হয় ॥ ১৮২ ॥

মালা তিন প্রকার বৈজয়ন্তী অর্থাৎ পঞ্চবর্ণ পুষ্প নির্ম্মিত জানু পর্য্যন্ত লম্বিত মালা, রত্নমালা ও বনমালা অর্থাৎ পত্র

অন্যা বৈকক্ষকাপীড়প্রালম্বাদ্যাভিদা মতাঃ ॥ ১৮৩ ॥
মকরীপত্রভঙ্গাঢ্যং চিত্রং পীতসিতারুণং।
তথা বিশেষকোঽপি স্যাদন্যদূহ্যং স্বয়ং বুধৈঃ ॥ ১৮৪ ॥
যথা ॥
তাম্বূলস্ফুরদাননেন্দুরমলং ধম্মিল্লমুল্লাসয়ন্
ভক্তিচ্ছেদলসৎসুঘৃষ্টঘুসৃণালেপশ্রিয়া পেশলঃ।
তুঙ্গোরঃস্থলপিঙ্গলস্রগলিকভ্রাজিষ্ণুপত্রাঙ্গুলিঃ

পর্য্যন্তলম্বিতা চ। পুনর্মালাভেদানাহ অন্যা ইতি বৈকক্ষকন্তু তৎস্যাদ্যত্তির্য্যক্ ক্ষিপ্তমুরসি মাল্যং চূড়াবেষ্টনমাল্যমাপীড়ং কণ্ঠাদৃজুলম্বি মাল্যং প্রালম্বং ॥ ১৮৩ ॥
তথেতি পীতশীতারুণ ইত্যর্থঃ। বিশেষকস্তিলকং ॥ ১৮৪ ॥
অলিকং ললাটং পত্রাঙ্গুলিঃ পত্রভঙ্গঃ অদ্য তাম্বূল ইত্যাদিবর্ণিতরূপঃ

পুষ্পময়ী পাদ পর্য্যন্ত লম্বিতা মালা। মালার বিশেষ বিশেষ নাম যথা—বৈকক্ষক অর্থাৎ বক্ষঃস্থলে বক্রভাবে নিক্ষিপ্ত মালা, আপীড় অর্থাৎ চূড়া বেষ্টন মাল্য, প্রালম্ব অর্থাৎ কণ্ঠ-দেশ হইতে সরলভাবে লম্বিত মালা ॥ ১৮৩ ॥

শ্বেত,পীত ও অরুণবর্ণ মকরী পত্র নির্ম্মাণাদি ও তিলক-রচনাকে চিত্র কহে। পণ্ডিতগণ এতদ্ভিন্ন অন্যান্যও স্বয়ং উদাহরণ করিবেন ॥ ১৮৪ ॥

হে সখি! শ্যামাঙ্গ মাধব তাম্বূল রাগদ্বারা মুখচন্দ্রের শ্রী সম্পাদন পূর্ব্বক, নির্ম্মল সুপ্রকাশ কুঞ্চিত কেশ ও সুঘৃষ্ট কুঙ্কুম আলেপ শোভাদ্বারা তথা বিশাল বক্ষে রক্তবর্ণ মালা ধারণ এবং ললাটে পত্র ভঙ্গ অর্থাৎ তিলক দ্বারা রঞ্জিত

শ্যামাঙ্গদ্যুতিরদ্য মে সখি দৃশো দুর্গ্ধে মুদং মাধবঃ ॥

অথ মণ্ডনং ॥

কিরীটং কুণ্ডলে হারশ্চতুষ্কী বলয়োর্ম্ময়ঃ।
কেয়ূরনূপুরাদ্যঞ্চ রত্নমণ্ডনমুচ্যতে ॥ ১৮৫ ॥

কাঞ্চী চিত্রা মুকুটমতুলং কুণ্ডলে হারিহীরে
হারস্তারো বলয়মমলং চন্দ্রচারুশ্চতুষ্কী।
রম্যাচোর্ম্মি র্মধুরিমপূরে নূপুরেচেত্যঘারে
রঙ্গৈরেবাভরণপটলী ভূষিতা দোগ্ধি ভূষাং ॥

কুসুমাদিকৃতঞ্চেদং বন্যমণ্ডনমীরিতং।

সন্ দৃশোরাধারভূতয়োর্মুদং দুগ্ধে প্রপূরয়তি ॥ ১৮৫ ॥

তারঃ শুদ্ধমুক্তাময়ঃ উর্ম্মিরঙ্গুরীয়কঃ নূপুরে চেত্যঘারে রিতি অত্র নূপুরেচেতি শৌরেরিতি বা পাঠঃ। বলয়মিত্যত্রোর্ম্মিরিত্যত্র চ বহুত্বেহপ্যেক বচনং জাতিবিবক্ষয়া সম্পন্নো মব ইতিবত্তথাপি বহুত্বং বোধয়ত্যেব। জাত্যা ব্যক্তীনাং

হইয়া আমার নয়নদ্বয়ের আনন্দ দোহন করিতেছেন ॥

অথ মণ্ডন ॥

কিরীট, কুণ্ডল, হার, চতুষ্কী অর্থাৎ তক্তি, বলয়, অঙ্গুরীয়ক, কেয়ূর ও নূপুরাদি এই সকলকে রত্নভূষণ বলে ॥১৮৫॥

বিচিত্র ক্ষুদ্রঘণ্টিকা; তুলনা রহিত মুকুট, হীরক নির্ম্মিত কুণ্ডলদ্বয়, শুদ্ধ মুক্তাহার, নির্ম্মল বলয়, মনোহর চন্দ্র বিশিষ্ট চতুষ্কী অর্থাৎ তক্তি, রমণীয় অঙ্গুরীয়ক ও মাধুর্য্যপূর্ণ নূপুরদ্বয় ইত্যাদি ভূষণ সকল অঘশত্রু শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ শোভা দ্বারা স্ব স্ব শোভা পূর্ণ করিতেছে ॥

পুষ্পাদি দ্বারা কৃত ভূষণকে বন্য ভূষণ কহে। গৈরিকাদি

ধাতুকৃপ্তঞ্চ তিলকং পত্রভঙ্গলতাদিকং ॥ ১৮৬ ॥

অথ স্মিতং ॥

যথা কর্ণামৃতে ॥

অখণ্ডনির্ব্বাণরসপ্রবাহৈ-

র্বিখণ্ডিতাশেষরসান্তরাণি।

অযন্ত্রিতোদ্বান্তসুধার্ণবানি

জয়ন্তি শীতানি তব স্মিতানি ॥ ১৮৭ ॥

অথ সৌরভং যথা ॥

পরিমলসরিদেসা যদ্বহন্তী সমন্তাৎ

পুলকয়তি বপুর্নঃ কাপ্যপূর্ব্বা মুনীনাং।

বাঙ্গ্যত্বাৎ। অতএব জাত্যাখ্যায়ামেকস্মিন্ বহুবচনমন্যতরস্যামিতি পাণিনি-সূত্রং ॥ ১৮৬ ॥

নির্ব্বাণং পরমানন্দঃ শীতানি সর্ব্বতাপহারীণি ॥ ১৮৭ ॥

ধাতু নির্ম্মিত তিলককে পত্রভঙ্গ লতাদি কহা যায়॥ ১৮৬ ॥

অথ স্মিত ॥

যথা কর্ণামৃতে ॥

হে কৃষ্ণ! তোমার সর্ব্বতাপহারি ঈষৎ হাস্য অখণ্ড পূর্ণানন্দ রসতরঙ্গ দ্বারা অন্য রসান্তর সকলকে দূর করিয়া অবাধে যেন সুধাসমুদ্র উদ্গীরণ করত বিরাজ করিতেছে॥১৮৭

অঙ্গসৌরভ যথা ॥

সূর্য্যোপরাগ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে গমন করিলে তদীয় অঙ্গ হইতে কোন অপূর্ব্ব পরিমলবাহিনী সরিৎ চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইয়া অস্মদাদি মুনিগণের বপু পুলকিত

মধুরিপুরুপরাগে তদ্বিনোদায় মন্যে
কুরুভুবমনবদ্যামোদসিন্ধু র্বিবেশ ॥
অথ বংশঃ ॥
ধ্যানং বলাৎ পরমহংসকুলস্য ভিন্দন্
নিন্দন্ সুধামধুরিমাণমধীরধর্ম্মা।
কন্দর্পশাসনধুরাং মুহুরেষ শংসন্
বংশীধ্বনি র্জয়তি কংসনিসূদনস্য ॥
এষ ত্রিধা ভবেদ্বেণু-মুরলী-বংশিকেত্যপি ॥
তত্র বেণুঃ ॥
পারিকাখ্যো ভবেদ্বেণু র্দ্বাদশাঙ্গুলদৈর্ঘ্যভাক্।

কুরুভুবং কুরুক্ষেত্রং। বিনসনমিতি পাঠো নেষ্টঃ ॥ ১৮৮ ॥

করত আমোদ সমুদ্রে প্রবেশ করিল, অতএব বোধ হইল শ্রীকৃষ্ণ যেন মুনিবৃন্দকে আনন্দ প্রদানার্থই কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন ॥

অথ বংশ ॥

কংস নাশন শ্রীকৃষ্ণের চঞ্চল বংশীধ্বনি বল পূর্ব্বক পরম হংসদিগের ধ্যান ভঙ্গ পুরঃসর অমৃত মাধুর্য্যকে নিন্দা করত বারম্বার কন্দর্প অতিশয় শাসন ঘোষণা প্রদান করিয়া সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হইতেছে ॥

বংশ তিন প্রকার, বেণু, মুরলী ও বংশিকা ॥

তন্মধ্যে বেণু যথা ॥

যাহা দ্বাদশ অঙ্গুলী দীর্ঘ ও অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত স্থূল ও ছয়টী

স্থৌল্যেঽঙ্গুষ্ঠমিতঃ ষড়্ভিরেষ রন্ধ্রৈঃ সমন্বিতঃ ॥

মুরলী ॥

হস্তদ্বয়মিতায়ামা মুখরন্ধ্রসমন্বিতা।

চতুঃস্বরচ্ছিদ্রযুক্তা মুরলী চারুনাদিনী ॥ ১৮৮ ॥

বংশী ॥

অর্দ্ধাঙ্গুলান্তরোন্মানং তারাদিবিবরাষ্টকং।

ততঃ সার্দ্ধাঙ্গুলাদ্যত্র মুখরন্ধ্রং তথাঙ্গুলং।

শিরো বেদাঙ্গুলং পুচ্ছং ত্র্যঙ্গুলং সাতু বংশিকা।

নবরন্ধ্রা স্মৃতা সপ্তদশাঙ্গুলমিতা বুধৈঃ ॥ ১৮৯ ॥

অর্দ্ধাঙ্গুলমন্তরং ছিদ্রয়োর্মধ্যভাগস্তথোন্মানং ছিদ্রস্য বিস্তারো যত্র তৎ। ততোঽঙ্গুল্যন্তর ইত্যত্র ততঃ সার্দ্ধাঙ্গুলাদিত্যেব পাঠঃ। সপ্তদশাঙ্গুলত্বানুপপত্তেঃ। যোগ্যত্বাচ্চ ততোঽঙ্গুল্যন্তর ইতি পাঠে গ্রন্থিতো বহিরর্দ্ধাঙ্গুলং জ্ঞেয়ং। তথাঙ্গুলমিত্যত্র প্রমাণে লুগিতি মাত্রচোলুক্। অর্দ্ধাঙ্গুলাদিশব্দাস্তু সংখ্যাব্যয়াভ্যামঙ্গুলেরিতি সমাসান্তবিধানাৎ ॥ ১৮৯ ॥

ছিদ্রযুক্ত তাহাকে পাবিকাখ্য বেণু বলে ॥

মুরলী যথা ॥

যাহা দ্বিহস্ত পরিমিত,মুখ মধ্যে রন্ধ্র এবং চারিটী স্বরের ছিদ্র সমন্বিত, তাদৃশ মনোহর শব্দ কারিণীর নাম মুরলী ॥১৮৮

বংশী যথা ॥

এক এক অঙ্গুলি ব্যবধানে অষ্টছিদ্র, সার্দ্ধ অঙ্গুল অন্তরে মুখছিদ্র, উপরিভাগে চারি অঙ্গুল, পশ্চাৎ ভাগে তিন অঙ্গুল এবং গ্রন্থির পরভাগ অর্দ্ধ অঙ্গুল, সকলে নবছিদ্র সমন্বিতত্ত সপ্তদশ অঙ্গুল পরিমিত বংশকে বংশী কহে ॥ ১৮৯ ॥

দশাঙ্গুলান্তরা স্যাচ্চেৎ সা তারমুখরন্ধ্রয়োঃ।
মহানন্দেতি বিখ্যাতা তথা সম্মোহিনীতি চ।
ভবেৎ সূর্য্যান্তরা সা চেত্তত আকর্ষিণী মতা।
আনন্দিনী তদা বংশী ভবেদিন্দ্রান্তরা যদি।
গোপানাং বল্লভা সেয়ং বংশুলীতি চ বিশ্রুতা।
ক্রমান্মণিময়ী হৈমী বৈণবীতি ত্রিধা চ সা॥ ১৯০॥

অথ শৃঙ্গং॥

শৃঙ্গন্তু গবলং হেম নিবদ্ধাগ্রিমপশ্চিমং।

দেশাঙ্গুলেত্যাদাবঙ্গুলীনাং বৃদ্ধির্মুখ রন্ধ্র তদব্যবহিত রন্ধ্রয়োরন্তরাল এব জ্ঞেয়া॥ ১৯০॥

গবলমত্র বনমহিষশৃঙ্গং উপলক্ষণঞ্চেদং কৃষ্ণসারাদি শৃঙ্গাণাং। অগ্রিমো

যদি সেই বংশীর মুখছিদ্র ও স্বরছিদ্র দশ অঙ্গুলি ব্যবধানে হয়, তাহা হইলে তাহার নাম মহানন্দা ও সম্মোহিনী; দ্বাদশাঙ্গুল অন্তর হইলে আকর্ষিণী, চতুর্দ্দশ অঙ্গুল অন্তর হইলে আনন্দিনী বলিয়া কথিত হয়, ঐ আনন্দিনী গোপসকলের প্রিয় এবং বংশুলী নামে অভিহিত হয়। বংশী ক্রমে মণিময়ী, হৈমী ও বৈণবী এই তিন প্রকার হয়। মণিময়ীর নাম সম্মোহিনী, স্বর্ণ নির্ম্মিতার নাম আকর্ষিণী এবং বংশনির্ম্মিতার নাম আনন্দিনী এই ত্রিবিধ ভেদ॥ ১৯০॥

অথ শৃঙ্গ॥

অগ্র পশ্চাৎ স্বর্ণদ্বারা বদ্ধ ও মধ্যভাগের ছিদ্র রত্ন ভূষিত

রত্নজাল স্ফুরন্মধ্যং মন্ত্রঘোষাভিধং স্মৃতং ॥ ১৯১ ॥

যথা ॥

তারাবলী বেণু ভুজঙ্গমেন
তারাবলীলা গরলেন দষ্টা।
বিষাণিকানাদ পয়ো নিপীয়
বিষাণি কামং দ্বিগুণীচকার ॥

নূপুরং যথা ॥

অঘমর্দ্দনস্য সখি নূপুরধ্বনিং
নিশময্য সম্ভৃত গভীর সম্ভ্রমা।
অহমীক্ষণোত্তরলিতাপি নাভবং

হগ্রভাগঃ এবং পশ্চিমঃ ॥ ১৯১ ॥

তারাবলী নাম্নী তারস্য উচ্চধ্বনে র্যা অবলীলা অল্পপ্রযত্নঃ সৈব গরলং যস্য তেন বিষাণিকা নাদস্য পয়স্তয়া রূপকং। প্রথমং তদ্গরল শমকত্বয়াভীষ্টত্বাৎ

মন্ত্রণা ধ্বনিকারি বনমহিষের শৃঙ্গকে শৃঙ্গ (শিঙ্গা) কহে॥১৯১

যথা ॥

তারাবলী নাম্নী গোপী, উচ্চনাদ রূপ গরলশালি বেণু ভুজঙ্গ কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া তদ্বিষোপশমনার্থ বিষাণিকার (শৃঙ্গের) ধ্বনিরূপ দুগ্ধ পান করিলেন। তাহাতে বিষের উপশম হইবে কি, পুনরায় দ্বিগুণ জ্বালা উপস্থিত হইল ॥

নূপুর যথা ॥

হে সখি! অঘদমন শ্রীকৃষ্ণের নূপুরধ্বনি শ্রবণ করিয়া অতিশয় সম্ভ্রম প্রযুক্ত দর্শনার্থ উত্তরলিতা হইয়াছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তৎকালীন গুরুবর্গ অগ্রে উপস্থিত

বহিরদ্য হন্ত গুরবঃ পুরঃস্থিতাঃ ॥ ১৯২ ॥

কম্বুঃ ॥

কম্বুস্তু দক্ষিণাবর্ত্তঃ পাঞ্চজন্যতয়োচ্যতে ॥

যথা ॥

অমররিপুবধূটীভ্রূণহত্যাবিলাসী
ত্রিদিবপুরপুরন্ধ্রীবৃন্দনান্দীকরোঽয়ং।
ভ্রমতি ভুবনমধ্যে মাধবাধ্মাতধাম্নঃ
কৃতপুলককদম্বঃ কম্বুরাজস্য নাদঃ ॥ ১৯৩ ॥

পাদাঙ্কঃ ॥

যথা শ্রীদশমে ॥

পশ্চাৎ প্রত্যুত তেন তস্য সাহায্যাদ্বিষীণীতি বিষতুল্য ভাবানীত্যর্থঃ ॥ ১৯২ ॥

কম্বুস্তু দক্ষিণাবর্ত্ত ইত্যেব পাঠঃ। ভ্রূণহত্যে তি কৌতুকেন নিন্দাবৎ প্রযুক্তং। নান্দীকরো মঙ্গলপাঠকরঃ। মাধবেনাধ্মাতঃ শব্দায়মানো দেহো যস্য ॥ ১৯৩ ॥

থাকায় বহির্নিগত হইতে পারি নাই ॥ ১৯২ ॥

কম্বু ॥

দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খকে পাঞ্চজন্য শঙ্খ বলা যায় ॥

যথা ॥

মাধব কর্ত্তৃক শব্দিত হইয়া পাঞ্চজন্য শঙ্খরাজের ধ্বনি অসুরবধূদিগের গর্ব্ভপাতন পূর্ব্বক দেবস্ত্রীগণের মঙ্গল বিধান করত জনবৃন্দকে পুলকে পূর্ণিত করিয়া ভুবন মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল ॥ ১৯৩ ॥

পদাঙ্ক যথা ॥

শ্রীদশমে ৩৮ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে ॥

তদ্দর্শনাহ্লাদবিবৃদ্ধসংভ্রমঃ
প্রেম্ণোর্দ্ধরোমাশ্রুকলাকুলেক্ষণঃ।
রথাদবস্কন্দ্য স তেষ্বচেষ্টত
প্রভোরমূন্যঙ্ঘ্রিরজাংস্যহো ইতি॥

যথাবা॥

কলয়ত হরিরধ্বনা সখ্যঃ
স্ফুটমমুনা যমুনাতটীমযাসীৎ।
হরতি পদততির্যদক্ষিণী মে
ধ্বজকুলিশাঙ্কুশপঙ্কজাঙ্কিতেয়ং॥

ক্ষেত্রং যথা॥

তদ্দর্শনেতি। তৎশব্দেন পাদাঙ্ক এবাকৃষ্যতে॥ ১৯৪॥

শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দর্শনে যে আনন্দ জন্মিল, তাহাতে অক্রূরের সম্ভ্রম বর্দ্ধিত হইল এবং প্রেমহেতু গাত্রের রোম অঞ্চিত হইয়া উঠিল। অপর অশ্রুকলায় লোচনদ্বয় আকুল হইয়া আসিল অতএব রথ হইতে উল্লম্ফন পূর্ব্বক "কি আশ্চর্য্য" এই বলিয়া দুর্ল্লভতা ভাবিতে ২ তাহাতে লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন॥

যথাবা॥

অহে সখীগণ! অবলোকন কর, শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয় এই পথ দিয়া যমুনাকূলে গমন করিয়াছেন। তাঁহার ধ্বজবজ্র অঙ্কুশ ও পদ্মাঙ্কিত চরণচিহ্ন সকল আমার নয়নদ্বয় হরণ করিতেছে॥

ক্ষেত্র যথা॥

হরিকেলিভুবাং বিলোকনং
বত দূরেঽস্তু সুদুর্লভশ্রিয়াং।
মথুরেত্যপি কর্ণপদ্ধতিং
প্রবিশন্নাম মনো ধিনোতি নঃ॥ ১৯৪॥

তুলসী॥

যথা বিল্বমঙ্গলে॥

অয়ি পঙ্কজনেত্রমৌলিমালে
তুলসীমঞ্জরি কিঞ্চিদর্থয়ামি তে।
অববোধয় পার্থসারথেস্ত্বং
চরণাব্জে শরণাভিলাষিণং মাং॥ ১৯৫॥

ভক্তঃ॥

অববোধয়েত্যত্র পার্থসারথিমেবেত্যর্থাৎ। অর্থয়ামি প্রার্থয়ে। পরস্মৈপদমত্র পারায়ণমতে চুরাদিমাত্রস্যোভয়পদিত্বাৎ॥ ১৯৫॥

হায়! পরম শোভাযুক্ত হরিলীলা স্থান সকল দর্শন করা দূরে থাকুক, "মথুরা" এই শব্দটী কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া আমাদের মনকে চঞ্চল করিল॥ ১৯৪॥

তুলসী॥

যথা বিল্বমঙ্গলে॥

হে কৃষ্ণশিরোভূষণ তুলসীমঞ্জরি! আমি তোমার নিকট কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করিতেছি, অর্জ্জুনের সারথি শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্মের শরণাভিলাষি আমাকে অবগত করাও॥ ১৯৫॥

ভক্ত যথা॥

যথা চতুর্থে॥
বিজ্ঞায় তাবুত্তমগায়কিঙ্করা-
বভ্যুদ্যতঃ সাধ্বসবিস্মৃতক্রমং।
ননাম নামানি গৃণন্মধুদ্বিষঃ
পার্ষৎপ্রধানাবিতি সংহতাঞ্জলিঃ॥
যথা বা॥
সুবলভুজভুজঙ্গং ন্যস্য তুঙ্গে তবাংসে
স্মিতবিলসদপাঙ্গঃ প্রাঙ্গণে ভ্রাজমানঃ।
নয়নযুগমসিঞ্চদ্যঃ সুধাবীচিভির্নঃ

উত্তমগায়ঃ শ্রীমধুদ্বিট্ তস্য কিঙ্করৌ তৌ বিজ্ঞায়। তত্রাপি মধুদ্বিষঃ পার্ষদ প্রধানাবিতি বিজ্ঞায়। অভ্যুদ্যত স্তদাভিমুখ্যেনোদ্যত উত্থিতঃ সন্নিত্যাদি

চতুর্থে ১২ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে॥

ধ্রুব অদ্ভুতদর্শন দুইটী পুরুষকে অবলোকন করিয়া ভগবান্ হরির কিঙ্কর বোধে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন এবং তাঁহারা মধুরিপুর প্রধান পার্ষদ এই ভাবিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবানের কেবল নাম গুলি উচ্চারণ করিতে করিতে প্রণাম করিলেন। ব্যস্ততা প্রযুক্ত যথাবিধি পূজা করিতে তাঁহার স্মরণ হইল না॥

যথাবা॥

হে সুবল! বল দেখি যিনি তোমার স্কন্ধোপরি হস্ত বিন্যস্ত করিয়া হাস্য বিলাসান্বিত অপাঙ্গ ভঙ্গিতে প্রাঙ্গণে বিরাজমান হইয়া আমাদের নয়নযুগলকে অমৃত তরঙ্গে সেচন

কথয় স দয়িতস্তে ক্বায়মাস্তে বয়স্যঃ ॥

তদ্বাসরো যথা ॥

অদ্ভুতা বহবঃ সন্তু ভগবৎপর্ব্ববাসরাঃ।

আমোদয়তি মাং ধন্যা কৃষ্ণভাদ্রপদাষ্টমী ॥ ১৯৬ ॥

॥ * ॥ ইতি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে ভক্তি-রসসামান্যনিরূপণে বিভাব-লহরী ॥ * ॥ ১ ॥ * ॥

দোগ্রঃ। ক্রণ ইতি প্রকরণ লব্ধঃ ॥ ১৯৬ ॥

॥ * ॥ ইতি দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহরী প্রথমা ॥ * ॥

করিতেন, সেই তোমার বয়স্য শ্রীকৃষ্ণ এক্ষণে কোথায় ॥

তদ্বাসর যথা ॥

অত্যাশ্চর্য্য ভগবৎ পর্ব্ববাসর অনেক থাকিলেও ধন্য স্বরূপ ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমী আমাকে আমোদিত করিতেছে ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃতব্যাখ্যায় ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগে ভক্তিরস সামান্যে বিভাব-লহরী ॥ * ॥ ১ ॥ * ॥

— — —

অথানুভাবাঃ ॥

অনুভাবাস্তু চিত্তস্থভাবানামববোধকাঃ।
তে বহির্বিক্রিয়াপ্রায়াঃ প্রোক্তা উদ্ভাস্বরাখ্যয়া ॥ ১ ॥
নৃত্যং বিলুঠিতং গীতং ক্রোশনং তনুমোটনং।
হুঙ্কারো জৃম্ভণং শ্বাসভূমা লোকানপেক্ষিতা
লালাস্রাবোঽট্টহাসশ্চ ঘূর্ণাহিক্কাদয়োঽপি চ ॥ ২ ॥
তে শীতাঃ ক্ষেপণাশ্চেতি যথার্থাখ্যা দ্বিধোদিতাঃ।
শীতাঃ স্যুর্গীতজৃম্ভাদ্যা নৃত্যাদ্যাঃ ক্ষেপণাভিধাঃ ॥ ৩ ॥

তেষু অনুভাবেষু কার্য্যভূতাঃ স্মিতাদ্যাশ্চেত্যনেন স্মিত মুক্তমেব অত্রত্বাদ্য-গ্রহণগৃহীতান্ গণয়তি নৃত্যমিতি ॥ ২ ॥

গীতজৃম্ভাদ্যা ইতি গীতং জৃম্ভাদ্যাশ্চেত্যর্থঃ। আদ্যগ্রহণাৎ শ্বাসভূম-লোকানপেক্ষিতা লালাস্রাবা জ্ঞেয়াঃ পূর্ব্বোক্তত্বাৎ স্মিতমপি ॥ ৩ ॥

যাহারা উদ্ভাস্বর প্রযুক্ত চিত্তস্থ ভাব সকলের প্রকাশক এবং বাহ্যে বিকারের ন্যায় দেখায়, তাহাদিগকে অনুভাব বলে ॥

অনুভাবের কার্য্য যথা ॥

নৃত্য, বিলুঠন (ভূমিতে গড়াগড়ি দেওয়া),গান, ক্রোশন, (উচ্চরব) গাত্রমোটন, (অঙ্গ মোড়া) হুঙ্কার, জৃম্ভণ, (হাঁই-তোলা) দীর্ঘশ্বাস, লোকাপেক্ষা ত্যাগ,লালাস্রাব, অট্টহাস, (অতিশয় শব্দযুক্ত হাস্য), ঘূর্ণা এবং হিক্কাদি, এই সমস্ত বিকার দ্বারা চিত্তস্থ ভাব সকলের অনুভাব হয় ॥ ২ ॥

এই অনুভাব সকলের সমষ্টিতে নাম শীত এবং ক্ষেপণ। গীত জৃম্ভা প্রভৃতিকে শীত এবং নৃত্যাদিকে ক্ষেপণ বলে ॥৩॥

তত্র নৃত্যং যথা ॥

মুরলীখুরলীসুধাকিরং
হরিবক্ত্রেন্দুমবেক্ষ্য কম্পিতঃ।
গগণে সগণেশডিণ্ডিম-
ধ্বনিভিস্তাণ্ডবমাশ্রিতো হরঃ ॥

বিলুঠিতং।
যথা তৃতীয়ে ॥

কচ্চিদ্বুধঃ স্বস্ত্যনমীব আস্তে
শ্বফল্কপুত্রো ভগবৎপ্রপন্নঃ।
যঃ কৃষ্ণপাদাঙ্কিতমার্গপাংশু-
ষ্বচেষ্টত প্রেমবিভিন্নধৈর্য্যঃ ॥ ৪ ॥

মুরলীপদেন তন্নাদো লক্ষ্যতে খুরলী তস্যা অভ্যাসঃ। অভ্যাসঃ খুরলী যোগ্যেতি ত্রিকাণ্ডশেষাৎ ॥ ৪ ॥

তন্মধ্যে নৃত্য যথা ॥

ভগবান্ মহেশ্বর, যাহাতে মুরলীর অভ্যাসবশতঃ অমৃত ক্ষরণ হইতেছে ঈদৃশ হরিমুখচন্দ্র সন্দর্শন করিয়া ডিণ্ডিমবাদ্য-সহকারে গগণে গণেশের সহিত নৃত্য আরম্ভ করিলেন ॥

বিলুঠিত যথা তৃতীয়ে ১ অধ্যায়ে ৩১ শ্লোকে ॥

উদ্ধবকে বিদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সখে! বিদ্বান্ নিষ্পাপ এবং ভগবানের শরণাপন্ন মহাত্মা অক্রূর কুশলে আছেন ত? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার ঈদৃশী ভক্তি, যে, তিনি প্রেমবশতঃ ধৈর্য্যবিহীন হইয়া তদীয় চরণাঙ্কিত পথের ধূলায় অবলুণ্ঠিত হইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

যথা বা ॥

নবানুরাগেণ তবাবশাঙ্গী
বনস্রগামোদমবাপ্য মত্তা।
ব্রজাঙ্গণে সা কঠিনে লুঠন্তী ॥
গাত্রং সুগাত্রী ব্রণয়াঞ্চকার ॥ ৫ ॥

গীতং যথা ॥

রাগডম্বরকরম্বিতচেতাঃ
কুর্ব্বতী তব নবং গুণগানং।
গোকুলেন্দ্র কুরুতে জলতাং সা
রাধিকাদ্য সুহৃদাং দৃষদাঞ্চ ॥

ব্রণয়াঞ্চকার ব্রণবচ্চকার। বিস্মতোলু্ক্ চেতি লুপ্বিধানাৎ ॥ ৫ ॥
রাগোঽনুরাগঃ শ্রীরাগাদিশ্চ সুহৃদাং সহচরীণাং জড়তাং স্তম্ভং। দৃষদাং জলত্বং জলস্নো বিনিময়াৎ ॥ ৬ ॥

যথাবা ॥

হে কৃষ্ণ! তোমার নবানুরাগ বশতঃ শোভনাঙ্গী শ্রীরাধা বিবশাঙ্গী এবং বনমালার সৌরভে প্রমত্তা হইয়া কঠিন ব্রজাঙ্গণে লুণ্ঠিত হওত গাত্রকে ব্রণময় করিয়াছেন ॥ ৫ ॥

গীত যথা ॥

হে গোকুলেন্দ্র! অদ্য অনুরাগসমূহে দত্তচিত্তা শ্রীরাধা তোমার অভিনব গুণগান করিয়া সুহৃদ্বর্গকে জড়তাপন্ন ও পাষাণসমূহকে জলময় করিতেছেন ॥

ক্রোশনং ॥

হরিকীর্ত্তনজাতবিক্রিয়ঃ
স বিচুক্রোশ তথাদ্য নারদঃ।
অচিরান্নরসিংহশঙ্কয়া
দনুজা যেন ধুতা বিলিলিয়িরে ॥ ৬ ॥

যথা বা ॥

উররীকৃতকাকুরাকুলা, কুররীব ব্রজরাজনন্দন।
মুরলীতরলীকৃতান্তরা, মুহুরাক্রোশদিহাদ্য সুন্দরী ॥৭ ॥

তনুমোটনং যথা ॥

তরলীকৃতান্তরেতি চ্বিপ্রত্যয়ান্ত এব পাঠঃ ॥ ৭ ॥

ক্রোশন ॥

হরিকীর্ত্তন-জনিত বিকার নিবন্ধন নারদ এরূপ উচ্চরব করিয়াছিলেন যে, তদ্দ্বারা 'অদ্য নৃসিংহ আবির্ভূত হইলেন কি?' এই আশঙ্কা করিয়া দানব সকল ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া লুক্কায়িত হইল ॥ ৬ ॥

যথাবা ॥

হে ব্রজরাজনন্দন! এই বৃন্দাবন মধ্যে অদ্য শ্রীরাধা তোমার মুরলীরবে চঞ্চল চিত্তা হইয়া কাকু অর্থাৎ শোক-ভয়াদি দ্বারা স্বরবিকার অঙ্গীকার পূর্ব্বক কুররী পক্ষিণীর ন্যায় মুহুর্মুহুঃ চিৎকার করিতেছেন ॥ ৭ ॥

তনুমোটন যথা ॥

কৃষ্ণনামনি মুদোপবীণিতে
প্রীণিতে মনসি বৈণিকো মুনিঃ।
উদ্ভটং কিমপি মোটয়ন্ বপু-
স্ত্রোটয়ত্যখিলযজ্ঞসূত্রকং ॥ ৮ ॥

হুঙ্কারঃ ॥

বৈণবধ্বনিভিরুদ্ভ্রমদ্ধিয়ঃ
শঙ্করস্য দিবি হুঙ্কৃতিস্বনঃ।
ধ্বংসয়ন্নপি মুহুঃ স দানবং
সাধুবৃন্দমকরোৎ সদা নবং ॥ ৯ ॥

মুদা হর্ষেণ উপবীণিতে বীণয়া উপগীতে সতি। অর্থাৎ স্বয়মেব উদ্ভটং যথা স্যাত্তথা বপুর্গোড্যাং কিমপি অনির্ব্বচনীযং। যথা স্যাত্তথাখিল যজ্ঞসূত্রং ত্রোটয়তি ॥ ৮ ॥

যথার্থত্বে সহুঙ্কৃতিস্বন ইতি যোজ্যং। মুহুরপীতি চ। সদা প্রতিক্ষণমেব পরমানন্দদানেন নবমিবাকরোদিতি চ। বিরোধালঙ্কারায় তু ধ্বংসয়ন্নপি ইতি দানবং সহিতমিতি ব্যাখ্যেয়ং ॥ ৯ ॥

বীণাধারী নারদ আনন্দপূর্ব্বক পরিতৃপ্তচিত্তে কৃষ্ণনাম স্মরণ করিয়া বীণা দ্বারা গান করত কোন উৎকট রূপে গাত্র মোটন ও সমুদায় যজ্ঞসূত্র খণ্ড খণ্ড করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

হুঙ্কার যথা।

শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভ্রান্ত বুদ্ধি শঙ্কর গগণ মণ্ডলে এরূপ মুহুর্মুহুঃ হুঙ্কার ধ্বনি করিয়াছিলেন যে, তদ্দ্বারা দানবগণের বিনাশ ও সাধুদিগের আনন্দ উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৯ ॥

জৃম্ভণং যথা ॥

বিস্তৃতকুমুদবনেস্মি-
ন্মুদয়তিপূর্ণে কলানিধৌ পুরতঃ।
তব পদ্মিনি মুখপদ্মং
ভজতে জৃম্ভামহো চিত্রং ॥ ১০ ॥

শ্বাসভূমা ॥

উপস্থিতে চিত্রপটাম্বুদাগমে
বিবৃদ্ধতৃষ্ণা ললিতাখ্যচাতকী।

বিস্তৃতেতি। কৃষ্ণপক্ষে বিস্তৃতঃ কোঃ পৃথিব্যা মুদাগবনং পালনং যেন তথা তস্মিন্ পক্ষে জৃম্ভা মালস্য ব্যঞ্জিকাং ভজত ইতিং চিত্রমেব ॥ ১০ ॥

অম্বুদাগমঃ প্রাবৃট্। বাতুলো বাতগুল্মঃ স্যাচ্চোরবায়ু র্নিদাঘজঃ। ঝঞ্ঝা-

---

জৃম্ভণ যথা ॥

হে পদ্মিনি! সম্মুখস্থ কুমুদবনে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হওয়াতে তোমার মুখপদ্ম যে জৃম্ভা ভজনা করিল, এ অতি আশ্চর্য্য ॥

অর্থান্তরে। হে রাধে! নিখিল ভূমণ্ডলের রক্ষণার্থ আবির্ভূত পূর্ণকলানিধি শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে আগমন করায় তোমার বদনপদ্ম যে জৃম্ভা অর্থাৎ আলস্য ভজনা করিল, ইহা অতিবিচিত্র ॥ ১০ ॥

দীর্ঘশ্বাস যথা ॥

ললিতা নাম্নী চাতকী বিচিত্র বস্ত্র রূপ বর্ষাকাল বিবেচনায় অতিশয় তৃষ্ণাবতী হইয়াছিলেন, কিন্তু নিশ্বাসরূপ ঝঞ্ঝা-

নিশ্বাসঝঞ্ঝামরুতাপবাহিতং
কৃষ্ণাম্বুদাকারমবীক্ষ্য চুক্ষুভে ॥ ১১ ॥
লোকানপেক্ষিতা ॥
যথা দশমে ॥
অহো পশ্যত নারীণামপি কৃষ্ণে জগদ্গুরৌ।
দুরন্তভাবং যোঽবিধ্যন্মৃত্যুপাশান্ গৃহাভিধান্ ॥ ১২ ॥
যথা বা পদ্যাবল্যাং ॥
পরিবদতু জনো যথা তথায়ং
ননু মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ।

নিলঃ প্রাবৃষিকো বাসন্তো মলয়ানিল ইতি ত্রিকাণ্ডশেষ দৃষ্ট্যা শ্বাস এব ঝঞ্ঝা মরুৎ প্রাবৃড়্ বায়ুঃ দৃগম্বুমিশ্রত্বাৎ প্রবলত্বাচ্চ। তেন অপবাহিতং নেত্র পথাদ্দূরে ক্ষিপ্তং পটস্য পরিবর্ত্তিত্বাৎ ॥ ১১ ॥

অহো ইতি যাজ্ঞিকানামুক্তিঃ ॥ ১২ ॥

গির্ব্বিশাম ভোগং করবাম। পর্য্যটামেতি পাঠঃ সঙ্গতং ত্রিষপি লোড়ুত্তম

বায়ু দ্বারা কৃষ্ণাম্বুদাকার বসন দূরে নিক্ষিপ্ত দেখিয়া অতিশয় ক্ষুব্ধচিত্তা হইলেন ॥ ১১ ॥

লোকাপেক্ষা পরিত্যাগ যথা ॥

শ্রীদশমে, ২৩ অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে ॥

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! নারীদিগেরও জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণে দুরন্তভাব (ভক্তি) অবলোকন কর, এই ভাবে গৃহ সংজ্ঞক মৃত্যু পাশ সংছিন্ন হয় ॥

যথাবা পদ্যাবলীতে ॥

দুর্ম্মুখ লোক সকল যেখানে সেখানে নিন্দা করে করুক,

হরিরসমদিরামদাতিমত্তা
ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্বিশামঃ ॥ ১৩ ॥

লালাস্রাবো যথা ॥

শঙ্কে প্রেমভুজঙ্গেন দষ্টঃ কষ্টং গতো মুনিঃ।
নিশ্চলস্য যদেতস্য লালা স্রবতি বক্ত্রতঃ ॥ ১৪ ॥

অট্টহাসং ॥

হাসাদ্ভিন্নোঽট্টহাসোঽয়ং চিত্তবিক্ষেপসম্ভবঃ ॥

পুরুষবহুবচনং তু পরম সঙ্গতং। বয়মিত্যুক্তত্বান্মত্তা ইতি পঠনীয়ং ॥ ১৩ ॥

শঙ্কে প্রেমেতি। মুনিত্বেন প্রেমানুমানং নিশ্চলত্বকরণাদিনা তত্র ভুজঙ্গ রূপত্বং ॥ ১৪ ॥

অট্টহাসস্ত চেদং লক্ষণং। উৎফুল্লনাসিকারন্ধ্রমালোড়িতমুখেক্ষণং। উদ্ধতং বিকৃতাকারং নাটোঽট্টহসিতং বিদুরিতি। বিপক্ষং প্রত্যাক্ষেপময়-

---

আমরা তাহার কোন বিচার করিব না, হরিরস মদিরা মদে অতিশয় মত্ত হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইব, নৃত্য করিব এবং যথেষ্ট ভোগ করিব ॥ ১৩ ॥

লালাস্রাব যথা ॥

আমার এইরূপ অনুভব হইতেছে, যে, নারদমুনি কৃষ্ণপ্রেম ভুজঙ্গ দংশনে কষ্ট প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চলভাবে রহিয়াছেন, এ কারণ ইহাঁর মুখ হইতে লালাস্রাব হইতেছে ॥ ১৪ ॥

অথ অট্টহাস ॥

যাহা চিত্তের বিক্ষেপ হইতে উৎপন্ন অথচ হাস্য হইতে পৃথক, তাহার নাম অট্টহাস ॥

যথা ॥

শঙ্কে চিরং কেশবকিঙ্করস্য
চেতস্তটে ভক্তিলতা প্রফুল্লা।
যেনাধিতুণ্ডস্থলমট্টহাস-
প্রসূনপুঞ্জাশ্চটুলং স্খলন্তি ॥

ঘূর্ণা যথা ॥

ধ্রুবমঘরিপুরাদধাতি বাত্যাং
নন্নু মুরলি ত্বয়ি ফুৎকৃতিচ্ছলেন
কিময়মিতরথা ধ্বনির্বিঘূর্ণন্

তয়া যদ্যপ্যট্টহাসঃ সর্ব্বত্রাপ্যুগ্র এব বর্ণ্যতে তথাপি স্বএব স্বপক্ষং প্রতিরোচমানং তেন কেনচিৎ কোমলতয়াপি বর্ণয়িতুং শক্যতে। তত্র সতি ভক্তিনিন্দকানামবজ্ঞাজ্ঞাপকং কস্যচিত্তক্তস্যাট্টহাসং কশ্চিৎ তৎসপক্ষো বর্ণয়তি শঙ্কে

যথা ॥

আমার এইরূপ অনুভব হইতেছে যে,কৃষ্ণদাসের চিত্ততটে ভক্তিলতা প্রফুল্লা হইয়া থাকিবে এ কারণ ওষ্ঠাধর স্থলে অট্টহাসরূপ মনোহর পুষ্প সকল স্খলিত হইতেছে ॥

ঘূর্ণা যথা ॥

হে সখি মুরলি! নিশ্চয় বোধ হইতেছে অঘরিপু শ্রীকৃষ্ণ ফুৎকৃতিচ্ছলে তোমাতে ঘূর্ণাবায়ু আধান করিয়াছেন, নতুবা তোমার এরূপ ধ্বনি সম্ভব হইত না, এজন্য তোমার ধ্বনি স্বয়ং ঘূর্ণায়মান হইয়া ব্রজস্থ পঙ্কজাক্ষী গোপীদিগকে

সখি তব ঘূর্ণয়তি ব্রজাম্বুজাক্ষীঃ ॥ ১৫ ॥

হিক্কা যথা ॥

ন পুত্রি রচয়ৌষধং বিসৃজ রোদমত্যুদ্ধতং
মুধা প্রিয়সখীং প্রতি ত্বমশিবং কিমাশঙ্কসে।
হরিপ্রণয়বিক্রিয়াকুলতয়া ব্রুবাণা মুহু-
র্বরাক্ষি হরিরিত্যসৌ বিতনুতেহদ্য হিক্কাভরং ॥ ১৬ ॥

বপুরুৎফুল্লতা রক্তোদ্গমাদ্যাঃ স্যুঃ পরেহপি যে।

ইতি ॥ ১৫ ॥

ন পুত্রীতি পৌর্ণমাস্যা বচনং। সা চ তাদৃশভাবেত্যাজ্জ্বলনীলমণাবেব ব্যক্তাতে ততশ্চাহমেবোপায়ং করিষ্যামীতি ধ্বনিতং। অত্র রোদনকোদ্ধত-মিত্যেব পাঠঃ সভ্যঃ ॥ ১৬ ॥

বপুরিতি বস্তুতস্তু বপুরুৎফুল্লতা পুলকস্যৈবাতিশয়ো জ্ঞেয়ঃ। রক্তো-

---

ঘূর্ণিত করিতেছে ॥ ১৫ ॥

হিক্কা যথা ॥

পৌর্ণমাসী কহিলেন, হে পুত্রি! তুমি আপনার প্রিয় সখী শ্রীরাধার প্রতি কি অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছ? এ অমঙ্গল নহে, তুমি ইহাঁর প্রতি কোন ঔষধ প্রয়োগ করিও না, উদ্ধত রোদন পরিত্যাগ কর। হে বরাক্ষি! ইহা শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের বিকার, শ্রীকৃষ্ণ অদ্য হিক্কাতিশয়কে বিস্তার করিয়াছেন, অতএব আমিই হিক্কা নিবারণের উপায় করিতেছি॥১৬

অপর দেহের উৎফুল্লতা ও রক্তোদ্গম প্রভৃতি যে সকল ভাব আছে, তৎসমুদায় অতি বিরল প্রযুক্ত এস্থলে কথিত

অতীব বিরলত্বাত্তে নৈবাত্র পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৭ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে ভক্তি-রস-সামান্য-নিরূপণেঽনুভাব লহরী দ্বিতীয়া ॥ * ॥

অথ সাত্ত্বিকাঃ ॥

কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্বা ব্যবধানতঃ।
ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ ১ ॥
সত্ত্বাদস্মাৎ সমুৎপন্না যে ভাবাস্তেতু সাত্ত্বিকাঃ।
স্নিগ্ধা দিগ্ধাস্তথা রুক্ষা ইত্যমী ত্রিবিধা মতাঃ ॥ ২ ॥

দ্গামশ্চ স্বেদস্য ॥ ১৭ ॥

॥ ০ ॥ ইতি দুর্গমসঙ্গমন্যাম্নিকে দক্ষিণবিভাগে অনুভাবলহরী দ্বিতীয়া ॥ ০ ॥

সত্ত্বাদিতি কেবলাদেবেতি ভাবঃ। ততশ্চ নৃত্যাদীনাং সত্যপি সত্ত্বোৎপন্নত্বে বুদ্ধিপূর্ব্বিকা প্রবৃত্তিঃ স্তম্ভাদীনান্তু স্বতএব প্রবৃত্তিরিত্যস্য লক্ষণস্য নৃত্যাদিষু ন ব্যাপ্তিঃ ॥ ২ ॥

হইল না ॥ ১৭ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃত ব্যাখ্যায় অনুভাব লহরী দ্বিতীয় ॥ * ॥ ২ ॥ * ॥.

অথ সাত্ত্বিক ॥

সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি অথবা কিঞ্চিৎ ব্যবধান হেতু ভাব সমূহ দ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে সত্ত্ব বলিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

সত্ত্ব হইতে উৎপন্ন যে সকল ভাব তাহাদিগকে সাত্ত্বিক বলা যায়, এই সাত্ত্বিক তিন প্রকার, স্নিগ্ধ, দিগ্ধ এবং রুক্ষ ॥২

তত্র স্নিগ্ধাঃ ॥

স্নিগ্ধাস্তু সাত্ত্বিকা মুখ্যা গৌণাশ্চেতি দ্বিধা মতাঃ ॥

তত্র মুখ্যাঃ ॥

আক্রমান্মুখ্যয়া রত্যা মুখ্যাঃ স্যুঃ সাত্ত্বিকা অমী।
বিজ্ঞেয়ঃ কৃষ্ণসম্বন্ধঃ সাক্ষাদেবাত্র সূরিভিঃ ॥

যথা ॥

কুন্দৈর্মুকুন্দায় মুদা সৃজন্তী
স্রজং বরাং কুন্দবিড়ম্বি দন্তী।
বভূব গান্ধর্ব্বরসেন বেণো

তত্র স্নিগ্ধা ইতি। এষাংলক্ষণং বক্ষ্যমাণানুসারেণ মুখ্য গৌণরত্যাক্রান্ত-চিত্তভবতয়া জ্ঞেয়ং। তদেবং সামান্যতঃ স্নিগ্ধানাং লক্ষণমপ্যায়াতং। উভ-য়ৈকতর রত্যাক্রান্ত চিত্তভবতয়া স্নিগ্ধা ইতি ॥ ৩ ॥

তন্মধ্যে স্নিগ্ধ যথা ॥

স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক দুই প্রকার গৌণ ও মুখ্য ॥

তন্মধ্যে মুখ্য যথা ॥

মুখ্য ভাবদ্বারা আক্রান্ত সাত্ত্বিকভাব সকলের নাম মুখ্য। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, এই মুখ্য ভাবেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে ॥

যথা ॥

কুন্দ বিনিন্দিত দন্তী শ্রীরাধা, মুকুন্দের নিমিত্ত কুন্দপুষ্পা-দ্বারা উৎকৃষ্ট মালা নির্ম্মাণ করিতেছিলেন,এমত সময়ে বেণুর মধুর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সহসা নিস্পন্দাঙ্গী হইয়া কহিলেন ॥

গান্ধর্ব্বিকা স্পন্দনশূন্যগাত্রী ॥
মুখ্যঃ স্তম্ভোঽয়মিত্থং তে জ্ঞেয়াঃ স্বেদাদয়োঽপি চ ॥
অথ গৌণাঃ ॥
রত্যাক্রমণতঃ প্রোক্তা গৌণাস্তে গৌণভূতয়া।
অত্র কৃষ্ণস্য সম্বন্ধঃ স্যাৎ কিঞ্চিদ্ব্যবধানতঃ ॥
যথা ॥
স্ববিলোচনচাতকাম্বুদে
পুরি নীতে পুরুষোত্তমে পুরা।
অতিতাম্রমুখী সগদ্গদং
নৃপমাক্রোশতি গোকুলেশ্বরী ॥ ৩ ॥

এই স্তম্ভ মুখ্য, এইরূপ স্বেদাদিকেও জানিতে হইবে ॥

অথ গৌণ ॥

গৌণরতি দ্বারা আক্রান্ত ভাব সকলকে গৌণ বলা যায়, এই গৌণভাবে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ হইয়া থাকে ॥

যথা ॥

স্বীয় লোচন চাতকের মেঘ স্বরূপ পুরুষোত্তম পূর্ব্বে মধুপুরীতে নীত হইলে, পশ্চাৎ গোকুলেশ্বরী যশোদা ক্রোধে তাম্রমুখী হইয়া গদ্গদ বাক্যে নৃপতিকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

ইমৌ গৌণৌ বৈবর্ণ্য স্বরভেদৌ ॥

অথ দিগ্ধাঃ ॥

রতিদ্বয়বিনাভূতৈর্ভাবৈর্মনস আক্রমাৎ।

জনে জাতরতৌ দিগ্ধাস্তে চেদ্রত্যনুগামিনঃ ॥ ৪ ॥

যথা ॥

পূতনামিহ নিশম্য নিশায়াং

সা নিশান্ত লুঠদুদ্ভটগাত্রীং।

কম্পিতাঙ্গলতিকা ব্রজরাজ্ঞী

পুত্রমাকুলমতির্বিচিনোতি ॥ ৫ ॥

ইমাবিতি গৌণভূতয়া ক্রোধরত্যা ক্রমণাদিতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

পূতনামিতি স্বাপ্নিকং চরিতং লক্ষ্যতে নিশান্তে তস্যা লোঠনা শ্রুতেঃ। অতএব নিদ্রামোহেন পুত্রস্য প্রথমং তত্রাস্তিত্বাস্ফূর্ত্তেঃ স্ববিষয়মেব ভয়ং জাতং ॥ ৫ ॥

এই উদাহরণে বৈবর্ণ্য ও স্বরভেদ এই দুইটী গৌণ ॥

অথ দিগ্ধ ॥

মুখ্য ও গৌণ রতি ব্যতিরেকে জাতরতি জনে ভাবদ্বারা মন আক্রান্ত হইলে যদি ঐ ভাব রতির অনুগামী হয়, তাহা হইলে তাহাকে দিগ্ধ বলে ॥ ৪ ॥

যথা ॥

একদা রজনী শেষে স্বপ্নাবেশে গৃহপ্রান্তে ভূমিতে লুণ্ঠায়মানা প্রকাণ্ড গাত্রী পূতনাকে অবলোকন করিয়া ব্রজেশ্বরী কম্পিতাঙ্গী ও ব্যাকুল চিত্ত হইয়া পুত্রের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

কম্পো রত্যনুগামিত্বাদসৌদিগ্ধ ইতীর্য্যতে ॥ ৬ ॥

অথ রুক্ষাঃ ॥

মধুরাশ্চর্য্য তদ্বার্ত্তোৎপন্নৈর্মুদ্বিস্ময়াদিভিঃ।

জাতা ভক্তোপমে রুক্ষা রতিশূন্যে জনে ক্বচিৎ ॥

যথা ॥

ভোগৈকসাধনজুষা রতিগন্ধশূন্যং

স্বং চেষ্টয়া হৃদয়মত্র বিবৃন্বতোঽপি।

উল্লাসিনঃ সপদি মাধবকেলিগীতৈ-

স্তস্যাঙ্গমুৎপুলকিতং মধুরৈস্তদাসীৎ ॥

কম্প ইতি পূর্ব্বস্তু কেবল ভয়ানক দর্শনাজ্জাতোঽয়ং নতু স্ববিলোচনে-ত্যাদৌ বৈবর্ণ্যাদিরিব রতিমূল ইতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

জাতা ইতি ভক্তোঽত্র জাতরতিঃ প্রকরণাৎ ॥ ৭ ॥

রতির অনুগামী প্রযুক্ত এই কম্প দিগ্ধ বলিয়া কীর্ত্তিত হইল ॥ ৬ ॥

অথ রুক্ষ ॥

কখন যদি মধুর এবং আশ্চর্য্য ভগবৎ কথায় আনন্দ বিস্ময়াদি দ্বারা ভক্ত সদৃশ রতিশূন্য জনে ভাবোদয় হয়, তাহা হইলে ঐ ভাবকে রুক্ষ বলা যায় ॥

যথা ॥

যে ব্যক্তি উল্লাস পূর্ব্বক কেবল ভোগ সাধন তৎপর স্বীয় চেষ্টা দ্বারা রতিশূন্য চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তাহা হইলেও মধুর মাধবলীলাগীত তৎক্ষণাৎ তাহার অঙ্গকে উৎপুলকিত করিয়া দেয় ॥

রুক্ষ এষ রোমাঞ্চঃ ॥
চিত্তং সত্ত্বীভবৎপ্রাণে ন্যস্যত্যাত্মানমুদ্ভটং।
প্রাণস্তু বিক্রিয়াং গচ্ছন্দেহং বিক্ষোভয়ত্যলং।
তদা স্তম্ভাদয়ো ভাবা ভক্তদেহে ভবন্ত্যমী।
তে স্তম্ভ-স্বেদ-রোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ।
চত্বারি ক্ষ্মাদিভূতানি প্রাণো জাত্ববলম্বতে।
কদাচিৎ স্বপ্রধানঃ সন্ দেহে চরতি সর্ব্বতঃ ॥ ৭ ॥
স্তম্ভং ভূমিস্থিতঃ প্রাণস্তনোত্যশ্রুজলাশ্রয়ঃ।

স্তম্ভনিতি তত্তদ্ভাবস্য স্বভাব ভেদ এবাত্র কারণং জ্ঞেয়ং ॥ ৮ ॥

এই রোমাঞ্চকেই রুক্ষ বলে ॥

চিত্ত যখন সত্ত্বগুণাবলম্বী হইয়া চঞ্চল মনকে প্রাণে সমর্পণ করে এবং প্রাণ বিকারাপন্ন হইয়া অতিশয় রূপে দেহের ক্ষোভ উৎপাদন করে, তখনই ভক্ত দেহে স্তম্ভাদি ভাব সকল উদিত হয় ॥

সাত্ত্বিক ভাব আট প্রকার, যথা—স্তম্ভ, স্বেদ (ঘর্ম্ম) রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয় ॥

কখন কখন প্রাণ, পৃথিবী, জল, তেজঃ ও আকাশ অবলম্বন করিয়া থাকে এবং কখন স্বপ্রধান অর্থাৎ বায়ু আশ্রয় করিয়া সর্ব্বতোভাবে দেহে বিচরণ করে ॥ ৭ ॥

প্রাণ যখন ভূমিস্থিত হয়, তখন স্তম্ভ, যখন জলাশ্রিত হয়,তখন অশ্রু,যখন তেজঃস্থ হয়,তখন স্বেদ (ঘর্ম্ম) এবং যখন

তেজস্থঃ স্বেদবৈবর্ণ্যে প্রলয়ং বিয়দাশ্রিতঃ।
স্বস্থ এব ক্রমান্মন্দমধ্যতীব্রত্বভেদভাক্।
রোমাঞ্চকম্পবৈস্বর্য্যান্যত্র ত্রীণি তনোত্যসৌ॥ ৮॥
বহিরন্তশ্চ বিক্ষোভবিধায়িত্বাদতঃ স্ফুটং।
প্রোক্তানুভাবতামীষাং ভাবতা চ মনীষিভিঃ॥ ৯॥
তত্র স্তম্ভঃ॥
স্তম্ভো হর্ষভয়াশ্চর্য্যবিষাদামর্ষসম্ভবঃ।

অতঃ পূর্ব্বোক্তাদ্ধেতো র্বহিরন্তশ্চ স্ফুটমুচ্চৈ র্বিক্ষোভবিধায়িত্বাদিত্যন্তা-স্বরেষু তু ন তাদৃশমিত্যভিপ্রায়ঃ। ভাবতা পক্ষেতু, অমীষাং ব্যভিচারিত্বমেব জ্ঞেয়ং॥ ৯॥

স্তম্ভ ইতি। স্তম্ভো মনসোঽবস্থাবিশেষঃ। রাগাদিরাহিত্যমিত্যাদিকস্তু দেহস্ত। সচ স্তম্ভ এব সাত্ত্বিকানাং তত্তদেকনামতয়াস্তর্ব্বহির্ব্যাপ্য স্থিতত্বাৎ। কিন্তু পূর্ব্বঃ সূক্ষ্মাবস্থঃ। উত্তরস্তু স্থূলাবস্থঃ। পূর্ব্বস্ত বোধক ইতি যথাক্রমং যয়োর্ভা-

---

আকাশাশ্রিত হয়, তখন প্রলয় (মূর্চ্ছা) বিস্তার করে, আর যখন বায়ুতেই স্থিত হয়, তখন ক্রমশঃ মন্দ, মধ্য ও তীব্রত্বাদি ভেদ প্রাপ্ত হইয়া রোমাঞ্চ, কম্প ও স্বরভেদ এই তিনটীকে বিস্তার করিয়া থাকে॥ ৮॥

এই সকল সাত্ত্বিক ভাব স্পষ্টরূপে বাহ্য এবং অন্তরের ক্ষোভ বিধান করে, একারণ পণ্ডিতগণ ইহাদের অনুভাবত্ব এবং ব্যভিচারিত্ব বলিয়া কীর্ত্তন করেন॥ ৯॥

তন্মধ্যে স্তম্ভ যথা॥

হর্ষ, ভয়, আশ্চর্য্য, বিষাদ এবং অমর্ষ অর্থাৎ ক্রোধ

তত্র রাগাদিরাহিত্যং নৈশ্চল্যং শূন্যতাদয়ঃ ॥
তত্র হর্ষাদ্যথা তৃতীয়ে ॥
যস্যানুরাগপ্লুতহাসরাস-
লীলাবলোকপ্রতিলব্ধমানাঃ।
ব্রজস্ত্রিয়ো দৃগ্‌ভিরনুপ্রবৃত্ত-
ধিয়োঽবতস্থুঃ কিলকৃত্যশেষাঃ ॥ ১০ ॥

বাগনুভাবত্বং। তদেবং হর্ষাদিসম্ভবো ভাববিশেষঃ স্তম্ভ উচ্যতে। তত্র রাগাদি-রাহিত্যাদয়ো ভবন্তীতি যোজ্যং। এবমুত্তরত্রাপি। অত্র তু রাগাদীনাং রাহিত্যং তত্র তাদৃশং নৈশ্চল্যং কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং। শূন্যত্বন্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপারাণাং। মনসস্তু ব্যাপারোঽস্তি। প্রলয়ে পুনস্তদেকলীনত্বান্মনসোঽপি নাস্তীতি ভেদঃ ॥১০॥

হইতে স্তম্ভ উৎপন্ন হয়, স্তম্ভ হইতে বাক্যাদি রাহিত্য, নিশ্চলতা এবং শূন্যত্বাদি অর্থাৎ অভাবাদি প্রকাশ পায় ॥

তন্মধ্যে হর্ষ হেতু স্তম্ভ যথা ॥

তৃতীয়ে ২ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে ॥

উদ্ধব বিদুরকে কহিলেন হে মহাশয়!, একদা ব্রজাঙ্গনাগণ তদীয় সানুরাগ হাস্য পরিহাস ও লীলাবলোকনদ্বারা মানিনী হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলে যখন তিনি গমন করেন তখন তাঁহাদের নয়নের সহিত অন্তঃকরণও তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহাদের স্বস্ব কার্য্য সমাপ্ত না হইলেও তাঁহারা নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছিলেন ॥১০ ॥

ভয়াদ্যথা ॥

গিরিসন্নিভমল্লচক্ররুদ্ধং
পুরতঃ প্রাণপরার্দ্ধতঃ পরার্দ্ধ্যং।
তনয়ং জননী সমীক্ষ্য শুষ্য-
ন্নয়না হন্ত বভূব নিশ্চলাঙ্গী ॥ ১১ ॥

আশ্চর্য্যাদ্যথা শ্রীদশমে ॥

ততোঽতিকুতুকোদ্বৃত্তস্তিমিতৈকাদশেন্দ্রিয়ঃ।
তদ্ধাম্নাভূদজস্তূষ্ণীং পূর্দ্দেব্যন্তীব পুত্রিকা ॥ ১২ ॥

প্রাণপরার্দ্ধতোঽপি পরার্দ্ধ্যমনন্তমূল্যং পরমাধিকমিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

তত ইতি। কুতুকেতি অতিকুতুকেন উদ্বৃত্তমুৎসন্ন চেষ্টং পুনস্তিমিতং প্রেমাদ্রীভূতঞ্চ একাদশেন্দ্রিয়ং মনো যস্য সঃ ॥ ১২ ॥

ভয় হেতুস্তম্ভ যথা ॥

গিরিসদৃশ মল্লসমূহে অবরুদ্ধ প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রিয়-তর শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রে অবলোকন করিয়া দৈবকী দেবী শুষ্ক-নয়না হইয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

আশ্চর্য্য হেতু স্তম্ভ যথা ॥

শ্রীদশমে ১৩ অধ্যায়ে ৫১ শ্লোকে ॥

তদনন্তর ব্রহ্মা আশ্চর্য্য বশতঃ দৃষ্টি পরবির্ত্তন করিয়া অথবা নিজবাহন হংসপৃষ্ঠে নিপতিত হইয়া নিশ্চল হইলেন। ঐ সকল বালকের তেজে তাঁহার সমুদায় ইন্দ্রিয় নিস্তব্ধ হইল। হে রাজন্! ব্রহ্মাকে তদ্রূপ দেখিয়া ঐ সময় এই-রূপ বোধ হইল যেন ব্রজাধিষ্ঠাত্রী দেবীর সমীপে একটী চতুর্মুখী কনকপ্রতিমা রহিয়াছে ॥ ১২ ॥

যথা বা ॥
শিশোঃ শ্যামস্য পশ্যন্তী শৈলমভ্রংলিহং করে।
তত্র চিত্রার্পিতেবাসীদ্‌গোষ্ঠী গোষ্ঠনিবাসিনাং ॥ ১৩ ॥
বিষাদাদ্‌যথা ॥
বকসোদরদানবোদরে
পুরতঃ প্রেক্ষ্য বিশন্তমচ্যুতং।
দিবিষন্নিকরো বিষণ্ণধীঃ
প্রকটং চিত্রপটায়তে দিবি ॥
অমর্ষাদ্‌যথা ॥

চিত্রার্পিতেতি। চিত্রজাতাবর্পিতা অচিত্তবত্ত্বং প্রাপিতেত্যর্থঃ চিত্রায়মাণেতি বা পাঠঃ ॥ ১৩ ॥

চিত্রপটায়ত ইতি চিত্রস্থানীয়ানাং দিবিষদাং নিকরঃ পটস্থানীয়তয়া দৃশ্যতে ইত্যর্থঃ। চিত্রভক্তীয়তে ইতি বা পাঠঃ ॥ ১৪ ॥

যথাবা ॥

শ্যাম শিশুর হস্তে গগণস্পর্শি গোবর্দ্ধনকে অবলোকন করিয়া ব্রজবাসিসকল চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় হইয়াছিলেন॥১৩

বিষাদহেতু স্তম্ভ যথা ॥

সম্মুখস্থ বকসহোদর অঘাসুরের উদরমধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া স্বর্গে দেবতা সকল বিষাদযুক্ত হইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় হইয়াছিলেন ॥

অমর্ষহেতু স্তম্ভ যথা ॥

কর্ত্তুমিচ্ছতি মুরদ্বিষে পুরঃ
পত্রীমোক্ষমকৃপে কৃপীসুতে।
সত্বরোঽপি রিপুনিষ্ক্রিয়ে রুষা
নিষ্ক্রিয়ঃ ক্ষণমভূৎ কপিধ্বজঃ ॥

অথ স্বেদঃ ॥

স্বেদো হর্ষভয়ক্রোধাদিজঃ ক্লেদকরস্তনোঃ ॥ ১৪ ॥

তত্র হর্ষাদ্যথা ॥

কিমত্র সূর্য্যাতপমাক্ষিপন্তী
মুগ্ধাক্ষি চাতুর্য্যমুরীকরোষি।
জ্ঞাতং পুরঃ প্রেক্ষ্য সরোরুহাক্ষং

কিং জ্ঞাতং তত্রাহ কুসুমায়ুধেন ভিন্নাসীতি। জ্ঞানে হেতুঃ। পুরঃ সরোরু-.

কৃপাশূন্য কৃপীনন্দন অশ্বত্থামা অগ্রবর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাণ মোচন করিতে ইচ্ছা করিলে, কপিধ্বজ (অর্জ্জুন) রোষ-বশতঃ শত্রু দমন করিতে ত্বরান্বিত হইয়াও ক্ষণকাল চেষ্টা-শূন্য হইয়া রহিয়াছিলেন ॥

অথ স্বেদ (ঘর্ম্ম) ॥

হর্ষ, ভয় ও ক্রোধাদি জনিত শরীরের ক্লেদ অর্থাৎ আর্দ্রতা করণকে স্বেদ বলে ॥ ১৪ ॥

তন্মধ্যে হর্ষ জনিত স্বেদ যথা ॥

হে মুগ্ধাক্ষি রাধে! তুমি চাতুর্য্য অঙ্গীকার পূর্ব্বক সূর্য্যের আতপকে তিরস্কার করিতেছ কেন?, আমি জানিতে পারি-লাম সম্মুখস্থ কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের সন্দর্শনে কন্দর্প পীড়ায়

স্বিন্নাসি ভিন্না কুসুমায়ুধেন ॥ ১৫ ॥

ভয়াদ্যথা ॥

কুতুকাদভিমন্যুবেশিনং

হরিমাক্রুশ্য গিরা প্রগল্‌ভয়া।

বিদিতাকৃতিরাকুলঃ ক্ষণা-

দজনি স্বিন্নতনুঃ স রক্তকঃ ॥ ১৬॥

ক্রোধাদ্যথা ॥

সমীক্ষ্য শক্রং সরুষো গরুত্মতঃ।

যজ্ঞস্য ভঙ্গাদতিবৃষ্টিকারিণং

হাস্যং প্রেক্ষ্য স্বিন্নেতি ॥ ১৫ ॥

অভিমন্যুঃ শ্রীরাধায়াঃ পতিম্মন্যঃ কশ্চিদ্গোপঃ। নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায়েত্যুক্ত দিশা মায়ানির্ম্মিততৎপ্রতিকৃতেরেব পতির্হি অসৌ। রক্তকস্তন্নামা শ্রীকৃষ্ণস্য সবয়স্কো দাসবিশেষঃ ॥ ১৬ ॥

ঘনোপবিষ্টাদপি তিষ্ঠত ইত্যস্য সংজ্ঞার্থে দূরস্থিতস্যাপি নতু তল্লীলাং

ঘর্ম্মাক্ত হইতেছ ॥ ১৫ ॥

ভয়হেতু স্বেদ যথা ॥

এক দিবস শ্রীকৃষ্ণ কৌতুক নিমিত্ত অভিমন্যু বেশ ধারণ করিয়াছিলেন, রক্তকনামা কৃষ্ণভৃত্য কর্কশবাক্যদ্বারা তিরস্কার করিয়া পরে 'ইনিই শ্রীকৃষ্ণ' ইহা জানিতে পারিয়া ব্যাকুলচিত্তে ক্ষণকাল ঘর্ম্মাক্ত দেহ হইয়াছিল ॥ ১৬ ॥

ক্রোধহেতু স্বেদ যথা ॥

যজ্ঞভঙ্গ নিবন্ধন অতিশয় বৃষ্টিকারি ইন্দ্রকে অবলোকন

ঘনোপরিষ্টাদপি তিষ্ঠতস্তদা
নিপেতুরঙ্গাদ্ঘননীরবিন্দবঃ॥

অথ রোমাঞ্চঃ॥

রোমাঞ্চোঽয়ং কিলাশ্চর্য্যহর্ষোৎসাহভয়াদিজঃ।
রোম্নামভ্যুদ্গমস্তত্র গাত্রসংস্পর্শনাদয়ঃ॥ ১৭॥

তত্রাশ্চর্য্যাদ্যথা॥

ডিম্ভস্য জৃম্ভাং ভজতস্ত্রিলোকীং
বিলোক্য বৈলক্ষবতী মুখান্তঃ।
বভূব গোষ্ঠেন্দ্রকুটুম্বিনীয়ং
তনূরুহৈঃ কুট্মলিতাঙ্গযষ্টিঃ॥ ১৮॥

প্রবিষ্টস্য ইত্যপিতু যোজ্যং বিরোধালঙ্কারেতু যোগ্য এব॥ ১৭॥

বৈলক্ষ্যং বিস্ময়ঃ। বিলক্ষো বিস্ময়ান্বিত। ইত্যমরঃ॥ ১৮॥

করিয়া মেঘোপরি অবস্থিত রোষান্বিত গরুড়ের দেহ হইতে ঘন ঘন ঘর্ম্ম বিন্দু সকল পতিত হইতে লাগিল॥

অথ রোমাঞ্চ॥

আশ্চর্য্য দর্শন, হর্ষ, উৎসাহ ও ভয়াদি জন্য রোমাঞ্চ হয়, রোমাঞ্চ হইলে রোম সকলের উদ্গম এবং গাত্রসংস্পর্শনাদি হইয়া থাকে॥ ১৭॥

আশ্চর্য্য হেতু রোমাঞ্চ যথা॥

বালকের জৃম্ভণ সময়ে মুখমধ্যে ত্রিলোকী (স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল,) দর্শন করিয়া বিস্মিতা নন্দপত্নী রোমাঞ্চদ্বারা কুঞ্চিতাঙ্গী হইয়াছিলেন॥ ১৮॥

হর্ষাদ্যথা শ্রীদশমে ॥
কিং তে কৃতং ক্ষিতিতপো বত কেশবাঙ্ঘ্রি-
স্পর্শোৎসবোৎপুলকিতাঙ্গরুহৈর্বিভাসি।
অপ্যঙ্ঘ্রিসম্ভব উরুক্রমবিক্রমাদ্বা
আহো বরাহবপুষঃ পরিরম্ভণেন ॥
উৎসাহাদ্যথা ॥

কিং তে কৃতমিতি। কেশবোঽত্র শ্রীকৃষ্ণঃ। অপীতি কিমর্থে। উরুক্রমস্য ত্রিবিক্রমস্য বিক্রমাচ্চরণবিন্যাসাদ্বোঽঙ্ঘ্রিসম্ভবঃ। সোঽপি কিমীদৃশঃ। আহো কিম্বা বরাহবপুষঃ পরিরম্ভণেন যঃ স্পর্শোৎসবঃ সোঽপি কিমীদৃশঃ নহি নহীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

হর্ষহেতু রোমাঞ্চ যথা ॥

শ্রীদশমে ৩০ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে

শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ-সময়ে গোপীগণ পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে ক্ষিতে! তুমি কি অনির্ব্বচনীয় তপস্যাই করিয়াছিলে, যে হেতু কেশবের চরণস্পর্শে তোমার উৎসব হইয়াছে, কেন না, লোমাবলীদ্বারা রোমাঞ্চিত হইয়া শোভা পাইতেছে। জিজ্ঞাসা করি তোমার এই উৎসব কি সম্প্রতি চরণ স্পর্শে উৎপন্ন অথবা পূর্ব্বাবধি ত্রিবিক্রমের পদে আক্রমণ হেতু হইয়াছে?, কিম্বা তাহারও পূর্ব্বে বরাহ মূর্ত্তির আলিঙ্গনে জন্মিয়াছে ॥

উৎসাহ নিমিত্ত রোমাঞ্চ যথা ॥

শৃঙ্গং কেলিরণারম্ভে রণয়ত্যঘমর্দ্দনে।
শ্রীদাম্নো যোদ্ধুকামস্য রেমে রোমাঞ্চিতং বপুঃ ॥

ভয়াদ্যথা ॥

বিশ্বরূপধরমদ্ভুতাকৃতিং
প্রেক্ষ্য তত্র পুরুষোত্তমং পুরঃ।
অর্জ্জুনঃ সপদি শুষ্যদাননঃ
শিশ্রিয়ে বিকটকণ্টকাং তনুং ॥ ১৯ ॥

অথ স্বরভেদঃ ॥

বিষাদবিস্ময়ামর্ষহর্ষভীত্যাদিসম্ভবং।
বৈস্বর্য্যং স্বরভেদঃ স্যাদেষ গদ্গদিকাদিকৃৎ ॥ ২০ ॥

বৈস্বর্য্যমিতি স্বরভেদস্য পর্য্যায়ান্তরং এব মন্তব্যাপি ॥ ২০ ॥

ক্রীড়াযুদ্ধ আরম্ভ কালে অঘমর্দ্দন শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী শ্রীদামের দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া শোভমান হইয়াছিল ॥

ভয়হেতু রোমাঞ্চ যথা ॥

সম্মুখে বিশ্বরূপধারি অদ্ভুতাকার পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে সন্দর্শন করিয়া শুষ্কবদন অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ শরীর মধ্যে বিপরীত রোমাঞ্চ ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

অথ স্বরভেদ ॥

বিষাদ, বিস্ময়, ক্রোধ, আনন্দ ও ভয়াদি হইতে স্বরভেদ হয়। গদ্গদ বাক্যকে স্বরভেদ কহে ॥ ২০ ॥

তত্র বিষাদাদ্যথা ॥
ব্রজরাজ্ঞি রথাৎ পুরো হরিং
স্বয়মিত্যর্দ্ধবিশীর্ণজল্পয়া।
ত্রিয়মেণদৃশা গুরাবপি
শ্লথয়ন্ত্যা কিল রোদিতা সখী ॥ ২১ ॥
বিস্ময়াদ্যথা শ্রীদশমে ॥
শনৈরথোত্থায় বিমৃজ্য লোচনে
মুকুন্দমুদ্বীক্ষ্য বিনম্রকন্ধরঃ।
কৃতাঞ্জলিঃ প্রশ্রয়বান্ সমাহিতঃ

স্বয়মিত্যস্বস্য নিবর্ত্তয়েতি বাক্যশেষঃ ॥ ২১ ॥
ইলয়া বাণ্যা। ঐলত স্তুতবানিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

তন্মধ্যে বিষাদহেতু স্বরভেদ যথা ॥

হে ব্রজরাজ্ঞি যশোদে! অগ্রে রথ হইতে হরিকে আপনিই নিবৃত্ত করুন, এই বাক্য শেষ না হইতে হইতে মৃগাক্ষী শ্রীরাধা গুরু সমক্ষে লজ্জা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক স্বীয় সখীকে রোদন করাইয়াছিলেন ॥ ২১ ॥

বিস্ময়হেতু স্বরভেদ যথা ॥

শ্রীদশমে ১৩ অধ্যায়ে ৫৯ শ্লোকে ॥

ব্রহ্মা প্রণামানন্তর ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া লোচনদ্বয় মর্দ্দন করিতে করিতে নত কন্ধর হইয়া ভগবানের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন এবং বিনীত ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সমাহিতচিত্তে কাঁপিতে কাঁপিতে গদ্গদ বচনে অর্থাৎ অস্ফুট-

সবেপথুর্গদ্গদয়ৈলতেলয়া ॥

অমর্ষাদ্যথা তত্রৈব ॥

প্রেষ্ঠং প্রিয়েতরমিব প্রতিভাষমাণং
কৃষ্ণং তদর্থবিনিবর্ত্তিতসর্ব্বকামাঃ।
নেত্রে বিমৃজ্য রুদিতোপহতে স্ম কিঞ্চিৎ
সংরম্ভগদ্গদগিরো ব্রুবতানুরক্তাঃ ॥ ২২ ॥

হর্ষাদ্যথা তত্রৈব ॥

হৃষ্যত্তনুরুহোভাবপরিক্লিন্নাত্মলোচনঃ।

সাত্বতোঽক্রূরঃ ॥ ২৩ ॥

স্বরে শ্রীকৃষ্ণের চরণপ্রান্তে স্তব আরম্ভ করিতে লাগিলেন ॥

অমর্ষহেতু স্বরভেদ যথা ॥

শ্রীদশমে ২৯ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে ॥

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত, তাঁহার নিমিত্ত সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন অতএব পরে রোদন দ্বারা উপহত স্ব স্ব নয়ন মার্জন করিয়া ঈষৎ কোপাবেশ হেতু গদ্গদবাক্যে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ, যিনি প্রিয়তর প্রায় কথা কহিতেছিলেন, তাঁহার প্রতি অনুরক্ত চিত্তে বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

হর্ষহেতু স্বরভেদ যথা ॥

শ্রীদশমে ৩৯ অধ্যায়ে ৪৮ শ্লোকে ॥

জল মধ্যে এইরূপ নিরীক্ষণ করিয়া অক্রূর অত্যর্থ প্রীত হইলেন, তাঁহার গাত্রপুলকে পরিপূর্ণ হইল, ভাবে সর্ব্ব

গিরা গদ্গদয়াস্তৌষীৎ সত্ত্বমালম্ব্য সাত্বতঃ।
প্রণম্য মূর্দ্ধ্নাবহিতঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ শনৈঃ॥ ২৩॥

ভীতের্যথা॥

ত্বয্যর্পিতং বিতর বেণুমিতি প্রমাদী
শ্রুত্বা মদীরিতমুদীর্ণ বিবর্ণভাবঃ।
তূর্ণং বভূব গুরুগদ্গদ রুদ্ধকণ্ঠঃ
পত্রী মুকুন্দ তদনেন স হারিতোঽস্তি॥

উদীর্ণেতি। নিষ্ঠায়াং ক্রৈয়াদিক-ঋগতাবিত্যস্ত দীর্ঘস্য রূপং। পত্রী পূর্ব্বব-তন্নামা শ্রীকৃষ্ণসেবকবিশেষঃ হারিতঃ স্বানবধানেন নাশিতোঽস্তীত্যর্থঃ॥ ২৪॥

শরীর ও লোচন আর্দ্র হইতে লাগিল। অতএব আমাদের শ্রীকৃষ্ণই এতদ্রূপ পরমেশ্বর, ইহা জানিয়া পরম-ভক্তি-সহ-কারে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিলেন। পরে সত্ত্বগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে ধীরে ধীরে গদ্গদবচনে স্তব করিতে লাগিলেন॥ ২৩॥

ভয়হেতু স্বরভেদ যথা॥

শ্রীকৃষ্ণের কোন সখা শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন সখে! আমি তোমার পত্রীনামা ভৃত্যকে বলিলাম, অহে তোমাকে যে বেণু অর্পণ করিয়াছি তাহা প্রত্যর্পণ কর, আমার এই কথা শ্রবণে পত্রীনামা ত্বদীয় ভৃত্য প্রমাদান্বিত হইয়া বিবর্ণভাব লাভ করিল এবং তৎক্ষণাৎ তাহার কণ্ঠরোধ হওয়াতে বাক্য গদ্গদ হইয়া নির্গত হইতে লাগিল, অতএব হে মুকুন্দ! পত্রীর অনবধানতা প্রযুক্ত তোমার বেণু হারিত হইয়াছে॥

অথ বেপথুঃ ॥

বিত্রাসামর্ষহর্ষাদ্যৈর্বেপথুর্গাত্রলৌল্যকৃৎ ॥ ২৪ ॥

অত্র বিত্রাসেন যথা ॥

শঙ্খচূড়মধিরূঢ়বিক্রমং
প্রেক্ষ্য বিস্তৃতভুজং জিঘৃক্ষয়া।
হা ব্রজেন্দ্রতনয়েতি বাদিনী
কম্পসম্পদমধত্ত রাধিকা ॥ ২৫ ॥

অমর্ষেণ যথা ॥

কৃষ্ণাধিক্ষেপ জাতেন ব্যাকুলো নকুলানুজঃ।
চকম্পে দ্রাগমর্ষেণ ভূকম্পে গিরিরাড়িব ॥

শঙ্খচূড়মিত্যত্র পদ্যে বিস্তৃতভুজমিত্যেব পাঠঃ ॥ ২৫ ॥
কৃষ্ণেত্যত্র পদ্যে ভূকম্পেনেব ভূধর ইতি বা পাঠঃ ॥ ২৬ ॥

অথ বেপথুঃ ॥

বিত্রাস, ক্রোধ ও হর্ষাদি দ্বারা যে গাত্রের চাঞ্চল্য হয়, তাহার নাম বেপথু অর্থাৎ কম্প ॥ ২৪ ॥

তন্মধ্যে বিত্রাসহেতু কম্প যথা ॥

উৎকট পরাক্রমশালী শঙ্খচূড় ধারণেচ্ছায় হস্ত প্রসারণ করিলে, শ্রীরাধা হা ব্রজেন্দ্রতনয়! এইমাত্র বলিয়া অতিশয় কম্পিতাঙ্গী হইলেন ॥ ২৫ ॥

ক্রোধহেতু কম্প যথা ॥

কৃষ্ণনিন্দা শ্রবণে ব্যাকুলচিত্ত নকুলানুজ সহদেব ক্রোধে অধীর হইয়া; ভূমিকম্পে গিরিরাজ যেমন কম্পিত হয় তাহার ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন ॥

হর্ষেণ যথা ॥

বিহসসি কথং হতাশে পশ্য ভয়েনাদ্য কম্পমানাস্মি।

চঞ্চলমুপসীদন্তং নিবারয় ব্রজপতেস্তনয়ং ॥

অথ বৈবর্ণ্যং ॥

বিষাদরোষভীতাদের্বৈবর্ণ্যং বর্ণবিক্রিয়া।

ভাবজ্ঞৈরত্র মালিন্যকার্শ্যাদ্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২৬ ॥

তত্র বিষাদাদ্যথা ॥

শ্বেতীকৃতাখিলজনং বিরহেণ তবাধুনা।

শ্বেতীকৃতেতি। মোক্ষধর্ম্মস্য নারায়ণীয়ে শ্বেতদ্বীপস্য জনবর্ণনে। শ্বেতাঃ পুমাংসো গতসর্ব্বদুঃখাশ্চক্ষুর্মুষঃ পাপকৃতাং নরাণামিতি। যদিচ শ্বেতদ্বীপপতৌ চিত্তং শুদ্ধে ধর্ম্মময়ে ময়ি। ধারয়ন্ শ্বেততাং যাতীত্যেকাদশপদ্যস্য

হর্ষহেতু কম্প যথা ॥

হে সখি! এই হতাশ ব্যক্তিতে কেন পরিহাস করিতেছ, দেখ অদ্য আমি ভয়ে কম্পমানা হইতেছি, সমীপস্থ এই দুঃখদ চঞ্চল ব্রজেন্দ্রনন্দনকে নিবারণ কর ॥

অথ বৈবর্ণ্য ॥

বিষাদ, ক্রোধ ও ভয়াদি হইতে বর্ণ বিকারের নাম বৈবর্ণ্য। ভাবজ্ঞ ব্যক্তিসকল কহেন, ইহাতে মলিনতা ও কৃশতাদি হইয়া থাকে ॥

তন্মধ্যে বিষাদহেতু বৈবর্ণ্য যথা ॥

হে কৃষ্ণ! এক্ষণে তোমার বিরহে গোকুলবাসি জন

গোকুলং কৃষ্ণদেবর্ষেঃ শ্বেতদ্বীপভ্রমং দধে ॥ ২৭ ॥

রোষাদ্যথা ॥

কংসশত্রুমভিযুঞ্জতঃ পুরো

বীক্ষ্য কংসসহজানুদায়ুধান্।

শ্রীবলস্য সখি পশ্য রুষ্যতঃ

প্রোদ্যদিন্দুনিভমাননং বভৌ ॥ ২৮ ॥

ভীতের্যথা ॥

রক্ষিতে ব্রজকুলে বকারিণা

টীকায়াং শ্বেততাং শুদ্ধরূপতামিত্যনুসারেণ। শ্বেতশব্দস্য শুদ্ধসত্বমেব ব্যাখ্যেয়ং। তদা তু শ্লেষকাব্যমেবেদং জ্ঞেয়ং ॥ ২৭ ॥

অভিযুঞ্জতঃ যুদ্ধার্থমাভিমুখ্যেন মিলিতঃ কংসসহজান্ কঙ্কন্যগ্রোধাদীন্ পশ্যে-ত্যত্র তস্যেতি পাঠস্ত্যক্তঃ ॥ ২৮ ॥

কালিমা কর্ত্তা বলরিপোরিন্দ্রস্য মুখেভবন্ ত্তবন্মনসি উত্থিতাং ভীতিং উচি-

---

সকল শ্বেতবর্ণ হওয়াতে দেবর্ষি নারদের গোকুলকে শ্বেত দ্বীপ বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল ॥ ২৭ ॥

রোষহেতু বৈবর্ণ্য যথা ॥

পুরনারীগণ কহিলেন সখি হে, দেখ দেখ, কংসশত্রু শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধার্থ সমাগত অস্ত্রধারি কংসসহোদর দিগকে সম্মুখে অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে বলদেবের বদন চন্দ্র উদয়শীল চন্দ্রের ন্যায় অরুণ বর্ণ হইয়া শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৮ ॥

ভয়হেতু বৈবর্ণ্য যথা ॥

বকশত্রু শ্রীকৃষ্ণ অবলীলাক্রমে গিরিরাজ গোবর্দ্ধন উত্তো-

পর্ব্বতং বরমুদস্য লীলয়া।
কালিমা বলরিপোর্ম্মুখেভব-
ন্ন্ চিবাত্মনসি ভীতিমুত্থিতাং॥
বিষাদে শ্বেতিমা প্রোক্তো ধৌসর্য্যং কালিমা কচিৎ।
রোষেতু রক্তিমা ভীত্যাং কালিমা কাপি শুক্লিমা॥ ২৯॥
রক্তিমা লক্ষ্যতে ব্যক্তো হর্ষোদ্রেকেঽপি কুত্রচিৎ।
অত্রাসার্ব্বত্রিকত্বেন নৈবাস্যোদাহৃতিঃ কৃতা॥ ৩০॥
অথাশ্রু॥
হর্ষরোষবিষাদাদ্যৈরশ্রুনেত্রে জলোদ্গমঃ।

বান্ সূচিতবান্॥ ২৯॥
অস্য রক্তিম্নঃ॥ ৩০॥
নেত্রে জলোদ্গমঃ ইত্যযত্নেনেতি শেষঃ। সাত্ত্বিকানামন্তর্বহির্বিকার-

লন করিয়া ব্রজমণ্ডলরক্ষা করিলে ইন্দ্রের মুখে কালিমা উৎপন্ন হইয়া তদীয় মানসিক ভয় প্রকাশ করিতে লাগিল॥

বিষাদ নিমিত্ত বৈবর্ণ্য উপস্থিত হইলে শ্বেত, ধূসর ও কোন স্থানে কালিমা প্রকাশ পায়, আর রোষ হেতু বৈবর্ণ্যে রক্তিমা এবং ভয়হেতু বৈবর্ণ্যে কালিমা ও কোথাও শুক্লিমা প্রকাশ পাইয়া থাকে॥ ২৯॥

অতিশয় হর্ষবশতঃ বৈবর্ণ্য উপস্থিত হইলে কোন স্থানে স্পষ্টরূপে রক্ত বর্ণ প্রকাশ পায়, ইহা সর্ব্বত্র হয় না বলিয়া ইহার উদাহরণ দেওয়া গেল না॥ ৩০॥

অথ অশ্রু॥

হর্ষ, ক্রোধ ও বিষাদাদি দ্বারা বিনা প্রযত্নে নেত্রে যে

হর্ষজেঽশ্রুণি শীতত্বমৌষ্ণ্যং রোষাদিসম্ভবে।
সর্ব্বত্র নয়নক্ষোভ রাগসংমার্জনাদয়ঃ ॥ ৩১ ॥
তত্র হর্ষেণ যথা ॥
গোবিন্দপ্রেক্ষণাক্ষেঽপি বাষ্পপূরাভিবর্ষিণং।
উচ্চৈরনিন্দদানন্দমরবিন্দবিলোচনাঃ ॥ ৩২ ॥
রোষেণ যথা হরিবংশে ॥
তস্যাঃ সুস্রাব নেত্রাভ্যাং বারি প্রণয়কোপজং।

রূপত্বাৎ। এবমন্যত্রাপি জ্ঞেয়ং। নাসিকাস্রবোপ্যস্যৈবাঙ্গবিশেষো জ্ঞেয়ঃ॥৩১॥
আনন্দস্য বাষ্পপূরাভিবর্ষিত্বমেব নিন্দ্যত্বেন বিবক্ষিতং নতু স্বরূপং সবিশেষণ-বিধিনিষেধৌ বিশেষণমুপসংক্রামত ইতি ন্যায়াৎ ॥ ৩২ ॥
তস্যাঃ শ্রীসত্যভামায়াঃ তত্র শোভাংশ এব দৃষ্টান্তঃ নতু শৈত্যাংশে ॥ ৩৩ ॥

জলোদ্গম হয় তাহার নাম অশ্রু। হর্ষজনিত অশ্রুতে শীতলত্ব এবং ক্রোধাদি জনিত অশ্রুতে উষ্ণত্ব সম্ভব হয়, কিন্তু সর্ব্ব প্রকার অশ্রুতে নয়নের ক্ষোভ অর্থাৎ চাঞ্চল্য, রক্তিমা এবং সম্মার্জনাদি ঘটিয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

তন্মধ্যে হর্ষনিমিত্ত অশ্রু যথা

পদ্মাক্ষী রুক্মিণী গোবিন্দ দর্শন নিবারক অশ্রু সমূহ বর্ষণকারি আনন্দকে অতিশয় রূপে নিন্দা করিয়াছিলেন ॥৩২

রোষ হেতু অশ্রু যথা

হরিবংশে ॥

সত্যভামার পদ্মপলাস সদৃশ লোচনদ্বয় হইতে যেমন নীহার বিন্দু পতিত হয় তাহার ন্যায় প্রণয়কোপ জনিত

কুশেশয়পলাশাভ্যামবশ্যায়জলং যথা ॥ ৩৩ ॥

যথা বা ॥

ভীমস্য চেদীশবধং বিধিৎসো

রেজেঽশ্রুবিস্রাবিরুষোপরক্তং।

উদ্যন্মুখং বারিকণাবকীর্ণং

সান্ধ্যত্বিষা গ্রস্তমিবেন্দুবিম্বং ॥ ৩৪ ॥

বিষাদেন যথা শ্রীদশমে ॥

পদা সুজাতেন নখারুণশ্রিয়া

ভুবং লিখন্ত্যশ্রুভিরঞ্জনাসিতৈঃ।

ভীমস্ত মুখং রেজে উদ্যদিন্দুবিম্বমিব। বিম্বপদেন পূর্ণত্বং বোধ্যতে। পাঠান্তরাণি নেষ্টানি ॥ ৩৪ ॥

পদা সুজাতেনেত্যত্র রুক্মিণীতি শেষঃ ॥ ৩৫ ॥

অশ্রু-বারি পতিত হইতে লাগিল ॥ ৩৩ ॥

যথাবা ॥

শিশুপালকে মারিতে ইচ্ছুক হইয়া ভীমসেনের ক্রোধ-বিপন্ন মুখ,অশ্রুবারিবর্ষণ করিয়া জলকণা ব্যাপ্ত সন্ধ্যাকালীন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

বিষাদহেতু অশ্রু যথা ॥

শ্রীদশমে ৬০ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে ॥

শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রুক্মিণী নখরূপ অরুণবর্ণ শোভাবিশিষ্ট সুকোমল পদ দ্বারা ভূমি খনন করত অঞ্জন সহকারে কৃষ্ণবর্ণ অশ্রু দ্বারা কুঙ্কুমাক্ত স্তনদ্বয়কে অভিষেক

আসিঞ্চতী কুঙ্কুমরূষিতৌ স্তনৌ
তস্থাবধোমুখ্যতিদুঃখরুদ্ধবাক্ ॥ ৩৫ ॥

অথ প্রলয়ঃ ॥

প্রলয়ঃ সুখদুঃখাভ্যাং চেষ্টা জ্ঞাননিরাকৃতিঃ।
অত্রানুভাবাঃ কথিতা মহীনিপতনাদয়ঃ ॥

তত্র সুখেন যথা ॥

মিলন্তং হরিমালোক্য লতাপুঞ্জাদতর্কিতং।
জ্ঞপ্তিশূন্যমনা রেজে নিশ্চলাঙ্গী ব্রজাঙ্গনা ॥ ৩৬ ॥

দুঃখেন যথা শ্রীদশমে ॥

জ্ঞাননিরাকৃতিরত্রালম্বনৈকলীনমনস্ত্বং ॥ ৩৬ ॥

করত দুঃখেতে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া অধোমুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

অথ প্রলয় ॥

সুখ দুঃখ নিবন্ধন চেষ্টা ও জ্ঞানশূন্যের নাম প্রলয়, এই প্রলয়ে ভূমি নিপতন প্রভৃতি অনুভাব সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥

সুখহেতু প্রলয় যথা ॥

লতাপুঞ্জ হইতে হঠাৎ হরিকে মিলিত হইতে দেখিয়া ব্রজাঙ্গনা নিশ্চলাঙ্গী ও জ্ঞানশূন্য হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥

দুঃখহেতু প্রলয় যথা ॥

শ্রীদশমে ৩৯ অধ্যায় ১৪ শ্লোকে ॥

অন্যাশ্চ তদনুধ্যান নিবৃত্তাশেষবৃত্তয়ঃ।
নাভ্যজানন্নিমং লোকমাত্মলোকং গতা ইব ॥ ৩৭ ॥
সর্ব্বে হি সত্ত্বমূলত্বাদ্ভাবা যদ্যপি সাত্ত্বিকাঃ।
তথাপ্যমীষাং সত্ত্বৈকমূলত্বাৎ সাত্ত্বিকপ্রথা।
সত্ত্বস্য তারতম্যাৎ প্রাণতনুক্ষোভতারতম্যং স্যাৎ।
তত এব তারতম্যং সর্ব্বেষাং সাত্ত্বিকানাং স্যাৎ।
ধূমায়িতাস্তে জ্বলিতা দীপ্তা উদ্দীপ্তসংজ্ঞিতাঃ।
বৃদ্ধিং যথোত্তরং যান্তঃ সাত্ত্বিকাঃ স্যুশ্চতুর্ব্বিধাঃ।

অন্যাঃ শ্রীহরে মথুরাপ্রস্থানে শোচন্ত্যঃ শ্রীগোপ্যঃ তদনুধ্যানেতি নাভ্যজানন্নিতি দ্বয়েন। নানা ভাবনা নিষিদ্ধাঃ আত্মলোকমাত্মস্বরূপং স্বস্মিন্ সমাধিমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

সর্ব্বে হীতি। ভাবাঃ অত্রানুভাবাঃ। সত্ত্বৈক মূলত্বাদিতি। সত্ত্বাদ-

---

হে রাজন্! অন্যান্য গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণানুধ্যান বশতঃ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের অশেষবৃত্তি নিরুদ্ধ হইল অতএব মুক্তব্যক্তিদিগের ন্যায় তাঁহারা নিজ ২ দেহও জানিতে সক্ষম হইলেন না ॥ ৩৭ ॥

যদিচ সত্ত্বমূল প্রযুক্ত সমুদায় ভাব সাত্ত্বিক তথাপি স্তম্ভাদি সকল সত্ত্বমূল নিবন্ধন সাত্ত্বিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। সত্ত্বের তারতম্য প্রযুক্ত প্রাণ ও দেহে ক্ষোভের তারতম্য হয়, এই নিমিত্ত সকল সাত্ত্বিক ভাবেরই তারতম্য আছে। এই সাত্ত্বিক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত ও উদ্দীপ্ত এই চারি প্রকার হয়। উক্ত বৃদ্ধি বহুকাল ব্যাপিত্ব, বহু অঙ্গ

সা ভূরিকালব্যাপিত্বং বহ্বঙ্গব্যাপিতাপি চ।
স্বরূপেণ তথোৎকর্ষ ইতি বৃদ্ধি স্ত্রিধা ভবেৎ॥ ৩৮॥
তত্র নেত্রাম্বুবৈস্বর্য্যবর্জ্জানামেব যুজ্যতে।
বহ্বঙ্গব্যাপিতামীষাং তয়োঃ কাপি বিশিষ্টতা॥ ৩৯॥
তত্রাশ্রূণাং দৃগৌচ্ছূন্যকারিত্বমবদাততা।
তথা তারাতিবৈচিত্রী বৈলক্ষণ্যবিধায়িতা।
বৈস্বর্য্যস্য তু ভিন্নত্বে কৌণ্ঠ্য ব্যাকুলতাদয়ঃ॥ ৪০॥
ভিন্নত্বং স্থান বিভ্রংশঃ কৌণ্ঠ্যং স্যাৎ সন্নকণ্ঠতা।

স্যাদিত্যত্র ব্যাখ্যাতমস্তি অমীষাং স্তম্ভাদীনাং সাত্ত্বিকনাম্না প্রথা সাত্ত্বিক-প্রথা॥ ৩৮॥

নেত্রেত্যত্রামীষাং স্তম্ভাদীনাং তয়োর্নেত্রাম্বুবৈস্বর্য্যয়োঃ॥ ৩৯॥

অতিবৈচিত্রা অপি বৈলক্ষণ্যমতিশয়ঃ॥ ৪০॥

স্থানবিভ্রংশ ইতি যতো ঘর্ঘরাদিশব্দাঃ স্যুরিতি ভাবঃ। সন্নকণ্ঠতেতি

ব্যাপিত্ব এবং স্বরূপের উৎকর্ষ এই তিন প্রকার হয়॥ ৩৮॥

অশ্রু ও স্বর ভেদ বর্জ্জন করিয়া স্তম্ভাদি ভাব সকলের সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিত্ব আছে, কিন্তু অশ্রু ও স্বরভেদের আরও কোন বিশিষ্টতা দেখা যায়॥ ৩৯॥

তন্মধ্যে অশ্রু সকলের নেত্র স্ফীততাকরণ, শুক্লবর্ণত্ব, তথা তারার বিচিত্রতা, এই বৈলক্ষণ্য বিধায়িত্ব। আর স্বর-ভেদের ভিন্নত্ব প্রযুক্ত কণ্ঠরোধ এবং ব্যাকুলতা এই বিশেষ প্রভেদ॥ ৪০॥

ভিন্নত্বের অর্থ স্থানবিভ্রংশ অর্থাৎ কণ্ঠ হইতে ঘর্ঘরাদি

ব্যাকুলস্তু নানোচ্চনীচগুপ্তবিলুপ্ততা।
প্রায়ো ধূমায়িতা এব রুক্ষাস্তিষ্ঠন্তি সাত্ত্বিকাঃ।
স্নিগ্ধাস্তু প্রায়শঃ সর্ব্বে চতুর্দ্ধৈব ভবন্ত্যমী।
মহোৎসবাদিবৃত্তেষু সদ্গোষ্ঠীতাণ্ডবাদিষু।
জ্বলন্ত্যুল্লাসিনঃ কাপি তে রুক্ষা অপি কস্যচিৎ॥ ৪১॥
সর্ব্বানন্দচমৎকারহেতুর্ভাবো বরো রতিঃ।
এতে হি তদ্বিনা ভাবাস্ন চমৎকারিতাশ্রয়াঃ॥ ৪২॥

যতঃ শব্দো নোদয়ত্তে ইতি ভাবঃ। নানোচ্চেতি প্রতিশবং তত্তন্নানাপ্রকার-ত্তেতি ভাবঃ॥ ৪১॥

যস্মাৎ. সর্ব্বানন্দচমৎকারহেতুঃ তস্মাদ্রতিরেব বরো ভাব ইত্যর্থঃ। পদ্যা-স্তেনাত্যুপাদেয়তাশ্রয়াইত্যেব পাঠঃ॥ ৪২॥

শব্দ নির্গত হওয়া। কৌণ্ঠ্য শব্দের অর্থ সন্নকণ্ঠতা অর্থাৎ কণ্ঠ হইতে শব্দ প্রকাশ না হওয়া। তথা ব্যাকুলত্বের অর্থ নানা উচ্চনীচ অর্থাৎ ক্ষণে ক্ষণে নানা প্রকারতা, আর গুপ্ত ও বিলুপ্ততা,এই সকল রুক্ষসাত্ত্বিকপ্রায় ধূমায়িত হইয়া অবস্থিতি করে। স্নিগ্ধ ভাব সকলও প্রায় চারিপ্রকার হইয়া থাকে। মহোৎসবাদির অনুষ্ঠানে, সৎসঙ্গ এবং নৃত্যাদিতে উল্লাস বিশিষ্ট হইয়া কোন সময়ে কোন ব্যক্তির রুক্ষ ভাব সকল জ্বলিত হয়॥ ৪১॥

রতি সর্ব্বানন্দ চমৎকারের হেতু, এ কারণ রতিকেই শ্রেষ্ঠ ভাব বলা যায়, অতএব রুক্ষাদি ভাব সকল রতি ব্যতিরেকে চমৎকারিত্বের আশ্রয় হইতে পারে না॥ ৪২॥

তত্র ধূমায়িতাঃ ॥

অদ্বিতীয়া অমী ভাবা অথবা সদ্বিতীয়কাঃ।
ঈষদ্ব্যক্তা অপহ্নোতুং শক্যা ধূমায়িতা মতাঃ ॥

যথা ॥

আকর্ণয়ন্নঘহরামঘবৈরিকীর্ত্তিং
পক্ষ্মাগ্রমিশ্রবিরলাশ্রুরভূৎ পুরোধাঃ।
যষ্টা দরোচ্ছ্বসিতলোমকপোলমীষৎ-

অমী ইতি। বহুবচনমত্র প্রতিব্যক্তিপ্রাধান্তস্য বিবক্ষয়া। তচ্চেতরেতর-যোগদ্বন্দ্বৈস্তকশেষাৎ। তেন হ্যসৌ স্তম্ভোঽদ্বিতীয়ঃ সদ্বিতীয়ো বাসৌ রোমাঞ্চো ঽদ্বিতীয়ঃ সদ্বিতীয়ো বা কম্পো বাসৌ চাদ্বিতীয়োঽথবা সদ্বিতীয় ইতি গম্যতে। অমী আনীয়ন্তামিতিবৎ। ততশ্চামীষু ভাবেষু যঃ কশ্চিদদ্বিতীয়ঃ সদ্বিতীয়ো বা ভবতি- ত্যর্থঃ। অপহ্নোতুমিত্যপকৃষ্টেন রত্যাদ্যুদাসীনেন ভাবেন হ্নোতুং গোপয়িতুং শক্যা ইত্যর্থঃ। রত্যন্তরঙ্গভাবেন তু সমুদ্ভূতরতীনামপি দৃশ্যতে। হ্যরুন্ধন্ দগদ্বাষ্পমোৎকণ্ঠ্যাদেবকীসুতে। নির্যাত্যগারান্নোভদ্রমিতি স্যাদ্বান্ধব-

---

তন্মধ্যে ধূমায়িত যথা ॥

যে ভাব স্বয়ং বা দ্বিতীয়ভাবের সহিত যুক্ত হইয়া অত্যল্প প্রকাশ পায় এবং যাহা গোপন করিতে পারা যায়, তাহার নাম ধূমায়িত ॥

যথা।

যাগকর্ত্তা পুরোহিত গর্গাচার্য্য অঘশত্রু শ্রীকৃষ্ণের অঘ-নাশিনী কীর্ত্তি শ্রবণ করিয়া চক্ষুর পক্ষ্মাগ্র বিরলঅশ্রুমিশ্র, গণ্ড পুলকিত ও ঘর্ম্মান্বিতনাসিকা বিশিষ্ট মুখারবিন্দ ধারণ

প্রস্বিন্ননাসিকমুবাহ মুখারবিন্দং ॥ ৪৩ ॥

অথ জ্বলিতাঃ ॥

তে দ্বৌ ত্রয়ো বা যুগপদ্যান্তঃ স্বপ্রকটাং দশাং।
শক্যাঃ কৃচ্ছ্রেণ নিহ্নোতুং জ্বলিতা ইতি কীর্ত্তিতাঃ ॥ ৪৪ ॥

যথা ॥

ন গুঞ্জামাদাতুং প্রভবতি করঃ কম্পতরলো
দৃশৌ সাস্রে পিঞ্ছং ন পরিচিনুতঃ সত্বরকৃতি।

স্বিন্ন ইত্যত্র ॥ ৪৩ ॥

তে সাত্ত্বিকা দ্বৌ ত্রয়ো বা ভূত্বা ॥ ৪৪ ॥

সত্বরকৃতি যথাস্যাত্তথা ন গুঞ্জামাদাতুং প্রভবতীত্যাদিনা বিলম্বেন প্রভবতি ইতি প্রাপ্তে কম্পাদেঃ কৃচ্ছ্রেণ নিহ্নোতুং শক্যত্ব মায়াতং প্রার্থিত মপীতি পাঠ স্ত্যক্তঃ ॥ ৪৫ ॥

করিয়াছিলেন ॥ ৪৩ ॥

অথ জ্বলিত ॥

দুই তিন সাত্ত্বিক ভাব যদি এক সময়ে উদিত হয় এবং তাহা যদি কষ্টেস্হষ্টে গোপন করিতে পারা যায়, তবেই তাহাকে জ্বলিত কহে ॥ ৪৪ ॥

যথা ॥

কোন বয়স্য গোপ, শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন সখে! বন হইতে তোমার বংশীধ্বনি কর্ণদ্বয়ের শেষসীমায় প্রবেশ করিলে আমার হস্ত কম্পিত হইয়া শীঘ্র গুঞ্জা গ্রহণ করিতে পারে নাই, চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া ময়ূর পুচ্ছ চিনিতে পারিল না,

ক্ষমাবূরূ স্তব্ধৌ পদমপি ন গন্তুং তব সখে
বনাদ্বংশীধ্বানে পরিসরমবাপ্তে শ্রবণয়োঃ ॥
যথা বা ॥
নিরুদ্ধং বাষ্পাম্ভঃ কথমপি ময়া গদ্গদগিরো
হ্রিয়া সদ্যো গূঢ়াঃ সখি বিঘটিতো বেপথুরপি।
গিরিদ্রোণ্যাং বেণৌ ধ্বনতি নিপুণৈরিঙ্গিতময়ে
তথাপ্যূহাঞ্চক্রে মম মনসি রাগঃ পরিজনৈঃ ॥
অথ দীপ্তাঃ ॥
প্রৌঢ়াং ত্রিচতুরা ব্যক্তিং পঞ্চ বা যুগপদ্গতাঃ।
সম্বরীতুমশক্যাস্তে দীপ্তা ধীরৈরুদাহৃতাঃ ॥

এবং উরুদ্বয় স্তম্ভ যুক্ত হইয়া এক পদও গমন করিতেসক্ষম হইল না অতএব হে বন্ধো! তোমার বংশীর কি আশ্চর্য্য মহীয়সী শক্তি ॥

যথাবা ॥

হে সখি! গিরিগহ্বরে (সঙ্কেত দ্যোতক স্বরূপ) বেণুর শব্দ হইলে যদিচ আমি বাষ্পবারি রোধ এবং লজ্জা নিবন্ধন গদ্গদ বাক্য সকলকে গোপন করিলাম, তথাপি গাত্রকম্প নিবারণ করিতে পারি নাই, এ কারণ নিপুণ পরিজন সকল আমার মনস্থিত কৃষ্ণানুরাগ বিতর্ক করিয়াছিলেন ॥

অথ দীপ্ত ॥

বৃদ্ধি প্রাপ্ত তিন চারি অথবা পাঁচ সাত্ত্বিক ভাব যদি এক কালীন উদিত হয় এবং তাহা যদি সম্বরণ করিতে না পারা যায় তাহা হইলে তাহাকে দীপ্ত বলে ॥

যথা ॥

ন শক্তিমুপবীণনে চিরমধত্তকম্পাকুলো
ন গদ্গদ নিরুদ্ধবাক্ প্রভুরভূদুপশ্লোকনে।
ক্ষমোঽজনি ন বীক্ষণে বিগলদশ্রুপূরঃ পুরো
মধুদ্বিষি পরিস্ফুরত্যবশমূর্ত্তিরাসীন্মুনিঃ ॥ ৪৫ ॥

যথা বা ॥

কিমুন্মীলত্যস্রে কুসুমজরজো গঞ্জসি মুধা
সরোমাঞ্চে কম্পে হিমমনিলমাক্রোশসি কুতঃ।
কিমূরুস্তম্ভে বা বনবিহরণং দ্বেক্ষি সখি তে

কিমিতি কথমিত্যর্থঃ। কিং বিশ্রাম্যসি কৃষ্ণভোগিভবনে ভাণ্ডীরভূমীত্যাদিষু দর্শনাৎ। রাধে ইতি সম্বোধ্য তয়ৈব তস্যাঃ কৃষ্ণভাবস্বব্যঞ্জনয়া তদ্ধেতুক-

---

যথা ॥

নারদ মুনি সম্মুখস্থ শ্রীকৃষ্ণকে সন্দর্শন করিয়া এরূপ বিবশাঙ্গ হইলেন যে কম্প নিবন্ধন বীণাবাদনে অশক্ত হইয়া পড়িলেন, বাক্য গদ্গদ হওয়াতে স্তুতিপাঠ করিতে পারিলেন না, চক্ষুঃ অশ্রুপূর্ণ হওয়াতে দর্শনে অক্ষম হইলেন ॥৪৫

অথবা ॥

হে সখি! চক্ষুতে অশ্রু উদয় হওয়ায় বৃথা পুষ্পরজকে গঞ্জনা দিতেছ, গাত্র রোমাঞ্চিত হওয়ায় শীতল বায়ুর প্রতি কেন আক্রোশ করিতেছ, ঊরুস্তম্ভ প্রযুক্ত বনবিহারের প্রতি কেন দ্বেষ করিতেছ, অতএব হে রাধে! স্বরভেদ তোমার

নিরাবাধা স্বাধে বদতি মদনাধিং স্বরভিদা॥

অথোদ্দীপ্তাঃ॥

একদা ব্যক্তিমাপন্নাঃ পঞ্চষাঃ সর্ব্ব এব বা।

আরূঢ়া পরমোৎকর্ষমুদ্দীপ্তা ইতি কীর্ত্তিতাঃ॥ ৪৬॥

যথা॥

অদ্য স্বিদ্যতি বেপতে পুলকিভির্নিস্পন্দতামঙ্গকৈ-

র্ধত্তে কাকুভিরাকুলং বিলপতি ম্লায়ত্যনল্পোষ্মভিঃ।

স্তিম্যত্যম্বুভিরম্বকস্তবকিতৈঃ পীতাম্বরোড্ডামরং

সদ্যস্ত্বদ্বিরহেণ মুহ্যতি মুহুর্গোষ্ঠাধিবাসী জনঃ॥

মদনাধিস্তং স্ফুটীকৃতং। নিরাবাধা ছলেন নান্যথা কর্ত্তুং শক্যা॥ ৪৬॥

অম্বকস্তবকিতৈ র্নেত্রেষু স্থিরত্বাৎ স্তবকবদাচরদ্ভিস্তিম্যতি তদংশেন পক্ষতা

মদন বেদনা প্রকাশ করিয়া দিতেছে॥

অথ উদ্দীপ্ত

একসময়ে যদি পাঁচ ছয় অথবা সমুদায় ভাব উদিত হইয়া পরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তবেই তাহাদিগকে উদ্দীপ্ত বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়॥ ৪৬॥

যথা

হে পীতাম্বর! অদ্য তোমার বিরহে গোকুলবাসী জনসকল ঘর্ম্মযুক্ত, কম্পিত ও পুলকিত অঙ্গদ্বারা স্তম্ভ ধারণ, আকুল হইয়া চাটুবাক্য দ্বারা বিলাপ, অনল্প উষ্মতা দ্বারা ম্লান এবং নেত্রাম্বু দ্বারা আর্দ্রীভূত হইয়া সম্প্রতি অতিশয় মোহ প্রাপ্ত হইতেছে॥

উদ্দীপ্তা এব সূদ্দীপ্তা মহাভাবে ভবন্ত্যমী।
সর্ব্বএব পরাং কোটিং সাত্ত্বিকা যত্র বিভ্রতি ॥ ৪৭ ॥
কিঞ্চ ॥
অথাত্র সাত্ত্বিকাভাসা বিলিখ্যন্তে চতুর্ব্বিধাঃ।
রত্যাভাসভবাস্তেতু সত্ত্বাভাসভবাস্তথা।
নিঃসত্ত্বাশ্চ প্রতীপাশ্চ যথাপূর্ব্বমমী বরাঃ।

আর্দ্রী ভবতি উড্ডামরং যথাস্থাত্তথা ॥ ৪৭ ॥

সাত্ত্বিকাভাসা ইতি সাত্ত্বিক বদাভাসন্তে প্রতীয়ন্তে নতু বস্তুত স্তথা ভবন্তীতি শব্দেনৈব লক্ষণমংয়াতমিতীথং তদ্ভেদানেব গণয়তি চতুর্বিধা ইতি। রতেঃ প্রতিবিম্বত্বে ছায়াত্বে চ সতি রত্যাভাসভবত্বং। মুদ্বিস্ময়াদ্যাভাসমাত্রাক্রান্তচিত্তত্বে সত্ত্বাভাসভবত্বং। মুদ্বিস্ময়াদ্যাভাসস্থাপি অন্তরাস্পর্শে বহিরপ্যস্পর্শে নিঃসত্ত্বত্বং। প্রতীপাস্তু বিরোধিভাবভবত্বাৎ দ্বেষ্যা এব ইতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

সাত্ত্বিক ভাব সকল মহাভাবে পরম উৎকর্ষতা ধারণ করে এ কারণ উদ্দীপ্তভাব সকলই মহাভাবে সূদ্দীপ্ত হয় ॥ ৪৭ ॥

আরও বলি।

এই স্থলে চারিটী সাত্ত্বিকাভাস লিখিত হইতেছে যথা—রত্যাভাসভব, সত্ত্বাভাসভব, তথা নিঃসত্ত্ব এবং প্রতীপ, কিন্তু এই সকল ভাব পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ॥

তাৎপর্য্য। রতির প্রতিবিম্ব হেতু রত্যাভাসভব, হর্ষ বিস্ময়াদি দ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হইলে সত্ত্বাভাসভব, হর্ষ বিস্ময়াদির আভাসেরও অন্তর বাহ্য স্পর্শ না করণ হেতু নিঃসত্ত্ব, এবং বিরোধি ভাব জনিতত্ব প্রযুক্ত প্রতীপ দ্বেষের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে ॥

তত্রাদ্যাঃ ॥

মুমুক্ষুপ্রমুখেষ্বাদ্যা রত্যাভাসাৎ পুরোদিতাৎ ॥ ৪৮ ॥

যথা ॥

বারাণসীনিবাসী কশ্চিদয়ং ব্যাহরন্ হরেশ্চরিতং।
যতিগোষ্ঠ্যামুৎপুলকঃ সিঞ্চতি গণ্ডদ্বয়ীমস্রৈঃ ॥ ৪৯ ॥

অথ সত্ত্বাভাসভবাঃ ॥

মুদ্বিস্ময়াদেরাভাসঃ প্রোদ্যন্ জাত্যাশ্লথে হৃদি।
সত্ত্বাভাস ইতি প্রোক্তঃ সত্ত্বাভাসভবাস্ততঃ ॥

বারাণসীতি। তত্র তন্নিবাসাদিনা মুমুক্ষুত্বং গম্যতে ॥ ৪৯ ॥

ভাবাক্রান্তচিত্তস্যৈব সত্ত্বতযা সঙ্কেতিতত্বান্মুদ্বিস্ময়াদেরাভাসো যস্মিংস্তচ্চিত্ত-মিতি বক্তব্যে মুদাদ্যাভাস এব সত্ত্বাভাস ইত্যুক্তিস্তং কারণতাতিশয়বিবক্ষয়া আয়ুর্ঘৃতমিতি বৎ ॥ ৫০ ॥

তন্মধ্যে আদ্য অর্থাৎ রত্যাভাসভব যথা ॥

পূর্ব্বোক্ত রত্যাভাস হেতু মুমুক্ষু প্রভৃতিতে রত্যাভাস হইয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥

যথা ॥

বারাণসীনিবাসী কোনব্যক্তি সন্ন্যাসিদিগের সভায় হরিচরিত্র গান করিতে করিতে পুলকাকুল কলেবর হইয়া অশ্রু জল দ্বারা গণ্ডদ্বয় সেচন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

সত্ত্বাভাসভব যথা ॥

জাতিনিবন্ধন শ্লথ হৃদয়ে উদিত হর্ষ বিস্ময়াদির আভাসকে সত্ত্বাভাসভব প্রযুক্ত সত্ত্বাভাস কহে ॥

যথা ॥

জরন্মীমাংসকস্যাপি শৃণ্বতঃ কৃষ্ণবিভ্রমং।
হৃষ্টায়মানমনসো বভূবোৎপুলকং বপুঃ ॥ ৫০ ॥

যথা বা ॥

মুকুন্দচরিতামৃতপ্রসরবর্ষিণস্তে ময়া
কথং কথনচাতুরীমধুরিমা গুরুর্বর্ণ্যতাং।
মুহূর্ত্তমতদর্থিনো বিষয়িণোঽপি যস্যাননা
ন্নিশম্য বিজয়ং প্রভোর্দধতি বাষ্পধারামমী ॥ ৫১ ॥

অথ নিঃসত্ত্বাঃ॥

নিসর্গপিচ্ছিলস্বান্তে তদভ্যাসপরেঽপি চ।

মুকুন্দেতি। অমী ইতি সদ্য এবাগতত্বং ব্যঞ্জয়তি ॥ ৫১ ॥

উপরি শ্লথং অন্তঃ কঠিনং পিচ্ছিলং তদ্রূপত্বান্ন কুত্রাপি স্থিরং। শ্লথত্বং ত্বন্তর্ন্ন-

---

যথা ॥

কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করিতে করিতে (অরসজ্ঞ) প্রাচীন মীমাংসকেরও চিত্ত আনন্দিত হয়, এ নিমিত্ত তাঁহার বপুঃ পুলকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল ॥ ৫০ ॥

যথাবা ॥

হে মুকুন্দ! লীলামৃত বর্ষণকারি আপনার বাক্ চাতুর্য্য মাধুর্য্যের মহান্ গরিমা কি রূপে বর্ণন করিব; অনধিকারি বিষয়ী লোক সকলও আমার মুখ হইতে আপনার লীলা শ্রবণ করিয়া চক্ষু বাষ্পধারা ধারণ করিতেছে ॥ ৫১ ॥

অথ নিঃসত্ত্ব ॥

স্বভাব বশতঃ বা অভ্যাস বশতঃ পিচ্ছিল অর্থাৎ উপরি

সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যুঃ ক্বাপ্যশ্রুপুলকাদয়ঃ ॥ ৫২ ॥

যথা ॥

নিশময়তো হরিচরিতং
নহি সুখদুঃখাদয়োঽস্য হৃদিভাবাঃ।
অনভিনিবেশাজ্জাতাঃ
কথমস্রবদশ্রমশ্রান্তং ॥ ৫৩ ॥

হিরণ্যকঠিনং তদ্রূপত্বাদন্যত্র কুত্রাপি সংসজ্জমানমিতি ভেদঃ। তত্র সতি নিসর্গেতি ব্যাখ্যায়তে। যঃ কোপি নিসর্গ পিচ্ছিলস্বান্তো ভবতি সাত্ত্বিকোদয়ার্থং ধারণা বিশেষেণাভ্যাসপরোঽপি ভবতি তস্মিন্ সত্ত্বাভাসং বিনাপ্যশ্রুপুলকাদয়ো ভবন্তি। বহিরন্তঃ কঠিনেষু তদভ্যাসেনাপি ন ভবন্তীত্যেবার্থঃ। সত্ত্বাভাসং বিনাপি ইত্যস্য নিসর্গেত্যনেনান্বয়ে ধারণাবিশেষস্যাপেক্ষ্যস্ত বিশেষণত্বাপাতান্ন পৃথক্ ঘটত ইতি অতএবাস্যোদাহরণং একমেবা করিষ্যতেতি নিঃসত্ত্বানামেষাং সাত্ত্বিকাভাস গণনাযুক্তেষু সাত্ত্বিকবদাভাসন্তে ইত্যপেক্ষয়া ॥ ৫২ ॥

নিশময়ত ইতি অনভিনিবেশাৎ পিচ্ছিলত্বান্নহি ভাবা জাতাঃ অনভিনিবেশস্ত ময়াস্ত মুহুরেবানুভূতোস্তীতি ভাবঃ। তথা কথমশ্রমশ্রান্তমস্রবদিতি যদুক্তং তৎ খল্বভ্যাসপরত্বাদেবেতি ব্যঞ্জিতং ॥ ৫৩ ॥

কোমল, অন্তরে কঠিন, এমত হৃদয়ে সত্ত্বাভাস ব্যতিরেকে কোথাও অশ্রু পুলকাদি দেখা যায় ॥ ৫২ ॥

যথা ॥

অনভিনিবেশ বশতঃ হরিচরিত্র শ্রবণকারি ব্যক্তির হৃদয়ে সুখ দুঃখাদি ভাবসকল উৎপন্ন হয় নাই, তবে কি প্রকারে ইহার নয়নে অবিরল জলধারা পাত হইতেছে, বোধ করি অভ্যাস বশতই ঘটিয়াছে ॥ ৫৩ ॥

প্রকৃত্যা শিথিলং যেষাং মনঃ পিচ্ছিলমেব বা।
তেষ্বেব সাত্ত্বিকাভাসঃ প্রায়ঃ সংসদি জায়তে ॥ ৫৪ ॥

অথ প্রতীপাঃ ॥

হিতাদন্যস্য কৃষ্ণস্য প্রতীপাঃ ক্রুদ্ভয়াদিভিঃ।

তত্র ক্রুধা যথা হরিবংশে ॥

তস্য প্রস্ফুরিতোষ্ঠস্য রক্তাধরতটস্য চ।
বক্ত্রং কংসস্য রোষেণ রক্তসূর্য্যায়তে তদা ॥

সংসদ্যেবেত্যন্বয়ঃ প্রায় ইতি শিথিলস্যান্যত্রাপি সম্ভবাৎ শিথিলং শ্লথং সংসদি মহোৎসবকীর্ত্তনসভায়াং ॥ ৫৪ ॥

কৃষ্ণস্য হিতাদন্যত্র বৈরিপ্রভৃতিষু ক্রুদ্ভয়াদিভি হেতুভিঃ সাত্ত্বিকাভাসাঃ প্রতীপাঃ স্যুরিত্যর্থঃ। ম্লানানন ইতি মুক্তিশ্রিয়াগিত্যাদিনা তস্মাদ্ভীতস্তামেব শরণমাশ্রিতবানিতি ধ্বনিতং। ম্লানস্য গোবিন্দমিত্যাদি পাঠান্তরপদ্যং ত্যক্তং ॥ ৫৫ ॥

স্বভাবতঃ যাহাদের মন শিথিল অথবা পিচ্ছিল, মহোৎসব কীর্ত্তন সভায় প্রায় সেই সকল ব্যক্তিতে সত্ত্বাভাস উৎপন্ন হয় ॥ ৫৪ ॥

অথ প্রতীপ ॥

শ্রীকৃষ্ণের শত্রু প্রভৃতিতে ক্রোধ ভয়াদি দ্বারা যে সাত্ত্বিকাভাস হইয়া থাকে তাহাকে প্রতীপ বলে ॥

তন্মধ্যে ক্রোধ হইতে প্রতীপ যথা ॥

হরিবংশে ॥

রক্তাধর এবং প্রস্ফুরিতোষ্ঠ কংসের মুখ তৎকালীয় ক্রোধে রক্তবর্ণ সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥

ভয়েন যথা॥

ম্লানাননঃ কৃষ্ণমবেক্ষ্য রঙ্গে
সিস্বেদমল্লস্ত্বধিভালশুক্তি।
মুক্তিশ্রিয়াং সুষ্ঠু পুরো মিলন্ত্যা-
মত্যাদরাৎ পাদ্যমিবাজহার॥

যথা বা॥

প্রবাচ্যমানে পুরতঃ পুরাণে
নিশম্য কংসস্য ভয়াতিরেকং।
পরিপ্লবান্তঃকরণঃ সমন্তাৎ
কশ্চিৎ পরিম্লানমুখস্তদাসীৎ॥

নাস্ত্যর্থঃ সাত্ত্বিকাভাসকথনে কোঽপি যদ্যপি।
সাত্ত্বিকানাং বিবেকায় দিক্ তথাপি প্রদর্শিতা॥ ৫৫॥

ভয়হেতু প্রতীপ যথা॥

রঙ্গস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে সন্দর্শন করিয়া ম্লানবদন মল্লের ললাট রূপ শুক্তি অর্থাৎ ঝিনুক স্বেদ জল ধারণ করিয়া অগ্রবর্ত্তিনী মুক্তিসম্পত্তিকে যেন অত্যাদর পূর্ব্বক পাদ্য প্রদান করিল॥

যথাবা॥

সম্মুখে পুরাণ পাঠ হইতেছিল তাহাতে কংসের ভয়াতিশয্য শ্রবণ করিয়া কোন ব্যক্তির অন্তঃকরণ চঞ্চল হওয়ায় বদন মলিন হইয়া উঠিল॥

যদিচ সাত্ত্বিকাভাস কথনে কোন প্রয়োজন নাই তথাপি সাত্ত্বিক সকলের পরিজ্ঞানার্থ উদাহরণ প্রদর্শিত হইল॥৫৫॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে ভক্তি-রসসামান্য নিরূপণে সাত্ত্বিকলহরী তৃতীয়া ॥ * ॥

অথ ব্যভিচারিণঃ ॥

অথোচ্যন্তে ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভাবা যে ব্যভিচারিণঃ।
বিশেষেণাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি ॥ ১ ॥
বাগঙ্গ সত্ত্বসূচ্যা যে জ্ঞেয়াস্তে ব্যভিচারিণঃ।
সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সঞ্চারিণোঽপি তে ॥ ২ ॥
উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি স্থায়িন্যমৃতবারিধৌ।

॥ * ॥ ইতি পঞ্চলহর্য্যাত্মকে দক্ষিণবিভাগে সাত্ত্বিকলহরী তৃতীয়া ॥ * ॥ ৩ ॥

বাচা অঙ্গেন ভ্রূনেত্রাদিনা সত্ত্বেনচ সত্ত্বোৎপন্নেনানুভাবেন সূচ্যা জ্ঞাপ্যাঃ ॥ ২ ॥

কুত্র কিংবৎ অমৃত বারিধাবূর্ম্মিবদিতি পশ্চাদেব যোজনীয়ং ॥ ৩ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃত ব্যাখ্যায় ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগে সাত্ত্বিকলহরী ॥ * ॥ ৩ ॥ * ॥

অথ ব্যভিচারী ॥

অনন্তর ত্রয়স্ত্রিংশদ্ব্যভিচারি ভাব, যাহা বিশেষতঃ প্রাধান্য রূপে স্থায়িভাবে বিচরণ করে, তৎসমুদায় উল্লিখিত হইতেছে ॥ ১ ॥

বাক্য, ভ্রূনেত্রাদি অঙ্গ এবং সত্ত্বোৎপন্ন ভাব দ্বারা যে সকল ভাব প্রকাশিত হয়, তাহারাই ব্যভিচারী। এই ব্যভিচারী সকল ভাবের গতি সঞ্চার করে বলিয়া ইহাদিগকে সঞ্চারি ভাবও বলা যায় ॥ ২ ॥

ব্যভিচারী ভাবসকল স্থায়িভাবরূপ অমৃতসাগরে মগ্ন

ঊর্ম্মিবদ্বর্দ্ধয়ন্ত্যেনং যান্তি তদ্রূপতাঞ্চ তে।
নির্ব্বেদোঽথ বিষাদো দৈন্যং গ্লানিশ্রমৌ চ মদগর্ব্বৌ।
শঙ্কাত্রাসাবেগা উন্মাদাপস্মৃতী তথা ব্যাধিঃ।
মোহো মৃতিরালস্যং জাড্যং ব্রীড়াবহিত্থা চ।
স্মৃতিরথ বিতর্কচিন্তামতিধৃতয়ো হর্ষ উৎসুকত্বঞ্চ।
ঔগ্র্যামর্ষাসূয়াশ্চাপল্যঞ্চৈব নিদ্রা চ।
সুপ্তির্ব্বোধ ইতীমে ভাবা ব্যভিচারিণঃ সমাখ্যাতাঃ ॥৩॥
তত্র নির্ব্বেদঃ ॥
মহার্ত্তিবিপ্রয়োগের্ষ্যাসদ্বিবেকাদিকল্পিতং।
স্বাবমাননমেবাত্র নির্ব্বেদ ইতি কথ্যতে।

সদ্বিবেকোঽত্রাকর্ত্তব্যস্য কৃতত্বে কর্ত্তব্যস্য চাকৃতত্বে শোচনমযোক্তেবঃ ॥ ৪ ॥

হইয়া তরঙ্গের ন্যায় স্থায়িভাবকে বর্দ্ধিত করে, একারণ ইহারা স্থায়িভাবের স্বরূপ ভাবও প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥

নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃত্যু, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিত্থা, অর্থাৎ আকারগোপন, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, উৎসুকতা উগ্রতা, অমর্ষ, অসূয়া, চপলতা, নিদ্রা; সুপ্তি ও বোধ এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ ভাবকে ব্যভিচারি বলে ॥ ৩ ॥

তন্মধ্যে নির্ব্বেদ যথা ॥

মহাদুঃখ, বিপ্রয়োগ অর্থাৎ বিচ্ছেদ, ঈর্ষ্যা, সদ্বিবেকাদি কল্পিত অর্থাৎ অকর্ত্তব্যের করণ এবং কর্ত্তব্যের অকরণ নিমিত্ত শোচনা এবং নিজ অপমান, এই সকলেতে নির্ব্বেদ

অত্র চিন্তাশ্রুবৈবর্ণ্যদৈন্যনিশ্বসিতাদয়ঃ ॥ ৪ ॥

তত্র মহার্ত্ত্যা যথা ॥

হন্ত দেহহতকৈঃ কিমমীভিঃ
পালিতৈর্বিফলপুণ্যফলৈ র্নঃ।
এহি কালিয়হ্রদে বিষবহ্নৌ
স্বং কুটুম্বিনি হঠাজ্জুহবাম ॥

বিপ্রয়োগেন যথা ॥

অসঙ্গমান্মাধবমাধুরীণা-
মপুষ্পিতে নীরসতাং প্রয়াতে।
বৃন্দাবনে শীর্য্যতি হা কুতোঽহংসৌ

ন ইতি দ্বিত্বেঽপি বহুবচনং অস্মদোর্দ্বয়োশ্চেতি প্রাণিনিস্মরণাদ্দেহহতকৈ-রিত্যত্র তু বহুজন্মতাপেক্ষয়া ॥ ৫ ॥

হইয়া থাকে ॥

এই নির্ব্বেদে চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য, দৈন্য এবং দীর্ঘ নিশ্বাসাদি হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

তন্মধ্যে মহাদুঃখ নিমিত্ত নির্ব্বেদ যথা ॥

হে গৃহকুটুম্বিনি যশোদে! হায়! আমাদের পুণ্য রহিত এই হত দেহকে পালন করিলে কি হইবে? আইস আমরা বিষাগ্নি যুক্ত কালিয় হ্রদে শীঘ্র আত্মদেহকে আহুতি প্রদান করি ॥

বিরহে নির্ব্বেদ যথা ॥

মাধব মাধুর্য্যের অপ্রাপ্তি হেতু বৃন্দাবন পুষ্পহীন বিশীর্ণ হইয়া নীরসত্ব প্রাপ্ত হইলে, হায়! কৃষ্ণ কোথায় এই বলিয়া

প্রাণিত্যপুণ্যঃ সুবলো দ্বিরেফঃ ॥ ৫ ॥

যথা বা দানকেলিকৌমুদ্যাং ॥

ভবতু মাধবজল্পমশৃণ্বতোঃ

শ্রবণয়োরলমশ্রবণি র্মম।

তমবিলোকয়তোরবিলোকনিঃ

সখি বিলোকনয়োশ্চ কিলানয়োঃ ॥ ৬ ॥

ঈর্ষ্যয়া যথা হরিবংশে ॥

সত্যাদেবীবাক্যং ॥

স্তোতব্যা যদি তাবৎ সা নারদেন ভবাগ্রতঃ।

দুর্ভগোঽয়ং জনস্তত্র কিমর্থমনু শব্দিতঃ ॥

অশ্রবণিরিত্যাক্রোশেন ॥ ৬ ॥

সা রুক্মিণী। অয়ং মল্লক্ষণঃ ॥ ৭ ॥

পুণ্যরহিত সুবল রূপ ভ্রমর তথা হইতে প্রস্থান করিল ॥৫॥

যথাবা দানকেলিকৌমুদীতে ॥

হে সখি! মাধবের গুণানুবাদ শ্রবণ না করায় আমার কর্ণদ্বয়ের বধিরতাই ভাল এবং তাঁহাকে দর্শন করিতে না পাওয়ায় আমার লোচনদ্বয়ের অন্ধত্বই ভাল ॥ ৬ ॥

ঈর্ষ্যাহেতু নির্ব্বেদ যথা ॥

হরিবংশে সত্যভামা দেবীর বাক্য যথা ॥

হে কৃষ্ণ! নারদ যদি তোমার অগ্রে রুক্মিণীর প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তাহা হইলে মাদৃশ এই দুর্ভাগ্য জনের কথায় প্রয়োজন কি? ॥

সদ্বিবেকেন যথা শ্রীদশমে ॥
সৈষ কালোঽজিত নিষ্ফলো গতো
রাজ্যশ্রিয়োন্নদ্ধমদস্য ভূপতেঃ।
মর্ত্ত্যাত্মবুদ্ধেঃ সুতদারকোশভূ-
ষ্বাসজ্জমানস্য দুরন্তচিন্তয়া ॥ ৭ ॥
অমঙ্গলমপি প্রোচ্য নির্ব্বেদং প্রথমং মুনিঃ।
মেনেঽমুং স্থায়িনং শান্তে ইতি জল্পন্তি কেচন ॥
অথ বিষাদঃ ॥

কেচনেতি। স্বমতে তু শান্তরসে শান্ত্যাখ্যায়ারতেরেব স্থায়িভাবত্বাৎ। অত্র নির্ব্বেদস্য প্রথমোক্তিস্তু মুনিবচনানুবাদরূপত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

সদ্বিবেক অর্থাৎ অকর্ত্তব্যের করণ এবং কর্ত্তব্যের অকরণ নিমিত্ত নির্ব্বেদ যথা ॥

শ্রীদশমে ৫১ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে ॥

হে অজিত! কেবল অন্য লোক সংসারে পতিত হইতেছে এমত নহে, আমিও এইরূপ হইতেছি, দেহেতে আমার আত্মবুদ্ধি আছে, অতএব দুরন্ত-চিন্তা-দ্বারা পুত্র কলত্র, কোশ, ভূমি প্রভৃতিতে রাজ্য শ্রীদ্বারা উন্নদ্ধমদ হইয়াছি, আমারও কাল বিফলে গত হইল ॥ ৭ ॥

ভরত মুনি প্রথমে নির্ব্বেদকে অমঙ্গল বলিয়াই কীর্ত্তন করিয়াছেন, কিন্তু কোন কোন পণ্ডিত ইহাকে শান্তরসে শান্ত্যাখ্যা রতির স্থায়িভাব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥

অথ বিষাদ ॥

ইষ্টানবাপ্তিপ্রারব্ধকার্য্যাসিদ্ধিবিপত্তিতঃ।
অপরাধিতোঽপি স্যাদনুতাপো বিষণ্ণতা॥
অত্রোপায়সহায়ানুসন্ধিশ্চিন্তা চ রোদনং।
বিলাপশ্বাসবৈবর্ণ্যমুখশোষাদয়োঽপি চ॥ ৮॥
তত্রেষ্টানবাপ্তিতো যথা॥
জরাং যাতা মূর্ত্তির্মম বিবশতাং বাগপি গতা
মনোবৃত্তিশ্চেয়ং স্মৃতিবিধুরতাপদ্ধতিমগাৎ।
অঘধ্বংসিন্ দূরে বসতু ভবদালোকন শশী
ময়া হন্ত প্রাপ্তো ন ভজনরুচেরপ্যবসরঃ॥
প্রারব্ধকার্য্যাসিদ্ধের্যথা॥

বিধুরতা রহিতত্বং॥ ৯॥

ইষ্ট বস্তুর অপ্রাপ্তি, প্রারব্ধকার্য্যের অসিদ্ধি, বিপত্তি এবং অপরাধাদি হইতে যে অনুতাপ জন্মে তাহার নাম বিষাদ॥

এই বিষাদে উপায় ও সহায়ের অনুসন্ধান, চিন্তা, রোদন, বিলাপ, শ্বাস, বৈবর্ণ্য ও মুখশোষাদি হইয়া থাকে॥ ৮॥

তন্মধ্যে ইষ্ট বস্তুর অপ্রাপ্তিনিমিত্ত বিষাদ যথা॥

হে অঘনাশন শ্রীকৃষ্ণ! আমার শরীর জরাগ্রস্ত, বাক্যও অবশ এবং মনোবৃত্তিও স্মৃতিরহিত হইয়াছে, আপনার দর্শন রূপ শশীও দূরে বাস করিতেছেন, হায়! এ যাবৎ আমি আপনার ভজনরুচিরও অবসর প্রাপ্ত হইলাম না॥

প্রারব্ধকার্য্যের অসিদ্ধিহেতু নির্ব্বেদ যথা॥

স্বপ্নে ময়াদ্য কুসুমানি কিলাহৃতানি
যত্নেন তৈর্বিরচিতা নবমালিকা চ।
যাবন্মুকুন্দ হৃদি হন্ত নিধীয়তে সা
হা তাবদেব তরসা বিররাম নিদ্রা ॥ ৯ ॥
বিপত্তের্যথা ॥
কথমনায়ি পুরে ময়কা সুতঃ
কথমসৌ ন নিগৃহ্য গৃহে ধৃতঃ।
অমুমহো কত দন্তিবিধুন্তুদো
বিধুরিতং বিধুমত্র বিধিৎসতি ॥ ১০ ॥
অপরাধাদযথা শ্রীদশমে ॥

কথমনায়ীতি শ্রীব্রজেন্দ্রবচনং তচ্চ মঞ্চানামত্যুচ্চত্বেন দূরেঽপি দর্শন সম্ভবাৎ। বিধুরিতং দুঃখিতং বিধিৎসতি কর্ত্তুমিচ্ছতি। হরিরিত্যাদি পাঠান্তরং ত্যক্তং ॥ ১০ ॥

অদ্য আমি স্বপ্ন যোগে পুষ্পচয়ন করত যত্ন-সহকারে বনমালা রচনা করিয়া যেই মুকুন্দ হৃদয়ে সমর্পণ করিব, হা কষ্ট! হঠাৎ সেই সময়েই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল ॥ ৯ ॥

বিপত্তিহেতু বিষাদ যথা ॥

গোপরাজ নন্দ কহিলেন হায়!, কেন আমি পুত্রকে গৃহে অবরোধ করিয়া রাখিলাম না, কি কারণ সঙ্গে করিয়া মথুরায় লইয়া আসিলাম, এই কৃষ্ণচন্দ্রকে কুবলয়াপীড় হস্তিরূপ রাহু ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করিতেছে ॥ ১০ ॥

অপরাধহেতু বিষাদ যথা ॥

শ্রীদশমে ১৪ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে ॥

পশ্যেশ মেঽনার্য্যমনন্ত আদ্যে
পরাত্মনি ত্বয্যপি মায়িমায়িনি।
মায়াং বিতত্যেক্ষিতুমাত্মবৈভবং
হ্যহং কিয়ানৈচ্ছমিবার্চ্চিরগ্নৌ ॥ ১১ ॥

যথা বা ॥

স্যমন্তকমহং হৃত্বা গতো ঘোরাস্যমন্তকং।
করবৈ তরণীং কাম্বা ক্ষিপ্তো বৈতরণীমনু ॥ ১২ ॥

অর্য্যঃ সুজন স্তস্য ভাব আর্য্যং অতস্তদ্বিপরীতং দৌর্জন্যমনার্য্যং। কিন্তৎ আত্মনস্তব বৈভবং মাহাত্ম্যমীক্ষিতুং যৎ। দ্রষ্টুং মঞ্জুমহিত্বমিত্যুক্তেঃ। নম্বেবঞ্চেত্তর্হি কো দোষস্তত্রাহ স্বমাহাত্ম্যং দ্রষ্টুং তত্রাপি মায়াং বিতত্য দ্রষ্টুং কিয়ানূ কো বরাকোঽহমিত্যর্থঃ। কিয়ত্ত্বে দৃষ্টান্তঃ অগ্নৌ অর্চ্চিরিবেতি ॥ ১১ ॥

স্যমন্তকমহমিত্যক্রূরচিন্তা। কাম্বেত্যত্রতু কিম্বেতি পাঠঃ সভ্যঃ ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন হে ঈশ! আমার দৌর্জন্য দেখুন, আপনি অনন্ত, আদ্য, পরমাত্মা, মায়াবিদিগেরও মোহনকারী, আমি আপনার প্রতি স্বীয় মায়া বিস্তার করিয়া আত্মৈশ্বর্য্য নিরীক্ষণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। অহো! যদ্রূপ অগ্নিহইতে উত্থিত অগ্নিশিখা অগ্নির প্রতি কোন কার্য্যকর হয় না, তাহার ন্যায় আপনার প্রতি ঐরূপ করিতে গিয়া আমি কিঞ্চিৎকর হইয়াও উঠিতে পারি নাই ॥ ১১ ॥

যথাবা ॥

স্যমন্তক-মণিহরণ করিয়া ভয়ানক যমের মুখে পতিত হইলাম, এখন বৈতরণীতে অনুক্ষিপ্ত হইয়া উদ্ধারার্থ কাহাকেই তরণী করিব ॥ ১২ ॥

অথ দৈন্যং ॥

দুঃখত্রাসাপরাধাদ্যৈরনৌর্জিত্যন্তু দীনতা।
চাটুকৃন্মান্দ্য মালিন্য চিন্তাঙ্গ জড়িমাদিকৃৎ ॥

তত্র দুঃখেন যথা শ্রীদশমে ॥

চিরমিহ বৃজিনার্ত্তস্তপ্যমানোঽনুতাপৈ-
রবিতৃষষড়মিত্রো লব্ধশান্তিঃ কথঞ্চিৎ।
শরণদ সমুপেতস্ত্বৎপদাব্জং পরাত্ম-
ন্ন ভয়মৃতমশোকং পাহি মাপন্নমীশ ॥ ১৩ ॥

অনৌর্জিত্যমাত্মন্যতিনিকৃষ্টতা মননং। চাটুস্তবময়ী যাজ্ঞা। হৃদয়স্য মান্দ্যমপাটবং মালিন্যমস্বাচ্ছ্যং চিন্তা নানাভাবনা ॥ ১৩ ॥

অথ দৈন্য ॥

দুঃখ ত্রাস ও অপরাধাদি হইতে যে দৌর্ব্বল্য হয় তাহার নাম দৈন্য, এই দৈন্যে, চাটু, হৃদয়ের ক্ষুণ্ণতা, মলিনতা চিন্তা এবং অঙ্গের জড়তা হয় ॥

তন্মধ্যে দুঃখহেতু দৈন্য যথা ॥

শ্রীদশমে ৫১ অধ্যায়ে ৩৯ শ্লোকে ॥

মুচুকুন্দ কহিলেন প্রভো! আমি কর্ম্ম ফলে চিরকাল পীড়িত আছি, আবার তাহারই বাসনায় সন্তপ্ত হইয়াছি তথাপি ছয় রিপু (ছয় ইন্দ্রিয়) তৃষ্ণা শূন্য হয় নাই, কথঞ্চিৎ দৈববশতঃ শান্তি লাভ হওয়ায় আপনার পাদপদ্ম যাহা অশোক, অভয় ও অমৃত, তাহা প্রাপ্ত হইলাম। হে শরণদ! হে আত্মন্! হে ঈশ! আমি আপদে ব্যাপ্ত, আমাকে রক্ষা করুন ॥ ১৩ ॥

ত্রাসেন যথা প্রথমে ॥

অভিদ্রবতিমামীশ শরস্তপ্তায়সঃ প্রভো।
কামং দহতু মাং নাথ মা মে গর্ভো নিপাত্যতাং ॥ ১৪ ॥

অপরাধেন যথা শ্রীদশমে ॥

অতঃ ক্ষমস্বাচ্যুত মে রজো ভুবো
হ্যজানতস্ত্বৎ পৃথগীশ মানিনঃ।

শ্রীপরীক্ষিন্মাতা তং গর্ভস্থিতং শ্রীকৃষ্ণসেবায়াম্‌হিষ্যন্তং মত্বা স্বস্য তত্রা-যোগ্যং মত্বা তদ্রক্ষার্থং নিবেদয়তি অভিদ্রবতীতি তপ্তমগ্নিমুদ্দিশ্যৎ আয়সং লৌহশল্যং যস্য সঃ ॥ ১৪ ॥

অজো জগৎকর্ত্তাহমিতি মদেন গাঢ়তমোরূপেণ অন্ধীভূত নেত্রস্য অতস্ত্বৎ পৃথগীশমানিনঃ অন্যত্র প্রভুম্মন্যত্বেন বর্ত্তমানোঽপি এষোঽহমনুকম্প্যঃ কথং নাথ

ত্রাসহেতু দৈন্য যথা ॥

প্রথমস্কন্ধে ৮ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে ॥

উত্তরা কহিলেন হে প্রভো! জ্বলন্ত শল্যযুক্ত এই শর আমার অভিমুখে বেগে আসিতেছে, হে নাথ! এ আমাকে যদৃচ্ছাক্রমে দগ্ধ করুক তাহাতে খেদ নাই, আমার গর্ভটী যেন নিপাত না করে ॥ ১৪ ॥ /

অপরাধ হেতু দৈন্য যথা ॥

শ্রীদশমে ১৪ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে ॥

ব্রহ্মা কহিলেন হে অচ্যুত! আমি রজোগুণে উৎপন্ন হইয়াছি একারণ অজ্ঞ, সুতরাং "আমি জগৎ কর্ত্তা" এই যে মদ, যাহা প্রগাঢ় তিমির স্বরূপ, তাহাতে আমার নেত্রদ্বয়

অজাবলেপান্ধতমোহন্ধচক্ষুষ
এষোহনুকম্প্যো ময়ি নাথবানিতি ॥
আদ্যশব্দেন লজ্জয়াপি যথা তত্রৈব ॥
মানয়ং ভোঃ কৃথাস্ত্বাস্তু নন্দগোপসুতং প্রিয়ং।
জানীমোহঙ্গ ব্রজশ্লাঘ্যং দেহিবাসাংসি বেপিতাঃ ॥ ১৫ ॥
অথ গ্লানিঃ ॥
ওজঃ সোমাত্মকং দেহে বলপুষ্টিকৃদস্য তু।

বান্ দাস ইত্যেবং। ননু পরমেষ্ঠিন্ন স্তব দাস্যং কিমর্থং তত্রাহ ময়ি ভগবতি নিমিত্তে মদেকপ্রাপ্ত্যর্থমিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

ওজঃ শুক্রাদপ্যুৎকৃষ্টো ধাতুবিশেষঃ ॥ ১৬ ॥

অন্ধীভূত হইয়াছে, অতএব তোমা হইতে পৃথক্ ঈশ্বর আছেন এইরূপ মানিতেছি। প্রভো! এ ব্যক্তি অন্যত্র প্রভুত্ব রূপে বর্ত্তমান হইলেও আমারই ভৃত্য অতএব এ আমার অনুকম্পনীয়" মনে করিয়া আমাকে ক্ষমা করুন ॥

আদিশব্দপ্রযুক্ত লজ্জা নিমিত্ত দৈন্য যথা ॥

শ্রীদশমে ২২ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে ॥

গোপীগণ কহিলেন অহে কৃষ্ণ! অন্যায় কর কেন, আমরা জানি তুমি নন্দগোপতনয়, ব্রজের শ্লাঘ্য এবং আমাদের প্রিয় আমাদের বস্ত্র সকল দাও, এই দেখ আমরা কাঁপিতেছি ॥১৫

অথ গ্লানি ॥

দেহে বল ও পুষ্টিকারি, যাহার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা চন্দ্র, সেই ওজঃ অর্থাৎ শুক্র হইতে কোন উৎকৃষ্ট ধাতু বিশেষ,

ক্ষয়াচ্ছ্রমাধিরত্যাদ্যৈর্গ্লানির্নিষ্প্রাণতা মতা।
কম্পাঙ্গজাড্যবৈবর্ণ্য কার্শ্য দৃগ্‌ভ্রমণাদিকৃৎ ॥ ১৬ ॥
তত্র শ্রমেণ যথা ॥
আঘূর্ণম্মণি বলয়োজ্জ্বল প্রকোষ্ঠা
গোষ্ঠান্তর্মধুরিপুকীর্ত্তিনর্ত্তিতোষ্ঠী
লোলাক্ষী দধিকলসং বিলোড়য়ন্তী
কৃষ্ণায় ক্লমভর নিঃসহা বভূব ॥

লোলাক্ষীতি মধুরিপুকীর্ত্তিগানে শ্বশ্রূপ্রভৃতিভ আশঙ্কয়া। নিঃসহা বিবশাঙ্গী ॥ ১৭ ॥

শ্রম, মনঃপীড়া ও রত্যাদি দ্বারা তাহার ক্ষয় হইলে যে দুর্ব্বলতা জন্মে তাহার নাম গ্লানি ॥

ইহাতে কম্প, অঙ্গের জড়তা, বৈবর্ণ্য, কৃশতা এবং নয়নের চাপল্যাদি হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

তন্মধ্যে শ্রমহেতু গ্লানি যথা ॥

এক দিবস শ্রীরাধা গোকুল মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত দধি মন্থন করিতেছিলেন, তৎকালীন তাঁহার হস্তস্থ মণিময় উজ্জ্বল বলয় সকল ঈষৎ ঘূর্ণিত ও মধুরিপুর নাম কীর্ত্তনে ওষ্ঠদ্বয় নর্ত্তন করিতেছিল, শ্রীরাধা মনে করিলেন আমি যে শ্রীকৃষ্ণের গুণ কীর্ত্তন করিতেছি; পাছে শ্বশ্রূগণ শুনিতে পান এই আশঙ্কায় দধি কলস বিলোড়ন করিতে করিতে শ্রমভরে বিবশাঙ্গী হইয়া পড়িলেন ॥

যথা বা ॥

গুম্ফিতুং নিরুপমাং বনস্রজং
চারু পুষ্পপটলং বিচিন্বতী।
দুর্গমে ক্লমভরাতিদুর্ব্বলা
কাননে ক্ষণমভূন্মৃগেক্ষণা ॥ ১৭ ॥

আধিনা যথা ॥

সারস ব্যতিকরেণ বিহীনা
ক্ষীণজীবনতয়োচ্চলহংসা।
মাধবাদ্য বিরহেণ তবাম্বা
শুষ্যতিস্ম সরসী শুচিনেব ॥ ১৮ ॥

সা তবাম্বেত্যম্বয়ঃ। রসঃ সুখং ব্যতিকর আসঙ্গঃ পক্ষে সারসানি পক্ষি বিশেষাঃ। পদ্মানি চেত্যেকশেষাৎ। শুচিস্তুমাষাঢ় ইত্যমরঃ ॥ ১৮ ॥

যথাবা ॥

একদিবস মৃগাক্ষী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণার্থ নিরুপম বনমাল গ্রন্থন করিবার অভিলাষে দুর্গম কাননের মধ্যে গমন করিয়াছিলেন, তথায় মনোহর পুষ্প সকল চয়ন করিতে করিতে অতিশয় ক্লান্তিপ্রযুক্ত তিনি ক্ষণকাল দুর্ব্বল হইয়াছিলেন॥১৭

মনঃপীড়া নিমিত্ত গ্লানি যথা ॥

হে মাধব! গ্রীষ্মকালে সারস এবং হংস বিরহিত সরোবর যেমন শুষ্ক হয়, তাহার ন্যায় তোমার বিরহে অদ্য তোমার মাতা যশোদা শুষ্ক হইতেছেন ॥ ১৮ ॥

রত্যা যথা রসসুধাকরে ॥

অতিপ্রযত্নেন রতান্ততান্তা
কৃষ্ণেন তল্পাদবরোপিতা সা।
আলম্ব্য তস্যৈব করং করেণ
জ্যোৎস্না কৃতানন্দমলিন্দমাপ ॥

অথ শ্রমঃ ॥

অধ্ব নৃত্য রতাদ্যুত্থঃ খেদঃ শ্রম ইতীর্য্যতে।
নিদ্রাস্বেদাঙ্গসম্মর্দ্দ জৃম্ভাশ্বাসাদিভাগসৌ ॥

অলিন্দং গৃহাগ্রকুট্টিমং ॥ ১৯ ॥

রতি নিমিত্ত গ্লানি যথা ॥

রসসুধাকরে ॥

রতি ক্রীড়ার অবসানে শ্রীরাধা শয্যা হইতে যে অবতরণ করিবেন এমত শক্তি ছিল না, যত্ন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ শয্যা হইতে অবতারিত করিলে শ্রীরাধা স্বীয় হস্ত দ্বারা তদীয় হস্ত অবলম্বন পূর্ব্বক জ্যোৎস্নাশালি গৃহাগ্রবর্ত্তি কুট্টিম অর্থাৎ চাঁদনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥

অথ শ্রম ॥

পথ, নৃত্য ও রমণাদি জনিত খেদকে শ্রম বলে। এই শ্রমে নিদ্রা, ঘর্ম্ম, অঙ্গগ্রহ, জৃম্ভা অর্থাৎ হাঁই এবং দীর্ঘশ্বাসাদি হইয়া থাকে ॥

তন্মধ্যে পথ ভ্রমণ নিমিত্ত শ্রম যথা ॥

তত্রাধ্বনো যথা ॥
কৃতাগসং পুত্রমনুব্রজন্তী
ব্রজাজিরান্তর্ব্রজরাজরাজ্ঞী
পরিস্খলৎ কুন্তলবন্ধনেয়ং
বভূব ঘর্ম্মাম্বুকরম্বিতাঙ্গী ॥
নৃত্যাদ্যথা ॥
বিস্তীর্য্যোত্তরলিতহারমঙ্গহারং
সঙ্গীতোন্মুখমুখরৈর্বৃতঃ সুহৃদ্ভিঃ।
অস্বিদ্যদ্বিরচিত নন্দসূনুপর্ব্বা
কুর্ব্বাণস্তটভুবি তাণ্ডবানি রামঃ ॥
রত্যাদ্যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণ অপরাধ করিয়া পলাইতে লাগিলে ব্রজরাজ রাজ্ঞী যশোদা পুত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ব্রজাঙ্গণে ধাবমানা হইয়াছিলেন তন্নিবন্ধন তাঁহার কেশবন্ধন আলুলায়িত এবং অঙ্গ সকল ঘর্ম্মাম্বুসিক্ত হইয়াছিল ॥

নৃত্যহেতু শ্রম যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণের পর্ব্বোপলক্ষে সঙ্গীতকারি সুহৃদ্গণে পরিবৃত হইয়া যমুনাতটে অঙ্গভঙ্গি সহকারে বলদেব তাণ্ডব রচনা করিলেন, তৎকালীন তাঁহার কণ্ঠস্থ হার আন্দোলিত এবং শরীর হইতে ঘর্ম্মবারি সকল স্রাব হইতে লাগিল ॥

রতিহেতু শ্রম যথা ॥

শ্রীদশমে ৩৩ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে ॥

শ্রীদশমে ॥
তাসাং রতিবিহারেণ শ্রান্তানাং বদনানি সঃ।
প্রামৃজৎ করুণঃ প্রেম্না শন্তমেনাঙ্গ পাণিনা ॥
অথ মদঃ ॥
বিবেকহর উল্লাসো মদঃ স দ্বিবিধো মতঃ।
মধুপানভবোঽনঙ্গ বিক্রিয়াভরজোপি চ।
গত্যঙ্গ বাণী স্খলন দৃগ্ঘূর্ণা রক্তিমাদিকৃৎ ॥
তত্র মধুপানভবো যথা ললিতমাধবে ॥
বিলে কন্নু বিলিল্যিরে নৃপপিপীলিকাঃ পীড়িতাঃ।
পিনস্মি জগদন্তকং নন্নু হরিঃ ক্রুধং ধাস্যতি।

হে রাজন্! গোপীসকল রতিক্রীড়ায় শ্রান্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ কৃপাতিশয়তা হেতু প্রেমপ্রকাশপূর্ব্বক স্বীয় শুভ করতল দিয়া তাঁহাদের বদন মার্জন করিয়াছিলেন ॥

অথ মদ ॥

জ্ঞাননাশক আহ্লাদের নাম মদ। এই মদ দুই প্রকার হয়, মধুপানজনিত ও কন্দর্পবিকারাতিশয়জনিত। ইহাতে গতি, অঙ্গ ও বাক্যের স্খলন, নেত্রঘূর্ণা এবং রক্তিমাদি হইয়া থাকে ॥

তন্মধ্যে মধুপানজনিত মদ যথা ॥

ললিতমাধবে ॥

মধুপান জনিত মদে মুক্তকেশ হলধর কহিলেন অরে নৃপপিপীলিকাসকল! তোরা পীড়িত হইয়া কোন্ গর্ত্তে লুকায়িত হইলি,অরে শচীর ক্রীড়ামৃগ ইন্দ্র! তুই কেন হাস্য

শচীগৃহকুরঙ্গ রে হসসি কিং স্বমিত্যুন্মদ-
ন্নুদেতি মদডম্বরস্খলিতচূড়মগ্রে হলী॥ ১৯॥
যথা বা প্রাচাং॥
ভভভ্রমতি মেদিনী ললললম্বতে চন্দ্রমাঃ
কৃকৃষ্ণ ববদ দ্রুতং হহহসন্তি কিং বৃষ্ণয়ঃ।
সিসীধু মুমুমুঞ্চ মে পপপপানপাত্রে স্থিতং
মদস্খলিতমালপন্ হলধরঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ।
উত্তমস্তু মদাচ্ছেতে মধ্যো হসতি গায়তি।
কনিষ্ঠঃ ক্রোশতি স্বৈরং পরুষং বক্তি রোদিতি।

ভভভ্রমতীতি পদ্যং তস্য গৃহএব স্থিতস্য তত্র কল্পনয়া বচনং জ্ঞেয়ং। বাস্তবত্বে শ্রীকৃষ্ণাদীনাং সঙ্কোচাপত্তেঃ। মদস্খলিতমিত্যতঃ প্রাগিতীত্যধ্যাহার্য্যং।

করিতেছিস্, আমি ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ করিতে উদ্যত হইয়াছি, হরি ইহাতে ক্রোধ করিবেন না॥ ১৯॥

যথাবা প্রাচীনদিগের মত॥

হে কৃষ্ণ! শীঘ্র বল পৃথিবী কি ঘূর্ণিত হইতেছে,চন্দ্র কি লম্বিতাঙ্গ হইয়া পড়িলেন, অরে যদুগণ তোরা হাস্য করিতেছিস্ কেন? আমার পানপাত্রস্থিত কদম্বপুষ্পজাত মদ্য পরিত্যাগ কর, এই রূপে মদস্খলিত আলাপকারী হলধর তোমাদের কল্যাণ বিধান করুন॥

উত্তম ব্যক্তির মত্ততা জন্মিলে সে শয়ন করে, মধ্যম ব্যক্তি হাস্য ও গান করিয়া থাকে এবং কনিষ্ঠ ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ ও রোদন করিয়া থাকে। তরুণাদি

মদোপি ত্রিবিধঃ প্রোক্তস্তরুণাদিপ্রভেদতঃ।
তত্র নাত্যুপযোগিত্বাদ্বিস্তার্য্য নহি বর্ণিতঃ॥
অনঙ্গবিক্রিয়াভরজো যথা॥
ব্রজপতিসুতমগ্রে বীক্ষ্য ভুগ্নীভবদ্ভ্রূ-
র্ভ্রমতি হসতি রোদিত্যাস্যমন্তর্দধাতি।
প্রলপতি মুহুরালীং বন্দতে পশ্য বৃন্দে
নবমদনমদান্ধা হন্ত গান্ধর্ব্বিকেয়ং॥
অথ গর্ব্বঃ॥
সৌভাগ্যরূপতারুণ্যগুণসর্ব্বোত্তমাশ্রয়ৈঃ।
ইষ্টলাভাদিনা চান্য হেলনং গর্ব্ব ঈর্য্যতে॥ ২০॥

প্রকরণচ্ছেদং নাত্যাদৃতং করিষ্যতে মদোঽপি ত্রিবিধ ইত্যাদিনা॥ ২০॥

অবস্থা ভেদে মদ তিন প্রকার হয়, এস্থলে অতিশয় উপযোগিতা না থাকায় তাহার বিস্তার করা হইল না॥

কন্দর্পবিক্রিয়াতিশয় জনিত মদ যথা॥

হে বৃন্দে! আশ্চর্য্য দর্শন কর, শ্রীরাধা নবমদন মদে অন্ধ হইয়া অগ্রে ব্রজপতিনন্দনকে অবলোকন করত কখন ভ্রূযুগ কুটিল, কখন ভ্রমণ, কখন হাস্য, কখন রোদন, কখন বদন আচ্ছাদন, কখন প্রলাপ এবং কখন মুহুর্মুহুঃ সখীদিগকে প্রণাম করিতেছেন॥

অথ গর্ব্ব॥

সৌভাগ্য, রূপতারুণ্য, গুণ, সর্ব্বোত্তম আশ্রয় এবং ইষ্ট বস্তু লাভাদি দ্বারা অন্যের অবজ্ঞাকে গর্ব্ব কহে॥ ২০॥

তত্র সোল্লুণ্ঠবচনং লীলানুত্তরদায়িতা।
স্বাঙ্গেক্ষা নিহ্নবোঽন্যস্য বচনাশ্রবণাদয়ঃ॥ ২১ ॥
তত্র সৌভাগ্যেন যথা বিল্বমঙ্গলে ॥
হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতং।
হৃদয়াদ্যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে ॥
রূপতারুণ্যেন যথা॥
যস্যাঃ স্বভাব মধুরাং পরিসেব্য মূর্ত্তিং

নিহ্নবঃ স্বাভিপ্রায়াদে র্গোপনং ॥ ২১ ॥

হস্তমুৎক্ষিপ্যেতি ন স্বার্থঃ প্রধানং তাদৃক্ প্রেম্ন স্তস্যাত্র দুঃখস্যৈব যোগ্যত্বাৎ গর্ব্বস্যানুপপত্তেঃ। সুতরাং তু তস্মযেদৃশ পরিহাসস্যেতি কিন্তু ব্যঙ্গ্য প্রধানমেব। অর্থান্তর সংক্রমিতত্বাৎ তচ্চ যদি ময়্যুদাসীনতাং গতোঽসি তথাপি ত্বাং ন ত্যজামীতি ॥ ২২ ॥

এই গর্ব্বে সোল্লুণ্ঠবচন, লীলাবশতঃ উত্তর না দেওয়া, নিজাঙ্গ দর্শন, স্বাভিপ্রায়গোপন এবং অন্যের বাক্য না শুনা ইত্যাদি হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

তন্মধ্যে সৌভাগ্য নিমিত্ত গর্ব্ব যথা ॥

বিল্বমঙ্গলে ॥

হে কৃষ্ণ! বলপূর্ব্বক আমার হস্ত ছাড়াইয়া গমন করিলে ইহা আশ্চর্য্য নহে, যদি আমার হৃদয় হইতে যাইতে পার তবেই তোমার পৌরুষ জানিতে পারি ॥

রূপতারুণ্যহেতু গর্ব্ব যথা ॥

হে কৃষ্ণ! যাঁহার স্বভাবমধুরা মূর্ত্তির সেবা করিয়া

ধন্যা বভূব নিতরামপি যৌবনশ্রীঃ॥
সেয়ং ত্বয়ি ব্রজবধূশতভুক্তমুক্তে
দৃক্‌পাতমাচরতু কৃষ্ণ কথং সখী মে॥
গুণেন যথা॥
গুম্ফন্তু গোপাঃ কুসুমৈঃ সুগন্ধিভি-
র্দামানি কামং ধৃতরামণীয়কৈঃ।
নিধাস্যতে কিন্তু সতৃষ্ণমগ্রতঃ
কৃষ্ণো মদীয়াং হৃদি বিস্মিতঃ স্রজং॥ ২২॥
সর্ব্বোত্তমাশ্রয়েণ যথা শ্রীদশমে॥
তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্

তথেতি পূর্ব্বার্থ বিরোধে যথা ত্বং মূর্খ স্তথাহং নেতিবৎ। যদ্বা। কিঞ্চেত্যর্থঃ

যৌবন শ্রী নিতান্ত ধন্য হইয়াছে, সেই আমার সখী শ্রীরাধা, শত শত গোপবধূর সঙ্গ করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছ যে তুমি, তোমার প্রতি কি প্রকারে দৃক্‌পাত করিবেন॥

গুণহেতু গর্ব্ব যথা॥

গোপগণ যথেষ্ট রূপে রমণীয় সুগন্ধিকুসুমদ্বারা মালা গ্রন্থন করুক, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সতৃষ্ণ হইয়া বিস্ময় প্রকাশপূর্ব্বক অগ্রে মন্নির্ম্মিত মালা হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকেন॥ ২২॥

সর্ব্বোত্তমাশ্রয় হইতে গর্ব্ব যথা॥

শ্রীদশমে ২ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে॥

ব্রহ্মা কহিলেন হে মাধব! যে সকল ব্যক্তি আপনকার ভক্ত, আপনাতেই সৌহৃদ্য বন্ধন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের

ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥ ২৩॥

ইষ্টলাভেন যথা॥

বৃন্দাবনেন্দ্র ভবতঃ পরমং প্রসাদ
মাসাদ্য নন্দিতমতির্মুহুরুদ্ধতোস্মি।
আশংসতে মুনিমনোরথবৃত্তিমৃগ্যাং
বৈকুণ্ঠনাথকরুণামপি নাদ্য চেতঃ॥

অথ শঙ্কা॥

স্বীয়চৌর্য্যাপরাধাদেঃ পরক্রৌর্য্যাদিতস্তথা।

ত্বদাশ্রয়েণ বিঘ্নান্ গায়ন্তীতি তাৎপর্য্যার্থঃ মার্গাদপি কিং পুনর্মৃগ্যাৎ॥ ২৩॥

বৃন্দাবনেন্দ্রেতি যথা মথুরাবায়কস্তেবোক্তিঃ॥ ২৪॥

অভক্তের ন্যায় ঐ রূপ দুর্গতি হয় না, তাঁহারা আপনা কর্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া নির্ভয়ে বিঘ্নকারি নিকরের অধিপতিদিগের মস্তকোপরি ভ্রমণ করিয়া বেড়ান অর্থাৎ সকল প্রকার বিঘ্ন-জয় করিয়া ফেলেন॥ ২৩॥

ইষ্টলাভহেতু গর্ব্ব যথা॥

মথুরাস্থ তন্তুবায় কহিল হে বৃন্দাবনেন্দ্র! আপনার পরম অনুগ্রহ প্রাপ্ত হওয়াতে আমি সানন্দচিত্তে অতিশয় উদ্ধত হইয়াছি, মুনিগণের মনোবৃত্তি দ্বারা অন্বেষণীয় বৈকুণ্ঠনাথের করুণার প্রতি অদ্য আমার চিত্ত প্রার্থনা করিতেছে না॥

অথ শঙ্কা॥

স্বীয় চৌর্য্যাপবাদ অপরাধ এবং পরের ক্রূরতাদি হইতে

স্বানিষ্টোৎপ্রেক্ষণং যত্র সা শঙ্কেত্যভিধীয়তে॥
অত্রাস্যশোষবৈবর্ণ্য দিক্‌প্রেক্ষা লীনতাদয়ঃ॥ ২৪॥
তত্র চৌর্য্যাদ্যথা॥
সতর্নকং ডিম্ভকদম্বকং হরন্
সদম্ভমম্ভোরুহসম্ভব স্তদা।
তিরো ভবিষ্যন্ হরিতশ্চলেক্ষণৈ-
রষ্টাভিরষ্টৌ হরিতঃ সমীক্ষতে॥
যথা বা॥
স্যমন্তকং হন্ত বমন্তমর্থং
নিহ্নুত্য দূরে যদহং প্রযাতঃ।

হরিতঃ হরেঃ সকাশাৎ পুনর্হরিতোদিশঃ॥ ২৫॥

যে আপনার অনিষ্ট দর্শন তাহাকে শঙ্কা বলে। এই শঙ্কায় মুখশোষ, বৈবর্ণ্য, দিক্ নিরীক্ষণ এবং লুক্কায়িত হওন প্রভৃতি হইয়া থাকে॥ ২৪॥

তন্মধ্যে চৌর্য্যহেতু শঙ্কা যথা॥

পদ্মযোনি ব্রহ্মা দম্ভ পূর্ব্বক বৎস বালক সকল হরণ করিয়া হরির নিকট হইতে তিরোহিত হইতে ইচ্ছা করিলেন এবং শঙ্কাবশতঃ তৎকালীন তাঁহার অষ্টনেত্র অষ্টদিকের প্রতি পতিত হইতে লাগিল॥

যথাবা॥

অক্রূর মনে মনে কহিলেন হায়! আমি যখন স্বর্ণ প্রসবকারি স্যমন্তক মণি হরণ করিয়া গোপনভাবে দূরদেশে আগ-

অবদ্যমদ্যাপি তদেব কর্ম্ম
শর্ম্মাণি চিত্তে মম নির্ভিনত্তি॥
অপরাধাদ্‌যথা॥
তদবধি মলিনোসি নন্দগোষ্ঠে
যদবধি বৃষ্টিমচীকরঃ শচীশ।
শৃণু হিতমভিতঃ প্রপদ্য কৃষ্ণং
শ্রিয়মবিশঙ্কমলং কুরু ত্বমৈন্দ্রীং॥ ২৫॥
পরক্রৌর্য্যেণ যথা পদ্যাবল্যাং॥
প্রথয়তি ন তথা মমার্ত্তিমুচ্চৈঃ
সহচরি বল্লবচন্দ্রবিপ্রয়োগঃ।

কটুভিরিতি তদানীমসম্ভবমপি স্নেহমাত্রেণাশঙ্কতে। অনিষ্টাশঙ্কীনি বন্ধুহৃদয়ানীতি ন্যায়েন॥ ২৬॥

মন করিয়াছি, এই কারণে সেই নিন্দিত কর্ম্ম অদ্যাপি আমার চিত্তে সুখ সকল ভেদ করিয়া দিতেছে॥

অপরাধহেতু শঙ্কা যথা॥

অহে শচীপতি ইন্দ্র! যে অবধি তুমি নন্দগোষ্ঠে বৃষ্টি করিয়াছ, সেই অবধি তোমার মলিনতা জন্মিয়াছে, অতএব হিত বলি শ্রবণ কর, তুমি সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দে প্রপন্ন হইয়া নির্ব্বিশঙ্কচিত্তে ঐন্দ্রী সম্পৎ সম্ভোগ কর॥২৫॥

পরক্রৌর্য্য অর্থাৎ পরের নিষ্ঠুরতা হেতু শঙ্কা যথা॥

পদ্যাবলীতে॥

হে সহচরি! তীব্র অসুরমণ্ডলে পরিবৃত অসুরপতি কংসের মথুরানগরে শ্রীকৃষ্ণের বাস যেমন আমার ব্যথা

কটুভিরসুরমণ্ডলৈঃ পরীতে
দনুজপতের্নগরে যথাস্ত বাসঃ ॥
শঙ্কা তু প্রবরস্ত্রীণাং ভীরুত্বাদ্ভয়কৃদ্ভবেৎ ॥
অথ ত্রাসঃ ॥
ত্রাসঃ ক্ষোভো হৃদি তড়িদ্ঘোরসত্ত্বোগ্রনিস্বনৈঃ।
পার্শ্বস্থালম্বরোমাঞ্চকম্পস্তম্ভভ্রমাদিকৃৎ ॥
অথ তড়িতা যথা ॥
বাঢ়ং নিবিড়য়া সদ্যস্তড়িতা তাড়িতেক্ষণঃ।
রক্ষ কৃষ্ণেতি চুক্রোশ কোঽপি গোষ্ঠীস্তনন্ধয়ঃ ॥

বিস্তার করিতেছে, তাঁহার বিরহ আমার পীড়া বিস্তার করিতেছে না ॥

উত্তম স্ত্রীদিগের ভীরুস্বভাব প্রযুক্ত শঙ্কা ভয়কারিণী হইয়া থাকে ॥

অথ ত্রাস ॥

বিদ্যুৎ,ভয়ানক প্রাণি, এবং প্রখর শব্দ হইতে হৃদয়ে যে ক্ষোভ জন্মে তাহার নাম ত্রাস ॥

এই ত্রাসে পার্শ্বস্থ বস্তুর আলম্বন, রোমাঞ্চ, কম্প, স্তম্ভ এবং ভ্রমাদি হইয়া থাকে ॥

তন্মধ্যে বিদ্যুৎ হইতে ত্রাস যথা ॥

কোন গোপবালক অতিশয় নিবিড় তড়িৎ দ্বারা তাড়িত নেত্র হইয়া "হে কৃষ্ণ রক্ষা কর" এই বলিয়া উচ্চ শব্দ করিয়াছিল ॥

ঘোরসত্ত্বেন যথা ॥

অদূরমাসেদুষি বল্লবাঙ্গনা
স্বং পুঙ্গবীকৃত্য সুরারিপুঙ্গবে।
কৃষ্ণভ্রমেণাশু তরঙ্গদঙ্গিকা
তমালমালিঙ্গ্য বভূব নিশ্চলা ॥ ২৬ ॥

উগ্রনিস্বনেন যথা ॥

আকর্ণ্য কর্ণপদবীবিপদং যশোদা
বিস্ফূর্জ্জিতং দিশি দিশি প্রকটং বৃকাণাং।
যামামিকাম চতুরা চতুরঃ স্বপুত্রং
সা নেত্রচত্বরচরং চিরমাচচার ॥ ২৭ ॥

আকর্ণ্যেতি শ্রীহরিবংশানুসারি বচনং ॥ ২৭ ॥

ভয়ানকজন্তু হইতে ত্রাস যথা ॥

দেবশত্রু বৃষাসুর বৃষজাতির ন্যায় শব্দ করিতে করিতে নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলে কম্পিতাঙ্গী গোপাঙ্গনা সকল, কৃষ্ণ ভ্রমে শীঘ্র তমালতরু আলিঙ্গন করিয়া নিশ্চলা হইয়া ছিলেন ॥ ২৬ ॥

উগ্রশব্দ হইতে ত্রাস যথা ॥

সকল দিকে বৃকগণের অর্থাৎ নেকড়িয়া বাঘ সকলের কর্ণশূল রূপ ভয়ানক গর্জন শ্রবণ করিয়া স্বকার্য্য চতুরা যশোদা সমস্ত দিবস শ্রীকৃষ্ণকে নয়নের অন্তরাল করেন নাই, চোখে চোখে রাখিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

গাত্রোৎকম্পী মনঃকম্পঃ সহসা ত্রাস উচ্যতে।
পূর্ব্বাপরবিচারোত্থং ভয়ং ত্রাসাৎ পৃথগ্ ভবেৎ॥
অথাবেগঃ॥
চিত্তস্য সম্ভ্রমো যঃ স্যাদাবেগোহয়ং সচাষ্টধা।
প্রিয়াপ্রিয়ানলমরুদ্বর্ষোৎপাত গজারিতঃ॥ ২৮॥
প্রিয়োত্থে পুলকঃ সান্ত্বং চাপল্যাভ্যুদ্গমাদয়ঃ।

পূর্ব্বোক্তং ত্রাসং ভয়াৎ পৃথক্ কর্ত্তুমাহ গাত্রেতি। মনঃ কম্পোঽত্র পূর্ব্বোক্তো হৃৎক্ষোভ এবোচ্যতে। সহসেতি পূর্ব্বাপরবিচার বিনাভূতমুচ্যতে অতর্কিতেতু সহসেত্যমরঃ। ততশ্চ স খলু মনঃকম্পঃ সহসা গাত্রোৎকম্পী চেৎ ত্রাস উচ্যতে ভয়ন্তু পূর্ব্বাপরবিচারোত্থং ভবতি। বিচারোত্থ ইতি বা পাঠঃ। মনঃকম্প এব বিচারোত্থশ্চেত্তয়মুচ্যতে অতএব ত্রাসাৎ পৃথগ্ভবেদিত্যর্থঃ॥ ২৮॥

সান্ত্বং প্রিয়ভাষণং অভ্যুদ্গমোঽভ্যুত্থানং জাতসম্ভ্রমা ইতি যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ॥ ২৯॥

হঠাৎ মনঃকম্প ও গাত্রকম্পের নাম ত্রাস, ইহা ভয় হইতে পৃথক্, কারণ, ভয়ে পূর্ব্বাপর বিবেচনা থাকে, ত্রাসে তাহা সম্ভব হয় না॥

অথ আবেগ॥

যাহা চিত্তের সম্ভ্রম অর্থাৎ ভয়াদি জনিত ত্বরাকারী হয় তাহার নাম আবেগ। এই আবেগ প্রিয়, অপ্রিয়, অগ্নি, বায়ু, বর্ষা, উৎপাত, গজ এবং শত্রু হইতে উৎপন্ন হইয়া আট প্রকার হয়॥ ২৮॥

প্রিয়োত্থ আবেগ হইতে পুলক, প্রিয়ভাষণ, চাপল্য এবং

অপ্রিয়োত্থে তু ভূপাত বিক্রোশভ্রমণাদয়ঃ।
ব্যত্যস্তগতিকম্পাক্ষিমীলনাস্রাদয়োঽগ্নিজে।
বাতজেঽঙ্গাবৃতি ক্ষিপ্রগতি দৃঙ্মার্জ্জনাদয়ঃ।
বৃষ্টিজো ধাবন চ্ছত্রে গাত্রসঙ্কোচনাদিকৃৎ।
ঔৎপাতে মুখবৈবর্ণ্য বিস্ময়োৎকম্পিতাদয়ঃ।
গাজে পলায়নোৎকম্প ত্রাস পৃষ্ঠেক্ষণাদয়ঃ।
অরিজো বর্ম্মশস্ত্রাদি গৃহাপসরণাদিকৃৎ॥
তত্র প্রিয়দর্শনজো যথা॥
প্রেক্ষ্য বৃন্দাবনাৎ পুত্রমায়ান্তং প্রস্নুতস্তনী।

অভ্যুত্থানাদি হয়। অপ্রিয়োত্থ আবেগ হইতে ভূমিপতন, চীৎকার শব্দ ও ভ্রমণাদি হয়, অগ্নিজনিত আবেগে ব্যতিব্যস্ত গতি, কম্প, নয়নমুদ্রন ও অশ্রু প্রভৃতি হইয়া থাকে। বায়ুজনিত আবেগে অঙ্গাবরণ, দ্রুতগমন ও চক্ষু মার্জনাদি হয়। বৃষ্টিজনিত আবেগে ধাবন, ছত্রগ্রহণ এবং অঙ্গসঙ্কোচনাদি হয়। উৎপাতজনিত আবেগ হইতে মুখবৈবর্ণ্য, বিস্ময় এবং উৎকম্পনাদি হয়। গজজনিত আবেগ হইতে পলায়ন, উৎকম্প, ত্রাস ও পশ্চাৎ নিরীক্ষণাদি হয়। শত্রুজনিত আবেগ হইতে বর্ম্ম, শস্ত্রাদি গ্রহণ এবং গৃহ হইতে অপসরণ অর্থাৎ স্থানান্তর গমন প্রভৃতি হইয়া থাকে॥

তন্মধ্যে প্রিয়দর্শন জনিত আবেগ যথা॥

বৃন্দাবন হইতে পুত্র শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিলেন দেখিয়া

সঙ্কুলা পুলকৈরাসীদাকুলা গোকুলেশ্বরী ॥
প্রিয়শ্রবণজো যথা শ্রীদশমে ॥
শ্রুত্বাচ্যুতমুপায়ান্তং নিত্যং তদ্দর্শনোৎসুকাঃ।
তৎকথাক্ষিপ্তমনসো বভূবুর্জাতসম্ভ্রমাঃ ॥ ২৯ ॥
অপ্রিয়দর্শনজো যথা ॥
কিমিদং কিমিদং কিমেতদুচ্চৈ-
রিতি ঘোরধ্বনিঘূর্ণিতালপন্তী।
নিশি বক্ষসি বীক্ষ্য পূতনায়া

কিমিদমিত্যাদাবিতি লপন্তীত্যন্বয়ঃ ॥ ৩০ ॥

সুতস্তনী গোকুলেশ্বরী যশোদা পুলক সঙ্কুলে আকুল হইয়াছিলেন ॥

প্রিয়শ্রবণ হইতে আবেগ যথা।

শ্রীদশমে ২৩ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে ॥

হে রাজন্। বিপ্রবনিতাদের চিত্ত কৃষ্ণকথাতেই আক্ষিপ্ত ছিল, তাঁহারা নিত্যই শ্রীকৃষ্ণ দর্শনার্থ উৎসুক থাকিতেন, তিনি সমীপে আগমন করিয়াছেন, শুনিবামাত্র অতিশয় ব্যস্ত হইয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥

অপ্রিয়দর্শন জনিত আবেগ যথা ॥

রজনীযোগে ঘোরতর উচ্চধ্বনি শ্রবণ করিয়া একি একি বলিতে বলিতে যশোদা পূতনার বক্ষঃস্থলে স্বীয় পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন কিন্তু কি করিবেন উপায়ান্তর

স্তনয়ং ভ্রাম্যতি সম্ভ্রমাদ্‌যশোদা ॥ ৩০ ॥

অপ্রিয়শ্রবণজো যথা ॥

নিশম্য পুত্রং ক্রুটতোস্তটান্তে
মহীজয়োর্ম্মধ্যগমূর্দ্ধনেত্রা।
আভীররাজ্ঞী হৃদি সম্ভ্রমেণ
বিদ্ধা বিধেয়ং ন বিদাঞ্চকার ॥ ৩১ ॥

অগ্নিজো যথা ॥

ধীর্ব্যগ্রাজনি নঃ সমস্ত সুহৃদাং ত্বাং প্রাণরক্ষামণিং
গব্যা গৌরবতঃ সমীক্ষ্য নিবিড়ে তিষ্ঠন্তমন্তর্বনে।

নিশম্য ইত্যস্য নিরঙ্কপদ্যস্য ঘটনা রৌদ্ররসে উত্তিষ্ঠ মূঢ় ইত্যত্র কার্য্যা ॥৩১
গব্যা গোসমূহঃ ॥ ৩২ ॥

না দেখিয়া কেবল ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

অপ্রিয়শ্রবণজনিত আবেগ যথা ॥

স্বীয় পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ভগ্নযমলার্জ্জুনের মধ্যবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছেন এই বাক্য শ্রবণমাত্র গোপরাজ্ঞী যশোদা ঊর্দ্ধ দিকে নেত্রপাত পূর্ব্বক সম্ভ্রমে ব্যগ্রচিত্ত হইয়া কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না ॥ ৩১ ॥

অগ্নিজনিত আবেগ যথা ॥

হে পিঞ্ছচূড়! অবলোকন কর, এই দাবানল অখণ্ড ধ্বনি করত উচ্চ শিখার দ্বারা সুরদীর্ঘিকা মন্দাকিনীর তরঙ্গচয়কে আচমন করিতেছে, অতএব হে কৃষ্ণ! গৌরববশতঃ গোসমূহ,

বর্হিং পশ্য শিখণ্ডশেখর খরং মুঞ্চন্নখণ্ডধ্বনিং
দীর্ঘাভিঃ সুরদীর্ঘিকাম্বুলহরীমর্চ্চির্ভিরাচামতি ॥ ৩২ ॥
বাতজো যথা ॥
পাংশুপ্রারব্ধকেতৌ বৃহদটবিকুঠোন্মাথিশৌটীর্য্যপুঞ্জে
ভাণ্ডীরোদ্দণ্ডশাখাভুজততিষু গতে তাণ্ডবাচার্য্যচর্য্যাং।
বাতব্রাতে করীষঙ্কষতরশিখরে শার্করে ঝাৎ করীঞ্চৌ
ক্ষৌণ্যামপ্রেক্ষ্য পুত্রং ব্রজপতিগৃহিণী পশ্য সংবংভ্রমীতি॥
বর্ষজো যথা শ্রীদশমে ॥

পাংশ্বিত্যাদি খেচরাণামুক্তিঃ শার্কর ইতি সিকতা শর্করাভ্যাঞ্চেতি মত্বর্থীয় ণ প্রত্যয়াৎ শর্করাবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

প্রাণরক্ষার মণি স্বরূপ তোমাকে অবগত হইয়া নিবিড় বন-মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে এবং আমরা যে তোমার সুহৃদ্ আমাদেরও বুদ্ধি অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে ॥ ৩২ ॥

বায়ুজনিত আবেগ যথা ॥

আকাশচারী দেবগণ কহিলেন দেখ গগণমণ্ডলে ধূলি-ধ্বজ উড্ডীন হইয়া বলের সহিত বৃহৎ ২ বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক ভাণ্ডীরতরুর সুদীর্ঘ শাখা রূপ ভুজ সকলে নৃত্যাচার্য্যচর্য্যা আচরণ করিতে থাকিলে, প্রচণ্ড শব্দকারি চক্রবায়ুরূপ তৃণা-বর্ত্ত আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে, এ দিকে ব্রজপতিগৃহিণী যশোদা ক্ষিতিপৃষ্ঠে স্বীয়পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া সম্ভ্রম বশতঃ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥

বৃষ্টিনিমিত্ত আবেগ যথা ॥
শ্রীদশমে ২৫ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে ॥

অত্যাসারাতিবাতেন পশবো জাতবেপনাঃ।
গোপা গোপ্যশ্চ শীতার্ত্তা গোবিন্দং শরণং যযুঃ ॥ ৩৩ ॥

যথা বা ॥

সময়ুরুকরকাভির্দন্তিশুণ্ডা সপিণ্ডাঃ
প্রতিদিশমিহ গোষ্ঠে বৃষ্টিধারাঃ পতন্তি।
অজনিষত যুবানোপ্যাকুলাস্ত্বন্তু বালঃ
স্ফুটমসি তদগারাম্মাস্মভূ নির্য্যিযাসুঃ ॥ ৩৪ ॥

উৎপাতজো যথা ॥

ক্ষিতিরতি বিপুলা টলত্যকস্মা-

অগারাদিতি তত্রৈব বৃষ্টিপ্রাপ্তৌ গোবর্দ্ধনপর্য্যন্তগমনস্ত পুনর্ভাণ্ডীরমাপিতা ইতিবৎ॥ ৩৪ ॥

অটতি অধুনৈবাটিতবানিত্যর্থঃ। টলটুল বৈক্লব্যে ইতি ধাতুগণঃ উল্কা-

---

অত্যর্থ বারিধারা পতন ও প্রবলতর পবন বহনে সমস্ত পশু কাতর কলেবর এবং গোপ ও গোপীগণ শীতে সাতিশয় আর্ত্ত হইয়া গোবিন্দের শরণাপন্ন হইল ॥ ৩৩ ॥

অথবা ॥

এই গোষ্ঠের চতুর্দ্দিকে বৃহৎশিলা বৃষ্টির সহিত হস্তির শুণ্ড তুল্য জলধারা পতিত হইতেছে, যুবা সকলও আকুল হইয়া যাইতে পারিতেছে না, তুমি ত বালক কি রূপে যাইবা কদাচ গৃহ হইতে গমন করিতে ইচ্ছা করিও না ॥ ৩৪ ॥

উৎপাত জনিত আবেগ যথা ॥

যশোদা সম্ভ্রম প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন হায়! অকস্মাৎ

ভুপরি ঘুরন্তি চ হন্ত ঘোরমুল্কাঃ।
মম শিশুরহিদূষিতার্কপুত্রী
তটমটতীত্যধুনা কিমত্র কুর্য্যাং॥

গাজো যথা॥

অপসরাপসর ত্বরয়া গুরু
র্মুদিরসুন্দর হে পুরতঃ করী।
ত্রদিমবীক্ষণতস্তব নশ্চলং
হৃদয়মাবিজতে পুরযোষিতাং॥ ৩৫॥

গজেন দুষ্টসত্ত্বোন্যো পশ্বাদিরুপলক্ষ্যতে॥ ৩৬॥

ইত্যনেনাকালেহপি সূর্য্যগ্রহণং ধ্বনিতং যেনান্ধকারে দিনেহপি তা দৃশ্যস্থে
পুরভীগার্ত্তশব্দয়োরিতি ধাতুগণঃ॥ ৩৫॥
সত্ত্বমস্ত্রী তু জন্তুষু ইত্যমরনানার্থাৎ দুষ্টসত্ত্ব ইত্যুক্তঃ॥ ৩৬॥

এই বিশাল পৃথিবী কম্পিতা হইতেছে, গগণমণ্ডলে উল্কা সকল ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আমার শিশুপুত্র বিষদূষিত যমুনাহ্রদে গমন করিয়াছে, আমি এখন কি করি।

গজনিমিত্ত আবেগ যথা॥

মথুরাপুরীস্থ স্ত্রীগণ কহিল হে জলধরসুন্দর! শীঘ্র স্থানান্তরে গমন কর, স্থানান্তরে গমন কর, সম্মুখে গুরুতর গজ অবস্থিত রহিয়াছে, তোমার মৃদু নিরীক্ষণ দ্বারা আমরা যে পুরযোষিৎ আমাদের চঞ্চল হৃদয় উদ্বেজিত হইতেছে॥ ৩৫॥

গজশব্দ প্রয়োগ হেতু অন্য দুষ্টপ্রাণি ঘোটকাদিকেও জানিতে হইবে॥ ৩৬॥

যথা বা ॥

চণ্ডাংশোস্তুরগান্ শটাগ্রনটনৈরাহত্য বিদ্রাবয়ন্
দ্রাগন্ধঙ্করণঃ সুরেন্দ্রসুদৃশাং গোষ্ঠোদ্ধৃতৈঃ পাংশুভিঃ।
প্রত্যাসীদতু মৎপুরঃ সুররিপুর্গর্ব্বান্ধমর্ব্বাকৃতি-
র্দ্রাঘিষ্ঠে মুহুরত্র জাগ্রতি ভুজে ব্যগ্রাসি মাতঃ কথং ॥

অরিজো যথা ললিতমাধবে ॥

স্থূলস্তালভুজোন্নতি র্গিরিতটীবক্ষাঃ ক যক্ষাধমঃ ॥

চণ্ডাংশোরিত্যাদ্যর্থঃ মাতৃবচনানুবাদঃ। গর্ব্বান্ধমিতি ক্রিয়ায়াঃ বিশেষণং কর্ত্তৃধর্ম্মস্যাপি তস্য তস্যামুপচারাৎ। সচ তৎ প্রত্যাসদনস্য মদেনাতি বৈক্লব্য বিবক্ষয়া। দ্রাঘিষ্ঠে তত্তোঽপি দীর্ঘতমে মুহুর্জাগ্রতি তদ্বিধাসুরদমনায় সাবধানে সতীত্যর্থঃ। সর্ব্বারিষ্টহরেঽত্রেতি বা পাঠঃ ॥ ৩৭ ॥

যথা বা

শ্রীকৃষ্ণ যশোদাকে কহিলেন, মাতঃ! শটাগ্র কম্পনদ্বারা সূর্য্যতুরঙ্গগণকে বিদারিত এবং গোষ্ঠোদ্ধৃত ধূলি দ্বারা দেবেন্দ্রসুলোচনাদিগকে অন্ধ করিয়া গর্ব্বান্ধ হয়াকৃতি কেশী দানব, আমার সম্মুখে প্রত্যাসন্ন হউক, আমার সুদীর্ঘ বাহু জাগ্রত রহিয়াছে, অতএব আপনি ব্যগ্র হইবেন না ॥

শত্রুজনিত আবেগ যথা ॥

ললিতমাধবে ॥

ব্রজেশ্বরীর সমবয়স্কা কোন গোপী কহিলেন হায়! যাহার স্থূল তালতরু সদৃশ সুদীর্ঘ বাহু এবং গিরিতট তুল্য বিশাল বক্ষঃ সেই এই যক্ষাধম শঙ্খচূড় কোথায়, আর বাল

ক্বায়ং বালতমাল কন্দলমৃদুঃ কন্দর্পকান্তঃ শিশুঃ।
নাস্ত্যন্যঃ সহকারিতা পটুরিহ প্রাণী ন জানীমহে
হা গোষ্ঠেশ্বরি কীদৃগদ্য তপসাং পাকস্তবোন্মীলতি ॥৩৭॥
যথা বা তত্রৈব ॥
সপ্তিঃ সপ্তী রথ ইহ রথঃ কুঞ্জরঃ কুঞ্জরো মে
তূণস্তূণো ধনুরুত ধনুর্ভোঃ কৃপাণী কৃপাণী।
কা ভীঃ কা ভীরয়মহং হা তরধ্বং তরধ্বং
রাজ্ঞঃ পুত্রী বত হৃত হৃতা কামিনা বল্লবেন ॥ ৩৮ ॥
আবেগাভাস এবায়ং পরাশ্রয়তয়াপিচেৎ।

রথ ইহ রথ ইতি ধনুরুত ধনুরিতি চ দ্বিরুক্তিঃ কিন্থনোান্যস্য বচনং ॥৩৮॥
আবেগেত্যন্তরত্র বাক্যে নায়কোৎকর্ষবোধায়েতি তথাবিধাঃ কৃত্বা নায়ক

তমালাঙ্কুর তুল্য কোমল কন্দর্পসুন্দর শিশুই বা কোথায়, অপর এই ব্রজে অন্য কোন সুদক্ষ সাহায্যকারী প্রাণীও নাই, অতএব হে গোষ্ঠেশ্বরি! অদ্য তোমার যে কি তপস্যাসকলের ফল উন্মীলিত হইতেছে তাহা জানিতে পারিলাম না। ॥ ৩৭ ॥

যথাবা ললিতমাধবে ॥

স্বয়ম্বরে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করিলে রাজগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন আমার হস্তী, অশ্ব, রথ, তূণ, ধনু, খড়্গ ইত্যাদি সকল রহিয়াছে, ভয় কি, ভয় কি, এই আমি চলিলাম তোমরাও শীঘ্র আইস, হায়! কামুক গোপকর্তৃক রাজপুত্রীর হরণ হইল? ॥ ৩৮ ॥

যদিচ এই আবেগাভাস পরাশ্রয়, তথাপি নায়কের উৎ-

নায়কোৎকর্ষবোধায় তথাপ্যত্র নিদর্শিতঃ ॥
অথোন্মাদঃ ॥
উন্মাদো হৃদ্ভ্রমঃ প্রৌঢ়ানন্দাপদ্বিরহাদিজঃ ।
অত্রাট্টহাসো নটনং সঙ্গীতং ব্যর্থচেষ্টিতং ।
প্রলাপ ধাবন ক্রোশ বিপরীত ক্রিয়াদয়ঃ ॥
তত্র প্রৌঢ়ানন্দাদ্যথা বিল্বমঙ্গলে ॥
রাধা পুনাতু জগদচ্যুতদত্তচিত্তা
মন্থানকং বিদধতী দধিরিক্তপাত্রে ।
তস্যাঃ স্তনস্তবক চঞ্চল লোচনালি

পক্ষীয়ৈর্জিতা ইতি শ্রবণাৎ ভক্তানাং হর্ষেণ রতিকন্দীপ্তা স্যাদিত্যেতদর্থ নিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

কর্ষ বোধের নিমিত্ত এস্থলে প্রদর্শিত হইল ॥

অথ উন্মাদ ॥

অতিশয় আনন্দ, আপদ এবং বিরহাদি জনিত হৃদ্ভ্রমকে উন্মাদ বলে। এই উন্মাদে অট্টহাস, নটন, সঙ্গীত, ব্যর্থচেষ্টা, প্রলাপ, ধাবন, চীৎকার, এবং বিপরীত ক্রিয়াদি হইয়া থাকে ॥

তন্মধ্যে অতিশয় আনন্দহেতু উন্মাদ যথা ॥

বিল্বমঙ্গলে ॥

সেই শ্রীরাধা জগৎ পবিত্র করুন, যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিয়া দধিশূন্যপাত্রে মন্থান দণ্ড বিধান করিয়াছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধার স্তনকুসুমে লোচন ভ্রমর

র্দৈবোঽপি রুদ্ধহৃদয়ো ধবলং দুদোহ ॥ ৩৯ ॥

আপদো যথা ॥

পশূনপি কৃতাঞ্জলির্নমতি মান্ত্রিকা ইত্যমী

তরূনপি চিকিৎসকা ইতি বিষৌষধং পৃচ্ছতি।

হ্রদং ভুজগভৈরবং হরিহরি প্রবিষ্টে হরৌ

ব্রজেন্দ্রগৃহিণী মুহুর্ভ্রমময়ীমবস্থাং গতা ॥ ৪০ ॥

বিরহাদ্যথা শ্রীদশমে ॥

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা

পশূনপি কৃতাঞ্জলিরিত্যত্র পূর্ব্বেষু প্রশ্নস্তদ্বলপরাভবায়। উত্তরেষু প্রশ্নস্তদ্বিষনাশনায়েতি জ্ঞেয়ঃ ॥ ৪০ ॥

গায়ন্ত্য উচ্চৈরিত্যত্র তু এবমেবোন্মাদো যোজনীয়ঃ পুরুষং স্বনায়কং পপ্রচ্ছুঃ

নিক্ষেপ করিয়া বিস্মৃতি ক্রমে বৃষদোহন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, অতএব তিনিও জগৎ পবিত্র করুন ॥ ৩৯ ॥

আপদ হইতে উন্মাদ যথা

কি খেদের বিষয়? শ্রীকৃষ্ণ কালিয়হ্রদে প্রবিষ্ট হইলে ব্রজেন্দ্রগৃহিণী যশোদা ভ্রমময়ী অবস্থা লাভ করিয়া বৃক্ষ সকলকে মন্ত্রজ্ঞ বিবেচনায় বারম্বার অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক প্রণাম এবং তরুনিকরকে চিকিৎসক জ্ঞানে ঔষধ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥

বিরহনিমিত্ত উন্মাদ যথা ॥

শ্রীদশমে ৩০ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকে ॥

গোপীগণ উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণেরই গান করিতে করিতে

বিচিকুর্যারুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনং।
প্রস্ফুরাকাশবদন্তরং বহি-
র্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্॥ ৪১॥
উন্মাদঃ পৃথগুক্তোঽয়ং ব্যাধিষ্বন্তর্ভবন্নপি।
যত্তত্র বিপ্রলম্ভাদৌ বৈচিত্রীং কুরুতে পরাং।
অধিরূঢ়ে মহাভাবে মোহনত্বমুপাগতে।
অবস্থান্তরমাপ্তোঽসৌ দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে॥ ৪২॥
অথাপস্মারঃ॥

ভূতেষু স্থাবরজঙ্গমেষু আকাশবদন্তরং বাহ্যশ্চ সন্তং সাক্ষাদিব সত্তয়া স্ফুরন্তং প্রস্ফুঃ তাদৃশ স্ফূর্ত্তিশ্চ তাসাং প্রেমবিলাস বিশেষাদেব। বনলতাস্তবর আত্মান বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইতিবৎ তত্র বহিঃ স্ফুরণং দূরতঃ অন্তস্ত নিকটাৎ তত্র সত্যন্মান্ বৃক্ষাঽনিন্দ্রিয়েষ্বপি প্রশ্নো যোগ্য ইতি॥ ৪১॥

তত্র তেষু ব্যাধিষু তেষাং মধ্য ইত্যর্থঃ॥ ৪২॥

এক বন হইতে অন্য বনে গমন করত তাঁহারই অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, আর যিনি আকাশবৎ সকল ভূতের অন্তরে অবস্থিত এবং বাহিরেও বর্ত্তমান, বৃক্ষগণের সন্নিধানে সেই মহাপুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৪১॥

ব্যাধি জনিত উন্মাদ পৃথক্ রূপে বর্ণিত হইয়াছে, অপর বিপ্রলম্ভে অর্থাৎ বিয়োগ অবস্থায় যে উন্মাদ, অতিশয় বিচিত্রতা বিধান করে, তাহাই অধিরূঢ় মহাভাবে মোহনত্ব প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান্তর লাভ করত দিব্যোন্মাদ বলিয়া কথিত হয়॥ ৪২॥

অথ অপস্মার॥

দুঃখোত্থ ধাতু বৈষম্যাদ্যুদ্ভূতশ্চিত্তবিপ্লবঃ।
অপস্মারোঽত্র পতনং ধাবনাস্ফোটনভ্রমাঃ।
কম্পঃ ফেণস্রুতি র্বাহুক্ষেপবিক্রোশনাদয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

যথা ॥

ফেণায়তে প্রতিপদং ক্ষিপতে ভুজোর্ম্মি
মাঘূর্ণতে লুঠতি কূজতি লীয়তে চ।
অম্বা তবাদ্য বিরহে চিরমম্বুরাজ
বেলেব বৃষ্ণিতিলক ব্রজরাজরাজ্ঞী ॥

আস্ফোটনং সম্যগঙ্গব্যথা ॥ ৪৩ ॥

ফেণায়ত ইতি শ্রীরাধায়াঃ সন্দেশঃ বেলা স্যাত্তীরনীরয়োরিত্যমরঃ। ব্রজে রাজতে যা রাজ্ঞী নেত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

দুঃখোৎপন্ন ধাতুবৈষম্যাদি জনিত চিত্তের যে বিপ্লব (বিনাশ) তাহার নাম অপস্মার ॥

এই অপস্মারে ভূমিপতন, ধাবন, আস্ফোটন (অঙ্গ ব্যথা) ভ্রম, কম্প, ফেণস্রাব, বাহুক্ষেপণ এবং উচ্চ শব্দাদি হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

যথা ॥

মথুরাস্থ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে শ্রীরাধা বলিয়া পাঠাইলেন, যে, হে যদুশ্রেষ্ঠ! তোমার মাতা ব্রজরাজরাজ্ঞী যশোদা তোমার চিরবিরহে কাতর হওয়াতে সমুদ্র তীরের ন্যায় সর্ব্বদা তাঁহার মুখে ফেণস্রাব হইতেছে এবং কখন কখন তিনি বাহুরূপ তরঙ্গ ক্ষেপণ, চক্রবৎ ভ্রমণ, ভূমিলুণ্ঠন ও উচ্চ শব্দ করিতেছেন এবং কখন কখন বা নিস্তব্ধ হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন ॥

যথা বা ॥

শ্রুত্বা হন্ত হতং ত্বয়া যদুকুলোত্তংসাত্র কংসাসুরং
দৈত্যস্তস্য সুহৃত্তমঃ পরিণতিং ঘোরাং গতঃ কামপি।
লালাফেণ কদম্ব চুম্বিতমুখপ্রান্তস্তরঙ্গদ্ভুজো
ঘূর্ণন্নর্ণব সীম্নি মণ্ডলতয়া ভ্রাম্যন্নবিশ্রাম্যতি।
উন্মাদবদিহ ব্যাধি বিশেষোপ্যেষ বর্ণিতঃ।
পরাং ভয়ানকাভাসে যৎ করোতি চমৎকৃতিং ॥

অথ ব্যাধিঃ ॥

দোষোদ্রেকবিয়োগাদ্যৈ র্ব্যাধয়ো যে জ্বরাদয়ঃ।
ইহ তৎপ্রভবোভাবো ব্যাধিরিত্যভিধীয়তে।

যথাবা ॥

হে যদুকুলভূষণ! তোমা কর্ত্তৃক কংসাসুর হত হইয়াছে শুনিয়া তাহার কোন সুহৃদ্ দৈত্য ভয়ানক বিকারাপন্ন হইয়া সাগরতীরে ভ্রমণপূর্ব্বক মুখে ফেণস্রাব এবং বাহুদ্বয় উৎক্ষেপণ করত ঘূর্ণিত হইতেছে, অদ্যাপি নিবৃত্ত হইল না ॥

এ স্থলে এই ব্যাধি বিশেষকে উন্মাদের ন্যায় বর্ণন করা হইল, যেহেতু ভয়ানক রসে ইহার চমৎকারিত্ব আছে ॥

অথ ব্যাধি ॥

অতিশয় দোষ এবং বিচ্ছেদাদি দ্বারা যে জ্বরাদি উৎপন্ন হয় তাহাকে ব্যাধি বলে কিন্তু এ স্থলে তদুৎপন্ন ভাবকেই ব্যাধি বলাযায় ॥

এই ব্যাধিতে স্তম্ভ, অঙ্গ শিথিলতা, শ্বাস, উত্তাপ এবং

অত্র স্তম্ভঃ শ্লথাঙ্গত্বং শ্বাসোত্তাপগ্লাদয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

যথা ॥

তব চিরবিরহেণ প্রাপ্য পীড়ামিদানীং
দধতুরু-জড়িমানি ধাপিতাস্তঙ্গকানি।
শ্বসিতপবনধাটীধারিতত্রাণবাটং
লুঠতি ধরণিপৃষ্ঠে গোষ্ঠবাটীকুটুম্বং ॥

অথ মোহঃ ॥

মোহো হৃন্মূঢ়তা হর্ষাদ্বিশ্লেষাদ্ভয়তস্তথা।
বিষাদাদেশ্চ তত্র স্যাদ্দেহস্য পতনং ভুবি।
শূন্যেন্দ্রিয়ত্বং ভ্রমণং তথা নিশ্চেষ্টতাদয়ঃ ॥

বলাদাক্রমণং ধাটীতি ক্ষীরস্বামী। অত্রতু লক্ষণয়াক্রমণমেবোচ্যতে। ধাটিঃ

গ্লানি প্রভৃতি হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

যথা ॥

হে কৃষ্ণ! সম্প্রতি তোমার চিরবিরহে ব্রজবাসীগণ পীড়িত হইয়া শরীরে সন্তাপ এবং জড়তা ধারণ করিয়াছেন, এবং নাসারন্ধ্রে শ্বাসমাত্র বহন করত কেবল ধরণীপৃষ্ঠে লুণ্ঠিত হইতেছেন ॥

অথ মোহ ॥

হর্ষ, বিচ্ছেদ, ভয় এবং বিষাদাদি হইতে মনের যে মূঢ়তা অর্থাৎ বোধ শূন্যতা তাহার নাম মোহ। এই মোহে ভূমি-পতন, অবশেন্দ্রিয়ত্ব, ভ্রমণ এবং নিশ্চেষ্টতা প্রভৃতি হইয়া থাকে ॥

তত্র হর্ষাদ্যথা শ্রীদশমে ॥
ইতি স্ম পৃষ্টঃ সচ বাদরায়ণি-
স্তৎস্মারিতানন্তহৃতাখিলেন্দ্রিয়ঃ।
কৃচ্ছ্রাৎ পুনর্লব্ধবহির্দৃশিঃ শনৈঃ
প্রত্যাহ তং ভাগবতোত্তমোত্তমং ॥ ৪৫ ॥
যথা বা ॥
নিরুচ্ছ্বসিত রীতয়ো বিঘটিতাক্ষিপক্ষ্মক্রিয়া
নিরীহনিখিলেন্দ্রিয়াঃ প্রতিনিবৃত্তচিদ্বৃত্তয়ঃ ॥

পম্থাঃ অত্র তু ঘ্রাণবাটেন নাসিকোচ্যতে। গোষ্ঠবাটীতি বাটৌ বাস্তুভূমিঃ। বাটীতি স্বল্পত্ববিবক্ষয়া ॥ ৪৫ ॥

নিরুচ্ছ্বসিতেতি নির্গতাঃ উচ্ছ্বসিতানাং রীতয়ঃ প্রচারা যাভ্যঃ শাগতঞ্জী

তন্মধ্যে হর্ষহেতু মোহ যথা ॥

শ্রীদশমে ১২ অধ্যায়ে ৪১ শ্লোকে ॥

হে ভাগবতোত্তম শৌনক! রাজা পরীক্ষিৎ যে ভগবান্ অনন্তের স্মরণ করাইয়াছিলেন, তাঁহা কর্তৃক যদিও শুকদেবের অখিল ইন্দ্রিয় অপহৃত হইল, তথাচ ঐ প্রকার জিজ্ঞাসিত হওয়াতে কথঞ্চিৎ বহির্দৃষ্টি লাভ করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার প্রতি বলিতে লাগিলেন ॥

যথাবা ॥

কুরুক্ষেত্রে নির্জন প্রদেশে শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া শ্বাস, নিমেষ, চেষ্টা ও জ্ঞানরহিত হইয়া ব্রজস্ত্রীসকল স্বর্ণ-

অবেক্ষ্য কুরুমণ্ডলে রহসি পুণ্ডরীকেক্ষণং
ব্রজাম্বুজদৃশো হভজন্ কনকশালভঞ্জীশ্রিয়ং ॥ ৪৬ ॥
বিশ্লেষাদ্যথা হংসদূতে ॥
কদাচিৎ খেদাগ্নিং বিঘটয়িতুমন্তর্গতমসৌ
সহালীভির্লেভে তরলিতমনা যামুনতটীং।
চিরাদস্যাশ্চিত্তং পরিচিতকুটীরাবকলনা-
দবস্থা তস্তার স্ফুটমথ সুষুপ্তেঃ প্রিয়সখী ॥
ভয়াদ্যথা ॥
মুকুন্দমাবিষ্কৃতবিশ্বরূপং
নিরূপয়ন্ বানরবর্য্যকেতুঃ।

প্রতিমা ॥ ৪৬ ॥

অত্র কুটীরো লতাগৃহং তদবকলনাৎ সুষুপ্তে স্তুল্যত্বাৎ প্রিয়সখীব যা

প্রতিমার ন্যায় অবস্থিত রহিলেন ॥ ৪৬ ॥

বিচ্ছেদহেতু মোহ যথা ॥

হংসদূতে ॥

কোন এক দিবস শ্রীরাধা সখীগণ সমভিব্যাহারে অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণবিরহাগ্নিকে উপশম করিবার নিমিত্ত চঞ্চল মনে যমুনাতটে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তত্রস্থ পরিচিত-ক্রীড়া কুটীর দর্শন করায় গভীর নিদ্রার মোহরূপা প্রিয়সখী স্পষ্ট-রূপে তাঁহার চিত্ত আচ্ছাদন করিয়াছিল ॥

ভয়হেতু মোহ যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ প্রকটন করিলে তদবলোকনে কপিধ্বজ

করারবিন্দাৎ পুরতঃ স্খলন্তং
ন গাণ্ডিবং খণ্ডিতধীর্ব্বিবেদ ॥
বিষাদাদ্যথা শ্রীদশমে ॥
কৃষ্ণং মহাবকগ্রস্তং দৃষ্ট্বা রামাদয়োঽর্ভকাঃ।
বভূবুরিন্দ্রিয়াণীব বিনা প্রাণং বিচেতসঃ ॥ ৪৭ ॥
অস্যান্যত্রাত্মপর্য্যন্তে
স্যাৎ সর্ব্বত্রৈব মূঢ়তা।
কৃষ্ণস্ফূর্ত্তিবিশেষস্তু

অবস্থা মোহরূপা সা চিত্তং তস্তার আচ্ছাদিতবতী ॥ ৪৭ ॥

অস্ত প্রাপ্তমোহস্য ভগবদ্ভক্তস্য কৃষ্ণস্ফূর্ত্তিবিশেষস্তিতি স্বাশ্রয়ং। তং বিনা-ভাবনানামনবস্থিতেঃ। তথাচোক্তং। তৎস্মারিতানন্তহৃতাখিলেন্দ্রিয় ইতি। কিন্তু বহির্বৃত্তিলোপপ্রাধান্যেন প্রলয়ো মোহস্তন্তর্বৃত্তিলোপপ্রাধান্যেন জ্ঞেয়ঃ। অতএব মোহো হৃন্মূঢ়তেত্যত্র হৃচ্ছব্দো দত্তঃ। মুহ বৈচিত্তে ইতি ধাতু-

---

অর্জ্জুন অতিশয় মোহ প্রাপ্ত হয়েন, এমন কি ভয়বশতঃ হস্ত হইতে গাণ্ডীব স্খলিত হইয়াছিল, তাহাও তিনি জানিতে পারেন নাই ॥

বিষাদহেতু মোহ যথা ॥

শ্রীদশমে ১১ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে ॥

হে রাজন্! রামাদি বালকগণ শ্রীকৃষ্ণকে মহাবকের মুখ-গ্রস্ত হইতে দেখিয়া সেই রূপ অচেতন হইলেন যদ্রূপ প্রাণ-ব্যতিরেকে ইন্দ্রিয়গণ বিচেতন হয় ॥ ৪৭ ॥

কৃষ্ণভক্ত মোহ প্রাপ্ত হইলে দেহপর্য্যন্ত বিষয় সমুদায়

ন কদাপ্যত্র লীয়তে ॥

অথ মৃতিঃ ॥

বিষাদব্যাধিসংত্রাসসংপ্রহারক্লমাদিভিঃ।
প্রাণত্যাগো মৃতিস্তস্যামব্যক্তাক্ষরভাষণং।
বিবর্ণগাত্রতাশ্বাসমান্দ্যহিক্কাদয়ঃ ক্রিয়াঃ

যথা ॥

অনুল্লাসশ্বাসা মুহুরসরলোত্তানিতদৃশো-
বিবর্ণান্তঃ কায়ে কিমপি নববৈবর্ণ্যমভিতঃ।
হরের্নামাব্যক্তীকৃতমলঘুহিক্কালহরিভিঃ।
প্রজল্পন্তঃ প্রাণান্ জহতি মথুরায়াং সুকৃতিনঃ ॥ ৪৮ ॥

যথাবা ॥

বলাদেব তদর্থতাসিদ্ধেঃ ॥ ৪৮ ॥

বিস্মরণ হইয়া যায় কিন্তু কখন কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি লয় হয় না ॥

অথ মৃতি ॥

বিষাদ, ব্যাধি, ত্রাস, প্রহার এবং গ্লানিপ্রভৃতি দ্বারা যে প্রাণত্যাগ, তাহার নাম মৃতি। এই মৃতিতে অস্পষ্ট বাক্য, দেহবৈবর্ণ্য, অল্পশ্বাস এবং হিক্কাদি হইয়া থাকে ॥

যথা ॥

সুকৃতিশালী মথুরাবাসীগণ অল্প শ্বাস, উত্তাননয়ন এবং বিবর্ণগাত্র হইয়া অস্পষ্ট রূপে শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিতেছেন ॥ ৪৮ ॥

যথাবা ॥

বিরমদলঘুকণ্ঠোদ্ঘোষঘূৎকারচক্রা
ক্ষণবিঘটিততাম্যদ্দৃষ্টিখদ্যোতদীপ্তিঃ।
হরিমিহিরনিপীতপ্রাণগাঢ়ান্ধকারা
ক্ষয়মগমদকস্মাৎ পূতনা কালরাত্রিঃ ॥ ৪৯ ॥
প্রায়োঽত্র মরণাৎ পূর্ব্বা চিত্তবৃত্তির্মৃতির্মতা।
মৃতিরত্রানুভাবঃ স্যাদিতি কেনচিদুচ্যতে।
কিন্তু নায়কবীর্য্যার্থং শত্রৌ মরণমুচ্যতে ॥ ৫০ ॥
অথালস্যং ॥

ঘূৎকারো ঘূকশব্দঃ ॥ ৪৯ ॥
প্রায় ইতি প্রথমমর্দ্ধং। মৃতিরত্রেতি দ্বিতীয়ং। কিন্ত্বিতি তৃতীয়মিতি ক্রমঃ। অত্র প্রাণত্যাগস্য ভাবত্বাভাবাদপরিতুষ্যন্নাহ প্রায় ইতি। মৃতিঃ প্রাণত্যাগস্তত্রানুভাবঃ স্যাৎ। কেনচিদিতি স্বয়মেবেত্যর্থঃ। তত্রচ পূতনাবর্ণনে বিশেষাদপরিতুষ্যন্নাহ কিন্ত্বিতি ॥ ৫০ ॥

কালরাত্রি রূপা পূতনার প্রাণ স্বরূপ গাঢ়ান্ধকার কৃষ্ণ-সূর্য্য কর্ত্তৃক নিপীত হইলে, উহার ঘূকপক্ষীর শব্দতুল্য কণ্ঠ-ধ্বনি ও খদ্যোত সদৃশ দীপ্তিশালি দৃষ্টি ক্ষণকাল মধ্যে তিরোহিত হইয়াছিল ॥ ৪৯ ॥

মরণের পূর্ব্ব চিত্তবৃত্তিকেই প্রায় মৃতি কহা যায়, কোন কোন পণ্ডিত অনুভাবকেই মৃতি কহেন, কিন্তু নায়কের পরাক্রম নিমিত্ত শত্রুতে মরণ উক্ত হইয়াছে ॥ ৫০ ॥

অথ আলস্য ॥

সামর্থস্যাপি সদ্ভাবে ক্রিয়ানুম্মুখতা হি যা।
তৃপ্তিশ্রমাদিসম্ভূতা তদালস্যমুদীর্য্যতে।
অত্রাঙ্গভঙ্গো জৃম্ভাচ ক্রিয়াদ্বেষোঽক্ষিমর্দ্দনং।
শয্যাসনৈকপ্রিয়তা তন্দ্রী নিদ্রাদয়োঽপি চ॥
তত্র তৃপ্তের্যথা॥
বিপ্রাণাং নস্তথা তৃপ্তিরাসীদ্গোবর্দ্ধনোৎসবে।
নাশীর্বাদেঽপি গোপেন্দ্র যথা স্যাৎ প্রভবিষ্ণুতা॥ ৫১॥
শ্রমাদ্যথা॥
সুষ্ঠু নিঃসহতনুঃ সুবলোঽভূৎ
প্রীতয়ে মম বিধায় নিযুদ্ধং।

সদ্ভাবে আগ্রহেণ সমুদ্ভাবয়িতুং শক্যত্বে॥ ৫১॥
সুষ্ঠ্বিত্যাদৌ নিঃসহত্বং কিঞ্চিদপি কর্ত্তুমক্ষমত্বং। সহসাহম্মতানুমিত্যেব পাঠঃ। নিযুদ্ধং বাহুযুদ্ধং॥ ৫২॥

তৃপ্তি ও শ্রমাদি নিবন্ধন সামার্থ্য সত্ত্বেও যে কার্য্য না করণ তাহার নাম আলস্য। এই আলস্যে অঙ্গমোটন, জৃম্ভা (হাঁই) কার্য্যের প্রতি দ্বেষ, চক্ষুমর্দ্দন, শয়ন, উপবেশন, তন্দ্রা ও নিদ্রা প্রভৃতি হইয়া থাকে॥

তন্মধ্যে তৃপ্তিহেতু আলস্য যথা॥

হে গোপেন্দ্র! আমরা ব্রাহ্মণজাতি, আমাদের আশীর্ব্বাদ করিতে যাদৃশী তৃপ্তি, গোবর্দ্ধনযাত্রায় তদ্রূপ নাই॥৫১

শ্রমহেতু আলস্য যথা॥

* শ্রীকৃষ্ণ সখাগণকে কহিলেন, অহে বয়স্যগণ! আমার প্রীতির নিমিত্ত সুবল আমার সহিত বাহুযুদ্ধ করিয়া বিকশ

মোটয়ন্তমভিতো নিজমঙ্গং
নাহবায় সহসাহ্বয়তামুং ॥ ৫২ ॥
অথ জাড্যং ॥
জাড্যমপ্রতিপত্তিঃ স্যাদিষ্টানিষ্টশ্রুতীক্ষণৈঃ।
বিরহাদ্যৈশ্চ তন্মোহাৎ পূর্ব্বাবস্থাপরাপি চ।
অত্রানিমিষতা তূষ্ণীম্ভাববিস্মরণাদয়ঃ।
অত্রেষ্টশ্রুত্যা যথা শ্রীদশমে ॥
গাবশ্চ কৃষ্ণমুখনির্গতবেণুগীত-
পীযূষমুত্তভিতকর্ণপুটৈঃ পিবন্ত্যঃ।

অপ্রতিপত্তির্বিচারশূন্যতা। তৎ জাড্যং মোহাৎ পূর্ব্বাবস্থাপ্যপরাপ্যবস্থা

তনুতে অঙ্গমোটন করিতেছে, অতএব তোমরা উহাকে আর যুদ্ধার্থ আহ্বান করিও না ॥ ৫২ ॥

অথ জাড্য ॥

ইষ্ট ও অনিষ্টের শ্রবণ, দর্শন এবং বিরহাদি জনিত বিচার শূন্যের নাম জাড্য, ইহা মোহের পূর্ব্বাবস্থা ও পরাবস্থা। এই জাড্যে অনিমিষনয়ন, তূষ্ণীম্ভাব ও বিস্মরণ প্রভৃতি হয় ॥

তন্মধ্যে ইষ্টশ্রবণ জনিত জাড্য যথা ॥

শ্রীদশমে ২১ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে ॥

গোপীগণ পরস্পর কহিলেন এই সকল গাভী উন্নমিত কর্ণপুট দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বদনারবিন্দ-বিনির্গত বেণুগীতামৃত পান করিতে করিতে এবং এই সমস্ত শাবক স্তনক্ষরিত ক্ষীর গ্রাস মুখে করিতে করিতে বিস্মৃতক্রিয় হইয়া পরিতেছে,

শাবাঃ স্মৃতস্তনপয়ঃ কবলাঃ স্ম তস্থু-
র্গোবিন্দগাত্মনি দৃশাশ্রুকলাঃ স্পৃশন্ত্যঃ ॥ ৫৩ ॥
অনিষ্টশ্রুত্যা যথা ॥
আকলয্য পরিবর্ত্তিতগোত্রাং
কেশবস্য গিরমর্পিতশল্যাং।
বিদ্ধধীরধিকনির্নিমিষাক্ষী
লক্ষ্মণা ক্ষণমবর্ত্তত তূষ্ণীং ॥
ইষ্টেক্ষণেন যথা শ্রীদশমে ॥
গোবিন্দং গৃহমানীয় দেবদেবেশমাদৃতঃ।

যথা তাদৃশীত্যর্থঃ। তস্য স্বতন্ত্রত্বাৎ ॥ ৫৩ ॥
গোত্রং নাম ইতি ॥ ৫৪ ॥

ইহার কারণ এই বোধ হয়, ইহারা দৃষ্টি পথদ্বারা মনোমধ্যে যেন শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতেছে, তাহাতেই ইহাদের লোচনে অশ্রুলেশ দৃষ্ট হইতেছে ॥ ৫৩ ॥

অনিষ্টশ্রবণহেতু জাড্য যথা ॥

অন্যনামে আহ্বান করায়, শেলতুল্য ব্যথাপ্রদ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণা অস্থির চিত্তে নিমেষ শূন্য হইয়া ক্ষণকাল তূষ্ণীভূত হইয়া রহিলেন ॥

ইষ্টদর্শননিমিত্ত জাড্য যথা ॥

শ্রীদশমে ৭১ অধ্যায়ে ৩৫ শ্লোকে ॥

রাজা যুধিষ্ঠির দেবদেব গোবিন্দকে সমাদর পূর্ব্বক গৃহে আনয়ন করতঃ আহ্লাদে হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহার পূজা বিষয়ে

পূজায়াং নাবিদৎ কৃত্যং প্রমোদোপহতো নৃপঃ ॥
অনিষ্টেক্ষণেন যথা তত্রৈব ॥
যাবদালক্ষ্যতে কেতু র্যাবদ্রেণূ রথস্য চ।
অনুপ্রস্থাপিতাত্মানো লেখ্যানীবোপলক্ষিতাঃ ॥ ৫৪ ॥
বিরহেণ যথা ॥
মুকুন্দবিরহেণ তে বিধুরিতাঃ সখায়শ্চিরা-
দলঙ্কৃতিভিরুজ্‌ঝিতা ভুবি নিবিশ্য তত্র স্থিতাঃ।
স্খলন্মলিনবাসসঃ শবলরুক্ষগাত্রশ্রিয়ঃ
স্ফুরন্তি খলদেবলদ্বিজগৃহে সুরার্চ্চা ইব ॥ ৫৫ ॥

শবলং মলদূষিতং। দেবাজীবী তু দেবলঃ ॥ ৫৫ ॥

প্রকার বিশেষ বিস্মৃত হইয়া গেলেন ॥

অনিষ্টদর্শন জন্য জাড্য যথা ॥

শ্রীদশমে ৩৯ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোকে ॥

যে পর্য্যন্ত রথের পতাকা ও রেণু লক্ষ্য হইল তাবৎকাল গোপীগণ চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥ ৫৪ ॥

বিরহহেতু জাড্য যথা ॥

হে মুকুন্দ। তোমার চিরবিরহে তোমার সখাসকল কাতর হইয়া যেমন দুষ্ট দেবল (দেব-পূজোপজীবী) ব্রাহ্মণ গৃহে দেবপ্রতিমা সকল অনলঙ্কৃত, মলিন বসন এবং ভস্মবর্ণ ও রুক্ষগাত্র শ্রীতে অবস্থান করেন, তদ্রূপ ভূমিতলে পড়িয়া রহিয়াছেন ॥ ৫৫ ॥

অথ ব্রীড়া॥

নবীনসঙ্গমাকার্য্যস্তবাবজ্ঞাদিনা কৃতা।
অধৃষ্টতা ভবেদ্ব্রীড়া তত্র মৌনং বিচিন্তনং।
অবগুণ্ঠনভূলেখৌ তথাধোমুখতাদয়ঃ॥ ৫৬॥

তত্র নবীনসঙ্গমেন যথা পদ্যাবল্যাং॥

গোবিন্দে স্বয়মকরোঃ সরোজনেত্রে
প্রেমান্ধা বরবপুরর্পণং সখি ত্বং।
কার্পণ্যং ন কুরু দরাবলোকদানে
বিক্রীতে করিণি কিমঙ্কুশে বিবাদঃ॥ ৫৭॥

অধৃষ্টতাত্র ধৃষ্টতাবিরোধী ভাবঃ॥ ৫৬॥

বিক্রীত ইতি যথা তস্মিন্ বিক্রীতেঽপ্যঙ্কুশদানে বিবাদঃ ক্রিয়তে তথাত্র কিং ক্রিয়তে নৈবেত্যর্থঃ॥ ৫৭॥

অথ ব্রীড়া অর্থাৎ লজ্জা॥

নবসঙ্গম, অকার্য্য (নিন্দিত কর্ম্ম) স্তব ও অবজ্ঞাদি দ্বারা যে অধৃষ্টতা উৎপন্ন হয়, তাহাকে ব্রীড়া বলে। ইহাতে মৌন, চিন্তা, মুখাচ্ছাদন, ভূমিলিখন এবং অধোমুখতা প্রভৃতি হইয়া থাকে॥ ৫৬॥

তন্মধ্যে নবসঙ্গমহেতু ব্রীড়া যথা॥
পদ্যাবলীতে॥

হে পঙ্কজনেত্রে! হে সখি! তুমি প্রেমে অন্ধ হইয়া স্বীয় উত্তমাঙ্গ স্বয়ং গোবিন্দে সমর্পণ করিয়াছ, অতএব এখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈষৎ অবলোকন দানে কৃপণতা করিও না, হস্তী বিক্রয় করিয়া অঙ্কুশ বিক্রয়ের নিমিত্ত বিবাদ করা কি উচিত?॥ ৫॥

অকার্য্যেণ যথা ॥

ত্বমবাগিহ মা শিরঃ কৃথা

বদনঞ্চ ত্রপয়া শচীপতে।

নয় কল্পতরুং নচেচ্ছচীং

কথমগ্রে মুখমীক্ষয়িষ্যসি ॥

স্তবেন যথা ॥

ভূরিসাদ্‌গুণ্যভারেণ স্তূয়মানস্য শৌরিণা।

উদ্ধবস্য ব্যরোচিষ্ট নম্রীভূতং তদা শিরঃ ॥

অবজ্ঞয়া যথা হরিবংশে সত্যাদেবীবাক্যং ॥

ত্বমবাগিতি শ্রীকৃষ্ণস্য বাক্যং শিরোঽবাক্ নম্রীভূতং বদনঞ্চাবাক্ বচনরহিতং ॥ ৫৮ ॥

অকার্য্যনিমিত্ত লজ্জা যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন অহে শচীপতে! তুমি লজ্জা প্রযুক্ত এখানে মস্তক অবনত ও বদন বচন শূন্য করিও না, এই পারিজাততরু গ্রহণ কর, নতুবা কি রূপে শচীর নিকট মুখ দেখাইবে ॥

স্তবনিমিত্ত লজ্জা যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণ যখন বহু২ সদ্গুণ উল্লেখ করিয়া উদ্ধবের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তখন ক্রমশঃ উদ্ধবের বদন অবনত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল ॥

অবজ্ঞাহেতু লজ্জা যথা ॥

হরিবংশে সত্যভামার বাক্য ॥

বসন্তকুসুমৈশ্চিত্রং সদা রৈবতকং গিরিং।
প্রিয়া ভূত্বাপ্রিয়া ভূতা কথং দ্রক্ষ্যামি তং পুনঃ॥ ৫৮॥
অথাবহিত্থা॥
অবহিত্থাকারগুপ্তি র্ভবেদ্ভাবেন কেনচিৎ।
অত্রাঙ্গাদেঃ পরাভ্যূহস্থানস্য পরিগূহনং।
অন্যত্রেক্ষা বৃথা চেষ্টা বাগ্‌ভঙ্গীত্যাদয়ঃ ক্রিয়াঃ॥ ৫৯॥
তথা চোক্তং॥
অনুভাবপিধানার্থোঽবহিত্থম্ভাব উচ্যতে॥ ৬০॥

কেনচিদ্ভাবেন ভাবপারবশ্যেন হেতুনা আকারস্য গোপ্যভাবানুভাবস্য গুপ্তিঃ কৃত্রিমভাবান্তরব্যঞ্জনয়া করণরূপয়া সম্বরণং যস্মিন্ স তদ্‌গুপ্তীচ্ছারূপো ভাবোঽবহিত্থা ইত্যর্থঃ॥ ৫৯॥

অনুভাবেতি। অনুভাবপিধানার্থো ভাবোঽবহিত্থমুচ্যতে॥ ৬০॥

রৈবতক পর্ব্বত সর্ব্বদা বসন্ত কুসুমে মনোহর বটে, কিন্তু যখন আমি প্রিয়া হইয়া অপ্রিয়া হইলাম, তখন পুনরায় কি রূপে ঐ পর্ব্বত অবলোকন করিব?॥ ৫৮॥

অথ অবহিত্থা॥

কোন কৃত্রিম ভাব দ্বারা গোপনীয় ভাবের অনুভাব সম্বরণ করাকে অবহিত্থা কহে। ইহাতে ভাব প্রকাশক অঙ্গাদির গোপন, অন্যদিকে দৃষ্টিপাত, বৃথাচেষ্টা এবং বাগ্‌ভঙ্গী প্রভৃতি হইয়া থাকে॥ ৫৯॥

প্রাচীনদিগের মত এই যে, অনুভাবের সংগোপক ভাবকে অবহিত্থা কহে॥ ৬০॥

তত্র জৈহ্ম্যেন যথা শ্রীদশমে ॥

সভাজয়িত্বা তমনঙ্গদীপনং
সহাসলীলেক্ষণবিভ্রমভ্রুবা।
সংস্পর্শনেনাঙ্ককৃতাঙ্ঘ্রিহস্তয়োঃ
সংস্তুত্য ঈষৎ কুপিতা বভাষিরে ॥

দাক্ষিণ্যেন যথা ॥

সাত্রাজিতীসদনসীমনি পারিজাতে
নীতে প্রণীতমহসা মধুসূদনেন।
দ্রাঘীয়সীমপি বিদর্ভভুবস্তদের্ষ্যাং

জৈহ্ম্যেন মতিকৌটিল্যেন হেতুনা।

তন্মধ্যে কটিলতা নিমিত্ত অবহিত্থা যথা ॥
শ্রীদশমে ৩২ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে ॥

হে রাজন্! সেই সকল গোপীর ঈক্ষণ হাস্য লীলায় সুশোভন এবং ভ্রূ বিলাসবিভ্রমে বিভূষিত। তাঁহারা অনঙ্গ-দীপন সেই শ্রীকৃষ্ণের কর ও চরণ স্বীয় ক্রোড় দেশে স্থাপন পূর্ব্বক সম্মর্দ্দন দ্বারা সেবা ও স্তব করিয়া ঈষৎ কোপাবেশে কহিতে লাগিলেন ॥

দাক্ষিণ্যনিমিত্ত অবহিত্থা যথা ॥

কৌতুক কারী শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার গৃহসীমায় পারিজাত তরু রোপণ করিলে বিদর্ভরাজ-দুহিতা রুক্মিণীর যদিচ সুদীর্ঘ ঈর্ষ্যা উৎপন্ন হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার সুশীলতা নিবন্ধন

সৌশীল্যতঃ কিল ন কোঽপি বিদাম্বভূব ॥

হ্রিয়া যথা প্রথমে ॥

তমাত্মজৈর্দৃষ্টিভিরন্তরাত্মনা

দুরন্তভাবাঃ পরিরেভিরে পতিং।

নিরুদ্ধমপ্যস্রবদম্বুনেত্রয়ো-

র্বিলজ্জতীনাং ভৃগুবর্য্য বৈক্লবাৎ ॥

জৈহ্ম্যহ্রীভ্যাং যথা ॥

কা বৃষস্যতি তং গোষ্ঠে ভুজঙ্গং কুলপালিকা।

দূতি যত্র স্মৃতে মূর্ত্তি ভীত্যা রোমাঞ্চিতা মম ॥ ৬১ ॥

বৃষস্যতি কাময়তে। লক্ষ্মণং সা বৃষস্যন্তীতিবৎ *। কুলস্ত্রী কুলপালিকা ॥ ৬১ ॥

কেহই তাহা জানিতে সমর্থ হয় নাই ॥

লজ্জানিমিত্ত অবহিত্থা যথা ॥

প্রথমস্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে ॥

মহিষী সকলের অভিপ্রায় অতিশয় দুর্জ্ঞেয়, তাঁহারা দূর-হইতে আগত পতিকে দর্শনের পূর্ব্বেই মানোদ্বারা আলিঙ্গন দিলেন, পরে দৃষ্টিগোচর হইলে দৃষ্টিদ্বারা আশ্লেষ করিলেন, অনন্তর সমীপবর্ত্তী হইলে পুত্রদ্বারা আলিঙ্গন করিলেন। অপর লজ্জাবশতঃ যদিও তাঁহারা অশ্রুজল নিরোধ করিয়া-ছিলেন তথাপি বৈবশ্যহেতু তাহা পতিত হইতে লাগিল॥৬০

কৌটিল্য ও লজ্জা নিমিত্ত অবহিত্থা যথা ॥

হে দূতি! সেই গোষ্ঠলম্পটকে কোন্ স্ত্রী কামনা করিয়া থাকে, যাঁহাকে স্মরণ হওয়ায় ভীতিবশতঃ আমার এই তনু লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল ॥ ৬১ ॥

---

*."লক্ষ্মণং সা বৃষস্যন্তী মহোক্ষং গৌরিবাগমৎ" সা-সূর্পনখা। ইতি ভট্টিকাব্যে।

সৌজন্যেন যথা ॥ ৬২ ॥
গূঢ়া গাম্ভীর্য্যসম্পত্তির্মনোগহ্বরগর্ভগা।
প্রৌঢ়াপ্যস্যা রতিঃ কৃষ্ণে দুর্ব্বিতর্কা পরৈরভূৎ ॥
গৌরবেণ যথা ॥
গোবিন্দে সুবলমুখৈঃ সমং সুহৃদ্ভিঃ
স্মেরাস্যৈঃ স্ফুটমিহ নর্ম্মনির্ম্মিমাণে।
আনম্রীকৃতবদনঃ প্রমোদমুগ্ধো
যত্নেন স্মিতমথ সম্বরায় পত্রী ॥ ৬৩ ॥

সৌজন্যেনেতি। দক্ষিণ্যং মতেঃ কারণং সারল্যং সৌজন্যন্তু ধৈর্য্যলজ্জাদি-যুক্তত্বমিত্যনয়োর্ভেদঃ ॥ ৬২ ॥

মনোগহ্বরগর্ভগা অত্যন্তগুপ্তা যা রতিঃ সা প্রৌঢ়াপি গাম্ভীর্য্যসম্পত্তি-র্গূঢ়া সতী দুর্বিতর্কাভূৎ ॥ ৬৩ ॥

সৌজন্যহেতু যথা ॥ ৬২ ॥

শ্রীরাধার কৃষ্ণ বিষয়ে প্রগাঢ় অনুরাগ থাকিলেও সে অনু-রাগ গাম্ভীর্য্য সম্পত্তি দ্বারা মনোরূপ গুহার গর্ত্তগামী হইয়া-ছিল, এ নিমিত্ত অন্য কেহ তাহা লক্ষ্য করিতে পারে নাই ॥

গৌরবনিমিত্ত অবহিত্থা যথা ॥

হাস্যবদন সুবল প্রভৃতি সুহৃদ্গণের সহিত গোবিন্দ স্পষ্টাক্ষরে পরিহাস আরম্ভ করিলে পত্রী নামা তদীয় ভৃত্য আমোদ মুগ্ধ হইয়া বদন অবনত করত যত্ন সহকারে হাস্য সম্বরণ করিয়াছিলেন ॥ ৬৩ ॥

হেতুঃ কশ্চিদ্ভবেৎ কশ্চিদ্গোপ্যঃ কশ্চন গোপনঃ।
ইতি ভাবত্রয়স্যাত্র বিনিয়োগঃ সমীক্ষ্যতে।

হেতুরিতি। যথা সভাজয়িত্বেত্যাদৌ হেতু র্জৈহ্ম্যং তচ্চ স্বগিরৈবায়ং ব্যক্তং দোষঃ স্যাদিতি মতিকৌটিল্যং। তচ্চ তাদৃশভ্রূবিলাসেনৈবাত্র ব্যক্তং। গোপ্যোঽসূয়ামর্ষঃ সচ ঈষৎ কুপিতা ইত্যনেন ব্যক্তঃ। গোপয়ত্যনেনেতি গোপনঃ স চাত্র সংস্তবসংস্পর্শাভ্যাং প্রত্যায়িতং হর্ষবৈকল্যং। সহাসাদিত্বঞ্চ জৈহ্ম্যময়মপি তদিব প্রত্যায়য়তি সর্ব্বত্র গোপনানুভাবঃ কৃত্রিম এব। গোপনভাবস্তু মৃগতৃষ্ণাজলবৎ প্রতীতিমাত্রশরীরঃ তস্মাদস্য গোপনত্বমপি প্রাতীতিকমেব কিন্ত্বনুভাবস্যৈব বাস্তবত্বমিতি জ্ঞেয়ং। সাত্রাজিতীত্যাদৌ মতিময়ং দাক্ষিণ্যং হেতুঃ। তদত্র তস্যাঃ প্রসিদ্ধমিতি নোক্তং। ঈর্ষা গোপ্যা ইয়ঞ্চ শব্দলব্ধা। সৌশীল্যন্তু কৃত্রিমসুষ্ঠু ব্যবহারঃ। তৎপ্রত্যায়িতো হর্ষাভাসো গোপনঃ।

এই স্থলে কোন ভাবহেতু, কোন ভাব গোপ্য এবং কোন ভাব গোপন, এইরূপে ভাবত্রয়ের নিয়োগ দেখা যায়, এস্থলে প্রায় সকল ভাবের এক বা অনেক রূপে হেতুত্ব, গোপনত্ব ও গোপ্যত্ব সম্ভব হয়॥

তাৎপর্য্য। সভাজয়িত্বা তমনঙ্গদীপনং ইত্যাদি দশমস্কন্ধীয় ৩২ অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকে জৈহ্ম্য অর্থাৎ কুটিলতাহেতু, কেন না ঐ জৈহ্ম্য নিজবাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা দোষ এ নিমিত্ত এস্থলে বুদ্ধির কৌটিল্য অর্থাৎ ভ্রূবিলাস দ্বারাই প্রকাশ হইল। এই পদ্যে গোপ্যভাব, অসূয়া ও অমর্ষ, ঈষৎ কুপিতা এই পদদ্বারাই ইহা প্রকাশ পাইল। গোপন অর্থাৎ যদ্দ্বারা ভাব সম্বরণ করাযায়। সংস্তব এবং স্তব ইহা

হেতুত্বং গোপনত্বঞ্চ গোপ্যত্বঞ্চাত্র সম্ভবেৎ ।
প্রায়েণ সর্ব্বভাবানামেকশোঽনেকশোঽপি চ ॥ ৬৪ ॥

তমাত্মজৈরিত্যাদৌ বিলজ্জাহেতুঃ । দুরন্তভাবোঽত্র সম্ভোগাখ্যো রসো গোপ্যো গোপনস্বশ্রুনিরোধেন প্রত্যায়িতো ধৃত্যাভাসঃ তথাপ্যশ্রুস্রবো গোপন আত্মজদ্বারা পরিবস্তণেন সম্ভোগবশাবর্ত্তকঃ পত্যুচিত্তমৈত্রীমাত্রাত্মকঃ । তত্র পাঠব্যুৎক্রমেণ্যর্থক্রমশ্চায়ং । প্রথমং দৃষ্টিভি স্ততোঽন্তরাত্মনা তত আত্মজৈঃ পরিরেভির ইতি । কা বৃষস্যতীত্যাদৌ জৈহ্ম্যমপি তস্যাঃ স্বাভাবিকমিতি হেতুরেব গোপ্যো হর্ষঃ বচনমাত্রাভাষিতা ভীতি র্গোপনী । গূঢ়েত্যাদৌ সৌজন্যং হেতুর্গম্যঃ । গোবিন্দ ইত্যাদৌ গৌরবং হেতুঃ । যত্নমাত্রা ভাষিতা ধৃতি র্গোপনী । চাপলং গোপ্যমিতি ॥ ৬৪ ॥

দ্বারা হর্ষ প্রকাশ । "সহাসলীলেক্ষণবিভ্রমভ্রুবা" ইহার দ্বারা কুটিলতাময় ভাব অভিব্যক্ত হইল । সকল স্থানেই গোপনরূপ ভাব কৃত্রিম । সাত্রাজিতী এই পদ্যে রুক্মিণীর মতিময় দাক্ষিণ্যভাবহেতু, ঈর্ষা, গোপ্যভাব, শৈথিল্য অর্থাৎ কৃত্রিম সদ্ব্যবহার দ্বারা হর্ষাভাব গোপন । প্রথমস্কন্ধীয় তমাত্মজৈরিত্যাদি পদ্যে বিলজ্জা হেতু দুরন্ত ভাবশব্দে সম্ভোগাখ্য রস গোপ্য, অশ্রুনিরোধ দ্বারা ভাব গোপন ॥

"কা বৃষস্যতী" এই পদ্যে তাঁহার স্বাভাবিক কৌটিল্যহেতু, হর্ষ গোপ্য, ভয় গোপন । "গূঢ়গর্ব্ব" ইত্যাদি পদ্যে সৌজন্য হেতু, গোবিন্দ ইত্যাদি পদ্যে গৌরব হেতু, যত্ন, এই স্থলে ধৃত্যাভাস গোপন, চাঞ্চল্য গোপ্য ॥ ৬৪ ॥

অথ স্মৃতিঃ ॥

যা স্যাৎ পূর্ব্বানুভূতার্থপ্রতীতিঃ সদৃশেক্ষয়া।
দৃঢ়াভ্যাসাদিনা বাপি সা স্মৃতিঃ পরিকীর্ত্তিতা।
ভবেদত্র শিরঃকম্পো ভ্রূবিক্ষেপাদয়োঽপি চ ॥

তত্র সদৃশেক্ষয়া যথা ॥

বিলোক্য শ্যামমম্ভোদমম্ভোরুহবিলোচনা।
স্মারং স্মারং মুকুন্দ ত্বাং স্মারং বিক্রমমন্বভূৎ ॥ ৬৫ ॥

দৃঢ়াভ্যাসেন যথা ॥

প্রণিধানবিধিমিদানীমকুর্ব্বতোঽপি প্রমাদতো হৃদি মে।
হরিপদপঙ্কজযুগলং ক্বচিৎ কদাচিৎ পরিস্ফুরতি ॥ ৬৬ ॥

প্রীতিবত্রাহ্নসন্ধানং ॥ ৬৫ ॥

প্রমাদতস্তদ্ধেতোকপদ্রবতঃ। উপদ্রবাদিতি বা পাঠঃ ॥ ৬৬ ॥

অথ স্মৃতিঃ ॥

সদৃশ বস্তু দর্শন অথবা দৃঢ় অভ্যাস জনিত পূর্ব্বানুভূত অর্থের যে প্রতীতি অর্থাৎ জ্ঞান, তাহার নাম স্মৃতি। এই স্মৃতিতে শিরঃকম্প এবং ভ্রূবিক্ষেপাদি হইয়া থাকে ॥

তন্মধ্যে সদৃশদর্শননিমিত্ত স্মৃতি যথা ॥

হে মুকুন্দ! পদ্মাক্ষি শ্রীরাধা শ্যামবর্ণ জলধর অবলোকন করিয়া তোমাকে বারম্বার স্মরণ করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার কাম বিকার অনুভব হইয়াছিল ॥ ৬৫ ॥

দৃঢ়াভ্যাসনিমিত্ত স্মৃতি যথা ॥

আমি প্রমাদবশতঃ মনোযোগ না করিলেও কোথাও কোন সময়ে হরিপাদপদ্মযুগল আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিশীল হয় ॥ ৬৬ ॥

অথ বিতর্কঃ ॥

বিমর্শাৎ সংশয়াদেশ্চ বিতর্কস্তূহ উচ্যতে।
এষ ভ্রূক্ষেপণশিরোঽঙ্গুলিসঞ্চালনাদিকৃৎ ॥ ৬৭ ॥

তত্র বিমর্শাদ্যথা বিদগ্ধমাধবে ॥

ন জানীষে মূর্দ্ধ্নশ্চ্যুতমপি শিখণ্ডং যদখিলং

বিমর্শো হেতুপরামর্শঃ যথা পর্ব্বতোঽয়ং বহ্নিমান্ ধূমাদিতি। সংশয়ঃ কোটিদ্বয়ং স্পৃশন্নির্ণেতুমশক্তং জ্ঞানং। যথা স্থাণুর্ব্বা পুরুষো বেতি। আদিগ্রহণাৎ অতস্মিংস্তদ্বুদ্ধিরূপো বিপর্য্যাসঃ। যথা শুক্তৌ রজতমিতি। তস্মাত্তস্মাচ্চেতি তত্তদনন্তরং য ঊহো বস্তুন স্তত্ত্ব বিনির্ণযায় বিচারঃ স বিতর্ক উচ্যতে ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুপরামর্শানন্তরং বিচারো ব্যাপ্তিগ্রহণং। যথা ধূমপরামর্শানন্তরং যত্র যত্র ধূমস্তত্র তত্র বহ্নিরিতি যথা মহানস ইতি। তস্মাদ্বহ্নিমানিত্যেতল্লক্ষণো নির্ণয়োঽত্র জ্ঞেয়ঃ। সংশয়ানন্তরং তু বিচারঃ হেতুপরামর্শঃ। তথা বিপর্য্যাসানন্তরঞ্চ স ক্বচিদ্দৃশ্যতে ইতি ॥ ৬৭ ॥

ন জানীষ ইতি অত্র ব্যাপ্তিগ্রহণং পূর্ব্বপূর্ব্বানুভাবেন জ্ঞেয়ং। উন্নীতমিতি

অথ বিতর্ক ॥

বিমর্শ অর্থাৎ হেতু পরামর্শ এবং সংশয়াদি নিমিত্ত যে তর্ক উপস্থিত হয়, তাহাকে ঊহ কহে। এই ঊহতে ভ্রূক্ষেপ এবং শিরঃ ও অঙ্গুলিচালনাদি হইয়া থাকে ॥ ৬৭ ॥

তন্মধ্যে বিমর্শহেতু বিতর্ক যথা ॥

বিদগ্ধমাধবে ॥

মধুমঙ্গল কহিলেন, বন্ধো! তোমার মস্তক হইতে যে ময়ূরপুচ্ছ সকল ভূমিতে পতিত হইয়াছে তাহাও তুমি অব-

ন কণ্ঠে যন্মাল্যং কলয়সি পুরস্তাৎ কৃতমপি।
তদুন্নীতং বৃন্দাবনকুহরলীলাকলভ হে
স্ফুটং রাধানেত্রভ্রমরবরবীর্য্যোন্নতিরিয়ং ॥ ৬৮ ॥
সংশয়াদ্যথা ॥
অসৌ কিং তাপিঞ্ছো নহি যদমলশ্রীরিহ গতিঃ
পয়োদঃ কিম্বায়ং ন যদিহ স্থিরঙ্কো হিমকরঃ।
জগন্মোহারম্ভোদ্ধুরমধুরবংশীধ্বনিরিতো

জ্ঞাতত্বা নির্দ্দেশস্তস্যাবহিত্থা খণ্ডনার্থমেব কৃতঃ। নমু বস্তুতঃ। তত্রচ সতি তদিদমসৌ ঙ্গিতান্নির্ণেষ্যত ইতি বিতর্ক এব পর্য্যবস্যতি এবমুত্তরত্রাপি জ্ঞেয়-মিত্যত্র চ সএব। অত্রতু বাধেতি নির্ণয়ঃ প্রকরণবলাৎ ॥ ৬৮ ॥

অসাবিত্যাদি বিচারেণ পূর্ব্বং সংশয় এবাসীদিতি গম্যতে সোঽয়ং তাপিঞ্ছো বা পয়োদো বা মুকুন্দো বেতি লক্ষণো গম্যঃ তাপিঞ্ছস্য বাত্যাদিনা দোলায়-মানতারূপা যৎকিঞ্চিদ্গতিঃ প্রতীয়তাং নাম। ইহতু অমলশ্রীঃ স্পষ্টৈব গতিঃ তথা

গত নহ এবং এই মাত্র কণ্ঠে যে মালা অর্পণ করিয়াছিলে তাহাও কি তুমি জানিতেছ না? অতএব হে বৃন্দাবন-গুহা-বিলাসি মাতঙ্গ! আমি নিশ্চয় জানিয়াছি শ্রীরাধার নেত্ররূপ ভ্রমরযুগলই তোমাকে এ রূপ বিহ্বল করিয়াছে ॥ ৬৮ ॥

সংশয়হেতু বিতর্ক যথা ॥

হে সখি! এ কি তামাল বৃক্ষ, না, তাহা হইলে ইহার এ রূপ নির্ম্মল শোভা এবং গমন শক্তি হইবে কেন?। তবে কি মেঘ, না, তাহাও হইতে পারে না, যে হেতু ইহাতে নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র দেখিতেছি, অতএব হে বিধুমুখি। নিশ্চয়

ধ্রুবং মূর্দ্ধন্যদ্রে বিধুমুখি মুকুন্দো বিহরতি।
বিনির্ণয়ান্ত এবায়ং তর্ক ইত্যুচিরে পরে ॥ ৬৯ ॥

অথ চিন্তা ॥

ধ্যানং চিন্তা ভবেদিষ্টানাপ্ত্যনিষ্টাপ্তিনির্ম্মিতং।
শ্বাসাধোমুখ্য-ভূলেখ-বৈবর্ণ্যোন্নিদ্রতা ইহ।
বিলাপোত্তাপকৃশতাবাষ্পদৈন্যাদয়োঽপি চ ॥

তত্রেষ্টানাপ্ত্যা যথা শ্রীদশমে ॥

পয়োদে স্বতস্তদাবৃতত্বাচ্চ কলঙ্কী হিমকরঃ সম্ভবতু ইহ তুভয়থাপি নিষ্কলঙ্কঃ স প্রতীয়ত ইতি ন সচ মচেত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥

ধ্যানমত্র বিচারঃ। তচ্চ নিজেষ্টানাপ্ত্যোত্যাদিলক্ষণং চেচ্চিন্তা কথ্যতে তদেবাহ ধ্যানমিত্যাদিনা ॥ ৭০ ॥

বোধ হইতেছে যাহার মধুরবংশীধ্বনি দ্বারা ত্রিভুবন বিমোহিত হয় সেই মুকুন্দই এই পর্ব্বতাগ্রে বিহার করিতেছেন ॥

কোন কোন পণ্ডিতের মত এই যে, নিশ্চয়করণের পর তর্ক হইয়া থাকে ॥ ৬৯ ॥

অথ চিন্তা ॥

অভিলষিত বিষয়ের অপ্রাপ্তি ও অনভিলষিত বিষয়ের প্রাপ্তি নিবন্ধন যে ভাবনা তাহার নাম চিন্তা। ইহাতে নিশ্বাস, অধোবদন, ভূমিবিদারণ, নিদ্রাশূন্যতা, বিলাপ, উত্তাপ, কৃশতা, বাষ্প এবং দৈন্য প্রভৃতি হইয়া থাকে ॥

তন্মধ্যে অভিলষিতবিষয়ের অপ্রাপ্তি
নিবন্ধন চিন্তা যথা ॥

কৃত্বা মুখান্যবশুচঃ শ্বসনেন শুষ্য-
দ্বিম্বাধরাণি চরণেন ভুবং লিখিন্ত্যঃ।
অস্ত্রৈরুপাত্তমসিভিঃ কুচকুঙ্কুমানি
তস্থুর্মৃজন্ত্য উরুদুঃখভরাঃ স্ম তূষ্ণীং॥ ৭০॥
যথাবা॥
অরতিভিরতিক্রম্য ক্ষামা প্রদোষমদোষধীঃ।
কথমপি চিরাদধ্যাসীনা প্রঘাণমঘান্তক।
বিধুরিতমুখী ঘূর্ণত্যন্তঃ প্রসূস্তব চিন্তয়া

অদোষধীঃ তদ্রূপত্বাৎ সর্ব্বত্রাপি স্নিগ্ধস্বভাবা কিমুত স্বয়ীত্যর্থঃ। প্রঘাণ-

শ্রীদশমে ২৯ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে॥

শ্রীকৃষ্ণের মুখে অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া গোপীদিগের গুরুতর দুঃখ জন্মিল, অতএব শোক হইতে উদ্গত নিশ্বাস দ্বারা যাহাতে বিম্বফল তুল্য অধর শুষ্ক হইতেছিল, তাদৃশ বদন অবনত করিয়া তূষ্ণীভূত হইয়া রহিলেন, কেবল চরণ দ্বারা ভূমি বিলিখিত ও অশ্রুজলে কুচকুঙ্কুম প্রক্ষালিত করিতে লাগিলেন, ঐ অশ্রু দ্বারা নয়নের কজ্জল ধৌত হইয়াছিল॥ ৭০॥

যথাবা॥

হে মুরনাশন! স্নিগ্ধস্বভাবা তোমার জননী তোমার চিন্তায় কৃশা ও বিষণ্ণা হইয়া বিরতিসমূহ সহকারে কষ্ট সৃষ্টে কথঞ্চিৎ প্রদোষ কাল অতিক্রম করিয়াছেন এবং বহু-ক্ষণ যাবৎ গৃহদ্বার সংলগ্ন বেদিকার উপর উপবেশন করিয়া অন্তরে ঘূর্ণিতা হইতেছেন। অতএব কি আশ্চর্য্য! হে

কিমহহ গৃহং ক্রীড়ালুব্ধ ত্বয়াদ্য বিসস্মরে ॥ ৭১ ॥

অনিষ্ট্যাপ্ত্যা যথা ॥

গৃহিণি গহনয়াস্তশ্চিন্তয়োন্নিদ্রনেত্রা

গ্লপয় ন মুখপদ্মং তপ্তবাষ্পপ্লবেন।

নৃপপুরমনুবিন্দন্ গান্ধিনেয়েন সার্দ্ধং

তব সুতমহমেব দ্রাক্ পরাবর্ত্তয়ামি ॥

অথ মতিঃ ॥

শাস্ত্রাদীনাং বিচারোত্থমর্থনির্দ্ধারণং মতিঃ।

মলিন্দং গৃহদ্বারাগ্রলগ্নবেদিকারূপং। অত্র চ নকারস্থ মূর্দ্ধণ্যত্বমেব বহূনাং মতং ॥ ৭১ ॥

গ্লপয়েত্যাদৌ গ্লপয়মুখপদ্মং তপ্তবাষ্পপ্লবেনেত্যেব পাঠঃ। দ্রাক্ পরাবর্ত্তয়ামীত্যত্রানিষ্টশঙ্কাতু সর্ব্বথা ন কর্ত্তব্যা গর্গাদিবাক্যাদিতি ভাবঃ। তস্মাদনিষ্টমত্র কংসবধানন্তরং তত্রাবস্থানমেব ॥ ৭২ ॥

ক্রীড়ালুব্ধ! তুমি অদ্য গৃহ বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছ ॥ ৭১ ॥

অনিষ্ট প্রাপ্তিনিমিত্ত চিন্তা যথা ॥

ব্রজরাজ নন্দ কহিলেন, হে গৃহিণি! তুমি নিবিড় চিন্তায় উন্নিদ্র নেত্র হইয়া তপ্ত বাষ্পসমূহে মুখপদ্মকে গ্লানিযুক্ত করিও না, আমি অক্রূরের সহিত রাজপুরী গমন করিয়া শীঘ্র তোমার পুত্রকে আনয়ন করিতেছি ॥

অথ মতি ॥

শাস্ত্রাদির বিচারোৎপন্ন অর্থ নির্দ্ধারণকে মতি কহে। ইহাতে সংশয় ও ভ্রমের ছেদন হেতু কর্ত্তব্য করণ, শিষ্য-

অত্র কর্ত্তব্যকরণং সংশয়ভ্রময়োশ্ছিদা।
উপদেশশ্চ শিষ্যাণামূহাপোহাদয়োঽপি চ ॥ ৭২ ॥
যথা পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে ॥
ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমা-
স্তাং তামেবহি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে ॥ ৭৩ ॥

ব্যামোহায়েতি সর্ব্বপুরাণাগমরূপমহাবাক্যস্য সম্যগ্বিচারাযোগ্যপুরুষান্ প্রতি খণ্ডশো বদন্তীত্যর্থঃ। যতঃ সিদ্ধান্ত ইত্যাদি। ব্যাপারা রূঢ়্যাদি বৃত্তয়ঃ। বিবেচনং বিচারঃ। ব্যতিকর আসঙ্গ স্তং নীতেষু তদ্ব্যাপারেষু যঃ সিদ্ধান্ত-স্তস্মিন্নেক এব ভগবান্নিশ্চীয়তে। চরাচরা জঙ্গমাস্তে চাত্র মনুষ্যা এব মনুষ্যা-ধিকারিত্বাৎ শাস্ত্রস্য ॥ ৭৩ ॥

দিগকে উপদেশ দেওয়া এবং তর্ক বিতর্কপ্রভৃতি হইয়া থাকে ॥ ৭২ ॥

যথা পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে ॥

যে সকল শাস্ত্রে ভগবান্ বিষ্ণুর মাহাত্ম্য বর্ণন নাই, সেই সেই পুরাণ ও তন্ত্রসকল চরাচর জগতের মোহের নিমিত্ত হয় এবং তাহারা কল্পপর্য্যন্ত সেই সেই দেবতাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করে করুক। কিন্তু সমুদায় আগমের রূঢ়িপ্রভৃতি বৃত্তি সকলে বিচার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে, সেই রূঢ়্যাদি বৃত্তিতে যে সিদ্ধান্ত নিষ্পন্ন হইল তাহাতে এক ভগবান্ বিষ্ণুই আরাধ্যরূপে নিশ্চিত হইলেন ॥ ৭৩ ॥

যথা বা শ্রীদশমে ॥

ত্বং ন্যস্তদণ্ডমুনিভির্গদিতানুভাব-

আত্মাত্মদশ্চ জগতামিতি মে বৃতোঽসি।

হিত্বা ভবদ্ভ্রুব উদীরিতকালবেগ-

ধ্বস্তাশিষোঽব্জভবনাকপতীন্ কুতোঽন্যে ॥ ৭৪ ॥

অথ ধৃতিঃ ॥

ধৃতিঃ স্যাৎ পূর্ণতাজ্ঞানদুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ।

ত্বং ন্যস্তেতি। ক্ষীরোদমথনাচরিত নিজচরিতমনুসন্ধায় শ্রীরুক্মিণ্যাহ পূর্ব্ব-পূর্ব্বমেবেদং ময়া নিশ্চিতমিত্যুপলক্ষয়িতুং তত্র ন্যস্তদণ্ডত্বং সর্ব্বসঙ্গসর্ব্বাভিলাষ রহিতত্বং গময়তি। সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ইত্যাদি ॥ ৭৪ ॥

জ্ঞানেন ভগবদনুভবেন তথা ভগবৎসম্বন্ধেন যো দুঃখাভাবস্তেন তথা

যথাবা শ্রীদশমে ৬০ অধ্যায়ে ৩৮ শ্লোকে ॥

রুক্মিণীদেবী কহিলেন বিষয়বাসনাশূন্য মুনিগণ কর্ত্তৃক তোমার মাহাত্ম্য কথিত হইয়াছে এবং তুমি জগতের আত্মা ও আত্মপর্য্যন্ত দান করিয়া থাক, এ নিমিত্ত তোমার ভ্রূবিক্ষেপে উদিতকালবেগে নষ্ট মঙ্গল, ব্রহ্মা ও স্বর্গপতি ইন্দ্র প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়াও আমি তোমাকে বরণ করিয়াছি, অন্যের কথা আর কি বলিব? ॥ ৭৪ ॥

অথ ধৃতি ॥

জ্ঞান, দুঃখাভাব ও উত্তম বস্তু প্রাপ্তি অর্থাৎ ভগবৎসম্বন্ধীয় প্রেম লাভ দ্বারা মনের যে পূর্ণতা (অচাঞ্চল্য) তাহার

অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থানভিসংশোচনাদিকৃৎ॥ ৭৫॥
তত্র জ্ঞানেন যথা ভর্তৃহরেঃ বৈরাগ্যশতকে ৫৬ শ্লোকঃ॥
অশ্নীমহি বয়ং ভিক্ষামাশাবাসো বসীমহি।
শয়ীমহি মহীপৃষ্ঠে কুর্ব্বীমহি কিমীশ্বরৈঃ॥ ৭৬॥
দুঃখাভাবেন যথা॥
গোষ্ঠং রমাকেলিগৃহঙ্ককান্তি

উত্তমস্য ভগবৎসম্বন্ধিতয়া পরমপুরুষার্থস্য প্রেম্নঃ প্রাপ্ত্যাচ যা পূর্ণতা মনসো হচঞ্চাল্যং সা ধৃতিরিত্যর্থঃ॥ ৭৫॥
অশ্নীমহীত্যত্র ভগবৎসম্বন্ধি জ্ঞানমাহাত্ম্যং ঈশ্বরৈ রাজাদিভিঃ॥ ৭৬॥
গোষ্ঠমিতি শ্রীগোষ্ঠমহেন্দ্রবাক্যং। পরঃ পরার্দ্ধাঃ পরার্দ্ধতোঽপি পরসংখ্যা

নাম ধৃতি। ইহাতে অপ্রাপ্ত ও অতীতনষ্ট অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বে নষ্ট হইয়া গিয়াছে সেই বিষয়ের নিমিত্ত দুঃখ হয় না॥ ৭৫॥

তন্মধ্যে জ্ঞান দ্বারা ধৃতি যথা বৈরাগ্যশতকে ৫৬ শ্লোকে।
ভর্তৃহরির বাক্য।

ভগবৎ সম্বন্ধি জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে যদি ভিক্ষান্ন ভোজন করিতে হয় সেহ ভাল, যদি বিবসনে থাকা যায় সেহ উত্তম, এবং যদি ভূমিতলে শয়ন করিয়া থাকিতে হয় তাহাও শ্রেয়স্কর, তথাপি ঐশ্বর্য্যশালি রাজাদিগের সেবায় প্রয়োজন নাই॥ ৭৬॥

দুঃখাভাব নিমিত্ত ধৃতি যথা॥

গোপরাজ নন্দ কহিলেন আমার গোষ্ঠ লক্ষ্মীদেবীর

গাবশ্চ ধাবন্তি পরঃ পরার্দ্ধাঃ।
পুত্রস্তথা দীব্যতি দিব্যকর্ম্মা
তৃপ্তি র্ম্মমাভূদ্‌গৃহমেধিসৌখ্যে॥
উত্তমাপ্ত্যা যথা॥
হরিলীলাসুধাসিন্ধোস্তটমপ্যধিতিষ্ঠতঃ।
মনো মম চতুর্ব্বর্গং তৃণায়াপি ন মন্যতে॥ ৭৭॥
অথ হর্ষঃ।
অভীষ্টেক্ষণলাভাদি জাতা চেতঃ প্রসন্নতা

ইত্যর্থঃ। কথং তত্তজ্জাতং তত্রাহ পুত্রস্তথেতি। যেন প্রকারেণ তত্তজ্জায়তে তেনৈব প্রকারেণ দিব্যকর্ম্মা পুত্রো দীব্যতীত্যর্থঃ। তৃপ্তি র্ম্মমাভূদিত্যত্রাতৃপ্তিময়দুঃখধ্বংসো ব্যঞ্জিতঃ॥ ৭৭॥

প্রসন্নতা প্রকাশঃ প্রফুল্লতেতি যাবৎ॥ ৭৮॥

ক্রীড়াগৃহ রূপে বিরাজমান এবং পরার্দ্ধের অধিক সংখ্যা পরিমিত গোসকলও চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতেছে, তথা সুকর্ম্মা পুত্রও গৃহে ক্রীড়া করিতেছে অতএব আমি গার্হস্থ্য সুখে পরিতৃপ্ত হইয়াছি আর তাহাতে প্রয়োজন নাই॥

উত্তমপ্রাপ্তি নিমিত্ত ধৃতি যথা

আমি হরিলীলা রূপ সুধা সমুদ্রের তটে অবস্থিতি করিতেছি, সুতরাং আমার মন ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গকে তৃণতুল্য জ্ঞান করে না॥ ৭৭॥

অথ হর্ষ॥

অভীষ্টদর্শন ও লাভাদি জনিত চিত্তের প্রসন্নতার নাম হর্ষ।

হর্ষঃ স্যাদিহ রোমাঞ্চঃ স্বেদোঽশ্রুমুখফুল্লতা।
আবেগোন্মাদজড়তাস্তথা মোহাদয়োঽপি চ॥
তত্রাভীষ্টেক্ষণেন যথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে॥
তৌ দৃষ্ট্বা বিকসদ্বক্ত্রসরোজঃ স মহামতিঃ।
পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গস্তদাক্রূরোঽভবন্মুনে॥
অভীষ্টলাভেন যথা শ্রীদশমে॥
তত্রৈকাংসগতং বাহুং কৃষ্ণস্যোৎপলসৌরভং।
চন্দনালিপ্তমাঘ্রায় হৃষ্টরোমা চুচুম্ব হ॥ ৭৮॥
অথৌৎসুক্যং॥

ইহাতে রোমাঞ্চ, ঘর্ম্ম, অশ্রু, মুখপ্রফুল্ল, ত্বরা উন্মাদ, জড়তা এবং মোহপ্রভৃতি হইয়া থাকে॥

তন্মধ্যে অভীষ্টদর্শন জন্য হর্ষ যথা॥

বিষ্ণুপুরাণে॥

হে মুনে! মহামতি অক্রূর রাম কৃষ্ণকে সন্দর্শন করায় তাঁহার বদনপদ্ম প্রফুল্ল ও সর্ব্বাঙ্গ পুলকাঞ্চিত হইয়াছিল॥

অভীষ্টলাভ নিমিত্ত হর্ষ যথা॥

শ্রীদশমে ৩৩ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকে॥

সেই রাসমণ্ডলীতে কোন গোপী আপনার স্কন্ধস্থিত শ্রীকৃষ্ণের বাহু (যাহাতে উৎপলের সৌরভ এবং চন্দন লিপ্ত ছিল) আঘ্রাণ করিয়া পুলকাকুল কলেবরে তদীয় গণ্ডমণ্ডলে চুম্বন প্রদান করিলেন॥ ৭৮॥

অথ ঔৎসুক্য॥

কালাক্ষমত্বমৌৎসুক্যমিষ্টেক্ষাপ্তিস্পৃহাদিভিঃ।
মুখশোষ ত্বরা চিন্তা নিশ্বাস স্থিরতাদিকৃৎ॥
তত্রেষ্টেক্ষা স্পৃহয়া যথা শ্রীদশমে॥
প্রাপ্তং নিশম্য নরলোচনপানপাত্র-
মৌৎসুক্যবিশ্লথিতকেশদুকূলবন্ধাঃ।
সদ্যো বিসৃজ্য গৃহকর্ম্ম পতীংশ্চ তল্পে
দ্রষ্টুং যযু র্যুবতয়ঃ স্ম নরেন্দ্রমার্গে॥

কালাক্ষমত্বং কালযাপনায়ামসমর্থত্বং॥ ৭৯॥

অভীষ্ট বস্তুর দর্শনস্পৃহা ও প্রাপ্তিস্পৃহা নিমিত্ত যে কালবিলম্বের অসহিষ্ণুতা, তাহাকে ঔৎসুক্য বলে। ইহাতে মুখশোষ, ত্বরা, চিন্তা, দীর্ঘ-নিশ্বাস এবং স্থিরতাদি হইয়া থাকে॥

তন্মধ্যে ইষ্টদর্শন নিমিত্ত স্পৃহা যথা॥
শ্রীদশমে ৭১ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে॥

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা হইতে ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করায় তত্রস্থ যুবতিগণ নয়নের পানীয় বিষয় স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করায় উৎসুকতা নিবন্ধন তাহাদের কেশ ও পরিধেয় বসনের বন্ধন শ্লথ হইয়া পড়িল, আনন্দে শিথিলী কৃত বস্ত্র ও কেশ বন্ধন করিতে করিতে গৃহকর্ম্ম এবং শয্যায় পতিকে পরিত্যাগ করত দর্শনার্থ রাজমার্গে গমন করিতে লাগিল॥

যথা বা স্তবাবল্যাং ॥
প্রকটিতনিজবাসং স্নিগ্ধবেণুপ্রণাদৈ-
র্দ্রুতগতিহরিমারাৎ প্রাপ্য কুঞ্জে স্মিতাক্ষী।
শ্রবণকুহরকণ্ডুং তন্বতী নম্রবক্ত্রা
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥
ইষ্টাপ্তিস্পৃহা যথা ॥
নর্ম্ম-কর্ম্মঠতয়া সখীগণে
দ্রাঘয়ত্যঘহরাগ্রতঃ কথাং।
গুচ্ছক-গ্রহণ-কৈতবাদসৌ

যথাবা ॥

শ্রীকৃষ্ণ বংশীবাদ্যদ্বারা স্বীয় অবস্থিতি প্রকাশ করিলে হাস্য বিকসিতনয়না শ্রীরাধা দ্রুতগতি কুঞ্জগৃহে গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন, তাহাতে তাঁহার এ রূপ হর্ষোদয় হইয়াছিল যে তদ্দ্বারা তিনি কর্ণকুহরের কণ্ডূয়ন বিস্তার করিতে লাগিলেন, আহা! সেই শ্রীরাধা কবে আমাকে স্বীয় দাস্যে নিযুক্ত করিবেন ॥

ইষ্টপ্রাপ্তিনিমিত্ত স্পৃহা যথা স্তবালীয়তে ॥

পরিহাস কুশল সখীগণ শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে কথা বিস্তার করিলে শ্রীকৃষ্ণ পুষ্পস্তবক গ্রহণচ্ছলে দ্রুতগতি গুহাপ্রদেশে গমন করিলেন ॥

অথ উগ্রতা ॥

অপরাধ ও দুরুক্ত্যাদিজনিত ক্রোধকে উগ্রতা কহে,

গহ্বরং দ্রুতপদক্রমং যযৌ ॥

অথৌগ্র্যং ॥

অপরাধদুরুক্ত্যাদিজাতং চণ্ডত্বমুগ্রতা।

বধবন্ধশিরঃকম্প ভৎর্সনোত্তাড়নাদিকৃৎ ॥

তত্রাপরাধাদ্যথা ॥

স্ফুরতি ময়ি ভুজঙ্গীগর্ভবিশ্রংসিকীর্ত্তৌ

বিরচয়তি মদীশে কিল্বিষং কালিয়োঽপি।

হুতভুজি বত কুর্য্যাং জাঠরে বৌষড়েনং

সপদি দনুজহন্তুঃ কিন্তু রোষাদ্বিভেমি ॥

দুরুক্তিতো যথা ॥

প্রভবতি বিবুধানামগ্রিমস্যাগ্রপূজাং

ইহাতে বধ, বন্ধ, শিরঃকম্প, ভৎর্সন ও তাড়নাদি হইয়া থাকে॥

তন্মধ্যে অপরাধহেতু উগ্রতা যথা ॥

কালিয় শ্রীকৃষ্ণকে দংশন করিলে গরুড় ক্রোধভরে অধীর হইয়া কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! যাহার প্রতাপে ভুজঙ্গী-গণের গর্ভপাত হয় সেই আমি উপস্থিত থাকিতে কালিয় আমার প্রভুর প্রতি অনিষ্টাচরণ করিল, অতএব ইচ্ছা হয় ক্ষণকাল মধ্যে ইহাকে জঠরানলে আহুতি প্রদান করি, কিন্তু দৈত্যারি যদি রুষ্ট হয়েন এই ভয়ে সমর্থ হইতেছি না ॥

দুরুক্তিনিমিত্ত উগ্রতা যথা ॥

যে ব্যক্তি, অতিশয় কীর্ত্তিশালী দেবাগ্রগণ্য দৈত্যারির অগ্রপূজা সহ্য করিতে সমর্থ না হয়, আমি তাহার বিস্তৃত মস্ত-

নহি দনুজরিপোর্যঃ প্রৌঢ়কীর্ত্তের্বিসোঢ়ুং।
কটুতরযমদণ্ডোদ্দণ্ডরোচি র্ময়াসৌ
শিরসি পৃথুনি তস্য ন্যস্যতে সব্যপাদঃ॥ ৭৯॥
যথাবা॥
রতাঃ কিল নৃপাসনে ক্ষিতিপলক্ষভুক্তোজ্ঝিতে
খলাঃ কুরুকুলাধমাঃ প্রভুমজাণ্ডকোটিশ্বমী।
হহা বত বিড়ম্বনা শিবশিবাদ্য নঃ শৃণ্বতাং
হঠাদিহ কটাক্ষয়ন্ত্যখিলবন্দ্যমপ্যচ্যুতং॥
অথামর্যঃ॥
অধিক্ষেপাপমানাদেঃ স্যাদমর্ষোঽসহিষ্ণুতা।

রতা ইতি কটাক্ষয়ন্তি কুটিলদৃষ্টিবিষয়ীকুর্ব্বন্তি অবজানন্তীত্যর্থঃ॥ ৮০॥

কের উপর প্রচণ্ড যমদণ্ড অপেক্ষাও উগ্রতর এই বামপাদ নিক্ষেপ করি॥ ৭৯॥

যথাবা॥

শিব শিব! লক্ষ লক্ষ ক্ষিতিপালগণ যে রাজাসন উপভোগ করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই সকল কুরুকুলাধম দুর্জনেরা সেই রাজাসনে উপবেশন পূর্ব্বক আজি আমাদিগকে শুনাইয়া শুনাইয়া কোটিব্রহ্মাণ্ডের প্রভু ও সকল জনের বন্দনীয় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ছল ক্রমে হঠাৎ কটাক্ষপাত করিতেছে, হায়! ইহার তুল্য আর বিড়ম্বনা কি?॥

অথ অমর্ষ।

তিরস্কার এবং আপমানাদি জন্য অসহিষ্ণুতার নাম অমর্ষ,

তত্র স্বেদঃ শিরঃকম্পো বিবর্ণত্বং বিচিন্তনং।
উপায়ান্বেষণাক্রোশবৈমুখ্যোত্তাড়নাদয়ঃ ॥
তত্রাধিক্ষেপাদ্যথা বিদগ্ধমাধবে ॥
নির্ধৌতানামখিলধরণীমাধুরীণাং ধুরীণা
কল্যাণী মে নিবসতি বধূঃ পশ্য পার্শ্বে নবোঢ়া।
অন্তর্গোষ্ঠে চটুলনটয়ন্নত্র নেত্রত্রিভাগং
নিঃশঙ্কস্ত্বং ভ্রমসি ভবিতা নাকুলত্বং কুতো মে ॥ ৮০ ॥
অপমানাদ্যথা ॥
কদম্ব-বন-তস্কর। দ্রুতমপেহি কিং চাটুভি—

তারাখ্যয়েতি শ্রীরাধাং সূচয়তি ॥ ৮১ ॥

ইহাতে ঘর্ম্ম, শিরঃকম্পন, বিবর্ণতা, চিন্তা, উপায়ান্বেষণ, আক্রোশ, বিমুখতা ও তাড়না প্রভৃতি হইয়া থাকে ॥

তন্মধ্যে অধিক্ষেপ নিমিত্ত অমর্ষ যথা—

বিদগ্ধমাধবে ॥

জটিলা কহিল কৃষ্ণ! নিরীক্ষণ কর, যাহার রূপমাধুর্য্যে নিখিল জগতের মধুরতা তিরস্কৃত হইতেছে, সেই নবোঢ়া বধূ আমার পার্শ্বে অবস্থিত রহিয়াছে এবং তুমিও এই গোকুল মধ্যে মনোহর নেত্রপ্রান্ত নৃত্য করাইয়া নির্ভয়ে ভ্রমণ করিতেছ, সুতরাং ইহাতে আমার ব্যাকুলতা না হইবে কেন? ॥ ৮০ ॥

অপমান নিমিত্ত অমর্ষ যথা ॥

অহে কদম্ববনতস্কর! তুমি শীঘ্র এস্থান হইতে প্রস্থান

র্জনে ভবতি মদ্বিধে পরিভবোহি নাতঃ পরঃ ।
ত্বয়া ব্রজমৃগীদৃশাং সদসি হন্ত চন্দ্রাবলী
বরাপি যদযোগ্যয়া স্ফুটমদূষি তারাখ্যয়া ॥
আদিশব্দাদ্বঞ্চনাদপি যথা শ্রীদশমে ॥
পতিসুতান্বয়াভ্রাতৃবান্ধবা—
নতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ
কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥

কর, আর চাটুবাক্যে প্রয়োজন নাই, মাদৃশ জনে ইহার তুল্য পরাভব আর কি আছে ? হায় ! চন্দ্রাবলী প্রধানা হইলেও তুমি কি প্রকারে ব্রজহরিণলোচনাদিগের সভায় স্পষ্টরূপে অযোগ্য রাধা নাম দ্বারা তাহাকে দূষিত করিয়াছ ॥

আদিশব্দপ্রযুক্ত বঞ্চনানিমিত্ত অমর্ষ যথা ॥

শ্রীদশমে ৩১ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে ॥

কৃষ্ণ ! তোমার অদর্শনে অতুল দুঃখ এবং দর্শনে পরম সুখ প্রত্যক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া পতি, পুত্র, জ্ঞাতি, ভ্রাতৃ, বান্ধব সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া আমারা তোমার সমীপে আসিয়াছি । হে অচ্যুত ! তুমি আমাদের আগমন কারণ জান, তোমারই উচ্চ গীতে আমরা মোহিত হইয়াছি । হে কিতব ! রাত্রিকালে স্বয়ং আগতা এবম্বিধ যোষিৎদিগকে তোমা ব্যতিরেকে কোন্ পুরুষ পরিত্যাগ করে ? অর্থাৎ কেহই করে না ॥

অথাসূয়া ॥

দ্বেষঃ পরোদয়েঽসূয়া স্যাৎ সৌভাগ্যগুণাদিভিঃ।
তত্রের্ষানাদরাক্ষেপা দোষারোপো গুণেষ্বপি ॥
অপবৃত্তিস্তিরো বীক্ষা ভ্রুবোর্ভঙ্গুরতাদয়ঃ ॥

তত্রান্যসৌভাগ্যেন যথা পদ্যাবল্যাং ॥

মা গর্ব্বমুদ্বহ কপোলতলে চকাস্তি
কৃষ্ণ স্বহস্তলিখিতা নবমঞ্জরীতি।
অন্যাপি কিং ন সখি ভাজনমীদৃশীনাং
বৈরী ন চেদ্ভবতি বেপথুরন্তরায়ঃ ॥

অথ অসূয়া ॥

সৌভাগ্য এবং গুণাদি দ্বারা পরের উন্নতি বিষয়ক দ্বেষ করার নাম অসূয়া, ইহাতে ঈর্ষা, অনাদর, আক্ষেপ, গুণ-সকলে দোষারোপ, অপবাদ, বক্রদৃষ্টি ও ভ্রূকুটিল প্রভৃতি হইয়া থাকে ॥

তন্মধ্যে অন্যের সৌভাগ্যনিমিত্ত
অসূয়া যথা পদ্যাবলীতে ॥

সখি! শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে তোমার কপোলদেশে তিলক লিখিয়াছেন বলিয়া তুমি গর্ব্বিতা হইও না, ইহাদের মধ্যে অন্যের কি আর এরূপ সৌভাগ্য হয় না? তিলক লিখিতে লিখিতে তদীয় সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্তকম্পন রূপ বিঘ্ন যদি শত্রু না হয়, তাহা হইলে অন্যেও সৌভাগ্যবতী হইতে পারে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তোমা অপেক্ষা অন্যের সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পড়েন, সুতরাং এরূপ লিখিতে সমর্থ হয়েন না ॥

যথাবা শ্রীদশমে ॥
তস্যা অমূনি নঃ ক্ষোভং কুর্ব্বন্ত্যুচ্চৈঃ পদানি যৎ।
যৈকাপহৃত্য গোপীনাং ধনং ভুঙ্ক্তেঽচ্যুতাধরং ॥
গুণেন যথা ॥
স্বয়ং পরাজয়ং প্রাপ্তান্ কৃষ্ণপক্ষান্ বিজিত্য নঃ।
বলিষ্ঠা বলপক্ষাশ্চেদ্দুর্ব্বলাঃ কে ততঃ ক্ষিতৌ ॥
অথ চাপলং ॥
রাগদ্বেষাদিভিশ্চিত্তলাঘবং চাপলং ভবেৎ।
তত্রাবিচারপারুষ্যস্বচ্ছন্দাচরণাদয়ঃ ॥

যথাবা শ্রীদশমে ৩০ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে ॥

অন্য গোপীগণ কহিতে লাগিলেন, হে সখীবৃন্দ! সেই রমণীর এই সকল পদচিহ্ন আমাদের অতিশয় দুঃখ জন্মাইতেছে, কারণ সে একা গোপীদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া নির্জনে শ্রীকৃষ্ণের অধর সুধা পান করিতেছে ॥

গুণহেতু অসূয়া যথা ॥

আমরা কৃষ্ণপক্ষ, স্বয়ং পরাজয় প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছি, আমাদিগকে জয় করিয়া যদি বলদেবের পক্ষ বলিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে এ ভূমণ্ডলে দুর্ব্বল আর কে হইবে ॥

অথ চাপল ॥

রাগ ও দ্বেষাদি নিমিত্ত চিত্তের যে লঘুতা তাহার নাম চপলতা। ইহাতে অবিচার, নিষ্ঠুর বাক্য ও স্বচ্ছন্দচারিতা প্রভৃতি হইয়া থাকে ॥

তত্র রাগেণ যথা শ্রীদশমে ॥

শ্বোভাবিনি ত্বমজিতোদ্বহনে বিদর্ভান্
গুপ্তঃ সমেত্য পৃতনাপতিভিঃ পরীতঃ।
নির্ম্মথ্য চৈদ্যমগধেশ—বলং প্রসহ্য
মাং রাক্ষসেন বিধিনোদ্বহ বীর্য্যশুল্কাং ॥

দ্বেষেণ যথা ॥

বংশীপূরেণ কালিন্দ্যাঃ সিন্ধুং বিন্দতু বাহিতা।
গুরোরপি পুরো নীবীং যা ভ্রংশয়তি সুভ্রুবাং ॥ ৮১ ॥

অথ নিদ্রা ॥

তন্মধ্যে রাগনিমিত্ত চপলতা যথা ॥
শ্রীদশমে ৫২ অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে ॥

হে অজিত! কল্য বিবাহের দিন, অতএব তুমি প্রথমে গোপনে বিদর্ভে আগমন পূর্ব্বক পরে সেনাপতিতে পরিবৃত হইয়া চৈদ্যাধিপতি ও মগধরাজের বল সমুদায় নির্ম্মন্থন করত হঠাৎ বীর্য্য স্বরূপ শুল্ক দ্বারা রাক্ষস বিধান অনুসারে আমাকে বিবাহ কর ॥

দ্বেষ নিমিত্ত চপলতা যথা

বংশী কালিন্দীর প্রবাহ দ্বারা সমুদ্রে গিয়া প্রবেশ করুকন যে হেতু ঐ বংশী গুরুজনের সমক্ষে সুন্দরীগণের নীবীবন্ধ, মোচনকরিয়া দেয় ॥ ৮১ ॥

অথ নিদ্রা ॥

চিন্তালস্য-নিসর্গ-ক্লমাদিভিশ্চিত্তমীলনং নিদ্রা।
তত্রাঙ্গভঙ্গ-জৃম্ভা-জাড্য-শ্বাসাক্ষিমীলনানি স্যুঃ॥
তত্র চিন্তয়া যথা॥
লোহিতায়তি মার্ত্তণ্ডে বেণুধ্বনিমশৃণ্বতী।
চিন্তয়াক্রান্তহৃদয়া নিদদ্রৌ নন্দগেহিনী॥
আলস্যেন যথা॥
দামোদরস্য বন্ধন কর্ম্মভি—
রতিনিঃসহাঙ্গ লতিকেয়ং।
দরবিঘূর্ণিতোত্তমাঙ্গা

চিত্তস্য মীলনং বহির্বৃত্ত্যভাবঃ॥ ৮২॥

চিন্তা, আলস্য স্বভাব ও শ্রমাদি দ্বারা চিত্তের যে মীলন অর্থাৎ বাহ্যবৃত্তির অভাব তাহার নাম নিদ্রা, ইহাতে অঙ্গভঙ্গ, জৃম্ভা, জড়তা, নিশ্বাস ও নেত্রনিমীমন প্রভৃতি হইয়া থাকে॥

তন্মধ্যে চিন্তা নিমিত্ত নিদ্রা যথা॥

সূর্য্যদের লোহিতবর্ণ হইলে বেণুধ্বনি শ্রবণ করিতে না পাইয়া নন্দপত্নী যশোদা চিন্তাকুল চিত্তে নিদ্রায় অভিভূত হইলেন॥

আলস্যনিমিত্ত নিদ্রা যথা॥

যাহার অঙ্গলতিকায় কিছুমাত্র সহ্য হয় না, সেই ব্রজেশ্বরী যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করাতে, তাঁহার মস্তক ঘূর্ণিত

কৃতাঙ্গভঙ্গা ব্রজেশ্বরী স্ফুরতি ॥

নিসর্গেণ যথা ॥

অঘহর তব বীর্য্যপ্রোষিতাশেষচিন্তাঃ
পরিহৃত গৃহবাস্ত দ্বারবন্ধানুবন্ধাঃ।
নিজনিজমিহ রাত্রৌ প্রাঙ্গনং শোভয়ন্তঃ
সুখমবিচলদঙ্গাঃ শেরতে পশ্য গোপাঃ ॥

ক্রমেন যথা ॥

সংক্রান্তধাতুচিত্রা সুরতান্তে সা নিতান্ততান্তাদ্য।
বক্ষসি নিক্ষিপ্তাঙ্গী হরে বিশাখা যযৌ নিদ্রাং ॥ ৮২ ॥
যুক্তাস্যস্ফূর্ত্তিমাত্রেণ নির্ব্বিশেষেণ কেনচিৎ।

নন্থ পূর্ব্বং চিত্তমীলনং নিদ্রেত্যুক্তং সাচ তমোগুণেন চিত্তবৃত্তি রূপৈব

ও অঙ্গসকল বিবশ হইয়াছিল ॥

স্বভাব নিমিত্ত নিদ্রা যথা ॥

হে অঘনাশন! তোমার পরাক্রমে অশেষ চিন্তা দূরীভূত হওয়ায় গোপগণ গৃহদ্বার বন্ধনের অনুরোধ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং রজনীযোগে স্বীয় স্বীয় প্রাঙ্গন সুশোভিত করত নিশ্চলাঙ্গে সুখে শয়ন করিয়া রহিয়াছে, অবলোকন কর।

শ্রমহেতু নিদ্রা যথা।

বিশাখা অদ্য সম্ভোগান্তে কৃষ্ণাঙ্গ ধৃত গৈরিকাদি ধাতু দ্বারা চিত্রিতা হইয়া তদীয় বক্ষঃস্থলে অঙ্গনিক্ষেপ পূর্ব্বক সুখে নিদ্রা যাইতেছে ॥ ৮২ ॥

দিগের হৃদয়ে যে কোনরূপে শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি হইলে

হৃন্মীলনাৎ পুরো হবস্থা নিদ্রা ভক্তেষু কথ্যতে ॥ ৮৩ ॥
অথ সুপ্তিঃ ॥

প্রসিদ্ধা সাচ পরমভক্তানাং ন সম্ভবতি গুণাতীতচিত্তত্বাৎ। তর্হি কেন তদা-বৃত্তিরিয়ং নিদ্রা তত্রাহ যুক্তেতি। অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য উত্তমভক্তানাং ভগবৎসমাধি-রূপৈব নিদ্রা নতু প্রাকৃতী যুজ্যত ইতি ভাবঃ গুণাতীতভাবত্বাৎ। যথোক্তং গারুড়ে। জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তেষু যোগস্থস্য চ যোগিনঃ। যা কাচিন্মনসো বৃত্তিঃ সা ভবেদচ্যুতাশ্রয়া। অতএব শ্রীকৃষ্ণস্য স্ফূর্ত্তিময়ত্বাদ্ধৃন্মীলনাৎ পুরোহবস্থৈব নিদ্রোচ্যতে নতু হৃন্মীলনমাত্রং। যত্তু পূর্ব্বং চিত্তমীলনং নিদ্রেত্যুক্তং তৎ খল্বাপাতত এব নিবোধায়েতি ভাবঃ ॥ ৮৩ ॥

নিদ্রায়া এবাবস্থাবিশেষে সংজ্ঞান্তরমাহ সুপ্তিরিতি। বিবিধো ভাবো ভাবনা

হৃন্মীলনের অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি শূন্যের পূর্ব্বাবস্থাকে নিদ্রা বলে।

তাৎপর্য্য। নিদ্রা তমোগুণ দ্বারা চিত্তের চেষ্টা শূন্য রূপে প্রসিদ্ধ আছে কিন্তু ইহা একান্ত ভক্তে সম্ভব হয় না, কারণ ভক্ত সকলের চিত্ত গুণাতীত, যদি বল তবে নিদ্রা হয় কেন, তাহার উত্তর এই, শ্রীকৃষ্ণের উত্তম ভক্ত সকলের ভগবৎ সমাধি স্বরূপকেই নিদ্রা বলা যায়, নতুবা প্রাকৃতী নিদ্রা ভক্তে সম্ভব হয় না। এই বিষয়ে গরুড় পুরাণের বচন এই যে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি দশায় যোগযুক্ত যোগির যে কোন মনের বৃত্তি, তাহা অচ্যুতাশ্রয় হইয়া থাকে, এই কারণে ভগবদ্ভক্তের প্রাকৃতী নিদ্রা নাই, তবে যে দেখা যায় তাহা কেবল ভগবৎসমাধি মাত্র ॥ ৮৩ ॥

অথ সুপ্তি ॥

স্বপ্তি র্নিদ্রা বিভাবা স্যান্নানার্থানুভবাত্মিকা।
ইন্দ্রিয়োপরতি-শ্বাস-নেত্র-সংমীলনাদিকৃৎ ॥ ৮৪ ॥

যথা ॥

কাগং তামরসাক্ষকেলিরভিতঃ প্রাদুষ্কৃতা শৈশবী
দর্পঃ সর্পপতেস্তদস্য তরসা নির্দ্ধূয়তামুদ্ধুরঃ ॥
ইত্যুৎস্বপ্নগিরা চিরাদ্‌যদুসভাং বিস্মায়য়ন্‌ স্মায়য়-
ন্নিঃশ্বাসেন দরোত্তরঙ্গতুদরং নিদ্রাং গতো লাঙ্গলী ॥ ৮৫ ॥

যস্যাঃ সা বিভাবা ন কেবলং তাদৃশী অপিতু নানার্থেত্যাদি বিশিষ্টা চ অতস্তদ্বিধৈব নিদ্রা স্বপ্তিঃ স্বপ্ন উচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৮৪ ॥

কেলিবিততিঃ ক্রীড়াবিস্তারঃ। কেলিরহিত ইতি পাঠশ্চ সঙ্গতঃ। কেলিশব্দস্য স্ত্রীত্বমপি দৃশ্যত ইতি। তথাহুর্মাপতিধরঃ। রত্নচ্ছায়াচ্ছুরিতজলধৌ-বিত্যাদৌ রাধাকেলীপরিমলভরধ্যানমূর্চ্ছা মুরারেরিতি। যদুসভাং তদন্তঃসভাগামিনং কিয়ন্তমপি যদুগণং বিস্মায়য়ন্‌ স্মায়য়ংশ্চ ॥ ৮৫ ॥

নানা প্রকার চিন্তা ও নানা বিষয় অনুভব স্বরূপ নিদ্রার নাম স্বপ্তি অর্থাৎ স্বপ্ন। ইহাতে ইন্দ্রিয়ের অবসন্নতা, নিশ্বাস ও চক্ষু নিমীলনাদি হইয়া থাকে ॥ ৮৪ ॥

যথা ॥

হে পদ্মলোচন! তুমি বাসুকির দর্প খর্ব্ব করিয়া সম্পূর্ণ রূপে বাল্য ক্রীড়া বিস্তার করিয়াছ, এই রূপ স্বপ্ন বাক্য দ্বারা বলদেব যদুসভাকে বিস্মিত ও হাস্যযুক্ত করিয়া নিশ্বাস বেগ দ্বারা ঈষৎ উদরের তরঙ্গ বিস্তার করত সুখে নিদ্রা যাইতেলাগিলেন ॥ ৮৫ ॥

অথ বোধঃ ॥

অবিদ্যামোহনিদ্রাদের্ধ্বংসোদ্বোধঃ প্রবুদ্ধতা ॥ ৮৬ ॥

তত্রাবিদ্যাধ্বংসতঃ ॥

অবিদ্যাধ্বংসতো বোধো বিদ্যোদয়পুরঃসরঃ।
অশেষক্লেশবিশ্রান্তিস্বরূপাবগমাদিকৃৎ ॥

যথা ॥

প্রবুদ্ধতা জ্ঞানাবির্ভাবঃ ॥ ৮৬ ॥

অবিদ্যাধ্বংসত ইত্যত্র বোধত্বম্পদার্থলক্ষিতস্য তৎপদার্থলক্ষিতস্য চ জ্ঞানং স্বরূপবিগমস্তয়োরভেদজ্ঞানং বিদ্যা তেষু নিদিধ্যাসনরূপং সাধনং প্রথমং নিদিধ্যাসনং তস্মাদবিদ্যাধ্বংসস্ততঃ ক্রমাৎ পদার্থদ্বয়জ্ঞানং ততস্তয়োরভেদজ্ঞানমিতি ক্রমো জ্ঞেয়ঃ অবিদ্যাধ্বংসতো যো বোধঃ স বিদ্যোদয়পুরঃসরো ভবতি সচাশেষক্লেশবিশ্রান্তি র্যত্র তাদৃশস্বরূপাবগমাদিকৃত্তবতীত্যন্বয়ঃ। আদিগ্রহণাত্তত্ত্বাববোধকৃত্তবতীতি জ্ঞেয়ং। এবম্ভূতো বোধঃ খলু কেষাঞ্চিদ্ভক্তিসহায়ো ভবতীতি সঞ্চারীত্যর্থঃ। ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মেতি শ্রীগীতাভ্যঃ ॥ ৮৭ ॥

অথ বোধ ॥

অবিদ্যা (অজ্ঞান) মোহ ও নিদ্রাদির ধ্বংস জন্য যে প্রবুদ্ধতা অর্থাৎ জ্ঞানাবির্ভাব তাহার নাম বোধ ॥ ৮৬ ॥

অবিদ্যাধ্বংসনিমিত্ত বোধ যথা ॥

অবিদ্যা ধ্বংস হইলেই বিদ্যা শক্তিকে অগ্রে করিয়া বোধের উদয় হয়, এই বোধ অশেষ ক্লেশের নিবারণ এবং জীব ও পরমেশ্বর তত্ত্ব বোধ করায় ॥

যথা ॥

বিন্দন্ বিদ্যাদীপিকাং স্বস্বরূপং
বুদ্ধ্বা সদ্যঃ সত্যবিজ্ঞানরূপং।
নিষ্প্রত্যূহস্তৎ পরং ব্রহ্ম মূর্ত্তং
সান্দ্রানন্দাকারমন্বেষয়ামি ॥

মোহধ্বংসতঃ ॥

বোধো মোহক্ষয়াচ্ছব্দগন্ধস্পর্শরসৈর্হরেঃ।
দৃগুন্মীলনরোমাঞ্চধরোত্থানাদিকৃদ্ভবেৎ ॥ ৮৭ ॥

তত্র শব্দেন যথা ॥

প্রথমদর্শনরূঢ়সুখাবলী-
কবলিতেন্দ্রিয়বৃত্তিরভূদিয়ং।

ইয়ং শ্রীরাধা। অঘভিদ ইতি পূর্ব্বত্র পরত্র চান্বিতং ॥ ৮৮ ॥

আমি বিদ্যাদীপকে লাভ করত সত্য বিজ্ঞান রূপ স্বীয় স্বরূপকে অবগত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে সেই মূর্ত্তিমান্ পরব্রহ্মকে অন্বেষণ করি ॥

মোহ ধ্বংসহেতু বোধ যথা ॥

মোহ বিনষ্ট হইলে শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ ও রস দ্বারা ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান হয়। ইহাতে রোমাঞ্চ, চক্ষু উন্মীলন ও পৃথিবী হইতে উত্থানাদি হইয়া থাকে ॥

তন্মধ্যে শব্দনিমিত্ত বোধ যথা ॥

শ্রীরাধা প্রথম শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া যে সুখসমূহ অনুভব করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি সকল বিলুপ্ত হইয়াছিল, পরে ললিতা যখন ত্বদীয় কর্ণে কৃষ্ণনাম

অঘভিদঃ কিল নাম্নু্যদিতে শ্রুতৌ
ললিতয়োর্দনিমীলদিহাক্ষিণী ॥ ৮৮ ॥
গন্ধেন যথা ॥
অচিরমঘহরেণ ত্যাগতঃ শ্রস্তগাত্রী
বনভুবি শবলাঙ্গী শান্তনিশ্বাসবৃত্তিঃ।
প্রসরতি বনমালাসৌরভে পশ্য রাধা
পুলকিততনুরেষা পাংশুপুঞ্জাদুদস্থাৎ ॥ ৮৯ ॥
স্পর্শেন যথা ॥
অসৌ পাণিস্পর্শো মধুরমসৃণঃ কস্য বিজয়ী

অচিরমিতি। কদাচিৎ পরিহাসপূর্ব্বক-শ্রীকৃষ্ণান্তর্দ্ধানে চরিতং ॥ ৮৯ ॥

কীর্ত্তন করিলেন তখনই তিনি (ললিতা) লোচনদ্বয় উন্মীলন করিয়াছিলেন ॥ ৮৮ ॥

গন্ধনিমিত্ত বোধ যথা ॥

সখি! একদা শ্রীকৃষ্ণ পরিহাস ছলে শ্রীরাধাকে কহিলেন প্রিয়ে! আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম এই বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলে শ্রীরাধা তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণত্যাগ নিমিত্ত বিবর্ণা হইয়া বনভূমিতে পতিত হইয়াছিলেন এবং তৎকালীন তাঁহার নিশ্বাসবৃত্তি একরূপ শান্ত হইয়াছিল, অনন্তর বনমালার প্রসরণশীল সৌরভে পুলকিতাঙ্গী হইয়া ঐ দেখ পাংশুপুঞ্জ হইতে গাত্রোত্থান করিলেন ॥ ৮৯ ॥

স্পর্শনিমিত্ত বোধ যথা ॥

সখি! এ কোন্ ব্যক্তির হস্তস্পর্শ, ইহা যে অতিশয় মধুর

বিশীর্য্যন্ত্যাঃ সৌরীপুলিনবনমালোক্য মম যঃ।
দুরন্তামুদ্ধূয় প্রসভমভিতো বৈশসময়ীং
ক্রুতং মূর্চ্ছামন্তঃ সখি সুখময়ীং পল্লবয়তি॥ ৯০॥

রসেন যথা॥

অন্তর্হিতে ত্বয়ি বলানুজ! রাসকেলৌ
স্রস্তাঙ্গ-যষ্টিরজনিষ্ট সখী বিসংজ্ঞা।
তাম্বূলচর্ব্বিতমবাপ্য তবাম্বুজাক্ষী
ন্যস্তং ময়া মুখপুটে পুলকোজ্জ্বলাসীৎ॥

মধুরঃ স্বভাবাদেবানন্দদায়কঃ মসৃণত্বচো গুণতঃ কোমলঃ। পল্লবয়তীতি বর্ত্তমানসামীপ্যে বর্ত্তমানবত্বং॥ ৯০॥

তাম্বূলেষু যচ্চর্বিতং তদবাপ্য। সম্বন্ধবিবক্ষযা ষষ্ঠী। ত্বচ্চর্ব্বিতং মুখমনু প্রতিপদ্য গৌরী, তাম্বূলমর্পিতমুদস্রতযা চিচেত। ইতি পাঠান্তরং॥ ৯১॥

এবং সর্ব্বজয়ী, আমি যমুনাপুলিনস্থ বন অবলোকন করিয়া বিশীর্ণ হইতে ছিলাম এমত সময়ে ঐ স্পর্শ বলপূর্ব্বক পীড়াময়ী দুরন্ত মূর্চ্ছাকে বিনষ্ট করিয়া সুখময়ী মূর্চ্ছাকে অঙ্কুরিত করিয়াদিল॥ ৯০॥

রসনিমিত্ত বোধ যথা॥

হে বলানুজ! তুমি রাসক্রীড়ায় অন্তর্দ্ধান হইলে প্রিয়সখী ভূতলে পতিত হইয়া জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন, পরে আমি তোমার চর্ব্বিত তাম্বূল প্রাপ্ত হইয়া তদীয় মুখপুটে অর্পণ করিলে তাঁহাতেই পদ্মনয়না পুলকাকুল কলেবর হইয়াছিলেন॥

নিদ্রাধ্বংসতঃ ॥
বোধো নিদ্রাক্ষয়াৎ স্বপ্ন-নিদ্রাপূর্ত্তিস্বনাদিভিঃ
অত্রাক্ষি-মর্দ্দনং শয্যামোক্ষোঽঙ্গবলনাদয়ঃ ॥
তত্র স্বপ্নেন যথা ॥
ইয়ং তে হাসশ্রী র্বিরমতু বিমুঞ্চাঞ্চলমিদং
ন যাবদ্বৃদ্ধায়ৈ স্ফুটমভিদধে ত্বচ্চটুলতাং।
ইতি স্বপ্নে জল্পন্ত্যচিরমববুদ্ধা গুরুমসৌ
পুরো দৃষ্ট্বা গৌরী নমিতমুখবিম্বা মুহুরভূৎ ॥
নিদ্রাপূর্ত্ত্যা যথা ॥

নিদ্রাধ্বংসনিমিত্ত বোধ যথা ॥

স্বপ্ন, নিদ্রার পূর্ণতা ও শব্দাদি দ্বারা নিদ্রা ক্ষয় হইলে, বোধ হয়, ইহাতে চক্ষুমর্দ্দন, শয্যাত্যাগ এবং অঙ্গবলন অর্থাৎ গাত্রমোড়া প্রভৃতি হইয়া থাকে ॥

তন্মধ্যে স্বপ্নহেতু বোধ যথা ॥

অহে কৃষ্ণ! তুমি আর পরিহাস করিও না ক্ষান্ত হও, বস্ত্রাঞ্চল ত্যাগ কর, নতুবা আমি নিশ্চয় বলিতেছি বৃদ্ধার নিকট তোমার এই চপলতা প্রকাশ করিব, স্বপ্নে এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীরাধা অকস্মাৎ জাগরিত হইয়া সম্মুখে গুরুজন অবলোকন করত লজ্জায় বদন অবনত করিয়া রহিলেন ॥

নিদ্রাপূর্ণহেতুবোধ যথা ॥

দূতী চাগাত্তদাগারং জজাগার চ রাধিকা।
তূর্ণং পুণ্যবতীনাং হি তনোতি ফলমুদ্যমঃ॥
স্বনেন যথা॥
দূরাদ্বিদ্রাবয়ন্নিদ্রামরালী র্গোপসুভ্রুবাং।
সারঙ্গরঙ্গদং রেজে বেণুবারিদগর্জ্জিতং।
ইতি ভাবাস্ত্রয়স্ত্রিংশৎ কথিতা ব্যভিচারিণঃ।
শ্রেষ্ঠমধ্যকনিষ্ঠেষু বর্ণনীযা যথোচিতং।
মাৎসর্য্যোদ্বেগদম্ভের্ষ্যা বিবেকো নির্ণযস্তথা।
ক্লৈব্যং ক্ষমা চ কুতুকমুৎকণ্ঠা বিনযোঽপি চ।
সংশয়ো ধার্ষ্ট্যমিত্যাদ্যা ভাবা যে স্যুঃ পরোঽপি চ।

যখন গৃহে দূতী আসিযা উপস্থিত হইলেন শ্রীরাধাও তখনি জাগরিত হইয়াছিলেন, যাহা হউক পুণ্যবতীদিগের উদ্যম শীঘ্রই ফল সাধন করে॥

শব্দহেতু বোধ যথা॥

কুরঙ্গরঙ্গপ্রদ মুরলীরূপ বারিদ গর্জন, গোপসুন্দরীদিগের নিদ্রারূপা হংসীকে দূরীকৃত করিযা বিরাজিত হইয়াছিল॥

এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ ব্যভিচারি ভাব কথিত হইল, উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে উক্ত ভাব সকলকে যথাযোগ্য বর্ণন করা কর্ত্তব্য॥

মাৎসর্য্য, উদ্বেগ, দম্ভ, ঈর্ষা, বিবেক, নির্ণয়, বিক্লবতা, ক্ষমা, কৌতুক, উৎকণ্ঠা, বিনয, সংশয় ও ধৃষ্টতা প্রভৃতি যে সকল অতিরিক্ত ভাব আছে, তৎসমুদায়কেও পূর্ব্বোক্ত

উক্তেম্বন্তর্ভবন্তীতি ন পৃথক্ত্বেন দর্শিতাঃ ॥ ৯১ ॥

তথাহি ॥

অসূয়ায়াং তু মাৎসর্য্যং ত্রাসেঽপ্যুদ্বেগ এব তু।
দম্ভস্তথাবহিত্থায়ামীর্ষ্যামর্ষে মতাবুভৌ।
বিবেকো নির্ণয়শ্চেমৌ দৈন্যে ক্লৈব্যং ক্ষমাধৃতৌ।
ঔৎসুক্যে কুতুকোৎকণ্ঠে লজ্জায়াং বিনয়স্তথা।
সংশয়োঽন্তর্ভবেত্তর্কে তথা ধার্ষ্ট্যঞ্চ চাপলে।

অসূয়ায়ামিত্যাদিষু পরোদয়ে দ্বেষো মাৎসর্য্যং স এব গুণেষপি দোষারোপ ণায়ামব্যভিচারিত্বাদসূয়েতি। তড়িদাদিভিঃ সহসা ভয়ং ত্রাসঃ তত্রাসহি- ষ্ণুত্বমুদ্বেগ ইতি। আকারগুপ্তিরবহিত্থা। দম্ভস্বসতঃ স্বীয়োত্তমত্বস্য ব্যঞ্জনং তস্মাদুভয়মপি কপটময়মিতি। পরাপরাধাসহনমমর্ষঃ পরোৎকর্ষাসহন-

---

ভাব সকলের অন্তর্বর্ত্তি জানিতে হইবে, এ কারণ আর পৃথক্ উদাহরণ করা হইল না ॥ ৯১ ॥

উক্তার্থের প্রমাণ।

অসূয়াতে মাৎসর্য্য অন্তর্ভূ্ত আছে, কারণ, পরশ্রীতে দ্বেষ করার নাম মাৎসর্য্য, আর পর গুণে দোষারোপণের নাম অসূয়া, সুতরাং মাৎসর্য্য ও অসূয়া এই দুইয়ে পরস্পর ভেদ নাই। অপর বিদ্যুতাদি নিমিত্ত সহসা যে ভয় হয় তাহার নাম ত্রাস এবং ঐ ত্রাসে অসহিষ্ণুতার নাম উদ্বেগ অতএব ত্রাসের মধ্যেই উদ্বেগ অন্তর্ভূ্ত হইয়াছে। আকার গোপনের নাম অবহিত্থা এবং স্বীয় উত্তমতা প্রকাশের নাম দম্ভ, এই উভয়ই কপটময়, সুতরাং অবহিত্থাতে দম্ভ অন্তর্ভূ্ত হইয়া রহিয়াছে।

এষাং সঞ্চারিভাবানাং মধ্যে কশ্চন কস্যচিৎ।
বিভাবশ্চানুভাবশ্চ ভবেদত্র পরস্পরং।
নির্ব্বেদে তু যথের্ষ্যায়া ভবেদত্র বিভাবতা।
অসূয়ায়াং পুনস্তস্যা ব্যক্তযুক্তানুভাবতা।
ঔৎসুক্যং প্রতিচিন্তায়াঃ কথিতাত্রানুভাবতা।
নিদ্রাং প্রতি বিভাবত্বমেবং জ্ঞেয়াঃ পরেঽপ্যমী।
এষাঞ্চ সাত্ত্বিকানাঞ্চ তথা নানাক্রিয়াততেঃ।

মীর্ষ্যা তদেতদুভয়মপ্যসহনাত্মকমিতি। অর্থনির্দ্ধারণং মতিস্তদেব নির্ণয়ঃ। তস্য কারণং বিচারস্তু বিবেকঃ। সোঽয়ং কারণত্বান্মতাবন্তর্ভূত ইতি। আত্মন্যতি নিকৃষ্টতা মননং দৈন্যমনুৎসাহঃ ক্লৈব্যং। তত্তু তদঙ্গমেবেতি। মনসোঽচাঞ্চল্যং ধৃতিঃ। ক্ষমাতু সহিষ্ণুত্বং তদঙ্গমেবেতি। কালযাপনাযা

পরের অপরাধ অসহনের নাম অমর্ষ, পরের উৎকর্ষ অসহনের নাম ঈর্ষ্যা এই উভয়ই অসহ্য স্বরূপ, সুতরাং অমর্ষে ঈর্ষ্যা অন্তর্ভূত হইয়াছে। অর্থ নির্দ্ধারণের নাম মতি ও মতির নামই নির্ণয, নির্ণয়ের কারণ বিচার এবং বিচারের নামধ বিবেক, সুতরাং নির্ণয়েতে বিবেক অন্তর্ভূত হইয়া রহিয়াছে। অপর আপনাতে নিকৃষ্ট জ্ঞানের নাম দৈন্য এবং অনুৎসাহের নাম ক্লৈব্য, সুতরাং দৈন্যে ক্লৈব্য অন্তর্ভূত আছে। মনের অচাঞ্চল্যের নাম ধৃতি এবং সহিষ্ণুতার নাম ক্ষমা, সুতরাং ধৃতির অন্তর্ভূত ক্ষমা রহিয়াছে। কালযাপনে অসমর্থতার নাম ঔৎসুক্য এবং আশ্চর্য্য দর্শনের নাম কুতুক, কোন সময়ে কুতুকও ঔৎসুক্যের কারণ হয়, এ নিমিত্ত ঔৎসুক্যে কুতুক

কার্য্যকারণভাবস্তু জ্ঞেয়ঃ প্রায়েণ লোকতঃ।
নিন্দায়াস্তু বিভাবত্বং বৈবর্ণ্যামর্ষয়োর্মতং।
অসূয়ায়াং পুনস্তস্যাঃ কথিতৈবানুভাবতা।

মসমর্থত্বযৌৎসুক্যং আশ্চর্য্যদর্শনেচ্ছা কুতুকং তচ্চ কচিত্তৎ কারণাত্তত্রানু-
শ্যূতং স্যাদুৎকণ্ঠাচ তস্যৈব সূক্ষ্মাবস্থেতি। লজ্জায়ামপি বিনয়স্যাবশ্যক-

---

অন্তর্ভূত আছে। ঔৎসুক্যের সূক্ষ্মাবস্থার নাম উৎকণ্ঠা, সুতরাং ঔৎসুক্যে উৎকণ্ঠাও অন্তর্ভূত আছে। লজ্জাতে বিনয়ের আবশ্যকতা, এ কারণ লজ্জাতে বিনয় অন্তর্ভূত আছে। সংশয় তর্কের অন্তর্ভূত, ধৃষ্টতার পরেই চপলতা হইয়া থাকে, সুতরাং চপলতায় ধৃষ্টতা অন্তর্ভূত আছে॥

উক্ত সঞ্চারি ভাব সকলের মধ্যে যে সমুদায় ভাব অন্তর্ভূত আছে তাহাদের মধ্যে কেহ কাহারও সম্বন্ধে পরস্পর ভাব ও অনুভাব হইয়া থাকে॥

নির্ব্বেদে অসূয়ার যে রূপ বিভাবতা হয়, পুনরায় অসূয়াতেও নির্ব্বেদের অনুভাবতা যুক্ত হইয়া থাকে। অপর ঔৎসুক্যের প্রতি চিন্তার অনুভাবতা এবং নিদ্রার প্রতিও ঐ রূপ চিন্তার বিভাবত্ব হয়, এই রূপে অন্যান্য ভাবেরও জানিতে হইবে॥

এই সকল সাত্ত্বিক, তথা নানাবিধ ক্রিয়ার পরস্পর কার্য্য কারণ ভাব প্রায় লোকব্যবহারানুসারে জ্ঞেয় হয়॥

নিন্দায় বৈবর্ণ্য ও অমর্ষ এই দুইয়ের বিভাবত্ব, আবার অসূয়াতে ঐ নিন্দার বিভাবতা কথিত হয়। সংমোহ ও

প্রহারস্য বিভাবত্বং সংমোহপ্রলয়ৌ প্রতি।
ঔগ্র্যং প্রত্যনুভাবত্বমেবং জ্ঞেয়াঃ পরেঽপি চ ॥ ৯২ ॥
ত্রাস-নিদ্রা-শ্রমালস্য-মদভিদ্বোধবর্জ্জিনাং।
সঞ্চারিণামিহ ক্বাপি ভবেদ্রত্যনুভাবতা ॥ ৯৩ ॥
সাক্ষাদ্রতে র্ন সম্বন্ধঃ ষড়্ভিস্ত্রাসাদিভিঃ সহ।

ইতি। বিমর্শস্তর্কঃ সংশয়ানন্তরভাবীতি চাপলঞ্চ ধার্ষ্ট্যানন্তরং। ভাবীতি। প্রথমে পর পরেষাং প্রবেশো ভাব্যতে ॥ ৯২ ॥

মদভিৎ মধুপানজো মদভেদঃ রত্যনুভাবতা রতিকার্য্যত্বং ॥ ৯৩ ॥

তত্র তে ত্রাসাদয়ো ন কদাচিদ্রতিমতাং শ্রীকৃষ্ণাজ্জায়ন্তে। তস্য তচ্ছমক স্বভাবত্বেনৈবানুভূয়মানত্বাৎ। কিন্তু বিরোধ্যাদিভ্যএব তে জায়ন্তে। তেভ্য এব তেষামনুভূয়মানত্বাৎ। ততশ্চ সাক্ষাদিতি যথা হর্ষাদয়ো ভাবাঃ কেবলং শ্রীকৃষ্ণং বিভাবীকৃত্য জায়ন্তে তথা ত্রাসাদয়ো ন। কিন্তু বিরোধ্যাদিসম্বলিত মিতি কেবলায়া রতে র্ন সম্বন্ধঃ। কিন্তু বিরোধ্যাদিগত তত্তদ্ভাবস্যা পীতি-পরম্পরয়া তত্তৎসম্বলনয়া রতেঃ সম্বন্ধঃ স্যাদিত্যর্থঃ। কিন্তু ত্রাসাদয়ো

প্রলয়ের প্রতি প্রহারের বিভাবত্ব এবং উগ্রের প্রতি ঐ প্রহারেরই অনুভাবতা। এই রূপ অন্যান্য ভাবকেও জানিতে হইবে ॥ ৯২ ॥

ত্রাস, নিদ্রা, শ্রম, আলস্য, মধুপানজন্য মত্ততা ও অজ্ঞানতা প্রভৃতি সঞ্চারি ভাবের কোন স্থানে রতি অনুভাবতা অর্থাৎ রতির কার্য্য হইবে। ৯৩ ॥

ঐ ত্রাসাদি ছয়টীর সহিত রতির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই

স্যাৎ পরম্পরয়া কিন্তু লীলানুগুণতাকৃতে ॥ ৯৪ ॥
বিতর্কমতিনির্ব্বেদধৃতীনাং স্মৃতিহর্ষয়োঃ।
বোধভিদ্দৈন্যসুপ্তীনাং কচিদ্রতিবিভাবতা ॥ ৯৫ ॥
পরতন্ত্রাঃ স্বতন্ত্রাশ্চেত্যুক্তাঃ সঞ্চারিণো দ্বিধা ॥
তত্র পরতন্ত্রাঃ ॥
বরাবরতয়া প্রোক্তাঃ পরতন্ত্রা অপি দ্বিধা ॥ ৯৬ ॥
তত্র বরঃ ॥
সাক্ষাদ্ব্যবহিতশ্চেতি বরোপ্যেষ দ্বিধোদিতঃ ॥

ভয়াদীনামপ্যপলক্ষণানি। স্বাপবাধাদি সম্বলনময়া তৈঁহপি স্যুরিতি ॥ ৯৪ ॥
বোধভিৎ অবিদ্যাক্ষেষজো বোধঃ। বিতর্কাদীনাং রতের্বিভাবত্বেতি পরম্পরয়া জ্ঞেয়ং। শ্রীকৃষ্ণানুভবস্যৈব সাক্ষাত্তত্বৎ কারণত্বাৎ ॥ ৯৫ ॥
পরতন্ত্রা মুখ্যগৌণরতিবশাঃ স্বতন্ত্রা তদ্বিপরীতা ইতি জ্ঞেয়ং ॥ ৯৬ ॥
অত্র বর ইতি জাত্যৈকত্বং। তস্য চ লক্ষণং রসদ্বয়স্য যোঽঙ্গত্বং প্রাপ্নোতি

কিন্তু পরম্পরায় লীলার অনুগামী হইবে ॥ ৯৪ ॥

বিতর্ক, মতি, নির্ব্বেদ, ধৃতি, স্মৃতি, হর্ষ, অজ্ঞানতা, দীনত্ব ও সুষুপ্তি ইত্যাদি ভাব সকলের কোন স্থানে রতি বিভাবত্ব হইয়া থাকে ॥ ৯৫ ॥

সঞ্চারি-ভাব দুই প্রকার হয়, পরতন্ত্র এবং স্বতন্ত্র ॥

তন্মধ্যে পরতন্ত্র যথা ॥

বর ও অবর ভেদে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠ ভেদে পরতন্ত্র ভাবও দুই প্রকার হয় ॥ ৯৫ ॥

তন্মধ্যে বর পরতন্ত্র যথা ॥

সাক্ষাৎ এবং ব্যবধান ভেদে বরপরতন্ত্রও দুইরূপে কথিত হয় ॥

তত্র সাক্ষাৎ ॥

মুখ্যামেব রতিং পুষ্ণন্ সাক্ষাদিত্যভিধীয়তে ॥ ৯৭ ॥

যথা ॥

তনূরুহালী চ তনুশ্চ নৃত্যং
তনোতি মে নাম নিশম্য যস্য।
অপশ্যতো মাথুরমণ্ডলং ত—
দ্ব্যর্থেন কিং হন্ত দৃশো র্দ্বয়েন ॥

সাক্ষাদেষ নির্ব্বেদঃ।

স রবোমত ইতি জ্ঞেয়ং। বক্ষ্যমাণাহববলক্ষণানুসারেণ ॥ ৯৭ ॥

তনূরুহালীচেতি। মাথুরমণ্ডলদিদৃক্ষা চেয়ং শ্রীভগবদ্রতিমষ্যেব। তস্মাৎ সাক্ষাদ্রতিমেব পুষ্ণাতীতি ভাবঃ ॥ ৯৮ ॥

তন্মধ্যে সাক্ষাৎ যথা ॥

যে ভাব মুখ্যরতিকে পুষ্ট করে তাহাকে সাক্ষাৎ বলা যায় ॥ ৯৭ ॥

যথা ॥

হায়! যাহার নাম শ্রবণ মাত্রেই আমার লোমাবলী ও তনু নৃত্য বিস্তার করিতেছে সেই মথুরা মণ্ডলকে যে চক্ষু অবলোকন করিল না, তাহাতে প্রয়োজন কি? ॥

উক্ত পদ্যে মথুরামণ্ডল দর্শনেচ্ছা ভগবৎ রতি স্বরূপা এ কারণ সাক্ষাৎ রতিকে পুষ্ট করিল ॥

এ স্থলে নির্ব্বেদ সাক্ষাৎ ভাব ॥

অথ ব্যবহিতঃ ॥

পুষ্ণাতি যো রতিং গৌণীং সতু ব্যবহিতো মতঃ ॥

যথা ॥

ধিগস্তু মে ভুজদ্বন্দ্বং ভীমস্য পরিঘোপমং।
মাধবাক্ষেপিণং দুষ্টং যৎ পিনষ্টি ন চেদিপং ॥ ৯৮ ॥

নির্ব্বেদঃ ক্রোধবশ্যত্বাদয়ং ব্যবহিতো রতেঃ।

অথাবরঃ।

নির্ব্বেদ ইতি ক্রোধোহত্র ক্রোধরতিঃ সচ রৌদ্ররসস্য গৌণস্য স্থায়ি ইতি গৌণী পোষণং। জিষ্ণুরত্রার্জ্জুনঃ ॥ ৯৯ ॥

অথ ব্যবহিত অর্থাৎ ব্যবধান ॥

যে ভাব গৌণী রতিকে পুষ্ট করে তাহাকে ব্যবহিত বলিয়া জানিতে হইবেক ॥

যথা ॥

আমি ভীম, আমার বাহুদ্বয় পরিঘ সদৃশ, ইহারা যখন কৃষ্ণদ্বেষাকারি দুষ্ট শিশুপালকে পেষণ করিতে সমর্থ হইল না তখন এ ভুজদ্বয়কে ধিক্ ॥ ৯৮ ॥

এ স্থলে ক্রোধের বশীভূত প্রযুক্ত এই নির্ব্বেদকে রতির ব্যবহিত জানিতে হইবে। উক্ত পদ্যে ক্রোধকেই ক্রোধ রতি বলা যায়, ক্রোধরতি গৌণ রৌদ্র রসের স্থায়িভাব, ইহা গৌণী রতিকে পোষণ করিল ॥

অথ অবর ॥

রসদ্বয়স্যাপ্যঙ্গত্বমগচ্ছন্নবরো মতঃ ॥
যথা ॥
লেলিহ্যমানং বদনৈর্জ্জলদ্ভি—
র্জগন্তি দংষ্ট্রা স্ফুটদুত্তমাঙ্গৈঃ।
অবেক্ষ্য কৃষ্ণং ধৃতবিশ্বরূপং
ন স্বং বিশুষ্যন্ স্মরতি স্ম জিষ্ণুঃ ॥ ৯৯ ॥
ঘোরক্রিয়াদ্যনুভাবাদাচ্ছাদ্য সহজাং রতিং।

ঘোরেতি। ততঃ স্বাপরিচিততদীযঘোবরূপাৎ সর্ব্বভক্ষণাশঙ্কামযং ভযমেব কেবলং নতু ভয়রতিঃ। রূপং মহত্তে বহু বক্ত্রনেত্রমিত্যাবভ্য দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহমিতি তদ্বাক্যাদ্রতেবত্যস্তাস্ফূর্ত্তেঃ। স্থানে হৃষী কেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুবজ্যতে চেত্যাদিকং ত্ববস্থাভেদাঃ।

যে ভাব দুইটী রসের অঙ্গত্ব প্রাপ্ত হয না, তাহাকে অবর বলা যায় ॥

যথা ॥

যাহাতে সুস্পষ্ট রূপে দন্ত সকল গর্জন করিতেছে এমত বদন সমুহ দ্বারা জগদাস্বাদনকারি জাজ্জ্বল্যমান ধৃত বিশ্বরূপ কৃষ্ণকে সন্দর্শন করিয়া অর্জ্জুনের বদন শুষ্ক হইয়া গেল এবং তৎ কালীন তিনি আপনাকেও জানিতে পারেন নাই অর্থাৎ ভয়ে আত্ম বিস্মৃত হইয়াছিলেন ॥ ৯৯ ॥
ভয়ানককার্য্যাদির অনুভব হেতু সহজ রতিকে আবৃত করিয়া যে দুর্ব্বার ভীতির আবির্ভাব হয, তাহার নাম ভয়া-

দুর্ব্বারাবিরভূদ্ভীতি র্মোহোঽয়ং ভীবশস্ততঃ॥ ১০০ ॥

অথ স্বতন্ত্রাঃ॥

সদৈব পারতন্ত্র্যেঽপি ক্বচিদেষাং স্বতন্ত্রতা।
ভূপাল-সেবকস্যেব প্রবৃত্তস্য করগ্রহে।
ভাবজ্ঞৈরতিশূন্যশ্চ রত্যনুস্পর্শনস্তথা।
রতিগন্ধিশ্চ তে ত্রেধা স্বতন্ত্রাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

অতো গৌণরতেরপি নাঙ্গত্বং॥ ১০০ ॥

অথ স্বতন্ত্রা ইতি এষু স্বতন্ত্রেষু প্রথমস্য রতিশূন্যস্য স্বাতন্ত্র্যং ব্যক্তমেব অন্যদ্বয়স্যাপি তদেবাভিদয়তি সদৈবেতি। এষাং মধ্যে ক্বচিৎ কয়োশ্চিদিতি রত্যনুস্পর্শনরতিগন্ধ্যোঃ সদৈব পারতন্ত্র্যেঽপীত্যর্থঃ। করগ্রহে রাজ্ঞোঽংশ-গ্রহণে বিবাহে বা। অন্যয়া ত্রিকতাং প্রাপ্তাদ্রাজ্ঞোঽপি তস্মিন্ জামাতরি আধিক্যং দৃশ্যত ইতি॥ ১০১ ॥

ধীন মোহ॥ ১০০ ॥

অথ স্বতন্ত্র॥

পূর্ব্বোক্তভাব সকলের সর্ব্বদা পরাধীনত্ব অর্থাৎ অন্য ভাবের অপেক্ষিত হইলেও কোন কোন সময়ে ইহাদের স্বত-ন্ত্রতা হইয়া থাকে, যেমন রাজকর্ম্মচারিগণ তত পরাধীন হইলেও কখন কখন রাজস্ব গ্রহণ বা বিবাহাদি কালে স্বাধীন হয় তদ্রূপ॥

ভাবজ্ঞ সকল রতিশূন্য, রত্যনুস্পর্শ, এবং রতিগন্ধি এই ভেদে স্বতন্ত্রকে ত্রিবিধ রূপে কীর্ত্তন করেন॥

তত্র রতিশূন্যঃ ॥

জনেষু রতিশূন্যেষু রতিশূন্যো ভবেদসৌ ॥

তথা শ্রীদশমে ॥

ধিগ্‌জন্মনস্ত্রিবৃদযত্তদ্ধিগ্‌ব্রতং ধিগ্‌বহুজ্ঞতাং।
ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে ॥১০॥

অত্র স্বতন্ত্রো নির্ব্বেদঃ।

রত্যনুস্পর্শনঃ ॥

যঃ স্বতো রতিগন্ধেন বিহীনোপি প্রসঙ্গতঃ।

সদৈব পারতন্ত্র্যোঽপীতি পূর্ব্বমুক্তং উত্তরন্তু যঃ স্বতো রতিগন্ধেনেতি।

তন্মধ্যে রতিশূন্য যথা ॥

রতিশূন্যজনসকলে রতিশূন্যভাব হইয়া থাকে ॥

যথা শ্রীদশমে ২৩ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে ॥

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা কহিলেন শুক্র, সাবিত্রী এবং দীক্ষা এই তিন প্রকার আমাদের যে জন্ম হইয়াছে, সেই ত্রিবিধ জন্মকে ধিক্, আমাদের ব্রহ্মচর্য্যকেও ধিক্, বহুজ্ঞতাকেও ধিক্, কুলকেও ধিক্, কর্ম্মদক্ষতাকেও ধিক্, কারণ আমরা অধোক্ষজ ভগবানে বিমুখ। এক্ষণে নিশ্চয় বোধ হইতেছে ভগবতী মায়া যোগিদিগেরও মোহজনিকা, যে হেতু আমরা ব্রাহ্মণ, সকল বর্ণের গুরু, আমরাও আপন বিষয়ে মুগ্ধ হইলাম ॥ ১০১ ॥

এস্থলে নির্ব্বেদকে স্বতন্ত্র বলিতে হইবে ॥

রত্যনুস্পর্শন যথা ॥

যেস্বয়ং রতিগন্ধশূন্য হইয়া প্রসঙ্গাধীন পশ্চাৎ রতিকে

পশ্চাদ্রতিং স্পৃশেদেষ রত্যনুস্পর্শনো মতঃ ॥

যথা ॥

গরিষ্ঠারিষ্টটঙ্কারৈর্বিধুরা বধিরায়িতা ।

হা কৃষ্ণ পাহি পাহীতি চুক্রোশাভীরবালিকা ॥ ১০২ ॥

অত্র ত্রাসঃ ॥

রতিগন্ধিঃ ॥

যঃ স্বাতন্ত্র্যেঽপি তদ্গন্ধং রতিগন্ধি র্ব্যনক্তি সঃ ॥

তদেবং পরস্পরবিরোধপরিহারমুদাহরণেন দর্শয়তি গরিষ্ঠেতি । তত্র আভীর-বালিকাত্বাত্তস্যাঃ সর্ব্বদৈব তদ্রতিপরতন্ত্রভাবত্বং বর্ত্তত এব । সংপ্রত্যকস্মাদ্ভয়ানকদর্শনেন স্বতন্ত্র এব ত্রাসো জাত ইতি ভাবঃ । যাজ্ঞিকেষু রতিচ্ছায়ৈব নতু রতিরিতি রতিশূন্যত্বং জ্ঞেয়ং ॥ ১০২ ॥

যঃ স্বাতন্ত্র্যেঽপি রতিগন্ধঃ তল্লেশং ব্যনক্তি স রতিগন্ধি রিত্যন্বয়ঃ । উদা-

---

স্পর্শ করে তাহাকে রত্যনুস্পর্শ বলা যায় ॥

যথা ॥

ভয়ানক বৃষাসুরের গর্জনে বিকল এবং বধির হইয়া হা কৃষ্ণ রক্ষা কর, রক্ষা কর এই বলিয়া গোপবালিকা চিৎকার করিতে লাগিলেন ॥ ১০২ ॥

এস্থলে ত্রাস প্রকাশ পাইল, এই ত্রাস পশ্চাৎ কৃষ্ণ-রতিকে স্পর্শ করিয়াছে ॥

অথ রতিগন্ধি ॥

যে স্বতন্ত্র হইয়াও রতিগন্ধকে প্রকাশ করে তাহার নাম রতিগন্ধি ॥

যথা ॥

পীতাংশুকং পরিচিনোমি ধৃতং ত্বয়াঙ্গে
সঙ্গোপনায় নহি নপ্তৃ বিধেহি যত্নং।
ইত্যার্য্যয়া নিগদিতা নমিতোত্তমাঙ্গা
রাধাবগুণ্ঠিতমুখী তরসা তদাসীৎ ॥ ১০৩ ॥

তত্র লজ্জা ॥

আভাসঃ পুনরেতেষামস্থানে বৃত্তিতো ভবেৎ।
প্রাতিকূল্যমনৌচিত্যমস্থানত্বং দ্বিধোদিতং ॥ ১০৪ ॥

হরণে চার্য্যায়া স্তস্যা মহারাগেণৈব শ্রীকৃষ্ণবিষয়কনপ্তৃীসমর্পণলালসায়াস্তাদৃশ-ত্বেন নপ্ত্র্যাপি তর্কিতায়াঃ স্বরহস্যে জ্ঞাতেঽপি লজ্জাচ্ছন্নতয়া নপ্ত্র্যা রতে র্গন্ধ-ব্যঞ্জনেতি জ্ঞেয়ং। যথা ধর্ম্মাদে র্লঙ্ঘনে তস্যা মহারাগ এব কারণং তথা আর্য্যায়া অপীতি ॥ ১০৩ ॥

আভাস ইতি তদেবমুক্তস্য তেষামাভাসস্য দ্বিধাত্বং দর্শয়িতুং অস্থানস্য দ্বিধাত্বং য়র্শয়তি প্রতীত্যর্দ্ধেন ॥ ১০৪ ॥

যথা ॥

নপ্তৃ। তুমি যে পীতবসন পরিধান করিয়াছ ইহা আমি চিনিতে পারিয়াছি অতএব আর গোপন বিষয়ে যত্ন করিও না, আর্য্যা এই কথা বলিলে শ্রীরাধা মস্তক অবনত করিয়া সহসা বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা বদন আচ্ছাদন করিলেন ॥ ১০৩ ॥

এ স্থলে লজ্জা পশ্চাৎ কৃষ্ণরতিকে স্পার্শ করিল ॥

উক্ত ভাব সকলের অস্থানে প্রয়োগ হইলে তাহার নাম আভাস। ঐ অস্থান প্রাতিকূল্য ও অনৌচিত্য রূপে দুই প্রকার হয় ॥ ১০৪ ॥

তত্র প্রাতিকূল্যং ॥

বিপক্ষে বৃত্তিরেতেষাং প্রাতিকূল্যমিতীর্য্যতে ॥

যথা ॥

গোপোঽপ্যশিক্ষিতরণোঽপি তমশ্বদৈত্যং
হন্তি স্ম হন্ত মম জীবিতনির্ব্বিশেষং।
ক্রীড়াবিনির্জ্জিতসুরাধিপতেরলং মে
দুর্জ্জীবিতেন হতকংসনরাধিপস্য ॥ ১০৫ ॥

অত্র নির্ব্বেদস্যাভাসঃ ॥

যথা বা ॥

অথাস্থানসম্বন্ধাত্তেষাং দ্বিধাত্বং দর্শয়তি তত্রেত্যাদিনা অত্র গর্ব্বস্য ইত্যন্তেন বিপক্ষে প্রতিকূলে ॥ ১০৫ ॥

তন্মধ্যে প্রাতিকূল্য যথা ॥

উক্ত ভাব সকলের বিপক্ষে বৃত্তি হইলে তাহাকে প্রাতিকূল্য বলে ॥

যথা ॥

আমার প্রাণ সদৃশ অশ্বাকৃতি কেশিদৈত্যকে যখন রণ বিষয়ে অশিক্ষিত গোপে বিনষ্ট করিল, তখন আমি যে ক্রীড়া করিতে ২ দেবরাজকে পরাজয় করিয়াছি, সেই হত কংসরাজের দুর্জীবনে প্রয়োজন কি ? ॥ ১০৫ ॥

এইস্থলে নির্ব্বেদের আভাসমাত্র প্রকাশ হইল ॥

যথাবা ॥

ডুণ্ডুভো জলচরঃ স কালিয়ো
গোষ্ঠভূভৃদপি লোষ্ট্রসোদরঃ।
তত্র কর্ম্ম কিমিবাদ্ভুতং জনে
যেন মূর্খ জগদীশতার্প্যতে ॥ ১০৬ ॥
অত্রাসূয়ায়াঃ ॥
অথানৌচিত্যং ॥
অসত্যত্বমযোগ্যত্বমনৌচিত্যং দ্বিধা ভবেৎ।

ডুণ্ডুভ ইত্যক্রূরং প্রতি কংসস্য বাক্যং ॥ ১০৬ ॥

অনৌচিত্যেনাযোগ্যত্বস্য তাবৎ সমানার্থত্বমেব। বর্ণনায়ামনৌচিত্যত্বে-ঽসত্যত্বমপি তত্র প্রবেশয়িতুং তদেতদ্ভেদদ্বয়ং কৃতমিতি বিবেচনীয়ং। তত্র তির্য্যগাদিষ্বপি গর্ব্বাদীনামসত্যত্বমেব। তথাপি প্রাণিত্বাত্তেষু কস্যাপি সম্ভাবিতা ইব তদ্দুৎকর্ষব্যঞ্জনায় স্যুঃ। হর্ষবিষাদাদয়স্তু ভবন্ত্যেবেত্যত এব ভেদঃ

কংস! অক্রূরকে তিরস্কার করিয়া বলিল, অরে মূর্খ! যে ব্যক্তি একটা জলচর ঢোঁড়া সাপ বিশেষ কালিয় নাগকে দমন এবং লোষ্ট্রখণ্ডের সহোদর তুল্য গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে উত্তোলন করিয়াছে বলিয়া সেই ব্যক্তিতে জগদীশ্বরত্ব অর্পণ করিয়াছিস্, ইহা হইতে আর অদ্ভুত কর্ম্ম কি? ॥ ১০৬ ॥

এস্থলে অসূয়া প্রতিকূল ভাব ॥

অথ অনৌচিত্য ॥

অসত্যতা ও অযোগ্যতারূপে অনৌচিত্য দুই প্রকার হয়, কিন্তু অপ্রাণি দ্রব্যে অসত্যতা ও পশুপক্ষ্যাদিতে অযোগ্যতা

অপ্রাণিনি ভবেদাদ্যং তির্য্যগাদিষু চান্তিমং ॥
তত্র প্রাণিনি যথা ॥
ছায়া ন যস্য সকৃদপ্যুপসেবিতাভূৎ
কৃষ্ণেন হন্ত মম তস্য ধিগস্তু জন্ম।
মা ত্বং কদম্ববিধুরো ভব কালিয়াহিং
মৃদ্নন্ করিষ্যতি হরিশ্চরিতার্থতাং তে ॥
অত্র নির্ব্বেদস্য ॥
তিরশ্চি যথা ॥
অধিরোহতু কঃ পক্ষী
কক্ষামপরো মমাদ্য মেধ্যস্য।
হিত্বাপি তার্ক্ষ্যপক্ষং

ক্রিয়ত ইত্যপি জ্ঞেয়ং ॥ ১০৭ ॥

প্রকাশ পায় ॥

তন্মধ্যে অপ্রাণিতে অনৌচিত্য যথা ॥

যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের ছায়াকে একবারও আশ্রয় করে নাই তাদৃশ আমার জীবনকে ধিক্। হে কদম্ব! তুমি কাতর হইও না শ্রীকৃষ্ণ কালিয়সর্পকে মর্দন করিয়া অচিরে তোমার চরিতার্থতা বিধান করিবেন ॥

পক্ষিবিষয়ক অনৌচিত্য যথা ॥

গরুড় কহিলেন আমি অতিপবিত্র, এমত পক্ষী কে আছে যে, সে আমার সদৃশ হইতে সমর্থ হইবে? কারণ শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াই তাহার পক্ষ ভজনা

ভজতে পঙ্কং হরির্যস্য ॥ ১০৭ ॥

অত্র গর্ব্বস্য ॥

বহমানেষ্বপি সদা জ্ঞান বিজ্ঞানমাধুরীং।

কদম্বাদিষু সামান্যদৃষ্ট্যাভাসত্বমুচ্যতে ॥ ১০৮ ॥

ভাবানাং কচিদুৎপত্তি-সন্ধি-শাবল্য-শান্তয়ঃ।

দশাশ্চতস্র এতাষামুৎপত্তিস্ত্বিহ সম্ভবঃ ॥

যথা ॥

মণ্ডলে কিমপি চণ্ডমরীচে-

বহমানেষ্বিতি। জ্ঞানমত্র তত্তজ্জাতুচিতং। বিজ্ঞানমপি ততঃ কিঞ্চিদেব বিশিষ্টং। মনুষ্যবজ্জ্ঞানে সতি তেভ্যোঽপি রহস্যক্রীড়াদীনাং গোপনে তচ্ছিক্তিঃ স্যাৎ। কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগা ইত্যেকাদশ-পদ্যাদস্বেষ্বপি ভাবঃ শ্রূয়তে সচ সামান্যাকার এব নতু সবিবেক ইতি মন্তব্যং। তদেতদাহ সামানাদৃষ্ট্যেতি। নির্ব্বিবেকেন জ্ঞানেন হেতুনেত্যর্থঃ ॥ ১০৮ ॥

ভাবানামিত্যস্য চতুর্থচরণে উৎপত্তিস্ত্বিহ সম্ভব ইত্যেব পাঠঃ ॥ ১০৯ ॥

করিবেন ॥ ১০৭ ॥

এস্থলে গর্ব্বের অনৌচিত্য প্রকাশ হইল ॥

সর্ব্বদা জ্ঞান ও বিজ্ঞান মাধুরী বহনকারি কদম্বাদি বৃক্ষ বিষয়ক সামান্য দৃষ্টিকে আভাস বলে ॥ ১০৮ ॥

কোন কোন স্থানে ভাব সকলের উৎপত্তি, সন্ধি, শাবল্য ও শান্তিরূপ চারিটী দশা হইয়া থাকে কিন্তু এই সকল দশার উৎপত্তিকে সম্ভব বলে ॥

যথা ॥

সূর্য্যমণ্ডল লোহিত বর্ণ হইলে যশোদা অদূরে বেণুধ্বনি

লোহিতায়তি নিশম্য যশোদা।
বৈণবীং ধ্বনিধুরামবিদূরে
প্রস্রবস্তিমিতকঞ্চুলিকাসীৎ॥
অত্র হর্ষোৎপত্তিঃ॥
যথা বা॥
ত্বয়ি রহসি মিলন্ত্যাং সংভ্রমন্যাসভুগ্না-
প্যুষসি সখি তবালী মেখলা পশ্য ভাতি।
ইতি বিবৃতরহস্যে মাধবে কুঞ্চিতভ্রূ-
র্দৃশমনৃজু কিরন্তী রাধিকা বঃ পুনাতু॥ ১০৯॥
অত্রাসূয়োৎপত্তিঃ॥
অথ সন্ধিঃ॥

শ্রবণ করিয়া স্বেদজলে কঞ্চুলিকা আর্দ্রীভূত করিয়াছিলেন॥

এস্থলে হর্ষের উৎপত্তি হইল॥

যথা বা॥

সখি! তুমি প্রাতঃকালে নির্জনে মিলিত হইলে তোমার প্রিয়সখী মেখলা, বিলাসবিক্ষেপে ভুগ্না হইয়া বিরাজ করিতেছে অবলোকন কর। মাধব এই প্রকারে রহস্য বিস্তার করিলে শ্রীরাধা তাঁহার প্রতি ভ্রূকুটীর সহিত যে বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, ঐ বক্রদৃষ্টিই তোমাদিগকে পবিত্র করুন॥ ১০৯॥

এস্থলে অসূয়ার উৎপত্তি হইল॥

অথ সন্ধি॥

সরূপয়োর্ভিন্নয়োর্ব্বা সন্ধিঃ স্যাদ্ভাবয়োর্যুতিঃ ॥

তত্র সরূপয়োঃ সন্ধিঃ ॥

সন্ধিঃ স্বরূপয়োস্তত্র ভিন্নহেতুত্থয়োর্মতঃ ॥ ১১০ ॥

যথা ॥

রাক্ষসীং নিশি নিশম্য নিশান্তে
গোকুলেশগৃহিণী পতিতাঙ্গীং।
তৎকুচোপরি সুতঞ্চ হসন্তং
হন্ত নিশ্চলতনুঃ ক্ষণমাসীৎ ॥

অত্রানিষ্টেষ্ট-সংবীক্ষা কৃতয়োর্জাড্যয়োর্যুতিঃ ॥

অত্রাস্যোৎপত্তিরিতি পরিহাসেন নিজোৎকর্ষং ব্যঞ্জয়তি। শ্রীকৃষ্ণে স প্রণয় দ্বেষাৎ ॥ ১১০ ॥

রাক্ষসীমিতি পূর্ব্ববং স্বাপ্নিকং চরিতং। হরিবংশানুসৃতত্বা। ১১১ ॥

সমান রূপ অথবা ভিন্নরূপ ভাবদ্বয়ের পরস্পর মিলনের নাম সন্ধি ॥

তন্মধ্যে সমান ভাবদ্বয়ের সন্ধি যথা ॥

ভিন্ন ভিন্ন কারণ জন্যই সমান রূপ ভাবদ্বয়ের মিলনে সন্ধি হয় ॥ ১১০ ॥

যথা ॥

রাত্রিতে রাক্ষসীর অঙ্গ পতিত হইয়াছে এবং তাহার স্তনের উপর পুত্র হাস্য করিতেছে, নিশাবসানে এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রজরাজগৃহিণী যশোদা ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়াছিলেন॥

এই স্থানে অনিষ্ট ও ইষ্ট দর্শনহেতু জড়তাদ্বয়ের মিলন হইল ॥

অথ ভিন্নয়োঃ ॥

ভিন্নয়ো হেঁতুনৈকেন ভিন্নেনাপ্যুপজাতয়োঃ ॥

তত্রৈকহেতুজয়োর্যথা ॥

দুর্ব্বারচাপলয়োঽয়ং ধাবন্নন্তর্বহিশ্চ গোষ্ঠস্থ।

শিশুরকুতশ্চিন্তীতি ধিনোতি হৃদয়ং দুনোতি চ মে॥১১১

তত্র হর্ষশঙ্কয়োঃ।

ভিন্নহেতুজয়ো র্যথা ॥

বিলসন্তমবেক্ষ্য দেবকী স্তুতমুৎফুল্লবিলোচনং পুরঃ।

স্তুতমুৎফুল্লেত্যাদৌ গজদন্তক্ষুরদংসমঙ্গজমিতি বা পাঠঃ। হর্ষঃ খল্বনেন লব্ধবলো ভবতীতি প্রথম পাঠেতু তস্যা ঐশ্বর্যাজ্ঞানস্য হ্রপোদ্বলকমুৎফুল্ল-

---

অথ ভিন্ন ভাবদ্বয়ের সন্ধি ॥

এক কারণ জনিত অথবা ভিন্ন কারণ জনিত ভাবদ্বয়ের পরস্পর মিলনে সন্ধি হয় ॥

তন্মধ্যে এক কারণ জনিত ভাবদ্বয়ের সন্ধি যথা ॥

যশোদা কহিলেন এই শিশুর চপলতা অতিশয় দুর্ব্বার, এ নিরন্তর গোকুলের অন্তর ও বাহ্যে ধাবমান হইতেছে, যাহা হউক ইহার এই নির্ভয় দেখিয়া আমার হৃদয় অতিশয় ব্যথিত ও কম্পিত হইতে লাগিল ॥ ১১১ ॥

এস্থলে হর্ষ ও শঙ্কা এতদুভয়ের সন্ধি ॥

ভিন্ন কারণ জনিত ভাবদ্বয়েরসন্ধি যথা ॥

দেবকী দেবী প্রফুল্ললোচনক্রীড়াপর সন্তানকে তথা বলিষ্ঠ মল্লমণ্ডলীকে অগ্রে অবলোকন করিয়া চক্ষুর্দ্বয়ে

প্রবলামপি মল্লমণ্ডলীং হিমমুষ্ণঞ্চ জলং দৃশোর্দধে॥

অত্র হর্ষবিষাদয়োঃ সন্ধিঃ॥

একেন জায়মানানামনেকেনচ হেতুনা।

বহূনামপি ভাবানাং সন্ধিঃ স্ফুটমবেক্ষ্যতে॥ ১১২॥

তত্রৈকহেতুজানাং যথা॥

নিরুদ্ধা কালিন্দীতটভুবি মুকুন্দেন বলিনা

হঠাদন্তঃস্মেরাং তরলতরতারোজ্জ্বলকলাং।

অভিব্যক্তাবজ্ঞামরুণকুটিলাপাঙ্গসুষমাং

দৃশং নশ্যন্ত্যস্মিন্ জয়তি বৃষভানোঃ কুলমণিঃ॥ ১১৩॥

অত্র হর্ষৌৎসুক্য গর্ব্বামর্ষাসূয়ানাং সন্ধিঃ।

বিলোচনদ্বং হর্ষায় স্যাদিতি সমাধেয়ং॥ ১১২॥

তরলেত্যাদিনৌৎসুক্যস্য ব্যক্তিঃ। কুটিলেত্যনেনাসূয়ায়াঃ॥ ১১৩॥

শীতল এবং উষ্ণ জল ধারণ করিলেন॥

এ স্থলে হর্ষ এবং বিষাদের সন্ধি হইল॥

এক কারণে অথবা বহু কারণে সম্ভূত বহু ভাবের সন্ধি স্পষ্টই অবলোকিত হইয়া থাকে॥ ১১২॥

তন্মধ্যেএক কারণ জনিত বহু ভাবের সন্ধিযথা॥

যিনি কালিন্দীতটবর্ত্তি বনভূমিতে বলিষ্ঠ মুকুন্দকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হওয়াতে ঐ মুকুন্দের প্রতি অন্তরে ঈষৎ হাস্য এবং বাহ্যে চঞ্চল অথচ উজ্জ্বল তারা দ্বারা স্পষ্টরূপে অবজ্ঞা বিস্তার কারি অরুণবর্ণ কুটিল অপাঙ্গ শোভায় সুশোভিত নয়ন নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই বৃষভানুকুলমণি শ্রীরাধা জয়যুক্ত হউন॥ ১১৩॥

এ স্থলে হর্ষ, ঔৎসুক্য, গর্ব্ব, ক্রোধ এবং অসূয়া এই

অনেকহেতুজানাং সন্ধিঃ ॥
পরিহিতহরিহারা বীক্ষ্য রাধা সবিত্রীং
নিকটভুবি তথাগ্রে তর্কভাক্ স্মেরপদ্মাং।
হরিমপি দরদূরে স্বামিনং তত্র চাসী-
ন্মহসি বিনতবক্ত্রা প্রস্ফুরন্ ম্লানবক্ত্রা ॥ ১১৪ ॥
অত্র লজ্জা-মর্ষ-হর্ষ-বিষাদানাং সন্ধিঃ ॥
অথ শাবল্যং ॥

পরিহিতহরিহারেতি চ চরিতং কদাচিৎ শ্রীব্রজেশ্বরগৃহে মহোৎসবে সংভাব্যং। যদ্যপি হারস্তদানীং তস্যা বস্ত্রৈঃ সুসবৃত এব তথাপি তস্যাঃ স্বতএব সঙ্কোচাত্তথা ভাবিতমিতি লভ্যতে। পরিহিতো ধৃতো হরিহারো যয়া সা। দ্বিতীয়াস্তপাঠস্তু ত্যক্তঃ। হৃদিধৃতেত্যাদৌ পরিচিতেত্যাদি পাঠান্তরং ত্যক্তং লজ্জামর্ষেত্যাদৌ লজ্জাসূয়েত্যাদিকঞ্চ ॥ ১১৪ ॥

সকলের সন্ধি হইল ॥

অনেক কারণজনিত ভাবসকলের সন্ধি যথা ॥

কোন এক সময়ে ব্রজরাজগৃহে মহোৎসব উপস্থিত হইলে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের পরিহিত হার কণ্ঠদেশে ধারণ করায় ঐ হার হৃদয়পর্য্যন্ত লম্বিত হইয়াছিল, তদ্দর্শনে সমীপস্থ ভূমির সম্মুখবর্ত্তিনী জননীকে হাস্যবদনা দেখিয়া শ্রীরাধা তর্ক করিতেছিলেন, এমন সময়ে অদূরে শ্রীকৃষ্ণ এবং ঐ মহোৎসবে সমাগত স্বীয় স্বামি অভিমন্যুকে অবলোকন করিয়া সহসা বিনত ও ম্লানবদনে স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিলেন ॥ ১১৪ ॥
এ স্থলে লজ্জা, ক্রোধ, হর্ষ ও বিষাদের একত্র মিলন হইল ॥

অথ শাবল্য ॥

শবলত্বং তু ভাবানাং সংমর্দ্দঃ স্যাৎ পরস্পরং।

যথা ॥

শক্তঃ কিং নাম কর্ত্তুং সশিশুরহহ মে মিত্রপক্ষানধাক্ষী-
দাতিষ্ঠেয়ং তমেব দ্রুতমথ শরণং কুর্য্যুরেতন্ন বীরাঃ।
আঃ দিব্যা মল্লগোষ্ঠী বিহরতি সকরেণোদ্ধধারাদ্রিবর্য্যং
কুর্য্যামদ্যেব গত্বা ব্রজভুবি কদনং হা ততঃ কম্পতে ধীঃ॥
অত্র গর্ব্ববিষাদদৈন্যমতি-
স্মৃতি-শঙ্কা-মর্ষ-ত্রাসানাং শাবল্যং ॥

পূর্ব্বপূর্ব্বস্য ভাবস্য কিঞ্চিদবশেষাৎ শবলত্বং ॥ ১১৫ ॥

ভাব সকলের পরস্পর সম্মর্দ্দের নাম শাবল্য ॥

কংস কহিল সে বালকটা কি করিতে পারে, তাহার ত কিছুই শক্তি নাই, পরক্ষণে জানিল যে, সে আমার সমুদায় মিত্র পক্ষকে সংহার করিয়াছে, তবে কি করি, শীঘ্র গিয়া তাহার শরণাগত হই, কোন বীর এ প্রকার কার্য্য করিতে সমর্থ হয় নাই, পরে স্মরণ করিল, আমার ত বলিষ্ঠ বলিষ্ঠ মল্লগণ বিহার করিতেছে ভয় কি? পরে জানিতে পারিল সে তও সামান্য বলবান্ নয়, হস্তদ্বারা গোবর্দ্ধন উত্তোলন করিয়াছিল, তবে কি করি, আমি এখনি বৃন্দাবনে গিয়া পীড়া দিতে প্রবৃত্ত হই, হায়! তাহাই বা কি রূপে করিব, তাহার ভয়ে যে আমার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল ॥

এই উদাহরণে গর্ব্ব, বিষাদ, দৈন্য, মতি, স্মৃতি, শঙ্কা, ক্রোধ ও ত্রাস এই আট্টী ভাবের পরস্পর সম্মর্দ্দ হইল ॥

যথাবা ॥

ধিক্ দীর্ঘে নয়নে মমাস্ত মথুরা যাভ্যাং ন সা প্রেক্ষ্যতে
বিদ্যেয়ং মম কিঙ্করীকৃতনৃপা কালস্তু সর্ব্বঙ্কষঃ।
লক্ষ্মীকেলিগৃহং গৃহং মম হহা নিত্যং তনুঃ ক্ষীয়তে
সদ্মন্যেব হরিং ভজেয় হৃদয়ং বৃন্দাটবী কর্ষতি ॥
অত্র নির্ব্বেদ গর্ব্ব-শঙ্কা-ধৃতি-বিষাদ-মত্যৌৎসুক্যানাং
শাবল্যং ॥

যথাবা ॥

কোন গৃহী ব্যক্তি কহিল হায়! আমার এই সুদীর্ঘ লোচনদ্বয় মথুরা সন্দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছে না, অতএব ইহাদিগকে ধিক্, আমার বিদ্যাও সামান্য নয়, এই বিদ্যা দ্বারা নৃপতি কিঙ্করসদৃশ হইয়া রহিয়াছেন, কালকেও দুর্ব্বল দেখিতেছি না, সে সকলকেই আকর্ষণ করিবে এবং আমার গৃহকেও লক্ষ্মীর ক্রীড়াভবন দেখিতেছি, অর্থাৎ সর্ব্বদাই গৃহে লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন, হা কষ্ট! এ সম্পত্তিই বা কে ভোগ করিবে, তনু যে দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল, তবে এখন কি করি, গৃহে বসিয়াই হরি ভজন করি, হায়! তাহাও যে করিতে পারিতেছি না, বৃন্দাবন আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিতে লাগিল ॥

এই উদাহরণে নির্ব্বেদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ধৈর্য্য, বিষাদ, মতি এবং ঔৎসুক্য এই সাত ভাবের সম্মর্দ্দ হইল ॥

অথ শান্তিঃ ॥

অত্যারূঢ়স্য ভাবস্য বিলয়ঃ শান্তিরুচ্যতে ॥ ১১৫ ॥

বিধুরিত বদনা বিদূনভাস-

স্তমঘহরং গহনে গবেষয়ন্তঃ।

মৃদুকল-মুরলীং নিশম্য শৈলে

ব্রজশিশবঃ পুলকোর্দ্ধলা বভূবুঃ ॥

অত্র বিষাদশান্তিঃ।

শব্দার্থরসবৈচিত্রী বাচি কাচন নাস্তি মে।

যথাকথঞ্চিদেবোক্তং ভাবোদাহরণং পরং ॥ ১১৬ ॥

গবেষয়ন্তো মৃগয়ন্তঃ। মৃদুকলেত্যাদিরেব পাঠ ইষ্টঃ ॥ ১১৬ ॥

অথ শান্তি ॥

যে ভাব অতিশয় উৎকট হয়, তাহার বিনাশের নাম শান্তি ॥ ১১৫ ॥

যথা ॥

ব্রজশিশুগণ শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে ম্লানবদন এবং বিবর্ণ হইয়া বনমধ্যে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে পর্ব্বতে মৃদুমধুর মুরলীরব শ্রবণ করিয়াই তাঁহাদের অঙ্গ-সমুদায় পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ॥

এই উদাহরণে বিষাদের শান্তি হইল ॥

যদিচ আমার বাক্যে শব্দ, অর্থ ও রসের বিচিত্রতা নাই, তথাপি কেবল এই সকল ভাবের উদাহরণ নিমিত্ত কথঞ্চিৎ উদাহরণ করিলাম ॥ ১১৬ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশদিমেঽষ্টৌ চ বক্ষ্যন্তে স্থায়িনশ্চ যে।
মুখ্যা ভাবাভিধাস্ত্বেকচত্বারিংশদমী স্মৃতাঃ।
শরীরেন্দ্রিয়বর্গস্য বিকারাণাং বিধায়িকাঃ।
ভাবাবির্ভাবজনিতাশ্চিত্তবৃত্তয় ঈরিতাঃ।
ক্বচিৎ স্বাভাবিকো ভাবঃ কশ্চিদাগন্তুকঃ ক্বচিৎ।
যস্তু স্বাভাবিকো ভাবঃ স ব্যাপ্যান্তর্বহিঃ স্থিতঃ ॥ ১১৭ ॥
মঞ্জিষ্ঠাদ্যে যথাদ্রব্যে রাগস্তন্ময় ঈক্ষ্যতে।

অষ্টৌ হাসাদয়ঃ। সপ্ত সামান্যভক্তিরূপত্বেক, ইতি মুখ্যপদেন সাত্বিকা ব্যাবর্ত্তিতাঃ ॥ ১১৭ ॥

তন্ময় ইতি অবয়বার্থে ময়ট্। নামমাত্রেণেতি যথা কথঞ্চিৎ সম্বন্ধমাত্রেণেত্যর্থঃ ॥ ১১৮ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশৎ ব্যভিচারী ভাব এবং হাস্য প্রভৃতি সাতটী ও একটী মুখ্য যাহা স্থায়িভাবে বর্ণিত হইবে, এই সমুদায়ে একচত্বারিংশৎ ভাব হইয়া থাকে। এই সকলকে মুখ্য ভাব বলা যায়, ইহারা শরীর এবং ইন্দ্রিয়বর্গের বিকার বিধান করে এবং ভাবের আবির্ভাব হইতে জন্মায় বলিয়া চিত্তের বৃত্তিরূপে কথিত হয়। কোন ভাব কোন স্থানে স্বাভাবিক এবং কোনভাব কোন স্থানে আগন্তুক হয়। তন্মধ্যে যে স্বাভাবিক ভাব সে অন্তর এবং বাহ্য ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে ॥ ১১৭ ॥

যেমন মঞ্জিষ্ঠাদি দ্রব্যে তন্ময়বর্ণ সহজেই চক্ষুতে লক্ষিত হয়, সেইরূপ এস্থানে নাম মাত্রেই বিভাবের বিভাবতা উপ-

অত্র স্যান্নাম মাত্রেণ বিভাবস্য বিভাবতা।
এতেন সহজেনৈব ভাবেনানুগতা রতিঃ।
এক রূপাপি বা ভক্তে র্বিবিধা প্রতিভাত্যসৌ ॥ ১১৮ ॥
আগন্তুকস্তু যো ভাবঃ পটাদৌ রক্তিমেব সঃ।
তৈস্তৈ র্বিভাবৈরেবায়ং ধীয়তে দীপ্যতেঽপিচ।
বিভাবনাদিবৈশিষ্ট্যাদ্ভক্তানাং ভেদতস্তথা।
প্রায়েণ সর্ব্বভাবানাং বৈশিষ্ট্যমুপজায়তে ॥ ১১৯ ॥
বিবিধানাস্তু ভক্তানাং বৈশিষ্ট্যাদ্বিবিধং মনঃ।
মনোঽনুসারাদ্ভাবানাং তারতম্যং কিলোদয়ে ॥ ১২০ ॥

ধীয়তে স্থাপ্যতে ॥ ১১৯ ॥

বিবিধানাং শান্তাদীনাং সমস্তানামেব ভক্তানাং মনো বিবিধং ভবতি তত্র হেতুঃ বৈশিষ্ট্যাৎ গরিষ্ঠত্বাদিবৈবিধ্যাৎ ॥ ১২০ ॥

লব্ধি হয়। রতি একরূপা হইলেও ভক্তভেদে বিবিধ প্রকারে প্রতিভাত হয় ॥ ১১৮ ॥

যে রূপ বস্ত্রাদিতে রক্তবর্ণ যোগ করিলে সেই বস্ত্র রক্তবর্ণ দেখায়, আগন্তুক ভাবও সেই প্রকার, পূর্ব্বোক্ত বিভাবাদি দ্বারা অর্পিত ও উদ্দীপিত হয় ॥

বিভাবাদির বৈশিষ্ট্য এবং ভক্তের ভাব বশতঃ প্রায় সকল ভাবের বিশিষ্টতা উৎপন্ন হয় ॥ ১১৯ ॥

শান্ত দাস্য প্রভৃতি বিবিধ ভক্তের বিশিষ্টতা হেতু তাঁহাদের মনও বিবিধ প্রকার এবং মন অনুসারে ভাব সকলের উদয় বিষয়ে তারতম্য হইয়া থাকে ॥ ১২০ ॥

চিত্তে গরিষ্ঠে গম্ভীরে মহিষ্ঠে কর্কশাদিকে।
সম্যগুন্মীলিতাশ্চামী ন লক্ষ্যন্তে স্ফুটং জনৈঃ।
চিত্তে লঘিষ্ঠে চোত্তানে ক্ষোদিষ্ঠে কোমলাদিকে।
মনাগুন্মীলিতাশ্চামী লক্ষ্যন্তে বহিরুল্বণাঃ॥ ১২১॥
গরিষ্ঠং স্বর্ণপিণ্ডাভং লঘিষ্ঠং তূলপিণ্ডবৎ।
চিত্তযুগ্মেঽত্র বিজ্ঞেয়া ভাবস্য পবনোপমা।
গম্ভীরং সিন্ধুবচ্চিত্তমুত্তানং পল্বলাদিবৎ।
চিত্তদ্বয়েঽত্র ভাবস্য মহাদ্রিশিখরোপমা।

তদেবাহ চিত্তে গরিষ্ঠে ইত্যাদিনা। অমী ভাবাঃ॥ ১২১॥

ভাবস্য পবনোপমেতি। পবনেঽধিকরণে সাদৃশ্যমিত্যর্থঃ। কিন্তু দীপেনেত্তেন বোপমেতি বক্ষ্যমাণরীত্যা তৃতীয়ান্তেনৈব পবনেন সমাসো নতু সপ্তম্যন্তেনেতি গ্রন্থকৃতামভিপ্রায়ো লক্ষ্যতে। তৃতীয়া চ ন সহার্থযোগে গন্তব্যা পুত্রেণাগত

চিত্ত গরিষ্ঠ অথবা গম্ভীর কিম্বা মহৎ বা কর্কশ হইলে ঐ সকল ভাব সম্যক্‌রূপে উন্মীলিত হইয়া থাকে, কিন্তু লোকে ঐ সকল ভাব জানিতে পারে না। অপর চিত্ত লঘু অথবা তরল কিম্বা ক্ষুদ্র বা কোমল হইলে ঐ সকল ভাব অল্প উন্মীলিত হয় এবং লোকে তাহা স্পষ্টরূপে জানিতে পারে॥১২১

গরিষ্ঠ মন স্বর্ণপিণ্ডের মত, এবং লঘিষ্ঠ মন তূলরাশির ন্যায়, কিন্তু ঐ চিত্তদ্বয়ে ভাবের পবনের তুল্যতা জানিতে হইবে, অর্থাৎ গুরু চিত্তকে চঞ্চল করিতে পারে না, কিন্তু লঘু চিত্তকে চঞ্চল করে। অপর গম্ভীর চিত্ত সমুদ্রের তুল্য এবং তরল চিত্ত পল্বলাদির মত, এই দুই প্রকার চিত্তে

পত্তনাভং মহিষ্ঠং স্যাৎ ক্ষোদিষ্ঠন্তু কুটীরবৎ।
চিত্তযুগ্মেঽত্র ভাবস্য দীপেনেভেন বোপমা।
কর্ক্কশং ত্রিবিধং প্রোক্তং বজ্রং স্বর্ণং তথা জতু।
চিত্তত্রয়েঽত্র ভাবস্য জ্ঞেয়া বৈশ্বানরোপমা ॥ ১২২ ॥
অত্যন্তকঠিনং বজ্রমকুতশ্চন মার্দ্দবং।
ঈদৃশং তাপসাদীনাং চিত্তং তাবদবেক্ষ্যতে।

ইতিবৎ সমাসো ন স্যাৎ। তুল্যার্থৈরতুলোপমাভ্যাং তৃতীয়ান্যতরস্যামিত্যত্রতু সদৃশ বচনাভ্যামপি তুলোপমা শব্দাভ্যাং প্রত্যুদাহৃতং ভাষাবৃত্তৌ। উপমা স্ত্রীমুখস্যেন্দুশ্চন্দ্রস্ত স্ত্রীমুখং তুলেতি তুল্যার্থৈরিত্যুক্তেঃ সদৃশবচনাভ্যাস্ত তাভ্যাং তৃতীয়া ন প্রাপ্নোত্যেব। তস্মাৎ কাংস্যপাত্র্যা ভুঙ্‌ক্তে ইতিবদধিকরণ এব করণমত্র বিবক্ষিতং ততঃ কর্ত্তৃকরণে চ কৃতা বহুলমিতি সমাসশ্চ সম্মতঃ ইতি পরত্রাপি জ্ঞেয়ঃ ॥ ২১২ ॥

তাপসাদীনাং কনিষ্ঠশান্তভক্তাদীনামিত্যর্থঃ ॥ ১২৩ ॥

মহাপর্ব্বতের শৃঙ্গের ন্যায় ভাবের উপমা অর্থাৎ বৃহৎ পর্ব্বতের শৃঙ্গ সমুদ্রে নিমগ্ন হইতে পারে কিন্তু পল্ললে অর্থাৎ গর্ত্তের জলে নিমগ্ন হয় না। মহিষ্ঠ চিত্ত নগরের তুল্য এবং ক্ষুদ্র চিত্ত কুটির সদৃশ। এই চিত্তে প্রদীপ অথবা হস্তীর ন্যায় ভাবের উপমা, অর্থাৎ নগরে হস্তী বা প্রদীপ থাকিলে কেহ তাহা লক্ষ্য করিতে পারে না, কিন্তু কুটীরে তাহা অনায়াসেই লক্ষ্য হয়। কর্কশ তিনি প্রকার, বজ্র, স্বর্ণ ও জতু (লাক্ষা) এই তিন প্রকার কর্ক্কশ চিত্তে ভাব অগ্নি সদৃশ ॥ ১২২ ॥

বজ্র নিতান্ত কঠিন, কখন তাহা মৃদু হয় না, তাপস দিগের চিত্তও এই রূপ কঠিন কোমল হয় না। স্বর্ণ অগ্নির অতিশয় উত্তাপে দ্রবীভূত হয়, স্বর্ণ তুল্য চিত্ত গুরুতর ভাবে

স্বর্ণং দ্রবতি ভাবাগ্নে স্তাপেনাতিগরীয়সা।
জতু দ্রবত্বমায়াতি তাপলেশেন সর্ব্বতঃ॥ ১২৩॥
কোমলঞ্চ ত্রিধৈবোক্তং মদনং নবনীতকং।
অমৃতঞ্চেতি ভাবোঽত্র প্রায়ঃ সূর্য্যাতপায়তে।

মদনঃ মধূচ্ছিষ্টং তত্র গরিষ্ঠত্বাদিত্রিকেণ সহ লঘিষ্ঠত্বাদিত্রিকং ব্যভিচারি মাত্রেণাবিক্ষেপবিক্ষেপয়োর্হেতুত্বায় নিরূপিতং কর্কশত্বকোমলত্বদ্বিতয়ন্তু মুখ্য স্থায়িভাবেনাদ্রবদ্রবয়ো র্হেতুত্বায় নিরূপিতে তত্র চ গরিষ্ঠত্বং অল্পার্থ স্পর্শিত্বেঽপি তস্মিন্নিবিড়তয়া যৎ কিঞ্চিদর্থেনাচাল্য স্বভাবত্বং লঘিষ্ঠত্বং কিঞ্চিদ্বহ্বর্থস্পর্শিত্বেঽপি তস্মিন্নিবিড়িতয়া যৎকিঞ্চিদর্থেন চাল্যস্বভাবত্বং অত্র গরিষ্ঠকর্কশয়ো র্ভাবস্য সম্যগুন্মীলনং নাম তস্মিন্ যোগ্যতৈব জ্ঞেয়া গরিষ্ঠত্বাদিভ্যাং নিরুদ্ধ বহিঃ প্রকাশত্বাং। অতএব বক্ষ্যতে। কিন্তু সুষ্ঠু মহিষ্ঠত্বমিত্যাদি গম্ভীরত্বং অতি বহ্বর্থ স্পর্শিতয়া তত্রাপ্যামূলস্পর্শিতয়া মহতাপ্যর্থেনাদৃশ্য ক্ষোভস্বভাবত্বং তদ্বিপরীতত্বমুত্তানত্বং মহিষ্ঠত্বং বহ্বর্থস্পর্শিত্বেঽপি মূলার্থাস্পর্শিতয়া কিঞ্চিদ্যোগ্যেনার্থেনৈকদেশ এব প্রকাশ্যত্বং বিক্ষেপ্যত্বং বা। মনঃপক্ষে ত্বেকদেশত্বং নাম এক দ্বিমাত্রেন্দ্রিয়াত্মকত্বং ক্ষোদিষ্ঠত্বমল্পার্থস্পর্শিতয়া তত্তন্মাত্রেণ সম্যক্ তত্তৎ স্বভাবত্বং। পল্বলকুটীরয়োঃ কিঞ্চিদ্গাম্ভীর্য্য তদভাবাভ্যাং ভেদঃ। অত্র বজ্রাদয়স্ত্রয়ো ভেদা দ্রাবকভাবস্য কেবলপ্রতিকূল সমপ্রতিকূলানুকূল কিঞ্চিৎ প্রতিকূলযুক্তানুকূলভাবৈর্জ্ঞেয়াঃ। মদনাদয়স্তু দ্রাবকভাবানুকূল ভাবৈস্য কনিষ্ঠত্ব মধ্যমত্ব শ্রেষ্ঠৈত্বৈর্জ্ঞেয়াঃ। তদেবং গরিষ্ঠত্বাদি যুগ্মত্রিকেণ্যেবং

আর্দ্রীভূত হয়। আর জতু যেমন অগ্নির অল্প উত্তাপে সর্ব্বতোভাবে দ্রবীভূত হয়, তদ্রূপ চিত্ত ভাবের অল্পতায় আর্দ্রীভূত হইয়া যায়॥ ১২৩॥

কোমল তিন প্রকার যথা মধু, নবনীত ও অমৃত, এই তিন প্রকার চিত্তে ভাব, সূর্য্যের আতপ সদৃশ। তন্মধ্যে মধু ও

দ্রবেদত্রাদ্য যুগলমাতপেন যথাযথং ॥ ১২৪ ॥
দ্রবীভূতং স্বভাবেন সর্ব্বদৈবামৃতং ভবেৎ।
গোবিন্দপ্রেষ্ঠবর্গাণাং চিত্তং স্যাদমৃতং কিল ॥ ১২৫ ॥
কৃষ্ণভক্তবিশেষস্য গরিষ্ঠত্বাদিভির্গুণৈঃ।
সমবেতং সদামীভির্দ্বিত্রৈরপি মনো ভবেৎ ॥ ১২৬ ॥

ভেদাঃ সম্ভবন্তীত্যভিপ্রেতং ॥ ১২৪ ॥

দ্রবীভূতমিত্যত্র তু ব্যভিচারিণ এব বৈচিত্রী কারকা ইতি ভাবঃ ॥ ১২৫ ॥

কৃষ্ণভক্তেতি অত্র গরিষ্ঠত্বাদিকং শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধিন এবার্থান্তরন্যাবেশেন জ্ঞেয়ং। এতদ্বৈপরীত্যাদিনা লঘিষ্ঠ ত্বাদিকমপি। কর্কশত্বং তু ব্রহ্মৈশ্বর্য্য জ্ঞানাদিনা। মাধুর্য্যজ্ঞানমেবহি স্নেহমুৎপাদয়তি তদ্দ্বয়ং পুনশ্চমৎকারমাত্রকরমিতি দশমটিপ্পন্যামিত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা ইত্যাদৌ ব্যাখ্যাতং। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধিনঃ অর্থান্তরস্য এতদুক্তং ভবতি। মনঃ খলু স্বতঃ সত্ত্বগুণ জাতত্বেন সর্ব্বেষামবিশিষ্টমেব তত্র ভাবান্তরৈরেব বিশেষ আরোপ্যতে। তে চ ভাবা দ্বিবিধাঃ। প্রাকৃতা ভাগবতাশ্চেতি। তত্র কনিষ্ঠাধিকারাণাং প্রাকৃতা এব গরিষ্ঠত্বাদৌ হেতবঃ। শ্রেষ্ঠাধিকারিণাং তু ভাগবতা এব। তেচামৃতত্বহেতুভাবাপেক্ষয়া সর্ব্বেঽপি ন্যূনন্যূনাঃ। স্থায়িভাবতারতম্যাৎ সর্ব্বত্র দ্রবত্বতারতম্যং দ্রবতাচ স্বর্ণাদীনাং যথোত্তরমুত্তমা। যৌ চ ব্যভিচারিভাবাদবিক্ষেপবিক্ষেপৌ তয়োস্তু যথা স্থায়িভাবমেব প্রশংসা কিন্তু তত্র গরিষ্ঠত্বাদৌ হেতুরেক একো ভাবঃ স্বাভাবিকঃ বিক্ষেপ হেতুঃ পরস্পরত্বাগন্তুকো জ্ঞেয়ঃ ॥ ১২৬ ॥

নবনীত যথাবিধি আতপ সংযোগে গলিয়া যায় ॥ ১২৪ ॥

অমৃত যেমন স্বভাবতঃ সর্ব্বদাই দ্রবীভূত, তদ্রূপ গোবিন্দের প্রিয়তম ভক্তের চিত্ত স্বভাবতই অমৃত সদৃশ ॥ ১২৫ ॥

বিশেষ বিশেষ কৃষ্ণভক্তের পূর্ব্বোক্ত গুণ সমুদায়ে অথবা দুই তিন গুণে মন সর্ব্বদা সমবেত হইয়া থাকে ॥ ১২৬ ॥

কিন্তু সুষ্ঠু মহিষ্ঠত্বং ভাবো বাঢ়মুপাগতঃ।
সর্ব্বপ্রকারমেবেদং চিত্তং বিক্ষোভয়ত্যলং ॥ ১২৭ ॥
যথা দানকেলিকৌমুদ্যাং ॥
গভীরোঽপ্যশ্রান্তং দুরধিগমপারোঽপি নিতরা-
মহার্য্যাং মর্য্যাদাং দধদপি হরেরাস্পদমপি।

নহু গরিষ্ঠাদৌ বিক্ষেপো গাভূন্নাম বজ্রেতু দ্রবতা কদাচিন্নাস্তোব সাচ স্থায়িমাত্রক্বতেত্যুক্তং তর্হি তৎ কথং ভক্তচিত্তত্বেন গণ্যতে তত্রাহ কিন্ত্বিতি। ভাবোঽত্র মুখ্যতয়া স্থায়ী বিবক্ষিতঃ। প্রসঙ্গাদন্যশ্চ সর্ব্বপ্রকারমেবেতি ওষধি বিশেষ যোগেন হীরকস্যাপি দ্রবীভাবায় যোগ্যত্বাৎ ॥ ১২৭ ॥

তত্র দিগ্দর্শনং যথেতি। সতাং স্তোম পক্ষে গম্ভীরত্বং তাবৎ স্বতএব প্রেম গোপনহেতুঃ স্যাৎ স্বমর্য্যাদত্বং ধার্ষ্ট্যপরিহারায় কৃত্রিমতয়া। অথ দুরধিগম পারত্বং নানানন্তগুণত্বং তচ্চ তদ্ধেতুঃ স্যাৎ যদা যদা যো গুণো দৃশ্যতে তদা তস্যৈবালৌকিকতয়া লোকচিত্তাবরণাৎ। তথা হরেরাস্পদত্বমপি তদ্গোপনায়

কিন্তু স্থায়িভাব সকল উৎকর্ষ লাভ করিলে সর্ব্ব প্রকার চিত্তকেই ক্ষুব্ধ করিতে পারে, কারণ ঔষধবিশেষের সংযোগে হীরকেরও দ্রবীভূত হওয়ার যোগ্যতা আছে ॥ ১২৭ ॥

যথা দানকেলিকৌমুদীতে ॥

প্রেম সমূহের উদয় হইলে সাধু সকল আপনাদিগের বৃদ্ধি ও বিকারকে স্থগিত করিতে পারেন না, যেমন চন্দ্র উদিত হইলে সমুদ্র আপনার বৃদ্ধি ও বিকার সম্বরণ করিতে পারে না তদ্রূপ। সমুদ্রের সাধর্ম্ম্য এই যে, সমুদ্র অশ্রান্ত ও গভীর অর্থাৎ অবিগাহ্য ও দুরধিগম পার অর্থাৎ পারের অধিগম

সতাং স্তোমঃ প্রেমণ্যুদয়তি সমগ্রে স্থগয়িতুং
বিকারং ন স্ফারং জলনিধিরিবেন্দৌ প্রভবতি ॥ ১২৮ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে ভক্তি-রসসামান্যনিরূপণে ব্যভিচারি লহরী ॥ * ॥ ৪ ॥ * ॥

কল্পিতং তৎ স্ফূর্ত্তেঃ স্বভাবাপন্নত্বাদ্বহির্বিকারায় নাতিসম্পদ্যত ইতি সিন্ধুপক্ষে। হরেরাস্পদত্বেঽপি তস্যেন্দু দর্শনাদ্বিকারো হরেঃ শয়ন লীলোপযোগিতয়া স্বপু-ত্রস্য তস্য কিরণগণ ব্যাপ্তেরিতি জ্ঞেয়ং ॥ ১২৮ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীদুর্গম-সঙ্গমনী-নাম্ন্যাং ভক্তিরসামৃতসিন্ধুটীকায়াং পঞ্চলহর্য্যা-ত্মকদক্ষিণবিভাগে রতিসামান্যনিরূপণে ব্যভিচারি লহরী চতুর্থী ॥ * ॥

করা অসাধ্য এবং নিরন্তর যাহার সীমা অবধারণ করা যায় না, ঐ সমুদ্র চন্দ্রোদয়ে আপনার বিকারও সম্বরণ করিতে পারে না, তদ্রূপ সাধুমণ্ডলী কৃষ্ণচন্দ্রের আস্পদ ধারণ করিয়া আপ-নাদের বৃদ্ধি ও বিকার সম্বরণ করিতে সমর্থ হইতেছেন না ॥ ১২৮ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কৃত ব্যাখ্যায় ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগে ব্যভিচারি ভাবময় চতুর্থ লহরী সম্পূর্ণ হইল ॥ * ॥ ৪ ॥ * ॥

অথ স্থায়ী ভাবঃ ॥

অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভবান্ যো বশতাং নয়ন্।
সুরাজেব বিরাজেত স স্থায়ী ভাব উচ্যতে ॥ ১ ॥
স্থায়ী ভাবোঽত্র স প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিঃ ॥
মুখ্যা গৌণীচ সা দ্বেধা রসজ্ঞৈঃ পরিকীর্ত্তিতা ॥ ২ ॥

তত্র মুখ্যা ॥

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা রতির্মুখ্যেতি কীর্ত্তিতা।
মুখ্যাপি দ্বিবিধা স্বার্থা পরার্থা চেতি কীর্ত্ত্যতে ॥

অবিরুদ্ধান্ হাসাদীন্ বিরুদ্ধান্ ক্রোধাদীন্ স ভাবঃ স্থায়ী উচ্যতে ॥ ১ ॥

স্থায়িভাবমেব পূর্ব্বতোঽধিকত্বেন বোধয়িতুমাহ স্থায়ীতি। যা শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিঃ সএব স্থায়ী ভাবঃ পূর্ব্বং প্রোক্তঃ সম্প্রতি তু কিঞ্চিদধিকত্বেনাপি বক্ষ্যত ইত্যর্থঃ। তথৈবাহ মুখ্যেত্যাদিনা সা গৌণী রতিরুচ্যতে ইত্যন্তেন গ্রন্থেন ॥ ২ ॥

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাগিত্যত্র যা লক্ষিতা সেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

অথ স্থায়ীভাব ॥

হাস্য প্রভৃতি অবিরুদ্ধ এবং ক্রোধ প্রভৃতি বিরুদ্ধভাব সকলকে বশীভূত করিয়া যে ভাব মহারাজের ন্যায় বিরাজ করে তাহাকে স্থায়ী ভাব বলে ॥ ১ ॥

এ স্থলে শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিকেই স্থায়ীভাব বলা যায়,মুখ্য ও গৌণ ভেদে ঐ রতি দুই প্রকার হয় ॥ ২ ॥

তন্মধ্যে মুখ্যা রতি যথা ॥

শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষরূপ যে রতি তাহাকে মুখ্যা বলে, মুখ্যাও স্বার্থ ও পরার্থ ভেদে দুই প্রকার হয় ॥

তত্র স্বার্থাঃ ॥

অবিরুদ্ধৈঃ স্ফুটং ভাবৈঃ পুষ্ণাত্যাত্মানমেব যা।
বিরুদ্ধৈর্দুঃশকগ্লানিঃ সা স্বার্থা কথিতা রতিঃ ॥

অথ পরার্থা ॥

অবিরুদ্ধং বিরুদ্ধঞ্চ সংকুচন্তী স্বয়ং রতিঃ।
যা ভাবমনুগৃহ্লাতি সা পরার্থা নিগদ্যতে ॥
শুদ্ধা প্রীতিস্তথা সখ্যং বাৎসল্যং প্রিয়তেত্যসৌ।
স্বপরার্থৈব সা মুখ্যা পুনঃ পঞ্চ বিধা ভবেৎ ॥ ৩ ॥
বৈশিষ্ট্যং পাত্রবৈশিষ্ট্যাৎ রতিরেষোপগচ্ছতি।

বৈশিষ্ট্যমিতি। অত্র পাত্রত্বং প্রতিবিম্বমপ্যবিবক্ষিতং বৈশিষ্ট্য এবতু তাৎপর্য্যং তত্তদ্বিশেষণভেদাদেব স্থিতিভেদো নাম ভেদশ্চেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

তন্মধ্যে স্বার্থা মুখ্যা রতি যথা ॥

অবিরুদ্ধ ভাব সকল দ্বারা আপনাকে যে স্পষ্ট রূপে পোষণ করে এবং বিরুদ্ধ ভাব সকল দ্বারা যাহার গ্লানি উৎপন্ন হয়, তাহাকে স্বার্থা রতি বলা যায় ॥

অথ পরার্থা মুখ্যারতি ॥

যে রতি স্বয়ং সঙ্কুচিত হইয়া বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ ভাবকে গ্রহণ করে তাহাকে পরার্থা মুখ্যা রতি বলে ॥

পূর্ব্বোক্ত মুখ্যা রতি স্বার্থ এবং পরার্থ রূপে শুদ্ধা,প্রীতি, সখ্য,বাৎসল্য ও প্রিয়তা ভেদে পুনর্ব্বার পাঁচ প্রকার হয় ॥ ৩॥

এই রতি পাত্রের বৈশিষ্ট্য প্রযুক্ত বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হয়, যেমন প্রতিবিম্বিত সূর্য্য স্ফটিকাদি দ্রব্য সকলে উৎকর্ষ লাভ

যথার্কঃ প্রতিবিম্বাত্মা স্ফটিকাদিষু বস্তুষু ॥ ৪ ॥
তত্র শুদ্ধা ॥
সামান্যাসৌ তথা স্বচ্ছা শান্তিশ্চেত্যাদিমা ত্রিধা ।
এষাঙ্গকম্পতানেত্রামীলনোন্মীলনাদিকৃৎ ॥ ৫ ॥
তত্র সামান্যা ॥
কিঞ্চিদ্বিশেষমপ্রাপ্তা সাধারণজনস্য বা ।
বালিকাদেশ্চ কৃষ্ণে স্যাৎ সামান্যা সা রতির্মতা ॥ ৬ ॥

শুদ্ধা কেবলা এতদুত্তরবক্ষ্যমাণৈঃ প্রীত্যাদ্যাস্বাদবিশেষৈরসমবেতেত্যর্থঃ। সেয়মাদিমা শুদ্ধা ত্রিধেতি তিস্রোঽত্র তন্নাম্ন্য ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

তত্র সা প্রীত্যাদিতঃ পৃথক্ পঠিতত্বেন তং তং বিশেষমপ্রাপ্তা কৃষ্ণবিষয়া শুদ্ধা রতিঃ কিঞ্চিদন্যমপি স্বচ্ছারূপং শান্তিরূপমপি বিশেষং প্রাপ্তা সতী সামান্যা নাম্নী মতা। তত্তদ্বৈশিষ্ট্যেন স্বচ্ছা ইতি শান্তিরিতি চ নাম্নী স্যাৎ। সামান্যা তু সাধারণজনাদৌ পৃথক্ স্যাৎ সর্ব্বত্র চানুগতা স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

করিয়া থাকেন তদ্রূপ ॥ ৪ ॥

তন্মধ্যে শুদ্ধা যথা ॥

সামান্যা, স্বচ্ছা এবং শান্তি ভেদে শুদ্ধা তিন প্রকার হয়। এই শুদ্ধা অঙ্গ কম্পন এবং চক্ষু মীলন ও উন্মীলনাদি করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

তন্মধ্যে সামান্যা যথা ॥

সাধারণ জন এবং বালিকাদির সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে স্বচ্ছা বা শান্তিরূপ কিঞ্চিত্ বিশেষ প্রাপ্ত না হইয়া যে রতি উৎপন্ন হয় তাহাকে সামান্যা বলে ॥ ৬ ॥

যথা ॥

অস্মিন্মথুরাবীথ্যামুদয়তি মধুরে বিরোচনে পুরতঃ।
কথয় সখে ম্রদিমানং মানসমদনং কিমেতি মম ॥ ৭ ॥

যথাবা ॥

ত্রিবর্ষা বালিকা সেয়ং বর্ষীয়সি সমীক্ষ্যতাং।
যা পুরঃ কৃষ্ণমালোক্য হুঙ্কুর্ব্বত্যভিধাবতি ॥ ৮ ॥

মানসমদনং যন্ম্রদিমানমেতি। তৎ কিমস্মিন্ মধুরে বিরোচনে উদয়তি সতীতি। তস্মাদেব হেতোর্ব্বিতর্ক্যত ইত্যর্থঃ। হেত্বন্তরং তু ন পশ্যাম ইতি ভাবঃ। যস্যচ ভাবেন ভাবলক্ষণমিতি হ্যত্র সপ্তমী ॥ ৭ ॥

ত্রিবর্ষা বালিকা সেয়মিতি অত্র ত্রিবর্ষেতি তমধিষ্টো ভৃতোভূতো ভাবী বেত্যধিকৃত্য ভূতার্থে বর্ষাল্লুক্চেতি কৃতস্য ঠস্য খস্যচ ঞো বা চিত্তবতি নিত্য-মিত্যনেন লুক্। ত্রীন্ বর্ষান্ ভূতান্ স্বসত্তয়া ব্যাপ্তবতীত্যর্থঃ। ত্রিবার্ষিকী বালিকেয়মিতি বা পাঠঃ কালাচ্চ ঞিতি শৈষিক বিধানাৎ বর্ষস্যাভনিব্যতীত্যু-ত্তরপদবৃদ্ধেশ্চ ত্রিষু বর্ষেষু ভবা বিদ্যমানেত্যর্থঃ। তত্র ভব ইত্যস্য হি তথৈ-বার্থঃ। ত্রিবর্ষীয়েতি পাঠস্ত্যক্তঃ। বর্ষীয়সি হে বৃদ্ধে ॥ ৮ ॥

যথা ॥

সখে! বল দেখি এই মথুরার মার্গে মধুর সূর্য্য অগ্রে উদিত হইলে আমার যে মানস চন্দ্র মৃদু হয় তাহার কারণ কি? ॥ ৭

যথাবা ॥

হে বৃদ্ধে! ত্রিবর্ষ বয়স্কা বালিকা অগ্রে শ্রীকৃষ্ণকে অব-লোকন করিয়া হুঙ্কারপূর্ব্বক ধাবমানা হইতেছে অবলোকন কর ॥ ৮ ॥

স্বচ্ছা ॥

তত্তৎসাধনতো নানাবিধভক্তপ্রসঙ্গতঃ।
সাধকানাস্তু বৈবিধ্যং যান্তী স্বচ্ছা রতির্মতা ॥
যদা যাদৃশী ভক্তে স্যাদাসক্তিস্তাদৃশং তদা।
রূপং স্ফটিকবৎ ধত্তে স্বচ্ছাসৌ তেন কীর্ত্তিতা ॥

যথা ॥

অথ স্বচ্ছামাহ তত্তদিতি দ্বাভ্যাং। ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেদিত্যাদিষু ভক্ত প্রসঙ্গস্যৈব রতি বীজরূপত্বাৎ নানাবিধভক্তানাং প্রসঙ্গত স্তত্রচ জল সেকাদি রূপাত্তত্তৎ সাধনতঃ সাধকানাং বৈবিধ্যং যান্তীতি তু পূর্ব্বোক্তা শুদ্ধাখ্যা রতিঃ স্বচ্ছা মতা। বৈবিধ্য কারণমাহ যদেতি রূপং স্ফটিকবদ্ধত্তে ইতি নানাভাব ধারণাংশ এব দৃষ্টান্তঃ নতু প্রতিবিম্বত্বেঽপি যথাবত্রত্তেরেব প্রকরণ প্রাপ্তত্বাৎ শুদ্ধান্তঃপাতশ্চাস্যাস্তত্তাবানামাগমাপায়িত্বাৎ অতএবাগ্রতো বক্ষ্যমাণৈস্ত স্বাদৈঃ প্রীত্যাদি সংশ্রয়ৈরিতি বক্ষ্যমাণং চাত্র সঙ্গচ্ছতে তেষাং সম্যক্ সম্পর্কো নাস্তীতি অনাচাস্তধিয়াং আস্বাদ বিশেষাভাবেনানিষ্ঠিতচিত্তানাং ॥ ৯ ॥

অথ স্বচ্ছা ॥

নানাবিধ ভক্তের সঙ্গহেতু সেই সেই সাধন দ্বারা সাধক সকলেরও বিবিধত্ব হয়, একারণ এস্থলে পূর্ব্বোক্ত শুদ্ধা রতি স্বচ্ছা বলিয়া সম্মত হয় ॥

সাধকের বিবিধত্বের প্রতি কারণ এই যে,যখন যে প্রকার ভক্তে রতির আসক্তি হয়, স্ফটিক মণির ন্যায় তখন সেই প্রকার ভাব ধারণ করে, এ নিমিত্ত ইহার নাম স্বচ্ছা রতি ॥

যথা ॥

ক্বচিৎ প্রভুরিতি স্তবন্ ক্বচন মিত্রমিত্যুদ্ধসন্
ক্বচিত্তনয়মিত্যবন্ ক্বচন কান্ত ইত্যুল্লসন্।
ক্বচিন্মনসি ভাবয়ন্ পরম এষ আত্মেত্যসা-
বভূদ্বিবিধসেবয়া বিবিধবৃত্তিরার্য্যো দ্বিজঃ॥ ৯॥
অনাচান্তধিয়াং তত্তদ্ভাবনিষ্ঠা সুখার্ণবে।
আর্য্যাণামতি শুদ্ধানাং প্রায়ঃ স্বচ্ছা রতি র্ভবেৎ॥
অথ শান্তিঃ॥
মানসে নির্ব্বিকল্পত্বং শম ইত্যভিধীয়তে॥

যত আচার্য্যাণাং তত্তচ্ছাস্ত্রমাত্রদৃষ্ট্যা প্রবর্ত্তমানানাং। কাম্যাগত ইত্যাদৌ হি আচার্য্যচরিত শব্দস্য শাস্ত্রীয়মার্গত্বমেব বিবক্ষিতং॥ ১০॥

কোন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কখন ভগবান্‌কে প্রভু বলিয়া স্তব, কখন বন্ধু বলিয়া পরিহাস, কখন তনয় বলিয়া রক্ষা, কখন কান্ত বলিয়া উল্লাস এবং কখন পরমাত্মা বলিয়া মানসিক চিন্তা এইরূপ বিবিধ সেবা দ্বারা মানসিক বৃত্তিও বিবিধ প্রকার প্রকাশ করিয়াছিলেন॥ ৯॥

সেই সেই ভাব নিষ্ঠা রূপ সুখসাগরে বিশেষ আস্বাদ শূন্যচিত্ত অতি শুদ্ধ আর্য্যদিগের প্রায় স্বচ্ছা রতি হইয়া থাকে॥

অথ শান্তি॥

মনোমধ্যে যে নির্ব্বিকল্পত্ব অর্থাৎ সংশয়াদি রাহিত্য তাহাকে শম বলা যায়॥

তথা চোক্তং ॥
বিহায় বিষয়োন্মুখ্যং নিজানন্দস্থিতির্যতঃ।
আত্মনঃ কথ্যতে সোঽত্র স্বভাবশম ইত্যসৌ ॥ ১০ ॥
প্রায়ঃ শমপ্রধানানাং মমতাগন্ধবর্জিতা।
পরমাত্মতয়া কৃষ্ণে জাতা শান্তীরতির্মতা ॥
যথা ॥
দেবর্ষিবীণয়া গীতে হরিলীলামহোৎসবে।
সনকস্য তনৌ কম্পো ব্রহ্মানুভাবিনোঽপ্যভূৎ ॥ ১১ ॥

অথ শাস্ত্যাখ্যাং রতিং লক্ষয়ন্ শমং লক্ষয়িত্বা তদুপলক্ষিতাং তাং লক্ষয়তি প্রায় ইতি। মুক্তানামপি সিদ্ধানামিতি ন্যায়েন প্রায় এব শমপ্রধানানাং পরমাত্মতয়া ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিত্যাদ্যুক্তরীত্যা সর্ব্বাশ্রয়স্বরূপতয়া জাতা শুদ্ধা রতিঃ শাস্তির্মতা ॥ ১১ ॥

এই বিষয়ে প্রাচীনগণের উক্তি ॥

বৈষয়িক উন্মুখতা অর্থাৎ বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়া যাহা হইতে মনের আনন্দ হয়, তাহার নাম শম স্বভাব ॥ ১০

প্রায় শম প্রধান ব্যক্তিদিগের পরমাত্মা জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণে মমতাগন্ধ বিবর্জিত শান্তি রতি উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥

যথা ॥

দেবর্ষি নারদ বীণাদ্বারা হরিলীলা মহোৎসব গান করিলে সনক ঋষি ব্রহ্মানুভাবী হইলেও তাঁহার তনুতে কম্প উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ১১ ॥

যথাবা ॥

হরিবল্লভসেবয়া সমস্তা—

দপবর্গানুভবং কিলাবধীর্য্য।

ঘনসুন্দরমাত্মনোঽপ্যভীষ্টং

পরমং ব্রহ্ম দিদৃক্ষতে মনো মে ॥

অগ্রতো বক্ষ্যমাণৈস্তু স্বাদৈঃ প্রীত্যাদিসংশ্রয়ৈঃ।

রতেরস্যা অসম্পর্কাদিয়ং শুদ্ধেতি ভণ্যতে ॥

অথ ভেদত্রয়ী হৃদ্যা রতেঃ প্রীত্যাদিরীর্য্যতে।

গাঢ়ানুকূলতোৎপন্না মমত্বেন সদাশ্রিতা ॥

কৃষ্ণভক্তেম্বনুগ্রাহ্য—সখি—পূজ্যেম্বনুক্রমাৎ।

ত্রিবিধেষু ত্রয়ী প্রীতিঃ সখ্যং বৎসলতেত্যসৌ ॥

আত্মনোঽপীতি। আত্মানং ব্রহ্মরূপমতিক্রম্যেত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

যথা বা ॥

হরিবল্লভ অর্থাৎ বৈষ্ণবসেবা দ্বারা সর্ব্বতোভাবে মোক্ষ সুখ পরিত্যাগ করিয়া আমার মনঃ স্বীয় অভীষ্টদেব মেঘকান্তি হরিকে দেখিতে অভিলাষ করিতেছে ॥

অগ্রে বক্ষ্যমাণ প্রীত্যাদি আশ্রিত স্বাদ দ্বারা এই রতির অসম্পর্ক হেতু ইহাকে শুদ্ধা বলিয়া উল্লেখ করা যায় ॥

অপর প্রীতি প্রভৃতি ভাবত্রয় দ্বারা রতির হৃদয়ঙ্গম তিন প্রকার ভেদ আছে, এই ভেদ ত্রয় গাঢ় আনুকূল্যে উৎপন্ন এবং সর্ব্বদা স্নেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে ॥

ঐ ভেদত্রয় কৃষ্ণভক্তরূপ অনুগ্রহের পাত্র, সখা এবং গুরু-জন এই তিনে ক্রমে প্রীতি, সখ্য ও বৎসলরূপ হইয়া থাকে ॥

অত্র নেত্রাদিফুল্লত্ব জৃম্ভণোদ্ঘূর্ণনাদয়ঃ।
কেবলা সঙ্কুলা চেতি দ্বিবিধেয়ং রতিত্রয়ী ॥
তত্র কেবলা ॥
রত্যন্তরস্য গন্ধেন বর্জিতা কেবলা ভবেৎ।
ব্রজানুগে রসালাদৌ শ্রীদামাদৌ বয়স্যকে।
গুরৌ চ ব্রজনাথাদৌ ক্রমেণৈব স্ফুরত্যসৌ ॥ ১২ ॥
অথ সঙ্কুলা ॥
এষাং দ্বয়োস্ত্রয়াণাম্বা সন্নিপাতস্তু সঙ্কুলা।
উদ্ধবাদৌচ ভীমাদৌ মুখরাদৌ ক্রমেণ সা ॥ ১৩ ॥

অথ সঙ্কুলেতি। এষাং ভেদানাং মধ্যে অত্র সংস্কারস্থিতিঃ স্বচ্ছায়াং তু উদভাব ইতি ভেদঃ। মুখরানাম্নী কাচিদ্বৃদ্ধা শ্রীব্রজেশ্বর্য্যা ধাত্রীতি লোক প্রসিদ্ধিঃ। সন্নিপাত ইতি ধর্ম্মধর্ম্মিণোরভেদোপচারাৎ ॥ ১৩ ॥

ইহাতে নেত্রাদির ফুল্লত্ব, জৃম্ভণ ও উদ্ঘূর্ণন প্রভৃতি হয়। এই রতিত্রয়ী কেবলা ও সঙ্কুলা ভেদে দুই প্রকার হইয়া থাকে ॥

তন্মধ্যে কেবলা যথা ॥

অন্যরতির গন্ধশূন্য হইলে তাহাকে কেবলা বলে, এই কেবলা ক্রমে ব্রজানুগ রসালাদি ভৃত্যবর্গে, শ্রীদামাদি সখাগণে, এবং নন্দ প্রভৃতি গুরুজনে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

অথ সঙ্কুলা ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রীতি প্রভৃতি ভাবত্রয়ের মধ্যে দুই বা তিনের একত্র সম্মিলন হইলে তাহাকে সঙ্কুলা বলাযায়। এই সঙ্কুলা ক্রমে উদ্ধবাদি, ভীমাদি ও ব্রজেশ্বরীর ধাত্রী মুখরাদিতে প্রকাশ পায় ॥ ১৩ ॥

যস্যাধিক্যং ভবেদযত্র স তেন ব্যপদিশ্যতে ॥ ১৪ ॥

তত্র প্রীতিঃ

স্বস্মান্ডবন্তি যে ন্যূনাস্তেঽনুগ্রাহ্যা হরের্মতাঃ।
আরাধ্যত্বাত্মিকা তেষাং রতিঃ প্রীতিরিতীরিতা।

তেন ভাবেন ব্যপদিশ্যতে যথা সখ্যভাবভাগপ্যুদ্ধবো দাসত্বেন ॥ ১৪ ॥

স্বস্মাৎ শ্রীহরেঃ ন্যূনা ন্যূনতাভিমানময়রতিযুক্তা ইত্যর্থঃ। আরাধ্যত্বং আরাধ্যোঽয়মিতি জ্ঞানমাত্মা স্বরূপং যস্যাঃ অত্র প্রীতিশব্দপ্রয়োগঃ পূর্ব্বতঃ শ্রীতিম্বসা বৈশিষ্ট্যাৎ পারিভাষিকঃ অন্যতস্তু প্রীতি ভক্তি বিপর্য্যয়েণ প্রযুজ্যতে। অনুগ্রাহ্যা ইত্যপি স্বস্মাদিতি পূর্ব্বতো বৈশিষ্ট্যাপেক্ষয়া ভণ্যতে তত্রেত্যর্দ্ধমপি তথা ব্যাখ্যায় প্রীতিত্বমেব বিশেষেণ দর্শয়তি হি যস্মাৎ তত্র শ্রীকৃষ্ণে বহুত্র প্রাপ্তৌ সঙ্কোচনং নিয়মঃ। অনিয়মে নিয়মকারিণী পরিভাষা। তয়া অসৌ আরাধ্যত্বাত্মিকা প্রীতিনাম্নী রতি স্ততোঽন্যত্র প্রীতেঃ শুদ্ধপরতেঃ সংহারিণী তত্র তস্যাং জাতায়ামন্যত্র সা নশ্যতীত্যর্থঃ। ততোঽন্যত্র যদি স্যাত্তদা তৎ সম্বন্ধেনৈব মন্তব্যেতি ভাবঃ। উদাহরণেঽপি কুত্রচিদন্যত্র গমনেঽপি মমত্বময্যেব প্রীতি র্ভবেন্নান্যত্র পুংসীতি বিবক্ষিতং সখ্যাদিষু ত্বন্যদপি বৈশিষ্ট্যমস্তীতি ভেদো জ্ঞেয়ঃ ॥ ১৫ ॥

যাহার যে ভাবের আধিক্য থাকে, তাহাকে সেই ভাবাক্রান্ত বলাযায়। যেমন উদ্ধবে সখ্যভাব থাকিলেও দাসত্বের প্রাধান্য বলিয়া অনুগ্রাহ্য বলা যায় ॥ ১৪ ॥

তন্মধ্যে প্রীতি যথা ॥

যে ব্যক্তি আপনা হইতেই ন্যূন হয় তাহাকে হরির অনুগ্রহের পাত্র বলাযায়। তাহাদের রতি, ইনি আরাধ্য এই জ্ঞান স্বরূপা এবং আরাধ্যে আসক্তি বিধান করে ও অন্যত্র

তত্রাসক্তিকৃদন্যত্র প্রীতিসংহারিণীহ্যসৌ ॥

যথা মুকুন্দমালায়াং ॥

দিবি বা ভুবি বা মমাস্তু বাসো
নরকে বা নরকান্তক প্রকামং।
অবধীরিতশারদারবিন্দৌ
চরণৌ তে মরণেঽপি চিন্তয়ামি ॥ ১৫ ॥

অথ সখ্যং ॥

যে স্যুস্তুল্যা মুকুন্দস্য তে সখায়ঃ সতাং মতাঃ।
সাম্যাদ্বিশ্রম্ভরূপৈষাং রতিঃ সখ্যমিহোচ্যতে।

তুল্যাঃ তুল্যত্বাভিমানমররতিযুক্তা ইত্যর্থঃ। ততঃ সাম্যাৎ শ্রীকৃষ্ণেন সহ পরস্পরং সমভাবত্বাদ্ধেতো বি'শ্রম্ভমযন্ত্রণং রূপরতি প্রকাশরতি বা রতি সা

প্রীতি বিনষ্ট করিয়া দেয়,এ কারণ এই রতিকে প্রীতি বলে ॥

যথা মুকুন্দমালায় ॥

হে নরকান্তক! স্বর্গে অথবা পৃথিবীতে কিম্বা নরকে আমার বাস হউক তাহাতে কোন দুঃখ নাই, কিন্তু মরণ কালেও তোমার শরৎকালীয় অরবিন্দ নিন্দাকারি চরণপদ্ম চিন্তা করিব ॥ ১৫ ॥

অথ সখ্য ॥

যাহারা মুকুন্দের তুল্য, সৎসকলের মতে তাহারাই সখা, সখাদিগের রতি বিশ্বাস রূপা, একারণ.এ স্থলে এই রতিকে সখ্য বলিয়া কীর্ত্তন করা গেল। এই রতি পরিহাস এবং প্রহাস-

পরিহাস প্রহাসাদি কারিণীয়মযন্ত্রণা ॥ ১৬ ॥

যথা ॥

মাং পুষ্পিতারণ্যদিদৃক্ষয়াগতং
নিমেষ-বিশ্লেষ-বিদীর্ণ-মানসাঃ।
তে সংস্পৃশন্তঃ পুলকাঞ্চিতশ্রিয়ো
দূরাদহংপূর্ব্বিকয়াদ্য রেমিরে ॥ ১৭ ॥

যথা বা ॥

সখ্যমুচ্যতে বিশ্রম্ভরূপত্বমেব বিবৃণোতি পরিহাসেতি ॥ ১৬ ॥

মামিতি ব্রহ্মণা হৃতানাং বালকানামনুশোচনময়ী নিশি শ্রীকৃষ্ণস্য ভাবনা। মথুরায়ামুদ্ধবং প্রতি তেন কথনং বা। ত ইতি বৎসসন্তালনার্থং যে সর্ব্বেঽপি ময়া প্রেষিতা ইতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

কারিণী অতএব ইহাকে অযন্ত্রণা বলে ॥ ১৬ ॥

যথা ॥

ব্রহ্মা বালকগণ অপহরণ করিলে রজনীযোগে শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করিতে করিতে কহিলেন, হায়! আজি আমি বৃন্দাবনে গোচারণ করিতে করিতে পুষ্পিত কানন অবলোকন করিতে গিয়াছিলাম, তৎকালীন বয়স্য বালকগণ আমার নিমেষ কাল বিচ্ছেদে ব্যথিত চিত্ত হইয়া দূর হইতে আমি অগ্রে স্পর্শ করিব, আমি অগ্রে স্পর্শ করিব এই বলিয়া পুলকাঞ্চিত কলেবরে আমাকে স্পর্শ করত বিহার করিয়াছিল ॥ ১৭

যথা বা ॥

শ্রীদামদোর্বিলসিতেন কৃতোঽসি কামং
দামোদর ত্বমিহ দর্পধুরাদরিদ্রঃ।
সদ্যস্ত্বয়া তদপি কত্থনমেব কৃত্বা
দেব্যৈ হ্রিয়ে ত্রয়মদায়ি জলাঞ্জলীনাং ॥ ১৮ ॥

অথ বাৎসল্যং ॥

গুরবো যে হরেরস্য তে পূজ্যা ইতি বিশ্রুতাঃ।
অনুগ্রহময়ী তেষাং রতির্বাৎসল্যমুচ্যতে।
ইদং লালনভব্যাশীশ্চিবুকস্পর্শনাদিকৃৎ ॥

শ্রীদামেতি। দেব্যৈ রাজায়মানস্য তব মহিষীরূপায়ৈ। সখ্যৈ ইতি বা পাঠঃ ॥ ১৮ ॥

গুরবো গুরুত্বাভিমানময়রতিযুক্তাঃ। বৎসং বক্ষো লাতি নিজলালোষু দদতীতি বৎসলাঃ পিত্রাদয়ঃ তেষাং ভাবো বাৎসল্যং। যথোক্তং তৃতীয়ে দেবহুতিমধিকৃত্য। বনং প্রব্রজিতে পত্যাবপত্যবিরহাতুরা। জ্ঞাততত্ত্বাপ্যভূন্নষ্টে বৎসে গৌরিব বৎসলা ইতি ॥ ১৯ ॥

হে দামোদর! তুমি শ্রীদামের বাহুবলে আপনার দর্পকে যথেষ্ট রূপে দরিদ্র করিলেও তথাপি সদ্যঃ আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করত স্বীয় লজ্জারূপা রাজমহিষীকে অঞ্জলিত্রয় প্রদান করিয়াছ ॥ ১৮ ॥

অথ বাৎসল্য ॥

হরির গুরুত্বাভিমানময় রতিযুক্ত মানবগণই পূজ্য বলিয়া বিখ্যাত এবং তাঁহাদের অনুগ্রহময়ী রতির নাম বাৎসল্য। এই বাৎসল্যে লালন, মাঙ্গল্যক্রিয়াসম্পাদন, আশীর্ব্বাদ ও চিবুকস্পর্শ প্রভৃতি হইয়া থাকে ॥

যথা ॥

গ্রাসি যস্মিরভিসন্ধিবিরোধভাজঃ
কংসস্য কিঙ্করগণৈ র্গিরিতোঽপ্যদগ্রৈঃ।
গাস্তত্র রক্ষিতুমসৌ গহনে মৃদুর্মে
বালঃ প্রযাত্যবিরতং বত কিঙ্করোমি ॥

যথা বা ॥

সুতমঙ্গুলিভিঃ স্নুতস্তনী
চিবুকাগ্রে দধতী দয়ার্দ্রধীঃ।
সমলালয়দালয়াৎ পুরঃ
স্থিতিভাজং ব্রজরাজগেহিনী ॥ ১৯ ॥

অথ প্রিয়তা ॥

যথা ॥

অকারণ বিরোধকারি কংসের পর্ব্বত অপেক্ষাও গুরুতর কিঙ্করগণ গোসকল হরণ করিয়াছে শুনিয়া আমার মৃদু বালক গোগণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত অবিরত বনে গমন করিতেছে, হায়! এখন আমি কি করিব ॥

যথা বা ॥

গৃহাগ্রবর্ত্তি পুত্রকে অবলোকন করিয়া স্নুতস্তনী ব্রজরাজ গৃহিণী যশোদা দয়ার্দ্র চিত্তে অঙ্গুলি দ্বারা ঐ পুত্রের চিবুক ধারণ করত লালন করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

অথ প্রিয়তা ॥

মিথোহরের্মৃগাক্ষ্যাশ্চ সম্ভোগস্যাদিকারণং।
মধুরাপরপর্য্যায়া প্রিয়তাখ্যোদিতা রতিঃ।
অস্যাং কটাক্ষভ্রূক্ষেপপ্রিয়বাণীস্মিতাদয়ঃ॥
যথা গোবিন্দবিলাসে॥
চিরমুৎকণ্ঠিতমনসো রাধা মুরবৈরিণোঃ কোঽপি।
নিভৃতনিরীক্ষণজন্মা প্রত্যাশাপল্লবো জয়তি॥ ২০॥

হরের্মৃগাক্ষ্যাশ্চ যো মিথঃ সম্ভোগঃ স্মরণদর্শনাদ্যষ্টবিধঃ। তস্যাদি কারণং যা মৃগাক্ষ্যা রতিঃ সা প্রিয়তাখ্যা কথিতেতি যোজ্যং। ভক্তাশ্রয়ায়াঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ায়া এব রতে রস্যমানতয়া নির্দ্দিশ্যত্বাৎ। ভক্তবিষয়শ্রীকৃষ্ণরতেস্তু তত্রোদ্দীপনত্বাৎ। প্রিয়ায়া ভাবঃ প্রিয়তেতি নিরুক্তেঃ। ত্বতয়ো গুণ বচনস্যেতি পুংবত্বং তদুক্তং কাতন্ত্রবিস্তরে গুণগ্রহণেনাত্র জাতি সংজ্ঞায়া নিবৃত্তিঃ ক্রিয়তে। তেন পাচিকায়াঃ পাচকত্বমিত্যাদি। সাচ মধুরা পরপর্য্যায়েতি মধুরানাম্নীত্যর্থঃ। চিরমিত্যাদি বক্ষ্যমাণমুদাহরণন্তু একাংশেন জ্ঞেয়ং॥ ২০॥

হরি এবং মৃগাক্ষী রমণীর পরস্পর স্মরণ দর্শন প্রভৃতি অষ্ট বিধ সম্ভোগের আদিকারণের নাম প্রিয়তা। এই প্রিয়তার আর একটী নাম মধুরা। ইহাতে কটাক্ষ, ভ্রূক্ষেপ, প্রিয়বাক্য এবং হাস্য প্রভৃতি হইয়া থাকে॥

যথা গোবিন্দবিলাসে॥

চিরকাল উৎকণ্ঠিতমনা রাধা শ্রীমাধবের নির্জন নিরীক্ষণ জনিত প্রত্যাশা পল্লব যুক্ত হউক॥ ২০॥

যথোত্তরমসৌ স্বাদবিশেষোল্লাসময্যপি।
রতি র্বাসনয়া সাদ্বী ভাষতে ক্বাপি কস্যচিৎ ॥ ২১ ॥
ইতি মুখ্যা ॥
অথ গৌণী ॥
বিভাবোৎকর্ষজোভাববিশেষো যোঽনুগৃহ্যতে।

তদেবং পঞ্চবিধাং রতিং নিরূপ্যাশঙ্কতে। নম্বাসাং রতীনাং তারতম্যং সাম্যং বা মতং। তত্রাদ্যে সর্ব্বেষামেকত্রৈব প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ দ্বিতীয়েচ কস্যচিৎ কচিৎ প্রবৃত্তৌ কিং কারণং তত্রাহ যথোত্তরমিতি যথোত্তরমুত্তর ক্রমেণ সাদ্বী অভিরুচিতা নম্বত্র বিবেক্তা কতমঃ স্যাৎ নির্ব্বাসন একবাসনো বহুবাসনো বা। তত্রাদ্যয়োরন্যতর স্বাদাভাবাদ্বিবেক্তৃত্বং ন ঘটত এব অন্ত্যস্য চ রসাভাষিতাপর্য্যবসানাম্নাস্তীতি সত্যং। তথাপ্যেকবাসনস্য এতদ্ঘটতে। রসান্তরস্যাপ্রত্যক্ষত্বেঽপি সদৃশ রসস্যো-পমানেন প্রমাণেন বিসদৃশ রসস্য তু সামগ্রী পরিপোষাপরিপোষ দর্শনাদনুমানেন চেতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

তদেবং মুখ্যা সপরিকরং সমাপ্য গৌণীমাহ অথেতি। বিভাবত্বমাত্রা-লম্বনত্বং। ভাব বিশেষস্যৈব তত্র তত্র প্রকটমুপলভ্যমানত্বাৎ সংকুচন্ত্যেবেতি

উত্তরোত্তর আস্বাদশালিনী ও বিশেষ উল্লাসময়ী স্বাদ-বিশিষ্ট হইয়া কোন স্থানে কাহার সম্বন্ধে প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

॥ * ॥ ইতি মুখ্যা ॥ * ॥

অথ গৌণী রতি ॥

সঙ্কোচময়ী রতি দ্বারা বিভাব অর্থাৎ আলম্বন জনিত যে কোন ভাব বিশেষ স্বয়ং প্রকাশ পায়, তাহার নাম

সংকুচন্ত্যা স্বয়ং রত্যা সা গৌণী রতিরুচ্যতে।
হাসো বিস্ময় উৎসাহঃ শোকং ক্রোধো ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা চেত্যসৌ ভাববিশেষঃ সপ্তধোদিতঃ ॥ ২২ ॥
অপি কৃষ্ণবিভাবত্বমাদ্যষট্কস্য সম্ভবেৎ।
স্যাদ্দেহাদিবিভাবত্বং সপ্তমাস্তু রতের্বশাৎ ॥ ২৩ ॥
হাসাদাবত্র ভিন্নেঽপি শুদ্ধসত্ত্ববিশেষতঃ।

সা রতিরিতি ভাবঃ অনুগৃহ্যতে প্রকটীক্রিয়তে সা গৌণী রতিরুচ্যতে ইতি। সোঽপি ভাববিশেষো রতিরুচ্যতে কিন্তু সা যষ্ঠাঃ ক্রোশন্তীতিবৎ গৌণী ঔপচারিকীত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

অপীতি বিভাবত্বমত্রালম্বনত্বং। রতের্মুখ্যায়া বশাদাদ্যষট্কস্য হাসাদি-ভয়পর্য্যন্তস্য কৃষ্ণবিভাবত্বমপি সম্ভবেৎ তস্য তত্রাপি যোগ্যত্বাদথ রতে-র্বশাদেব সপ্তম্যা জুগুপ্সায়াস্তু দেহাদিবিভাবত্বমেব সম্ভবেৎ নতু কৃষ্ণবিভাবত্বং তদযোগ্যত্বাৎ ॥ ২৩ ॥

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষতঃ স্বার্থায়া রতেঃ। পরার্থায়াস্তস্যা এব পরার্থত্বং

গৌণী রতি। হাস্য, বিস্ময়, উৎসাহ, শোক, ক্রোধ, ভয় এবং জুগুপ্সা অর্থাৎ নিন্দা এই সাত প্রকারকে ভাব বিশেষ বলা যায় ॥ ২২ ॥

মুখ্যা রতির অধীন প্রযুক্ত হাস্য আদি ভয় পর্য্যন্ত এই ছয়টী ভাব দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আলম্বনত্ব সম্ভব হয়, আর সাধা-রণ রতির অধীন বলিয়া সপ্তমী যে জুগুপ্সা তাহাতে শ্রীকৃ-ষ্ণের আলম্বনত্ব হইতে পারে না, তাহাতে কেবল দেহাদি-মাত্রের আলম্বনত্ব সম্ভব হয় ॥ ২৩ ॥

স্বার্থা রতি হইতে হাসাদি ভাব সকল ভিন্ন হইলেও

পরার্থায়া রতে র্যোগাদ্রতিশব্দঃ প্রযুজ্যতে ॥ ২৪ ॥
হাসোত্তরা রতি র্যা স্যাৎ সা হাসরতিরুচ্যতে।
এবং বিস্ময়রত্যাদ্যা বিজ্ঞেয়া রতয়শ্চ ষট্।
কঞ্চিৎ কালং কচিদ্ভক্তে হাসাদ্যাঃ স্থায়িতাময়ী।
রত্যা চারুকৃতা যান্তি তল্লীলাদ্যনুসারতঃ।
তস্মাদনিয়তাধারাঃ সপ্ত সাময়িকা ইমে ॥ ২৫ ॥
সহজা অপি লীয়ন্তে বলিষ্ঠেন তিরস্কৃতাঃ ॥ ২৬ ॥

প্রাপ্তায়াঃ ॥ ২৪ ॥

তদেবং গৌণীনাং সতীনাং হাসাদয়.এব সংজ্ঞাঃ। পরার্থায়াস্তহাসরত্যা-দয় ইত্যাহ হাসোত্তরেতি ॥ ২৫ ॥

সহজা অপীতি যদি সহজাঃ স্যু স্তথাপীত্যর্থঃ। বলিষ্ঠেন রত্যাথ-তদ্বিবোধি-

---

পরার্থা রতি যোগ হেতু ঐ হাসাদিতে রতিশব্দ প্রয়োগ হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

যে রতির উত্তরে হাস্য আছে তাহাকে হাস রতি বলা যায়, এই প্রকার বিস্ময়াদি ছয়টী রতিতে রতিশব্দ জানিতে হইবে অর্থাৎ যে রতির উত্তরে বিস্ময় আছে তাহাকে বিস্ময় রতি বলে, এইরূপ হাস্য প্রভৃতি সমুদায় গৌণী রতি ॥

হাসাদি তত্তল্লীলার অনুসারে রতি দ্বারা মনোহরত্ব লাভ করিয়া কোন সময়ে কোন ভক্তে স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয়, এ নিমিত্ত এই সাতটীর ধারাবাহিকত্ব নাই এবং ইহারা সময় বিশেষে প্রকাশ পায় ॥ ২৫ ॥

সহজ অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ ভাবও বিরোধি ভাবদ্বারা তির-

কাপ্যব্যভিচরন্তী সা স্বাধারান্ স্বস্বরূপতঃ।
রতিরাত্যন্তিকস্থায়ী ভাবো ভক্তজনেঽখিলে।
স্যুরেতস্মাদ্বিনা ভাবাস্তবাঃ সর্ব্বে নিরর্থকাঃ ॥ ২৭ ॥
বিপক্ষাদিষু যাস্তোঽপি ক্রোধাদ্যাঃ স্থায়িতাং সদা।
লভন্তে রতিশূন্যত্বান্ন ভক্তিরসযোগ্যতাং ॥ ২৮ ॥
অবিরুদ্ধৈরপি স্পৃষ্টা ভাবৈঃ সঞ্চারিণোঽখিলাঃ।

ভাবেনেতি শেষঃ ॥ ২৬ ॥

রতিরেব স্বস্বরূপেণ স্বাধারান্ অব্যভিচরন্তী অনতিক্রামন্তী আত্যন্তিক-স্থায্যাখ্যো ভাবঃ স্যাৎ। স্বাধারাদিতি পঞ্চম্যন্তো বা পাঠঃ ॥ ২৭ ॥

রতিশূন্যত্বাদ্রতিরিক্তত্বাৎ। রত্যাভাসস্যাপি সম্ভাবনা নাস্তীতি তদ্বিরো-ধিত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

যেন স্পৃষ্টা লীয়ন্তে তস্য বিরুদ্ধত্বাপত্তেরবিরুদ্ধৈরপি স্পৃষ্টা ইতি। নঞ্ ভিন্ন-ক্রমে অসূর্য্যম্পশ্যা রাজদারা ইতিবৎ বিরুদ্ধৈরপ্যস্পৃষ্টাঃ কালব্যবধানেন

স্কৃত হইয়া লয় প্রাপ্ত হয় ॥ ২৬ ॥

যে রতি স্বীয় স্বরূপ দ্বারা আপনার আধারকে অতিক্রম না করে, সেই রতিই নিখিল ভক্তজনে আত্যন্তিক স্থায়িভাব বলিয়া পরিণত হয়। এই ভাব ব্যতিরেকে সমুদায় ভাব নিরর্থক ॥ ২৭ ॥

বিপক্ষাদি গত হইয়া ক্রোধাদি ভাব সর্ব্বদা স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু রতিশূন্য বলিয়া ভক্তিরসে যোগ্য হইতে পারে না ॥ ২৮ ॥

নির্ব্বেদাদি অখিল সঞ্চারী ভাব সকল অবিরুদ্ধ ভাব সমূহ দ্বারা অস্পৃষ্ট হইলেও বিলয় প্রাপ্ত হয়, কখন স্থায়িত্ব

নির্ব্বেদাদ্যা বিলীয়ন্তে নার্হন্তি স্থায়িতাং ততঃ॥ ২৯ ॥
ইত্যতো মতিগর্ব্বাদিভাবানাং ঘটতে নহি।
স্থায়িতা কৈশ্চিদিষ্টাপি প্রমাণং তত্র তদ্বিদঃ।
সপ্ত হাসাদয়স্ত্বেতে তৈস্তৈর্নীতাঃ সুপুষ্টতাং।
ভক্তেষু স্থায়িতাং যান্তো রুচিরেভ্যো বিতন্বতে॥
তথাচোক্তং॥
অষ্টানামেব ভাবানাং সংস্কারাধায়িতা মতাঃ।
তত্তিরস্কৃতসংস্কারাঃ পরে ন স্থায়িতোচিতাঃ॥

স্বতোহপি লীয়ন্ত ইত্যর্থঃ॥ ২৯॥

নন্বিদমস্মাকমনুভববিরুদ্ধং তত্রাহ প্রমাণং তত্র তদ্বিদ ইতি। তদ্বিদো ভরতাদ্যাঃ॥ ৩০॥

প্রাপ্ত হয় না॥ ২৯॥

এই হেতু মতি ও গর্ব্বাদিভাব সকলের স্থায়িত্ব ঘটে না, যদি কেহ তাহার স্থায়িত্ব অভিলাষ করেন, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে ভরত মুনির মত থাকা আবশ্যক॥

হাসাদি সাতটী পূর্ব্বোক্ত বিভাবাদি ভাবসমূহ-দ্বারা পুষ্ট হইয়া ভক্ত সকলে স্থায়িত্ব লাভ করত সেই সকল ভক্তে রুচি বিস্তার করে॥

প্রাচীনদিগের মত যথা॥

শুদ্ধ পঞ্চভাব মুখ্যত্ব প্রযুক্ত এক এবং হাসাদি সাত, এই আট ভাব সংস্কারের স্থাপক, এই আট ভাব দ্বারা অন্যান্য ভাবের সংস্কার তিরস্কৃত হওয়াতে তাহাদের স্থায়িত্ব উচিত হয় না॥

তত্র হাসরতিঃ ॥

চেতো বিকাশো হাসঃ স্যাদ্বাগ্বেশেহাদিবৈকৃতাৎ।
স্বদৃগ্‌বিকাসনাসৌষ্ঠকপোলস্পন্দনাদিকৃৎ ॥ ৩০ ।
কৃষ্ণসম্বন্ধিচেষ্টোত্থঃ স্বয়ং সংকুচদাত্মনা।
রত্যানুগৃহ্যমাণোহয়ং হাসো হাসরতির্ভবেৎ ॥ ৩১ ॥

যথা ॥

পূর্ব্বং হাসোত্তরেত্যাদিনা হাসাদ্যাবৃতায়া রতে র্হাসরত্যাদীতি সংজ্ঞত্ব-মুক্তং। সংপ্রতিতু রত্যারোপিতত্বেন স্বীয় ধর্ম্মেণানুগৃহ্যমাণত্বাদ্ধাসাদয়োঽপি রত্যাদিনা ব্যবহ্রিয়ন্ত ইত্যাহ কৃষ্ণেতি। হাসে রতিরিব হাসরতিরিতি পুরুষ ব্যাঘ্র ইতিবৎ‌সমাসঃ। পূর্ব্বা হাসরতিরিতি শাকপার্থিবাদিঃ। সঙ্কুচ-দাত্মনা রত্যানুগৃহ্যমাণ ইত্যত্র হেতুমাহ কৃষ্ণসম্বন্ধিচেষ্টোত্থ ইতি। তচ্চেষ্টা-জাতসুখবিশেষেণ ব্যাপ্ততয়েতি ভাবঃ। যত্রতু কৃষ্ণ-বিরোধি-চেষ্টাবৈকল্প-প্যোত্থঃ স্যাত্তত্রাপি ভাবিতন্নাশককৃষ্ণচেষ্টাভাবেনৈব হেতুঃ স্যাদিতি। এব-মন্যত্রাপি যোজ্যং ॥ ৩১ ॥

তন্মধ্যে হাসরতি যথা ॥

বাক্য, বেশ ও চেষ্টাদির বিকৃতি প্রযুক্ত চিত্ত বিকাশ-কারী হাস্য হয়, ইহাতে স্বীয় নেত্রের প্রকাশ এবং নাসা,ওষ্ঠ ও কপোলের স্পন্দনাদি হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

এই হাস কৃষ্ণসম্বন্ধি চেষ্টা দ্বারা উৎপন্ন এবং স্বয়ং সঙ্কোচময়ী রতিকর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইয়া হাসরতি বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩১ ॥

যথা ॥

ময়া দৃগপি নার্পিতা সুমুখি দধ্নি তুভ্যং শপে
সখী তব নিরর্গলা তদপি মে মুখং জিঘ্রতি।
প্রসাধি তদিমাং মুধা চ্ছলিতসাধুমিত্যুচ্যতে
বদত্যজনি দূতিকা হসিতরোধনে ন ক্ষমা ॥ ৩২ ॥

অথ বিস্ময়রতি ॥

লোকোত্তরার্থবীক্ষাদে র্বিস্ময়শ্চিত্তবিস্তৃতিঃ।
অত্র স্যুর্নেত্রবিস্তারসাধূক্তিপুলকাদয়ঃ।

ময়া দৃগপীতি বনমধ্যে দেবপূজাব্যাজেন দধ্যাদীন্যবতার্য্য পুষ্পাদ্যবচয়নার্থমিতস্ততঃ ক্রীড়ন্তীষু তাসু দধিসমীপে রহসি দধিরক্ষার্থং রক্ষিতদূতীপ্রাপিতয়া কয়াচিল্লীলায়মানস্ত তস্ত শ্রীকৃষ্ণস্ত কস্মাদাগতাং বামাং সখীং প্রতি ছলোক্তিঃ। জরতীতি বধূরিতি পাঠৌ নেষ্টঃ। কিন্তু সুমুখীত্যেব পাঠঃ। ভয়ানকেন হাস্তাচ্ছাদনাৎ ॥ ৩২ ॥

চিত্তস্য বিস্তৃতিঃ কিমদমিতি নানাগতিঃ চেতোবিকাশো হাস ইত্যত্র

সুমুখি! তোমার শপথ করিয়া বলিতেছি আমি দধির প্রতি দৃষ্টি মাত্রও নিক্ষেপ করি নাই, তথাপি তোমার এই নির্লজ্জা সখী (রাধা) আমার মুখের আঘ্রাণ লইতেছেন অতএব ছল পূর্ব্বক মিথ্যা সাধুতা প্রদর্শন কারিণী ইহাঁকে নিবারণ কর, শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে দূতী আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না ॥ ৩২ ॥

অথ বিস্ময় রতি ॥

অলৌকিক বিষয় দর্শনে চিত্তের যে বিস্তার, তাহার নাম বিস্ময়। ইহাতে নেত্র বিস্ফার, সাধুক্তি ও পুলকাদি হইয়া

পূর্ব্বোক্তরীত্যা নিষ্পন্নঃ স বিস্ময়রতি র্ভবেৎ ॥

যথা ॥

গবাং গোপালানামপি শিশুগণঃ পীতবসনো
লসচ্ছ্রীবৎসাঙ্কঃ পৃথুভুজচতুষ্কৈর্দ্ধৃতরুচিঃ।
কৃতস্তোত্রারম্ভঃ সবিধিভিরজাণ্ডালিভিরলং
পরব্রহ্মোল্লাসান্ বহতি কিমিদং হন্ত কিমিদং ॥ ৩৩ ॥

অথোৎসাহরতিঃ ॥

স্থেয়সী সাধুভিঃ শ্লাঘ্যফলে যুদ্ধাদিকর্ম্মণি।
সত্বরা মানসাসক্তিরুৎসাহ ইতি কীর্ত্ত্যতে ॥

বিকাশস্তু প্রকাশ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

যুদ্ধাদিকর্ম্মণীতি আদিপদেন যুদ্ধদানদয়াধর্ম্মা এব গৃহন্তে। স্বাভীষ্টকর্ম্মণীতি বা পাঠঃ ॥ ৩৪ ॥

থাকে। পূর্ব্বোক্ত রীতি ক্রমে বিস্ময় রতি নিষ্পন্ন হয় ॥

যথা ॥

ব্রহ্মা, গো এবং গোপদিগের শিশুগণকে পীতবসন, শ্রীবৎসাঙ্ক, বিশাল ভুজচতুষ্টয়ে শোভমান এবং বহু বহু ব্রহ্মাণ্ডনাথ বিধিগণ কর্ত্তৃক অতিশয় রূপে স্তূয়মান হওত পর ব্রহ্মের উল্লাস প্রকাশ করিতে দেখিয়া, হায়! একি একি এই বলিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥

অথ উৎসাহরতি ॥

সাধুগণ কর্ত্তৃক যাহার ফল প্রশংসিত হয় এরূপ যুদ্ধাদি কর্ম্মে ত্বরার সহিত যে স্থিরতর মনের আসক্তি তাহার নাম উৎসাহ। ইহাতে কালের অনপেক্ষণ অর্থাৎ কালাপেক্ষা না

কালানপেক্ষণং তত্র ধৈর্য্যত্যাগোদ্যমাদয়ঃ ।
সিদ্ধঃ পূর্ব্বোক্ত বিধিনা স উৎসাহ রতির্ভবেৎ ॥

যথা ॥

কালিন্দীতটভুবি পত্রশৃঙ্গবংশী
নিক্বাণৈরিহ মুখরীকৃতাম্বরায়াং ।
বিস্ফূর্জন্নঘদমনেন যোদ্ধুকামঃ
শ্রীদামা পরিকরমুদ্ভটং ববন্ধ ॥ ৩৪ ॥

অথ শোকরতিঃ ॥

শোকস্ত্বিষ্টবিয়োগাদ্যৈশ্চিত্তক্লেশভরঃ স্মৃতঃ ।
বিলাপ-পাত-নিশ্বাস-মুখশোষ-ভ্রমাদিকৃৎ ।

চিত্তক্লেশভর ইতি প্রিয়স্য নাশ ভাবনাময়ত্বাৎ পরমাতিশয়িচিত্তক্লেশ-

---

করা, ধৈর্য্যত্যাগ এবং উদ্যম প্রভৃতি হয়। পূর্ব্বোক্ত বিধানে সিদ্ধ হয় বলিয়া ইহাকে উৎসাহ রতি বলে ॥

যথা ॥

কালিন্দীতটভূমিতে পত্র, শৃঙ্গ ও বংশীর ধ্বনি হইতেছিল, তদ্দ্বারা গগণমণ্ডল শব্দায়মান হইলে, অঘদমন শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া গর্জ্জনপূর্ব্বক শ্রীদাম দৃঢ়রূপে পরিকর (কটি বন্ধন) বন্ধন করিলেন ॥ ৩৪ ॥

অথ শোকরতি ॥

ইষ্ট বিয়োগ নিমিত্ত চিত্তের যে ক্লেশাতিশয় তাহাকে শোক বলে। ইহাতে বিলাপ, পতন, নিশ্বাস ,মুখশোষ ও ভ্রামাদি উৎপন্ন হয়, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সম্পন্ন হইলে ইহা

পূর্ব্বোক্ত বিধিনৈবায়ং সিদ্ধঃ শোকরতির্ভবেৎ ॥

যথা শ্রীদশমে ॥

রুদিতমনু নিশম্য তত্র গোপ্যো

ভৃশমনুরক্তধিয়োঽশ্রুপূর্ণমুখ্যঃ।

রুরুদুরনুপলভ্য নন্দসূনুং

পবন উপারতপাংশুবর্ষবেগে ॥ ৩৫ ॥

যথা বা ॥

অবলোক্য ফণীন্দ্রযন্ত্রিতং

তনয়ং প্রাণসহস্রবল্লভং।

হৃদয়ং ন বিদীর্য্যতি দ্বিধা

ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

অবলোক্যেতি শ্রীব্রজেশ্বরঃ স্বয়মেব স্বং নিন্দতি ॥ ৩৬ ॥

শোক রতি হয় ॥

যথা শ্রীদশমে ৭ অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে ॥

অনন্তর কক্ষণ পরে যখন পবনের ধূলিবর্ষণ বেগ উপরত হইল তখন গোপীগণ রোদনের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ব্যস্ত সমস্তে সেই স্থানে যশোদার নিকট আগমন করিলেন এবং নন্দনন্দনকে দেখিতে না পাওয়াতে সন্তপ্তচিত্ত তথা অশ্রু-জল পূর্ণমুখ হইয়া আর্ত্তস্বরে রোদন আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৫ ॥

যথা ॥

যশোদা শোকাকুল চিত্তে কহিলেন, সহস্র প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম তনয়কে যখন কালিয়নাগের ভোগ দ্বারা বন্ধন-

ধিগিমাং মর্ত্যতনোঃ কঠোরতাং ॥

অথ ক্রোধরতিঃ ॥

প্রাতিকূল্যাদিভিশ্চিত্তজ্বলনং ক্রোধ ঈর্য্যতে।
পারুষ্য ভ্রুকুটীনেত্র লৌহিত্যাদি বিকারকৃৎ।
এতং পূর্ব্বোক্তবৎ সিদ্ধং বিদুঃ ক্রোধরতিং বুধাঃ।
দ্বিধাঽসৌ কৃষ্ণতদ্বৈরি বিভাবত্বেন কীর্ত্তিতা ॥ ৩৬ ॥

তত্র কৃষ্ণবিভাবা যথা ॥

কণ্ঠসীমনি হরের্দ্যুতিভাজং
রাধিকামণিসরং পরিচিত্য।

কণ্ঠেতি। অত্র শ্বশ্রূমন্যায়াঃ জটিলায়াঃ ক্রোধঃ শ্রীকৃষ্ণরতিমূলকত্বেনাপি

গ্রস্ত দেখিয়া আমার হৃদয় দ্বিধা হইয়া বিদীর্ণ হইল না, তখন মর্ত্যদেহের কঠোরতাকে ধিক্ ॥

অথ ক্রোধরতি ॥

প্রতিকূল ভাবদ্বারা চিত্তের যে জ্বলন তাহাকে ক্রোধ কহে। ইহাতে কঠোরতা, ভ্রূকুটী এবং নেত্রলৌহিত্যাদি বিকার হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত রূপে সম্পন্ন হইলে পণ্ডিত-গণ ইহাকে ক্রোধরতি কহেন ॥

এই ক্রোধ রতি কৃষ্ণবিভাব এবং কৃষ্ণবৈরিবিভাব ভেদে দুই প্রকার হয় ॥ ৩৬ ॥

তন্মধ্যে কৃষ্ণবিভাব যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠদেশে শ্রীরাধার তেজোময় মণিহার চিনিতে

তং চিরেণ জটিলা বিকটভ্রূ
ভঙ্গভীমতরদৃষ্টি দদর্শ ॥ ৩৭ ॥
তদ্বৈরিবিভাবা যথা ॥
অথ কংসসহোদরোগ্রদাবে
হরিমভ্যুদ্যতি তীব্রহেতিভাজি।
রভসাদলিকাম্বরে প্রলম্ব
দ্বিষতো হভূদ্ ভ্রুকুটী পয়োদরেখা ॥
অথ ভয়রতিঃ ॥
ভয়ং চিত্তাতিচাঞ্চল্যং মন্তুঘোরেক্ষণাদিভিঃ।

সম্ভবতি শ্রীকৃষ্ণস্যাপি মঙ্গলকামনয়া স্ববধূসম্বন্ধনিবর্ত্তনাৎ। এবং সর্ব্বত্র জ্ঞেয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অথ কংসেতি হেতিরস্ত্রং আলাচ অলিকং ললাটং ॥ ৩৮ ॥

পারিয়া জটিলা বিকট ভ্রূভঙ্গে ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিতে লাগিল ॥ ৩৭ ॥

কৃষ্ণবৈরিবিভাব যথা ॥

রঙ্গক্ষেত্রে কংস সহোদর কঙ্কন্যগ্রোধ প্রভৃতির তীব্রজ্বালাশালি বনাগ্নিতে শ্রীকৃষ্ণকে পরিবেষ্টিত দেখিয়া প্রলম্বদ্বেষী বলদেবের ললাটরূপ গগণে ভ্রুকুটী স্বরূপ মেঘশ্রেণী প্রকাশ পাইয়াছিল ॥

অথ ভয়রতি ॥

অপরাধ ও ঘোর দর্শনাদি দ্বারা চিত্তের অতিশয় চাঞ্চল্যের নাম ভয়, ইহাতে আত্মগোপন হৃদয়শোষ, পলায়ন

আত্মগোপন হৃচ্ছোষ বিদ্রবভ্রমণাদিকৃৎ।
নিষ্পন্নং পূর্ব্ববদিদং বুধা ভয়রতিং বিদুঃ।
এষাপি ক্রোধরতিবদ্দ্বিবিধা কথিতা বুধৈঃ॥
তত্র কৃষ্ণবিভাবজা যথা॥
যাচিতঃ পটিমভিঃ স্যমন্তকং
শৌরিণা সদসি গান্ধিনীসুতঃ।
বস্ত্রগূঢ়মণিরেষ মূঢ়ধী
স্তত্র শুষ্যদধরঃ ক্লমং যযৌ॥
দুষ্টবিভাবজা যথা॥
ভৈরবং রুবতি হন্ত গোকুল
দ্বারি বারিদনিভে বৃষাসুরে।
পুত্রগুপ্তিধৃতযত্নবৈভবা
কম্প্রমূর্ত্তিরভবদ্ব্রজেশ্বরী॥ ৩৮॥

এবং ভ্রমণাদি হইয়া থাকে। পূর্ব্ববৎ নিষ্পন্ন হইলে পণ্ডিতগণ ইহাকে ভয়রতি বলেন। ইহাও ক্রোধরতির ন্যায় দুই প্রকার হয়॥

তন্মধ্যে কৃষ্ণবিভাবজনিত ভয়রতি যথা॥

শ্রীকৃষ্ণ চাতুরি দ্বারা সভামধ্যে অক্রূরকে স্যমন্তকমণি যাজ্ঞা করিলে অক্রূর ঐ মণি বস্ত্রাচ্ছাদন করিয়া ভ্রান্তবুদ্ধি ও শুষ্কবদনে ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥

দুষ্ট বিভাবজনিত ভয়রতি যথা॥

বারিদ সদৃশ বৃষাসুর গোকুলের দ্বারে ভয়ঙ্কর গর্জন করিলে, পুত্র রক্ষায় যত্নবতী ব্রজেশ্বরী কম্পিত মূর্ত্তি হইয়াছিলেন॥৩৮

অথ জুগুপ্সা রতিঃ॥

জুগুপ্সা স্যাদহৃদ্যানুভবাচ্চিত্তনিমীলনং।
তত্র নিষ্ঠীবনং বক্ত্রকূণনং কুৎসনাদয়ঃ।
রতেরনুগ্রহাজ্জাতা সা জুগুপ্সা রতির্মতা॥

যথা॥

যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে
নব নব রসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্য্যমাণে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ॥ ৩৯॥

বক্ত্রকূণনং মুখস্য কুটিলীকরণং॥ ৩৯॥

অথ জুগুপ্সা রতি॥

নিন্দিত বিষয় হইতে চিত্তের যে সঙ্কোচ তাহার নাম জুগুপ্সা। ইহাতে নিষ্ঠীবন (থুঁতু ফেলা) মুখ কুটিলীকরণ এবং কুৎসন প্রভৃতি হইয়া থাকে॥

রতির অনুগ্রহ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে জুগুপ্সা রতি বলে॥

যথা॥

যে অবধি আমার মন নব নব রসের আলয় স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ চরণারবিন্দে রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেই অবধি নারী-সঙ্গম স্মরণ হওয়ায় আমার মুখবিকৃতি ও নিষ্ঠীবন হই-তেছে॥ ৩৯॥

রতিস্থাৎ প্রথমৈকৈব সপ্ত হাসাদয়স্তথা।
ইত্যষ্টৌ স্থায়িনো যাবদ্রসাবস্থাং নসংশ্রিতাঃ॥ ৪০॥
চেৎ স্বতন্ত্রা স্ত্রয়স্ত্রিংশত্তবেয়ুর্ব্যভিচারিণঃ।
ইহাষ্টৌ সাত্ত্বিকাশ্চেতে ভাবাখ্যা স্তানসংখ্যকাঃ॥ ৪১॥
কৃষ্ণান্বয়াদ্‌গুণাতীত প্রৌঢ়ানন্দময়া অপি।
ভান্ত্যমী ত্রিগুণোৎপন্ন সুখ দুঃখ ময়া ইব।

প্রথমা মুখ্যা যাবদিতি রসাবস্থায়াং তু রসা এবোচ্যন্তে ইত্যর্থঃ॥ ৪০॥

স্বতন্ত্রাঃ স্থায্যঙ্গতয়া রসাস্বতামাগতাশ্চেত্তবেয়ু স্তদা ব্যভিচারিণস্ত্রয়স্ত্রিংশৎ। তানা ঊনপঞ্চাশৎ তৎ সংখ্যকাঃ॥ ৪১॥

কৃষ্ণান্বয়াদিতাস্যায়মর্থঃ কৃষ্ণস্ফুরণময়ত্বাদ্ধর্ষাদয় স্তাবদপ্রাকৃত সুখময়া এব কিন্তু তদন্বয়াৎ বিষাদাদয়শ্চ তাদৃশ সুখময়া এব বক্তব্যাঃ। দুঃখময়ত্বেন

রতি প্রযুক্ত এক মুখ্যা রতি এবং হাসাদি সাত, এই আটটী স্থায়ীভাব রসাবস্থাকে আশ্রয় করে না॥ ৪০॥

যদি স্থায়ীভাবের অঙ্গরূপে রসবত্তা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তেত্রিশটী ব্যভিচারী এবং এই আটটী ও সাত্ত্বিক আটটী একত্র মিলিত হইয়া ভাব সংজ্ঞা লাভ করত ঊনপঞ্চাশৎ সংখ্যক হয়॥ ৪১॥

এই ঊনপঞ্চাশৎ ভাব কৃষ্ণস্ফূর্ত্তিময়ত্ব প্রযুক্ত গুণাতীত এবং অতিশয় আনন্দময় হইলেও ত্রিগুণোৎপন্ন সুখ দুঃখ বিশিষ্টের ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকে॥

এই সকলের মধ্যে লজ্জা, বোধ এবং উৎসাহাদি সাত্ত্বিকের ন্যায় তথা গর্ব্ব, হর্ষ সুপ্তি ও হাসাদি রাজসের ন্যায়

তত্র স্ফুরন্তি হ্রীবোধোৎসাহাদ্যাঃ সাত্ত্বিকা ইব।
তথা রাজসবদ্গর্ব্ব হর্ষ সুপ্তি হসাদয়ঃ।
বিষাদ দীনতা মোহ শোকাদ্যা স্তামসা ইব ॥ ৪২ ॥
প্রায়ঃ সুখময়াঃ শীতা উষ্ণা দুঃখময়া ইহ।

তেষাং স্ফুরণন্তু তদপ্রাপ্ত্যাদি ভাবনা রূপেপোপাধিনোপাদানেনৈব জায়তে কৃষ্ণস্ফুরণন্তু তত্র নিমিত্ত মাত্রং ভক্তানামারত্যাং তৎ প্রাপ্ত্যাদয়স্ত্বাবশ্যকা এব প্রাপ্ত্যাদিষুচ জাতেষু তদ্ভাবনারূপস্যোপাধেরুপাদানস্যাপগমাদ্ধর্ষস্থ পোষণাচ্চ বুভুক্ষাদিবদ্বিষাদাদয়োঽপি সুখময়ত্বেনৈব স্ফুরন্তীতি দুঃখময়া ইব নতু দুঃখ ময়াঃ। তেচ ভক্তগতে সুখ দুঃখে অভক্তানাং ত্রিগুণোৎপন্নে এতে ইতি প্রতীত্যাস্পদে ভবতঃ বস্তু তস্তু ন তাদৃশে যথোক্তমেকাদশে। কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানমিত্যাদৌ মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতমিতি ॥ ৪২ ॥

প্রায়ো বিতর্কে শীতা হর্ষাদয়ঃ। উষ্ণা বিষাদাদয়ঃ রতেঃ স্বত উষ্ণত্বন্তু উৎকণ্ঠা শঙ্কা প্রধানত্বাৎ। যথোক্তং। অদৃষ্টে দর্শনোৎকণ্ঠা দৃষ্টে বিচ্ছেদ

এবং বিষাদ, দীনতা, মোহ ও শোকাদি তামসের ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

এ স্থলে শীত স্বরূপা হর্ষাদি ভাব প্রায় সুখময় এবং উষ্ণ স্বরূপ বিষাদাদি ভাব প্রায় দুঃখময় হয়, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে উষ্ণা রতি নিবিড় পরমানন্দ স্বরূপ ॥

তাৎপর্য্য, রতিতে উৎকণ্ঠা এবং শঙ্কার প্রাধান্য বলিয়া স্বভাবতই রতির উষ্ণত্ব হয়।

এই বিষয়ে প্রাচীনদিগের বাক্য এই যে, হে ভগবন্! তোমাকে দেখিতে না পাইলে দর্শনোৎকণ্ঠা উৎপন্ন হয় এবং দেখিতে পাইলে বিচ্ছেদের ভয় জন্মে অতএব তুমি দর্শন ও

চিত্রেয়ং পরমানন্দ সান্দ্রাপ্যুষ্ণা রতির্মতা ॥ ৪৩ ॥
শীতৈর্ভাবৈ র্বলিষ্ঠৈস্তু পুষ্টা শীতায়তেহসৌ।
উষ্ণৈস্তু রতিরত্যুষ্ণা তাপয়ন্তীব ভাসতে।
বিপ্রলম্ভে ততো দুঃখভরাভাসকৃদুচ্যতে ॥ ৪৪ ॥
রতির্দ্বিধাপি কৃষ্ণাদ্যৈঃ শ্রুতৈরবগতৈঃ স্মৃতৈঃ।

ভীরুতা নাদৃষ্টেন নদৃষ্টেন ভবতা লভ্যতে সুখমিতি ॥ ৫৩॥

শীতৈর্ভাবৈঃ শীতায়তে হর্ষাদিভিঃ সহাভেদং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। উষ্ণৈরিতি স্বস্যাত্যুষ্ণত্বাভাবায় স্বয়ং তাপয়তি কিন্তূষ্ণৈ র্বিষাদাদিভি র্ভাবৈরত্যুষ্ণেব সতী তাপয়ন্তীব ভাসতে প্রতীয়তে বিয়োগাদ্যুত্থানাং তেষাং গুণা এব তস্যামারোপ্যন্ত ইত্যর্থঃ। যথাযোগরাজাদ্যাহ্বয়ং বহুগুণমৌষধং তত্তদনুপদ্রব্যৈরিবেতি ভাবঃ। আভাসত্বমাদ্যস্তয়োরস্থায়িত্বাৎ বিয়োগলক্ষণমুপাধিমন্বেব মধ্যেঽন্যথা প্রতীয়মানত্বাৎ ॥ ৪৪ ॥

মুখ্যা গৌণী বিভেদেন দ্বিধা অভিনয়াদৌ কৃষ্ণত্বাদিনাবগতৈঃ। যদ্ভিঃ

অদর্শনে কোন কালেই সুখ প্রদান কর না। ॥ ৪৩ ॥

উষ্ণা রতি বলিষ্ঠ শীতাদি ভাব দ্বারা পুষ্ট হইয়া শীতা হয় অর্থাৎ হর্ষাদির সহিত অভেদ প্রাপ্ত হয় এবং উষ্ণা রতি অত্যন্ত উষ্ণত্বের অভাব প্রযুক্ত স্বয়ং তাপ দিতে পারে না, কিন্তু বিষাদাদি অত্যুষ্ণ ভাবের সহিত মিলিত হইলে অত্যুষ্ণের ন্যায় হইয়া তাপ প্রদান করত প্রকাশ পাইয়া থাকে। অপর এই উষ্ণা রতি বিপ্রলম্ভে দুঃখাতিশয়ের আভাস মাত্র কারিণী হয় ॥ ৪৪ ॥

মুখ্য ও গৌণভেদে রতি দুই প্রকার হইলেও অভিনয়াদি

তৈর্বিভাবাদিতাং প্রাপ্তৈস্তদ্ভক্তেষু রসো ভবেৎ।
যথা দধ্যাদিকং দ্রব্যং শর্করামরিচাদিভিঃ।
সংযোজনবিশেষেণ রসালাখ্যো রসো ভবেৎ।
তদত্র সর্ব্বথা সাক্ষাৎ কৃষ্ণাদ্যনুভবাদ্ভুতঃ।
প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারো ভক্তৈঃ কোঽপ্যনুরস্যতে।
স রত্যাদিবিভাবাদ্যৈরেকীভাবময়োঽপি সন্।
স্ফুরত্তদ্বিশেষশ্চ তত্তদ্ভেদতো ভবেৎ।
যথাচোক্তং॥
প্রতীয়মানাঃ প্রথমং বিভাবাদ্যাস্তু ভাগশঃ।
গচ্ছন্তো রসরূপত্বং মিলিতা যান্ত্যখণ্ডতাং।

প্রাপ্নুবন্তি॥ ৪৫॥

স্থলে কৃষ্ণাদি রূপে শ্রুত, অবগত এবং স্মৃত দ্বারা বিভাবাদি প্রাপ্ত হইয়া ঐ রতি কৃষ্ণভক্তে রসস্বরূপ হয়। যেমন দধ্যাদি দ্রব্যে শর্করা ও মরীচাদি ভাগ বিশেষে সংযোজন হইলে রসালা নামে রস হয়। সেই রূপ এখানে কৃষ্ণাদির সাক্ষাৎ অনুভব হেতু ভক্তগণকর্ত্তৃক সর্ব্ব প্রকারে কোন অদ্ভুত গাঢ় আনন্দ চমৎকার রস আস্বাদনীয় হয়। ঐ রস রতি এবং বিভাবাদির একভাব স্বরূপ হইলেও সেই সেই বিভাবাদির প্রকাশ হেতু তত্তৎ বিশেষ রূপে জ্ঞেয় হয়॥

এই বিষয়ে প্রাচীনদিগের মত যথা॥

প্রথমে বিভাবাদি ভাব ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়, পরে একত্র মিলিত হইলে অখণ্ড রসরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে,

যথা মরীচখণ্ডাদেরেকীভাবে প্রপানকে ।
উল্লাসঃ কস্যচিৎ কাপি বিভাবাদেস্তথা রসে । ইতি ।
রতেঃ কারণভূতা যে কৃষ্ণকৃষ্ণপ্রিয়াদয়ঃ ।
স্তম্ভাদ্যাঃ কার্য্যভূতাশ্চ নির্ব্বেদাদ্যাঃ সহায়কাঃ ।
হিত্বা কারণকার্য্যাদিশব্দবাচ্যত্বমত্র তে ।
রসোদ্বোধে বিভাবাদিব্যপদেশত্বমাপ্নুয়ুঃ ॥ ৪৫ ॥
রতেস্তু তত্তদাস্বাদবিশেষায়াতিযোগ্যতাং ।
বিভাবয়ন্তী কুর্ব্বন্তীত্যুক্তা ধীরৈর্বিভাবকাঃ ॥ ৪৬ ॥

রতেস্থিতি। স্পষ্টতার্থমেবোক্তস্যাপ্যপকাদোঽয়ং বিভাবয়ন্তীত্যেব ব্যাচষ্টে রতেস্তু তত্তদাস্বাদ বিশেষায়াতিযোগ্যতাং কুর্ব্বন্তীতি পরত্রাপ্যেবমূহ্যেয়ং ॥ ৪৬ ॥

অর্থাৎ এক রসস্বরূপ হইয়া যায়, যেমন মরীচ ও শর্করা পানীয় দ্রব্যে একত্র মিশ্রিত হইলে কোথাও কাহারও সম্বন্ধে অন্য রূপ রস আস্বাদনীয় হয়, তদ্রূপ বিভাবাদির রস বিষয়ে আস্বাদ বিশেষ হইয়া থাকে ॥

যে সকল রতির কারণ স্বরূপ কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভক্তাদি, কার্য্য স্বরূপ স্তম্ভাদি ও সহায় রূপ নির্ব্বেদাদি, ইহারা সকল কার্য্য কারণ শব্দ বাচ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া রসকালীন বিভাবাদি আখ্যা প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৫ ॥

যে সকল ভাব রতির তত্তৎ আস্বাদ বিশেষে অতিশয় যোগ্যতা বিধান করে, পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে বিভাব নামে কীর্ত্তন করেন ॥ ৪৬ ॥

তাঞ্চানুভাবয়ন্ত্যন্তস্তম্বন্ত্যা স্বাদনির্ভরাং।
ইত্যুক্তা অনুভাবাস্তে কটাক্ষাদ্যাঃ সসাত্ত্বিকাঃ ॥ ৪৭ ॥
সঞ্চারয়ন্তি বৈচিত্রীং নয়ন্তে তাং তথাবিধাং।
যে নির্ব্বেদাদয়ো ভাবাস্তে তু সঞ্চারিণো মতাঃ ॥ ৪৮ ॥
এতেষাস্তু তথাভাবে ভগবৎকাব্যনাট্যয়োঃ।
সেবামাহুঃ পরং হেতুং কেচিত্তৎপক্ষরাগিণঃ ॥ ৪৯ ॥
কিন্তু তত্র স্বতুস্তর্কমাধুর্য্যাদ্ভুতসম্পদঃ।

তাং বিভাবিতাং রতিমনুভাবয়ন্তি অন্তর্মনস্যাস্বাদনির্ভরাং তথন্তি কুর্ব্বন্তীতি স্বয়ন্তেস্তদ্রূপেণাতিবিকাশাৎ ॥ ৪৭ ॥

তথাবিধাং বিভাবিতামনুভাবিতাঞ্চ ॥ ৪৮ ॥

তথাভাবে বিভাবাদিত্বে ॥ ৪৯ ॥

অস্যাঃ শ্রীভগবৎসম্বন্ধিন্যা। অয়ং বক্ষ্যমাণঃ প্রকারঃ ॥ ৫০ ॥

অপর যে সকল সাত্ত্বিক কটাক্ষাদি ভাব পূর্ব্বোক্ত বিভাবিতা রতিকে মনোমধ্যে আস্বাদাতিশয় অনুভব করায়, একারণ তাহাদিগকে অনুভাব বলে ॥ ৪৭ ॥

যে সকল নির্ব্বেদাদি ভাব বিভাবিতা রতিকে সঞ্চার করে এবং বিচিত্রতা প্রাপ্ত করায় এ নিমিত্ত তাহারা সঞ্চারী ভাব বলিয়া সম্মত হয় ॥ ৪৮ ॥

ভগবৎ সম্বন্ধীয় কাব্য নাট্য শাস্ত্রানুরাগিগণ সেবাকেই পরম কারণ বলিয়া থাকেন অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে রূপ সেবা করে তাহার সম্বন্ধে সেবারূপী ভাবোদয় হয় ॥ ৪৯ ॥

কিন্তু এস্থলে অতর্ক্য অদ্ভুত মাধুর্য্য সম্পদ্শালিনী এই

রতেরস্যাঃ প্রভাবোঽয়ং ভবেৎ কারণমুত্তমং ॥ ৫০ ॥
মহাশক্তিবিলাসাত্মা ভাবোঽচিন্ত্যস্বরূপভাক্।
রত্যাখ্য ইত্যয়ং যুক্তো নহি তর্কেণ বাধিতুং।
ভারতাদ্যুক্তিরেষা হি প্রাক্তনৈরপ্যুদাহৃতা ॥
যথোক্তমুদ্যমপর্ব্বণি ॥
অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।

নমু দেবতান্তররতিবদেবেয়মপি সৎকবিনিবদ্ধতয়াপি রসত্বং নাপদ্যেত কিমুত তাং বিনেত্যাশঙ্ক্যাহ মহাশক্তীতি। হ্লাদিনীবিলাসরূপঃ অতএবাচিন্ত্য-স্বরূপভাক্ যা খলু মোক্ষানন্দমপি তিরস্করোতি শ্রীভগবন্তমপ্যানন্দয়তীতি ভাবঃ। নহি তর্কেণ বাধিতুমিতি। কিন্তু শ্রীভাগবতাদিশাস্ত্রানুসার্য্যনুভবেনৈব গ্রহীতুং যুক্ত ইত্যর্থঃ। তর্কেণাবাধে হেতুমাহ। ভারতাদ্যুক্তিরেষা হি প্রাক্তনৈরপ্যুদাহৃতেতি। প্রাক্তনৈঃ শারীরকভাষ্যকারাদিভিঃ শাস্ত্রবিদ্ভিঃ। শাস্ত্রঞ্চেদং। এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নাম কীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্তউচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ। কচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া কচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ। নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তুষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতা ইত্যাদি ॥ ৫১ ॥

ভগবদ্বিষয়া রতির বক্ষ্যমাণ প্রকার উত্তম কারণ হয় ॥ ৫০ ॥

হ্লাদিনী শক্তির বিলাস রূপ হেতু এই অবিচিন্ত্য স্বরূপ বিশিষ্ট রতিনামক ভাবকে তর্কদ্বারা বাধিত করা উপযুক্ত নহে কারণ শারীরিক ভাষ্যকার শাস্ত্রজ্ঞ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গও ভরতাদি মুনির উক্তি উদাহরণ করিয়াছেন ॥

উদ্যমপর্ব্বে উক্তি যথা ॥

অচিন্ত্য ভাব সকলকে তর্ক দ্বারা যোজনা করিবে না।

প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণমিতি ॥ ৫১ ॥
বিভাবতাদীনীত্মীয় কৃষ্ণাদীন্মঞ্জুলা রতিঃ।
এতৈরেব তথাভূতৈঃ স্বসম্বর্দ্ধরতে স্ফুটং।
যথা স্বৈরেব সলিলৈঃ পরিপূর্য্য বলাহকান্।
রত্নালয়ো ভবত্যেভি র্বৃষ্টৈ স্তৈরেব বারিধিঃ ॥ ৫২ ॥
নবে রত্যঙ্করে জাতে হরিভক্তস্য কস্যচিৎ।
বিভাবত্বাদিহেতুত্বং কিঞ্চিৎ কাব্যনাট্যয়োঃ ॥ ৫৩ ॥

প্রভাবমেব বিবৃণোতি বিভাবতাদীনিতি শেষঃ। তথা ভূতৈর্বিভাবাদিত্বং প্রাপ্তৈঃ ॥ ৫২ ॥

তর্হি কাব্যনাট্যয়ো র্বৈয়র্থ্যং স্যাত্তত্রাহ নব ইতি। হরিভক্তস্য কস্যচিৎ কাব্যাদ্যর্থচর্ব্বণবিজ্ঞস্য। ইত্যধিকরণে সম্বন্ধবিবক্ষা। তত্র হর্য্যাশ্রয়কাব্যনাট্যয়োর্বিভাবতাদিকারণত্বং স্যাৎ তচ্চ কিঞ্চিৎ স্যাৎ। জাতরতৌ তু প্রকারান্তরস্যাপি যথা তৎকারণত্বং ন তথেত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

যাহা প্রকৃতির পর অর্থাৎ অপ্রাকৃত তাহার নাম অচিন্ত্য ॥৫১

মনোহরা রতি কৃষ্ণাদিকে বিভাবতা প্রাপ্ত করাইয়া ঐ কৃষ্ণাদি বিভাবের সহিত স্পষ্টরূপে আপনাকে বর্দ্ধিত করে। যেমন রত্নাকর আপনার সলিল দ্বারা মেঘ সকলকে পূর্ণ করিয়া পরে ঐ মেঘ সকলের বৃষ্ট জলের সহিত আপনাকে বারিধি রূপে বিধান করে, তদ্রূপ ॥ ৫২ ॥

যদি বল কাব্য নাট্যের ব্যর্থতা হইল, তাহার সমাধান এই যে, কাব্যাদির অর্থ চর্ব্বণাভিজ্ঞ কোন হরিভক্তের নূতন রত্যঙ্কুর উৎপন্ন হইলে তৎসম্বন্ধে হর্য্যাশ্রিত কাব্য নাট্যের বিভাবাদি কিঞ্চিৎ কারণ স্বরূপ হয় ॥ ৫৩ ॥

হরেরীষচ্ছ্রুতিবিধৌ রসাস্বাদঃ সতাং ভবেৎ।
রতেরেব প্রভাবোঽয়ং হেতুস্তেষাং তথাকৃতৌ ॥ ৫৪ ॥
মাধুর্য্যাদ্যাশ্রয়ত্বেন কৃষ্ণাদীংস্তনুতে রতিঃ।
তথানুভূয়মানাস্তে বিস্তীর্ণাং কুর্ব্বতে রতিং।
অতস্তস্য বিভাবাদিচতুষ্কস্য রতেরপি।
অত্র সাহায়কং ব্যক্তমিথোঽজস্রমবেক্ষ্যতে ॥ ৫৫ ॥

ন্তর্হি কথমারূঢ়ভাবেষু তত্তদপ্রয়োজকং স্যাৎ নেত্যাহ হরেরিতি। ঈষৎ শ্রুতিবিধাবপি স্যাৎ। তাভ্যাং তত্তদনুভবপ্রাচুর্য্যে সুতরামেবেতি ভাবঃ। শ্রীহনুমদাদীনাং নিত্যমেব রামায়ণশ্রবণপ্রসিদ্ধেঃ। নৈযাতিতৃঃসহা ক্ষুন্মা- মিত্যাদি শ্রীপরীক্ষিৎপ্রভৃতিবচনাৎ। তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভি- রীড়িতমিতি শ্রীব্রজদেবীনামভিলাষাচ্চ। নচ তেন বিনা তেষু তদুৎপত্তি- র্ন সম্ভাব্যেত্যাশঙ্ক্যাহ তেষাং কারণাদীনাং তথাকৃতৌ বিভাবত্বাদিপ্রাপণে হেতুরয়ং পূর্ব্বোক্তবতেঃ প্রভাব এব স্যাৎ ॥ ৫৪ ॥

তনুতে প্রকাশয়তি ॥ ৫৫ ॥

তবে কি প্রকারে আরূঢ় ভাব সকল কাব্য নাট্যাদির কারণত্ব না হইবে, উত্তর এই যে, হরির ঈষৎ শ্রবণ মাত্রে সৎসকলের রসাস্বাদ হয়, কৃষ্ণাদির বিভাবত্বাদি নির্ব্বাহে রতিরই প্রভাব হেতু হইয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥

রতি মাধুর্য্যাদির আশ্রয় প্রযুক্ত কৃষ্ণাদিকে প্রকাশ করে এবং কৃষ্ণাদিও অনুভব গোচর হইয়া রতিকে বিস্তীর্ণ করিয়া থাকেন। অতএব বিভাবাদি চতুষ্টয় এবং রতি এই উভয়ের এস্থলে নিরন্তর সহায়ত্ব দৃষ্ট হয় ॥ ৫৫ ॥

কিন্ত্বেতস্যাঃ প্রভাবোঽপি বৈরূপ্যে সতি কুঞ্চতি।
বৈরূপ্যন্তু বিভাবাদেরনৌচিত্যমুদীর্য্যতে ॥ ৫৬ ॥
অলৌকিক্যা প্রকৃত্যেয়ং সুদুরূহা রসস্থিতিঃ।
যত্র সাধারণতয়া ভাবাঃ সাধু স্ফুরন্ত্যমী।
এষাং স্বপরসম্বন্ধনিয়মানির্ণয়ো হি যঃ।

বিভাবাদেরিতি বিভাবোঽত্র শ্রীকৃষ্ণভক্তবিশেষঃ শ্রীকৃষ্ণশ্চ তদাদের্বৈরূপ্যমনুপযুক্তাবস্থত্বং ॥ ৫৬ ॥

অথ তাদৃশীরতিরেব প্রাচীনভক্তানাং ভাবৈঃ সহার্ব্বাচীনানাং ভাবান্ সাধারণ্যমানয়তি যেন রসস্থিতিরপি তাদৃশী স্যাদিত্যাহ অলৌকিক্যেত্যাদিনা প্রতিপদ্যত ইত্যন্তেন। ভাবা অত্র বিভাবাদয়ো রত্যাদয়শ্চ। যদুক্তং। ব্যাপারোঽস্তি বিভাবাদের্নাম্না সাধারণী কৃতিঃ। তৎপ্রভাবাৎ পরস্যাসন্ পাথোধিপ্লবনাদয়ঃ। উৎসাহাদিসমুদ্বোধঃ সাধারণ্যাভিমানতঃ। নৃণামপি সমুদ্রাদিলঙ্ঘনাদৌ ন দুষ্যতি। সাধারণ্যেন রত্যাদিরপি তদ্বৎ প্রতীয়তে। পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ। তদাস্বাদের্বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে। ইতি প্লবনাদয়স্তাদৃশচেষ্টাঃ রত্যাদেরপি স্বাত্মগতত্বেন ব্রীড়াতঙ্কাদির্ভিবেৎ। পরগতত্বেন রসতা ন স্যাদিতি ভাবঃ। মুনিবাক্যেতু ভেদাংশঃ স্বয়মস্ত্যেবেত্য-

---

রতির বিরূপতা ঘটিলে তদীয় প্রভাব সঙ্কুচিত হয় কিন্তু কৃষ্ণভক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণ রূপ বিভাবাদির বৈরূপ্য উপযুক্ত হয় না, সুতরাং তাঁহাদের সঙ্কোচ নাই ॥ ৫৬ ॥

অলৌকিকী প্রকৃতি দ্বারা এই সুদুরূহা রসস্থিতি হয়, যে রসস্থিতিতে সামান্যাকারে স্পষ্ট রূপে ভাব সকল স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। এই ভাব সকলের স্বরূপ সম্বন্ধের যে অনির্ণয়

সাধারণ্যং তদেবোক্তং ভাবানাং পূর্ব্বসূরিভিঃ ॥
তদুক্তং শ্রীভরতেন ॥
শক্তিরস্তি বিভাবাদেঃ কাপি সাধারণী কৃতৌ।
প্রমাতা তদভেদেন স্বং যয়া প্রতিপদ্যতে ॥ ৫৭ ॥
দুঃখাদয়ঃ স্ফুরন্তোঽপি জাতু স্বীয়তয়া হৃদি।
প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারচর্ব্বণামেব তন্বতে।
পরাশ্রয়তয়াপ্যেতে জাতু ভান্তঃ সুখাদয়ঃ।

ভেদাংশ এবতু বিভাবাদেঃ শক্তিরিতি ভাবঃ ॥ ৫৭ ॥
অন্যামপি সুহৃন্নিহতাং দর্শয়তি দুঃখাদয় ইতি দ্বাভ্যাং। তাদৃগ্ঘ নির্ণয়েঽপি সতি যদা দুঃখাদয়ঃ স্বীয়তাপি স্ফুরন্তি যদাচ সুখাদয়ঃ পরাশ্রয়তয়াপি স্ফুরন্তি তদাপীতি যোজ্যং। দুঃখাদীনাং প্রৌঢ়ানন্দপ্রাপণন্তু দুঃখাদিশান্তিপূর্ব্বকমায়ত্যাং সুখাদয়স্তত্র সমুদ্ভূতা ইতি তৎ কাব্যাদ্বক্তৃ মুখাদ্বা সংক্ষেপাচ্ছ্রুতস্য তৎ শ্রবণাদিসময়েঽপ্যন্তরনুসন্ধানং বর্ত্তত এবেতি যথা শ্রীসীতাহরণাদাবিত্যভিপ্রায়ঃ। তন্ন চেৎ। ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে ইতি নোপ-

---

পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ তাঁহাকে সাধারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ॥
ভরতমুনির উক্তি যথা ॥

ক্রিয়াতে বিভাবাদির কোন সাধারণী শক্তি আছে, প্রমাণ কর্ত্তা ঐ শক্তি দ্বারা বিভাবাদির সহিত আপনাকে অভেদ রূপে প্রতিপন্ন করেন ॥ ৫৭ ॥

কদাচিৎ যদি হৃদয় মধ্যে দুঃখাদি স্বীয় রূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ঐ দুঃখাদি গাঢ় আনন্দ চমৎকারের চর্ব্বণকে বিস্তার করে,আর কদাচিৎ যদি হৃদয়ে পরাশ্রয় রূপে সুখাদি

হৃদয়ে পরমানন্দ সন্দোহমুপচিন্বতে ॥ ৫৮ ॥
সদ্ভাবশ্চেদ্বিভাবাদেঃ কিঞ্চিন্মাত্রস্য জায়তে।
সদ্যশ্চতুষ্টয়াক্ষেপাৎ পূর্ণ তৈবোপপদ্যতে ॥ ৫৯ ॥
কিঞ্চ ॥
রতিঃ স্থিতানুকার্য্যেষু লৌকিকত্বাদিহেতুভিঃ।

পদ্যতে ॥ ৫৮ ॥

তস্যা রতেরন্তমপি প্রভাবং দর্শয়তি শ্রীকৃষ্ণলীলা পরিকর গত বিভাবাদেঃ কিঞ্চিন্মাত্রস্যাপি সদ্ভাবশ্চেজ্জায়তে আধুনিক তত্তৎ সবাসন ভক্তানাং হৃদ্যাবির্ভবতি তদা বিভাবানুভাব সাত্ত্বিক সঞ্চারিণ ইতি চতুষ্টয়স্যাবিদ্যমানস্যাক্ষেপাৎ স্ফোর ণাৎ পূর্ণতৈবোপপদ্যতে সিদ্ধ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

তদেবং মনসা তদনুভবিতৃণাং রসমুপপাদ্য সাক্ষাত্তদনুভবিতৃণাং রসমুপপাদয়িষ্যন্নভ্যুপগমবাদেন বিরোধি মতমুত্থাপয়তি রতিরিতি। নাট্যজ্ঞা ইত্যুপলক্ষণং কাব্যমাত্র জ্ঞানাং। তেচ লৌকিকা এব তেষাং রসোৎপত্তৌ ত্রিবিধ জনাঃ পরিকরাঃ দৃশ্যকাব্যে তাবদনুকার্য্যা নলাদয়ঃ অনুবর্ত্তারো নটা দ্রষ্টারঃ সামাজিকাঃ তথা শ্রব্যকাব্যেচ ক্রমেণ তে শ্রোতব্য বক্তৃশ্রোতারঃ। তত্রানুকার্য্যশ্রোতব্যয়ো রসনিষ্পত্তিং ন তে মন্যন্তে লৌকিকত্বাৎ পারি-

---

স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ঐ সুখাদি পরমানন্দের সন্দোহকে বর্দ্ধিত করে ॥ ৫৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণলীলা পরিকর গত বিভাবাদির যদি কিঞ্চিন্মাত্রেরও সদ্ভাব সম্পন্ন হয় অর্থাৎ যদি আধুনিক তত্তদ্বাসনাযুক্ত ভক্তের হৃদয়ে সদ্ভাব আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক এবং সঞ্চারী এই চতুষ্টয়ের স্ফূর্ত্তি হেতু ঐ সদ্ভাব সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

লৌকিক হেতু প্রযুক্ত অনুকরণ কার্য্যে রতির স্থিতি হইলে

রসঃ স্যান্নেতি নাট্যজ্ঞা যদাহুর্যুক্তমেব তৎ ॥ ৬০ ॥
অলৌকিকীত্বিয়ং কৃষ্ণরতিঃ সর্ব্বাদ্ভুতাদ্ভুতা।
যোগে রস বিশেষত্বং গচ্ছন্ত্যেব হরিপ্রিয়ে।

মিত্যাত্তয়াদি সম্ভবাচ্চ। নচানুকর্ত্তৃবক্তে্যা জীবিকার্থং তত্তদনুকরণাৎ। কিন্তু দ্রষ্টৃশ্রোত্রো রসং মন্যান্তে তেষাং নিবন্ধচাতুর্য্যেণ তত্তচ্চরিতস্যালৌকিকত্বাদি প্রাপ্তেঃ। তত্রচ সবাসনেষ্বেব। ন চ জরন্মীমাংসকাদিষু। তদেত দভ্যুপগচ্ছন্নাহ যুক্তমেবেতি। কিন্তু লোকাতীনানন্ত গুণাঃ শ্রীরামসীতাদয়োঽপি যন্নিজানুকার্য্যাদিষু প্রবেশ্যান্তে তত্র যুক্তমিতি ভাবঃ। তথানু কর্ত্তৃবক্ত্যো যদি সবাসনত্বং স্যাত্তদা তেষাম্বা কথং ন স্যাদিতি চ ॥ ৬০ ॥

অথ তত্রৈব স্বমতানুকার্য্যাদিষপি রসমুপপাদয়তি অলৌকিকীত্বিতি মোক্ষানন্দস্যাপি তিরস্কারিত্বাৎ সর্ব্বানন্দ মূলস্য শ্রীভগবতোপ্যানন্দকত্বাৎ সর্ব্বেতি শ্রীভগবৎ প্রাদুর্ভাবান্তরাণাং রতিতোঽপি পরমাধিক্যাৎ। তচ্চ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেন তদ্ভক্তবরেণচ যন্মর্ত্ত্য লীলোপয়িকমিত্যাদ্যনুভবাৎ। হরিপ্রিয়ে সাক্ষাত্তদনুভবিতরি তল্লীলাপরিকরে রতেঃ পরমাশ্রয়ে। ননু দুঃখময়বিয়োগে তেষাং কথং রসঃ স্যাৎ রসস্য পরমানন্দময়ত্বাৎ তত্রাহ বিয়োগেত্বিতি। অদ্ভুতানন্দ বিবর্ত্তত্বং স্বতঃ পরমানন্দস্বরূপত্বাৎ সর্ব্বানন্দমূল শ্রীভগবদালম্বনত্বাচ্চ। প্রগাঢ়ার্ত্তি ভরাভাসত্বং বিয়োগে জ্ঞানপরিণামদুঃখস্য তস্যামধ্যাসাত্তস্যাস্তু তত্রনিমিত্তত্বাং অত্রতু দুঃখস্যাপি দৃঢ় প্রত্যাশয়া তিরস্কৃতত্বাদিতি ভাবঃ। বিবর্ত্তো-

---

তাহাতে রস উৎপন্ন হয় না, নাট্যজ্ঞেরা এই যাহা বলিয়া থাকেন তাহা যুক্তি সঙ্গত বটে ॥ ৬০ ॥

এই কৃষ্ণরতি অলৌকিকী, সমুদায় অদ্ভুত হইতেও অদ্ভুত, ইহা হরিপ্রিয় ব্যক্তিতে যোগ হইলে রস বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয় এবং বিয়োগ হইলে অতিশয় আনন্দের বিবর্ত্তত্ব অর্থাৎ

বিয়োগেঘদ্ভুতানন্দ বিবর্ত্তত্বং দধত্যপি ।
তনোত্যেষা প্রগাঢ়ার্ত্তিভরাভাসত্বমূর্জ্জিতা ॥ ৬১ ॥
তত্রাপি বল্লবাধীশনন্দনালম্বনা রতিঃ ।
সান্দ্রানন্দ চমৎকার পরমাবধিরিষ্যতে ।
যৎসুখৌঘলবাগস্ত্যঃ পিবত্যেব স্বতেজসা ।
রমেশমাধুরী সাক্ষাৎ কারানন্দাব্ধিমপ্যলং ॥ ৬২ ॥

হ্বত্র পরীপাকঃ তস্যাঃ স্বরূপানন্দাথা ভাবে হেতুঃ । উর্জ্জিতেতি অন্যথা ভাবে সা ত্যজ্যেতৈব নতু ত্যক্তুং শক্যেতেতি তদুক্তং শ্রীব্রজদেবীভিঃ স্বয়মেব । আশাহি পরমং দুঃখমিত্যাদ্যনন্তরং তজ্জানতীনাং নঃ কৃষ্ণে তথাপ্যাশা দুরত্যয়েতি ॥ ৬১ ॥

তদেবং সামান্যতঃ শ্রীকৃষ্ণরতেঃ সর্ব্বোৎকর্ষমুক্ত্বা শ্রীমদ্‌জগতাস্যাস্ত বৈশিষ্ট্যমাহ তত্রাপীতি দ্বাভ্যাং যৎসুখৌঘলবেতি রমেশোহত্র শ্রীরুক্মিণী নাথত্বাবস্থঃ স এব । তদেতত্তু হরিঃ পূর্ণতমেত্যাদৌ তত্রাপ্যেকান্তিনাং শ্রেষ্ঠা ইত্যাদৌচ সুষ্ঠু ব্যাখ্যাতমেব ॥ ৬২ ॥

পরিপাক ধারণ করিয়া এই রতি প্রগাঢ় দুঃখভরের আভাসত্ব বিস্তার করে ॥ ৬১ ॥

তন্মধ্যে আবার নন্দনন্দনাশ্রিতা রতি নিবিড় আনন্দ চমৎকারের পরম সীমা পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া থাকে । কারণ যে বৃন্দাবনচন্দ্রের সুখ সমূহের লেশরূপী অগস্ত্য স্বীয় তেজে রুক্মিণীনাথের মাধুরী সাক্ষাৎকার রূপ আনন্দ সমুদ্রকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া পান করিয়াছেন অর্থাৎ নন্দনন্দনের মাধুর্য্য রুক্মিণীনাথের মাধুর্য্যকে তিরোহিত করিয়াছে ॥ ৬২ ॥

কিঞ্চ ॥

পরমানন্দ তাদাত্ম্যাদ্রত্যাদেরস্য বস্তুতঃ।
রসস্য স্বপ্রাশত্বমখণ্ডত্বঞ্চ সিদ্ধ্যতি।
পূর্ব্বমুক্তাদ্দ্বিধা ভেদান্মুখ্যগৌণতয়া রতেঃ।
ভবেদ্ভক্তিরসোপ্যেষ মুখ্যগৌণতয়া দ্বিধা।
পঞ্চধাপি রতেরৈক্যান্মুখ্যস্ত্বেক ইহোদিতঃ।
সপ্তধাত্র তথা গৌণ ইতি ভক্তিরসোঽষ্টধা ॥ ৬৩ ॥

পরমানন্দতাদাত্ম্যাদিতি পরমানন্দোঽত্র হ্লাদিনীশক্তিঃ। তত্র রতিস্তন্মূলা। কৃষ্ণরূপো বিভাবস্তু শক্তি শক্তিমতো রেকাত্মকত্বাত্তচ্ছক্ত্যাত্মকঃ। ভক্তরূপো রত্যাবিষ্টঃ। অনুভাবা ব্যভিচারিণশ্চ তদ্বৎ ইতি রত্যাদেস্তু তত্তাদাত্ম্যপ্রাপ্তিঃ। তদেবং পরমানন্দতাদাত্ম্যাদ্ধেতোরিত্যর্থঃ। ততশ্চ পূর্ব্ব দর্শিতমোক্ষানন্দ তিরস্কারি শ্রীভগবদ্বশীকারি মহানন্দতয়া বস্তুতো মূলাংশ বিচারে সতি স্বপ্রকাশত্বং মম আদ্যনধীনত্ব প্রকাশত্ব মখণ্ডত্ব মনন্যস্ফূর্ত্তিময়ত্বঞ্চ সিদ্ধ্যতীতি বিবক্ষিতং ॥ ৬৩ ॥

আরও বলি ॥

বস্তুতঃ হ্লাদিনী শক্তির সহিত তাদাত্ম্য প্রযুক্ত রত্যাদি অর্থাৎ রতি প্রেম স্নেহাদি রসের স্বপ্রকাশত্ব এবং অখণ্ডত্ব সিদ্ধ হয় ॥

পূর্ব্বে মুখ্য গৌণ ভেদে রতির দুই প্রকার উল্লেখ করা হইয়াছে অতএব এই ভক্তি রসও মুখ্য ও গৌণ ভেদে দুই প্রকার হয় অর্থাৎ মুখ্য ভক্তিরস ও গৌণভক্তিরস। রতির ঐক্য প্রযুক্ত পাঁচপ্রকার ভেদ থাকিলেও মুখ্য এক এবং গৌণ সাত, এই উভয়ে মিলিত হইয়া ভক্তিরস আট প্রকার হয়॥৬৩

তত্র মুখ্যঃ॥

মুখ্যস্তু পঞ্চধা শান্তঃ প্রীতঃ প্রেয়াংশ্চ বৎসলঃ।
মধুরশ্চেত্যমী জ্ঞেয়া যথাপূর্ব্বমনুত্তমাঃ॥

অথ গৌণঃ॥

হাস্যোদ্ভুতস্তথা বীরঃ করুণো রৌদ্র ইত্যপি।
ভয়ানক সবীভৎস ইতি গৌণশ্চ সপ্তধা॥ ৬৪॥

এবং ভক্তিরসোভেদাদ্বয়োর্দ্বাদশধোচ্যতে।
বস্তু তস্তু পুরাণাদৌ পঞ্চধৈব বিলোক্যতে॥ ৬৫॥

শ্বেতশ্চিত্রোরুণঃ শোণঃ শ্যামঃ পাণ্ডুরপিঙ্গলৌ।

অনুত্তমাঃ কনিষ্ঠাঃ॥ ৬৪॥

পঞ্চধৈবেতিহাসাদীনাং ব্যভিচাবিষু পর্য্যবসানাৎ॥ ৬৫॥

যশসঃ শুক্লত্ববৎ কবিসময়ানুরূপ্যেণ মন আদীনাং চন্দ্রাদিবত্তত্তদধিষ্ঠাতৃ

তন্মধ্যে মুখ্যভক্তিরস যথা॥

মুখ্যভক্তিরস পঞ্চ প্রকার। যথা শান্ত, প্রীত, প্রেয়, বৎসল ও মধুর কিন্তু এই পাঁচের পর্ব্ব পূর্ব্বকে কনিষ্ঠ জানিতে হইবে॥

অথ গৌণ॥

গৌণ ভক্তিরস সাত প্রকার যথা-হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস॥ ৬৪॥

এইরূপ মুখ্য গৌণ ভেদে ভক্তিরস দ্বাদশ প্রকার হয়, কিন্তু পুরাণাদিতে পাঁচ প্রকারই দৃষ্ট হইয়া থাকে॥ ৬৫॥

উক্ত দ্বাদশ রসের দ্বাদশ প্রকার বর্ণ যথা। শ্বেত, চিত্র,

গৌরো ধূম্র স্তথা রক্তঃ কালো নীলঃ ক্রমাদমী ॥ ৬৬ ॥
কপিলো মাধবোপেন্দ্রো নৃসিংহো নন্দনন্দনঃ।
বলঃ কূর্ম্ম স্তথাকল্কী রাঘবো ভার্গবঃ কিরিঃ।
মীন ইত্যেষু কথিতাঃ ক্রমাদ্দ্বাদশ দেবতাঃ।
পূর্ত্তে র্বিকার বিস্তার বিক্ষেপ ক্ষোভত স্তথা।
সর্ব্বভক্তিরসাস্বাদঃ পঞ্চধা পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৬৭ ॥
পূর্ত্তিঃ শান্তে বিকাশস্তু প্রীতাদিষ্বপি পঞ্চসু।

মূর্ত্তিভেদেন বা তেষাং রূপকল্পনামাহ শ্বেত ইত্যাদি ॥ ৬৬ ॥

অত্র ভগবৎ সম্বন্ধিনামেতেষাং রসানাং চন্দ্রাদীনামনিরুদ্ধাদিবদন্তর্যামিত্বেন ভগবদবতারা এব জ্ঞেয়া ইত্যাহ কপিলো মাধবোপেন্দ্রাবিতি কিরির্বরাহঃ মীন-স্থানে বুদ্ধো বা পঠনীয়ঃ তচ্চেষ্টায়া অরোচকত্বাৎ মীনস্য সচ্চিদানন্দ বিগ্রহত্বাৎ ॥ ৬৭ ॥

পঞ্চস্বিতি হাস্য সাহিত্যাদ্যুক্তং উগ্রো রৌদ্রঃ ॥ ৬৮ ॥

অরুণ, রক্ত, শ্যাম, পাণ্ডুর, পিঙ্গল, গৌর, ধূম্র, রক্ত, কাল, এবং নীল ॥ ৬৬ ॥

দ্বাদশ রসের দ্বাদশ অধিষ্ঠাতৃদেবতা যথা ॥

কপিল, মাধব, উপেন্দ্র, নৃসিংহ, নন্দনন্দন, বলরাম, কূর্ম্ম, কল্কী, রাঘব, ভার্গব, বরাহ এবং মীন ॥

পূর্ত্তি, বিকাশ, বিস্তার, বিক্ষেপ ও ক্ষোভ হেতু সকল ভক্তিরসের আস্বাদ পঞ্চধা রূপে পরিকীর্ত্তিত হয় ॥ ৬৭ ॥

শান্তরসে পূর্ত্তি, প্রীতাদি হাস্য পর্য্যন্ত পঞ্চরসে বিকাশ, বীর ও অদ্ভুতরসে বিস্তার, করুণ ও উগ্র রসে বিক্ষেপ এবং

বীরেঽদ্ভুতেচ বিস্তারো বিক্ষেপঃ করুণোগ্রয়োঃ।
ভয়ানকোঽথ বীভৎসে ক্ষোভো ধীরৈরুদাহৃতঃ।
অথণ্ডসুখরূপত্বেপ্যেষামস্তি ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
রসেষু গহনাস্বাদ বিশেষঃ কোঽপ্যনুত্তমঃ॥ ৬৮॥
প্রতীয়মানা অপ্যজ্ঞৈ গ্রাম্যৈঃ সপদি দুঃখবৎ।

অত্র তাবৎ পঞ্চবিধা জনাঃ পরামৃশ্যন্তে ভাব্যভক্তাঃ ভাবকভক্তাঃ প্রাজ্ঞা অজ্ঞা গ্রাম্যাশ্চেতি। তত্র কশ্চিদাশঙ্কতে নহু বিয়োগে যথা রসতা স্থাপিতা তথা প্রতীয়তে স্ম কিন্তু ন করুণ-ভয়ানক-বীভৎসেষু পুনঃ প্রতীয়তে তত্র করুণে বিযোগ ইব লীলা পরিকর লক্ষণ ভাব্যভক্তানাং তৎ প্রাপ্ত্যাশয়া ব্যত্যয়াৎ ভয়ানকে ভয়েনাচ্ছাদনাদ্বীভৎসে চাস্বদ্য স্ফূর্ত্যা হৃদ্যাকৃষ্ণাদিস্ফুরণাচ্ছাদনাদানন্দ স্বরূপ রস প্রতিযোগি দুঃখমেব স্ফুরতি অতএব তদিতরেষাং ভাবক ভক্তানাং বৈরস্যাপত্তিঃ স্যাদিতি তত্রাহ প্রতীয়মানা ইতি অজ্ঞৈঃ শাস্ত্রান্তর বিজ্ঞত্বেঽপি রসশাস্ত্রানভিজ্ঞত্বাত্তত্তাব্য ভাবক ভক্তানাং তত্তদ্রসাক্রান্ত চিত্তানাং মর্ম্ম বোদ্ধুমসমর্থৈ স্তথা গ্রাম্যৈঃ পশু নির্বিশেষৈঃ সপদি তাৎকালিক দৃষ্টিমাত্র পারবশ্যাদ্দুঃখবৎ প্রতীয়মানা অপি ভাব্যভাবক ভক্তাস্বাদ্যাঃ করুণাদ্যাঃ রসাঃ প্রাজ্ঞৈঃ রসচর্ব্বণায়ামসমর্থত্বেঽপি রসশাস্ত্রতাৎপর্য্যবিজ্ঞৈঃ প্রৌঢ়ানন্দময়া

ভয়ানক ও বীভৎসে ক্ষোভ, পণ্ডিতগণ এই রূপ বিধান করিয়া থাকেন॥

শান্তাদি ভাব সকলের অথণ্ড সুখ রূপত্ব হইলেও রস বিষয়ে কোন উত্তম নিবিড় আস্বাদ বিশেষ হইয়া থাকে॥৬৮॥

অজ্ঞ গ্রাম্য লোক কর্ত্তৃক করুণাদি রস সকল আশু দুঃখরূপে প্রতীয়মান হইলেও প্রাজ্ঞব্যক্তিগণ তৎ সমুদায়কে

করুণাদ্যা রসাঃ প্রাজ্ঞৈঃ প্রৌঢ়ানন্দময়া মতাঃ ॥ ৬৯ ॥
অলৌকিকবিভাবত্বং নীতেভ্যো রতিলীলয়া।
সদুক্ত্যাচ সুখং তেভ্যঃ স্যাৎ সুব্যক্তমিতি স্থিতিঃ ॥ ৭০ ॥

মতাঃ ॥ ৬৯ ॥

তদেবমজ্ঞান্ প্রাগ্যাংশ্চ নিন্দিত্বা বসনিষ্পত্তৌ প্রাজ্ঞমতেন যুক্তিং দর্শয়তি অলৌকিকেতি অত্র নীতেভ্য স্তেভ্য ইতি বহুবচনং স্পষ্টতার্থং ত্রিভিরেক বচনৈঃ পৃথক্কৃত্য ব্যাখ্যেয়ং। তত্র ককণেঽনিষ্টা শঙ্কাময়ত্বাদ্বিয়োগাদ্বিল-ক্ষণেঽবলোক্য ফণীন্দ্রযন্ত্রিতমিত্যাদি ভাব্য ভক্তানুভবেনাবিয়োগে বিয়োগ জ্ঞানজমিবাধ্যস্তং যদনিষ্টাশঙ্কাময়ং দুঃখং তন্ময়েঽপি বতিলীলয়া স্বতঃ পবমা-নন্দ রূপায়া রতে র্লীলয়া তত্তৎ কাব্য প্রশস্ত ভাব্য ভক্তেষু সর্ব্বজ্ঞ শতবাপি খণ্ডিতঃ পূর্ব্ব পূর্ব্ববৎ প্রাপ্ত সম্ভাবনাতশ্চাশাময্যা বৃত্ত্যা তথা সদুক্ত্যা ভাবক ভক্তেষু প্রথম সূচিতাঽবসান বিস্তৃত মঙ্গলময্যা সদ্রচনা রূপযা সতাং বক্তৃণাং তাদৃশুক্ত্যা চালৌকিক বিভাবত্বং লোক চমৎকারকাবি বিভাবাদি স্ফূর্ত্তিশালিত্বং নীতাৎ করুণ বসাৎ সুখং ব্যক্তং স্যাদিতি স্থিতিঃ বসবিদাং রসমর্য্যাদে ত্যর্থঃ। অথ ভয়ানকে রতিলীলয়া তদ্বদেবাশাময্যা বত্তের্বৃত্ত্যা সদুক্ত্যাচ তাদৃশ্যেত্যর্থঃ। বীভৎসেঽপি বতিলীলয়া বীভৎস স্ফূর্ত্তিমুপমর্দ্দ্য ব্রহ্মাদি স্ফূর্ত্তিকারিণ্যা সদুক্ত্যাচ তাদৃশ্যেত্যর্থঃ যথোক্তং শ্রীরুক্মিণীদেব্যা ত্বক্শ্মশ্রুবোম নখেত্যাদি ॥ ৭০ ॥

গাঢ় আনন্দময় বলিয়া বোধ করেন ॥ ৬৯ ॥

স্বতঃ পরমানন্দ রূপা রতির লীলা বশতঃ করুণাদি রস অলৌকিক বিভাবত্ব প্রপ্ত হইলে সৎসকলের উক্তি ক্রমে ঐ করুণাদি রস হইতে স্পষ্ট রূপে সুখ উৎপন্ন হয়, রসবেত্তা দিগের এই মর্য্যাদা ॥ ৭০ ॥

তথাচ নাট্যাদৌ ॥

করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎ পরং সুখং।
সুচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলং ॥ ৭১ ॥
সর্ব্বত্র করুণাখ্যস্য রসস্যৈবোপপাদনাৎ।
ভবেদ্রামায়ণাদীনামন্যথা দুঃখহেতুতেতি ॥ ৭২ ॥
তথাহে রামপাদাব্জপ্রেমকল্লোলবারিধিঃ।
প্রীত্যা রামায়ণং নিত্যং হনুমান্ শৃণুয়াৎ কথং ॥ ৭৩ ॥

অপিচ ॥ ৭৪ ॥

তত্রাস্তাং তাবদস্মাকং সা কথেত্যভিপ্রেত্যাহ তথাচেতি ॥ ৭১ ॥

অথ ব্যতিরেকেণ স্বগতং যোজয়তি সর্ব্বত্রেতি প্রতিকাণ্ডং বহুত্রেত্যর্থঃ উপপাদনাদ্ব্যঞ্জনাৎ দুঃখহেতুতেত্যত্র ভাবক ভক্তেম্বিতি শেষঃ ॥ ৭২ ॥

তত্র ভাবকেষু মুখ্যস্যৈকস্য প্রবৃত্ত্যন্যথানুপপত্তিং প্রমাণয়তি তথাহ ইতি দুঃখহেতুত্বে সতীত্যর্থঃ ॥ ৭৩ ॥

অপিচেতি তদেতৎ সমাপ্তং কিঞ্চিদন্যদপ্যুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৭৪ ॥

নাট্যাদিতে যথা ॥

করুণাদি রসে যে পরমসুখের উৎপত্তি হয়, তাহাতে সহৃদয়দিগের অনুভবই কেবল প্রমাণ ॥ ৭১ ॥

রামায়ণাদির প্রতিকাণ্ডে করুণরসের প্রকাশ জন্য ভাবক ভক্ত সকলে অন্য প্রকার দুঃখের হেতুতা হয় ॥ ৭২ ॥

যদি রামায়ণে প্রকৃত দুঃখই হইবে, তাহা হইলে রামপাদাব্জের প্রেমতরঙ্গের সমুদ্র স্বরূপ হনুমান্ প্রীতি পূর্ব্বক নিত্য কেন রামায়ণ শ্রবণ করিবেন? ॥ ৭৩ ॥

অপিচ অর্থাৎ আরও কিছু বলি ॥ ৭৪ ॥

সঞ্চারী স্যাৎ সমোনা বা কৃষ্ণরত্যাঃ সুহৃদ্রতিঃ।
অধিকা পুষ্যমাণা চেদ্ভাবোল্লাস ইতীর্য্যতে॥ ৭৫॥
ফল্গুবৈরাগ্যনির্দগ্ধাঃ শুষ্কজ্ঞানাশ্চ হৈতুকাঃ।

সঞ্চারী স্যাদিত্যন্বয়মর্থঃ। সুহৃদাং নিজাভীষ্ট রসাশ্রয়ে ভক্তবিশেষে শ্রীরাধিকাদৌ বিষয়ে সজাতীয়ভাবভক্তানাং পরস্পরং রত্যা বিষয়াশ্রয়রূপাণাং ললিতাদীনাং সখীমুখ্যানামেকতরাশ্রয়া যা রতিঃ সা যদি কৃষ্ণবিষয়ায়া রত্যাঃ সমা স্যাদূনা বা স্যাত্তদা কৃষ্ণবিষয়ায়া রতেঃ সঞ্চার্য্যাখ্য ভাব এব স্যাৎ তন্মূলত্বাৎ তৎ পোষণাচ্চ এবং মধুরাখ্যে রসে তু সা যদি কচিৎ কৃষ্ণবিষয়ায়া অপি রত্যা অধিকা তত্রাপি পুষ্যমাণা সততাভিনিবেশেন সম্বর্দ্ধমানা স্যাত্তদা সঞ্চারিত্বেঽপি বৈশিষ্ট্যাপেক্ষয়া ভাবোল্লাসাখ্যো ভাব ঈর্য্যত ইতি তদিদং যত্রানুস্মৃত্য লিখিতমপি সঞ্চারিণামন্তে যোজনীয়ং তত্রৈব সজাতীয়ত্বাৎ॥ ৭৫॥

অথ পূর্ব্বোক্তানজ্ঞাদীন্ রসানধিকারিণ আহ ফল্গুবৈরাগ্যেতি। ফল্গুবৈরাগ্যং ভক্ত্যুদাসীনাদি বৈরাগ্যং শুষ্কজ্ঞানং ভক্ত্যুদাসীনাদিজ্ঞানং। হৈতুকাস্তর্কমাত্র-

---

সুহৃদ্ অর্থাৎ স্বীয় অভীষ্ট রসের আশ্রয় স্বরূপ ভক্তবিশেষ শ্রীরাধাদিবিষয়ে সজাতীয়ভাবভক্তে পরস্পর রতির বিষয় আশ্রয়রূপ ললিতাদি মুখ্য সখীগণের একতরাশ্রয়া রতি, সে যদি কৃষ্ণবিষয়া রতির সম অথবা ঊন হয়, তাহা হইলে তাহার সঞ্চারী ভাব বলিয়া আখ্যা হয় এবং মধুরাখ্য রসে ঐ সুহৃদ্ রতি যদি কৃষ্ণবিষয়া রতি হইতে অধিকা এবং সতত অভিনিবেশ দ্বারা সম্বর্দ্ধমানা হয় তাহা হইলে সঞ্চারি সত্ত্বেও বৈশিষ্ট্য অপেক্ষায় ঐ রতির নাম ভাবোল্লাস হয়॥৭৫

যাহারা ফল্গুবৈরাগ্যে দগ্ধ হইতেছে অর্থাৎ ভক্তিবিষয়ে আদর পরিত্যাগ করিয়া কেবল বৈরাগ্যমাত্র ধারণকরিয়াছে,

মীমাংসকা বিশেষেণ ভক্ত্যাস্বাদবহির্মুখাঃ ॥ ৭৬ ॥
ইত্যেষং ভক্তিরসিকৈ শ্চৌরাদিব মহানিধিঃ ।
জরম্মীমাংসকাদ্রক্ষ্যঃ কৃষ্ণভক্তিরসঃ সদা ॥ ৭৭ ॥

নিষ্ঠাঃ মীমাংসকাঃ কর্ম্মবাদিনঃ পূর্ব্বমীমাংসকাস্তথা দ্বৈতমাত্রমিথ্যাবাদিনঃ কেচিদুত্তরমীমাংসকম্মন্যাঃ। এষামুত্তরোত্তরমুং পরিহার্য্যাত্বাধিক্যং। তার্কিকা-ণাঞ্চ কেষাঞ্চিৎ কৌতুকেনাধীতালঙ্কারাদীনাং রসসাধারণ্যাৎ কিঞ্চিদত্র প্রবেশঃ স্যাদিতি মীমাংসকাৎ পূর্ব্বত্র পাঠঃ। অত্র গ্রাম্যাঃ ফল্গুবৈরাগ্যনির্দ্দগ্ধাঃ অস্বেষ্টব্যা জ্ঞেয়াঃ ॥ ৭৬ ॥

যস্মাৎ সর্ব্বেঽপি মীমাংসকা বিশেষেণ ভক্ত্যাস্বাদবহির্মুখা ইতি হেতো-রেব কৃষ্ণভক্তিরসো জরম্মীমাংসকাত্তু সদা বিশেষেণ রক্ষ্যো গোপ্য ইতি পূর্ব্বেণান্বয়াদন্যেভ্যোঽপি ফল্গুবৈরাগ্যনির্দ্দগ্ধাদিভ্যো যথাযথং রক্ষ্যত ইতি লভ্যতে তত্র চৌরাদিব মহানিধিরিতি দৃষ্টান্তস্তু তেন তদ্রিক্তীকরণমাত্রাপেক্ষয়া নতু তেনাপি তস্য লভ্যত্বমিত্যপেক্ষয়া বহ্নেরিবেতি তু পাঠান্তরং ॥ ৭৭ ॥

যাহাদের শুষ্ক জ্ঞান অর্থাৎ যাহারা ভক্তিকে অনাদর করিয়া হৈতুক অর্থাৎ কেবল তর্কমাত্রেই নিষ্ঠা ধারণ করিয়াছে এবং যাহারা মীমাংসক অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডপরায়ণ ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মা-নুসন্ধানকারী তাহারা ভক্তিরস আস্বাদনে বহির্মুখ ॥ ৭৬ ॥

অতএব চৌর হইতে যেমন মহানিধি রক্ষা করিতে হয় তাহার ন্যায় ভক্তিরসিকেরা মূর্খমীমাংসক হইতে সর্ব্বদা কৃষ্ণভক্তিরসকে গোপন করিবেন অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ফল্গু বৈরা-গ্যাদিশালি ব্যক্তিগণের সমক্ষে কৃষ্ণভক্তিরস প্রকাশ করি-বেন না ॥ ৭৭ ॥

সর্ব্বথৈব দুরূহোঽয়মভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ।
তৎ পাদাম্বুজ সর্ব্বস্বৈ র্ভক্তৈরেবানুরস্যতে ॥ ৭৮ ॥
ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ।
ভাবনায়াঃ পদে যস্তু বুধেনানন্যবুদ্ধিনা।
ভাব্যতে গাঢ়সংস্কারৈশ্চিত্তে ভাবঃ স কথ্যতে ॥ ৭৯ ॥
॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে ভক্তি-

অস্য ভক্তিরসস্যাস্বাদস্তু ভাব্যভাবকভক্তৈরেবাস্বাদ্যঃ স্যান্নতু পূর্ব্বোক্ত প্রাক্তৈরপীত্যাহ সর্ব্বথৈবেতি ॥ ৭৮ ॥

অথ কারণকার্য্যাদ্যাস্তিত্বেন সাম্যেঽপি রসভাবয়োর্ভেদমাহ দ্বাভ্যাং ব্যতীত্যেতি। সত্ত্বং ভাবকারণত্বেন পূর্ব্বমুদ্দিষ্টং শুদ্ধসত্ত্ববিশেষঃ সমাধি-ধ্যানয়োরিবানয়ো র্ভেদ ইতি ভাবঃ ॥ ৭৯ ॥

অভক্তগণ ভগবদ্ভক্তি রস আস্বাদন করিতে পারে না, তাহাদের নিকট ভক্তিরস সর্ব্ব প্রকারেই দুরূহ, কিন্তু ভগ-বচ্চরণারবিন্দই যাহাদের সর্ব্বস্ব সেই ভক্তগণই ভক্তিরস আস্বাদন করিতে পারেন ॥ ৭৮ ॥

ভাবনার পথ অতিক্রম পূর্ব্বক যে চমৎকারাতিশয়ের আধার স্বরূপ হইয়া সত্ত্বশোধিত উজ্জ্বল হৃদয়ে আস্বাদিত হয়, তাহাকে রস বলে ॥

ভাবনা বিষয়ে অনন্য বুদ্ধি হইয়া পণ্ডিতগণ হৃদয় মধ্যে দৃঢ় সংস্কার দ্বারা যাহাকে ভাবনা করেন তাহার নাম ভাব ॥৭৯॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃত ব্যাখ্যায় ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগে ভক্তিরস সামান্য নিরূপণে স্থায়ি

রসসামান্য নিরূপণে স্থায়িভাবলহরী পঞ্চমী ॥ * ॥

গোপালরূপশোভাং দধদপি রঘুনাথভাববিস্তারী।
তুষ্যতু সনাতনাত্মা দক্ষিণবিভাগে সুধাম্বুনিধেঃ ॥

॥ * ॥ ইতি দক্ষিণবিভাগঃ সমাপ্তঃ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি পঞ্চলহর্য্যাত্মকে দক্ষিণবিভাগে স্থায়িভাব লহরী পঞ্চমী ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি দুর্গমসঙ্গমনীনাম্ন্যাং শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুটীকায়াং দক্ষিণ বিভাগঃ সমাপ্তঃ ॥ * ॥

ভাব লহরী পঞ্চমী ॥ * ॥

যিনি গোপালরূপ শোভাকে ধারণ করিয়াও রঘুনাথের ভাব বিস্তার করিয়াছেন, সেই সনাতন স্বরূপ প্রভু সুধারস সমুদ্রের দক্ষিণ বিভাগে সন্তুষ্ট হউন ॥

॥ * ॥ ইতি দক্ষিণবিভাগ সমাপ্ত ॥ * ॥

অথ পশ্চিম বিভাগঃ ॥

প্রথম লহরী ॥

ধৃতমুগ্ধরূপভারো ভাগবতার্পিতপৃথুপ্রেমা।
স ময়ি সনাতনমূর্ত্তিস্তনোতু পুরুষোত্তমস্তুষ্টিং ॥
রসামৃতাব্ধে র্ভাগেঽত্র তৃতীয়ে পশ্চিমাভিধে।
মুখ্যো ভক্তিরসঃ পঞ্চবিধঃ শান্তাদিরীর্য্যতে।
অতোঽত্র পাঞ্চবিধ্যেন লহর্য্যঃ পঞ্চকীর্ত্তিতাঃ।
অথামী পঞ্চ লক্ষ্যন্তে রসাঃ শান্তাদয়ঃ ক্রমাৎ ॥ ১ ॥
তত্র শান্তভক্তিরসঃ ॥
বক্ষ্যমাণৈ র্বিভাবাদ্যৈঃ শমিনাং স্বাদ্যতাং গতঃ।

ধৃতেতি পূর্ব্ববৎ শ্লিষ্টং মুগ্ধাদিশব্দানাং দ্ব্যর্থত্বাৎ ভারোঽত্র সৌন্দর্য্যং পক্ষে আধিক্যং। স্বনামপক্ষে নিজোৎসঙ্গ ক্লেশ রুদ্ধোঢ়ব্য ইবেত্যর্থঃ। অথামীতি রসরসবতোরভেদোপচারাদ্রসাশ্চ শান্তাদয় উচ্যন্তে ॥ ১ ॥

স্থায়ীতি স্থায়িভাবপর্য্যায়ঃ ভীমো ভীমসেন ইতিবৎ ততঃ স্বলিঙ্গং

যিনি মনোহররূপের সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছেন, যাঁহাতে ভক্তগণ অতিশয় প্রেম বিধান করিয়া থাকেন, সেই সনাতন মূর্ত্তি আমাতে তুষ্টি বিধান করুন ॥

রসামৃত সমুদ্রের পশ্চিম নামক এই তৃতীয় বিভাগে শান্ত প্রভৃতি মুখ্য পঞ্চ ভক্তিরস নিরূপণ হইবে ॥

অতএব এই বিভাগে ভক্তিরস পাঁচ প্রকার হওয়াতে পাঁচটী লহরী কীর্ত্তিত এবং ঐ পাঁচ লহরীতে ক্রমে শান্তাদি পাঁচটী রস দৃষ্ট হইবে ॥ ১ ॥

তন্মধ্যে শান্তভক্তিরস যথা ॥

বক্ষ্যমাণ বিভাবাদি দ্বারা শমতা সম্পন্ন ঋষিগণ কর্ত্তৃক

যাস্মিন্ শান্তিরতির্ধীরৈঃ শান্তভক্তিরসঃ স্মৃতঃ ॥ ২ ॥
প্রায়ঃ স্বসুখজাতীয়ং সুখং স্যাদত্র যোগিনাং।
কিন্ত্বাত্মসৌখ্যমঘনং ঘনন্ত্বীশময়ং সুখং ॥ ৩ ॥
তত্রাপীশস্বরূপানুভবস্যৈবোরুহেতুতা।

নত্যজতি ততশ্চ শান্তিরতিরূপঃ স্থায়িভাবো বক্ষ্যমাণৈ র্বিভাবাদ্যৈঃ সহ মিলিত্বা শমিনাং শমিভিঃ কর্ত্তৃভির্যৎ স্বাদ্যং তদ্রূপতাং গতশ্চেচ্ছান্ত ভক্তিরসঃ কবিভিঃ স্মৃত ইত্যর্থঃ যদ্যপি শুদ্ধায়াঃ সামান্যা স্বচ্ছা শান্তিরিতি ভেদত্রয়মুক্তং তথাপি শান্তেরেব রসত্বপ্রতিপাদনং সামান্যায়া অস্ফুটত্বাৎ স্বচ্ছায়াশ্চ চঞ্চলত্বাত্রসসামগ্রী পরিপোষো ন স্যাদিত্যভিপ্রায়েণ ॥ ২ ॥

স্বসুখজাতীয়ং সর্ব্বসুখস্বরূপনির্বিশেষব্রহ্মানন্দপ্রকারং প্রায় ইতি গুণানামপি স্ফূর্ত্তিঃ সাচাত্মারামাশ্চ মুনয় ইত্যাদেঃ। ঈশময়ং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবৎস্ফূর্ত্তিপ্রচুরং ॥ ৩ ॥

ঈশময়ত্বমেব বিশদয়তি তত্র তেষু স্বসুখ জাতীয়ত্বাদিষ্বপি দাসাদীনামিব তেষামীশ স্বরূপানুভবস্য শ্রীবিগ্রহরূপ তৎসাক্ষাৎকারস্যৈব রসোৎপত্ত্যর্থায়ুরুহেতুতা স্যাৎ। যদ্যপ্যেবং তথাপি মনোজ্ঞত্ব লীলাদে র্গুণস্য তথা দাসাদ্যনুভব প্রকারেণ নোরুহেতুতা কিন্তু যথাকথঞ্চিদেবেত্যর্থঃ। তথোক্তং তৃতীয়ে।

যে স্থায়ি শান্তি রতি আস্বাদনীয় হয় পণ্ডিতগণ তাহাকে শান্ত ভক্তিরস বলিয়া বর্ণন করেন ॥ ২ ॥

যোগিগণের প্রায় ব্রহ্মানন্দরূপ সুখস্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু এই সুখ অতি অল্পতর, আর সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্ফূর্ত্তিরূপ যে ঈশময় সুখ তাহাই প্রচুরতর ॥ ৩ ॥

এই ঈশময় সুখেতেও শ্রীবিগ্রহের সাক্ষাৎকারতাই গুরুতর হেতু, দাসাদির ন্যায় মনোজ্ঞত্ব লীলাদির সাক্ষাৎ-

দাসাদিবন্মনোজ্ঞত্ব লীলাদে র্ন তথা মতা ॥

তত্রালম্বনাঃ ॥ ৪ ॥

চতুর্ভুজশ্চ শান্তাশ্চ অস্মিন্নালম্বনা মতাঃ।

তত্র চতুর্ভুজঃ ॥

শ্যামাকৃতিঃ স্ফুরতি চারুচতুর্ভুজোহয়-

মানন্দরাশি রখিলাত্ম তরঙ্গসিন্ধুঃ।

এবং তদেব ভগবানরবিন্দনাভঃ স্বানাং বিবুধ্য সদতি ক্রমমার্য্যহৃদ্যঃ। তস্মিন্ যযৌ পরমহংসমহামুনীনামন্বেষণীয়চরণৌ চলয়ন্ সহশ্রীঃ। স্বং স্বাগতং প্রতিকৃতৌপয়িকং স্বপুংভিস্তেচক্ষতাক্ষবিষয়ং স্বসমাধি ভাগ্যমিত্যাদৌ স্বসমাধিভাগ্যমিত্যনেন স্বপুংভিরিত্যত্র স্বশব্দেনোপহৃত ছত্র চামরাদ্যৌপয়িকত্বেন সহশ্রীরিত্যনেনচ তানতিক্রম্য দাসাদীনাং মনোজ্ঞত্ব লীলা[illegible] ত্বাধিক্যং দর্শিতং ॥ ৪ ॥

শ্যামাকৃতিরিতি তাপসশান্তানাং বচনং। উদাহরণন্তু জ্ঞানিশান্তস্যেতি উত্তরার্দ্ধে তস্যৈব প্রতিপাদ্যত্বাৎ। অত্র যদ্যপি যন্মর্ত্তালীলৌপয়িকমিত্যাদি

কারে গুরুতর হেতু হয় না অর্থাৎ আত্মারাম মুনিগণ কেবল ভগবৎসাক্ষাৎকারমাত্রেই কৃতার্থ হইয়া থাকেন, লীলাদিতে তাঁহাদের দাসাদির ন্যায় রুচি উৎপন্ন হয় না ॥

শান্তরসে আলম্বন যথা ॥

চতুর্ভুজ এবং শান্তগণ এই শান্তরসে আলম্বন বলিয়া সম্মত ॥ ৪ ॥

তন্মধ্যে চতুর্ভুজ যথা ॥

তাপস শান্তগণ কহিলেন এই যে মনোহর চতুর্ভুজ, আনন্দরাশি ও অখিল আত্মরূপ তরঙ্গের সাগর স্বরূপ শ্যামা-

যস্মিন্ গতে নয়নয়োঃ পথি নির্জিহীতে
প্রত্যক্ পদাৎ পরমহংসমুনের্মনোঽপি ॥
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গ আত্মারামশিরোমণিঃ।
পরমাত্মা পরংব্রহ্ম শমোদান্তঃ শুচির্বশী।
সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তো হতারিগতিদায়কঃ।
বিভুরিত্যাদি গুণবানস্মিন্নালম্বনো হরিঃ ॥

বলাদ্দ্বিভুজস্যৈব তদাকর্ষণসামর্থ্যাধিক্যমিতি তস্যৈবালম্বনত্বে মুখ্যত্বং যুজ্যতে উদাহরিষ্যতে চ প্রযাসাতি মহত্তপ ইত্যাদিনা তথাপি যূয়ং নৃলোকে বত ভূরি-ভাগা. ইত্যাদ্যুক্তদিশা গূঢ়তয়া ন তে সর্বদা তদনুভবন্তীতি চতুর্ভুজস্যৈব প্রাচুর্য্যেণানুভবাৎ প্রাধান্যং দর্শিতং তথৈবোদাহরতি শ্যামাকৃতিরিতি অত্র প্রথমতো নির্দ্দেশাচ্চার্ব্বিতি সৌন্দর্য্যস্য চ কথনাত্তত্র তচ্চমৎকারাতিশয়ো দর্শিতঃ। অত আলম্বনত্বনির্দ্দেশে সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গ ইতি যদ্বক্ষ্যতে তদপ্যেতৎ প্রাধান্যেনৈব জ্ঞেয়ং। অখিলা যে আত্মনো জীবাস্তেষাং তরঙ্গরূপাণাং সিন্ধুরূপ ইত্যাত্মপরমাত্মনো রংশাংশিতা মাত্র তাৎপর্য্যকং। অখিলাত্ম ময়ূখ সূর্য্য ইতি বা পঠনীয়ং। প্রত্যক্পদাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধনাৎ নির্জিহীতে নির্গতং সত্তদ্গুণেষ্বেব বাবিষ্টং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

কৃতি প্রকাশ পাইতেছেন, ইনি যদি নয়নদ্বয়ের পথগত হয়েন তাহা হইলে সর্ব্বব্যাপক পরব্রহ্ম হইতে পরমহংস মুনিগণের মন মুগ্ধ হইয়া পড়ে ॥

এই শান্তরসে সচ্চিদানন্দঘনমূর্ত্তি, আত্মারামশিরোমণি, পরমাত্মা, পরমব্রহ্ম, শান্ত, দান্ত, শুচি, বশী, সদা স্বরূপ সংপ্রাপ্ত, হতারিগতিদায়ক ও বিভু ইত্যাদি গুণ সম্পন্ন হরিই আলম্বন স্বরূপ ॥

অথ শান্তাঃ ॥

শান্তাঃ স্যুঃ কৃষ্ণ তৎপ্রেষ্ঠ কারুণ্যেন রতিং গতাঃ।
আত্মারামা স্তদীয়াধ্ব বদ্ধ শ্রদ্ধাচ তাপসাঃ ॥

তত্রাত্মারামাঃ ॥

আত্মারামাস্তু সনকসনন্দনমুখা মতাঃ।
প্রাধান্যাৎ সনকাদীনাং রূপং ভক্তিশ্চ কথ্যতে ॥

তত্র রূপং ॥

তে পঞ্চষাব্দবালাভাশ্চত্বারস্তেজসোজ্জ্বলাঃ।
গৌরাঙ্গা বাতবসনাঃ প্রায়েণ সহচারিণঃ ॥

তত্রচ ভক্তিঃ ॥

অথ শান্তগণ ॥

কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভক্তের করুণা বশতঃ যাঁহারা রতি লাভ করিয়াছেন এমত আত্মারাম ও ভগবম্মার্গে বদ্ধশ্রদ্ধা তাপস, ইহাঁরাই শান্ত ॥

তম্মধ্যে আত্মারাম যথা ॥

সনক সনন্দন প্রভৃতিকে আত্মারাম বলে। সনকাদির প্রাধান্য হেতু তাঁহাদের রূপ এবং ভক্তি বর্ণন করিতেছি ॥

তম্মধ্যে রূপ যথা ॥

সনকাদি চারিজন, তাঁহারা পাঁচ বা ছয় বৎসরের বালক-সদৃশ, তেজঃ দ্বারা উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, উলঙ্গ এবং প্রায় চারি-জনে একত্র বিচরণ করেন ॥

সনকাদির ভক্তি যথা ॥

সমস্তগুণবর্জ্জিতে করণতঃ প্রতীচীনতাং
গতে কিমপি বস্তুনি স্বয়মদীপি তাবৎ সুখং ।
ন যাবদিয়মদ্ভুতা নবতমালনীলদ্যুতে-
র্মুকুন্দসুখচিদ্ঘনা তব বভূব সাক্ষাৎকৃতিঃ ॥
অথ তাপসাঃ ॥
মুক্তির্ভক্ত্যৈব নির্ব্বিঘ্নেত্যাত্তযুক্তবিরক্ততাঃ ।
অনুজ্ঝিত মুমুক্ষা যে ভজন্তে তে তু তাপসাঃ ॥ ৫ ॥
যথা ॥
কদা শৈলদ্রোণ্যাং পৃথুলবিপটীক্রোড়বসতি-
র্বসানঃ কৌপীনং রচিতফলকন্দাশনরুচিঃ ।

মুকুন্দাভিধমিতি । স্বভাবত এব সংসারহরণান্মুকুন্দাভিধং মুক্তিদাতারং ।

হে মুকুন্দ ! যাবৎ তোমার সুখময় জ্ঞানঘন স্বরূপ অদ্ভুত নবতমাল সদৃশ নীলদ্যুতি আকৃতি সাক্ষাৎকার না হয়; তাবৎ ইন্দ্রিয়াগোচর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপ বস্তুতে স্বয়ং সুখ উদ্দীপিত হইয়া থাকে ॥

অথ তাপসগণ ॥

ভক্তি দ্বারা মুক্তি নির্বিঘ্না হয় এই হেতু যাঁহারা যুক্ত-বৈরাগ্য স্বীকার করেন ও যাঁহাদের মুক্তি বিষয়ে অভিলাষ আছে, তাঁহাদিগকেই তাপস বলে ॥ ৫ ॥

যথা ॥

কবে আমি পর্ব্বতগুহায় অথবা বিপুলবৃক্ষের ক্রোড়-দেশে বসতি বিধান করিব, কবেই বা আমি কৌপীন পরি-

হৃদি ধ্যায়ং ধ্যায়ং মুহুরিহ মুকুন্দাভিধমহং
চিদানন্দং জ্যোতিঃ ক্ষণমিব বিনেষ্যামি রজনীঃ।
ভক্তাত্মরামকরুণা প্রপঞ্চৈনৈব তাপসাঃ।
শান্তাখ্যভাবচন্দ্রস্য হৃদাকাশে কলাং শ্রিতাঃ॥ ৬॥
অথোদ্দীপনাঃ॥
শ্রুতির্মহোপনিষদাং বিবিক্তস্থানসেবনং।
অন্তর্বৃত্তিবিশেষস্য স্ফূর্ত্তিস্তত্ত্ববিবেচনং।
বিদ্যাশক্তিপ্রধানত্বং বিশ্বরূপপ্রদর্শনং।

রজনীরিত্যুপলক্ষণমহোরাত্রাণীত্যর্থঃ। ত্রিরাত্রমপি যে তত্র বসন্তীতি বৎ॥ ৬॥
তত্ত্ববিবেচনাদিত্রয়ং তাপসাদীনাং জ্ঞেয়ং। অন্যেতূভয়েষামেব। তত্র

ধ্যান করিব, কবেই বা আমার ফল মূল ভোজনে রুচি হইবে এবং কবেই বা আমি হৃদয় মধ্যে বারম্বার মুকুন্দ নামক চিদানন্দজ্যোতিকে ধ্যান করিয়া ক্ষণকালের ন্যায় দিবা রাত্র যাপন করিব॥

ভক্ত, আত্মারাম ও করুণা-বিস্তারকারিকে তাপস বলে, এই তাপসেরা হৃদয়াকাশে শান্তনামক ভাবচন্দ্রের কলা আশ্রয় করিয়া থাকেন॥ ৬॥

অথ উদ্দীপন॥

মহৎ উপনিষদের শ্রবণ, নির্জনস্থান সেবন, অন্তর্বৃত্তি বিশেষে অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্বময় চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি, তত্ত্ব-বিচার, জ্ঞানশক্তির প্রধানতা, বিশ্বরূপ দর্শন, জ্ঞানিভক্তের সংসর্গ এবং ব্রহ্মসত্র অর্থাৎ সমবিদ্য ব্যক্তিদিগের পরস্পর

জ্ঞানিভক্তেন সংসর্গো ব্রহ্মসত্রাদয়স্তথা।
এষ্বসাধারণা প্রোক্তা বুধৈরুদ্দীপনা অমী॥
তত্র মহোপনিষচ্ছ্রুতি র্যথা॥
অক্লেশাং কমলভুবঃ প্রবিশ্য গোষ্ঠীং
কুর্ব্বন্তঃ শ্রুতিশিরসাং শ্রুতিং শ্রুতজ্ঞাঃ।
উত্তুঙ্গং যদুপুঙ্গবসঙ্গমায় রঙ্গং
যোগীন্দ্রাঃ পুলকভৃতো নবাপ্যবাপুঃ॥ ৭॥
পাদাব্জতুলসীগন্ধঃ শঙ্খনাদো মুররিষঃ।
পুণ্যশৈলঃ শুভারণ্যং সিদ্ধক্ষেত্রং স্বরাপগা।
বিষয়াদি ক্ষয়িষ্ণুত্বং কালস্যাখিলহারিতা।

বিদ্যাশক্তিপ্রধানত্বাদিষ্বয়মীশ্বরগতং জ্ঞেয়ং। ব্রহ্মসত্রমন্ত্যোক্তং সমবিদ্যানা উপরে মুপনিষদ্বিচারঃ॥ ৭॥

পাদাব্জ তুলসী গন্ধ শঙ্খনাদ স্বরাপগা উভয়েষাং অন্ত্যে তাপসানাং আশ্রিতে

উপনিষদ্ বিচার, পণ্ডিতগণ শান্তরসে এই সকলকে অসাধারণ উদ্দীপন কীর্ত্তন করিয়াছেন॥

তন্মধ্যে মহৎ উপনিষদের শ্রবণ যথা

কোন্ বেদজ্ঞ যোগীন্দ্রগণ কমলযোনি ব্রহ্মার ক্লেশরহিত সভায় প্রবিষ্ট হইয়া উপনিষদ্ শ্রবণ করত যদুপুঙ্গবের সঙ্গ নিমিত্ত পুলকাকুল কলেবরে অতিশয় রঙ্গ প্রাপ্ত না হইয়াছিলেন? ॥ ৭॥

ভগবৎ পাদপদ্মের তুলসীর সৌরভ, শঙ্খের ধ্বনি, পুণ্য পর্ব্বত, পবিত্র বন, সিদ্ধক্ষেত্র, গঙ্গা, বিষয়াদির ক্ষয়শীলত্ব,

ইত্যাদ্যুদ্দীপনাঃ সাধারণাস্তেষাং কিলাশ্রিতৈঃ॥
তত্র পাদাব্জতুলসীগন্ধো যথা তৃতীয়ে॥
তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥ ৮॥
অথানুভাবাঃ॥
নাসাগ্র ন্যস্তনেত্রত্ব মবধূতবিচেষ্টিতং।

দাসবিশেষৈঃ সহ সাধারণাঃ তেষামপি ভবন্তীত্যর্থঃ। তত্র স্বরিতি স্বর্গস্থাপগা গঙ্গা ইত্যর্থঃ॥ ৮॥

যুগং হলাদ্যঙ্গং তচ্চ চতুর্হস্তপ্রমাণং লক্ষ্যতে। যুগমাত্রে যদীক্ষিত মীক্ষণং

কালের সর্ব্ব হারিত্ব, দাস বিশেষের সহিত আত্মারাম ও তাপসদিগের এই সকল সাধারণ উদ্দীপন॥

তন্মধ্যে পাদাব্জতুলসীগন্ধ যথা॥

তৃতীয়স্কন্ধে ১৫ অধ্যায়ে ৪৩ শ্লোকে॥

সনকাদি মুনিগণ প্রণাম করিলে অরবিন্দনয়ন ভগবানের পদারবিন্দ কেশর মিশ্রিতা তুলসীর মকরন্দ যুক্ত বায়ু তাঁহাদের নাসারন্ধ্র যোগে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইল, তাহাতে যদিও তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা নিরন্তর ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতেন তথাপি তাঁহাদের চিত্তে হর্ষ এবং শরীরে রোমাঞ্চ হইল॥৮॥

অথ অনুভব॥

নাসাগ্রে দৃষ্টিনিক্ষেপ, অবধূতের ন্যায় চেষ্টা; যুগমাত্র

যুগমাত্রেক্ষিত গতির্জ্ঞানমুদ্রাপ্রদর্শনং।
হরেবির্দ্বিষ্যপি ন দ্বেষো নাতিভক্তিঃ প্রিয়েষ্বপি।
সিদ্ধতায়া স্তথা জীবন্মুক্তেশ্চ বহুমানিতা।
নৈরপেক্ষ্যং নির্ম্মমতা নিরহঙ্কারিতা তথা।
মৌনমিত্যাদয়ঃ শীতাঃ স্যুরসাধারণাঃ ক্রিয়াঃ॥ ৯॥

তত্র নাসাগ্রনয়নত্বং যথা॥

নাসিকাগ্রদৃগয়ঃ পুরোমুনিঃ স্পন্দবন্ধুরশিরা বিরাজতে।
চিত্তকন্দরতটীমনাকুলামস্য নূনমবগাহতে হরিঃ।

তেনৈব গতিঃ। জ্ঞানমুদ্রা তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োর্যুক্তিঃ। •সিদ্ধতা অত্যন্ত সংসারধ্বংসঃ। জীবন্মুক্তিঃ শরীরদ্বয়ানাবেশেন স্থিতিঃ। এতদ্দ্বয় বহুমানিতা তদ্ভক্ত্যা ভাসবতাং তাপসানাং জ্ঞেয়ং॥ ৯॥

নাসিকাগ্রদৃগিতি মুনিরিতি চাত্র তস্যাত্মারামত্বং দ্যোত্যতে তত্রতু স্পন্দ

নিরীক্ষণ গতি অর্থাৎ চতুর্হস্ত পরিমিত স্থান অবলোকন করিয়া পশ্চাৎ পাদনিক্ষেপ, জ্ঞানমুদ্রা প্রদর্শন অর্থাৎ তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের যোগ রূপ মুদ্রা ধারণ, হরিদ্বেষির প্রতি দ্বেষ-রহিত, ভগবৎপ্রিয়ভক্তের প্রতি ভক্তির অল্পতা, সংসারধ্বংস এবং জীবন্মুক্তির প্রতি বহু আদর, নিরপেক্ষ, নির্ম্মমতা, নির-হঙ্কারিতা তথা মৌন ইত্যাদি শীতা রতি এবং অসাধারণ ক্রিয়া॥ ৯॥

নাসাগ্র নয়নত্ব যথা॥

এই অগ্রবর্ত্তি মুনি নাসাগ্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্পন্দন দ্বারা উন্নতাবনত মস্তকে বিরাজিত হইতেছেন, অতএব বোধ হয় ইহাঁর অনাকুল চিত্তকন্দরতটে হরি বিরাজ করিতেছেন॥

জৃম্ভাঙ্গমোটনং ভক্তেরুপদেশো হরের্নতিঃ।
স্তবাদয়শ্চ দাসাদ্যৈঃ শীতাঃ সাধারণাঃ ক্রিয়াঃ ॥
তত্র জৃম্ভা যথা ॥
হৃদয়াম্বরে ধ্রুবং তে ভাবাম্বরমণিরুদেতি যোগীন্দ্র।
যদিদং বদনাম্ভোজং জৃম্ভামবলম্বতে ভবতঃ ॥ ১০ ॥
অথ সাত্ত্বিকাঃ ॥
রোমাঞ্চ স্বেদ কম্পাদ্যাঃ সাত্ত্বিকাঃ প্রলয়ং বিনা ॥ ১১ ॥

বন্ধুরশিরা ইতি বিশেষানুভবঃ। সচ শ্রীহরিগুণাত্মক এব সম্ভবতি আত্মা-রামাশ্চ মুনয় ইত্যাদেরিতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

এষাং শ্রীভগবৎসমাধৌ চেষ্টায়া জ্ঞানান্তরস্তচ নিরাকৃতৌ প্রলয়লক্ষণত্বে প্রাপ্তেঽপি ভূনিপতনাদ্যভাবাৎ প্রলয়ং বিনেত্যুক্তং ॥ ১১ ॥

জৃম্ভা অর্থাৎ হাঁই তোলা, অঙ্গমোটন ভক্তির উপদেশ, হরির প্রতি নতি এবং হরির স্তবাদি, দাস প্রভৃতির এই সকল শীত ভাবরূপ সাধারণ ক্রিয়া ॥

তন্মধ্যে জৃম্ভা যথা ॥

হে যোগীন্দ্র! নিশ্চয় তোমার হৃদয়াকাশে ভাবসূর্য্য উদিত হইয়াছেন, যে হেতু তোমার বদনপদ্ম ক্রমশঃ জৃম্ভা অবলম্বন করিতেছে ॥ ১০ ॥

অথ সাত্ত্বিক ॥

শান্ত রসে প্রলয় অর্থাৎ ভূপতনাপি ব্যতিরেকে রোমাঞ্চ, স্বেদ (ঘর্ম্ম) এবং কম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাব সকল প্রকাশ হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

তত্র রোমাঞ্চো যথা ॥

পাঞ্চজন্যজনিতো ধ্বনিরন্তঃ

ক্ষোভয়ন্ সপদি বিদ্ধসমাধিঃ।

যোগিনাং গিরিগুহা নিলয়ানাং

পুদ্গলে পুলকপালিমনৈষীৎ ॥ ১২ ॥

এষাং নিরভিমানানাং শরীরাদিষু যোগিনাং।

সাত্ত্বিকাস্তু জ্বলন্ত্যেব নতু দীপ্তা ভবন্ত্যমী ॥

অথ সঞ্চারিণঃ ॥

সঞ্চারিণোঽত্র নির্ব্বেদো ধৃতির্হর্ষো মতিঃ স্মৃতিঃ।

বিষাদোৎসুকতাবেগবিতর্কাদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

পুদ্গলে দেহে। কায়ো দেহঃ স্ত্রিয়াং মূর্ত্তিঃ পুদ্গলশ্চ পুমাংস্তনুরিত্যমর দত্তঃ ॥১২

এষামিতি তাবদপি শ্রীভগবৎ সম্বন্ধপ্রভাবাদেব ভবতীতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

তন্মধ্যে রোমাঞ্চ যথা ॥

পাঞ্চজন্য-শঙ্খজনিত-ধ্বনি গিরিগুহাবাসি যোগিদের অন্তঃকরণে ক্ষোভ প্রদান করত তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের সমাধি-ভঙ্গ করিল, সুতরাং তখন তাঁহারা স্বীয় দেহে পুলকাবলী ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

এই সকল নিরভিমানি যোগিদিগের শরীরে উক্ত ভাব সকল জ্বলিত হয়, কিন্তু দীপ্ত হয় না ॥

শান্তরসে সঞ্চারী যথা ॥

নির্ব্বেদ, ধৈর্য্য, হর্ষ, মতি, স্মৃতি, উৎসুক, আবেগ ও বিতর্ক প্রভৃতি শান্তরসে সঞ্চারি বলিয়া কীর্ত্তিত হয় ॥

তত্র নির্ব্বেদো যথা ॥

অস্মিন্ সুখঘনমূর্ত্তৌ পরমাত্মনি বৃষ্ণিপত্তনে স্ফুরতি।
আত্মারামতয়া মে বৃথা গতো বত চিরং কালঃ ॥

অথ স্থায়ী ॥

অত্র শান্তিরতিঃ স্থায়ী সমা সান্দ্রাচ সা দ্বিধা ॥ ১৩ ॥

তত্রাদ্যা ॥

সমাধৌ যোগিনস্তস্মিন্নসংপ্রজ্ঞাতনামনি।
লীলয়া ময়ি লব্ধেঽস্য বভূবোৎকম্পিনী তনুঃ ॥ ১৪ ॥

সমাধাবিতি শ্রীভগবদ্বচনং। মনসো বৃত্তিশূন্যস্য ব্রহ্মাকারতয়া স্থিতিঃ। যা সংপ্রজ্ঞাতনামাসৌ সমাধিরভিধীয়তে ॥ ১৪ ॥

তন্মধ্যে নির্ব্বেদ যথা ॥

এই দ্বারকানগরীতে সুখঘনমূর্ত্তি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন, হায়! আত্মারামত্ব প্রযুক্ত আমার চিরকাল বৃথা গত হইল ॥

অথ শান্তরসে স্থায়ী ভাব ॥

শান্তরসে শান্তিরতি স্থায়ী ভাব। এই শান্তিরতি সমা ও সান্দ্রা ভেদে দুই প্রকার হয় ॥ ১৩ ॥

তন্মধ্যে সমা যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন এই যোগিব্যক্তির অসংপ্রজ্ঞাত নাম সমাধিতে আমি লীলাবশতঃ উপস্থিত হইলে ইঁহার তনু কম্পে পরিপূর্ণ হইয়াছিল ॥ ১৫ ॥

সান্দ্রা যথা॥
সর্ব্বাবিদ্যাধ্বংসতো যঃ সমন্তা-
দাবির্ভূতো নির্ব্বিকল্পে সমাধৌ।
জাতে সাক্ষাদ্যাদবেন্দ্রে স বিন্দ-
ন্ময্যানন্দঃ সান্দ্রতাং কোটিধাসীৎ।
শান্তো দ্বিধৈষ পারোক্ষ্য সাক্ষাৎকারবিভেদতঃ॥
তত্র পারোক্ষ্যং যথা॥
প্রযাস্যতি মহত্তপঃ সফলতাং কিমষ্টাঙ্গিকা
মুনীশ্বর পুরাতনী পরমযোগচর্য্যাপ্যসৌ।

সর্ব্বেতি জ্ঞানিত্বাৎ পরমগভীরস্যাপ্যস্য কণ্ঠোক্তীকৃত নিজানন্দতয়া চাপলাভিব্যক্তেঃ পূর্ব্বস্মাদাধিক্যমেব ব্যক্তং জাত ইতি স এবানন্দঃ সাক্ষাজ্জাতে যাদবেন্দ্রেঽধিকরণে তদীয় রূপগুণলীলানুভবান্ময়ি কোটিধা সান্দ্রতাং বিজ্ঞানসান্দ্রতয়া প্রকাশমান আসীদিত্যর্থঃ॥ ১৫॥

সান্দ্রা যথা॥

সর্ব্ব প্রকার অবিদ্যাধ্বংস হেতু নির্বিকল্প সমাধিতে যাদবেন্দ্র সাক্ষাৎকার হইলে সর্ব্বতোভাবে আমাতে যে আনন্দ আবির্ভূত হয়, তাহা কোটিসান্দ্রতা লাভ করত প্রকাশমান হইয়াছিল॥

পারোক্ষ্য এবং সাক্ষাৎকার ভেদে শান্ত দুই প্রকার হয়॥

তন্মধ্যে পারোক্ষ্য শান্ত যথা॥

হে মুনীশ্বর! আপনি বলুন দেখি আমার মহৎ তপস্যা এবং পুরাতনী অষ্টাঙ্গপরমযোগচর্য্যা সফলতা প্রাপ্ত হইলে

নরাকৃতি-নবাম্বুদদ্যুতিধরং পরং ব্রহ্ম মে
বিলোচন চমৎকৃতিং কথয় কিন্নু নির্ম্মাস্যতি ॥ ১৫ ॥
যথাবা ॥
ক্ষেত্রে কুরোঃ কিমপি চণ্ডকরোপরাগে
সান্দ্রং মহঃ পথি বিলোচনয়োর্যদাসীৎ।
তন্নীরদদ্যুতিজয়ি স্মরদুৎসুকং মে
ন প্রত্যগাত্মনি মনো রমতে পুরেব ॥ ১৬ ॥
সাক্ষাৎকারো যথা ॥
পরমাত্মতয়াত্তি মেদুরা-

সান্দ্রং মহঃ পথীতি যদাসীদিতি দ্যুতিজয়ীত্যেতএব পাঠা স্থিষ্টাঃ ॥ ১৬ ॥
হে ভগবন্! সর্ব্বাতীতানন্তগুণসম্পন্ন তব সাক্ষাৎ করণানন্দাদধিকং

নরাকৃতি নবজলধর দ্যুতিধারী পরমব্রহ্ম কি আমার লোচ-নের চমৎকৃতি বিধান করিবেন অর্থাৎ তাঁহার কি আমি দর্শন পাইব ॥ ১৫ ॥

যথাবা ॥

সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রের পথে নীরদদ্যুতিজয়ী যে নিবিড় তেজ লোচন দ্বয়ের প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া আমার মন উৎসুকান্বিত হইয়া আর পূর্ব্বের ন্যায় ব্রহ্মসুখে রমণ করিতেছে না ॥ ১৬ ॥

সাক্ষাৎকার যথা ॥

হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বাতীতানন্দগুণ সম্পন্ন, দুর

স্তব সাক্ষাৎকরণপ্রমোদতঃ।
ভগবন্নধিকং প্রয়োজনং
কতরদ্ব্রহ্মবিদোঽপি বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥
যথা বা ॥
হৃষ্টঃ কম্বুপতিস্বনৈ র্ভুবি লুঠচ্চীরাঞ্চলঃ সঞ্চল-
মূর্দ্ধা রুদ্ধ দৃগশ্রুভিঃ পুলকিতো দ্রাগেব লীনব্রতঃ।
অক্ষোরঙ্গনমঞ্জনত্বিষি পরব্রহ্মণ্যবাপ্তে মুদা

প্রয়োজনং ব্রহ্মণঃ পরমবৃহন্নির্বিশেষানন্দস্বরূপস্য যোঽনুভবী তস্যাপি কতর-দ্বিদ্যতে। নন্বু ব্রহ্ম তাবৎ সর্ব্বেষাং স্বরূপং স্বরূপস্যৈব সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠত্বেন তৎ-সাক্ষাৎকারস্যৈব সর্ব্বতঃ প্রীত্যাস্পদত্বাৎ ব্যর্থং কৃতং গুণময়সাক্ষাৎকরণেন তত্রাহ পরেতি আত্মা সর্ব্বেষাং স্বরূপং যদ্ব্রহ্ম ততোঽপি তব পরমত্বপ্রাপ্তি মেত্বরাৎ ব্রহ্মণোঽপি প্রতিষ্ঠাহমিতি শ্রীভগবদ্গীতোপনিষদ্ভ্যঃ কৃষ্ণমেনমবেহিত্ব-মাত্মানমখিলাত্মনামিতি শ্রীশুকবাক্যাচ্চ ॥ ১৭ ॥

অশ্রুভিঃ রুদ্ধ দৃগিতি যোজ্যং লীনং নষ্টং ব্রতং তত্তন্নিয়মো যস্য ॥ ১৮ ॥

হইতে আপনার যে সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি তজ্জনিত আনন্দ হইতে আমি যে ব্রহ্মজ্ঞ আমার অন্য প্রয়োজন কি আছে ॥ ১৭ ॥

যথাবা ॥

কম্বুপতি পাঞ্চজন্যের ধ্বনি শ্রবণ দ্বারা কোন যোগী চীর-বস্ত্রের অঞ্চল সঞ্চালন পূর্ব্বক ভূমিতে মস্তক লুণ্ঠিত করত অশ্রুপূরিত লোচনে পুলকাকুল হইয়া আপনার নিয়ম বিনষ্ট করিয়াছিলেন এবং চক্ষুর অঙ্গনে অঞ্জনকান্তি পরব্রহ্ম সাক্ষাৎ-

মুদ্রাভিঃ প্রকটী করোত্যবমতিং যোগী স্বরূপস্থিতৌ॥১৮
ভবেৎ কদাচিৎ কুত্রাপি নন্দসূনোঃ কৃপাভরঃ।
প্রথমং জ্ঞাননিষ্ঠোঽপি সোঽত্রৈব রতিমুদ্বহেৎ ॥ ১৯ ॥
যথা বিল্বমঙ্গলস্তবে ॥
অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ
স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন
দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥ ২০ ॥

তত্র শ্রীমন্নন্দসূনুরূপস্য তস্য কৃপাতিশয়েতু পরম্যোৎকর্ষমাহ ভবেদিতি। অত্র শ্রীনন্দসূনাবেব রতিমুচ্চৈর্বহেত তদযোগ্যাং শান্তিমতিক্রম্য রতিবিশেষং বহতীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

অদ্বৈতেতি শান্দং জ্ঞানমুক্তং স্বানন্দেতি অনুভব পর্য্যন্তং স্বানন্দ এব সিংহাসনং তত্র লব্ধা দীক্ষা পূজা যৈরিত্যর্থঃ। দীক্ষ মৌণ্ড্যেত্যাদি ধাতুগণাৎ। ব্যাজস্তুতিরিয়ং ॥ ২০ ॥

কার হওয়ায় যে আনন্দ পরিপাটী উপস্থিত হইয়াছিল তদ্দ্বারা তিনি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

কখনও যদি কাহারও প্রতি নন্দনন্দনের কৃপাতিশয় হয়, তাহা হইলে সে যদি প্রথমে জ্ঞাননিষ্ঠা থাকে তবে পরে তাহার রতি লাভ হয় ॥ ১৯ ॥

যথা বিল্বমঙ্গলস্তবে ॥

যাঁহারা অদ্বৈতমার্গের পথিক হইয়াছেন তাঁহারাই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুভবিদিগকে উপাসনা করুন, কিন্তু কোন গোপবধূলম্পট শঠ হঠ পূর্ব্বক আমাদিগকে দাস করিয়াছেন ॥২০॥

তৎকারুণ্যশ্লথীভূতজ্ঞানসংস্কারসন্ততিঃ।
এষ ভক্তিরসানন্দনিপুণঃ স্যাদ্যথা শুকঃ ॥ ২১ ॥
শমস্য নির্ব্বিকারত্বান্নাট্যজ্ঞৈর্নৈব মন্যতে।
শান্ত্যাখ্যায়া রতেরত্র স্বীকারান্ন বিরুদ্ধ্যতে।
শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি শ্রীভগবদ্বচঃ।
তন্নিষ্ঠা দুর্ঘটা বুদ্ধেরেতাং শান্তিরতিং বিনা ॥ ২২ ॥

অত্রার্ষমপি প্রমাণমাহ তদিত। শুকেন হি সর্ব্বোত্তম প্রেমতয়া ব্রজবাসিমাত্রং নিরূপ্য তত্রাপি কুত্রচিৎ পরেমোৎকর্ষো দর্শিতঃ ॥ ২১ ॥

অত্রেতি কেবলঃ শান্তরসস্তৈর্বিকধ্যাতাং নাম অত্রাস্মন্মতেতু শান্তরসে তৈর্বিরোদ্ধুং ন শক্যত ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুমাহ শান্ত্যেতি শ্রীভগবদ্রতিমাত্রস্য রসত্বং পূর্ব্বমেবেতি স্থাপিতমিতি ভাবঃ। তত্র হি কার্য্যদ্বারা রতিরূপং কারণং লক্ষ্যত ইত্যাহ তন্নিষ্ঠেতি তথাপি সামান্যায়ামেব রতৌ লব্ধায়াং বিশেষেঽত্র প্রবৃত্তিঃ প্রসিদ্ধা শমপ্রাচুর্য্যাৎ পর্য্যবসীয়ন্তে ॥ ২২ ॥

যেমন শুকদেব ভগবৎকরুণায় জ্ঞানসংস্কার সমূহকে শ্লথ করিয়া ভক্তিরসানন্দে নিপুণ হইয়াছিলেন, তাহার ন্যায় এই বিল্বমঙ্গল ভগবৎকরুণায় ভক্তিরসানন্দে প্রবীণ হইয়া-ছিলেন ॥ ২১ ॥

শমভাবের নির্ব্বিকারত্ব প্রযুক্ত নাট্যজ্ঞেরা ইহাকে রস বলিয়া-স্বীকার করেন না, কিন্তু এ স্থলে শান্তিরতির স্বীকার করিলে কিছুই বিরুদ্ধ হয় না ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একাদশস্কন্ধে উদ্ধবকে বলিয়াছেন আমাতে নিষ্ঠাপ্রাপ্তবুদ্ধির নাম শম, অতএব এই শান্তিরতি ব্যতিরেকে ভগবানে বুদ্ধির নিষ্ঠা দুর্ঘট ॥ ২২ ॥

কেবলশান্তোঽপি শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে যথা ॥
নাস্তি যত্র সুখং দুঃখং ন দ্বেষো ন চমৎসরঃ।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু স শান্তঃ প্রথিতো রসঃ ॥ ২৩ ॥
সর্ব্বথৈবমহঙ্কাররহিতত্বং ব্রজন্তি চেৎ।
তত্রান্তর্ভাবমর্হন্তি ধর্ম্মবীরাদয়স্তদা।
ধৃতিস্থায়িনমেকে তু নির্ব্বেদস্থায়িনং পরে।
শান্তমেব রসং পূর্ব্বে প্রাহুরেকমনেকধা।
নির্ব্বেদো বিষয়ে স্থায়ী তত্ত্বজ্ঞানোদ্ভবঃ স চেৎ।

অথ কেবলশান্তাখ্যে রসে বিবদমানানাং মতনিরাসেন কৈমুত্যাদাত্মমতং স্থাপয়তি কেবলশান্তোঽপি শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে যথেতি ॥ ২৩ ॥

ধর্ম্মবীরাদয়ো ধর্ম্ম দয়া দান বীরাঃ ॥ ২৪ ॥

কেবল শান্তরস বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে যথা ॥

যাহাতে সুখ নাই, দুঃখ নাই, দ্বেষ নাই, মাৎসর্য্য নাই এবং সকলভূতে সমভাব তাহাকেই শান্তরস বলিয়া উল্লেখ করাযায় ॥ ২৩ ॥

যদি সর্ব্ব প্রকারে অহঙ্কার রাহিত্য হয় তবেই ধর্ম্মবীর, দানবীর ও দয়াবীর শান্তরসে অন্তর্ভাব লাভ করিতে যোগ্য হইতে পারে ॥

কেহ ধৃতিকে স্থায়ি বলেন ও কেহ নির্ব্বেদকে স্থায়ি বলেন, কিন্তু পূর্ব্বপূর্ব্ব পণ্ডিতগণ একমাত্র শান্তরসকে অনেক প্রকারে বর্ণন করিয়াছেন ॥

নির্ব্বেদ যদি তত্ত্বজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে

ইষ্টানিষ্টবিয়োগাপ্তি কৃতস্তু ব্যভিচার্য্যসৌ ॥ ২৪ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে মুখ্য ভক্তিরস পঞ্চক নিরূপণে শান্তভক্তিরস লহরী প্রথমা ॥ * ॥১

॥ * ॥ ইতি পঞ্চলহর্য্যাত্মকে পশ্চিমবিভাগে শান্তভক্তিরসলহরী প্রথমা ॥ * ॥

তাহাকে বিষয়ের মধ্যে স্থায়ী বলাযায়। আর যদি এই নির্ব্বেদ ইষ্টবিয়োগ ও অনিষ্ট প্রাপ্তির নিমিত্ত হয় তাহা হইলে ইহাকে ব্যভিচারী বলে॥ ২৪ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নকৃত ব্যাখ্যায় ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পশ্চিমবিভাগে শান্তভক্তিরস প্রথম লহরী সমাপ্তা ॥ * ॥ ১ ॥ * ॥

অথ প্রীতভক্তিরসঃ ॥

শ্রীধরস্বামিভিঃ স্পষ্টময়মেব রসোত্তমঃ।
রঙ্গপ্রসঙ্গে সপ্রেমভক্তিকাখ্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
রতিস্থায়িতয়া নাম কৌমুদীকৃদ্ভিরপ্যসৌ।
শান্তত্বেনায়মেবাদ্ধা সুদেবাদ্যৈশ্চ বর্ণিতঃ।
আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈঃ প্রীতিরাস্বাদনীয়তাং।
নীতা চেতসি ভক্তানাং প্রীতভক্তিরসো মতঃ।
অনুগ্রাহ্যস্য দাসত্বাল্লাল্যত্বাদপ্যয়ং দ্বিধা।
ভিদ্যতে সংভ্রমপ্রীতো গৌরবপ্রীত ইত্যপি ॥

তত্র সংভ্রম প্রীতঃ ॥

অথপ্রীতভক্তিরস ॥

শ্রীধরস্বামি প্রভৃতি এই প্রীত রসকে স্পষ্ট রূপে উত্তম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং রঙ্গপ্রসঙ্গে অর্থাৎ নাট্যাদিতে এই প্রীতরস প্রেমভক্তি নামে উল্লিখিত হইয়াছে। কৌমুদীকার ইহাকে স্থায়িরতি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন এবং সুদেবাদি কর্ত্তৃক এই প্রীতরস সাক্ষাৎ শান্ত নামে কথিত হইয়াছে। আত্মোচিত বিভাব দ্বারা ভক্তগণের চিত্তে প্রীতি আস্বাদনীয়ত্ব প্রাপ্ত হয়, এ কারণ ইহা প্রীতভক্তিরস বলিয়া সম্মত ॥

অনুগ্রহপাত্রের সম্বন্ধে দাসত্ব এবং লালনীয়ত্ব প্রযুক্ত এই প্রীতরস দুই প্রকারে ভিন্ন হয়, যথা—সংভ্রমপ্রীত ও গৌরব প্রীত ॥

তন্মধ্যে সংভ্রম প্রীত যথা ॥

দাসাভিমানিনাং কৃষ্ণে স্যাৎ প্রীতিঃ সম্ভ্রমোত্তরা ।
পূর্ব্ববৎ পুষ্যমাণেয়ং সম্ভ্রমপ্রীত উচ্যতে ॥
তত্রালম্বনাঃ ॥
হরিশ্চ তদ্য দাসাশ্চ জ্ঞেয়া আলম্বনা ইহ ॥
তত্র হরিঃ ॥
আলম্বনোঽস্মিন্ দ্বিভুজঃ কৃষ্ণো গোকুলবাসিষু ।
অন্যত্র দ্বিভুজঃ কাপি কুত্রাপ্যেষ চতুর্ভুজঃ ॥
তত্র ব্রজে যথা ॥
নবাম্বুধরবন্ধুরঃ করযুগেন বক্ত্রাম্বুজে
নিধায় মুরলীং স্ফুরৎ পুরটনিন্দি পট্টাম্বরঃ ।

দাসাভিমানি ব্যক্তিদিগের শ্রীকৃষ্ণে সম্ভ্রম বিশিষ্টা প্রীতি উৎপন্ন হয় । এই সম্ভ্রমোত্তরা প্রীতি পূর্ব্ববৎ পুষ্ট হইলে ইহাকে সম্ভ্রমপ্রীত বলা যায় ॥

উক্ত প্রীতরসে আলম্বন যথা ॥

এই প্রীতরসে হরি এবং হরিদাস সকল আলম্বন হইয়া থাকেন ॥

তন্মধ্যে আলম্বন রূপ হরি যথা ॥

এই সম্ভ্রমপ্রীত রসে গোকুলবাসি সকলে শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ রূপে আলম্বন,অন্যত্র কোথাও দ্বিভুজ এবং কোথাও বা চতুর্ভুজ রূপে আলম্বন হয়েন ॥

তন্মধ্যে ব্রজে আলম্বন রূপী হরি যথা ॥

নবজলধরকান্তি রূপে স্ফূর্ত্তিশীল প্রভু শ্রীকৃষ্ণ করযুগল দ্বারা বদনপদ্মে মুরলী ধারণ পূর্ব্বক স্বর্ণনিন্দি পীতবসন

শিখণ্ডকৃতশেখরঃ শিখরিণস্তটে পর্য্যটন্
প্রভুর্দিবি দিবৌকসো ভুবি ধিনোতি নঃ কিঙ্করান্ ॥

অন্যত্র দ্বিভুজো যথা ॥

প্রভুরয়মনিশং পিশঙ্গবাসাঃ
করযুগভাগরি কম্বুরম্বুদাভঃ।
নবঘন ইব চঞ্চলা পিনদ্ধো
রবিশশিমণ্ডলমণ্ডিতশ্চকাস্তি ॥ ১ ॥

তত্র চতুর্ভুজো যথা ললিতমাধবে ॥

চঞ্চৎকৌস্তুভ কৌমুদী সমুদয়ঃ কৌমোদকীচক্রয়োঃ

চঞ্চদিতি শ্রীদারুকবাক্যং এষ ইতি বৈকুণ্ঠনাথাদপি চমৎকারকরত্বেন ময়াস্থ

পরিধান এবং মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া ধারণ করত গিরি-তটে পর্য্যটন করিতে করিতে স্বর্গে দেবগণ এবং পৃথিবীতে আমরা যে কিঙ্কর আমাদিগকে আনন্দ প্রদান করিতেছেন ॥

অন্যত্র দ্বিভুজ যথা ॥

এই মেঘকান্তি প্রভু নিরন্তর পীত বসন পরিধান এবং করযুগে শঙ্খ চক্র ধারণ পূর্ব্বক নবজলধরে বিদ্যুৎ নিবদ্ধ হইলে যে রূপ শোভা দেখায় তাহার ন্যায় চন্দ্রকান্ত ও সূর্য্যকান্তময় মণিভূষণ সকলে বিভূষিত হইয়া শোভা বিস্তার করিতেছেন ॥ ১ ॥

তন্মধ্যে চতুর্ভুজ যথা ॥

ললিতমাধবে ॥

দারুক কহিলেন যাঁহার কণ্ঠে কৌস্তুভমণি শুভ্র তেজ

গধ্যেনোজ্জ্বলিতৈ স্তথা জলজয়োরাঢ্যশ্চতুর্ভিভুর্জৈঃ।
দিব্যালঙ্করণেন সঙ্কটতনুঃ সঙ্গী বিহঙ্গেশিতু-
র্মাং ব্যস্মারয়দেষ কংসবিজয়ী বৈকুণ্ঠগোষ্ঠীশ্রিয়ং ॥ ২ ॥
ব্রহ্মাণ্ডকোটিধামৈকরোমকূপঃ কৃপাম্বুধিঃ।
অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ।
অবতারাবলীবীজং সদাত্মারামহৃদ্গুণঃ।
ঈশ্বরঃ পরমারাধ্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
সমৃদ্ধিমান্ ক্ষমাশীলঃ শরণাগতপালকঃ।

ভুয়মান ইত্যর্থঃ। ব্যস্মারয়দিত্যনেনচ প্রস্তুতানাং সামগ্রীণাং বৈকুণ্ঠসাম-গ্রীভ্যো বিলক্ষণত্বং ধ্বনিতং ॥ ১ ॥ ২ ॥

ব্রহ্মাণ্ডকোটিধামৈক*রোমকূপ ইতি নচাস্ত র্নবহি র্যস্তেত্যাদি প্রমাণেন মধ্যম পরিমাণত্বেঽপি অচিন্ত্যশক্ত্যা পরমবিভুবিগ্রহ ইত্যর্থঃ। তৎসম্বন্ধস্তু তত্র নাস্তীতি স্বয়মেব গীতং ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্ত মূর্ত্তিনা ইত্যাদিনা ব্যক্তি-তমেব। সচ পুরুষেণৈব তৎ সম্বন্ধাভাসো নতু স্বয়ং ভগবতেতি। যথোক্তং

প্রকাশ করিতেছে, যিনি শঙ্খচক্র গদাপদ্ম শালি ভুজ চতুষ্টয়ে যুক্ত হইয়াছেন, যাঁহার অঙ্গে দিব্য দিব্য অলঙ্কার সকল সঙ্কুল হইয়া রহিয়াছে এবং যিনি খগেশ্বর গরুড়ের উপরি বিরাজ করিতেছেন, সেই কংসারি আজ আমাকে বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্য বিস্মরণ করাইয়া দিলেন ॥ ২ ॥

যাঁহার এক রোমকূপে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিতি করিতেছে, যিনি কৃপা সমুদ্র, অবিচিন্ত্য মহাশক্তি, সর্ব্বসিদ্ধি নিষেবিত, অবতারাবলীবীজ, আত্মারামগণাকর্ষী, ঈশ্বর, পরমারাধ্য সর্ব্বজ্ঞ, সুদৃঢ়ব্রত, সমৃদ্ধিমান্, ক্ষমাশীল, শরণা-

দক্ষিণঃ সত্যবচনো দক্ষঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ।
প্রতাপী ধার্ম্মিকঃ শাস্ত্রচক্ষুর্ভক্তসুহৃত্তমঃ।
বদান্যস্তেজসাযুক্তঃ কৃতজ্ঞঃ কীর্ত্তিসংশ্রয়ঃ।
বরীয়ান্ বলবান্ প্রেমবশ্য ইত্যাদিভির্গুণৈঃ।
যুতশ্চতুর্ব্বিধেষ্বেষদাসেষ্বালম্বনো হরিঃ॥ ৩॥

অথ দাসাঃ॥

দাসাস্তু প্রশ্রিতা স্তস্য নিদেশবশবর্ত্তিনঃ।
বিশ্বস্তাঃ প্রভূতাজ্ঞান বিনম্রিতধিয়শ্চ তে॥

শ্রীদশমে। যস্যাংশাংশাংশ ভাগেন বিশ্বস্থিত্যপ্যয়োদয়া ইতি টীকাচ যস্যাংশঃ পুরুষ স্তস্যাংশো মায়েত্যাদিকা। তদেব মায়িক গুণবত্তাচ তস্য ন সর্ব্বত্র স্ফূরতি কিন্তু যথা বিভাগমেব। যথা প্রথমোহয়ং গুণঃ অধিকারি বিশেষাশ্রিত ত্বাৎসেষ্বেবেতি॥ ৩॥

প্রশ্রিতা নতদৃষ্ট্যাদিনা স্থিতাঃ। নিদেশ স্বস্বযোগ্যকর্ম্মণি যা শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞা তত্র যো বশ ইচ্ছা স্বত এব রুচি স্তত্র বর্ত্তিতুং শীলং যেষাং তে তথা। বশঃ কান্তাবিত্যমরঃ। তদেতল্লক্ষণানুসারাৎ রুচিবৃত্ত্যা দাসত্বেনাশঙ্ক্যমানা

গতপালক, দক্ষিণ, সত্যবচন, দক্ষ, সর্ব্বশুভঙ্কর, প্রতাপী, ধার্ম্মিক, শাস্ত্র চক্ষু, ভক্তসুহৃৎ, বদান্য, তেজীয়ান্, কৃতজ্ঞ, কীর্ত্তিমান্ এবং প্রেমবশ্য, ইত্যাদি গুণযুক্ত হরি চতুর্ব্বিধ দাসভক্তে আলম্বন স্বরূপ॥ ৩॥

অথ দাস॥

প্রশ্রিত অর্থাৎ সর্ব্বদা নতদৃষ্টিতে অবস্থিত আজ্ঞাবর্ত্তী, বিশ্বস্ত এবং প্রভুজ্ঞানে নম্রবুদ্ধি ইত্যাদি ভেদে দাস চারি প্রকার হয়॥

যথা ॥

প্রভুরয়মখিলৈর্গুণৈ র্গরীয়া-

নিহ তুলনামপরঃ প্রযাতি নাস্য।

ইতি পরিণতনির্ণয়েন নম্রান্

হিতচরিতান্ হরিসেবকান্ ভজধ্বং ॥

চতুর্দ্ধামী অধিকৃতাশ্রিতপারিসদানুগাঃ ॥

তত্রাধিকৃতাঃ ॥

ব্রহ্ম শঙ্কর শক্রাদ্যাঃ প্রোক্তা অধিকৃতা বুধৈঃ।

রূপং প্রসিদ্ধমেবৈষাং তেন ভক্তিরুদীর্য্যতে ॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণগৌরববিষয়া বিপ্রাদয়োঽপি যোগবৃত্ত্যা গণয়িষ্যন্তে দাস্যন্তে দীয়ন্তে কৃপয়া তত্তদ্বাঞ্ছিতং সম্পদ্যতে যেভ্য ইতি নিরুক্তেঃ। দাস্য দানে যথা চাত্র প্রমাণীকৃতং ভাষাবৃত্তৌ। গুণিনাং ব্রাহ্মণো দাস ইতি। কিন্ত্বেতে নিত্যসিদ্ধাঃ সাধনসিদ্ধাশ্চেত্যুভয়ে লীলাপরিকরা তাদৃশতা ভাববাঞ্ছকা শ্চেতি ভেদেন তত্র তত্র জ্ঞেয়াঃ ॥ ৪ ॥

যথা ॥

এই প্রভু নিখিল গুণ দ্বারা সকলের গুরু, এ জগতে ইহাঁর সহিত কে তুল্যত্ব লাভ করিতে পারে, এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞানে নত ও সর্ব্ব হিতকারি হরিদাস সকলকে ভজনা কর ॥

উক্ত চারি প্রকার দাসের নাম অধিকৃত, আশ্রিত, পারিষদ ও অনুগ ॥

তন্মধ্যে অধিকৃত দাস যথা ॥

ব্রহ্মা, শিব এবং ইন্দ্র ইত্যাদিকে পণ্ডিতগণ অধিকৃত দাস বলিয়া কীর্ত্তন করেন, ইহাঁদের রূপ প্রসিদ্ধই আছে, একারণ এই সকলের ভক্তি বলিতেছি ॥ ৪ ॥

যথা।

কা পর্য্যেত্যম্বিকেয়ং হরিমবকলয়ন্ কম্পতে কঃ শিবোঽসৌ
তং কঃ স্তৌত্যেষ ধাতা প্রণমতিরিলুঠন্ কঃ ক্ষিতৌ বাসবোঽয়ং।
কঃ স্তব্ধো হস্যতেঽদ্ধা দনুজভিদনুজৈঃ পূর্ব্বজোঽয়ং যমেত্থং
কালিন্দী জাম্ববত্যাং ত্রিদশপরিচয়ং জালরন্ধ্রাদ্ব্যতানীৎ॥

অথাশ্রিতাঃ॥

অধিকৃতা ইতি শ্রীকৃষ্ণেনাধিকৃতা স্থাপিতা ইত্যর্থঃ। উদাহরণেতু কা পর্য্যেতি প্রদক্ষিণী করোতি। স্তব্ধঃ স্তম্ভাখ্য সাত্ত্বিকেন যুক্তঃ ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বজ ইতি তদানীং যমস্যরশ্যাপি যমশরীর প্রবিষ্টস্থার্য্যম্নোঽপি তদ্রূপত্বেনৈব ব্যবহারাৎ॥ ৫॥

যথা।

জাম্ববতী কালিন্দীকে জিজ্ঞাসা করিলেন হরিকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন ইনি কে? কালিন্দী কহিলেন ইনি অম্বিকা, জাম্ববতী, হরিদর্শন করিয়া কাঁপিতেছেন ইনি কে? কালিন্দী, ইনি শিব, জাম্ববতী, স্তব করিতেছেন ইনি কে? কালিন্দী ইনি বিধাতা, জাম্ববতী, ক্ষিতিতলে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম, করিতেছেন ইনি কে?। কালিন্দী, ইনি ইন্দ্র। জাম্ববতী, দেবগণের সহিত স্তব্ধ হইয়া হাস্য করিতেছেন ইনি কে? কালিন্দী, ইনি আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা যম, এইরূপে গবাক্ষ দিয়া কালিন্দী জাম্ববতীকে দেবগণের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন॥

অথ আশ্রিত॥

তে শরণ্যা জ্ঞানিচরাঃ সেবানিষ্ঠাস্ত্রিধাশ্রিতাঃ ॥ ৫ ॥

যথা ॥

কেচিদ্ভীতাঃ শরণমভিতঃ সংশ্রয়ন্তে ভবন্তং
বিজ্ঞাতার্থাস্তদনুভবতঃ প্রাস্য কেচিন্মুমুক্ষাং।
শ্রাবং শ্রাবং নব নব নবাং মাধুরীং সাধুবৃন্দা-
দ্বৃন্দারণ্যোৎসব কিল বয়ং দেব সেবেমহি ত্বাং।

কেচিদ্ভীতা ইত্যাদৌ ভূতএব নিষ্ঠা নতু বর্ত্তমানে। সংপ্রতি হ্যেষামন্যাভিলাষিতাশূন্যত্বমেব বক্তব্যং শুদ্ধভক্তেষু গণনাৎ। মুমুক্ষামিত্যুপলক্ষণত্বেন শান্তিরতিহেতুজ্ঞানত্যাগোঽপি লভ্যতে অতএব জ্ঞানিচরা ইতি ভূতপূর্ব্বত্বং জ্ঞানস্যাপি দর্শিতং। অত্র চ মধ্যমাস্তিমাধিকারিণামনন্ত ভেদ ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যানুভবাভ্যাং জ্ঞেয়ঃ ভীতা ইতিঃত্বদুক্তিব্যতিরিক্তাৎ সর্ব্বস্মাদপি ভয়যুক্তা ইত্যর্থঃ। ত্বদনুভবতো বিজ্ঞাতার্থা ইতি ব্রহ্মানুভব ত্বদনুভবয়োর্জ্ঞাততারতম্যা ইত্যর্থঃ। তদিদং সহজতদ্দাস্যরতেঃ সাধকভক্তস্য বচনমাত্মনঃ সার্ব্বদিকানন্যগতিত্ব নিবেদনায় ॥ ৬ ॥

শরণাগত, জ্ঞানি ও সেবানিষ্ঠ এই তিনকে আশ্রিত বলে ॥ ৫ ॥

যথা ॥

হে বৃন্দাবনানন্দ! হে দেব! কোন কোন ব্যক্তি ভীত হইয়া সর্ব্বতোভাবে রক্ষক জ্ঞানে তোমাকে আশ্রয় করিয়াছেন, কোন কোন ব্যক্তি তোমার প্রভাব অবগত হইয়া মুক্তি বিষয়ক ইচ্ছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমাকে আশ্রয় করিয়াছেন এবং আমরা সাধুমুখে তোমার নব নব মাধুরী শ্রবণ করিয়া শ্রবণ করিয়া ত্বদীয় সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি ॥

তত্র শরণ্যাঃ॥

শরণ্যাঃ কালিয় জরাসন্ধবদ্ধনৃপাদয়ঃ॥

যথা॥

অপি গহনাগসি নাগে প্রভুবর ময্যদ্ভুতাদ্য তে করুণা।

ভক্তৈরপি সুদুর্লভয়া যদহং পদমুদ্রয়োজ্জ্বলিতঃ॥

যথাপরাধভঞ্জনে॥

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা

জাতা তেষাং ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।

উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-

তন্মধ্যে শরণ্য যথা॥

কালিয়নাগ এবং জরাসন্ধকারাগারবদ্ধ নৃপতিগণকে শরণাগত বলা যায়॥

যথা॥

হে প্রভুশ্রেষ্ঠ। আমি কালিয়নাগ, অতিশয় অপরাধ করিলেও আমার প্রতি আপনার অদ্ভুত করুণা, যে হেতু ভক্তগণেরও দুর্লভ পদচিহ্ন দ্বারা আজ আমি উজ্জ্বলিত হইলাম॥

যথাবা অপরাধভঞ্জনে॥

প্রভো! আমি কাম ক্রোধাদি রিপুবর্গের কত কত না দুষ্ট আদেশ সকল প্রতিপালন করিয়াছি, তথাপি তাহারা আমার প্রতি দয়া করিল না, না তাহাদের লজ্জা বা উপশমই হইল অতএব হে যদুপতে! সম্প্রতি আমি জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া অভয় স্বরূপ আপনার শরণাগত হইলাম, আপনি আমাকে

ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষাত্মদাস্যে ॥

অথ জ্ঞানিচরাঃ ॥

যে মুমুক্ষাং পরিত্যজ্য হরিমেব সমাশ্রিতাঃ।
শৌনকপ্রমুখাস্তেতু প্রোক্তা জ্ঞানিচরা বুধৈঃ ॥

যথা হরিভক্তিসুধোদয়ে ॥

অহো মহাত্মন্ বহুদোষদুষ্টো-
হপ্যেকেন ভাত্যেষ ভবো গুণেন।
সৎসঙ্গমাখ্যেন সুখাবহেন
কৃতাদ্য নো যেন কৃশা মুমুক্ষা ॥ ৬ ॥

যথাবা পদ্যাবল্যাং ॥

স্বীয় দাস্যে নিযুক্ত করুন ॥

অথ জ্ঞাননিষ্ঠ ॥

যাঁহারা মুক্তি ইচ্ছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল হরিকেই আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারাই শৌনকাদি ঋষি, পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগকেই জ্ঞাননিষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥

যথা হরিভক্তিসুধোদয়ে ॥

শৌনকাদি ঋষিগণ সূতকে কহিলেন, হে মহাত্মন্! কি আশ্চর্য্য! এই মনুষ্য জন্ম বহু দোষে দুষ্ট হইলেও এক সুখ-জনক সৎসঙ্গ রূপ গুণ দ্বারা শোভা পাইতেছে, দেখ তদ্দ্বারা আমাদের মুক্তি ইচ্ছা ক্ষীণ হইয়া গেল ॥ ৬ ॥

যথাবা পদ্যাবলীতে ॥

ধ্যানাতীতং কিমপি পরমং যেত্তু জানন্তি তত্ত্বং
তেষামাস্তাং হৃদয়কুহরে শুদ্ধচিন্মাত্র আত্মা।
অস্মাকন্তু প্রকৃতিমধুরঃ স্মেরবক্তারবিন্দো
মেঘশ্যামঃ কনকপরিধিঃ পঙ্কজাক্ষোঽয়মাত্মা॥

অথ সেবানিষ্ঠাঃ॥

মূলতো ভজনাসক্তাঃ সেবানিষ্ঠা ইতীরিতাঃ।
চন্দ্রধ্বজো হরিহয়ো বহুলাশ্ব স্তথা নৃপঃ।
যথা।
ইক্ষ্বাকুঃ শ্রুতদেবশ্চ পুণ্ডরীকাদয়শ্চ তে॥ ৭॥

আত্মারামানপি গময়তি ত্বদ্‌গুণো গানগোষ্ঠীং

ধ্যানাতীতমিতি পূর্ব্বার্দ্ধে হেয়ত্ববিবক্ষয়া জ্ঞাতস্যাপ্যজ্ঞাতবন্নির্দ্দেশাৎ। পঙ্কজাক্ষোঽয়মাত্মেতি পরমেশিতৃত্বাৎ পরমপ্রিয়ত্বাচ্চ॥ ৭॥

শূন্যে নির্জনে উদ্যানে বর্ত্তমানান্ বিহগসদৃশাংস্তপস্বিনোঽপি ভিক্ষুচর্য্যাং

যাঁহারা ধ্যানাতীত কোন এক পরম তত্ত্ব বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানময় আত্মা অবস্থিতি করুন, কিন্তু আমাদের হৃদয়ে স্বভাবসিদ্ধ মাধুর্য্যময়, হাস্য বদন, মেঘকান্তি, পীতবসন ও পদ্মনেত্র আত্মা বিরাজ করুন॥

অথ সেবানিষ্ঠ॥

যাঁহারা প্রথমাবধিই ভজন বিষয়ে আসক্ত, তাঁহাদিগকেই সেবানিষ্ঠ বলা যায়। শিব, ইন্দ্র, বহুলাশ্বরাজা, ঈক্ষাকু, শ্রুতদেব ও পুণ্ডরীক, ইহাঁরা সকল সেবানিষ্ঠ॥ ৭॥

যথা॥

কৃষ্ণ! তোমার গুণ আত্মারামগণকেও আকর্ষণ করিয়া

শূন্যোদ্যানে নয়তি বিহগানপ্যলং ভিক্ষুচর্য্যাং।
ইত্যুৎকর্ষং কমপি সচমৎকারমাকর্ণ্য চিত্রং
সেবায়াস্তে স্ফুটমঘহর শ্রদ্ধয়া গর্দ্ধিতোঽস্মি ॥ ৮ ॥

অথ পারিষদাঃ ॥

উদ্ধবো দারুকো জৈত্রঃ শ্রুতদেবশ্চ শত্রুজিৎ।
নন্দোপনন্দভদ্রাদ্যাঃ পার্ষদা যদুপত্তনে।
নিযুক্তাঃ সন্ত্যমী মন্ত্র সারথ্যাদিষু কর্ম্মসু।
তথাপি ক্বাপ্যবসরে পরিচর্য্যাঞ্চ কুর্ব্বতে।

ত্বদ্‌গুণগানশ্রবণেচ্ছয়া তদ্গান সভায়াং ভিক্ষোরিব চর্য্যাং নয়তি। যদ্বা শূন্যো-দ্যানে ইত্যাবেশাৎ প্রৌঢ়িবচনং। জনস্থানে শূন্যে করুণককৈরার্য্যচরিতৈ-রপি গ্রাবারোদিত্যপি দলতি বজ্রস্য হৃদয়মিতিবৎ ॥ ৮ ॥

শ্রুতদেব শত্রুজিতাবপি প্রথমস্কন্ধে প্রোক্তাবত্র জ্ঞেয়ৌ। পরিচর্য্যাত্র স্ব স্ব

ত্বদীয় গানসভায় লইয়া যায় এবং নির্জনবাসি তপস্বিদিগ-কেও তোমার গুণগান শ্রবণেচ্ছায় ত্বদীয় গানসভায় ভিক্ষু-চর্য্যা প্রাপ্ত করায়, হে অঘনাশন! এইরূপে তোমার কোন অনির্ব্বচনীয় আশ্চর্য্য উৎকর্ষ দর্শন করিয়া আমি স্পষ্টরূপে ত্বদীয় সেবায় শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছি ॥ ৮ ॥

অথ পারিষদ ॥

দ্বারকানগরীতে উদ্ধব, দারুক, সাত্যকি, শ্রুতদেব, শত্রু-জিৎ, নন্দ, উপনন্দ ও ভদ্র প্রভৃতি পার্ষদ, ইঁহারা মন্ত্রণা ও সারথ্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেও কোন কোন সময়ে পরিচর্য্যাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। কুরুবংশের মধ্যে

কৌরবেষু তথা ভীষ্ম পরীক্ষিদ্বিদুরাদয়ঃ ॥

তেষাং রূপং যথা ॥

সরসাঃ সরসীরুহাক্ষবেশা

স্ত্রিদিবেশা বলিজৈত্র কান্তিলেশাঃ।

যদুবীরসভাদঃ সদামী

প্রচুরালঙ্করণোজ্জ্বলা জয়ন্তি ॥ ৯ ॥

ভক্তির্যথা ॥

শংসন্ ধূর্জটি নির্জয়াদি বিরুদং বাষ্পাবরুদ্ধাক্ষরং

শঙ্কাপঙ্কলবং মহাদগণয়ন্ কালাগ্নিরুদ্রাদপি।

যোগ্যানুগতিঃ ॥ ৯ ॥

শংসন্নিতি ইন্দ্রপ্রস্থগতং শ্রীকৃষ্ণং প্রতি কস্যচিদ্বচনং। শংসন্ প্রশংসন্ শঙ্কৈব পঙ্ক উদ্বেগদায়িত্বাত্তস্য লবমপ্যগণয়ন্ সোহপি নাস্তীতি নিশ্চিন্বন্নিত্যর্থঃ। যদ্বা শঙ্কৈব পঙ্কলবো যস্মিন্ স শঙ্কাপঙ্কলবঃ ঈষচ্ছঙ্কমান ইত্যর্থঃ। ততশ্চ সমস্তস্যাসমস্তেন নিত্যাপেক্ষেণ সঙ্গতিরিতি ন্যায়েন কালাগ্নি

ভীষ্ম, পরীক্ষিৎ ও বিদুর প্রভৃতিকে পার্ষদ বলে ॥

ঐ সকল পার্ষদের রূপ যথা ॥

যদুবীরের সভাসদ সকল রসময় মূর্ত্তি, পদ্মনেত্র, দেবপরাজয়কারি কান্তিশালী এবং সর্ব্বদা প্রচুর অলঙ্কারে উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছেন ॥ ৯ ॥

ভক্তিযথা ॥

ইন্দ্রপ্রস্থ গত শ্রীকৃষ্ণকে কোন ব্যক্তি কহিল, প্রভো! উদ্ধবাদি ত্বদীয় পার্ষদগণ গলদশ্রু গদগদ বাক্যে তোমার রুদ্র-

ত্বয্যোবার্পিত বুদ্ধিরুদ্ধবমুখ স্ত্বৎপার্ষদানাং গণো
দ্বারি দ্বারবতী পুরস্য পুরতঃ সেয়োৎসুকস্তিষ্ঠতি ॥ ১০ ।
এতেষাং প্রবরঃ শ্রীমানুদ্ধবঃ প্রেমবিক্লবঃ ॥
তস্য রূপং যথা ॥
কালিন্দীমধুরত্বিষং মধুপতে র্মাল্যেন নির্ম্মাল্যতাং
লব্ধেনাঙ্কিতমম্বরেণ চ লসদ্গোরোচনারোচিষা ।

রুদ্রাদপি শঙ্কাপঙ্কলবো যো ভগবদ্ভক্তজনস্তমপি মদাদ্ভগবদাশ্রয়মাহাত্ম্যগর্ব্বা-দগণয়ন্ ভগবদাশ্রয়ে সতি তদাভাসোঽপি নোচিত ইত্যতো ন বহুমন্যান ইত্যর্থঃ। তদেবমেব পূর্ব্বেভ্যো জগত্যাধিকৃতেভ্য এষাং বিশেষো দর্শিতঃ। পুরস্তঃ দ্বারবতী পুরস্য পুরতো দ্বারি সর্ব্বাগ্রিম দ্বারে ॥ ১০ ।

প্রেমবিক্লবঃ প্রেমপরবশঃ ক্লবভয় ইতি ঘটাদ্যাত্মনে পদিত্বেন বোপদেবঃ পঠতি। বিক্লবো বিহ্বল ইতি বিশেষ্যানিঘ্নবর্গঃ। তত্র বিক্লবত্বে কাতরো ভবতীতি ক্ষীরস্বামী। ভয়াদ্যভিভূতে দ্বয়মিতি টীকান্তরাণি। ততশ্চ ভয়েনাত্র

জয়াদি কার্য্য কীর্ত্তন করিতে করিতে মত্ততা বশতঃ প্রলয়কর্ত্তা কালাগ্নি রুদ্র হইতে শঙ্কারূপ পঙ্কলেশকেও গণ্য করেন না, কেবল তোমাতে চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক সেবা বিষয়ে উৎসুক হইয়া দ্বারাবতী পুরীর অগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছেন ॥ ১০

এই সকল পার্ষদগণের মধ্যে প্রেমবিহ্বল শ্রীমান্ উদ্ধবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ॥

উদ্ধবের রূপ যথা ॥

যাঁহার শরীর কালিন্দীতুল্য স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণ, যিনি কৃষ্ণ নির্ম্মাল্য মাল্য ও পীতবসনে বিভূষিত, যিনি আর্গল সদৃশ

স্বচ্ছেনার্গলসুন্দরেণ ভুজয়ো র্ভ্রাজিষ্ণুমব্জেক্ষণং
মুখ্যং পারিষদেষু ভক্তিলহরীরুদ্ধং ভজাম্যুদ্ধবং ॥ ১১ ॥

ভক্তির্যথা ॥

মূর্দ্ধন্যাহুকশাসনং প্রণয়তে ব্রহ্মেশয়োঃ শাসিতা
সিন্ধুং প্রার্থয়তে ভুবং তনুতরাং ব্রহ্মাণ্ডকোটীশ্বরঃ।
মন্ত্রং পৃচ্ছতি মামপেশলধিয়ং বিজ্ঞানবারাংনিধি-
র্বিক্রীড়ত্যসকৃদ্বিচিত্র চরিতঃ সোঽয়ং প্রভুর্মাদৃশাং ॥

অথানুগাঃ ॥

পারবশ্যং লক্ষ্যত ইতি এবমেব ইতি বিরুবিতং তাসামিত্যত্র স্বামিভিঃ পারবশ্য প্রলপিতমিতি ব্যাখ্যাতং ॥ ১১ ॥

বিক্রীড়তীতি ব্যাজেন তস্য বিনয়মেব ব্যনক্তি স্ম ॥ ১২ ॥

সুন্দর ভুজযুগে বিরাজমান এবং পদ্মনেত্র তথা পার্ষদগণের মধ্যে মুখ্য ও ভক্তিশালি, সেই উদ্ধবকে ভজনা করি ॥ ১১ ॥

উদ্ধবের ভক্তি যথা ॥

যিনি শিব ও ব্রহ্মার শাসন কর্ত্তা হইয়াও মস্তকে উগ্রসেনের শাসন বহন করেন, যিনি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর হইয়াও সমুদ্রের নিকট যৎকিঞ্চিৎ ভূমি প্রার্থনা করিয়াছেন এবং যিনি বিজ্ঞান সমুদ্র হইয়াও অল্পবুদ্ধি আমি যে উদ্ধব আমাকে মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করেন, সেই এই প্রভু শ্রীকৃষ্ণ আমাদের মত নানা কার্য্য করিয়া নিরন্তর ক্রীড়া করিতেছেন ॥

অথ অনুগ ॥

সর্ব্বদা পরিচর্য্যাসু প্রভোরাসক্তচেতসঃ।
পুরস্থাশ্চ ব্রজস্থাশ্চেত্যুচ্যতে অনুগা দ্বিধা ॥
তত্র পুরস্থাঃ ॥
সুচন্দ্রো মণ্ডনঃ স্তম্ভঃ সুতম্বাদ্যাঃ পুরানুগাঃ।
এষাং পার্ষদবৎ প্রায়ো রূপালঙ্করণাদয়ঃ ॥
সেবা যথা ॥
উপরি কনকদণ্ডং মণ্ডনো বিস্তৃণীতে
ধুবতি কিল সুচন্দ্রশ্চামরং চন্দ্রচারু।
উপহরতি সুতম্বঃ সুষ্ঠু তাম্বূলবীটীং •
বিদধতি পরিচর্য্যাং সাধবো মাধবস্য ॥

যাহারা সর্ব্বদা প্রভুর সেবাকার্য্যে আসক্ত চিত্ত, তাহাদিগকে অনুগ বলে, এই অনুগ পুরস্থ ও ব্রজস্থ ভেদে দুই প্রকার হয় ॥

তন্মধ্যে পুরস্থ অর্থাৎ দ্বারকাস্থ অনুগ যথা ॥

সুচন্দ্র, মণ্ডন, স্তম্ব ও সুতম্ব প্রভৃতিকে দ্বারকাস্থ অনুগ বলে, ইহাঁদের পার্ষদ তুল্য রূপ ও অলঙ্কারাদি ধারণ ॥

অনুগদিগের সেবা যথা ॥

মণ্ডন শ্রীকৃষ্ণের মস্তকোপরি কনকদণ্ড ছত্র ধারণ করেন, সুচন্দ্র শ্বেতচামর ব্যজন করেন এবং সুতম্ব তাম্বূলবীটিকা সমর্পণ করেন, এইরূপে 'সাধুগণ মাধবের পরিচর্য্যা সকল বিধান করিয়া থাকেন ॥

অথ ব্রজস্থাঃ ॥
রক্তকঃ পত্রকঃ পত্রী মধুকণ্ঠো মধুব্রতঃ।
রসালঃ সুবিলাসশ্চ প্রেমকন্দো মরন্দকঃ।
আনন্দশ্চন্দ্রহাসশ্চ পয়োদো বকুলস্তথা।
রসদঃ শারদাদ্যাশ্চ ব্রজস্থা অনুগা মতাঃ ॥
এষাং রূপং যথা ॥
মণিময় বরমণ্ডনোজ্জ্বলাঙ্গান্
পুরট জবা মধুলিট্ পটীরভাসঃ।
নিজবপুরনুরূপ দিব্যবস্ত্রান্
ব্রজপতিনন্দন কিঙ্করান্নমামি ॥
সেবা যথা ॥

ব্রজস্থ অনুগ যথা ॥

রক্তক, পত্রক, পত্রী, মধুকণ্ঠ, মধুব্রত, রসাল, সুবিলাস, প্রেমকন্দ, মরন্দক, আনন্দ, চন্দ্রহাস, পয়োদ, বকুল, রসদ, এবং শারদ প্রভৃতি এই সকল ব্রজস্থ অনুগ বলিয়া পরিগণিত ॥

ব্রজস্থ অনুগদিগের রূপ যথা ॥

যে সকল ব্রজস্থ অনুগ উৎকৃষ্ট মণিময় ভূষণে উজ্জ্বলাঙ্গ, স্বর্ণ, জবা, ভ্রমর ও চন্দ্র তুল্য বর্ণশালী ও যাঁহাদের নিজ নিজ দেহানুরূপ বসন পরিধান সেই ব্রজপতিনন্দনের কিঙ্করগণকে প্রণাম করি ॥

ব্রজস্থ অনুগের সেবা যথা ॥

ক্ষতং কুরু পরিষ্কৃতং বকুল পীতপট্টাংশুকং
বরৈরগুরুভির্জ্জলং রচয় বাসিতং বারিদ ।
রসাল পরিকল্পয়োরগলতাদলৈ বীটিকাঃ
পরাগ পটলীগবাং দিশমরুদ্ধ পৌরন্দরীং ॥
ব্রজানুগেষু সর্ব্বেষু বরীয়ান্ রক্তকো মতঃ ॥ ১২ ॥
অস্য রূপং যথা ॥
রম্যপিঙ্গ পটমঙ্গ রোচিষা
খর্ব্বিতোরু শতপর্ব্বিকা রুচং ।
সুষ্ঠু গোষ্ঠযুবরাজসেবিনং
রক্তকণ্ঠমনুযামি রক্তকং ॥ ১৩ ॥

শতপর্ব্বিকা দূর্ব্বা রক্তঃ রাগবিদ্যানিপুণঃ কণ্ঠো যস্য তং অনুযামি অনুগতো ভবামি ॥ ১৩ ॥

যশোদা কহিলেন, বকুল ! শীঘ্র পীতবর্ণ পট্টবস্ত্র পরিষ্কার কর, বারিদ ! তুমি ভাল ভাল অগুরু দ্বারা জল সুবাসিত কর, রসাল ! তুমি পর্ণ দ্বারা বীটিকা প্রস্তুত কর, ঐ দেখ পূর্ব্ব দিক্ গোধূলিতে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে ॥

বৃন্দাবনে যে সমস্ত অনুগ আছেন তাঁহাদের মধ্যে রক্তক সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ॥ ১২ ॥

রক্তকের রূপ যথা ॥

যাঁহার পীতাম্বর পরিধান, যিনি অঙ্গকান্তি দ্বারা দূর্ব্বাকে পরাজয় করিয়াছেন, যাঁহার নন্দনন্দনের সেবাতেই অনুরাগ ও সঙ্গীতে কণ্ঠ সুরঞ্জিত, সেই রক্তক অনুগের অনুগামী হই॥১৩

ভক্তির্যথা ॥

গিরিবর ভৃতিভর্তৃদারকেঽস্মিন্
ব্রজযুবরাজতয়া গতে প্রসিদ্ধিং।
শৃণু রসদ সদা পদাভিসেবা
পটিমরতা রতিরুত্তমা মমাস্তু ॥ ১৪ ॥

ধূর্য্যো ধীরশ্চ বীরশ্চ ত্রিধা পারিষদাদিকঃ ॥

তত্র ধূর্য্যঃ ॥

কৃষ্ণেঽস্য প্রেয়সীবর্গে দাসাদৌচ যথাযথং।
যঃ প্রীতিং তনুতে ভক্তঃ স ধূর্য্য ইহ কীর্ত্যতে ॥

নিজেশিত্রা কদাপি সখীবদ্ব্যবহ্রিয়মাণং স্বং সঙ্কুচন্তাবং বীক্ষ্য বিজনে পৃচ্ছন্তং রসদং প্রতি স্বয়মেবাহ গিরীতি রতা আবিষ্টা ॥ ১৪ ॥

পারিষদাদিক ইতি পারিষদা অনুগাশ্চেত্যুভয়ো র্গণঃ ॥ ১৫ ॥

রক্তকের ভক্তি যথা ॥

রক্তক কহিলেন অহে রসদ! বলি শ্রবণ কর, এই গিরি-ধারি ব্রজরাজনন্দন যিনি ব্রজযুবরাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন তাঁহার পাদপদ্ম সেবা বিষয়ে পটীয়সী উত্তমা রতি সর্ব্বদা আমার হউক ॥ ১৪ ॥

ধূর্য্য, ধীর ও বীর ভেদে পারিষদ তিন প্রকার হয় ॥

তন্মধ্যে ধূর্য্য পারিষদ যথা ॥

যে ভক্ত কৃষ্ণে, কৃষ্ণপ্রেয়সীবর্গে ও দাসাদিতে যথা যোগ্য প্রীতি বিস্তার করেন তাঁহাকে ধূর্য্য পারিষদ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায় ॥

যথা ॥

দেবঃ সেব্যতয়া যথা স্ফুরতি মে দেব্যস্তথাস্য প্রিয়াঃ
সর্ব্বঃ প্রাণসমানতাং প্রচিন্বতে তদ্ভক্তিভাজাং গণঃ।
স্মৃত্বা সাহসিকং বিভেমি তমহং ভক্তাভিমানোন্নতং
প্রীতিং তৎপ্রণতে খরেপ্যবিদধদ্যঃ স্বাস্থ্যমালম্বতে ॥

অথ ধীরঃ ॥

আশ্রিত্য প্রেয়সীমস্য নাতিসেবাপরোপি যঃ।
তস্য প্রসাদপাত্রং স্যান্মুখ্যং ধীরঃ স উচ্যতে ॥ ১৫ ॥

যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণ যেমন আমার সম্বন্ধে সেব্যস্ব রূপে স্ফূর্ত্তি পাইতেছেন, তদ্রূপ তদীয় প্রেয়সীবর্গ দেবীগণও আমার সম্বন্ধে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতেছেন, তথা সমুদায় কৃষ্ণভক্তিভাজি ভক্তগণও আমার প্রাণ সদৃশরূপে পরিগণিত হইয়াছেন, কিন্তু আমি ভক্ত এইরূপ অভিমানে উচ্চ সাহসিক ব্যক্তিকে স্মরণ করিয়া আমি ভীত হইতেছি, যে হেতু কৃষ্ণভক্ত গর্দ্দভেতেও যে ব্যক্তি প্রীতি বিধান করেন তিনিও পরমসুখে কালযাপন করিতে পারেন॥

অথ ধীর পারিষদ ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, সেবা বিষয়ে অতিশয় পরায়ণ হয়েন না, তিনিও শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য অনুগ্রহ পাত্র এবং তাঁহাকেই ধীর বলাযায় ॥ ১৫ ॥

যথা ॥

কমপি পৃথগমুচ্চৈর্নাচরামি প্রযত্নং
যদুকুল কমলার্ক ত্বৎপ্রসাদশ্রিয়েঽপি।
সমজনি ননু দেব্যাঃ পারিজাতার্চ্চিতায়াঃ
পরিজন নিখিলান্তঃপাতিনী মে যদাখ্যা ॥

অথ বীরঃ ॥

কমপীতি সত্যভামায়াঃ পিত্রা তদনুগততয়া দত্তস্য তদ্ধাত্রীপুত্রস্য অতএব শ্রীকৃষ্ণমনুস্নিগ্ধশ্যালায়মানস্য নর্ম্মপ্রায়য়া সেবয়া তং সুখয়তঃ কস্যচিদ্বচনং অতএব বসাবহমিদং স্যাৎ কমপি কঞ্চিদপি অনুচ্চৈরল্পমপি ॥ ১৬ ॥

যথা ॥

যৎকালীন শ্রীকৃষ্ণের সহিত সত্যভামার পাণিগ্রহণ হয় সেই সময় সত্যভামার ধাত্রীপুত্র যিনি সত্যভামার অতিশয় প্রীতিপাত্র ছিলেন, সত্যভামার পিতা ঐ ধাত্রীপুত্রকে সত্য-ভামার সহিত দ্বারকানগরীতে প্রেরণ করেন, এই নিমিত্ত ঐ ধাত্রীপুত্র শ্রীকৃষ্ণের শ্যালক তুল্য হইয়া সর্ব্বদা পরিহাস-সেবা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিতেন, সেই ব্যক্তি কহিলেন হে যদুকুলকমলপ্রভাকর! তোমার অনুগ্রহ লক্ষ্মীলাভ নিমিত্ত আমি পৃথক্‌রূপে কিঞ্চিন্মাত্রও যত্ন করি নাই, তথাপি পারিজাত পূজিতা দেবী সত্যভামার পরিজনবর্গের মধ্যে প্রধান বলিয়া আমার আখ্যা হইয়াছে ॥

অথ বীরপারিষদ ॥

কৃপাং তস্য সমাশ্রিত্য প্রৌঢ়াং নান্যমপেক্ষতে।
অতুলাং যো বহন্ কৃষ্ণে প্রীতিং বীরঃ স উচ্যতে॥ ১৬॥

যথা॥

প্রলম্বরিপুরীশ্বরো ভবতু কা কৃতিস্তেন মে
কুমার মকরধ্বজাদপি ন কিঞ্চিদাস্তে ফলং॥
কিমন্যদহমুদ্ধতঃ প্রভুকৃপাকটাক্ষশ্রিয়া
প্রিয়াপরিষদগ্রিমাং নগণয়ামি ভামামপি॥

চতুর্থে চ॥

প্রলম্ব ইতি অস্য তত্র তন্নাস্থঃ সরসত্বেঽপি প্রণয়কৌতুকবিশেষেণৈব বহির্গর্ব্বস্য ব্যঞ্জনা জ্ঞেয়া। সর্ব্বথা তদ্ভাবত্বেনৈ বৈরস্যাপত্তেঃ এবমুত্তরত্র জগজ্জ-নস্যামিত্যাদাবপি জ্ঞেয়ং বক্ষ্যতেচ ঈর্ষালবেনেত্যাদি তদেতচ্চ সত্যভামায়াঃ কঞ্চিদন্তরঙ্গং প্রতি রহসি বীরভক্তস্য বচনং স্পষ্টবচনত্বে প্রলম্বরিপুমতিক্রম্য সত্যভামাধিক্যব্যঞ্জনায়াং শ্রীকৃষ্ণস্য লজ্জা স্যাদিতি॥ ১৭॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের কৃপাতিশয় আশ্রয় করিয়া অন্যকে অপেক্ষা করেন না কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে অতুল প্রীতি বিধান করেন, তাঁহাকেই বীরপার্ষদ বলা যায়॥ ১৬॥

যথা॥

প্রলম্বশত্রু বলদেব ঈশ্বর হউন, তাঁহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই, প্রদ্যুম্ন বালক, তাঁহা হইতেও আমার কোন ফল নাই,অতএব অন্য আর কি বলিব শ্রীকৃষ্ণের কৃপা কটাক্ষ-পাতে আমি উদ্ধত হইয়া প্রিয়াগ্রগণ্যা সত্যভামাকেও গণনা করি না॥

চতুর্থস্কন্ধে ২০ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে॥

জগজ্জনন্যাং জগদীশ বৈশসং
স্যাদেব যৎ কর্ম্মণি নঃ সমীহিতং।
করোষি ফল্গ্বপ্যুরু দীনবৎসলঃ
স এব ধিষ্ণ্যেঽভিরতস্য কিং তয়া ॥ ১৭ ॥
এতেষু তস্য দাসেষু ত্রিবিধেষ্বাশ্রিতাদিষু।
নিত্যসিদ্ধাশ্চ সিদ্ধাশ্চ সাধকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৮ ॥
অথোদ্দীপনাঃ ॥
অনুগ্রহস্য সংপ্রাপ্তিস্তস্যাঙ্ঘ্রিরজসাং তথা।

এতেষ্বিতি তত্তদধিকৃতেষ্বপি ভেদা ইমে জ্ঞেয়াঃ। তথা শান্তাদিষ্বপি ॥ ১৮॥
অনুগ্রহ সংপ্রাপ্ত্যাদীনামুদ্দীপনত্বং বৎসলেষু ন সম্ভবত্যেব সময়ভেদেন

পৃথুরাজ কহিলেন, হে জগদীশ! লক্ষ্মীর কর্ম্ম নিমিত্ত আমার যত্ন হইতেছে, ইহাতে তাঁহার সহিত যদি আমার বিবাদ হয় হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, আপনি দীনবৎসল, দীনের প্রতি দয়া করিয়া তুচ্ছ কার্য্যও বহু করিয়া থাকেন, আমার কার্য্য অবশ্য গণ্য করিবেন। প্রভো! আপনি স্বরূপেই সদা অবস্থিত আছেন, লক্ষ্মীতে আপনার প্রয়োজনই বা কি ॥ ১৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত শরণ্য, জ্ঞানিচর ও সেবানিষ্ঠ এই তিন আশ্রিত দাস সকলে নিত্য সিদ্ধ, সিদ্ধ এবং সাধক এই তিন প্রকার ভেদ কীর্ত্তিত হয় ॥ ১৮ ॥

অথ উদ্দীপন ॥

শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ, শ্রীকৃষ্ণের চরণধূলি, শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাব-

ভুক্তাবশিষ্টভক্তাদেরপি তদ্ভক্তসঙ্গতিঃ।
ইত্যাদয়ো বিভাবাঃ স্যুরেষসাধারণা মতাঃ॥ ১৯॥
তত্রানুগ্রহসংপ্রাপ্তি র্যথা॥
কৃষ্ণস্য পশ্যত কৃপাং কৃপাদ্যাঃ কৃপণে ময়ি।
ধ্যেয়োঽসৌ নিধনে হন্ত দৃশোরধ্বানমভ্যগাৎ॥ ২০॥
মুরলীশৃঙ্গয়োঃ স্বানঃ স্মিতপূর্ব্বাবলোকনং।
গুণোৎকর্ষশ্রুতিঃ পদ্ম পদাঙ্ক নবনীরদাঃ।
তদঙ্গসৌরভাদ্যাস্তু সর্ব্বৈঃ সাধারণা মতাঃ॥ ২১॥

কুত্রচিদন্যত্রাপীত্যসাধারণত্বং জ্ঞেয়ং। তদ্ভক্তসঙ্গতিস্তু বিশেষবিবক্ষয়ৈব গণিতা॥ ১৯॥

কৃষ্ণস্যেতি ভীষ্মবচনং॥ ২০॥

স্মিতেত্যত্র গুণেত্যত্র পদাঙ্কেত্যত্র চ স্বনীয়ত্বং গম্যং॥ ২১॥

শিষ্ট অন্নাদির প্রাপ্তি এবং শ্রীকৃষ্ণের ভক্তসঙ্গ, দাস প্রভৃতি এই সকল অসাধারণ বিভাব হয়॥ ১৯॥

তন্মধ্যে অনুগ্রহ সংপ্রাপ্তি যথা॥

ভীষ্ম মহাশয় কহিলেন, অহে কৃপাচার্য্য প্রভৃতি দ্বিজগণ! শ্রীকৃষ্ণের আশ্চর্য্য কৃপা সন্দর্শন করুন, আমি অতি দীন-ব্যক্তি হইলেও এই ধ্যেয় পদার্থ অন্তকালে আমার লোচনের পথে সমাগত হইলেন॥ ২০॥

উক্ত প্রীতরসে শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর শব্দ, শৃঙ্গধ্বনি, সহাস্যাবলোকন গুণোৎকর্ষ শ্রবণ, পদ্ম, পদচিহ্ন নূতন মেঘ এবং অঙ্গসৌরভ, ইত্যাদি সকল সাধারণ উদ্দীপন॥ ২১॥

তত্র মুরলীস্বনো যথা বিদগ্ধমাধবে ॥

সোৎকণ্ঠং মুরলীকলা পরিমলানাকর্ণ্য ঘূর্ণত্তনো-
রেতস্যাক্ষি সহস্রতঃ সুরপতে রশ্রূণি সস্রুর্ভুবি।
চিত্রং বারিধরান্ বিনাপি তরসা যৈরদ্য ধারাময়ৈ
দূরাৎ পশ্যত দেবমাতৃকমভূদ্বৃন্দাটবীমণ্ডলং ॥ ২২ ॥

অথানুভবাঃ ॥

সর্ব্বতঃ স্বনিয়োগানামাধিক্যেন পরিগ্রহঃ।
ঈর্ষালবেন চাস্পৃষ্টা মৈত্রী তৎ প্রণতে জনে।

দেবমাতৃকং বৃষ্ট্যম্বুপালিতং ॥ ২২ ॥
তন্নিষ্ঠতা প্রীতিমাত্রনিষ্ঠতা ॥ ২৩ ॥

তন্মধ্যে মুরলীশব্দো যথা ॥

বিদগ্ধমাধবে ॥

বলদেব উৎকণ্ঠান্বিত হইয়া কহিলেন, দূর হইতে আশ্চর্য্য দেখ, মুরলীর অমৃতময় ধ্বনি সমূহ শ্রবণ করিয়া ঘূর্ণিত তনু ইন্দ্রের সহস্র নেত্র হইতে অশ্রু নিসৃত হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল এবং মেঘ ব্যতিরেকেও ঐ ধারাময় অশ্রু সমূহ দ্বারা অদ্য বৃন্দাবনমণ্ডল বৃষ্টিপালিত হইয়া সদ্যঃ দেবমাতৃক-ভূমি তুল্য হইল ॥ ২২ ॥

অথ অনুভাব ॥

সর্ব্বতোভাবে স্বনিয়োগ অর্থাৎ ভগবৎ আজ্ঞার প্রতিপালন, ভগবৎ পরিচর্য্যায় ঈর্ষাশূন্যতা, কৃষ্ণদাসের সহিত মিত্রতা এবং প্রীতিমাত্র নিষ্ঠতা শীতরতি, এই সকল অসা-

তন্নিষ্ঠতাদ্যাঃ শীতাঃ স্যুরেষ্বসাধারণাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২৩ ॥

তত্র স্বনিয়োগস্য সর্ব্বত আধিক্যং যথা ॥

অঙ্গস্তম্ভারম্ভমুত্তুঙ্গয়ন্তং
প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যনন্দৎ।
কংসারাতে র্বীজনে যেন সাক্ষা
দক্ষোদীয়ানন্তরায়ো ব্যধায়ি ॥

উদ্ভাস্বরাঃ পুরোক্তা যে তথাস্য সুহৃদাদরঃ।

অঙ্গস্তম্ভেতি প্রেমানন্দং স্তম্ভারম্ভমুত্তুঙ্গয়ন্তং সন্তং নাভ্যনন্দদিত্যন্বয়ঃ। অয়-মর্থঃ। প্রেমা তাবদ্দ্বিধা বিশেষণ ভাক্ স্তম্ভাদিনা আনুকূল্যেচ্ছয়াচ। তত্র দাসাদীনামানুকূল্যেচ্ছয়ৈবপ্রতিহৃদ্যা। সেবারূপাস্বপুরুষার্থসম্পাদকত্বাৎ স্তম্ভা-দিকং ত্বহৃদ্যমেব তদ্বিঘাতকত্বাৎ। তস্মাৎ স্তম্ভকরত্বাংশেনৈব তং নাভ্যনন্দৎ। কিন্ত্বানুকূল্যকরত্বেনৈবাভ্যনন্দদিতি সবিশেষণ বিধিনিষেধৌ বিশেষণমুপ-সংক্রামতঃ সতি বিশেষ্যে বাধে ইতি ন্যায়েন আরম্ভ আটোপঃ অঙ্গ স্তম্ভাসঙ্গ-

---

ধারণ কার্য্যকে অনুভাব বলে ॥ ২৩ ॥

তন্মধ্যে স্বনিয়োগকার্য্যের সর্ব্বতোভাবে আধিক্য যথা—॥

দারুক শ্রীকৃষ্ণের চামর বীজন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন এমত সময়ে প্রেমানন্দ উপস্থিত হইয়া তদীয় অঙ্গ সকলে স্তম্ভাতিশয় বিস্তার করিতেছিল, কিন্তু দারুক ঐ প্রেমা-নন্দকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবার অন্তরায় (বিঘ্ন) বলিয়া অবধারণ করত তাহার প্রতি আর আদর প্রকাশ করেন নাই ॥

পূর্ব্বোক্ত যে সকল উদ্ভাস্বর তথা শ্রীকৃষ্ণের সুহৃদ্বর্গের প্রতি আদর এবং বিরাগ প্রভৃতি যে সকল শীতভাব তৎ-মুস্

বিরাগাদ্যাশ্চ যে শীতাঃ প্রোক্তাঃ সাধারণাস্তু তে ॥
তত্র নৃত্যং যথা শ্রীদশমে ॥
শ্রুতদেবোঽচ্যুতং প্রাপ্তং স্বগৃহান্ জনকো যথা।
নত্বা মুনীংশ্চ সংহৃষ্টো ধুন্বন্ বাসো ননর্ত্ত হ ॥ ২৪ ॥
যথাবা ॥
ত্বং কলাসু বিমুখোঽপি নর্ত্তনং
প্রেমনাট্য গুরুণাসি পাঠিতঃ।
যদ্বিচিত্র গতিচর্য্যয়াঞ্চিত-

মিতি বা পাঠঃ ॥ ২৪ ॥

ত্বং কলাসু বিমুখোঽপি যদ্বিচিত্রগতিচর্যায়াঞ্চিতঃ সন্নহহ চারণানপি চিত্রয়সি তৎ প্রেমনাট্যগুরুণৈব নর্ত্তনং পাঠিত ইত্যর্থঃ। চারণাশ্চ নর্ত্তক সদৃশা ইতি তদভেদেনোক্তিঃ ॥ ২৫ ॥

দায়কে সাধারণ বলিয়া কীর্ত্তন করাযায়॥

তন্মধ্যে নৃত্য যথা ॥

শ্রীদশমে ৮৬ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে ॥

মিথিলাবাসী শ্রুতদেব ব্রাহ্মণ স্বীয় গৃহে মুনিগণ সহ শ্রীকৃষ্ণকে সমাগত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহাদিগকে প্রণাম পূর্ব্বক হস্ত উত্তোলন করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

যথা বা ॥

অহো! তুমি নৃত্যকলায় বিমুখ হইয়াও যখন আশ্চর্য্য গতি দ্বারা শোভিত হইয়া আমরা যে নর্ত্তক আমাদিগকে চমৎকৃত করিলা তখন নিশ্চয় বোধ হইল, তুমি নাট্যগুরু, প্রেমের

শ্চিত্রয়স্যহহ চারণানপি ॥

অথ সাত্ত্বিকাঃ ॥

স্তম্ভাদ্যাঃ সাত্ত্বিকাঃ সর্ব্বে প্রীতাদি ত্রিতয়ে মতাঃ।

যথা ॥

গোকুলেন্দ্রগুণগানরসেন

স্তম্ভমদ্ভুতমসৌ ভজমানঃ।

পশ্য ভক্তিরসমণ্ডপমূল

স্তম্ভতাং বহতি বৈষ্ণববর্য্যঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রীদশমে ॥

স ইন্দ্রসেনো ভগবৎপদাম্বুজং

বিভ্রন্মুহুঃ প্রেমবিভিন্নয়া ধিয়া।

ইন্দ্রসেনো বলিঃ ॥ ২৬॥

নিকট এই নৃত্যবিদ্যা পাঠ করিয়াছ ॥

অথ সাত্ত্বিক ॥

প্রীতাদি রসত্রয়ে স্তম্ভপ্রভৃতি সমুদায় সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশ পায় ॥

যথা ॥

দেখ এই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের গুণগান রসে অপূর্ব্ব স্তম্ভ ভজন করত ভক্তিরসমণ্ডপের মূলে স্তম্ভতা বহন করিতেছেন ॥ ২৫ ॥

শ্রীদশমে ৮৫ অধ্যায় ৩০ শ্লোকে ॥

শুকদেব কহিলেন মহারাজ! পরে অসুররাজ বলি ভগবৎপদাম্বুজ হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক প্রেমে বিহ্বল চিত্ত হইয়া

উবাচ হানন্দজলাকুলেক্ষণঃ
প্রহৃষ্টরোমা নৃপ গদ্গদাক্ষরং ॥
অথ ব্যভিচারিণঃ ॥
হর্ষোগর্ব্বো ধৃতিশ্চাত্র নির্ব্বেদোহথ বিষণ্ণতা।
দৈন্যং চিন্তা স্মৃতিঃ শঙ্কা মতিরৌৎসুক্যচাপলে।
বিতর্কাবেগ হ্রী জাড্য মোহোন্মাদাবহিত্থকাঃ।
বোধঃ স্বপ্নঃ ক্লমো ব্যাধি মৃ'তিশ্চ ব্যভিচারিণঃ ॥ ২৬ ॥
ইতরেষাং মদাদীনাং নাতিপোষকতা ভবেৎ।
যোগে ত্রয়ঃ স্যু ধৃ'ত্যন্তা অযোগেতু ক্লমাদয়ঃ।

মদাদীনাং মদ শ্রম ত্রাসাপস্মারালস্যৌগ্র্যামর্ষাসূয়া নিদ্রাণাং। তত্র মদস্য পোষকতা নাস্ত্যেব মধুপানানঙ্গ বিকারজতয়া দ্বিবিধত্বেনাপ্যযোগ্যত্বাৎ। শ্রমস্তু কথঞ্চিজ্জাতস্য সেবোৎকণ্ঠাপোষকত্বাৎ কদাচিত্তবত্যপি ন পুনরালস্য

রোমাঞ্চিত-কলেবরে ও আনন্দ-জলাকুল-নয়নে গদ্গদ-স্বরে কহিতে লাগিলেন ॥

প্রীতরসে ব্যভিচারি ভাব যথা ॥

হর্ষ, গর্ব্ব, ধৃতি, নির্ব্বেদ, বিষণ্ণতা, দৈন্য, চিন্তা, স্মৃতি, শঙ্কা, মতি, ঔৎসুক্য, চপলতা, বিতর্ক, আবেগ, লজ্জা, জড়তা, মোহ, উন্মাদ, অবহিত্থা, বোধ, স্বপ্ন, ব্যাধি এবং মৃতি এই চব্বিশটী প্রীতরসে ব্যভিচারি ভাব ॥ ২৬ ॥

ইহা ভিন্ন মদ, শ্রম, ত্রাস অপস্মার, আলস্য, উগ্রতা, ক্রোধ, অসূয়া ও নিদ্রা এই নয়টীর অতিশয় পোষকতা নাই, মিলনে হর্ষ, গর্ব্ব ও ধৈর্য্য এই তিন, অমিলনে গ্লানি, ব্যাধি ও

উভয়ত্র পরে শেষা নির্ব্বেদাদ্যাঃ সতাং মতাঃ ॥

তত্র হর্ষো যথা প্রথমে ॥

প্রীত্যুৎফুল্লমুখাঃ প্রোচুর্হর্ষ গদ্গদয়া গিরা।

পিতরং সর্ব্বসুহৃদমবিতারমিবার্ভকাঃ ॥

যথাবা ॥

হরিমবলোক্য পুরো ভুবি

পতিতো দণ্ডপ্রণামশতকামঃ।

ত্রন্যাপি স্যাৎ। অত্র ত্রাসাদয় স্তদ্বৈরি যোগাজ্জাতাশ্চেন্নহি পোষকাশ্চ ভবন্তীতি মনসি কৃত্বাহ নাতীতি এবং প্রিয়তাদিষ্বপি বিবেচনীয়ং ॥ ২৭ ॥

মৃতি এই তিন ব্যভিচারি ভাব হয়। তৎপরে নির্ব্বেদ প্রভৃতি অষ্টাদশ ব্যভিচারি ভাব মিলন ও অমিলনে সকল কালেই হইয়া থাকে, পণ্ডিতগণ এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন ॥

তন্মধ্যে হর্ষ যথা ॥

প্রথমস্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকে ॥

শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুর হইতে দ্বারকায় আগমন করিলে দ্বারকাবাসি প্রজাসকল বালকেরা যেমন পিতার সহিত কথা কহে তদ্বৎ উৎফুল্ল বদন হইয়া হর্ষগদ্গদ বচনে সর্ব্বলোকের সুহৃৎ এবং রক্ষক সেই ভগবানকে কহিতে লাগিল ॥

যথা বা ॥

মিথিলাধিপতি রাজা বহুলাশ্ব শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া শতবার দণ্ডবৎ প্রণাম করিব এই মানসে ভূমিতে পতিত হইয়াছিলেন কিন্তু আনন্দে অতিশয় বিহ্বলতা প্রযুক্ত

প্রমদবিমুগ্ধো নৃপতিঃ
পুনরুত্থানং বিসস্মার ॥
ক্লমো যথা স্কান্দে ॥
অশোষয়ন্মনস্তস্য ম্লাপয়ন্মুখপঙ্কজং।
আধিস্ত্বদ্বিরহে দেব গ্রীষ্মে সর ইবাংশুমান্ ॥ ২৭ ॥
নির্ব্বেদো যথা ॥
ধন্যাঃ স্ফুরন্তি তব সূর্য্যকরাঃ সহস্রং
যে সর্ব্বদা যদুপতেঃ পদয়োঃ পতন্তি।
বন্ধ্যা দৃশাং দশশতী ধ্রিয়তে মমাসৌ

ধ্রিয়তে অবতিষ্ঠতে দূরেঽপি মুহূর্ত্তমপি ইত্যুভয়ত্রান্বয়ঃ ॥ ২৮ ॥

পুনরুত্থান করিতে আর তাঁহার স্মরণ ছিল না ॥

ক্লম অর্থাৎ গ্লানি যথা ॥

স্কন্দপুরাণে ॥

হে দেব! যদ্রূপ সূর্য্য গ্রীষ্মকালে সরোবর শুষ্ক করিয়া থাকেন, তাহার ন্যায় তোমাব বিরহে আধি অর্থাৎ মনঃপীড়া তাঁহার মন ও মুখপদ্ম ম্লান করিয়াছিল ॥ ২৭ ॥

নির্ব্বেদ যথা ॥

ইন্দ্র কহিলেন হে সূর্য্য! আপনার যে সহস্র কিরণ স্ফূর্ত্তি পাইতেছে ইহাদিগকে ধন্য বলিতে হয়, যে হেতু ইহারা গিয়া যদুপতির চরণারবিন্দে পতিত হইতেছে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আমি দশশত লোচন ধারণ করিয়াছি, এ সকলই বন্ধ্যা হইল, কারণ ক্ষণকালের নিমিত্ত দূর হইতে ঐ

দূরে মুহূর্ত্তমপি যা ন বিলোকতে তং ॥ ২৮ ॥

অথ স্থায়ী ॥

সংভ্রমঃ প্রভুতা জ্ঞানাৎ কম্পশ্চেতসি সাদরঃ।
অনেনৈক্যং গতা প্রীতিঃ সংভ্রমপ্রীতিরুচ্যতে।
এষা রসেঽত্র কথিতা স্থায়িভাবতয়া বুধৈঃ ॥ ২৯ ॥
আশ্রিতাদেঃ পুরৈবোক্তঃ প্রকারো রতিজন্মনি।
তত্র পারিষদাদেস্তু হেতুঃ সংস্কার এব হি।
সংস্কারোদ্বোধকাস্তস্য দর্শনশ্রবণাদয়ঃ।
এষাতু সংভ্রমপ্রীতিঃ প্রাপ্নুবত্যুত্তরোত্তরাং।
বৃদ্ধিং প্রেমা ততঃ স্নেহস্ততো রাগ ইতি ত্রিধা ॥

কম্পোঽত্র কেন কথং কিং কুর্য্যামিত্যস্থৈর্য্যং ॥ ২৯ ॥

পুরৈবেতি ভাবসামান্যপ্রকরণে সাধনাভিনিবেশেনেত্যাদিনা ॥ ৩০ ॥

যদুপতিকে দর্শন করিল না ॥ ২৮ ॥

অথ প্রীতরসে স্থায়ীভাব ॥

প্রভুতা-জ্ঞান-নিমিত্ত সম্ভ্রম, কম্প ও চিত্তমধ্যে আদর এই সকলের সহিত ঐক্য গত প্রীতিকে সম্ভ্রম প্রীতি কহে, পণ্ডিতগণ প্রীতরসে এই সম্ভ্রম প্রীতিকে স্থায়ীভাব বলেন॥২৯

আশ্রিতাদির রতি উৎপন্ন হইবার প্রকার পূর্ব্বে ভাব সামান্য প্রকরণে উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে পারিষদাদির রতি উৎপন্ন বিষয়ে সংস্কারই কারণ। সংস্কারের উদ্বোধক (প্রকাশক) শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ও শ্রবণাদি ॥

এই সম্ভ্রমপ্রীতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে প্রেম, তৎপরে স্নেহ ও তাহার পর রাগ এই তিন প্রকার হয় ॥

তত্র সংভ্রমপ্রীতির্যথা শ্রীদশমে ॥

মমাদ্যামঙ্গলং নষ্টং ফলবাংশ্চৈব মে ভবঃ।

যন্নমস্যে ভগবতো যোগিধ্যেয়াঙ্ঘ্রিপঙ্কজং ॥

যথা বা ॥

কলিন্দনন্দিনীকূল কদম্ববনবল্লভং।

কদা নমস্করিষ্যামি গোপরূপং তমীশ্বরং ॥ ৩০ ॥

অথ প্রেমা ॥

হ্রাসশঙ্কাচ্যুতা বদ্ধমূলা প্রেমেয়মুচ্যতে।

হ্রাসেতি ইয়ং সংভ্রমপ্রীতিঃ বদ্ধমূলা অতএব হ্রাস শঙ্কাচ্যুতা ॥ ৩১ ॥

তন্মধ্যে সম্ভ্রমপ্রীতি যথা ॥

শ্রীদশমে ৩৮ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে ॥

অক্রূর মহাশয় কহিলেন আমি যখন ভগবদ্দর্শনে গমন করিতেছি তখন আজ আমার অমঙ্গল সকল বিনষ্ট হইয়াছে এবং এ জন্মও সফল হইল, যে হেতু যোগিধ্যেয় ভগবচ্চরণারবিন্দে আমি প্রণাম করিব ॥

যথা বা ॥

আমার ভাগ্যে এমন দিন কবে হইবে যে, সেই কালিন্দীকূলবর্ত্তি কদম্ববনস্বামি গোপরূপি ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিব ॥ ৩০ ॥

অথ প্রেম ॥

এই সংভ্রমপ্রীতি হ্রাস শঙ্কা শূন্য হইয়া বদ্ধমূল হইলে ইহাকে প্রেম বলা যায়। ইহাতে যে সকল দুঃখাদি প্রকাশ

অস্যানুভাবাঃ কথিতাস্তত্র ব্যসনিতাদয়ঃ ॥ ৩১ ॥

যথা ॥

অণিমাদি সৌখ্যবীচীমবীচিদুঃখপ্রবাহম্বা ।
নয় মাং বিকৃতি র্নহি মে ত্বৎপদকমলাবলম্বস্য ॥ ৩২ ॥

যথা বা ॥

রুষা জ্বলিত বুদ্ধিনা ভৃগুসুতেন শপ্তোপ্যলং
ময়া কৃত জগত্ত্রয়োপ্যতনু কৈতবং তম্বতা ।

অণিমাদিতি দণ্ডপ্রসাদয়োরনন্তরং শ্রীবলিবচনং অবীচির্নরকবিশেষঃ ॥ ৩২ ॥
রুষেতি। বলিসদনাদাগমনানন্তরমুদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবচনং ॥ ৩৩ ॥

হয়, তাহাকেই অনুভাব বলে ॥ ৩১ ॥

যথা ॥

দণ্ড এবং অনুগ্রহের পর বলিরাজ ভগবানকে কহিলেন, প্রভো! আমি যখন আপনার চরণকমল অবলম্বন করিয়াছি তখন আপনি আমাকে হয় অণিমাদি সুখসমূহের তরঙ্গে নিক্ষেপ করুন, না হয় অবীচি নামক নরক বিশেষেই ফেলাইয়া দিউন, তাহাতে আমার কোন বিকার হইবে না ॥ ৩২ ॥

যথা বা ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিরাজের গৃহ হইতে দ্বারকায় আগমন করিয়া উদ্ধবকে কহিলেন, সখে! বিরোচন নন্দন বলির আশ্চর্য্য গুণ কি বর্ণন করিব, ঐ অসুররাজ ক্রোধজ্বলিত বুদ্ধি ভৃগুনন্দন কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াও এবং আমি বামনাবতারে প্রবল ছল বিস্তার পূর্ব্বক ত্রিজগৎ হরণ ও প্রতিশ্রুত প্রদান করিতে

বিনিন্দ্য কৃতবন্ধনোপ্যুরগরাজপাশৈর্বলা
দরজ্যত স ময্যহো দ্বিগুণমেব বৈরোচনিঃ ॥

অথ স্নেহঃ ॥

সান্দ্রশ্চিত্তদ্রবং কুর্ব্বন্ প্রেমা স্নেহ ইতীর্য্যতে।
ক্ষণিকস্যাপি নেহ স্যাদ্বিশ্লেষস্য সহিষ্ণুতা ॥

যথা ॥

দন্তেন বাষ্পাম্বুঝরস্য কেশবং
বীক্ষ্য দ্রবচ্চিত্তমসৃস্রুবত্তব।
ইত্যুচ্চকৈ র্ধারয়তো বিচিত্ততাং
চিত্রা ন তে দারুক দারুকল্পতা ॥ ৩৩ ॥

পারিল না বলিয়া নিন্দা করত বল প্রকাশ করিয়া নাগপাশে বন্ধন করিলেও তিনি আমার প্রতি দ্বিগুণতর অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥

অথ প্রীতরসে স্নেহ ॥

প্রেম গাঢ় হইয়া চিত্তকে দ্রবীভূত করিলে তাহাকে স্নেহ বলে। এই স্নেহে ক্ষণকাল বিচ্ছেদও সহ্য হয় না ॥

যথা ॥

হে দারুক! কোন ছলে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া নয়ন জলে পরিপূর্ণ তোমার মন দ্রবীভূত হইয়া যায়, এ রূপ কৃষ্ণে সমর্পিত চিত্ত তোমার তদ্বিরহে কাষ্ঠপুত্তলিকা তুল্য হওয়া বিচিত্র নহে ॥ ৩৩ ॥

যথা বা ॥

পত্নীং রত্ননিধেঃ পরামুপহরন্ পূরেণ বাষ্পাম্ভসাং
রজ্যন্মঞ্জুলকণ্ঠগর্ভলুঠিতস্তোত্রাক্ষরোপক্রমঃ।
চুম্বন্ ফুল্লকদম্বডম্বুরতুলামঙ্গৈঃ সমীক্ষ্যাচ্যুতং
স্তব্ধোপ্যভ্যধিকাং শ্রিয়ং প্রণমতাং বৃন্দাদ্দধারোদ্ধবঃ॥৩৪

অথ রাগঃ ॥

স্নেহঃ স রাগো যেন স্যাৎ সুখং দুঃখমপি স্ফুটং।

রজ্যন্ স্নেহজনিত স্বরবিশেষমাধুর্য্যং বিভ্রৎ তথা স্বভাবত এব মঞ্জুল স্তম্ভী-র্মাধুরী মনোহরস্তাদৃশো যঃ কণ্ঠঃ তস্য যো গর্ভো? মধ্যভাগ স্তত্রৈব লুঠিত ইতস্ততঃ স্খলয়েব ভ্রমন্ স্তোত্রাক্ষরাণামুপক্রমো যত্র সঃ॥ ৩৪ ॥

স্নেহ এব রাগঃ স্যাৎ কীদৃশঃ সন্। তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সাক্ষাৎকারেণ বা তত্তুল্য স্ফুরণেন বা কৃপালাভেন বা যঃ সম্বন্ধবিশেষ স্তদস্তরঙ্গতা লাভ স্তস্য লেশেঽপি জাতে যেন স্নেহেন দুঃখমপি সুখং স্ফুটং স্যাৎ সুখতয়া প্রতিভা

যথা বা ॥

উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে সন্দর্শন করিয়া অশ্রুজলে নদী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক রত্নাকরকে পত্নীরূপে উপহার প্রদান, রাগযুক্ত মনোহর কণ্ঠমধ্যে গদ্গদ স্বরে স্তব করিতে আরম্ভ এবং সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা কদম্ব কুসুমের সাদৃশ্য বিধাস করত স্তব্ধ হইয়াও ভক্তবৃন্দ হইতে অধিক শোভা ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

অথ প্রীতভক্তিতে রাগ ॥

যে স্নেহে স্পষ্টরূপে দুঃখও সুখ বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাকে রাগ বলে, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধলেশমাত্রে প্রাণ

তৎসম্বন্ধলবেঽপ্যত্র প্রীতিঃ প্রাণব্যয়ৈরপি ॥ ৩৫ ॥

যথা ॥

গুরুরপি ভুজগাদ্ভীস্তক্ষকাৎ প্রাজ্যরাজ্য
চ্যুতিরতিশয়িনীচ প্রায়চর্য্যাচ গুর্ব্বী।
অতনুত মুদমুচ্চৈঃ কৃষ্ণলীলাসুধান্ত
র্বিহরণসচিবত্বাদৌত্তরেয়স্য রাজ্ঞঃ ॥ ৩৬ ॥

যথা বা ॥

কেশবস্য করুণালবোঽপি চে-

তীত্যর্থঃ। তত্রচ সতি। যেন প্রাণব্যয়ৈঃ নাশপর্য্যন্তৈরপি প্রাণস্য ক্ষয়ৈঃ প্রীতি স্তদানুকুল্যং ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ তৎ সম্বন্ধা ভাবেতু সুখমপি দুঃখং স্যাদিতি বিশেষঃ তদেবং তাদৃশঃ সন্ ইত্যর্থঃ॥ ৩৫ ॥

অত্র তাদৃশ স্ফুরণেনোদাহরন্ সাক্ষাৎকারেণ কৈমুত্যং ব্যঞ্জয়তি গুরুরিতি প্রাজ্যং প্রচুরং। প্রায়চর্য্যা প্রাণান্তমনশনব্রতং ঔত্তরেয়স্য শ্রীপরীক্ষিতঃ ॥ ৩৬ ॥

অত্র তৎসম্বন্ধাভাবেতূদাহরণং জ্ঞেয়ং। অথ কৃপালাভালাভাভ্যামুদা-

---

নাশ পর্য্যন্তও প্রীতি প্রদান করে অর্থাৎ প্রাণনাশ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সাধনে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৩৫ ॥

যথা ॥

তক্ষক নাগ হইতে গুরুতর ভয়, সসাগরা ধরার সর্ব্বতোভাবে রাজ্যচ্যুতি এবং মরণ পর্য্যন্ত অনশন ব্রত, ইহারা সকল কৃষ্ণলীলামৃত শ্রবণের সাহায্য বশতঃ রাজা পরীক্ষিতের দুঃখ প্রদ না হইয়া অতিশয় রূপে আনন্দ বিস্তার করিয়াছিল ॥৩৬

যথাবা ॥

আমার প্রতি যদি কেশবের করুণালেশও হয়, তাহা

ষাড়বোঽপি কিল ষাড়বো মম।
অস্য যদ্যদয়তা কুশস্থলী
পূর্ণসিদ্ধিরপি মে কুশস্থলী ॥ ৩৭ ॥
প্রায় আদ্যদ্বয়ে প্রেমা স্নেহঃ পারিষদেষসৌ।
পরীক্ষিতি ভবেদ্রাগো দারুকেচ তথোদ্ধবে।
ব্রজানুগেষনেকেষু রক্তকপ্রমুখেষুচ ॥ ৩৮ ॥
অস্মিন্নভ্যুদিতে ভাবঃ প্রায়ঃ স্যাৎ সখ্যলেশভাক্ ॥ ৩৯ ॥

হরতি কেশবস্থেতি ষাড়বঃ পানকবিশেষঃ কুশস্থলী দ্বারকা ॥ ৩৭ ॥

তত্রাধিকৃতাশ্রিতপার্ষদানুগেষু ব্যবস্থামাহ প্রায় আদ্যদ্বয় ইতি প্রায়োগ্রহণং যহ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবানিত্যাদি দ্বারকাবাসিবচনে রাগস্যাপি স্পর্শ দর্শনাৎ। পরীক্ষিতীতি সৈষাত্তি দুঃসহা ক্ষুন্মাগিত্যাদি তদ্বাক্যাৎ। দারুকেচ যথা অপশ্যতস্তে চরণাম্বুজং প্রভো দৃষ্টিঃ প্রণষ্টেত্যাদি তদ্বাক্যাৎ উদ্ধবেচ যথা। সুহৃত্ত্যজস্নেহবিয়োগকাতর ইত্যাদেঃ সাধারণেষ্বপ্যনুগেষু প্রায় ঈদৃশ এবেত্যভিপ্রেত্য তদ্বিশেষেষু বিশেষমাহ ব্রজানুগেষ্বিতি ॥ ৩৮ ॥

অস্মিন্নভ্যুদিতে ভাবঃ প্রীত্যাখ্যোঽপি প্রায়ঃ স্যাদিতি প্রণয়াংশময়ত্বে

হইলে আমার সম্বন্ধে বাড়বাগ্নিও পানক দ্রব্য বিশেষ হইবে, আর যদি তাঁহার অকরুণত্ব প্রকাশ পায় তবে আমার সম্বন্ধে ঐশ্বর্য্য পূর্ণ কুশস্থলী অর্থাৎ দ্বারকাও কুশভূমি সদৃশী হইয়া উঠিবে ॥ ৩৭ ॥

প্রায় অধিকৃত এবং আশ্রিত দাসে প্রেম, পারিষদ সকলে স্নেহ তথা পরীক্ষিৎ, দারুক, উদ্ধব এবং বহু বহু ব্রজানুগ রক্তক প্রভৃতিতে রাগ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥

এই রাগ উদিত হইলে প্রায় ইহাতে সখ্যাংশ মিশ্রিত

যথা ॥

শুদ্ধান্তান্মিলিতং বাষ্পরুদ্ধবাগুদ্ধবো হরিং।
কিঞ্চিৎ কুঞ্চিতনেত্রান্তঃ স্বান্তেন পরিষস্বজে ॥ ॥ ৪০ ॥
অযোগযোগাবেতস্য প্রভেদৌ কথিতাবুভৌ ॥
তত্রাযোগঃ।
সঙ্গাভাবো হরে র্ধীরৈরযোগ ইতি কথ্যতে।
অযোগে তন্মনস্কত্বং তদ্গুণাদ্যনুসন্ধয়ঃ।

সতীতার্থঃ ॥ ৩৯ ॥

অত্র কেষুচিৎ জাহূর্গেষু সম্ভবত্যাপি প্রণয়াংশে যং যে ভৃত্যাঃ সুহৃৎ সখেতি প্রসিদ্ধিমুপলক্ষ্য শ্রীমদুদ্ধবমুদাহরতি। শুদ্ধান্তাদিতি শুদ্ধান্তাদন্তঃপুরাৎ ॥ ৪০ ॥

এতস্য প্রীতিভক্তিরসস্য ॥ ৪১ ॥

ভাব প্রকাশ পায় ॥ ৩৯ ॥

যথা ॥

উদ্ধব শুদ্ধান্তঃকরণ প্রযুক্ত সমাগত হরিকে অবলোকন করিয়া বাষ্পবারিতে কণ্ঠ অবরোধ প্রযুক্ত আর কথা কহিতে পারিলেন না, কিন্তু কিঞ্চিৎ নয়নাঞ্চল কুঞ্চিত করিয়া অন্তঃ-করণ দ্বারা ঐ হরিকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৪০ ॥

পণ্ডিতগণ এই প্রীত ভক্তিরসে অযোগ ও যোগ এই দুই প্রকার প্রভেদ করিয়াছেন ॥

তন্মধ্যে অযোগ যথা ॥

পণ্ডিতেরা হরির সহিত সঙ্গাভাবকে অযোগ কহেন, এই অযোগে হরির প্রতি মন সমর্পণ এবং তদ্গুণাদির অনুসন্ধান

তৎপ্রাপ্ত্যুপায়চিন্তাদ্যাঃ সর্ব্বেষাং কথিতাঃ ক্রিয়াঃ।
উৎকণ্ঠিত্বং বিয়োগশ্চেত্যযোগোঽপি দ্বিধোচ্যতে॥
তত্রোৎকণ্ঠিতং॥
অদৃষ্টপূর্ব্বস্য হরে র্দিদৃক্ষোৎকণ্ঠিতং মতং॥ ৪১॥
যথা নারসিংহপুরাণে॥
চকার মেঘে তদ্বর্ণে বহুমানরতিং নৃপঃ।
পক্ষপাতেন তন্নাম্নি মৃগে পদ্মে চ তদ্দৃশি॥ ৪২॥
যথাবা শ্রীদশমে॥
অপ্যদ্য বিষ্ণো র্মনুজত্বমীয়ুষো

নৃপ ইক্ষ্বাকুঃ। পক্ষপাতেনাত্যাসক্ত্যা তন্নাম্নি তস্য নাম যত্র তাদৃশে কৃষ্ণসারাখ্যে। তদ্দশি তস্য দৃক্ তুল্য ইত্যর্থঃ॥ ৪২॥

মনুজত্বং মনুজজাতিত্বমীয়ুষঃ প্রাপ্তবত স্তত্র প্রকাশমানস্যেত্যর্থঃ॥ ৪৩॥

করা হয়। সকল দাসভক্তের ভগবৎপ্রাপ্তি বিষয়ক চিন্তাদি ক্রিয়া কথিত হইয়াছে॥

উৎকণ্ঠিত ও বিয়োগ ভেদে অযোগ দুই প্রকার হয়॥

তন্মধ্যে উৎকণ্ঠিত যথা॥

অদৃষ্ট পূর্ব্ব হরির দর্শনেচ্ছাকেই উৎকণ্ঠিত বলে॥ ৪১॥

যথা নারসিংহপুরাণে॥

ইক্ষ্বাকু রাজা অতিশয় আসক্তি বশতঃ কৃষ্ণবর্ণ মেঘে, কৃষ্ণ নামশালি কৃষ্ণসারমৃগে ও কৃষ্ণনয়ন তুল্য পদ্মে বহুমান পুরঃসর রতি বিধান করিয়াছিলেন॥ ৪২॥

যথাবা শ্রীদশমে ৩৮ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে॥

অক্রূর মহাশয় পুনরায় অন্যবিধ চিন্তা করত কহিতে

ভারাবতারায় ভুবো নিজেচ্ছয়া।
লাবণ্যধাম্নো ভবিতোপলম্ভনং
মহ্যং ন ন স্যাৎ ফলমঞ্জসা দৃশঃ ॥ ৪৩ ॥
অত্রাযোগপ্রসক্তানাং সর্ব্বেষামপি সম্ভবে।
ঔৎসুক্য দৈন্য নির্ব্বেদ চিন্তানাং চাপলস্যচ।
জড়তোন্মাদ মোহানামপি স্যাদতিরিক্ততা ॥ ৪৪ ॥
তত্রৌৎসুক্যং যথা কর্ণামৃতে ॥
অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি
হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো

সর্ব্বেষাং ব্যভিচারিণাং সম্ভবে সত্যপি অতিরিক্ততা উদ্রেকঃ ॥ ৪৪ ॥
ন বিদ্যতে নাথো নাথান্তরং যস্য তস্য বন্ধো প্রতিপালক ॥ ৪৫ ॥

লাগিলেন, পৃথিবীর ভারাবতরণ নিমিত্ত আপন ইচ্ছায় মনুষ্য রূপধারি ভগবান্ হরির লাবণ্যযুক্ত কলেবর দর্শন হইতে পারে, যদি সাক্ষাৎ লাভ হয় তাহা হইলে কি যথার্থতঃ আমার লোচনের ফল হইবে না? অবশ্যই হইবে ॥ ৪৩ ॥

এই প্রীত ভক্তিরসে অযোগ সম্বন্ধীয় সমুদায় ব্যভিচারির সম্ভব হইলে ঔৎসুক্য, দৈন্য, নির্ব্বেদ, চিন্তা, চপলতা, জড়তা, উন্মাদ ও মোহ এই সকলের আধিক্য হয় ॥ ৪৪ ॥

তন্মধ্যে ঔৎসুক্য যথা কর্ণামৃতে ॥

হা কষ্ট হা কষ্ট! হে হরে! হে অনাথবন্ধো! হে করুণাসিন্ধো! আপনার দর্শন ব্যতিরেকে এই অধন্য দিন সকল

হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি ॥ ৪৫ ॥

যথা বা ॥

বিলোচন সুধাম্বুধি স্তব পদারবিন্দদ্বয়ী

বিলোচন রসচ্ছটামনুপলভ্য বিক্ষুভ্যতঃ ।

মনো মম মনাগপি ক্বচিদনাপ্নুবন্নির্বৃতিং

ক্ষণার্দ্ধমপি মন্যতে ব্রজমহেন্দ্রবর্ষব্রজং ॥

দৈন্যং যথা তত্রৈব ॥

নিবদ্ধ মূর্দ্ধাঞ্জলিরেষ যাচে

নীরন্ধ্র দৈন্যোন্নতিমুক্তকণ্ঠং ।

দয়াম্বুধে দেব ভবৎকটাক্ষ-

বিলোচনেতি মথুরাতঃ শ্রীমদুদ্ধবস্য গুপ্তপত্রিকা। বিক্ষুভ্যত ইত্যত্র বিক্ষোভভৃদিতি পাঠান্তরং জ্ঞেয়ং ॥ ৪৬ ॥

কিরূপে যাপন করিব ॥ ৪৫ ॥

যথা বা ॥

মথুরানগরী হইতে উদ্ধব পত্র লিখিলেন হে ব্রজমহেন্দ্র ! আপনি লোচনের অমৃত সমুদ্র, আপনার চরণারবিন্দদ্বয়ের দর্শন ছটা প্রাপ্ত না হইয়া, ক্ষোভযুক্ত আমার মন কোন স্থানে কিঞ্চিৎ সুখ প্রাপ্ত হইতেছে না, অধিকন্তু ক্ষণার্দ্ধকাল-কেও বহু বহু বৎসর করিয়া মানিতেছে ॥

দৈন্য যথা কর্ণামৃতে ॥

হে দেব ! আপনি কৃপাসাগর, আমি মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক অতিশয় দৈন্যসহকারে মুক্তকণ্ঠে প্রার্থনা করি-

দাক্ষিণ্যলেশেন সকৃন্নিষিঞ্চ ॥ ৪৬ ॥

যথা বা ॥

অসি শশিমুকুটাদ্যৈরপ্যলভ্যেক্ষণস্ত্বং
লঘুরঘহরকীটাদপ্যহং কূটকর্ম্মা।
ইতি বিসদৃশতাপি প্রার্থনে প্রার্থয়ামি
স্নপয় কৃপণবন্ধো মামপাঙ্গচ্ছটাভিঃ ॥ ৪৭ ॥

নির্ব্বেদো যথা ॥

স্ফুটং শ্রিতবতোরপি শ্রুতিনিষেবয়া শ্লাঘ্যতাং

কূটকর্ম্মাহং কীটাদপি লঘুরিতি প্রার্থনে বিসদৃশতাপি প্রার্থয়াম্যপীত্যন্বয়ঃ। প্রার্থয়েঽপীতি বা পাঠঃ যদ্যপ্যযোগ্যস্তথাপি প্রার্থয় ইত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

স্ফুটমিতিচ পূর্ব্ববদেবোদ্ধবস্য সন্দেশঃ। পদাম্বুজস্য নখরূপঃ অঙ্কুরোঽগ্র-

---

তেছি আপনি স্বীয় অনুগ্রহ সূচক কটাক্ষলেশ দ্বারা একবার আমাকে সেচন করুন ॥ ৪৬ ॥

যথা বা ॥

হে অঘনাশন! শশিশেখর শঙ্কর প্রভৃতিও আপনার দর্শন প্রাপ্ত হইতে পারেন না, আমি কীট অপেক্ষাও মন্দকর্ম্মা, সুতরাং প্রার্থনা বিষয়ে অযোগ্য হইলেও প্রার্থনা করিতেছি, হে দীনবন্ধো! আপনি স্বীয় নেত্রকোণের ছটা দ্বারা আমাকে স্নান করান্ অর্থাৎ আমার প্রতি ঈষৎ করুণা দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন ॥

নির্ব্বেদ যথা ॥

উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়া পাঠাইলেন কৃষ্ণ! বহুতর শ্রুতি

মহাভবনিরেতয়ো র্ভবতু নেত্রয়োর্মন্দয়োঃ।
ভবেন্নহি যয়োঃ পদং মধুরিমশ্রিয়ামাস্পদং
পদাম্বুজনখাঙ্কুরাদপি বিসারি রোচিস্তব ॥ ৪৮ ॥

চিন্তা যথা ॥

হরিপদকমলাবলোকতৃষ্ণা
তরলমতেরপি যোগ্যতামবীক্ষ্য।
অবনতবদনস্য চিন্তয়া মে

ভাগঃ। শ্রুতিনিষেবয়েতি দীর্ঘযোবপীত্যর্থঃ। বহুতর শ্রোতগ্রন্থদর্শিনো বিতি বা। অভবনিঃ নাশঃ ॥ ৪৮ ॥

হরিপদেতি কস্যচিদ্ভক্তস্য নির্জনবিলাপঃ হরি হরি খেদে যে মম যোগ্যতামবীক্ষ্য সোঽহমযোগ্যো দুঃখিতো ভবতু নামেতীব বিভাব্য নিশাঃ প্রযাপ্তীত্যর্থঃ। কীদৃশস্যাপি মম হরিপদেত্যাদি লক্ষণস্য। অতএব চিন্তয়াবনত

গ্রন্থ দর্শন করিয়া আমার নয়ন দ্বয় অতিশয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেও ইহাদিগকে মন্দ বলিতে হয়, যে হেতু ইহারা তোমার পাদপদ্মের নখাঙ্কুর হইতে প্রসরণ শীল মাধুর্য্য সম্পদের আস্পদ স্বরূপ কান্তি সন্দর্শন করিতে পারিল না অতএব ইহাদের বিনাশ হওয়াই ভাল ॥ ৪৮ ॥

চিন্তা যথা ॥

কোন ভক্ত নির্জনে বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন হরি হরি! চঞ্চল মতি আমার হরিপদকমল অবলোকনে অযোগ্যতা দেখিয়া অবনত বদন যে আমি আমার সম্বন্ধে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে এই সকল নিশা

হরি হরি নিশ্বসতো নিশাঃ প্রযান্তি ॥ ৪৯ ॥

চাপলং যথা কর্ণামৃতে ॥

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি

মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যং।

তৎ কিং করোমি বিরলং মূরলীবিলাসি

মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাং ॥ ৫০ ॥

যথা বা ॥

হ্রিয়মঘহর মুক্ত্বা দৃক্পতঙ্গী মমাসৌ

ভয়মপি দময়িত্বা ভক্তবৃন্দানুমার্ত্তা।

বদনস্যেতি ষষ্ঠী চেয়মনাদরে ॥ ৪৯ ॥

বিরলং কচিৎ ভাগ্যবদ্ভিরেব উপলভ্যং ॥ ৫০ ॥

দৃক্পতঙ্গীতি লুপ্তোপমা কওঙর্থ কিবন্তাৎ পুনঃ কর্ত্তরি কৃদ্বিহিতঃ কিবিত্যা-

---

অতিবাহিত হইতেছে ॥ ৪৯ ॥

চাপল যথা ॥

কর্ণামৃতে

হে কৃষ্ণ! তোমার শৈশব চাপল্য ত্রিভুবন মধ্যে অতি-শয় অদ্ভুত, তাহা তুমিই অবগত আছ এবং আমার চপলতা আমি জানি এবং তুমিও জান, নির্জনে লোচন দ্বয় দ্বারা ত্বদীয় মুখপদ্ম দর্শন করিবার নিমিত্ত কি করিব ॥ ৫০ ॥

যথা বা ॥

হে অঘহর! হে ঈশ! আমার নয়নভ্রমরী লজ্জা বিসর্জন পূর্ব্বক ভক্তবৃন্দের অভয় দানে ভয়কে দমন এবং নিরন্তর

নিরবধিগর্ব্বিচার্য্য স্বঞ্চ ক্ষোদিমানং
তব চরণ সরোজং লেঢ়ুমন্বিচ্ছতীশ ॥ ৫১ ॥
জড়তা যথা সপ্তমস্কন্ধে ॥
ন্যস্তক্রীড়নকো বালো জড়বত্তন্মনস্তয়া।

পদ্মা বাচকস্য পূর্ব্বস্য ক্বিপোলোপাৎ। রূপকন্তু নাত্রেষ্যতে তৎপুরুষস্যোত্তর পদ প্রধান ত্বাৎ প্রধানভূতায়া পতঙ্গ্যা স্ত্রীত্বং সম্ভবতি গুণীভূতায়াং দৃশি যোজয়িতুং ন শক্যত ইত্যভবন্মতযোগাখ্যদোষঃ স্যাৎ। ততশ্চ দৃক্ কর্ত্রী হ্রিয়ং মুক্তা ভয়মপি দময়িত্বা স্বস্যচ ক্ষোদিমানমবিচার্য্য পতঙ্গীবাচরন্তী সতী তব চরণ সরোজং লেঢ়ুমন্বিচ্ছতীতি যোগাৎ। দৃক্ তপস্বিন্যসৌ মে ইতি বা পাঠঃ। অন্বিচ্ছতীতি ইষু গমি যমাং ছ ইতি বিধানাৎ ॥ ৫১ ॥

ন্যস্তেতি। তন্মনস্তয়া কৃষ্ণমনস্তয়া ন্যস্তক্রীড়নকঃ তদনন্তরং তত্রৈব জড়বত্তুল্যঃ তৎপশ্চাৎ কৃষ্ণগ্রহগৃহীতাত্মা গ্রহেণেব কৃষ্ণেনাবিষ্টঃ সন্ জগদীদৃশং ন বেদ ন দদর্শ যথা লোকাঃ পশ্যন্তি তথা ন কিন্তু তৎ স্ফূর্ত্তিকরত্বে

আপনার লঘুতা বিচার না করিয়া অতিশয় তৃষ্ণাকুল চিত্তে তোমার চরণ কমল আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করিতেছে ॥৫১॥

জড়তা যথা ॥

সপ্তমস্কন্ধে ৪ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে ॥

নারদ কহিলেন হে যুধিষ্ঠির! প্রহ্লাদের ভগবদ্বিষয়া রতি স্বাভাবিকী ছিল, তাহার নিদর্শন এই যে, তিনি বালক কালেই ক্রীড়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবানের প্রতি এক চিত্ত হইয়া জড় হইয়াছিলেন, আর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুধ্যানেই তাঁহার আত্মা আগ্রহান্বিত ছিল, অতএব জগৎ কীদৃশ, তিনি

কৃষ্ণগ্রহগৃহীতাত্মা ন বেদ জগদীদৃশং ॥ ৫২ ॥

যথা বা ॥

নিমেযোন্মুক্তাক্ষঃ কথমিহ পরিস্পান্দবিধুরাং

তনুং বিভ্রদ্ভব্যঃ প্রতিকৃতিরিবাস্তে দ্বিজপতিঃ।

অয়ে জ্ঞাতং বংশীরসিক নবরাগব্যসনিনা

পুরঃ শ্যামাম্ভোদে বত বিনিহিতা দৃষ্টিরমুনা ॥

উন্মাদো যথা তত্রৈব ॥

নদতি কচিদুৎকণ্ঠো বিলজ্জো নৃত্যতি কচিৎ।

নৈব দদর্শ ইত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

ভব্যঃ সর্ব্বত্র যোগ্যঃ ভব্যং সত্যে শুভে চাথ ভেদ্যবদেযাগ্য ভাবিনোরিতি বিশ্বপ্রকাশাৎ ॥ ৫৩ ॥

তাহা কিছুই জানিতেন না ॥ ৫২ ॥

যথাবা ॥

সর্ব্ব কার্য্য নিপুণ এই ব্রাহ্মণ কেন আজ অনিমিষ লোচনে স্পন্দন রহিত কলেবর ধারণ করত প্রতিমার ন্যায় স্তব্ধ ভাবে অবস্থিত আছেন, তবে বোধ হয় ইনি বংশী-রসিকের নবানুরাগে বিপদান্বিত হইয়া অগ্রবর্ত্তি শ্যামমেঘে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিয়াছেন ॥

উন্মাদ যথা ॥

সপ্তমস্কন্ধে ৪ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে ॥

ঐ প্রহ্লাদ কখন ঊর্দ্ধকণ্ঠ হইয়া শব্দ করিতেন, কখন নির্ল্লজ্জ হইয়া নৃত্য করিতেন, কখন বা ভগবদ্ভাবনায় অভিনি-

ক্বচিত্তদ্ভাবনাযুক্তস্তন্ময়োঽনুচকার হ ॥ ৫৩ ॥

যথা বা ॥

ক্বচিন্নটতি নিষ্পটং ক্বচিদসম্ভবং স্তম্ভতে
ক্বচিদ্বিহসতি স্ফুটং ক্বচিদমন্দমাক্রন্দতি।
লসত্যনলসং কচিৎ ক্বচিদপার্থমার্ত্তায়তে
হরেরভিনবোদ্ধুরপ্রণয়সীধুমত্তো মুনিঃ ॥ ৫৪ ॥

মোহো যথা হরিভক্তিসুধোদয়ে ॥

অযোগ্যমাত্মানমিতীশদর্শনে
স মন্যমানস্তদনাপ্তিকাতরঃ।

লসতি ক্রীড়তি। অপার্থং দৃষ্টার্তিসামগ্রীং বিনেত্যর্থঃ মুনির্নারদঃ ॥ ৫৪ ॥
স শ্রীপ্রহ্লাদঃ ॥ ৫৫ ॥

বিষ্ট হওয়াতে তন্ময় হইয়া তদীয় চেষ্টা অর্থাৎ ভগবল্লীলার অনুকরণ করিতেন ॥ ৫৩ ॥

যথা বা ॥

দেবর্ষি নারদ ভগবান্ হরির অতিশয় প্রণয় সুধায় মত্ত হইয়া কখন বিবসনে নৃত্য, কখন অসম্ভব স্তম্ভ অবলম্বন, কখন স্পষ্টরূপে উচ্চ হাস্য, কখন ক্রন্দন, কখন অনলস ভাব প্রকাশ এবং কখন বা পীড়া অভাবেও পীড়িতের ন্যায় আচরণ করিতেছেন ॥ ৫৪ ॥

মোহ যথা ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে ॥

হে দ্বিজ! প্রহ্লাদ ভগবৎ সন্দর্শনে আপনাকে অযোগ্য বিবেচনা করিয়া তাঁহার অপ্রাপ্তি নিমিত্ত কাতর ও বিপুল

উদ্বেলদুঃখার্ণবমগ্নমানসঃ
স্রুতাশ্রুধারো দ্বিজ মূর্চ্ছিতোঽপতৎ ॥ ৫৫ ॥
যথা বা ॥
হরিচরণ বিলোকালব্ধি তাপাবলীভি
র্বত বিধুতচিদস্তস্যত্র নস্তীর্থবর্য্যে।
শ্রুতিপুটপরিবাহেনেশনামামৃতানি
ক্ষিপত ননু সতীর্থাশ্চেষ্টতাং প্রাণহংসঃ ॥
অথ বিয়োগঃ ॥
বিয়োগো লব্ধসঙ্গেন বিচ্ছেদো দনুজদ্বিষা ॥ ৫৬ ॥

চিৎ চৈতন্যং তীর্থমত্র গুরুঃ। পক্ষে ঋষিজুষ্টসলং ॥ ৫৬ ॥

দুঃখ সাগরে চিত্ত নিমগ্ন করত অশ্রুধারা বিসর্জন করিতে করিতে ভূমিতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইতেন ॥ ৫৫ ॥

যথা বা ॥

অহে সতীর্থগণ! অর্থাৎ আমরা সকলে এক গুরুর শিষ্য, আমাদের গুরুদেব হরিচরণারবিন্দ সন্দর্শন করিয়া তাপ-রাশিতে পতিত হইয়াছেন, এ কারণ ইহাঁর চৈতন্যজল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, অতএব এক্ষণে কর্ণবিবর দ্বারা হরিনামামৃত নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে ইহাঁর প্রাণহংস চেষ্টান্বিত হইবে ॥

অথ বিয়োগ ॥

হরির সহিত সঙ্গলাভ করিয়া পুনরায় তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিলে তাহাকে বিয়োগ বলে ॥ ৫৬ ॥

যথা ॥

বলিসুত-ভুজষণ্ড-খণ্ডনায়
ক্ষতজপুরং পুরুষোত্তমে প্রযাতে ।
বিধুত বিধুর বুদ্ধিরুদ্ধবোঽয়ং
বিরহনিরুদ্ধমনা নিরুদ্ধবোঽভূৎ ॥

অঙ্গেষু তাপ কৃশতা জাগর্য্যালম্বশূন্যতা ।
অধৃতি র্জড়তা ব্যাধি রুন্মাদো মূর্চ্ছিতং মৃতিঃ ।
বিয়োগে সংভ্রমপ্রীতে র্দশাবস্থাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
অনবস্থিতিরাখ্যাতা চিত্তস্যালম্বশূন্যতা ।
অরাগিতাতু সর্ব্বস্মিন্নধৃতিঃ কথিতা বুধৈঃ ।

ক্ষতজপুরং শোণিতপুরং বিধুতা কম্পিতা যতো বিধুরা দুঃখিতাচ যা তাদৃশী বুদ্ধির্যস্য স বিধুর বিধুতেতি বা পাঠঃ বিধুরং তু প্রবিশ্লেষ ইত্যমরঃ ॥ ৫৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিনন্দন বাণের বাহু সকল ছেদন করিবার নিমিত্ত শোণিতপুরে গমন করিলে, বিরহকাতর উদ্ধব হত-বুদ্ধি ও নিরানন্দ হইয়াছিলেন ॥

বিয়োগ অবস্থায় সম্ভ্রম প্রীতির দশটী অবস্থা হয়। যথা— অঙ্গ সকলে তাপ, কৃশতা, জাগরণ, আলম্বশূন্য, অধৃতি, জড়তা, ব্যাধি, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও মৃতি ॥

চিত্তের অনবস্থিতির নাম আলম্বশূন্যতা এবং সকল বিষয়ে অনুরাগ শূন্যের নাম অধৃতি, পণ্ডিতগণ এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, অন্য আট্‌টীর অর্থ স্পষ্ট বলিয়া পৃথক্ রূপে

অন্যেঽষ্টৌ প্রকটার্থত্বাত্তাপাদ্যা নহি লক্ষিতাঃ ॥ ৫৭ ॥

তত্র তাপো যথা ॥

অস্মান্ দুনোতু কমলং তপনস্য মিত্রং
রত্নাকরশ্চ বড়বানলগূঢ়মূর্ত্তিঃ।
ইন্দীবরং বিধুসুহৃৎ কথমীশ্বরং বা
তং স্মারয়ন্মুনিপতে দহতীহ সভ্যান্ ॥ ৫৮ ॥

কৃশতা যথা ॥

অস্মান্নিত্যাদিকং নারদং প্রত্যুদ্ধববাক্যং। বাড়বানলেন গূঢ়াচ্ছাদিতা মূর্ত্তি স্তন্মধ্যভাগো যস্য সঃ।" অত্র তাপার্থং তপনমিত্রত্বাদি দ্বয়স্য হেতো রা—সত্বং ব্যঞ্জ্য বিধুসুহৃত্ত্বস্যতু বিরুদ্ধত্বং ব্যজ্য বিয়োগস্যৈব দুরন্তত্বেন যৎকমলাদিকমপি তাপকত্বেন সম্পাদয়তীতি ব্যঞ্জিতং। তং স্মারয়দ্দহত্তি পারিষদান্মুনীন্দ্রেতি বা পাঠে স্মারয়দিত্যত্র লিঙ্গবিপরিণামঃ কর্ত্তব্যঃ। তং স্মারয়ন্মুনিপতে দহতীহ সভ্যানিতি পাঠেতু সন্ধিবিশ্লেষাৎ সর্ব্বত্রাপ্যন্বয়ঃ ॥ ৫৮ ॥

লক্ষণ করেন নাই ॥ ৫৭ ॥

তন্মধ্যে তাপ যথা ॥

নারদের প্রতি উদ্ধব কহিলেন হে মুনিবর! সূর্য্যবন্ধু পদ্ম, আমরা যে সভ্যগণ, আমাদিগকে দুঃখ প্রদান করে করুক, বাড়বানলে আচ্ছাদিত মূর্ত্তি জলনিধি আমাদিগকে দগ্ধ করেন করুন এবং চন্দ্রসুহৃদ্ ইন্দীবর আমাদিগকে সন্তপ্ত করে করুক, কিন্তু কি জন্য ইহারা সেই ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করাইয়া আমাদিগকে ক্লিষ্ট করিতেছে ॥ ৫৮ ॥

কৃশতা যথা ॥

দধতি তব তথাদ্য সেবকানাং
ভুজপরিঘাঃ কৃশতাঞ্চ পাণ্ডুতাঞ্চ।
পততি বত যথা মৃণালবুদ্ধ্যা
স্ফুটমিহ পাণ্ডবমিত্র পাণ্ডুপক্ষঃ ॥ ৫৯ ॥
জাগর্য্যা যথা ॥
বিরহাম্বুরবিদ্বিষশ্চিরং বিধুরাঙ্গে পরিখিন্নচেতসি।
ক্ষণদাঃ ক্ষণদায়িতোজ্‌ঝিতা বহুলাশ্বে বহুলাস্তদাভবন্॥৬০
আলম্বশূন্যতা যথা ॥

সেবকানাং কেষাঞ্চিদাবশ্যককার্য্যার্থং দ্বারকাস্থিতানামিত্যর্থঃ। স্ফুট মিত্যুৎ-প্রেক্ষায়াং। সা চাত্রোদাত্ত নামালঙ্কারং ব্যঞ্জয়তীতি বিরহাতিশয়ং বঞ্জয়তি। পাণ্ডুপক্ষো হংসঃ ॥ ৫৯ ॥

ক্ষণদা রাত্র্য উত্পলক্ষণত্বাদ্দিনান্যপি। যদ্বা ক্ষণদায়িতৃপদার্থাঃ। উৎসব-দাত্র্যোঽপীতি তু শ্রেয়ঃ ক্ষণদায়িতয়া উৎসবদায়িত্বেনোজ্‌ঝিতা বভূবুঃ ॥ ৬০ ॥

হে পাণ্ডবমিত্র কৃষ্ণ! ইহলোকে যেমন মৃণাল বুদ্ধিতে হংস পতিত হয়, তাহার ন্যায় আজ আমরা যে তোমার সেবক আমাদের ভুজলগুড় সকল কৃশতা এবং পাণ্ডুতা ধারণ করিল ॥ ৫৯ ॥

জাগর্য্যা যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণের চিরবিরহে অবসন্ন দেহ, ক্ষীণচিত্ত, রাজা বহুলাশ্বের সুখপ্রদা যামিনী সকল দুঃখপ্রদা হইয়া বহুতরা হইয়াছিল ৬০ ॥

অথ আলম্বশূন্যতা ॥

বিজয়রথ কুটুম্বিনা বিনান্য-
মকিল কুটুম্বমিহাস্তি নস্ত্রিলোক্যাং।
ভ্রমদিদমনবেক্ষ্য যৎপদাব্জং
ক্বচিদপি ন ব্যবতিষ্ঠতেঽদ্য চেতঃ ॥ ৬১ ॥

অথাধৃতির্যথা ॥

প্রেক্ষ্য পিঞ্ছকুলমক্ষি পিধত্তে
নৈচিকীনিচয়মুজ্ঝতি দূরে।
বষ্টি যষ্টিমপি নাদ্য মুরারে

বিজয়রথেতি সময়বিশেষে শ্রীযুধিষ্ঠিরবাক্যং। বিজয়োঽর্জ্জুনঃ রথকুটম্বী সারথিঃ ॥ ৬১ ॥

প্রেক্ষেত্যনুসারেণ পূর্ব্বমবাগিতেতি লক্ষণেন নঞ্ বিরোধ এব জ্ঞেয়ঃ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন অর্জ্জুনসারথি শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে এই ত্রিভুবনে আমার অন্য কোন কুটুম্ব নাই, যে হেতু আজ তদীয় চরণারবিন্দ অবলোকন করিতে না পাইয়া আমার মন ভ্রান্ত হইয়াছে, কোন স্থানে স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতে পারিতেছি না ॥ ৬১ ॥

অথ অধৃতি যথা ॥

হে মুরারে! তোমার বিরহে ত্বদীয় চরণানুরক্ত রক্তক-নামা ভৃত্য, ময়ূরপুচ্ছ অবলোকন করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিতেছেন, উত্তম গো সকলের প্রতি আর দৃষ্টি নাই, তাহাদিগকে দূরে পরিত্যাগ করিতেছেন, অধিক কি বলিব যষ্টি

রক্তক স্তব পদাম্বুজরক্তঃ ॥ ৬২ ॥

জড়তা যথা ॥

যৌধিষ্ঠিরং পুরমুপেয়ুষি পদ্মনাভে
খেদানলব্যতিকরৈরতিবিক্লবস্য।
স্বেদাশ্রুভি র্নহি পরং জলতামবাপু-
রঙ্গানি নিষ্ক্রিয়তয়াচ কিলোদ্ধবস্য ॥ ৬৩ ॥

ব্যাধি র্যথা ॥

চিরয়তি মণিমন্বেষ্টুং চলিতে
মুরভিদি কুশস্থলীপুরতঃ।

রাগপ্রাতিকূল্যমিত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥

জলতাং দ্রবত্বং। পক্ষে জাড্যং ॥ ৬৩ ॥

পবনব্যাধিরুদ্ধবঃ। বাল্যাদেব ভগবৎপ্রেমোন্মত্তত্বেন তস্য তথা লোক-

---

পর্য্যন্তও গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন না ॥ ৬২ ॥

জড়তা যথা ॥

পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের রাজধানীতে গমন করিলে খেদাগ্নি দ্বারা অতিশয় কাতর উদ্ধবের ঘর্ম্মবারি ও অশ্রুধারা দ্বারা অঙ্গ সকল দ্রবীভূত ও নিষ্ক্রিয় হইয়াছিল ॥ ৬৩ ॥

ব্যাধি যথা ॥

দ্বারকানগরী হইতে শ্রীকৃষ্ণ স্যমন্তকমণি অন্বেষণ করিতে গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অধিক কাল বিলম্ব হওয়ায় উদ্ধব কৃষ্ণবিরহে নূতন আর একটী ব্যাধিগ্রস্ত হইলেন, তিনি যে বাল্যাবধি কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত থাকায় লোক-

সমজনি ধৃতনবব্যাধিঃ
পবনব্যাধি র্যথার্থাখ্যঃ ॥
উন্মাদো যথা ॥
প্রোষিতে বত নিজাধিদৈবতে
রৈবতে নবমবেক্ষ্য নীরদং।
ভ্রান্তধীরয়মধীরমুদ্ধবঃ
পশ্য নৌতি রমতে নমস্যতি ॥ ৬৪ ॥
মূর্চ্ছিতং যথা ॥
সমজনি দশা বিশ্লেষাত্তে পদাম্বুজসেবিনাং
ব্রজভুবি তথা নাসীন্নিদ্রালবোঽপি যথা পুরা।

ভামাত্তথা খ্যাতেঃ ॥ ৬৪ ॥
তথা দশা সমজনি যথা পুরা প্রথমং নিদ্রালবোঽপি নাসীং। অধুনাতু

সমাজে বায়ুরোগগ্রস্ত বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন কিন্তু সেই দিন ঐ নামটীর স্বার্থক হইয়াছিল ॥

উন্মাদ যথা ॥

স্বীয় অধিদেব শ্রীকৃষ্ণ বিদেশ গমন করিলে ভ্রান্ত বুদ্ধি উদ্ধব রৈবতক পর্ব্বতে নবমেঘ নিরীক্ষণ করিয়া চঞ্চল চিত্তে স্তব, আনন্দ প্রকাশ এবং নমস্কার করিতে লাগিলেন ॥ ৬৪ ॥

মূর্চ্ছিত যথা ॥

হে যদুবর! বৃন্দাবন ভূমিতে তোমার পাদপদ্মসেবি দাসগণের যেমন পূর্ব্বে নিদ্রালেশ উপস্থিত হয় নাই, তদ্রূপ এখন ঈষৎ নিশ্বাস দ্বারা জীবন আছে কি না এইরূপে বিত-

যদুবর দরশ্বাসে নাম্নী বিতর্কিতজীবিতাঃ
সততমধুনা নিশ্চেষ্টাঙ্গা স্তটান্যধিশেরতে ॥ ৬৫ ॥
মৃতির্যথা ॥
দনুজদমন যাতে জীবনে ত্বয্যকস্মাৎ
প্রচুরবিরহতাপৈ ধ্বস্তহৃৎপঙ্কজায়াং।
ব্রজভুবিপরিতস্তে দাসকাসারপঙ্‌ক্তৌ
ন কিল বসতি মার্ত্তাঃ কর্ত্তুমিচ্ছন্তি হংসাঃ ॥ ৬৬ ॥
অশিবত্বান্নঘটতে ভক্তে কুত্রাপ্যসৌ মৃতিঃ।

সততং নিশ্চেষ্টাঙ্গাঃ সত্য স্তটান্যধিশেরত ইতি যোজ্যং ॥ ৬৫ ॥

কাসারঃ সরঃ পক্ষে হংসাঃ প্রাণাঃ ॥ ৬৬ ॥

ন কুত্রাপীতি কুত্রচিদেব ভক্তে সিদ্ধলক্ষণ এবেত্যর্থঃ। তত্র মৃতি র্ঘটত ইত্যত্র হেতুঃ অশিবত্বাদিতি তস্যামঙ্গলমাত্রং হি ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। সাধকভক্তে মৃতিরপি বর্ণিতা। প্রাণান্ জহতি মথুরায়াং সুকৃতিন ইতি

র্কিত হইয়া যমুনাতীরে নিশ্চেষ্টাঙ্গে পতিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৬৫ ॥

মৃতি র্যথা ॥

হে অসুরনাশন কৃষ্ণ! জীবনস্বরূপ তুমি গমন করায় ব্রজভূমির চতুর্দ্দিকস্থ তোমার দাসরূপ-সরোবর-শ্রেণীর অকস্মাৎ প্রবল-বিরহানল দ্বারা হৃৎপদ্ম শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, প্রাণহংস সকল আর্ত্ত হইয়া আর তাহাতে বাস করিতে ইচ্ছা করিতেছে না ॥ ৬৬ ॥

অমঙ্গল প্রযুক্ত কথনও ভক্তজনে মৃত্যু সম্ভব হয় না,

ক্ষোভকত্বাদ্বিয়োগস্ত জাতপ্রায়েতি কথ্যতে ॥

অথ যোগঃ ॥

কৃষ্ণেন সঙ্গমো যস্ত স যোগ ইতি কীর্ত্ত্যতে।

যোগোঽপি কথিতঃ সিদ্ধি স্তুষ্টি স্থিতিরিতি ত্রিধা ॥

তত্র সিদ্ধিঃ ॥

উৎকণ্ঠিতে হরেঃ প্রাপ্তিঃ সিদ্ধিরিত্যভিধীয়তে ॥ ৬৭ ॥

যথা কর্ণামৃতে ॥

মৌলিশ্চন্দ্রকভূষণো মরকতস্তম্ভাভিরামং বপু-

ততশ্চ সিদ্ধতক্তে বিয়োগস্ত ক্ষোভকত্বং ক্ষোভকত্বমুদ্দিশ্যৈব জাতপ্রায়া মৃতিরিতি কথ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥

যস্ত মৌল্যাদয় ঈদৃশাঃ স এব ইত্যধ্যাহারেণান্বয়ঃ বালে কোমলে।

বিয়োগের ক্ষোভকারিত্ব হেতু ঐ মৃত্যু জাতপ্রায় বলিয়া কথিত হয় ॥

অথ যোগ ॥

শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনকে যোগ বলা যায়। ঐ যোগ, সিদ্ধি, তুষ্টি ও স্থিতি ভেদে তিন প্রকার হয় ॥

তন্মধ্যে সিদ্ধি যথা ॥

উৎকণ্ঠিত অবস্থায় হরির যে প্রাপ্তি তাহাকে সিদ্ধি বলা যায় ॥ ৬৭ ॥

যথা কর্ণামৃতে ॥

কি আশ্চর্য্য মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া, মরকত স্তম্ভ বিনিন্দি বপুঃ, আশ্চর্য্য মনোহর হাস্যে মুখকমল সুন্দর, নয়নদ্বয়

র্বক্ত্রং চিত্রবিমুগ্ধহাসমধুরং বালে বিলোলে দৃশৌ।
বাচঃ শৈশবশীতলা মদগজশ্লাঘ্যা বিলাসস্থিতি-
র্মন্দং মন্দময়ে ক এষ মথুরাবীথীং মিথো গাহতে॥
যথা বা শ্রীদশমে॥
রথাত্তূর্ণমবপ্লুত্য সোক্রূরঃ প্রেমবিহ্বলঃ।
পপাত চরণোপান্তে দণ্ডবদ্রামকৃষ্ণয়োঃ॥
তুষ্টিঃ॥
জাতে বিয়োগে কংসারেঃ সংপ্রাপ্তিস্তুষ্টিরুচ্যতে॥ ৬৮॥
যথা প্রথমস্কন্ধে॥

শৈশবেন তদংশেন শীতলা স্তাপহরেত্যর্থঃ। •মথুরাম্না বীথীং নিকটভূমিং বৃন্দাবনমিতি যাবৎ মিথোঽন্যোন্যং রহস্যপীত্যমরঃ॥ ৬৮॥

চঞ্চল ও সুকোমল, শৈশব প্রযুক্ত বাক্য অতি মধুর এবং মত্ত গজেন্দ্র হইতেও শ্লাঘ্য ক্রীড়াশালী হইয়া ধীরে ধীরে রহস্য করিতে করিতে বৃন্দাবনের পথে গমন করিতেছেন ইনি কে?॥

যথা বা শ্রীদশমে ৩৮ অধ্যায়ে ৩১ শ্লোকে॥

হে মহারাজ! রামকৃষ্ণকে দেখিবামাত্র অক্রূর সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া স্নেহবিহ্বলচিত্তে তাঁহাদের চরণোপান্তে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন॥

তুষ্টি যথা॥

বিচ্ছেদের পর শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তির নাম তুষ্টি॥ ৬৮॥

যথা প্রথমস্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে॥

কথং বয়ং নাথ চিরোষিতে ত্বয়ি
প্রসন্ন দৃষ্ট্যাখিলতাপশোষণং।
জীবাম তে সুন্দরহাসশোভিত-
মপশ্যমানা বদনং মনোহরং ॥ ৬৯ ॥
যথা বা ॥
সমক্ষমক্ষমঃ প্রেক্ষ্য হরিমঞ্জলিবন্ধনে।

কথং বয়মিতি প্রথমস্ত যষ্টাম্বুজাক্ষেত্যনন্তরং পদ্যং ব্যাচিৎকমেব ॥ ৬৯ ॥

তত্রোপলক্ষণত্বেন কাঞ্চিৎ স্থিতিমাহ পুবস্তাদিতি। গুবোর্বৃহস্পতেঃ শিষ্যঃ শ্রীমদুদ্ধবঃ। অত্র শ্রীমদ্ব্রজসেবকানামপি তন্মহাবিরহানন্তরং নিত্যা স্থিতি র্বক্ষ্যমাণস্ত প্রেয়সো বৎসলস্ত চাস্মিমটীকানুসারেণ জ্ঞেয়া। তেষাং দিগ্‌দর্শনন্তু গণোদ্দেশদীপিকা দৃষ্ট্যা ক্রিয়তে। অঙ্গাভ্যঙ্গকবং সুবন্ধমুপবি স্নান প্রদং বাবিদং বস্ত্রপ্রাপণশর্ম্মধামবকুলং গন্ধার্পণং পুষ্পকং। মিষ্টদ্রব্য সমর্পকং মধুকরং

দ্বারকাবাসি প্রজাগণ কহিলেন, হে নাথ! তুমি যদি চিরকাল প্রবাসে থাক তাহা হইলে তোমার এই মনোহর বদন যাহাকে প্রসন্ন দর্শন করিলে সমস্ত সন্তাপ নিবারিত হয় এবং যাহা সুন্দরহাস্য দ্বারা সর্ব্বদাই শোভা পায়, আমরা ইহা দেখিতে পাইব না। ইহা না দেখিলে কি আমাদের জীবন ধারণ হইতে পারে? ॥ ৬৯ ॥

যথা বা ॥

দারুক শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সাক্ষাতে অঞ্জলিবন্ধন করিতে অক্ষম হওত দ্বারকার দ্বারে অবস্থিতি পূর্ব্বক বিচিত্র

দারুকো দ্বারকাদ্বারি তত্র চিত্রদশাং যযৌ ॥

স্থিতিঃ ॥

সহবাসো মুকুন্দেন স্থিতি র্নিগদিতা বুধৈঃ ॥

যথা হংসদূতে ॥

পুরস্তাদাভীরীগণভয়দ নামা স কঠিনো

মণিস্তম্ভালম্বী কুরুকুলকথাং সংকথয়িতা।

স জানুভ্যামষ্টাপদভুবমবষ্টভ্য ভবিতা

গুরোঃ শিষ্যো নূনং পদকমলসম্বাহনরতঃ ॥

নিজাবসর শুশ্রূষা বিধানে সাবধানতা।

পুরস্তস্যা নিবেশাদ্যা যোগেহমীষাং ক্রিয়া মতাঃ

তাম্বূলদং জম্বুলং নিত্যং গৌষ্ঠসুধাংশুকান্তিসুধয়া পুষ্টং দিদৃক্ষামহে ॥ ৭০ ॥

দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥

স্থিতি যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র বাস করাকে পণ্ডিতগণ স্থিতি কহিয়া থাকেন ॥

যথা হংসদূতে ॥

গোপীগণের ভয়দনামা কঠিন অক্রূর শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে মণিস্তম্ভ অবলম্বন করিয়া কুরুকুলের কথা কহিতেছেন এবং বৃহস্পতির শিষ্য উদ্ধব জানুদ্বয় দ্বারা স্বর্ণভূমি আক্রমণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সম্বাহন করিতেছেন ॥

যোগ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনকালীন দাসভক্তগণের আপন আপন অবসরে সেবাকার্য্যে সাবধানতা এবং

কেচিদস্যা রতেঃ কৃষ্ণভক্ত্যাস্বাদবহির্মুখাঃ।
ভাবত্বমেব নিশ্চিত্য ন রসাবস্থতাং জগুঃ॥ ৭০॥
ইতি তাবদসাধীয়ো যৎপুরাণেষু কেষুচিৎ।
শ্রীমদ্ভাগবতে চৈষ প্রকটো দৃশ্যতে রসঃ॥ ৭১॥
তথাহি॥
ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচি-

নমু ভবন্তু তে তদ্বহির্মুখাঃ। তেষাং পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টং তন্মতং তু দৃঢ়মেব রস-শাস্ত্রকৃন্মুনিসংমতত্বাৎ। তত্রাহ ইতীতি। তাবৎ পদং বাক্যোপন্যাসেঽব্যয়ং। ইতি। এতন্মতমসাধীয়ঃ। শ্রীভাগবতং রসং ব্যাপ্তুমসমর্থত্বান্নাতি দৃঢ়মিত্যর্থঃ কুত স্তত্রাহ যদিতি। মতেঽপীতি শব্দ ইতি ক্ষীরস্বামী। তত্র যদ্দর্শিতমিত্যাপিশলিরিতি তত্রাপি আপিশলি রিদং মতং স্বীকৃতবানি-ত্যর্থঃ॥ ৭১॥

ক্বচিদ্রুদন্তীত্যাদিকং সামান্য ভক্তিরসপরমপি বিশেষে পর্য্যবস্যেদিতি

শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে উপবেশনাদি হইয়া থাকে। কৃষ্ণভক্তির আস্বাদবহির্ম্মুখ কোন কোন জন এই দাস্যরতির ভাবত্ব নিশ্চয় করিয়া রসাবস্থা উল্লেখ করেন নাই॥ ৭০॥

যদিচ অন্যান্য পুরাণে উক্ত প্রকার মত দেখা যায়, কিন্তু তাহা প্রশস্ত নহে, যে হেতু শ্রীমদ্ভাগবতে এই দাস্য-ভক্তিরস স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে॥ ৭১॥

যথা একাদশস্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে॥

ভক্তগণ ভক্তিযোগ সাধন করিতে করিতে কখন কৃষ্ণ চিন্তায় রোদন, কখন হাস্য, কখন আহ্লাদ, কখন অলৌকিক

হ্বসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ।
নিশম্য কর্ম্মাণি গুণানতুল্যান্
বীর্য্যাণি লীলাতনুভিঃ কৃতানি।
যদাতি হর্ষোৎপুলকাশ্রুগদ্গদং
প্রোৎকণ্ঠ উদ্গায়তি রৌতি নৃত্যতি ॥ ইতি ॥
এষাত্র ভক্তভাবানাং প্রায়িকী প্রক্রিয়োদিতা।
কিন্তু কালাদিবৈশিষ্ট্যাৎ ক্বচিৎ স্যাৎসীমলঙ্ঘনং ॥ ৭২ ॥

ভাবঃ। তত্র ক্বচিদ্রুদন্তীত্যাদিকমেকাদশস্কন্ধস্থং পদ্যং নিশম্যেতি তু সপ্তমস্কন্ধস্থং জ্ঞেয়ং ॥ ৭২ ॥

বাক্য কথন, কখন নৃত্য, কখন গীত, কখন কৃষ্ণানুশীলন এবং কখন বা নির্বৃত হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেন ॥

সপ্তমস্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে যথা—

প্রহ্লাদ কহিলেন, অহে বয়স্যগণ! শ্রীকৃষ্ণের লীলামূর্ত্তি দ্বারা যে সকল লোকাতীত কর্ম্ম, গুণ ও বীর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন ভক্তব্যক্তি তাহা যখন শ্রবণ করেন তৎকালীন তাঁহার অতিশয় হর্ষোদয় হওয়াতে পুলকোদ্গম, অশ্রুপাত ও গদ্গদ বাক্য সহকারে ঊর্দ্ধকণ্ঠে গান, উচ্চশব্দ এবং নৃত্য করিতে থাকেন ॥

এ স্থলে এই ভক্তভাবের প্রক্রিয়া প্রায় স্বাভাবিকী, কিন্তু কালাদির বৈশিষ্ট্য হেতু কখন কখন সীমা উল্লঙ্ঘন করে ॥ ৭২ ॥

অথ গৌরবপ্রীতিঃ ॥

লাল্যাভিমানিনাং কৃষ্ণে স্যাৎ প্রীতি গৌরবোত্তরা।
সা বিভাবাদিভিঃ পুষ্টা গৌরবপ্রীতিরুচ্যতে ॥

তত্রালম্বনাঃ ॥

হরিশ্চ তস্য লাল্যাশ্চ ভবন্ত্যালম্বনা ইহ ॥ ৭৩ ॥

তত্র হরির্যথা ॥

অয়মুপহিতকর্ণঃ প্রস্তুতে বৃষ্ণিবৃদ্ধৈ-
র্যদুপতিরিতি হাসে মন্দহাসোজ্জ্বলাস্যঃ।

গৌরবং শ্রীকৃষ্ণরূপ গুরুনিষ্ঠত্বং গুরুত্বমেবোত্তরং প্রৌঢ়ত্বে পর্য্যবসিতং। যস্যাং ॥ ৭৩ ॥

অয়মিতি। চেষ্টয়া উপহিতকর্ণ ইত্যাদি লক্ষণয়া হিতং এবমেব পূর্ব্বেষাং

অথ গৌরবপ্রীতি ॥

আমি শ্রীকৃষ্ণের লালনীয় এইরূপ অভিমানি ব্যক্তিদিগের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে গৌরবোত্তরা অর্থাৎ উত্তরোত্তর গুরুত্ব জ্ঞানময় প্রীতি হয়, এই প্রীতি বিভাবাদি দ্বারা পুষ্ট হইলে ইহাকে গৌরবপ্রীতি বলাযায় ॥

গৌরবপ্রীতিতে আলম্বন যথা ॥

হরি এবং হরির লালনীয় ব্যক্তিগণ এই গৌরব প্রীতিতে আলম্বন স্বরূপ ॥ ৭৩ ॥

তন্মধ্যে হরি যথা ॥

যদুবৃদ্ধগণ কোন প্রস্তাব উপস্থিত করিলে যদুপতি কৃষ্ণ ঊর্দ্ধকর্ণ হইয়া শ্রবণ করেন, কোন হাস্য কথা উপস্থিত

উপদিশতি সুধর্ম্মামধ্যমধ্যাস্য দীব্যন্
হিতমিহ নিজয়াগ্রে চেষ্টয়ৈবাত্মজান্নঃ ॥
মহাগুরুর্মহাকীর্ত্তির্মহাবুদ্ধির্মহাবলঃ।
রক্ষী লালক ইত্যাদ্যৈর্গুণৈরালম্বনো হরিঃ ॥
অথ লাল্যাঃ ॥
লাল্যাঃ কিল কনিষ্ঠত্ব পুত্রত্বাদ্যভিমানিনঃ।
কনিষ্ঠাঃ সারণ গদ সুভদ্র প্রমুখাঃ স্মৃতাঃ।
প্রদ্যুম্নচারুদেষ্ণাদ্যাঃ সাম্বাদ্যাশ্চ কুমারকাঃ ॥
এষাং রূপং যথা ॥

মহতাং বৃত্তমনুসরণীয়মিত্যর্থঃ ॥ ৭৪ ॥

হইলে শ্রীকৃষ্ণ হাস্যবদন হয়েন এবং সুধর্ম্মা সভা মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে স্বীয় উত্তম চেষ্টা দ্বারা আমরা যে আত্মজ আমাদিগকে হিত উপদেশ করেন ॥

এই গৌরবোত্তরা প্রীতিতে মহাগুরু, মহাকীর্ত্তি, মহাবুদ্ধি, মহাবল, রক্ষক ও লালক ইত্যাদি গুণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ আলম্বন হয়েন ॥

অথ লাল্য ॥

কনিষ্ঠত্ব অভিমান এবং পুত্রত্ব অভিমান ভেদে লাল্য দুই প্রকার হয়। তন্মধ্যে সারণ, গদ ও সুভদ্র প্রভৃতি কনিষ্ঠত্ব অভিমানী, আর প্রদ্যুম্ন চারুদেষ্ণ ও সাম্ব প্রভৃতি যদুকুমারগণ পুত্রত্বাভিমানী ॥

যদুকুমারদিগের রূপ যথা ॥

অপি মুরান্তক পার্ষদমণ্ডলা-
দধিকমণ্ডনবেশগুণশ্রিয়ঃ।
অসিত পীতশিতদ্যুতিভির্যুতা
যদুকুমারগণাঃ পুরি রেমিরে ॥ ৭৪ ॥
ভক্তিঃ ॥
সগ্ধিং ভজন্তি হরিণা মুখমুন্নমর্য্য
তাম্বূলচর্ব্বিতমদন্তি চ দীয়মানং।
ঘ্রাতাশ্চ মূর্দ্ধ্নি পরিরভ্য ভবন্ত্যদস্রাঃ
সাম্বাদয়ঃ কতি পুরা বিদধুস্তপাংসি।
রুক্মিণীনন্দনস্তেষু লাল্যেষু প্রবরো মতঃ ॥

সগ্ধিং সহভোজনং ॥ ৭৫ ॥

যদুকুমারগণ শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদ সকল হইতে অধিক বেশ, ভূষণ, গুণ ও শোভাশালী হইয়া কৃষ্ণ ও শুক্লবর্ণ মূর্ত্তিতে দ্বারকানগরে বিহার করিতেছেন ॥ ৭৪ ॥

যদুকুমারদিগের ভক্তি যথা ॥

সাম্বাদি পুত্রগণ মুখ উত্তোলন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভোজন, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত উচ্ছিষ্ট তাম্বূলচর্ব্বণ এবং শ্রীকৃষ্ণ ক্রোড়ে লইয়া মস্তকের আঘ্রাণ লইলে চক্ষু দিয়া অশ্রুমোচন করিয়া থাকেন, অতএব ইহাঁরা সকল পূর্ব্ব জন্মে কত কত না পুণ্য করিয়াছিলেন ॥

লাল্য সকলের মধ্যে রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্নই সর্ব্ব প্রধান ॥

তস্য রূপং ॥

স জয়তি শম্বরদমনঃ
সুকুমারো যদুকুমারকুলমৌলিঃ।
জনয়তি জনেষু জনক-
ভ্রান্তিং যঃ সুষ্ঠু রূপেণ ॥ ৭৫ ॥

ভক্তিঃ ॥

প্রভাবতি সমীক্ষ্যতাং দিবি কৃপাম্বুধি র্মাদৃশাং
স এষ পরমোগুরু র্গরুড়গো যদূনাং পতিঃ।
যতঃ কিমপি লালনং বয়মবাপ্য দর্পোদ্ধুরাঃ
পুরারিমপি সঙ্গরে গুরুরুষং তিরস্কুর্মহে।

প্রভাবতীতি শ্রীহরিবংশোক্তপ্রভাবতীহরণে তৎসমীপস্থস্ত শ্রীপ্রদ্যুম্নস্ত বাক্যং ॥ ৭৬ ॥

প্রদ্যুম্নের রূপ যথা ॥

যিনি আপনার মাধুর্য্যময় রূপ দ্বারা জনমাত্রেরই কৃষ্ণ বলিয়া ভ্রান্তি উৎপাদন করেন, সেই যদুকুমার চূড়ামণি সুকুমার শম্বরারি প্রদ্যুম্ন জয়যুক্ত হউন ॥ ৭৫ ॥

প্রদ্যুম্নের ভক্তি যথা ॥

হরিবংশোক্ত প্রভাবতীহরণে।

প্রদ্যুম্ন কহিলেন, অহে প্রভাবতি! স্বর্গে কৃপাসাগর গরুড়ারূঢ় যদুপতিকে সন্দর্শন কর, ইনি আমাদের পরম গুরু, ইহাঁর সমীপে আমরা কোন অনির্ব্বচনীয় লালন প্রাপ্ত হইয়া দর্পোদ্ধত হওত যুদ্ধক্ষেত্রে গুরুতর ক্রোধশালি ত্রিপুরারিকেও তিরস্কার করিয়াছি ॥

উভয়েষাং সদারাধ্য ধিয়ৈব ভজতামপি।
সেবকানামিহৈশ্বর্য্যজ্ঞানস্যৈব প্রধানতা।
লাল্যানান্তু স্বসম্বন্ধস্ফূর্ত্তেরেব সমন্ততঃ॥ ৭৬॥
ব্রজস্থানাং পরৈশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্যধিয়ামপি।
অস্ত্যেব বল্লবাধীশপুত্রত্বৈশ্বর্য্যবেদনং॥
অথোদ্দীপনাঃ॥
উদ্দীপনাস্তু বাৎসল্যস্মিতপ্রেক্ষাদয়ো হরেঃ॥
যথা॥

বল্লবাধীশপুত্রত্বেনৈব যদৈশ্বর্য্য মিত্রজয়াদি প্রভাব তস্য বেদনমনুভবঃ॥ ৭৭॥

উভয় অর্থাৎ সম্ভ্রমপ্রীতি ও গৌরবপ্রীতিশালি ভক্ত সকলের মধ্যে দ্বারকাস্থ সেবকগণ যাঁহারা নিরন্তর আরাধ্য বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য জ্ঞানের প্রধানতা, আর যাঁহারা লাল্য তাঁহাদিগের সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্বীয় সম্বন্ধ স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে॥ ৭৬॥

ব্রজস্থ সম্ভ্রমপ্রীতি ও গৌরবপ্রীতি নিষ্ঠ ভক্তগণের পরম ঐশ্বর্য্য জ্ঞান না থাকিলেও গোপরাজনন্দন বলিয়া ইন্দ্রজয়াদি ঐশ্বর্য্য জ্ঞান আছে॥

অথ উদ্দীপন॥

শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্য ও ঈষৎ হাস্যাদি এই সকলকে উদ্দীপন বলে॥

যথা॥

অগ্রে সানুগ্রহং পশ্যন্নগ্রজং ব্যগ্রমানসঃ।
গদঃ পদারবিন্দেঽস্য বিদধে দণ্ডবন্নতিং।

অথানুভাবাঃ ॥

অনুভাবাস্তু তস্যাগ্রে নীচাসননিবেশনং।
গুরোর্বর্ত্মানুসারিত্বং ধুরস্তস্য পরিগ্রহঃ।
স্বৈরাচারবিমোক্ষাদ্যাঃ শীতা লাল্যেষু কীর্ত্তিতাঃ ॥ ৭৭ ॥

তত্র নীচাসননিবেশনং যথা ॥

যদুসদসি সুরেন্দ্রে র্দ্রাগুপব্রজ্যমানঃ
সুখদ করকবার্ভি র্ব্রহ্মণাভ্যুক্ষিতাঙ্গঃ।

উপব্রজ্যমানঃ পুরো গত্বা সমানীয়মানঃ পাঠান্তরন্ত ত্যক্তং মৃদুমৃগ-বিশেষঃ ॥ ৭৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যখন অগ্রে অনুগ্রহ দৃষ্টি নিক্ষেপকারি অগ্রজ বলদেবকে অবলোকন করিয়া ব্যস্তচিত্ত হইয়াছেন, এমত সময়ে গদ তাঁহার চরণারবিন্দে পতিত হইয়া নতি বিধান করিতে লাগিলেন ॥

অথ অনুভাব ॥

লাল্য সকলে শ্রীকৃষ্ণাগ্রে নীচাসনে উপবেশন, গুরুপথের অনুগমন এবং স্বেচ্ছাচারের পরিত্যাগ এই সকল শীতভাব বলিয়া কীর্ত্তিত হয় ॥ ৭৭

তন্মধ্যে নীচাসনে উপবেশন যথা ॥

দেবেন্দ্র প্রভৃতি অমরবৃন্দ কর্ত্তৃক অনুব্রজ্যমান ও ব্রহ্মার কমণ্ডলু জল দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ অভ্যুক্ষিত হইয়া প্রদ্যুম্ন যদুসভায়

মধুরিপুমভিবন্দ্য স্বর্ণপীঠানি মুঞ্চন্
ভুবমভিমকরাঙ্কো রাঙ্কবং স্বীচকার ॥ ৭৮ ॥
দাসৈঃ সাধারণাশ্চান্যে প্রোচ্যন্তেঽমীষু কেচন।
প্রণামো মৌনবাহুল্যং সঙ্কোচঃ প্রশ্রয়াঢ্যতা।
নিজপ্রাণব্যয়েনাপি তদাজ্ঞা পরিপালনং।
অধোবদনতা স্থৈর্য্যং কাস হাসাদি বর্জনং।
তদীয়াতিরহঃ কেলি বার্ত্তাদ্যুপরমাদয়ঃ ॥
অথ সাত্ত্বিকাঃ ॥
কন্দর্প বিন্দতি মুকুন্দপদারবিন্দ-

দাসৈরিত্যাদৌ তদীয়াতিরহঃকেলীতি যদ্যপি তেষত্যন্তা সম্ভবান্নিষেধোঽপি ন প্রসজ্জেত তথাপ্যাধুনিকতদ্ভাবানাং বোধনার্থমেব নিষিদ্ধমিতি জ্ঞেয়ং ॥ ৭৯ ॥

গমন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া স্বর্ণ পীঠ পরিত্যাগ করত ভূমির উপরে মৃগরোমজ আসনে গিয়া উপবেশন করিলেন ॥ ৭৮ ॥

এই সকল পুত্রাদিতে দাসের সহিত কতক গুলি সাধারণ অনুভাব কীর্ত্তন করা হইয়াছে, যথা প্রণাম, অধিকতর মৌন, সঙ্কোচ, বিনয়শীলত্ব, স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তদাজ্ঞা প্রতিপালন, অধোবদনতা, স্থৈর্য্য, কাস ও হাস্যাদি বর্জন এবং তদীয় নির্জন কেলিরহস্য বার্ত্তাদি হইতে উপরম ॥

অথ সাত্ত্বিক ॥

দ্বন্দ্বে দৃশোঃ পদমসৌ কিল নিষ্প্রকম্পা।
প্রালেয়বিন্দুনিচিতং ধৃতকণ্টকা তে
স্বিন্নাদ্য কণ্টকিফলং তনুরন্বকার্ষীৎ ॥
অথ ব্যভিচারিণঃ ॥
অনন্তরোক্তা সর্ব্বেঽত্র ভবন্তি ব্যভিচারিণঃ ॥
তত্র হর্ষো যথা ॥
দূরে দরেন্দ্রস্য নভস্যুদীর্ণে
ধ্বনৌ স্থিতানাং যদুরাজধান্যাং।
তনূরুহৈস্তত্র কুমারকাণাং
নটৈশ্চ হৃষ্যদ্ভিরকারি নৃত্যং ॥ ৭৯ ॥
নির্ব্বেদো যথা ॥

হে কন্দর্প! শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দদ্বন্দ্বে চক্ষুর্দ্বয়ের স্থান লাভ হওয়াতে তোমার এই তনু অদ্য ঘর্ম্মবিন্দু সমূহে কণ্টকাকুল হইয়া হিমবিন্দুসমূহে আকীর্ণ কণ্টকিফলের অনুকরণ করিতেছে ॥

অথ ব্যভিচারী ॥

এইস্থলে সম্ভ্রম প্রীতোক্ত ব্যভিচারি সমুদায় হইয়া থাকে ॥

তন্মধ্যে হর্ষ যথা ॥

দূর হইতে পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি গগণ মণ্ডলে উদ্গত হইলে যদুরাজধানীতে অবস্থিত কুমারগণের অঙ্গলোমসকল হৃষ্ট নটের সহিত নৃত্য করিতে আরম্ভ করে ॥ ৭৯ ॥

নির্ব্বেদ যথা ॥

ধন্য সাম্ব ভবান্ সরিঙ্গণময়ন্ পার্শ্বে রজঃ কুর্ব্বুরো
যস্তাতেন বিকৃষ্য বৎসলতয়া স্বোৎসঙ্গমারোপিতঃ।
ধিঙ্‌মাং দুর্ভগমত্র শম্বরময়ৈ র্দুর্দ্দৈববিস্ফূর্জ্জিতৈঃ
প্রাপ্তা ন ক্ষণিকাপি লালনরতিঃ সা যেন বাল্যে পিতুঃ॥৮০

অথ স্থায়ী॥

দেহসম্বন্ধিতামানাদ্‌গুরুধীরত্র গৌরবং।

শম্বরময়ৈরিত্যবয়বার্থে ময়ট্ ॥ ৮০ ॥

দেহসম্বন্ধিতেতি অত্র গুরুধীরিতি গুরুরয়মিতি বুদ্ধিরিত্যর্থঃ সা গৌরিয়মিতি সম্বন্ধিলক্ষণয়া গম্যং। অত্র নানা স্থান পতিতানাং সামান্য বিশেষপ্রীতিনিরূপিকাণাং কারিকাণাং সমন্বয়ঃ ক্রিয়তে। স্বম্মাদ্ভবন্তি যে ন্যূনাস্তেঽনুগ্রাহ্যা হরের্ম্মতাঃ। আরাধ্যত্বাত্মিকাস্তেষাং রতিঃপ্রীতি রিতীরিতা। যে ন্যূনা ন্যূনা বয়মিতি স্বাভিমানময় রতিমন্ত স্তেঽনুগ্রাহ্যতয়া হরের্ম্মতাঃ। তেষাম্বারাহধ্যোয় মিতি জ্ঞানাত্মিকা রতিঃ প্রীত্যভিধয়া প্রোক্তে-

---

প্রদ্যুম্ন কহিলেন, অহে সাম্ব! তোমাকে ধন্য বলিতে হয়, যে হেতু জানুদ্বয় দ্বারা ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে তোমার অঙ্গে যখন ধূলা সকল লিপ্ত হইয়া কর্ব্বুর বর্ণ হইত, তৎকালীন পিতা বাৎসল্য প্রযুক্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক তোমাকে ক্রোড়ে করিতেন, অতএব আমি অতি দুর্ভগ, আমাকে ধিক্ শম্বরময় প্রবল দুর্দ্দৈব কর্ত্তৃক আমি বিড়ম্বিত হইয়া বাল্যকালে পিতার নিকট কোন লালন রতি প্রাপ্ত হই নাই॥৮০

অথ স্থায়ী॥

দেহ সম্বন্ধাভিমান প্রযুক্ত ইনি আমার গুরু এইরূপ যে

তন্ময়ী লালকে প্রীতি গৌরবপ্রীতিরুচ্যতে ॥ ৮১ ॥
স্থায়ীভাবোঽত্র সাচৈষামামূলাৎ স্বয়মুচ্ছ্রিতা।
কঞ্চিদ্বিশেষমাপন্না প্রেমেতি স্নেহ ইত্যপি।

ত্যর্থঃ। অথ তস্যা রসভেদ দ্বারা ভেদদ্বয়মাহ। অনুগ্রাহ্যস্ত দাসত্বাল্লাল্য-ত্বাদপ্যয়ং দ্বিধা। ভিদ্যতে সংভ্রমপ্রীতো গৌরবপ্রীত ইত্যপি। দাসত্বং স্বকর্তৃক তৎসেবায়ামিচ্ছুত্বং। তস্মাৎ সংভ্রমো ভবতি। সংভ্রমাত্মত্বাচ্চ সংভ্রমপ্রীত-উচ্যতে। এবং লাল্যত্বং তৎ কর্তৃক স্বলালনায়ামিচ্ছুত্বং। তস্মাদ্গৌরবং ভবতি। গৌরবাত্মত্বাচ্চ গৌরব প্রীত উচ্যত ইতি। অথ সংভ্রমপ্রীতিং বদন্ সংভ্রমস্য লক্ষণমাহ। সংভ্রমঃ প্রভুতা জ্ঞানাৎ কম্পশ্চেতসি সাদরঃ। অনেনৈক্যং গতা প্রীতিঃ সংভ্রমপ্রীতিরুচ্যতে। কম্পোত্র ত্বরা সাচ সেবেচ্ছাময়ী জ্ঞেয়া লাল্যাভিমানিনাং কৃষ্ণে স্যাৎ প্রীতি গৌরবোত্তরা। সা বিভাবাদিভিঃ পুষ্টা গৌরব প্রীত উচ্যতে ইত্যত্র লক্ষিতস্য গৌরবপ্রীতরসস্য। স্থায়িনং গৌরব-প্রীতিং বদন্ গৌববস্য লক্ষণমাহ দেহসম্বন্ধিতেতি। দেহসম্বন্ধিতয়া স্বাভা-বিক্যা যো মানঃ স্বভাবত এবাতিবাল্যেপি তদীয়তাভিমানং তস্মাদস্য গুরুধী র্মমায়ং গুরুর্লালক ইতি বুদ্ধিঃ সা গৌববমুচ্যতে। তন্ময়ী যা তস্মিন্ লালকে প্রীতিঃ সা গৌববপ্রীতিরুচ্যতে ইতি। তত্র যদ্যপি লালকধীরতি বাল্য এব কেবলা গুরুধীমিশ্রাতু প্রৌঢ়দশায়াং দৃশ্যতে তথাপি কারণকার্য্যাত্মকয়ো স্তয়োরভেদ এবেষ্টঃ। এবমেব তত্র তত্র কচিদিত্যুক্তং। কিন্তু যথাযোগ্যং ভেদ এবাবগন্তব্য ইতি ॥ ৮১ ॥

বুদ্ধি এ স্থলে তাহাকে গৌরব বলা যায়, লালকের প্রতি তন্ময়ী যে প্রীতি, তাহার নাম গৌরবপ্রীতি ॥ ৮১ ॥

এ স্থলে এই গৌরবপ্রীতি স্থায়ীভাব, উক্ত ভাব সকলের মূল হইতে স্বয়ং বৃদ্ধিশীল হইয়া কিঞ্চিৎ বিশেষ প্রাপ্ত

রাগ ইত্যুচ্যতেচাত্র গৌরবপ্রীতিরেব সা॥

তত্র গৌরবপ্রীতির্যথা॥

মুদ্রাং ভিনত্তি ন রদচ্ছদয়োরমন্দাং

বক্ত্রঞ্চ নোন্নময়তি প্রবদস্রকীর্ণং।

ধীরঃ পরং কিমপি সঙ্কুচতীং ঝষাঙ্কো

দৃষ্টিং ক্ষিপত্যঘভিদশ্চরণারবিন্দে॥

প্রেমা যথা॥

দ্বিষদ্ভিঃ ক্ষোদিষ্ঠৈর্জবদবিহতেচ্ছস্য ভবতঃ

করাদাকৃষ্যেব প্রসভমভিমন্যাবপি হতে।

তদেব স্যাপরতি স্যারীতি॥ ৮২॥

হইলে ঐ গৌরবপ্রীতি প্রেম, স্নেহ ও রাগ এই তিন আখ্যা প্রাপ্ত হয়॥

তন্মধ্যে গৌরবপ্রীতি যথা॥

পরম ধীর প্রদ্যুম্ন পিতার অগ্রে উচ্চস্বরে আলাপ করণ নিমিত্ত অধরোষ্ঠের মুদ্রা অতিশয় রূপে উন্মোচন করেন না, গলদশ্রু ব্যাপ্ত মুখ উত্তোলন না করিয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের প্রতি কুঞ্চিত লোচনাঞ্চল নিক্ষেপ করিয়া থাকেন॥

প্রেম যথা॥

হে অসুরনাশন! কর্ণ জয়দ্রথ প্রভৃতি ক্ষুদ্র শত্রুগণ জগৎ রক্ষক যে তুমি তোমার হস্ত হইতে বলপূর্ব্বকই যেন আকর্ষণ করিয়া অভিমন্যুকে বধ করিলে সুভদ্রার তোমা বিষয়িণী প্রীতি

সুভদ্রায়াঃ প্রীতির্দনুজদমন তদ্বিষয়িকা
প্রপেদে কল্যাণী নহি মলিনিমানং লবমপি ॥
স্নেহো যথা ॥
বিমুঞ্চ পৃথু বেপথুং বিসৃজ কণ্ঠকুণ্ঠায়িতং
বিমৃজ্য ময়ি নিক্ষিপ প্রসরদশ্রুধারে দৃশৌ।
করঞ্চ মকরধ্বজ প্রকট কণ্টকালঙ্কৃতং
নিধেহি সবিধে পিতুঃ কথয় বৎস কঃ সম্ভ্রমঃ ॥ ৮২ ॥
রাগো যথা ॥
বিষমপি সহসা সুধামিবায়ং
নিপিবতি চেৎ পিতুরিঙ্গিতং ঝষাঙ্কঃ।

বিষমপি সহসেত্যাদিকমেব পঠনীয়ং নতু বিষমপি মুদিত ইত্যাদিকং ॥ ৮৩॥

উজ্জ্বলই ছিল, কিঞ্চিন্মাত্র মলিন হয় নাই ॥

স্নেহ যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন প্রদ্যুম্ন! বিপুল কম্প পরিত্যাগ কর, কণ্ঠ কুণ্ঠিত করিও না, স্পষ্টাক্ষরে বাক্য প্রয়োগ কর, অশ্রু ধারা মার্জন করিয়া আমার প্রতি লোচনদ্বয় নিক্ষেপ কর। এবং স্পষ্ট রূপে পুলকান্বিত হস্তদ্বয় আমাতে সমর্পণ কর, বৎস! বল দেখি পিতার নিকট সংভ্রম কি? ॥ ৮২ ॥

রাগ যথা ॥

প্রদ্যুম্ন যদি পিতার ইঙ্গিত প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে বিষকে অমৃতের ন্যায় পান করেন, আর যদি তাঁহার অসম্মতি দেখেন

বিসৃজতি তদসংমতি র্যদিস্যা-
বিষমিব তাস্তু সুধাং সএব সদ্যঃ ॥ ৮৩ ॥
ত্রিষ্বেবাযোগযোগাদ্যা ভেদাঃ পূর্ব্ববদীরিতাঃ ॥
তত্রোৎকণ্ঠিতং ॥
শম্বরঃ সুমুখি লব্ধ দুর্ব্বিপ-
ড়ুডম্বরঃ সরিপুরম্বরায়িতঃ।
অম্বুরাজমহসং কদা গুরুং
কম্বুরাজকরমীক্ষিতাস্মহে ॥ ৮৪ ॥

ত্রিষেব প্রীতিপ্রেয়ো বৎসলেষেবাযোগযোগাদ্যা ভেদা মুখ্যাবান্তর ভেদেন তত্তৎ সংজ্ঞাঃ পূর্ব্ববদত্রৈব প্রীতসামান্যেক দেশসংভ্রম প্রীত ইবে-রিতাঃ কথিতাঃ। ভেদা ইত্যত্র সংজ্ঞা ইত্যেব বা পাঠঃ। অন্যত্রতু শান্তস্য পারোক্ষ্য সাক্ষাৎকারাবিত্যেব সংজ্ঞে মধুরস্য সম্ভোগবিপ্রলম্ভাবিতি মুখ্যে সংজ্ঞে পূর্ব্বরাগাদ্যাশ্চ তদবান্তর সংজ্ঞা ঈরিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৮৪ ॥

তাহা হইলে অমৃতকেও তৎক্ষণাৎ বিষের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ॥ ৮৩ ॥

প্রীতি, প্রেয় ও বৎসল এই তিন রসে অযোগ প্রভৃতি ভেদ পূর্ব্বের ন্যায় কথিত হয় ॥

তন্মধ্যে উৎকণ্ঠিত যথা ॥

রুক্সিণী প্রতি প্রদ্যুম্ন কহিলেন হে সুমুখি! ঘোর বিপৎ রাশি স্বরূপ পরম শত্রু শম্বর বিনষ্ট হইয়াছে, তবে কবে আমরা ইন্দীবর কান্তি, পাঞ্চজন্যকর, গুরু শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিব ॥ ৮৪ ॥

অথ বিয়োগঃ ॥

মনো মমেষ্টামপি গেণ্ডুলীলাং
নবষ্টি যোগ্যাঞ্চ তথাস্ত্রযোগ্যাং ॥
গুরৌ পুরং কৌরবমভ্যুপেতে
কারামিব দ্বারবতীমবৈতি ॥

অথ বিয়োগে সিদ্ধিঃ ॥

মিলিতঃ শম্বরপুরতো মদনঃ
পুরতো বিলোকয়ন্ পিতরং।
কোহমিতি স্বং প্রমদা-
মধীরধীরপ্যসৌ বেদ ॥

অস্ত্রযোগ্যামস্ত্রাভ্যাসং অভ্যাসঃ খুরলীযোগ্যেতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ ॥ ৮৫ ॥

অথ বিয়োগ ॥

গুরু শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করাতে আমার মন আর মনোরম কন্দুকলীলা ও অস্ত্রাভ্যাস করিতে ইচ্ছা করিতেছে না, অধিক কি বলিব দ্বারাবতীকেও কারাগৃহ বলিয়া বোধ হইতেছে ॥

অথ বিয়োগে সিদ্ধি ॥

প্রদ্যুম্ন শম্বরাসুরের পুর হইতে দ্বারকাপুরে আগমন করিয়া সম্মুখে পিতাকে দেখিতে পাইলেন, তাহাতে তাঁহার এরূপ আনন্দ উৎপন্ন হইয়াছিল যে,আমি কে অধীর বুদ্ধি ঐ মদন তাহা কিছুই জানিতে পারেন নাই ॥

তুষ্টিঃ ॥

মিলিতমধিষ্ঠিত গরুড়ং
প্রেক্ষ্য যুধিষ্ঠিরপুরান্মুরারাতিং।
অজনি মুদা যদুনগরে
সংভ্রমভূমা কুমারাণাং ॥

স্থিতিঃ ॥

কৃষ্ণয়মক্ষিণী কিঞ্চিদ্বাষ্পনিষ্পন্দিপক্ষ্মণী ॥
বন্দতে পাদয়োর্দ্বন্দ্বং পিতুঃ প্রতিদিনং স্মরঃ ॥
উৎকণ্ঠিতবিয়োগাদ্যং যদযদ্বিস্তারিতং নহি।
সংভ্রম প্রীতবজ্জ্ঞেয়ং তত্তদেবাখিলং বুধৈঃ ॥ ৮৫ ॥

তুষ্টি ॥

যুধিষ্ঠিরের পুর হইতে গরুড়ারূঢ় মধুরিপু আসিয়া মিলিত হইলে তদবলোকনে যদুনগরে কুমার সকলের আনন্দ নিবন্ধন ভুরি ভুরি সংভ্রম উপস্থিত হইয়াছিল ॥

অথ স্থিতি ॥

প্রদ্যুম্ন প্রতিদিন সজল-পক্ষ্মশালি লোচনযুগল কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করিয়া পিতার চরণদ্বয় বন্দনা করিয়া থাকেন ॥

উৎকণ্ঠিত ও বিয়োগাদিতে যাহা যাহা বিস্তার করা হয় নাই, পণ্ডিতগণ সংভ্রমপ্রীতির ন্যায় তৎসমুদায় অবগত হইবেন ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে মুখ্য ভক্তিরসপঞ্চকনিরূপণে প্রীতভক্তিরসলহরী ॥ * ॥ ২ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি পঞ্চলহর্য্যাত্মকে পশ্চিমবিভাগে প্রীতভক্তিরস লহরী দ্বিতীয়া ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামনারায়ণ—বিদ্যারত্নকৃত—ব্যাখ্যায় ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পশ্চিমবিভাগে প্রীতভক্তিরস দ্বিতীয় লহরী ॥ * ॥ ২ ॥ * ॥

—*০*—

অথ প্রেয়োভক্তিরসঃ ॥
স্থায়ী ভাবো বিভাবাদ্যৈঃ সখ্যমাত্মোচিতৈরিহ।
নীতশ্চিত্তে সতাং পুষ্টিং রসপ্রেয়ানুদীর্য্যতে ॥
তত্রালম্বনাঃ ॥
হরিশ্চ তদ্বয়স্যাশ্চ তস্মিন্নালম্বনা মতাঃ
তত্র হরিঃ ॥
দ্বিভুজত্বাদি ভাগত্র প্রাগ্বদালম্বনো হরিঃ ॥
তত্র ব্রজে যথা ॥
মহেন্দ্রমণিমঞ্জুলদ্যুতিরমন্দকুন্দস্মিতঃ
স্ফুরৎপুরটকেতকীকুসুমরম্যপট্টাম্বরঃ।

অথ প্রেয়ভক্তিরস ॥

স্থায়ীভাব আত্মোচিত বিভাবাদি দ্বারা সৎসকলের চিত্তে সখ্যরসকে পুষ্টি প্রাপ্ত করাইলে, ঐ সখ্য প্রেয়রস বলিয়া কীর্ত্তিত হয় ॥

প্রেয়রসে আলম্বন যথা ॥

হরি এবং হরির সখাগণ ইহাঁরাই প্রেয়রসে আলম্বন স্বরূপ ॥

তন্মধ্যে হরি যথা ॥

পূর্ব্বের ন্যায় দ্বিভুজাদিরূপধারী হরি এই প্রেয়রসে আলম্বন হয়েন ॥

তন্মধ্যে ব্রজে আলম্বনরূপী হরি যথা ॥

যাঁহার ইন্দ্রনীলমণি অপেক্ষাও সুন্দর কান্তি, কুন্দপুষ্পের ন্যায় মনোহর হাস্য, প্রফুল্ল স্বর্ণকেতকীর ন্যায় পীতবর্ণ পট্ট-

স্রগুল্লসদুরঃস্থলঃ ক্বণিতবেণুরত্রাব্রজন্
ব্রজাদঘহরো হরত্যহহ নঃ সখীনাং মনঃ ॥ ১ ॥
অন্যত্র যথা ॥
চঞ্চৎকৌস্তুভকৌমুদী সমুদয়ং কৌমোদকীচক্রয়োঃ
সখ্যেনোজ্জ্বলিতৈ স্তথা জলজয়োরাঢ্যং চতুর্ভির্ভুজৈঃ।
দৃষ্ট্বা হারি হরিন্মণিদ্যুতিহরং শৌরিং হিরণ্যাম্বরং

চঞ্চন্ ইতস্ততঃ প্রসরন্ কৌস্তুভকৌমুদীসমুদয়ো যস্য তং। আত্মসম্ভাবনাং অয়মহমস্মীতি জ্ঞানং। শিরসি নৃপাত্ত্রাণমাসীদযাবিমিতি বক্ষ্যমাণাদ্যুধিষ্ঠিরাদীনাং বাৎসল্যাদি বলিতত্বেপ্যত্র পাণ্ডুসুতসম্বন্ধোক্তিঃ সৌহৃদ্যরূপে সখ্যে তদ্রদংশস্য সম্ভবাৎ। বক্ষ্যতে হি। বাৎসল্যগন্ধি সখ্যাস্ত কিঞ্চিত্তে বয়সাধিকাঃ। কনিষ্ঠকল্পাঃ সখ্যেন সংবদ্ধাঃ প্রীতিগন্ধিনেতি। এষাং চতুর্ভুজত্বাবির্ভাবেঽপি সখ্যং। মুহুস্তদনুভবেন নাতি বৈলক্ষণ্য মননাৎ। যথোক্তং শ্রীমদর্জ্জুনেন তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেনেতি সদা তু তত্রাপি শ্রীমন্নরাকারতৈব স্থিতিঃ। যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষাদ্গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গমিত্যাদেঃ। অতস্তদবস্থা রূপবেশ গুণাদ্যৈঃ সমা ইতি বক্ষ্যমাণেন তেষাং ন

বসন, বনমালায় বক্ষঃস্থল উজ্জ্বল এবং যিনি বেণুরবকারী সেই অঘনাশন হরি ব্রজমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে আমরা যে সখাবর্গ আমাদিগের মন হরণ করিতেছেন ॥ ১ ॥

অন্যত্র অর্থাৎ ব্রজভিন্ন আলম্বনরূপী হরি যথা ॥

যাঁহার কণ্ঠদেশে কৌস্তুভমণি ইতস্ততঃ বিচালিত হইয়া চতুর্দ্দিকে কিরণমালা বিস্তার করিতেছে এবং যাঁহার ভুজচতুষ্টয়ে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারণ, সেই ইন্দ্রনীলমণিকান্তিশালী পীতাম্বর বসুদেবনন্দন কৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া

জগ্মুঃ পাণ্ডুসুতাঃ প্রমোদসুধয়া নৈবাত্মসম্ভাবনাং॥
সুবেশঃ সর্ব্বসল্লক্ষ্মলক্ষিতো বলিনাম্বরঃ।
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিদ্বাবদূকঃ সুপণ্ডিতঃ।
বিপুলপ্রতিভো দক্ষঃ করুণো বীরশেখরঃ।
বিদগ্ধো বুদ্ধিমান্ ক্ষন্তা রক্তলোকঃ সমৃদ্ধিমান্।
সুখী বরীয়ানিত্যাদ্যা গুণাস্তস্যেহ কীর্ত্তিতাঃ॥ ২॥
অথ তদ্বয়স্যাঃ॥
রূপবেশগুণাদ্যৈস্তু সমাঃ সম্যগযন্ত্রিতাঃ।

চতুর্ভুজত্বমাপদ্যতে॥ ১॥ ২॥
সম্যগযন্ত্রিতা দাসবদ্যন্ত্রণাশূন্যাঃ। যতো বিশ্রম্ভেতি। বিশ্রম্ভস্ত বক্ষ্যতে। বিশ্রম্ভো গাঢ়বিশ্বাসবিশেষো যন্ত্রণোজ্ঝিত ইতি॥ ৩॥

পাণ্ডুতনয় যুধিষ্ঠিরাদি আনন্দ সুধায় নিমগ্ন হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন॥

প্রেয়রসে আলম্বনরূপী হরির গুণ যথা॥

সুবেশ, সমুদায় সল্লক্ষণাক্রান্ত, বলিষ্ঠ, বিবিধ প্রকার অদ্ভুত ভাষাবেত্তা, বাবদূক, সুপণ্ডিত, অতিশয় প্রতিভাশালী, দক্ষ, করুণাবিশিষ্ট, বীরশ্রেষ্ঠ, বিদগ্ধ, বুদ্ধিমান্, ক্ষমাশালী, রক্তলোক অর্থাৎ লোক সকলের অনুরাগভাজন, সমৃদ্ধিমান্, এবং সুখী, আলম্বনরূপী হরির এই সকল গুণ॥ ২॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের বয়স্যগণ॥

যাঁহারা রূপ গুণ ও বেশ দ্বারা সমান, দাসের ন্যায়

বিশ্রম্ভসংভৃতাত্মানো বয়স্যা স্তস্য কীর্ত্তিতাঃ ॥

যথা ॥

সাম্যেন ভীতি বিধুরেণ বিধীয়মান-

ভক্তিপ্রপঞ্চমনুদঞ্চদনুগ্রহেণ।

বিশ্রম্ভসারনিকুরম্বকরম্বিতেন

বন্দেতরামঘহরস্য বয়স্যবৃন্দং ॥

তে পুরব্রজ সম্বন্ধাদ্দ্বিবিধাঃ প্রায় ঈরিতাঃ।

তত্র পুরসম্বন্ধিনঃ ॥

অর্জ্জুনো ভীমসেনশ্চ দুহিতা দ্রুপদস্যচ।

শ্রীদাম ভূসুরাদ্যাশ্চ সখায়ঃ পুরসংশ্রয়াঃ ॥ ৩ ॥

এষাং সখ্যং যথা ॥

যন্ত্রণা শূন্য এবং বিশ্বাসী তাহাদিগকেই বয়স্য অর্থাৎ সখা বলা যায় ॥

যথা ॥

যাহারা মহাবিশ্বাস সমূহ যুক্ত, স্থিরানুগ্রহকর, ভয়শূন্য সমতা দ্বারা ভক্তি সকল বিধান করেন, সেই সমুদায় শ্রীকৃষ্ণের সখাগণকে প্রণাম করি ॥

ঐ সকল সখা ব্রজসম্বন্ধ ও পুরসম্বন্ধে দুই প্রকার ॥

তন্মধ্যে পুরসম্বন্ধি সখা যথা ॥

অর্জ্জুন, ভীমসেন, দ্রৌপদী ও শ্রীদাম ব্রাহ্মণ ইহাঁরা সকল পুর সম্বন্ধীয় সখা ॥ ৩ ॥

ইহাঁদের সখ্য যথা ॥

শিরসি নৃপতি র্দ্রাগঘ্রাসীদঘারিমধীরধী-
ভুর্জপরিঘযোঃ শ্লিষ্টৌ ভীমার্জ্জুনৌ পুলকোজ্জ্বলৌ।
পদকমলয়োঃ সাস্রৌদস্রান্তজৌচ নিপেততু-
স্তমবশধিয়ঃ প্রৌঢ়ানন্দাদরুন্ধত পাণ্ডবাঃ॥
শ্রেষ্ঠঃ পুরবয়স্যেষু ভগবান্ বানরধ্বজঃ॥
অস্য রূপং যথা॥
গাণ্ডীবপাণিঃ করিরাজশুণ্ডা-
রম্যোরুরিন্দীবরসুন্দরাভঃ।

শিবসীত্যত্র ভীমার্জ্জুনাবেবোদাহরণে জ্ঞেয়ৌ। শ্রীদামদ্রৌপদ্যৌচ তাভ্যামুপলক্ষ্যৌ। ভুজপরিঘযোঃ পদকমলযোশ্চ বিষযযোঃ। প্রকরণাদঘাবে বেবৈতানি জ্ঞেয়ানি। শ্লিষ্টৌ শ্লিষ্টবন্তৌ। গত্যর্থাকর্ম্মকশ্লিষেত্যাদিনা কর্ত্তরি ক্তঃ॥ ৪॥

শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইলে রাজা যুধিষ্ঠির অস্থির বুদ্ধি হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে আঘ্রাণ করেন, ভীমার্জ্জুন পুলকাকুল কলেবরে পরিঘ সদৃশ বাহুদ্বয় দ্বারা আলিঙ্গন প্রদান করেন এবং নকুল সহদেব অশ্রুমোচন করিতে করিতে চরণ দ্বয়ে গিয়া পতিত হয়েন, এইরূপে পাণ্ডুনন্দনগণ আনন্দাতিশয প্রযুক্ত বিহ্বল চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ বিধান করিয়া থাকেন॥

পুরবাসি সখা সকলের মধ্যে অর্জ্জুন শ্রেষ্ঠ॥

অর্জ্জুনের রূপ যথা॥

যাঁহার হস্তে গাণ্ডীব, যাঁহার উরু করিশুণ্ড অপেক্ষাও

রথাঙ্গিনা রত্নরথাধিরোহী
সরোহিতাক্ষঃ স্তরামরাজীৎ ॥

সখ্যং যথা ॥

পর্য্যঙ্কে মহতি মুরারিহস্তরঙ্কে
নিঃশঙ্ক প্রণয় নিসৃষ্ট পূর্ব্বকায়ঃ ।
উন্মীলন্নবনব নর্ম্ম কর্ম্মঠোহয়ঃ
গাণ্ডিবী স্মিতবদনাম্বুজো ব্যরাজীৎ ॥ ৪ ॥

অথ ব্রজসম্বন্ধিনঃ ॥

ক্ষণাদর্শনতো দীনাঃ সদা সহ বিহারিণঃ ।

ক্ষণাদর্শনত ইতি। উচুশ্চ সুহৃদঃ কৃষ্ণমিত্যত্র তদেকজীবিতা ইতি কৃষ্ণং মহাবকগ্রস্তং দৃষ্ট্বা রামাদয়োঽর্ভকাঃ। বভূবুরিন্দ্রিয়াণীব বিনা প্রাণং বিচে-

---

সুন্দর, যাঁহার কান্তি ইন্দীবর হইতেও সুশ্রী এবং লোচনদ্বয় আরক্ত, সেই অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহিত একরথে আরোহণ করিয়া আশ্চর্য্য শোভায় সুশোভিত হইয়া রহিয়াছেন ॥

অর্জ্জুনের সখ্য যথা ॥

অর্জ্জুন উৎকৃষ্ট পর্য্যঙ্কে সমাসীন শ্রীকৃষ্ণের ক্রোড়ে প্রণয় বশত নির্ভয়ে মস্তক সমর্পণ করত নূতন পরিহাস দ্বারা হাস্য প্রফুল্ল মুখে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৪ ॥

অথ ব্রজসম্বন্ধি বয়স্য ॥

যাঁহারা ক্ষণকাল শ্রীকৃষ্ণের দর্শন প্রাপ্ত না হইলে দুঃখিত হয়েন, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সর্ব্বদা বিহার করিয়া থাকেন এবং যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণগতই জীবন সেই সকল ব্রজবাসিরাই

তদেক জীবিতা প্রোক্তা বয়স্যা ব্রজবাসিনঃ।
অতঃ সর্ব্ববয়স্যেষু প্রধানত্বং ভজন্ত্যমী ॥ ৫ ॥

এষাং রূপং যথা ॥

বলানুজসদৃক্ বয়ো গুণবিলাসবেষশ্রিয়ঃ
প্রিয়ঙ্করণবল্লকীদলবিষাণবেণ্বাঙ্কিতাঃ।
মহেন্দ্রমণিহাটকস্ফটিকপদ্মরাগত্বিষঃ
সদা প্রণয়শালিনঃ সহচরা হরেঃ পান্তু বঃ ॥ ৬ ॥

সখ্যং যথা ॥

উন্নিদ্রস্য যযু স্তবাত্র বিরতিং সপ্তক্ষপাস্তিষ্ঠতো

তস ইত্যত্র জ্ঞেয়ং ॥ ৫ ॥

প্রিয়ঙ্করণতেতি অপ্রিয়ং প্রিয়ং ক্রিয়তে যৈস্তৈঃ সর্ব্ব শুভঙ্করৈ র্বল্লকীদল বিষাণবেণুভি রঙ্কিতা লক্ষিতাঃ পাঠান্তরন্তু ত্যক্তং ॥ ৬ ॥

উন্নিদ্রস্যেতি সখীনাং বচনং। তদানীং শ্রীহরৌ শক্রেরাবির্ভাব দর্শনেন

শ্রীকৃষ্ণের বয়স্য বলিয়া কথিত হয়েন, এ জন্য ইহাঁরা সকল বয়স্য হইতে প্রধান ॥ ৫ ॥

ব্রজবয়স্যগণের রূপ যথা ॥

যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের তুল্য বয়স, গুণ, বিলাস, বেশ ও শোভা, যাঁহারা সল্লকপত্রনির্ম্মিত শৃঙ্গ ও বেণুদ্বারা অঙ্কিত, তথা ইন্দ্রনীলমণি, স্বর্ণ, স্ফটিক ও পদ্মরাগ মণিকান্তি বিশিষ্ট এবং সর্ব্বদা প্রণয়শালী সেই কৃষ্ণসহচরগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৬ ॥

ব্রজবয়স্যদিগের সখ্য যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধনপর্ব্বত ধারণ করায় বয়স্যগণ কহিলেন

হন্ত শ্রান্ত ইবাসি নিক্ষিপ সখে শ্রীদামপাণৌ গিরিং।
আধির্বিধ্যতি ন স্তমর্পয় করে কিম্বা ক্ষণং দক্ষিণে
দোষ্ণস্তে করবাম কামমধুনা সব্যস্য সম্বাহনং ॥ ৭ ॥
যথাবা শ্রীদশমে ॥
ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।

তদাবেশাৎ জ্ঞেয়ং। তদেতং পদ্যং মমত্বভাবনাময় স্নেহব্যঞ্জকং। উত্তরস্তু সহ বিহারময় তদ্ব্যঞ্জকমিতি ভেদঃ ॥ ৭ ॥

সতাং পরমস্বরূপসদ্ভাবির্ভাববতাং। যদ্বা। ব্রহ্মপদসান্নিধ্যাৎ সদ্বিশেষাণাং। উভয়থা জ্ঞানিনামিত্যেবানুভূতিঃ জড়প্রতিযোগি স্বপ্রকাশ বস্তু। সৈবসুখং আত্মত্বেন পর্য্যবসিততয়া নিরুপাধিপ্রেমাস্পদত্বাৎ সৈব বৃহত্তমপর্য্যায় ব্রহ্মাখ্যা। সর্ব্বেষাং পরমস্বরূপত্বাৎ। তেষাং কেবল তদ্রূপেণ স্ফুরতা। দাস্যং গতানাং দাস্যভক্তিমতাং ঐশ্বর্য্যাদ পূর্ণতয়া ততোহপি পরেণ দৈবতেন সর্ব্বারাধ্যেন রূপেণ স্ফুরতা। মহিম দর্শনার্থং তৎ স্ফূর্ত্তিদ্বয়স্য বিরলতামাহ। মায়া-

---

সখে! তুমি নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান থাকিয়া সপ্তরাত্র অতিবাহিত করিলা, হা কষ্ট! তোমার অতিশয় পরিশ্রম হইয়াছে, আর পর্ব্বতধারণের প্রয়োজন নাই, শ্রীদামের হস্তে পর্ব্বত সমর্পণ কর, অহে বয়স্য! তোমাকে এ রূপ দেখিয়া আমাদের মর্ম্ম ভেদ হইতেছে, অথবা তুমি দক্ষিণ হস্তে ধারণ কর, তাহা হইলে আমরা ঐ বামহস্ত মর্দ্দন করিয়া দি ॥ ৭ ॥

যথাবা শ্রীদশমে ১২ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে ॥

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! যে ভগবান্ হরি বিদ্বজ্জনের

মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ।
সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥
এষু শ্রীকৃষ্ণস্থ যথা॥
সহচর নিকুরম্বং ভ্রাতরার্য্য প্রবিষ্টং
দ্রুতমঘজঠরান্তঃ কোটরে প্রেক্ষ্যমাণঃ।

ধিকারপতিতানাং তু মনুষ্যদৃষ্ট্যা দুষ্প্রজ্ঞা মর্ত্যাত্মানো ন মেনির ইত্যাদি রীত্যা বং কিঞ্চিন্নরদারকরূপেণ জ্ঞানভক্ত্যোরভাবান্ন তু তত্তদ্রূপেণাপি। তেন সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ সহার্থতৃতীয়য়া স্বপ্রেম্না বশীকৃত্যাত্ম সঙ্গিতামাপাদিতেন নরদারকত্বেঽপি তত্ত্বৎ সর্ব্বাতিক্রমি মধুরতয়া স্ফুরতা তেন বিহারমপি কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ। অত-স্তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জা ইতি লোকোক্তিঃ। বস্তুতস্তু কৃতানাং চরিতানাং ভগবতঃ পরমপ্রসাদহেতুত্বেন পুণ্যাশ্চারবঃ পুঞ্জা যেষাং ত ইত্যর্থঃ। পুণ্যন্তু চার্ব্বপীত্যমরঃ। বিশেষ জিজ্ঞাসা চেদ্বৈষ্ণবতোষণী দৃশ্যা॥ ৮॥

পক্ষে স্বপ্রকাশ, পরম সুখস্বরূপ, ভক্তজনের আত্মপ্রদ পরম দেবতা এবং মায়াশ্রিত জনের পক্ষে নরবালকরূপে প্রতীয়-মান হয়েন, তাঁহার সহিত গোপবালকগণ যখন ঐ প্রকারে বিহার করিতে লাগিলেন তখন অবশ্যই বোধ হইবে, ঐ সকল বালকের পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য ছিল, তাহাতেই তাঁহারা ভগবানের সহিত সখ্যভাবে বিহার করিতে পাইয়াছিলেন॥

ব্রজবালকের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের সখ্য যথা॥

বলরামের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! সহচর সকলকে শীঘ্র অঘাসুরের জঠরান্তঃকোটরে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া আমার নয়নদ্বয় হইতে স্খলিত উষ্ণ অশ্রু, আমার

স্খলদশিশিরবাষ্পক্ষালিত ক্ষামগণ্ডঃ
ক্ষণমহমবসীদন্ শূন্যচিত্তস্তদাসং ॥
সুহৃদশ্চ সখায়শ্চ তথা প্রিয়সখাঃ পরে।
প্রিয়নর্ম্মবয়স্যাশ্চেত্যুক্তা গোষ্ঠে চতুর্ব্বিধাঃ ॥
তত্র সুহৃদঃ ॥
বাৎসল্যগন্ধি সখ্যাস্তু কিঞ্চিত্তে বয়সাধিকাঃ।
সায়ুধা স্তস্য দুষ্টেভ্যঃ সদা রক্ষাপরায়ণাঃ ॥
সুভদ্রমণ্ডলীভদ্র ভদ্রবর্দ্ধন গোভটাঃ।
যক্ষেন্দ্রভট ভদ্রাঙ্গ বীরভদ্র মহাগুণাঃ।
বিজয়ো বলভদ্রাদ্যাঃ সুহৃদস্তস্য কীর্ত্তিতাঃ ॥ ৮ ॥

গণ্ডদেশকে ক্ষালন পূর্ব্বক ক্ষীণ করিয়াছিল, হে আর্য্য! তাহাতেই আমি ক্ষণকাল অবসন্ন হইয়া শূন্য চিত্ত হইয়াছিলাম ॥

গোকুলের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের চারি প্রকার বয়স্য হয়, যথা সুহৃৎ, সখা, প্রিয়সখা ও প্রিয়নর্ম্মসখা ॥

তন্মধ্যে সুহৃদ্ যথা ॥

যাঁহারা সুহৃৎ তাঁহাদের বাৎসল্য গন্ধ বিশিষ্ট সখ্য এবং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়োধিক, অস্ত্রধারী ও সর্ব্বদা দুষ্টগণ হইতে শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করেন ॥

সুহৃৎ সকলের নাম যথা ॥

সুভদ্র, মণ্ডলীভদ্র, ভদ্রবর্দ্ধন, গোভট, যক্ষ, ইন্দ্রভট, ভদ্রাঙ্গ, বীরভদ্র, মহাগুণ, বিজয় ও বলভদ্র প্রভৃতি, ইহাঁরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের সুহৃদ্ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন ॥ ৮ ॥

এষাং সখ্যং যথা ॥

ধুন্বন্ ধাবসি মণ্ডলাগ্রমমলং ত্বং মণ্ডলীভদ্র কিং
গুর্ব্বীং নার্য্য গদাং গৃহাণ বিজয় ক্ষোভং বৃথা মাকৃথাঃ।
শক্তিং ন ক্ষিপ ভদ্রবর্দ্ধন পুরো গোবর্দ্ধনং গাহতে
গর্জন্মেঘ ঘনো বলাৎ নতু বলীবর্দ্দাকৃতি দানবঃ।
সুহৃৎস্থ মণ্ডলীভদ্র বলভদ্রৌ কিলোত্তমৌ ॥ ৯ ॥

তত্র মণ্ডলীভদ্রস্য রূপং যথা ॥

পাটলপটলসদঙ্গো লকুটকরঃ শেখরী শিখণ্ডেন।
দ্যুতিমণ্ডলীমলিনাভাং ভাতি দধন্মণ্ডলীভদ্রঃ ॥

ধুন্বন্নিতি অরিষ্টবধাৎ পূর্ব্বং বৃত্তং। ৯ ॥

তত্র সুহৃদ্গণের সখ্য যথা ॥

অহে মণ্ডলীভদ্র! তুমি কেন চাকচিক্যময় খড়্গ ঘূর্ণিত করিতে করিতে ধাবমান হইতেছ, হে বলদেব! আপনি গুরুতর গদা গ্রহণ করিবেন না, বিজয়! তুমি আর বৃথা ক্ষুব্ধ হইও না, তথা হে ভদ্রবর্দ্ধন! তুমিও আর শক্তি নিক্ষেপ করিও না, ঐ দেখ অগ্রবর্ত্তি মেঘ গর্জ্জন করিয়া গোবর্দ্ধনে পতিত হইতেছে, ওটা বলবান্ বৃষাকৃতি অরিষ্টাসুর নহে ॥

সুহৃদ্গণের মধ্যে মণ্ডলীভদ্র ও বলভদ্র এই দুই জন সর্ব্ব প্রধান ॥ ৯ ॥

তন্মধ্যে মণ্ডলীভদ্রের রূপ যথা ॥

মণ্ডলীভদ্র অঙ্গে পাটল বর্ণ মনোহর বসন, হস্তে নানা বর্ণে রঞ্জিত লগুড়, মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ ও ভ্রমরের ন্যায় কান্তি-সমূহ ধারণ করিয়া অতিশয় শোভা প্রকাশ করিতেছেন ॥

সখ্যং যথা ॥

বনভ্রমণকেলিভি গুরুভিরহ্নি খিন্নীকৃতঃ
সুখং স্বপিতু নঃ সুহৃদ্ব্রজ নিশান্তমধ্যে নিশি।
অহং শিরসি মর্দ্দনং মৃদু করোমি কর্ণে কথাং
ত্বমস্য বিস্রম্ভলং সুবল সক্থিনী লালয ॥ ১০ ॥

বলদেবস্য রূপং যথা ॥

গণ্ডান্তঃ স্ফুরদেক কুণ্ডলমলিচ্ছন্নাবতংসোৎপলং
কস্তূরীকৃত চিত্রকং পৃথু হৃদি ভ্রাজিষ্ণু গুঞ্জাস্রজং।
ত্বং বীর শরদম্বুদদ্যুতিভরং সম্বীতকালাম্বরং

• শ্বেত বক্তব্য পাঠে ইত্যুমরঃ তাদৃশেন পটেন লসদঙ্গঃ ॥ ১০ ॥
গণ্ডান্তরিত্যাদৌ কস্তূরীকৃতচিত্রকং পৃথুহৃদি ভ্রাজিষ্ণু গুঞ্জাস্রজমিত্যেব

মণ্ডলীভদ্রের সখ্য যথা ॥

আমাদের পরম সুহৃদ্ শ্রীকৃষ্ণ দিবসে গুরুতর বন ভ্রমণ কেলিতে অতিশয় খিন্ন হইয়াছেন, এক্ষণে রজনীকালে ব্রজ-গৃহে সুখে শয়ন করুন, আমি ধীরে ধীরে ইহঁ'র মস্তক মর্দ্দন করি; সুবল! তুমি উরুদেশ সম্মর্দ্দন কর, ॥ ১০ ॥

বলদেবের রূপ যথা ॥

যাঁহার এক গণ্ডে কুণ্ডল আন্দোলিত হইতেছে, যাঁহার কর্ণোৎপলে অলিসকল সঙ্কুল হইয়া রহিয়াছে, যাঁহার কস্তুরীদ্বারা চিত্রবিচিত্র তিলক, বিশাল বক্ষে উৎকৃষ্ট গুঞ্জা-হার আন্দোলিত এবং যিনি শরৎকালীন মেঘের ন্যায় শুভ্র কান্তিশালী, লীলাম্বর ধারী গভীর স্বরান্বিত, আজানুলম্বিত

গম্ভীরস্বনিতং প্রলম্বভুজমালম্বে প্রলম্বদ্বিষং ॥ ১১ ॥

সখ্যং যথা ॥

জনিতিথিরিতি পুত্রপ্রেমসম্বীতয়াহং

স্নপয়িতুমিহ সম্যক্‌স্বম্বয়া স্তম্ভিতোঽস্মি।

ইতি সুবল গিরা মে সংদিশ ত্বং মুকুন্দং

ফণিপতিহ্রদকচ্ছে নাদ্য গচ্ছেঃ কদাপি ॥ ১২ ॥

অথ সখায়ঃ ॥

কনিষ্ঠকল্পাঃ সখ্যেন সম্বদ্ধাঃ প্রীতিগন্ধিনা।

দ্বিতীয়চরণঃ পাঠঃ। চিত্রকং তিলকং ॥ ১১ ॥

জনিতিথিরিতি মাসিকীয়ং জন্মর্ক্ষযুক্তা তিথিঃ নতু বার্ষিকী। মহামহোৎসবায়াং তস্যাং স্বত এব শ্রীকৃষ্ণস্য গমনাসম্ভবাৎ সোঽয়ং চ সন্দেশঃ সুবলেন বিলম্বনানতয়া গতেন ঝটিতি সমাসাদয়িতুং ন শেক ইতি গম্যতে অন্যথা পূর্ব্ববত্তদাপি তদাজ্ঞা তু তেন নালঙ্ঘয়িষ্যত ইতি ॥ ১০ ॥

* বিশালবৃষভোজস্বীতি শ্রীভাগবতে গৌড়াদিসম্মতঃ পাঠঃ। বৃষাল

ভুজ ও প্রলম্ব ঘাতী, সেই বীর বলদেবকে আশ্রয় করি ॥১১॥

বলদেবের সখ্য যথা ॥

বলদেব কহিলেন সুবল! আমার বাক্যদ্বারা মুকুন্দকে বল গা অদ্য তাঁহার জন্মতিথি, এজন্য পুত্রস্নেহময়ী জননীর সহিত আমি তাঁহাকে স্নান করাইবার নিমিত্ত গৃহে অবস্থিত আছি, তিনি যেন আজ কদাচ কালিয়হ্রদের দিকে গমন না করেন ॥ ১২ ॥

সখাগণ যথা ॥

যাঁহারা কনিষ্ঠ তুল্য, দাস্যগন্ধি সখ্যরসশালী তাঁহা-

বিশাল বৃষভৌজস্বি দেবপ্রস্থ বরূথপাঃ।
মরন্দ কুসুমাপীড় মণিবন্ধ করন্ধমাঃ*।
ইত্যাদয়ঃ সখায়োঽস্য সেবাসৌখ্যৈকরাগিণঃ।
এষাং সখ্যং যথা॥
বিশাল বিষিণীদলৈঃ কলয় বীজনপ্রক্রিয়াং
বরূথপ বিলম্বিতালকবরূথমুৎসারয়।
মৃষা বৃষভ জল্পিতং ত্যজ ভজাঙ্গসম্বাহনং
যদুগ্রভুজসঙ্গরে গুরুমগাৎ ক্লমং নঃ সখা।
সর্ব্বেষু সখিষু শ্রেষ্ঠো দেবপ্রস্থোঽয়মীরিতঃ॥
তস্য রূপং যথা॥

বৃষভৌজস্বীতি কাশ্যাদি সম্মতঃ॥ ১৩॥

দিগকে সখা বলিয়া কীর্ত্তন করাযায়॥

*উক্ত সখা সকলের নাম যথা — বিশাল, বৃষভ, ওজস্বী, দেবপ্রস্থ, বরূথপ, মরন্দ, কুসুমাপীড়, মণিবন্ধ ও করন্ধম ইত্যাদি সখাসকল কেবল শ্রীকৃষ্ণের এক সেবা বিষয়েই অনুরাগী॥

এই সকল সখার সখ্য যথা॥

বিশাল! তুমি পদ্মিনীদল দ্বারা বীজন কর, বরূথপ! তুমি চূর্ণকুন্তল গুলি যাহা মুখমণ্ডলে লম্বিত হইয়া পড়িয়াছে সেই সকল উঠাইয়া দাও, বৃষভ! তুমি বৃথা বাক্য পরিত্যাগ করিয়া অঙ্গ সম্বাহন কর, যে হেতু আজ ঘোরতর বাহুযুদ্ধে আমাদের সখা শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছেন॥

দেবপ্রস্থের রূপ যথা॥

বিভ্রদ্গেণ্ডুং পাণ্ডুরোস্তাসি বাসাঃ
পাশাবদ্ধোত্তুঙ্গমৌলির্বলীয়ান্।
বন্ধুকাভঃ সিন্ধুরস্পর্দ্ধিলীলো
দেবপ্রস্থঃ কৃষ্ণপার্শ্বং প্রতস্থে॥ ১৩॥

সখ্যং যথা॥

শ্রীদাম্নঃ পৃথুলাং ভুজাগভিশিরো বিন্যস্য বিভ্রাদ্বিণং
দাম্নঃ সব্যকরেণ রুদ্ধহৃদয়ং শয্যাবিরাজত্তনুং।
মধ্যে সুন্দরি কন্দরস্য পদয়োঃ সম্বাহনেন প্রিয়ং
দেবপ্রস্থ ইতঃ কৃতী সুখয়তি প্রেম্না ব্রজেন্দ্রাত্মজং॥ ১৪॥

মেহর্দামান্নঃ সব্যকরেণ রুদ্ধং হৃদয়ং নিজবক্ষো যেন তং। সমস্তস্তা-সমস্তেন নিত্যাপেক্ষেণ সম্বাতবিতি ন্যায়েন রুদ্ধ হৃদয়য়োঃ সমাসে কৃতে সব্য করেণে তস্য সম্বন্ধঃ॥ ১৪॥

মহাবলবান্ রক্তবর্ণ দেবপ্রস্থ হস্তে কন্দুক ধারণ ও শুক্ল পীত বসনে বিভূষিত হইয়া রজ্জু দ্বারা উচ্চ মৌলি অর্থাৎ ঝুটীবন্ধন পূর্ব্বক মত্ত করীন্দ্রের লীলা বিস্তার করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে গমন করিতেছেন॥ ১৩॥

দেবপ্রস্থের সখ্য যথা॥

হে সুন্দরি। ব্রজেন্দ্রনন্দন পর্ব্বত কন্দরে শ্রীদামের বৃহদ্ভুজোপরি মস্তক বিন্যস্ত করত দাম নামক সখার বাম বাহু দ্বারা হৃদয় আবদ্ধ করিয়া শয্যায় শরীর নিক্ষেপ পূর্ব্বক শয়ন করিলে সুদক্ষ দেবপ্রস্থ প্রণয় বশত পাদসম্বাহন দ্বারা ঐ প্রিয়তমকে সুখ প্রদান করিতে লাগিলেন॥ ১৪॥

অথ প্রিয়সখাঃ ॥

বয়স্তুল্যাঃ প্রিয়সখাঃ সখ্যং কেবলমাশ্রিতাঃ।
শ্রীদামা চ সুদামা চ দামা চ বসুদামকঃ।
কিঙ্কিণী স্তোক কৃষ্ণাংশু ভদ্রসেন বিলাসিনঃ॥
পুণ্ডরীক বিটঙ্কাখ্য কলবিঙ্কাদয়োঽপ্যমী।
রময়ন্তী প্রিয়সখাঃ কেলিভি র্বিবিধৈঃ সদা।
নিযুদ্ধ দণ্ডযুদ্ধাদি কৌতুকৈরপি কেশবং॥

এষাং সখ্যং যথা॥

শ্রীদামেত্যত্র দাম সুদাম বসুদাম কিঙ্কিণয়ঃ পঠিতা অপি প্রিয়নর্ম্মসখ গণেষ্বপি জ্ঞেয়াঃ। তেহি শ্রীকৃষ্ণান্তঃকরণ রূপত্বাৎ সর্ব্বত্র প্রবিশন্তি যথাহ প্রথমাবরণপূজায়াং গৌতমীয়ে। দাম সুদাম বসুদাম কিঙ্কিণীন্ পূজয়েদ্গন্ধ পুষ্পকৈঃ। অন্তঃকরণ রূপাস্তে কৃষ্ণস্য পরিকীর্ত্তিতাঃ। আত্মা ভেদেন তে পূজ্যা যথা কৃষ্ণস্তথৈব তু ইতি॥ ১৫॥

অথ প্রিয়সখা॥

যাঁহারা তুল্যবয়স ও কেবল সখ্যমাত্র আশ্রয় করিয়াছেন তাঁহাদিগকে প্রিয়সখা কহে। প্রিয়সখাদিগের নাম যথা—শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, কিঙ্কিণী, স্তোককৃষ্ণ, অংশু, ভদ্রসেন, বিলাসী, পুণ্ডরীক, বিটঙ্ক ও কলবিঙ্ক ইত্যাদি প্রিয়সখা সকল বিবিধ কেলি দ্বারা সর্ব্বদা কেশবকে সুখ প্রদান করিয়া থাকেন॥

এই সকল প্রিয়সখার সখ্য যথা॥

সগদ্গদপদৈর্হরিং হসতি কোঽপি বক্রোদিতৈঃ
প্রসার্য্য ভুজয়োর্যুগং পুলকি কশ্চিদালিঙ্গ্যতে।
করেণ চলতা দৃশৌ নিভৃতমেত্য রুদ্ধে পুরঃ
কৃশাঙ্গি সুখয়ন্ত্যমী প্রিয়সখাঃ সখায়ং তব॥
এষু প্রিয়বয়স্যেষু শ্রীদামা প্রবরো মতঃ॥
তস্য রূপং॥
বাসঃ পিঙ্গং বিভ্রতং শৃঙ্গপাণিং
বদ্ধস্পর্দ্ধং সৌহৃদান্মাধবেন।
তাম্রোষ্ণীষং শ্যামধামাভিরামং
শ্রীদামানং দামভাজং ভজামি॥ ১৫॥

হে কৃশাঙ্গি! তোমার সখাকে কোন প্রিয়সখা গদ্গদ স্বরে বক্রোক্তি দ্বারা পরিহাস করেন, কোন প্রিয়সখা পুলকশালী ভুজদ্বয় প্রসারণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করেন এবং কোন কোন প্রিয়সখা পশ্চাৎদিক্ দিয়া গিয়া চপল কর দ্বারা সম্মুখে চক্ষুর্দ্বয় আবদ্ধ করিয়া সুখ প্রদান করিয়া থাকেন॥

এই সকল প্রিয়বয়স্যের মধ্যে শ্রীদাম সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান॥

শ্রীদামের রূপ যথা॥

যাঁহার পীতবসন পরিধান, হস্তে শৃঙ্গ, মস্তকে তাম্রবর্ণ উষ্ণীষ, শরীর মনোহর শ্যামবর্ণ ও গলদেশে মালা এবং যিনি সৌহৃদ্য বশতঃ মাধবের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন, সেই শ্রীদামকে ভজনা করি॥ ১৫॥

সখ্যং যথা ॥

ত্বং নঃ প্রোজ্ঝ্য কঠোর যামুনতটে কস্মাদকস্মাদ্গতো
দিষ্ট্যা দৃষ্টিমিতোসি হন্ত নিবিড়াশ্লেষৈঃ সখীন্ প্রীণয়।
ব্রূমঃ সত্যমদর্শনে তব মনাক্ কা ধেনবঃ কে বয়ং
কিং গোষ্ঠং কিমভীষ্টমিত্যচিরতঃ সর্ব্বং বিপর্য্যস্যতি ॥

অথ প্রিয়নর্ম্মবয়স্যঃ ॥

প্রিয়নর্ম্মবয়স্যাস্তু পূর্ব্বতোপ্যভিতো বরাঃ।

অত্রোৎসাহাদিবর্ণনে কালিন্দীতটভুবীত্যাদিভি র্বহ্নপর্দ্ধিত্বং বর্ণিতমেব। সৌহৃদস্তু তত্র গুপ্তং স্যাদিতি পৃথগেব তদ্বর্ণয়তি ত্বং ন ইতি। কা ধেনব ইত্যাদৌ ধেন্বাদয়োপ্যধেন্বাদয়ো ভবন্তীত্যর্থঃ। যত ইত্যনেন প্রকারেণ সর্ব্বমন্যদপি বিপর্য্যস্যতি ॥ ১৬ ॥

শ্রীদামের সখ্য যথা ॥

শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন কঠোর। তুমি কেন হঠাৎ আমাদিগকে যমুনাতটে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলা, বড় সৌভাগ্যের বিষয় যে পুনরায় তোমাকে দেখিতে পাইলাম, য়াহা হউক আমরা যে সখাগণ এক্ষণে আমাদিগকে দৃঢ় আলিঙ্গন দ্বারা সন্তুষ্ট কর, হে সখে। সত্য বলিতেছি তোমার য়দি ঈষৎ অদর্শন হয় তাহা হইলে কি ধেনুগণ, কি আমরা, কি গোষ্ঠ, কি অভীষ্ট অল্পকালের মধ্যে সমুদায়ই বিপর্য্যস্ত হইয়া যায় ॥

অথ প্রিয়নর্ম্মসখা ॥

প্রিয়নর্ম্ম বয়স্য সকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব সুহৃৎ, সখা ও প্রিয়সখা প্রভৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ, বিশেষ ভাবশালী এবং অতিশয়

আত্যন্তিকরহস্যেষু যুক্তাভাববিশেষিণঃ।
সুবলার্জ্জুন গন্ধর্ব্বাস্তে বসন্তোজ্জ্বলাদয়ঃ ॥ ১৬ ॥
এষাং সখ্যং যথা ॥
রাধাসন্দেশবৃন্দং কথয়তি সুবলঃ পশ্য কৃষ্ণস্য কর্ণে
শ্যামা কন্দর্পলেখং নিভৃতমুপহরত্যুজ্জ্বলঃ পাণিপদ্মে।
পালীতাম্বূলমাস্যে বিতরতি চতুরঃ কোকিলো মূর্দ্ধি ধত্তে
তারা দামেতি নর্ম্ম প্রণয়ি সহচরাস্তন্বি তন্বন্তি সেবাং ॥
প্রিয়নর্ম্মবয়স্যেষু প্রবলৌ সুবলোজ্জ্বলৌঃ ॥

সচ ভাববিশেষ স্তৎ প্রেয়সী সাহায্যময় তৎ সুখদিংসৈবেতি নর্ম্মরস্তি রাধেন্তি তদিদং শ্রীকৃষ্ণস্য দূত্যোমিথঃ সম্বাদঃ ॥ ১৭ ॥

রহস্যকার্য্যে নিযুক্ত থাকে ॥

প্রিয়নর্ম্ম বয়স্যদিগের নাম যথা— সুবল, অর্জ্জুন, গন্ধর্ব্ব, বসন্ত ও উজ্জ্বলাদি ॥ ১৬ ॥

এই সকল প্রিয়নর্ম্মসখাদিগের সখ্য যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণের দূতীগণ পরস্পর কহিলেন হে কৃশাঙ্গি! ঐ দেখ সুবল শ্রীরাধার সন্দেশ সকল শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে বলিতেছে, উজ্জ্বল শ্যামার কন্দর্পলেখা নির্জনে শ্রীকৃষ্ণের করে প্রদান করিতেছে, চতুর পালীপ্রদত্ত তাম্বূল শ্রীকৃষ্ণের বদন মধ্যে অর্পণ করিতেছে এবং কোকিল তারাপ্রেরিত বনমালা শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে ধারণ করিতেছে হে সখি! এই রূপে প্রিয়নর্ম্ম সখাসকল শ্রীকৃষ্ণের সেবা কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন ॥

প্রিয়নর্ম্ম সখাসকলের মধ্যে সুবল ও উজ্জ্বল সর্ব্ব প্রধান ॥

তত্র সুবলস্য রূপং যথা ॥

তনুরুচিবিজিতহিরণ্যং
হরিদয়িতং হারিণং হরিদ্বসনং।
সুবলং কুবলয়নয়নং
নয়নন্দিতবান্ধবং বন্দে ॥ ১৭ ॥

সখ্যং যথা

বয়স্যগোষ্ঠ্যামখিলেঙ্গিতেষু
বিশারদায়ামপি মাধবস্য।
অন্যৈ দুরূহা সুবলেন সার্দ্ধং
সংজ্ঞাময়ী কাপি বভূব বার্ত্তা ॥

উজ্জ্বলস্য রূপং যথা ॥

সংজ্ঞা স্যাচ্চেতনা নাম হস্তাদ্যৈশ্চার্থসূচনেত্যমরঃ ॥ ১৮ ॥

তন্মধ্যে সুবলের রূপ যথা ॥

যাঁহার অঙ্গ কান্তিদ্বারা সুবর্ণের শোভা তিরস্কৃত হইতেছে, যিনি হরির অতিশয় প্রিয়পাত্র, যাঁহার গলদেশে হার; পরিধান হরিদ্বর্ণ বসন ও ইন্দীবর তুল্য লোচন, সেই নীতি পরায়ণ বান্ধব সুবলকে প্রণাম করি ॥ ১৭ ॥

সুবলের সখ্য যথা

সুনিপুণ বয়স্য গোষ্ঠীতে প্রিয়নর্ম্মসখা সকলের মধ্যে সুবলের সহিত মাধবের কোন সঙ্কেতময়ী বার্ত্তা হইয়াছিল, কিন্তু অন্যে তাহার তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে পারে নাই ॥

উজ্জ্বলের রূপ যথা ॥

অরুণাম্বরমুচ্চলেক্ষণং
মধুপুষ্পাবলিভিঃ প্রসাধিতং।
হরিনীল রুচিংহরিপ্রিয়ং
মণিহারোজ্জ্বলমুজ্জ্বলং ভজে ॥ ১৮ ॥

সখ্যং যথা ॥

শক্তাস্মি মানমবিতুং কথমুজ্জ্বলোঽয়ং
দূতঃ সমেতি সখি যত্র মিলত্যদূরে।
সাপত্রপাপি কুলজাপি পতিব্রতাপি
কা বা বৃষস্যতি ন গোপবৃষং কিশোরী ॥

শক্তাস্মীত্যত্র কথমিত্যন্তমেকং বাক্যং সমেতীত্যন্তমন্যৎ শেষমপরং। সাপত্রপেত্যাদৌ যদ্যপি লজ্জা কুলধর্ম্ম ভয়ানামেকতরেঽপি সতি মর্য্যাদা লঙ্ঘনং ন স্যাৎ। তথাপি সর্ব্বেষ্বপি তেষু সৎসু কা গোপবৃষং গোপশ্রেষ্ঠং

যাঁহার অরুণ বর্ণ বসন পরিধান, যাঁহার চক্ষু অতিশয় চঞ্চল, যিনি বসন্ত পুষ্পদ্বারা বিভূষিত, যিনি কৃষ্ণতুল্য নীল-কান্তিশালী, যিনি শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয় এবং যিনি মণি-হারে উজ্জ্বল, সেই উজ্জ্বলকে ভজনা করি ॥ ১৮ ॥

উজ্জ্বলের সখ্য যথা ॥

সখি! আমি কিরূপে মানরক্ষা করিতে সমর্থ হইব, ঐ দেখ উজ্জ্বল দূত আগমন করিতেছে। যেখানে উজ্জ্বল আসিয়া উপস্থিত হয়, সেখানে কোন্ লজ্জাশীলা, কুলজা, পতিপরায়ণা, গোপকিশোরী আছে যে সে গোপকিশোরকে কামনা না করে? ॥

উজ্জ্বলোঽয়ং বিশেষেণ সদা নর্ম্মোক্তিলালসঃ ॥ ১৯ ॥

যথা ॥

স্ফুরদতনুতরঙ্গাবর্দ্ধিতানল্পবেলঃ
সুমধুররসরূপা দুর্গমাবারপারঃ।
জগতি যুবতি জাতি নিম্নগা ত্বং সমুদ্র-
স্তদিয়মঘহর ত্বামেতি সর্ব্বাধ্বনৈব
এতেষু কেঽপি শাস্ত্রেষু কেঽপি লোকেষু বিশ্রুতাঃ ॥২০

শ্রীকৃষ্ণং ন বৃষস্যতি ন কাময়তে কিন্তু সর্ব্বৈব কাময়ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥
কৃষ্ণপক্ষে বর্দ্ধিতা ছিন্না অনল্পা বেলা মর্য্যাদা যেন। সমুদ্রপক্ষে বর্দ্ধিতা এধিতা বেলা জলং যেন। বেলা স্যাত্তীরনীরযোরিত্যমরঃ ॥ ২০ ॥

এই উজ্জ্বল সর্ব্বদা বিশেষ রূপে পরিহাস বিষয়ে লালসান্বিত ॥ ১৯ ॥

যথা ॥

হে অঘহর! তুমি আপনার কুল অতিশয় রূপে বর্দ্ধন করত দুর্গম অনিবার্য্যপার হইয়া সমুদ্রস্বরূপ হইয়াছ, জগতে যে সকল যুবতি জাতি আছে তাহারা কন্দর্প তরঙ্গ বিস্তার পূর্ব্বক সুমধুর রসময়ী নদী স্বরূপা হইয়াছে, অতএব তাহারা যে দিক্ দিয়াই গমন করুক না কেন, সকল যুবতী-নদী তোমাতেই আসিয়া মিলিত হইবে ॥

এই সকল সখাগণের মধ্যে কেহ কেহ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ও কেহ কেহ বা লোকপ্রসিদ্ধ ॥ ২০ ॥

নিত্যপ্রিয়াঃ সুরচরাঃ সাধকাশ্চেতি তে ত্রিধা।
কেচিদেষু স্থিরা জাত্যা মন্ত্রিবত্তমুপাসতে।
তং হাসয়ন্তি চপলাঃ কেচিদ্বৈহাসিকোপমাঃ।
কেচিদার্জ্জব সারেণ সরলাঃ শীলয়ন্তি তং॥ ২১॥
বামা বক্রিমচক্রেণ কেচিদ্বিস্মায়য়ন্ত্যমুং।
কেচিৎ প্রগল্‌ভাঃ কুর্ব্বন্তি বিতণ্ডামমুনা সমং।
সৌম্যাঃ সুনৃতয়া বাচা ধন্যা ধিন্বন্তি তং পরে।

সাধকাঃ সাধনসিদ্ধাঃ। যদ্যপি সুরচরা অপি সাধকা এব তথাপি বিশেষং দর্শয়িতুং পৃথগুচ্যন্তে॥ ২১॥

বিস্মায়য়ন্তীত্যত্রত্য যকার যয়মধ্য এব পাঠঃ। হেতু নিজন্তত্বেঽপি হেতু-ভয়ত্বা ভাবান্নবিস্মাপয়ন্তি ইতি স্যাৎ বিস্মেয়য়ন্তীতি মূল পাঠে তু কৃতেঽপি তৎ করোতি তদাচষ্টে ইতি কৃদন্তান্নিচি কুর্ব্বন্তমাচষ্টে কারয়তীতি বৎ। বাদিতবন্তং

উক্ত সখা সকল নিত্যপ্রিয়, দেবতা ও সাধক ভেদে তিন প্রকার হয়, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বভাবসিদ্ধ স্থিরভাবে মন্ত্রির ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে উপাসনা করেন, কেহ কেহ চপল স্বভাব পরিহাসকরূপে শ্রীকৃষ্ণকে হাস্য করান এবং কেহ কেহ সরল স্বভাব ঋজু ব্যবহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করেন॥ ২১॥

কেহ কেহ বা প্রতিকূল বক্রভাব সকল দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বিস্মিত করেন, কোন কোন প্রগল্‌ভ বালক কৃষ্ণের সহিত বাদ বিবাদ, কতকগুলি সুশীল ধন্য বালক সুমিষ্ট বাক্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করেন। এই সকল সখা স্বভাবতই মধুর,

এবং বিবিধয়া সর্ব্বৈ প্রকৃত্যা মধুরা অমী।
পবিত্র মৈত্রী বৈচিত্রী চারুতামুপচিন্বতে॥
অথ উদ্দীপনাঃ॥
উদ্দীপনা বয়োরূপ শৃঙ্গবেণুদরা হরেঃ।
বিনোদ নর্ম্ম বিক্রান্তি গুণাঃ প্রেষ্ঠজনা স্তথা।
রাজ দেবাবতারাদি চেষ্টানুকরণাময়ঃ॥
তত্র বয়ঃ॥
বয়ঃ কৌমার পৌগণ্ড কৈশোরঞ্চেহ সম্মতং।

প্রযোজিতবান্ অবীবদদিতিবচ্চ। প্রকৃতিপ্রত্যাবৃত্তিঃ স্যাৎ। উচ্চমাখ্যাতবান, ঔজ্জ্বদিত্যত্র সা ন দৃশ্যতেঽপীতি চেৎ ন দৃশ্যতাং নাম কিং তাবতা কষ্টেন॥ ২২॥

ইহাঁরা পবিত্র বন্ধুতাদ্বারা নানা কার্য্যে বিচিত্রতা সম্পাদন করেন॥

অথ সখ্যরসে উদ্দীপন॥

হরিসম্বন্ধীয় বয়স, রূপ, শৃঙ্গ, বেণু, শঙ্খ, তথা বিনোদ, পরিহাস পরাক্রম প্রভৃতি গুণ এবং প্রিয়জন ও রাজ, দেব, অবতরাদি চেষ্টার অনুকরণ ইত্যাদি সকলকে সখ্যরসে উদ্দীপন বলে॥

তন্মধ্যে বয়স যথা॥

শ্রীকৃষ্ণের বয়স তিনপ্রকার-কৌমার,পৌগণ্ড ও কৈশোর অর্থাৎ পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত কৌমার, দশ বৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ড এবং পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত কৈশোর, পণ্ডিতগণ এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন॥

গোকুল মধ্যে কৌমার ও পৌগণ্ড বয়স, আর পুর ও

গোষ্ঠেকৌমারপৌগণ্ডং কৈশোরং পুরগোষ্ঠয়োঃ ॥

তত্র কৌমারং যথা ॥

কৌমারং বৎসলে বাচ্যং ততঃ সংক্ষিপ্য লিখ্যতে ॥২২॥

যথা শ্রীদশমে ॥

বিভ্রদ্বেণুং জঠরপটয়োঃ শৃঙ্গবেত্রে চ কক্ষে

বামে পাণৌ মসৃণকবলং তৎফলান্যঙ্গুলিষু।

বিভ্রদিত্যস্যায়মর্থঃ। জঠরপটয়োর্মধ্যে বেণুং বিভ্রৎ। বামে কক্ষে শৃঙ্গ-বেত্রে বিভ্রৎ। মসৃণকবলং দধ্যাদি সংস্কৃত ভক্তপিণ্ডং পত্র পাত্র সম্ভৃতি বামে পাণৌ বিভ্রৎ। * তৎফলানি তদন্তরর্থনীয়ানাস্বাদ্য ভাগাংশ্চ ক্রমেণ দক্ষিণপাণ্যঙ্গুলীষু বিভ্রৎ। ভোজনেঽপি যথা মুখস্পর্শো ন স্যাৎ তথা স বিনোদং গৃহস্নিতার্থঃ। স্বং পরিতো বর্ত্তমানান্ সুহৃদঃ স্বৈরসাধারণৈ

গোকুল এই দুইয়েতে কৈশোর বয়স ॥

তন্মধ্যে কৌমার যথা ॥

কৌমার বয়স বৎসলরসেই উপযুক্ত, এ কারণ এস্থলে সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে ॥ ২২ ॥

যথা শ্রীদশমে ১৩ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে ॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞভুক্ হইয়াও সেই সকল গোপবালকের মধ্যে বসিয়া যে ভোজন করিলেন ইহার কারণ এই, যে সময় আপনি বালকের কেলি স্বীকার করিয়াছিলেন, তিনি উদর ও বসনের মধ্যে বেণু, বাম কক্ষে শৃঙ্গ ও বেত্র, বামহস্তে দধ্যাদি সংস্কৃত অন্ন পিণ্ড এবং দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলী সকলের সন্ধিস্থলে রুচিজনক পিলু

তিষ্ঠন্মধ্যে স্বপরি সুহৃদো হাসয়ন্নর্ম্মভিঃ স্বৈঃ
স্বর্গে লোকে মিষতি বুভুজে যজ্ঞভুগ্বালকেলিঃ ॥
অথ পৌগণ্ডং ॥
আদ্যং মধ্যং তথা শেষং পৌগণ্ডঞ্চ ত্রিধা ভবেৎ ॥
তত্রাদ্যং পৌগণ্ডং ॥
অধরাদেঃ সুলৌহিত্যং জঠরস্য চ তানবং।
কম্বুগ্রীবোদ্গমাদ্যঞ্চ পৌগণ্ডে প্রথমে সতি ॥ ২৩ ॥

নর্ম্মভির্হাসযন্। স্বর্গে স্বর্গস্থে লোকে মিযতি কিমিদমপূর্ব্ব মিতি পশ্যতি সতি অপূর্ব্বত্বে কারণমাহ যজ্ঞভুগ্বালকেলিরিতি। যোঽযং যজ্ঞে দৃষ্টিমাত্রেণ ভোক্তা সোঽসমেব বালকেলিঃ সন্ বুভুজে ইতি ॥ ২৩ ॥

প্রভৃতি ফল ধারণ করিয়াছিলেন। আর আপনি পদ্মের কর্ণিকার ন্যায় সকলের অভিমুখে থাকিয়া আত্ম চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট সুহৃদ্গণকে স্বীয় পরিহাস বাক্যে হাস্য করাইতেছিলেন, স্বর্গবাসী দেবগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ঐ ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতেছিলেন ॥

অথ পৌগণ্ড ॥

আদ্য, মধ্য ও শেষ ভেদে পৌগণ্ড তিন প্রকার হয় ॥

তন্মধ্যে আদ্য যথাপৌগণ্ড ॥

অধরের মনোহর রক্তিমা, উদরের কৃশতা ও কণ্ঠে শঙ্খের ন্যায় রেখাত্রয়ের উদ্গম ইত্যাদি প্রথম পৌগণ্ডে প্রকাশ হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

যথা ॥

তুন্দং বিন্দতি তে মুকুন্দ শনকৈরশ্বত্থপত্রশ্রিয়ং
কণ্ঠং কম্বুবদম্বুজাক্ষ ভজতে রেখাত্রয়ীমুজ্জ্বলাং।
আরুন্ধে কুরুবিন্দ কন্দলরুচিং ভ্রূচন্দ্র দন্তচ্ছদো
লক্ষ্মীরাধুনিকী ধিনোতি সুহৃদামক্ষীণি সা কাপ্যসৌ ॥
পুষ্প মণ্ডন বৈচিত্রী চিত্রাণি গিরিধাতুভিঃ।

তুন্দমিত্যাগতচরাণামধুনা পুনরাগতানাং বৈদেশিকবন্দিনাং বচনং। আরুন্ধে বশীকরোতি কম্বুবদিতি তেন তুল্য ক্রিয়াচেষ্টিতিঃ। এবং লক্ষণোঽপি কম্বুবদ্গ্রীবায়া উপমা ইত্যর্থঃ। কুরুবিন্দঃ পদ্মরাগঃ। সা কাপীতি বর্ণয়িতু মশক্যোক্তার্থঃ ॥ ২৪ ॥

যথা ॥

বৈদেশিক বন্দিগণ যাহারা পূর্ব্বে একবার আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই পুনরাগমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মুকুন্দ! ধীরে ধীরে তোমার উদর অশ্বত্থপত্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিতেছে, হে অম্বুজাক্ষ! এক্ষণে ত্বদীয় কণ্ঠ কম্বুর ন্যায় রেখা ত্রয়ে উজ্জ্বল হইতেছে, তথা হে ভ্রূচন্দ্র! তোমার দন্তচ্ছদ অধরোষ্ঠ পদ্মরাগ মণির শোভাকে বশীভূত করিতেছে, যাহা হউক আধুনিক তোমার কোন অনির্ব্বচনীয় শোভা সুহৃদ্গণের নয়ন সকলকে আনন্দ প্রদান করিতে লাগিল ॥

পৌগণ্ড বয়সে পুষ্পালঙ্কারের বিচিত্রতা, গৈরিকাদি ধাতু দ্বারা চিত্র বিচিত্র ও পীত বর্ণ পট্ট বস্ত্রাদি এই সকল প্রসাধন

পীতপট্টদুকূলাদ্যমিহপ্রোক্তং প্রসাধনং।
সর্ব্বাটবী প্রচারেণ নৈচিকীচয়চারণং।
নিযুদ্ধকেলি নৃত্যাদি শিক্ষারম্ভোঽত্র চেষ্টিতং ॥ ২৪ ॥

যথা ॥

বৃন্দারণ্যে সমন্তাৎ সুরভিণি সুরভীবৃন্দরক্ষাবিহারী
গুঞ্জাহারী শিখণ্ড প্রকটিতমুকুটঃ পীতপট্টাম্বর শ্রীঃ।
কর্ণাভ্যাং কর্ণিকারে দধদলমুরসা ফুল্লমল্লীকমাল্যং

ফুল্লা মল্ল্যো যস্মিংস্তাদৃশং মাল্যং দধৎ। অত্র যদ্যপি উণাদাবুজ্জ্বলদত্তেন মল্লিকা শব্দএব সাধিতঃ। মল্লীশব্দস্তু প্রামাণিক এব মৃতঃ। অমরেণচ তৃণ-পৃষ্ঠস্তু মল্লিকেতি পঠিতং। তথাপি দন্নবিদলিত মল্লীতি স্ফুরন্মল্লী হল্লী শকেতি। মিলন্মন্দাকিনী মল্লীদামেতি কবিভিঃ শ্রীকণ্ঠবাদয়াপি প্রযুজ্যতে দ্রুষাস্তত্ত তৎশব্দঃ কুত্রাপি ন দৃশ্যতে ইতি পাঠান্তরস্ত ত্যক্তং। তিলকুসু-মেতি পরিমৃষ্টপার্শ্বসীমেতি পরিমৃষ্টতুলাপার্শ্বানাং সীমা মর্য্যাদা তেষাম্ভূত্বং

বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥

অপর, বন সমূহের মধ্যে গমন করিয়া গোচারণ, বাহু যুদ্ধকেলি ও নৃত্য শিক্ষারম্ভ, ইত্যাদি সকল পৌগণ্ড বয়সের চেষ্টা ॥ ২৪ ॥

যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণ সৌরভ শালি বৃন্দাবনের সর্ব্বদিকে গাভীবৃন্দের রক্ষা বিষয়ে ক্রীড়া পর হইয়া গলদেশে গুঞ্জাহার মস্তকে ময়ূর পুচ্ছের চূড়া, পীতবর্ণ পট্টবসন পরিধান তথা কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার পুষ্প এবং বক্ষঃস্থলে মল্লীকুসুমের মালা ধারণ করিয়া নৃত্য করিতে ২ বাহুযুদ্ধরঙ্গে নটের ন্যায় আমরা

নৃত্যন্ দোর্যুদ্ধরঙ্গে নটবদিহ সখীনন্দয়ত্যেষ কৃষ্ণঃ ॥

অথ মধ্যপৌগণ্ডং ॥

নাসা সুশিখরা তুঙ্গা কপোলৌ মণ্ডলাকৃতী ।

পার্শ্বাদ্যঙ্গং সুবলিতং পৌগণ্ডে সতি মধ্যমে ॥

যথা ॥

তিলকুসুম বিহাসি নাসিকাশ্রী

র্নবমণি দর্পণ দর্পনাশি গণ্ডঃ ।

হরিরিহ পরিমৃষ্ট পার্শ্ব সীমা

সুখয়তি সখীন্ স্বষ্ঠু স্বশোভয়ৈব ॥

উষ্ণীষং পট্ট সূত্রোত্থ পাশেনাত্র তড়িত্ত্বিষা ।

বিরাজমান ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

যে সখাগণ আমাদিগকে আনন্দ প্রদান করিতেছেন ॥

অথ মধ্যপৌগণ্ড ॥

মধ্য পৌগণ্ডে নাসা ও ললাট উচ্চ, গণ্ডস্থল মণ্ডলাকৃতি ও পার্শ্বাদি অঙ্গ সকলে স্পষ্টরূপে ত্রিবলি রেখা যুক্ত হয় ॥

যথা ॥

যাঁহার নাসিকার শোভা তিলকুসুমকে উপহাস করিতেছে, যাঁহার গণ্ডদেশ মণি দর্পণের দর্পচূর্ণ করিতেছে এবং যাঁহার পার্শ্বদেশ অতিশয় উজ্জ্বল, সেই হরি স্বীয় শোভা দ্বারা আমরা যে সখা আমাদিগকে সুখ প্রদান করিতেছেন ॥

মধ্য পৌগণ্ডের ভূষণ যথা—বিদ্যুৎ বর্ণ পট্ট সূত্র জনিত রজ্জু দ্বারা উষ্ণীষ বন্ধন এবং অগ্রভাগে স্বর্ণ মণ্ডিত, তিন হস্ত

যষ্টিঃ শ্যামা ত্রিহস্তোচ্চা স্বর্ণাগ্রেত্যাদিমণ্ডনং।
ভাণ্ডীরে ক্রীড়নং শৈলোদ্ধারণাদ্যঞ্চ চেষ্টিতং ॥ ২৫ ॥

যথা ॥

যষ্টিং হস্তত্রয় পরিমিতাং প্রান্তয়োঃ স্বর্ণবদ্ধাং
বিভ্রন্নীলাং চটুল চমরী চারু চূড়োজ্জ্বলশ্রীঃ।
রঙ্গোষ্ণীষঃ পুরট রুচিনা পট্টপাশেন পার্শ্বে
পশ্য ক্রীড়ন্ সুখয়তি সখে মিত্রবৃন্দং মুকুন্দঃ ॥ ২৬ ॥

পৌগণ্ড মধ্য এবায়ং হরির্দীব্যন্ বিরাজতে।

চমরীভি র্মঞ্জরীভিশ্চারু র্যা চূড়া মস্তক মধ্য বদ্ধকেশস্ততি স্তয়া নাত্যুন্নতয়া স্বল্প স্বচ্ছোষ্ণীষাঞ্চল বৃতয়া উজ্জ্বলা শ্রী র্যস্য। পট্টপাশেন বদ্ধঃ সশোভং কিঞ্চিদ্বেষ্টিত উষ্ণীষো যস্য সঃ॥ ২৬ ॥

মাধুর্য্যেণ বর্ণপুষ্টতাদীনাং মনোরমত্বেনাদ্ভুতং লোকবিস্ময়কারকং রূপ মাকারো যস্য স তদ্রূপত্বাৎ কৈশোরাগ্রাংশভাগিব বিভাতি যথান্যঃ সর্ব্বলক্ষণ

উচ্চ শ্যামবর্ণ যষ্টি ধারণ ॥

মধ্য পৌগণ্ডের চেষ্টা যথা—ভাণ্ডীরবটে ক্রীড়া ও পর্ব্বত উত্তোলনাদি ॥ ২৫ ॥

যথা ॥

হে সখে। পার্শ্বদিকে অবলোকন কর, মুকুন্দ হস্তত্রয় পরিমিত ও প্রান্তদ্বয় স্বর্ণ মণ্ডিত, শ্যামস্বর্ণ যষ্টি তথা মনোহর মঞ্জরী নির্ম্মিত চারুচূড়ায় উজ্জ্বল শ্রী এবং স্বর্ণবর্ণ পট্ট রজ্জু বদ্ধ উষ্ণীষ ধারণ করিয়া মিত্রবৃন্দকে সুখ প্রদান করিতেছেন ॥ ২৬ ॥

অতিশয় মাধুর্য্য প্রযুক্ত মধ্য পৌগণ্ডেই শ্রীকৃষ্ণ প্রথম

মাধুর্য্যাদ্ভুতরূপত্বাৎ কৈশোরাগ্রাংশভাগিব ॥ ২৭ ॥

অথ শেষং ॥

বেণী নিতম্ব লম্বাগ্রা লীলালক লতাদ্যুতিঃ।
অংসয়োস্তুঙ্গতেত্যাদি পৌগণ্ডে চরমে সতি ॥

যথা ॥

অগ্রে লীলালকলতিকয়ালঙ্কৃতং বিভ্রদাস্যং
চঞ্চদ্বেণী শিখর শিখয়া চুম্বিত শ্রোণিবিম্বঃ।
উত্তুঙ্গাংসচ্ছবি রঘহরো রঙ্গমঙ্গশ্রিয়ৈব

সম্পয়ো রাজকুমারোঽপি তদগ্রাংশভাক্ সন্ বিরাজতে তথা তস্য কৈশোরাগ্রাংশভাগস্তু সর্ব্বতো বিলক্ষণ ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

লীলয়া বিন্যস্তয়া অলকলতয়া দ্যুতিঃ শোভা ॥ ২৮ ॥

কৈশোরাংশের ন্যায় ক্রীড়াপর হইয়া বিরাজ করিতেছেন॥২৭

অথ শেষপৌগণ্ড ॥

শেষ পৌগণ্ডে নিতম্ব পর্য্যন্ত লম্বিত বেণী, লীলানিবন্ধন চূর্ণ কুন্তলের বিন্যাস এবং স্কন্ধদ্বয়ের উচ্চতা হয় ॥

যথা ॥

যিনি সম্মুখস্থ বিলাস শালিনী অলক লতিকায় অলঙ্কৃত বদন ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার চঞ্চল বেণীর অগ্রভাগ নিতম্ব পর্য্যন্ত লম্বিত হইয়া পড়িয়াছে এবং যাঁহার উচ্চস্কন্ধে শোভাতিয় প্রকাশ পাইতেছে, সেই অঘনাশন শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গলক্ষ্মীর দ্বারা প্রিয়বয়স্য সকলে রঙ্গ বিস্তার করিতে করিতে গোকুল হইতে গমন করিতেছেন ॥

ন্যস্যন্নেষ প্রিয়সবয়সাং গোকুলান্নির্জিহীতে ॥
উষ্ণীষে বক্রিমা লীলা সরসীরুহপাণিতা।
কাশ্মীরেণোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রাদ্য মিহমণ্ডনমীরিতং ॥ ২৮ ॥
যথা ॥
উষ্ণীষে দরবক্রিমা করতলে ব্যাজৃম্ভি লীলাম্বুজং
গৌরশ্রীরলিকে কিলোর্দ্ধ্বতিলকঃ কস্তূরিকাবিন্দুমান্।
বেশঃ কেশব পেশলঃ সুবলমপ্যাঘূর্ণয়ত্যদ্য তে
বিক্রান্তং কিমুত স্বভাবমৃদুলাং গোষ্ঠাবলানাং ততিঃ ॥

উষ্ণীষে দরেতি। গৌরেত্যাদৌ ভালে কুঙ্কুমদিব্যদূর্দ্ধতিলক ইতি বা পাঠঃ বিক্রান্তমপি সুবলমিত্যন্বয়ঃ ॥ ২৯ ॥

অন্ত্যপৌগণ্ডের ভূষণ যথা ॥

উষ্ণীষের বক্রিমা অর্থাৎ বক্র করিয়া উষ্ণীষ বান্ধা, হস্তে লীলাপদ্ম ধারণ এবং কুঙ্কুম দ্বারা উর্দ্ধপুণ্ড্রাদি নির্ম্মাণ এই সকলকে অন্ত্যপৌগণ্ডের ভূষণ বলে ॥ ২৮ ॥

যথা ॥

সুবল কহিলেন হে কেশব! তুমি উষ্ণীষে বক্রিমা, হস্তে প্রফুল্ল লীলাকমল এবং ললাটে কস্তুরীবিন্দুশালী কুঙ্কুম-রচিত উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিয়া যে মনোহর বেশ বিস্তার করিয়াছ, তদ্দ্বারা প্রবল পরাক্রমশালী আমি যে সুবল আমা-কেও আজ ঘূর্ণিত করিতেছে, অতএব স্বভাব মৃদুলা ব্রজবা-লাদিগের কথা কি? অর্থাৎ তাহারা ত অবশ্যই মুগ্ধ হইবে ॥
এই অন্ত্যপৌগণ্ডে বাক্যের ভঙ্গী, নর্ম্মসখাদিগের সহিত কর্ণাকর্ণি কথারস এবং ঐ সকল নর্ম্ম সখাদিগের সমীপে

অত্র ভঙ্গীগিরাং নর্ম্মসখৈঃ কর্ণকথারসঃ।
এষু গোকুলবালানাং শ্রীশ্লাঘেত্যাদিচেষ্টিতং ॥
যথা ॥
ধূর্ত্তস্ত্বং যদবৈষি হৃদ্গতমতঃ কর্ণে তব ব্যাহরে
কেয়ং মোহনতা সমৃদ্ধিরধুনা গোধুক্কুমারীগণে।
অত্রাপি দ্যুতিরত্নরোহণভুবো বালাঃ সখে পঞ্চষাঃ
পঞ্চেষু র্জগতাং জয়ে নিজধুরাং যত্রার্পয়ন্মাদ্যতি ॥
অথ কৈশোরং ॥
কৈশোরং পূর্ব্বমেবোক্তং সংক্ষেপেণোচ্যতে ততঃ ॥ ২৯॥

গোকুল বালিকাদিগের শোভার প্রশংসা করণ ইত্যাদিকে চেষ্টা বলে ॥

যথা ॥

কৃষ্ণ! তুমি অতিশয় ধূর্ত্ত, যে হেতু মনোগত ভাব সকল জানিতে পারিয়াছ, অতএব তোমার কর্ণে বলিতেছি, এক্ষণে গোপকুমারী সকলে এই কোন মোহনতা শক্তির সমৃদ্ধি প্রকাশ পাইতেছে, তন্মধ্যে আবার পাঁচ ছয়টী কুমারী অতিশয় রূপবতী, হে সখে! বোধ হয় পঞ্চবাণ কন্দর্প এই পাঁচ ছয় জনেই জগজ্জয়ের ভার সমর্পণ করিয়া স্বয়ং মত্ত হইয়াছেন ॥

অথ কৈশোর ॥

কৈশোর পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে তথাপি এ স্থলে সংক্ষেপে বলিতেছি ॥

যথা ॥

পশ্যোৎসিক্ত বলিত্রয়ী বরলতে বাসস্তড়িন্মণ্ডলে
প্রোন্মীলদ্বনমালিকা পরিমলস্তোমে তমালত্বিষি।
উৎকত্যম্বক চাতকান্ স্মিতরসৈ দামোদরাম্ভোধরে
শ্রীদামা রমণীয় রোম কলিকাকীর্ণাঙ্গশাখী বভৌ ॥৩০॥

প্রায়ঃ কিশোর এবায়ং সর্ব্বভক্তেষু ভাষতে।

উৎসিক্তেতি প্রোন্মীলদিতি চ শ্রীদামোদরস্য পক্ষে সপ্তম্যান্যপদার্থঃ। অম্ভোধর পক্ষে তৃতীয়ান্যপদার্থঃ শ্রীদাম-দামোদরয়োর্ব্বৃক্ষাম্ভোধরয়োঃ স্নিগ্ধ-ত্যস্তাবেশেন পরস্পর মালিঙ্গিতয়োর্ব্বর্ণনমিদং। তমালত্বিষা বনমালা শাখিনাং তত্র তত্র স্বাচ্ছন্দ্যেন বর্ণনং রসাবহমেব জ্ঞেয়ং। তথাহি অম্বকানি সর্ব্বেষা-মক্ষীণ্যেব চাতকাঃ তান্ উক্ষতি সিঞ্চতি দামোদরাম্ভোধরে শ্রীদামা বভৌ তৎ সংলগ্নতয়া বিরেজ ইত্যর্থঃ। তদেবং তদভেদমিব প্রাপ্তং দামোদরাম্ভোধরং বিশিনষ্টি। উৎসিক্তেত্যাদিনা বনস্থানীয়ত্বেন শ্রীদামানং বিশিনষ্টি রমণীয়েত্য-নেন রমণীয় রোমকলিকাভিরাকীর্ণা ব্যাপ্তা অঙ্গরূপা বাহ্বাদি লক্ষণাঃ শাখিনো যত্র সঃ॥ ৩০॥

অয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ কিশোরঃ শৈশবমিশ্রযৌবন এব সন্ সর্ব্ব ভক্তেষু প্রায়ঃ

যথা ॥

আশ্চর্য্য দেখ, ত্রিবলী রূপ উৎকৃষ্ট লতা সেচনকারী, বস্ত্ররূপ মনোহর বিদ্যুৎ বিশিষ্ট, বিকসিত বনমালার সৌরভ-শালী, তমালবর্ণ ও নেত্র চাতক তৃপ্তি জনক, দামোদরস্বরূপ জলধরে রমণীয় পুলকাকুল কলেবর শ্রীদাম-বৃক্ষ শোভা পাইতেছেন ॥ ৩০ ॥

এই শ্রীকৃষ্ণ প্রায় কিশোরমূর্ত্তিতেই ভক্ত সকলে প্রকাশ-

তেন যৌবনশোভাস্য নেহ কাচিৎ প্রপঞ্চিতা ॥ ৩১ ॥

অথ রূপং যথা ॥

অলঙ্কারমলঙ্কৃত্বা তবাঙ্গং পঙ্কজেক্ষণ।
সখীন্ কেবলমেবেদং ধাম্না ধীমন্ ধিনোতি নঃ ॥ ৩২ ॥

অথ শৃঙ্গং যথা ॥

ব্রজনিজবড়ভীবিতর্দ্দিকায়া-
মুষসি বিষাণবরে রুদত্যুদগ্রং।

প্রাচুর্য্যেণ ভাসতে। তেভ্যো রোচতে কৌমার পৌগণ্ড রূপস্তু ন্যূনতরন্যূনত্বে-নেত্যর্থঃ। তেন তত ঊর্দ্ধ্ব বয়সঃ তেষভাসমানত্বেন কেবলা যৌবনশোভাতু ইহ শ্রীকৃষ্ণে নোদয়ত ইতি কাচিৎ স্বল্পাপি ন প্রপঞ্চিতেত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

অলঙ্কারমলঙ্কৃত্বেতি তৎকরণেনালমিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

ব্রজে যা নিজা স্বশয়নাবাস রূপা বড়ভী চন্দ্রশালিকা। যস্যামসেবন্ত নমদ্বলীকাঃ সমং বধূভির্বড়ভীর্যুবান ইতি মাঘকাব্যাৎ। তস্যা বিতর্দ্দিকা

পাইয়া থাকেন, এ কারণ ইহাঁর কোন যৌবন শোভা বিস্তার করা হইল না ॥ ৩১ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের রূপ যথা ॥

হে পঙ্কজলোচন! তোমার অঙ্গ অলঙ্কৃত করায় প্রয়োজন নাই, হে ধীমন্! কেবল অঙ্গই স্বভাবসিদ্ধ শোভা দ্বারা সখাগণকে সুখ প্রদান করিতেছে ॥ ৩২ ॥

শৃঙ্গ যথা ॥

উষাকালে ব্রজমধ্যে স্বীয় আবাস রূপ চন্দ্রশালিকার দ্বার সমীপবর্ত্তি বেদিকায় উচ্চ শৃঙ্গরব আরম্ভ হইলে সহসা

অহহ সবয়সাং তদীয় রোম্না-
মপি নিবহৈঃ সমমেব জাগ্রতিস্ম ॥
বেণুর্যথা ॥
সুহৃদো নহি যাত কাতরা
হরিমন্বেষ্টুমিতঃ সুতাং রবেঃ ॥
কথয়ন্নমুমত্র বৈণব-
ধ্বনিদূতঃ শিখরে ধিনোতি নঃ ॥
শঙ্খো যথা ॥
পাঞ্চালীপতয়ঃ শ্রুত্বা পাঞ্চজন্যস্য নিস্বনং।
পঞ্চাস্য পশ্য মুদিতা পঞ্চাস্যপ্রতিমা যযুঃ ॥

দ্বারাগ্রবেদিকা তস্যাং ৷ ৩১ ॥

রোমাঞ্চের সহিত সখা সকল জাগরিত হইয়াছিলেন ॥

বেণু যথা ॥

অহে সুহৃদ্ সকল! তোমরা কাতর হইয়া হরি অন্বেষণ করিতে যমুনাতীরে গমন করিও না, এস্থানে বেণুধ্বনি দূত শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন শিখরে এই কথা বলিয়া আমাদিগকে সুখ প্রদান করিতেছে ॥

শঙ্খ যথা ॥

পার্ব্বতী কহিলেন হে পঞ্চাস্য! (শিব) অবলোকন করুন, পাঞ্চালীপতি পাণ্ডবগণ পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া আনন্দ সহকারে পঞ্চাস্যপ্রতিমা অর্থাৎ সিংহতুল্য হইলেন ॥

বিনোদো যথা
স্ফুরদরুণদুকূলং জাগুড়ৈ গৌরগাত্রং
কৃতবরকবরীকং রত্নতাড়ঙ্কিকর্ণং।
মধুরিপুমিহ রাধাবেশমুদ্বীক্ষ্য সাক্ষাৎ
প্রিয়সখি সুবলোহভূদ্বিস্মিতঃ সস্মিতশ্চ ॥
অথানুভাবঃ ॥
নিযুদ্ধ কন্দুকদ্যূত বাহ্যবাহাদি কেলিভিঃ।
লগুড়ালগুড়ি ক্রীড়া সঙ্গরৈশ্চাস্য তোষণং।
পল্যঙ্কাসনদোলাসু সহ স্বাপোপবেশনং।
চারুচিত্র পরীহাসো বিহারঃ সলিলাশয়ে ॥ ৩৩ ॥

বিনোদ যথা ॥

প্রিয়সখি! শ্রীকৃষ্ণ কৌতুক নিমিত্ত অরুণ বসন পরিধান ও কুঙ্কুম লেপনদ্বারা গাত্র গৌরবর্ণ এবং কর্ণে রত্ন তাড় ধারণ করিয়া সাক্ষাৎ রাধাবেশ প্রকাশ করিলে তদবলোকনে সুবল বিস্মিত ও হাস্য বদন হইয়াছিলেন ॥

সখ্যরসে অনুভাব যথা ॥

বাহুযুদ্ধ, কন্দুক, দ্যূত, বাহ্যবাহক অর্থাৎ স্কন্ধে আরোহণ ও স্কন্ধে করিয়া বহন, পরস্পর যষ্টিক্রীড়া যুদ্ধদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের তোষণ, পর্য্যঙ্ক, আসন ও দোলা সকলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র শয়ন ও উপবেশন, পরিহাস এবং জলাশয়ে বিহার এই সকলকে অনুভাব বলে ॥ ৩৩ ॥

যুগ্মত্বে লাস্যগানাদ্যাঃ সর্ব্বসাধারণাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৩৪ ॥
তত্র নিযুদ্ধেন তোষণং যথা ॥
অঘহর জিতকাশী যুদ্ধকণ্ডূলবাহু-
স্ত্বমটসি সখি গোষ্ঠ্যামাত্মবীর্য্যং স্তুবানঃ।
কথয় কিমু মমোচ্চৈশ্চণ্ডদোর্দ্দণ্ডচেষ্টা
বিরমিত রণরঙ্গো নিঃসহাঙ্গঃ স্থিতোঽসি ॥
যুক্তাযুক্তাদিকথনং হিতকৃত্যে প্রবর্ত্তনং।

যুগ্মত্বং যুগ্মধর্ম্মো মিলনমিত্যর্থঃ যুগ্মত্বে লাস্যেতি তেন সহেত্যর্থঃ সর্ব্বেষাং সখিমাত্রাণাং সাধারণাঃ প্রক্রিয়াঃ ॥ ৩৪ ॥

জিতকাশী জয়াবহ ইতি ক্ষীরস্বামী স্বজয়াভিমানীত্যর্থঃ। যুক্তেতি যুক্তমযুক্তঞ্চাদির্যস্য যুক্তমিদং কর্ত্তব্যমযুক্তমিদন্তু ন কর্ত্তব্যমিত্যুপদেশ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলে সখামাত্রেরই নৃত্য-গীতাদি ক্রিয়া সাধারণরূপে সম্পন্ন হয় ॥ ৩৪ ॥

তন্মধ্যে বাহু যুদ্ধদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের তোষণ যথা ॥

হে অঘহর! তুমি যে আত্মজয়াভিমানী হইয়া যুদ্ধার্থ বাহু কণ্ডূয়ন প্রকাশ পূর্ব্বক আপনার পরাক্রমের প্রশংসা করিতে করিতে বয়স্যসভায় ভ্রমণ করিতেছ, বল দেখি আমার প্রচণ্ড বাহু দণ্ডের চেষ্টা দেখিয়াই কি তুমি রণরঙ্গ হইতে ক্ষান্ত হইয়া একাকী অবস্থিতি করিতেছ ॥

সুহৃদ্ সকলের ক্রিয়া যথা।

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের উপদেশ, হিতজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত করান এবং প্রায় সকল কার্য্যেই অগ্রসর হওয়া, ইত্যাদি

প্রায়ঃ পুরঃসরত্বাদ্যাঃ সুহৃদামীরিতাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৩৫ ॥
তাম্বূলাদ্যর্পণং বক্ত্রে তিলকস্থাসকক্রিয়া।
পত্রাঙ্কুরবিলেখাদি সখীনাং কর্ম্ম কীর্ত্তিতং ॥ ৩৬ ॥
নির্জ্জিতীকরণং যুদ্ধে বস্ত্রে ধৃত্বাস্য কর্ষণং।
পুষ্পাদ্যাচ্ছেদনং হস্তাৎ কৃষ্ণেন স্বপ্রসাধনং।
হস্তাহস্তি-প্রসঙ্গাদ্যাঃ প্রোক্তাঃ প্রিয়সখক্রিয়াঃ ॥ ৩৭ ॥
দূত্যং ব্রজকিশোরীষু তাসাং প্রণয়গামিতা।

* স্থাসক শ্চন্দনাদিভিশ্চর্চ্চা ॥ ৩৬ ॥
হস্তাহস্তীতি পরস্পরমাকর্ষণাদিনা হস্তেন হস্তেন যুদ্ধমিবেত্যুৎপ্রেক্ষ্যতে ॥ ৩৭
প্রণয়গামিতা প্রণয়স্যানুমোদনমিত্যর্থঃ। তাভিঃ সহ সখ্যুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য

সকল সুহৃদ্দিগের কার্য্য ॥ ৩৫ ॥

সখাদিগের কর্ম্ম যথা।

মুখমধ্যে তাম্বূলার্পণ, তিলকনির্ম্মাণ, চন্দনলেপন ও বদন মণ্ডল চিত্রবিচিত্র করণ ইত্যাদি সকল সখাদিগের কর্ম্ম ॥ ৩৬ ॥

প্রিয়সখাদিগের কর্ম্ম যথা

শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধে পরাজিত করণ, তদীয় বস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক আকর্ষণ, হস্ত হইতে পুষ্প কাড়িয়া লওন, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আপনাকে অলঙ্কৃত করণ, হস্তাহস্তি প্রসঙ্গ অর্থাৎ হস্ত যুদ্ধের প্রস্তাব করণ ইত্যাদি সকল প্রিয়সখাদিগের কার্য্য ॥ ৩৭ ॥

প্রিয়নর্ম্মসখাদিগের কার্য্য যথা ॥

ব্রজকিশোরী সকলে দূত্য করণ, তাঁহাদের প্রণয়ের প্রতি

তাভিঃ কৈলিকলৌ সাক্ষাৎ সখ্যুঃ পক্ষপরিগ্রহঃ।
অসাক্ষাৎ স্বস্বযূথেশাপক্ষস্থাপনচাতুরী।
কর্ণাকর্ণি কথাদ্যাশ্চ প্রিয়নর্ম্মসখক্রিয়াঃ।
বন্যরত্নাদ্যলঙ্কারৈ র্মাধবস্য প্রসাধনং।
পুরস্তৌর্য্যত্রিকং তস্য গবাং সংভালনক্রিয়াঃ।
অঙ্গসম্বাহনং মাল্যগুম্ফনং বীজনাদয়ঃ।
এতাঃ সাধারণা দাসৈ র্বয়স্যানাং ক্রিয়া মতাঃ॥ ৩৮॥

কেলিকলৌ ক্রীড়াকলহে তাসাং কেবলানাং সাক্ষাত্তস্যৈব পক্ষ পরিগ্রহঃ তাসামসাক্ষাত্তস্য তু সাক্ষাত্তাসাং মধ্যে বা স্বস্বাশ্রয়যূথেশা তস্যা যঃ পক্ষস্তস্যৈব স্থাপনচাতুরীত্যর্থঃ। তাসাং তস্য চ যুগপৎ সাক্ষাচ্চেত্তথাপি তস্যা এব পক্ষস্থাপন চাতুরীত্যর্থঃ। তাসুং তস্য চ যুগপত্তথাপি তস্যা এব পক্ষস্থাপন চাতুরীতি জ্ঞেয়ং। কর্ণাকর্ণীতি পূর্ব্বং ব্যাখ্যাতমেব॥ ৩৮॥

অনুমোদন, ঐ সকল কিশোরিকাদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া কলহ উপস্থিত হইলে সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ সমর্থন এবং অসাক্ষাতে অর্থাৎ কিশোরিকাগণ উপস্থিত না থাকিলে শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে স্ব স্ব যূথেশ্বরীর পক্ষ সমর্থন বিষয়ে চাতুর্য্য প্রকটন এবং কর্ণাকর্ণি বাক্য কথন অর্থাৎ কানে কানে কথা কহা; প্রিয়নর্ম্ম সখাদিগের ঐই সকল কার্য্য।

দাসের সহিত বয়স্যদিগের সাধারণ ক্রিয়া যথা॥

বন্যপুষ্পাদি ও রত্নালঙ্কার সকল দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অলঙ্কৃতি করণ, তাঁহার অগ্রে নৃত্য, গীত, গোশুশ্রূষাদি ক্রিয়া, অঙ্গমর্দ্দন, মাল্যগ্রন্থন ও বীজন ইত্যাদি দাসদিগের সহিত বয়স্যগণের সাধারণ কর্ম্ম॥ ৩৮॥

পূর্ব্বোক্তেষ্বপরাশ্চাত্র জ্ঞেয়া ধীরৈ র্যথোচিতং॥

অথ সাত্ত্বিকাঃ॥

তত্র স্তম্ভো যথা॥

নিক্রামন্তং নাগমুন্মথ্য কৃষ্ণং
শ্রীদামায়ং দ্রাক্ পরিষক্তু কামঃ।
লব্ধস্তম্ভো সংভ্রমারম্ভশালী
বাহুস্তম্ভো পশ্য নোৎক্ষেপ্তুমীষ্টে॥

স্বেদো যথা॥

ক্রীড়োৎসবানন্দরসং মুকুন্দ
স্বাত্ম্যম্বুদে বর্ষতি রম্যঘোষে।

পূর্ব্বোক্তেষনুভাবেষপরা অগণিতাঃ কেচনানুভাবা অত্র জ্ঞেয়াঃ ইতি যাবৎ॥৩৯

পূর্ব্বে যে যে অনুভাব বলিয়াছি এবং এক্ষণে যাহা যাহা বলিলাম, পণ্ডিতগণ এই সকলকে যথাযোগ্য বিবেচনা করিবেন॥

অথ সাত্ত্বিক॥

তন্মধ্যে স্তম্ভ যথা॥

শ্রীকৃষ্ণ কালিয়নাগকে দমন পূর্ব্বক নির্গত হইলে এই শ্রীদাম শীঘ্র আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করিয়া সংভ্রমশালী স্তম্ভাঙ্কিত বাহুদ্বয় আর উত্তোলন করিতে পারিতেছেন না অবলোকন কর॥

স্বেদ অর্থাৎ ঘর্ম্ম যথা॥

মুরলীর মনোহর গর্জন সহকারে মুকুন্দ রূপ স্বাতি নক্ষ-

শ্রীদামমূর্ত্তি র্বরশুক্তিরেষা
স্বেদাম্বুমুক্তাপটলীং প্রসূতে ॥ ৩৯ ॥

রোমাঞ্চো যথা ॥

দানকেলিকৌমুদ্যাং ॥

অপি গুরুপুরস্থং দোস্তম্ভৌ প্রসার্য্য নিরর্গলং
বিপুলপুলকৌ ধন্যঃ স্বৈরী পরিষ্বজসে হরিং।
প্রণয়তি তব স্কন্ধে চাসৌ ভুজং ভুজগোপমং
ক সুবল পুরা সিদ্ধক্ষেত্রে চকর্থ কিয়ত্তপঃ ॥ ৪০ ॥

স্বরভেদাদিচতুষ্কং যথা ॥

অপি গুরুপুর ইতি শ্রীরাধায়ামানসমেবানুতাপবচনং গুরবোঽত্র শ্রীরামা-দয় এব ॥ ৪০ ॥

ত্রীয় মেঘ, ক্রীড়োৎসব রূপ আনন্দবারি বর্ষণ করিলে উৎ-কৃষ্ট শুক্তি সদৃশ শ্রীদামমূর্ত্তি ঘর্ম্মবিন্দুময় মুক্তারাশি প্রসব করিয়াছিলেন ॥ ৩৯ ॥

রোমাঞ্চ যথা দানকেলিকৌমুদীতে।

শ্রীরাধা উত্তপ্ত মনে কহিলেন সুবল! তুমি ধন্য, যে হেতু অবাধে গুরুজনের সমক্ষেও বিপুল পুলকশালি বাহুদ্বয় প্রসারণ করিয়া স্বেচ্ছাচারে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতেছ, শ্রীকৃষ্ণও তোমার স্কন্ধে ভুজগ সদৃশ ভুজদ্বয় নিক্ষেপ করিতে-ছেন অতএব বল দেখি তুমি পূর্ব্বে কোন্ সিদ্ধক্ষেত্রে কি রূপ তপস্যা করিয়াছিলে ॥ ৪০ ॥

স্বরভেদাদি চতুষ্টয় অর্থাৎ

প্রবিষ্টবতি মাধবে ভুজগরাজভাজং হ্রদং
তদীয় সুহৃদস্তদা পৃথুলবেপথুব্যাকুলাঃ।
বিবর্ণবপুষঃ ক্ষণাদ্বিকট ঘর্ঘরধ্বায়িনো
নিপত্য নিকটস্থলী ভুবি সুষুপ্তিমারেভিরে॥ ৪১॥

অথ অশ্রু যথা॥

দাবং সমীক্ষ্য বিচরন্তমিষীকতূলে-
স্তস্য ক্ষয়ার্থমিব বাষ্পঝরং কিরন্তী।

স্বরভেদাদি চতুষ্কমিতি অশ্রুত্যক্ত্বা। পূর্ব্বোদ্দিষ্টক্রমো নতু শ্লোকক্রমঃ। ক্ষণাদিতি ক্ষণমতিক্রম্য নিকটেত্যাদি লক্ষণাঃ। এবমেবং ভূত্বা নিপত্যেতি নিপতনাদনন্তরমিত্যর্থঃ। সুষুপ্তিমিতি তামিব নিশ্চেষ্টাবস্থামিত্যর্থঃ॥ ৪১॥

ইষীকাঃ শরপুষ্পদণ্ডা স্তাসাং তূলৈঃ। ইষ্টকৈষিকা মালানাং চিত তূলভারিষিতি চুম্বস্থ। প্রকরণ বলাদত্রাভীবাদি শব্দা সখিষেব পর্য্যবস্যন্তি।

অশ্রু পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ক্রম যথা॥

শ্রীকৃষ্ণ কালিয়হ্রদে প্রবেশ করিলে তৎকালীন তদীয় সুহৃদ্গণ ব্যাকুল চিত্তে অতিশয় পুলক ও বিবর্ণ দেহ ধারণ পূর্ব্বক ক্ষণকাল বিকট ঘর্ঘর শব্দ করিতে করিতে নিকটস্থ ভূমিতে পতিত হইয়া সুষুপ্তি দশার ন্যায় নিশ্চেষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥ ৪১॥

অশ্রু যথা॥

শরপুষ্প দণ্ড সকলের তুলা সমূহে দাবানল বিচরণ করিতেছে দেখিয়া তাহার বিনাশ নিমিত্তই যেন বাষ্পবারি বিমোচন করিতে করিতে পদ্মমালাধারী বয়স্যগণ আপনাকে

স্বামপ্যুপেক্ষ্য তনুমম্বুজমালভারি-
ণ্যাভীরবীথিরভিতো হরিমাবরিষ্ট ॥ ৪২ ॥

অথ ব্যভিচারিণঃ ॥

ঔগ্র্যং ত্রাসং তথালস্যং বর্জয়িত্বাখিলাঃ পরে ।
রসে প্রেয়সি ভাবজ্ঞৈঃ কথিতা ব্যভিচারিণঃ ।
তত্রাযোগে মদং হর্ষং গর্ব্বং নিদ্রাং ধৃতিং বিনা ।
যোগে মৃতিং ক্লমং ব্যাধিং বিনাপস্মৃতি দীনতে ॥ ৪৩ ॥

তত্র হর্ষো যথা ॥

নিষ্ক্রময্য কিল কালিয়োরগং

ভয়েপ্যগ্রমিদমনিষ্টস্য নিশ্চয়াচ্ছোকমনুভূয়েতি জ্ঞেয়ং ॥ ৪২ ॥

ঔগ্র্যমত্র কেবল কৃষ্ণবিষয়ং ত্রাসং কেবল তদ্ধেতুকমালস্যং তদানুকূল্য বিষয়ং বর্জয়িত্বেতি তত্তদুপাধিসদ্ভাবে তত্র তত্রাবর্ণয়দেবেতি ॥ ৪৩ ॥

গীর্ষ্খলৎপদত্বং পদাবসানস্যাশক্যানির্ণয়ত্ববিকশাঙ্গত্বমক্ষরাবসানস্যোক্তি ॥৪৪

উপেক্ষা করিয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণকে গিয়া আবরণ করিলেন ॥ ৪২ ॥

অথ ব্যভিচারী ॥

ভাবজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, উগ্রতা, ত্রাস ও আলস্য পরিত্যাগ করিয়া অন্য সমুদায় ব্যভিচারী ভাব প্রেয়রসে হইয়া থাকে। তন্মধ্যে অমিলন অবস্থায় মদ, হর্ষ, গর্ব্ব, নিদ্রা ও ধৃতি তথা মিলন অবস্থায় মৃতি, ক্লম, ব্যাধি, অপস্মৃতি ও দীনতা ইত্যাদি ব্যভিচারী ভাব প্রকাশ পায় না ॥ ৪৩ ॥

তন্মধ্যে অর্থাৎ অযোগে হর্ষ যথা ॥

ব্রজরাজ নন্দন কালিয় নাগকে নির্ব্বাসন পূর্ব্বক আসিয়া

বল্লবেশ্বরসুতে সমীয়ুষি।
সম্মদেন সুহৃদঃ স্খলৎপদা
স্তব্ধগিরশ্চ বিবশাঙ্গতাং গতাঃ ॥ ৪৪ ॥
অথ স্থায়ী ॥
বিমুক্তসংভ্রমা যা স্যাদ্বিশ্রম্ভাত্মা রতির্দ্বয়োঃ।
প্রায়ঃ সমানয়োরত্র সা সখ্যং স্থায়িশব্দভাক্ ॥ ৪৫ ॥
বিশ্রম্ভো গাঢ় বিশ্বাস বিশেষো যন্ত্রণোজ্ঝিতঃ।
এষা সখ্যরতির্বৃদ্ধিং গচ্ছন্তী প্রণয়ঃ ক্রমাৎ।
প্রেমা স্নেহস্তথা রাগ ইতি পঞ্চবিধোদিতা ॥

বিশ্রম্ভাত্মা যা রতিঃ সা বিমুক্তসংভ্রমা সতী সখ্যং স্যাৎ তচ্চ স্থায়ি শব্দ ভাগিত্যন্বয়ঃ। সংভ্রমোঽত্র গৌরবকৃতবৈয়গ্র্যং ॥ ৪৫ ॥

গাঢ়বিশ্বাস বিশেষোঽত্র পরস্পরং সর্ব্বথা স্বাভেদপ্রতীতিঃ অতএব যন্ত্রণোজ্ঝিতশ্চ ॥ ৪৬ ॥

মিলিত হইলে, হর্ষাতিশয় প্রযুক্ত সুহৃদ্গণ স্খলিত পদ ও স্খলিত বাক্য হইয়া অঙ্গে বিবশতা ধারণ করিয়াছিলেন॥৪৩॥

অথ স্থায়ী ॥

প্রায় পরস্পর সমান সখা দ্বয়ের যে সম্ভ্রম শূন্য বিশ্বাস-ময়ী রতি তাহাকে সখ্য বলে এবং ঐ সখ্যেই স্থায়ী শব্দ প্রয়োগ হয় ॥ ৪৫ ॥

অতিশয় বিশ্বাস বিশেষের নাম বিশ্রম্ভ, কিন্তু এই বিশ্রম্ভে যন্ত্রণা মাত্র থাকেনা ॥

উল্লিখিত রতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে সখ্য রতি, প্রণয়, প্রেম, স্নেহ ও রাগ এই পঞ্চ প্রকারে কথিত হয় ॥

তত্র সখ্যরতির্যথা ॥

মুকুন্দো গান্ধিনীপুত্র ত্বয়া সন্দিশ্যতামিতি।

গরুড়াঙ্ক গুড়াকেশ স্বাং কদা পরিরপ্স্যতে ॥ ৪৬ ॥

প্রণয়ঃ ॥

প্রাপ্তায়াং সংভ্রমাদীনাং যোগ্যতায়ামপি স্ফুটং।

তদ্গন্ধেনাপ্যসংস্পৃষ্টা রতিঃ প্রণয় উচ্যতে ॥ ৪৭ ॥

যথা ॥

সুরৈস্ত্রিপুরজিন্মুখৈরপি বিধীয়মানস্তু তে

রপি প্রথয়তঃ পরামধিক পারমেষ্ঠ্যশ্রিয়ং।

প্রেমাদীনাং লক্ষণং পূর্ব্ববৎ প্রণয়স্য তু বক্ষ্যতে ॥ ৪৭ ॥

সুরৈস্ত্রিপুরজিন্মুখৈরিতি অসুরাণাং বধাস্তেষীদৃশী লীলা জ্ঞেয়া ॥ ৪৮ ॥

তন্মধ্যে সখ্যরতির্যথা ॥

অক্রূরের প্রতি অর্জ্জুন কহিলেন হে গান্ধিনীনন্দন! আপনি মুকুন্দকে বলিবেন, হে গরুড়ধ্বজ! অর্জ্জুন কবে তোমাকে আলিঙ্গন করিবে ॥ ৪৬ ॥

অথ প্রণয় ॥

যে রতিতে স্পষ্টরূপে সংভ্রমাদির প্রাপ্তি যোগ্যতা থাকিলে তাহাতে যদি সংভ্রম লেশ স্পর্শ না হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রণয় বলা যায় ॥ ৪৭ ॥

যথা।

ত্রিপুরারি প্রভৃতি দেবগণ স্তুতি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব সম্পদ্ বিস্তার করিতেছেন, অর্জ্জুন নামা ব্রজবয়স্য

দধৎপুলকিনং হরেরধিশিরোধি সব্যং ভুজং
সমস্কুরুত পাংশুলান্ শিরসি চন্দ্রকানর্জ্জুনঃ ॥ ৪৮ ॥
প্রেম যথা ॥
ভবত্যুদয়তীশ্বরে সুহৃদি হন্ত রাজ্যচ্যুতি-
র্মুকুন্দবসতির্বনে পরগৃহে চ দাস্যক্রিয়া।
ইয়ং স্ফুটমমঙ্গলা ভবতু পাণ্ডবানাং গতিঃ

ভবত্যুদয়তীতি পাণ্ডবানামজ্ঞাতবাসসময়ে শ্রীনারদবচনং। তত্রেয়-মমঙ্গলা গতি র্ভবত্বিতি অতি সর্গনাম্নী যা কামচারাভ্যনুজ্ঞা তস্যাং লোট্। যতঃ সা গতি স্তেষাং ন সখ্যস্য হানিকরী প্রত্যুত তস্যাং তস্য বৃদ্ধিরেব দৃশ্যত ইত্যাহ পরস্বিতি তেষাং ভবতি প্রেমা ভবতা স্তৈ ক্রপকারৈ র্নজনিতঃ। কিন্তুসমোর্দ্ধ্বভবদ্গুণগণানামনুভাবেনৈব। তেচ ভবদুদাসীনতাময়ং তেষাং দুঃখানুভবং নির্ধূয় স্ফুরস্ত স্তং প্রেমাণমেধয়ন্ত এব বিরাজন্ত ইতি ভাবঃ। ববৃধ ইতি সিদ্ধবন্নির্দ্দেশাদ্দার্ঢ্যং বোধয়তি। পরোক্ষনির্দ্দেশা-ত্তেষামেবানুভবগম্যং তদস্মাকং তু লক্ষণদৃষ্ট্যানুমানগম্যমেবেতি সূচ-

---

ঐ শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধোপরি বামভুজ সমর্পণ করিয়া তদীয় মস্ত-কস্থ ময়ূরপুচ্ছের ধূলি সকল সংস্কার করিতে লাগিলেন ॥৪৮

প্রেম যথা ॥

পাণ্ডব দিগের অজ্ঞাত বাস সময়ে নারদ কহিলেন, হে মুকুন্দ! তুমি পরমেশ্বর, পাণ্ডবদিগের সুহৃদ্ থাকায় তাঁহাদের রাজ্যচ্যুতি, বনে বাস এবং পরগৃহে দাস্যকর্ম্ম, ইত্যাদি স্পষ্ট অমঙ্গলময়ী দুর্গতি হইয়াছে, তথাপি তোমাতে ঐ পাণ্ডব

পরন্তু ববৃধে ত্বয়ি দ্বিগুণমেব সখ্যামৃতং ॥
স্নেহো যথা শ্রীদশমে ॥
অন্যে তদনুরূপাণি মনোজ্ঞানি মহাত্মনঃ।
গায়ন্তিস্ম মহারাজ স্নেহক্লিন্নধিয়ঃ শনৈঃ ॥ ৪৯ ॥
যথাবা ॥
আর্দ্রাঙ্গ স্খলদচ্ছ ধাতুষু সুহৃদ্গোত্রেষু লীলারসং
বর্ষত্যুচ্ছ্বসিতেষু কৃষ্ণমুদিরে ব্যক্তং বভূবাদ্ভুতং।

ন্তি ॥ ৪৯ ॥

কৃষ্ণমুদিরে লীলারসং বর্ষতি সতি আর্দ্রাদঙ্গাৎ স্খলন্তঃ অচ্ছাঃ স্বচ্ছা ধাতবো গৌরিকাদ্যঙ্গরাগা যেষাং তাদৃশেষু সুহৃদ্রূপেষু গোত্রেষু পর্ব্বতেষু উচ্ছ্বাশিতেষু

দিগের দ্বিগুণ রূপে সখ্যামৃত বর্দ্ধিত হইয়াছিল ॥

অথ স্নেহ ॥

যথা শ্রীদশমে ১৫ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে ॥

মহারাজ! মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করিতে করিতে শয়ন করিলে অন্য কতিপয় গোপবালক স্নেহে আর্দ্রচিত্ত হইয়া ধীরে ধীরে তদীয় মনোজ্ঞ গীত সকল গান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

যথাবা ॥

কৃষ্ণমেঘে অতিশয় লীলারস বর্ষণ করায় সুহৃদ রূপ গোত্র অর্থাৎ পর্ব্বত সকলে আর্দ্র শরীর প্রযুক্ত গৈরিকাদি ধাতু স্খলিত হইয়া আশ্চর্য্য বিষয় ব্যক্ত হইয়াছিল, যথা—পূর্ব্বে যে সরস্বতী অর্থাৎ বাণীরূপা নদী প্রবাহিত ছিল, ঐ

যা প্রাগাস্ত সরস্বতী ক্রুতমসৌ লীনোপকণ্ঠস্থলে
যা নাসীদুদগাদ্দৃশোঃ পথি সদা নীরোরু ধারাত্র সা ॥৫০॥
রাগো যথা ॥
অস্ত্রেণ দুষ্পরিহরা হরয়ে ব্যকারি
যা পত্রিপঙ্‌ক্তিরকৃপেণ কৃপীসুতেন।
উৎপ্লুত্য গাণ্ডিবভৃতা হৃদি গৃহ্যমাণা
জাতাস্য সা কুসুমবৃষ্টিরিবোৎসবায় ॥
যথাবা ॥

উচ্চৈঃ শ্বাস বৃক্ষেষু। পক্ষে বৃক্ষাদি বৃদ্ধ্যা উচ্ছ্রূণেষু আস্ত আসীৎ। সরস্বতী বাণী। পক্ষে নদী। উপকণ্ঠস্থলে কণ্ঠস্য সমীপে। পক্ষে নিকটে যা নীরোরু ধারা দৃশোঃ পথি নাসীৎ সা সদা উদগাৎ। পক্ষে সদানীরা করতোয়াখ্যা নদী॥ ৫০ ॥
ব্যকারি ক্ষিপ্তা॥ ৫১ ॥

সুহৃৎ রূপ পর্ব্বতের কণ্ঠদেশে লীন হইল, আর যাহা কখন নির্গত হয় নাই এমত চক্ষুর্দ্বয়ের পথে অনবরত ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ ৫০ ॥

রাগ যথা ॥

নিষ্ঠুর অশ্বথামা অস্ত্র দ্বারা দুষ্পরিহার্য্য এমত বাণ পঙ্‌ক্তি শ্রীকৃষ্ণের উপরে নিক্ষেপ করিলে গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন লম্ফদিয়া ঐ বাণশ্রেণী আপনার হৃদয় মধ্যে ধারণ করিলেন, তাহাতে অর্জ্জুনের আনন্দোৎসব নিমিত্ত ঐ বাণবৃষ্টি পুষ্পবৃষ্টি সদৃশ হইয়াছিল ॥

যথাবা ॥

কুসুমান্যবচিম্বতঃ সমন্তা-
দ্বনমালারচনোচিতান্যরণ্যে।
বৃষভস্য বৃষার্কভাসমরীচী
দিবসার্দ্ধেঽপি বভূব কৌমুদীব॥
অথাযোগে উৎকণ্ঠিতং॥
ধনুর্বেদমধীয়ানো মধ্যমস্তম্ভি পাণ্ডবঃ।
বাষ্পাসংকীর্ণয়া কৃষ্ণ গিরাশ্লেষং ব্যজিজ্ঞপৎ॥ ৫১॥
অথ বিয়োগঃ॥
যথা পত্রী॥
অঘস্য জঠরানলাৎ ফণিহ্রদস্যচ ক্ষ্বেড়তো

ধাটী হলাদাক্রমণমিতি ক্ষীরস্বামী॥ ৫২॥

বৃষভ নামা সখা অরণ্যের সর্ব্ব প্রদেশে শ্রীকৃষ্ণের বনমালার উপযুক্ত কুসুমসকল চয়ন করিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার মধ্যাহ্নকাল হয়, যদিচ তৎকালীন বৃষরাশিস্থ ভাস্করের প্রচণ্ড কিরণ পতিত হইতেছিল তথাপি ঐ বৃষভের সম্বন্ধে তাহা চন্দ্রিকা তুল্য হইয়াছিল॥

অযোগে উৎকণ্ঠিত যথা॥

হে কৃষ্ণ! মধ্যমপাণ্ডব অর্জ্জুন ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতে করিতে বাষ্পপূরিত গদ্গদবাক্যে তোমাতে আলিঙ্গন নিবেদন করিয়াছিলেন॥ ৫১॥

অথ বিয়োগ যথা॥

পত্রীনামা ভৃত্য কহিল প্রভো! অঘাসুরের জঠরানল,

দবস্য কবলাদপি ত্বমবিতাত্র যেষামভূঃ।
ইতস্ত্রিতয়তোপ্যতিপ্রকটঘোরধাটীধরাৎ
কথং ন বিরহজ্বরাদবসিতান্ সখীনদ্য নঃ।
অত্রাপি পূর্ব্ববৎ প্রোক্তা স্তাপাদ্যাস্তা দশা দশ॥
তত্র তাপঃ॥
প্রপন্নো ভাণ্ডীরেহপ্যধিকশিশিরে চণ্ডিমভরং
তুষারেহপি প্রৌঢ়িং দিনকরসুতাস্রোতসি গতঃ।
অপূর্ব্বঃ কংসারে, সুবলমুখমিত্রাবলিমসৌ
বলীয়ানুত্তাপস্তব বিরহজন্মা জ্বলয়তি॥ ৫২॥
কৃশতা॥

কালিয়হ্রদের বিষ এবং দাবানলের গ্রাস এই তিন হইতে আপনি যাহাদের রক্ষক হইয়াছেন, কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বলবান্ আপনার বিরহজ্বর হইতে আমরা যে সেই সখাগণ আজ্ আমাদের রক্ষা না করিবেন কেন?॥

এস্থলেও পূর্ব্বোক্ত তাপাদি দশ দশা কথিত হইয়াছে॥

তন্মধ্যে তাপ যথা॥

হে কংসারে! তোমার বিরহজনিত উত্তাপ অতিশয়, আশ্চর্য্য, যে হেতু শীতল ভাণ্ডীরবটে অতিশয় প্রাখর্য্য এবং হিম তুল্য ভানুতনয়ার স্রোতে অধিকতর বৃদ্ধি লাভ করিয়া ঐ উত্তাপ সুবল প্রভৃতি মিত্রগণকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে॥ ৫২॥

কৃশতা যথা॥

ত্বয়ি প্রাপ্তে কংসক্ষিতিপতিবিমোক্ষায় নগরীং
গভীরাদাভীরাবলিতনুষু খেদাদনুদিনং।
চতুর্ণাং ভূতানামজনি তনিমা দানবরিপো
সমীরস্য ঘ্রাণাধ্বনিপৃথুলতা কেবলমভূৎ॥

জাগর্য্যা॥

নেত্রাম্বুজদ্বন্দ্বমবেক্ষ্য পূর্ণং
বাষ্পাম্বুপূরেণ বরূথপস্য।
তত্রানুবৃত্তিং কিল যাদবেন্দ্র
নির্ব্বিদ্য নিদ্রা মধুপী মুমোচ॥

আলম্বশূন্যতা॥

চতুর্ণামিত্যাকাশস্যাপি তনিমা দেহকার্শ্যেন বিবরাণাং সূক্ষ্মত্বপ্রাপ্তেঃ॥ ৫৩॥

হে অসুরঘাতিন্! তুমি কংসরাজকে বিমোচন করিবার নিমিত্ত মধুপুরী গমন করিলে খেদ প্রযুক্ত গোপ সকলের দেহে চারিটী ভূতের অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, আকাশ এই চতুষ্টয়ের ক্ষীণতা হইয়াছিল কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কেবল নাসারন্ধ্রে বায়ুই প্রবলরূপে প্রবাহিত হইতেছিল॥

জাগরণ যথা॥

হে যাদবেন্দ্র! বরূথপ নামক তোমার সখার নেত্র কমল বাষ্পবারিতে পরিপূর্ণ দেখিয়া, নিদ্রারূপা ভ্রমরী খেদ প্রযুক্ত ঐ নেত্রপদ্মের পরিচর্য্যা পরিত্যাগ করিয়াছিল॥

আলম্ব শূন্যতা॥

গতে বৃন্দারণ্যাৎ প্রিয়সুহৃদি গোষ্ঠেশ্বরসুতে
লঘূভূতং সদ্যঃ পতদতিতরামুৎপতদপি।
নহি ভ্রামং ভ্রামং ভজতি চটুলং তূলমিব মে
নিরালম্বং চেতঃ ক্বচিদপি বিলম্বং লবমপি॥

অধৃতিঃ॥
রচয়তি নিজবৃত্তৌ পাশুপাল্যে নিবৃত্তিং
কলয়তি চ কলানাং বিস্মৃতৌ যত্নকোটিং।
কিমপরমিহ বাচ্যং জীবিতেঽপ্যদ্য ধত্তে
যদুবর বিরহাত্তে নার্থিতাং বন্ধুবর্গঃ॥ ৫৩॥

জড়তা॥
অনাশ্রিত পরিচ্ছদাঃ কৃশবিশীর্ণরুক্ষাম্বকাঃ

পরিচ্ছদা বেশাদয়ঃ পক্ষে পরিতঃ ছদাঃ পত্রাণি। ছায়া কান্তিঃ। পক্ষে

প্রিয়সুহৃদ্ ব্রজরাজনন্দন বৃন্দাবন হইতে গমন করিলে আমার চঞ্চল মন নিতান্ত লঘু হইয়াছিল, সুতরাং তূলের ন্যায় আলম্ব শূন্য হইয়া চতুর্দ্দিক্ ভ্রমণ করিতে করিতে কোথাও অণুমাত্র বিলম্ব করিতে পারে নাই॥

অধৃতি॥

হে যদুবর! তোমার বিরহে তদীয় বন্ধুবর্গ পশুপালন-রূপ নিজ বৃত্তিতে বৃত্তি কল্পনা করিতেছেন না, গানাদি কৌশল বিস্মরণ হইবার নিমিত্ত কোটি কোটি যত্ন করিতেছেন, অধিক কি বলিব আপনারা জীবিত থাকিতেও আর প্রার্থনা করিতেছেন না॥ ৫৩॥

জড়তা যথা॥

হে মুকুন্দ! তোমার সুহৃদ্বর্গ পর্ব্বতাগ্র জাত বৃক্ষের ন্যায়

সদা বিফলবৃত্তয়ো বিরহিতাঃ কিলচ্ছায়য়া।
বিরাবপরিবর্জিতা স্তব মুকুন্দ গোষ্ঠান্তরে
স্ফুরন্তি সুহৃদাং গণাঃ শিখরজাতবৃক্ষা ইব॥ ৫৪॥
ব্যাধিঃ॥
বিরহজ্বরসংজ্বরেণ তে
জ্বলিতা বিশ্লথগাত্রবন্ধনা।
যদুবীর তটে বিচেষ্টতে
চিরমাভীরকুমারমণ্ডলী॥
উন্মাদঃ॥
বিনা ভবদনুস্মৃতিং বিরহবিভ্রমেণাধুনা

অনাতপঃ। বিরাবো বিশেষেণ রাবঃ। পক্ষে বীনাং পক্ষিণাং রাবঃ। শিখরজাতবৃক্ষা ইবেত্যেব পাঠঃ বিশিষ্টৈস্তৈবাত্রোপমানত্বাৎ॥ ৫৪॥
বিরহ এব জ্বরঃ তস্য সংজ্বরেণ সন্তাপেন॥ ৫৫॥

পরিচ্ছদ শূন্য, কৃশ, বিশীর্ণ, রুক্ষাঙ্গ, সর্ব্বদা বিফল জীবিকা, শোভা বিরহিত ও নীরব হইয়া গোকুল মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন॥ ৫৪॥

ব্যাধি যথা॥

হে যদুবীর! তোমার বিরহ জ্বরের সন্তাপে গোপ-কুমার মণ্ডলী শিথিল গাত্রে বহু দিন যাবৎ যমুনাকূলে ভ্রমণ করিতেছেন॥

উন্মাদ যথা॥

হে মথুরাপতে! তোমার স্মরণ না থাকা প্রযুক্ত সম্প্রতি

জগদ্ব্যবহৃতিক্রমং নিখিলমেব বিস্মারিতাঃ।
লুণ্ঠন্তি ভুবি শেরতে বত হসন্তি ধাবন্ত্যমী
রুদন্তি মথুরাপতে কিমপি বল্লবানাং গণাঃ॥ ৫৫॥
মূর্চ্ছিতং॥
দীব্যতীহ মধুরে মথুরায়াং
প্রাপ্য রাজ্যমধুনা মধুনাথে।
বিশ্বমেব মুদিতং রুদিতান্ধে
গোকুলেতু মুহুরাকুলতাভূৎ॥

দীব্যতীতি শ্রীকৃষ্ণং প্রতি সখি বিশেষসন্দেশঃ। অত্র রুদিতান্ধ ইত্যাদিনা মুহুর্মূর্চ্ছা ধ্বন্যতে। রুদিতান্ধত্বং খলু রোদনানন্তরং মুহুর্মূর্চ্ছিতত্বং। তচ্চ গোকুলং লক্ষীকৃত্য স্বয়মেব ব্যজ্যতে ইতি। আকুলতাচাত্র রোদন-মূর্চ্ছা পৌনঃপুন্যেন ব্যাকুলতা॥ ৫৬॥

গোপগণ বিরহ বিভ্রমে বিহ্বল হইয়া নিখিল জগতের চেষ্টা সমুদায় বিস্মৃত হইয়াছেন, তাঁহারা কখন ভূমিতে লুণ্ঠিত, কখন শয়ন, কখন হাস্য, কখন ধাবন এবং কখন বা রোদন করিতেছেন॥ ৫৫॥

মূর্চ্ছিত যথা॥

হে মধুনাথ! সম্প্রতি তুমি মথুরায় রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ক্রীড়ারত থাকাতে সমুদায় জগৎ আনন্দময় হইয়াছে বটে, কিন্তু রুদিতান্ধ গোকুলে নিরন্তর ব্যাকুলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে॥

মৃতিঃ ॥

কংসারে বিরহজ্বরোর্ম্মি জনিত জ্বালাবলীজর্জ্জরা
গোপাঃ শৈলতটে তথা শিথিলিতশ্বাসাঙ্কুরাঃ শেরতে।
বারং বারমথর্ব্বলোচন জলৈরাপ্লাব্য তান্নিশ্চলান্
শোচন্ত্যদ্য যথা চিরং পরিচয়স্নিগ্ধাঃ কুরঙ্গা অপি ॥ ৫৬
প্রোক্তেয়ং বিরহাবস্থা স্পষ্ট লীলানুসারতঃ।

প্রোক্তেয়মিতি স্পষ্ট লীলানুসারেণেত্যনেন উত্তরার্দ্ধেস্বস্পষ্ট লীলানুসারেণেতি গম্যতে। স্পষ্টলীলা প্রকটলীলা। লীলা হি দ্বিবিধা। প্রকটা অপ্রকটা-চেতি। তত্র প্রকটা প্রাপঞ্চিকলোকগোচরীভূতা। সচ কাদাচিৎকী। অপ্রকটা তদগোচরীভূতা। সা তু নিত্যৈব শ্রীবৃন্দাবনাদৌ বর্ত্ততে। যৈব খলু স্কান্দাদৌ আগমাদৌ তাপনীপ্রভৃত্যাদৌ জয়তি জননিবাস ইত্যাদৌ চ প্রগীযতে তস্যাস্তু দেশান্তর গমনাদিকং নাস্তি নিত্যত্বাদেব কিন্তু প্রকটায়ামেব কদাচিত্তদস্তি প্রাপঞ্চিকলোকগোচরী ভাবশ্চ সপরিকরস্য ভগবত স্তত্তল্লীলানুসা-

---

মৃতি যথা ॥

হে কংসারে! তোমার বিরহজ্বর-তরঙ্গ জনিত জ্বালা সমূহে গোপগণ জর্জ্জর হইয়া অল্প অল্প শ্বাস পরিত্যাগ করত পর্ব্বততটে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, যেমন পরিচিত বন্ধুজনকে বিপদান্বিত দেখিয়া অশ্রুমোচন পূর্ব্বক শোক করিয়া থাকে, তাহার ন্যায়, মৃগগণও বারম্বার বিপুল নয়ন জল প্রবাহ দ্বারা ঐ সকল নিশ্চেষ্ট গোপগণকে সেচন করিতেছে ॥

প্রকট লীলার অনুসারে এই বিরহাবস্থা বর্ণিত হইল,

কৃষ্ণেন বিপ্রয়োগঃ স্যান্নজাতু ব্রজবাসিনাং ॥
তথা চ স্কান্দে মথুরাখণ্ডে ॥
বৎসৈর্বৎসতরীভিশ্চ সদা ক্রীড়তি মাধবঃ।
বৃন্দাবনান্তরগতঃ সরামো বালকৈর্বৃতঃ ॥ ৫৭ ॥
অথ যোগে সিদ্ধির্যথা ॥
পাণ্ডবঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রেক্ষ্য চক্রিনিকেতনে।

রেণ কদাচিত্তবতি। তত্র ষোড়শসহস্র কন্যা বিবাহবল্লীলা শক্ত্যা প্রাদুর্ভাব ভেদাদভিমানভেদঃ। পরস্পরমননুসন্ধানঞ্চ তত্তল্লীলাবস রক্ষণায় স্যাৎ তদন্যথাতু বিয়োগ এব ন স্যাৎ। তস্মাৎ প্রকটলীলাযাং বিয়োগে জাতেহপ্যপ্রকটলীলায়াং তদভাবান্নজাত্বিত্যুক্তং। কিন্তু প্রকটলীলামেবোদ্দিশ্য সর্ব্বেয়ং বচনেতি তস্যাঃ পর্য্যবসান রম্যত্বমবশ্যং স্থাপনীয়ং। তচ্চ ব্রজে পুনঃ সঙ্গত্য দ্বয়োর্লীলয়োঃ শ্রীভগবত্তা কৃতে পুনরেকীভাবে প্রকট লীলাগত বিরহশ্চ শাম্যতীতি বিবরণময়ে বৎসলরসপ্রান্তে জ্ঞেযং ॥ ৫৭ ॥

পাণ্ডবোহয়মর্জ্জুনঃ সখ্যো মুখ্যত্বাং চক্রী দ্রুপদনগরস্য কুম্ভকারঃ। তথৈব

কিন্তু নিত্যলীলায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজবাসিদিগের কথনই বিচ্ছেদ নাই ॥

যথা স্কন্দপুরাণান্তর্গত মথুরাখণ্ডে ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলদেব ও ব্রজবালকগণে পরিবৃত হইয়া বৎস ও বৎসতরীর সহিত নিরন্তর ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ৫৭ ॥

অথ যোগে সিদ্ধি যথা ॥

অর্জ্জুন দ্রুপদনগরের কুম্ভকার গৃহে শ্রীকৃষ্ণকে অবলো-

চিত্রাকারং তজ্জয়েব মিত্রাকারমদর্শয়ৎ ॥

তুষ্টির্যথা শ্রীদশমে ॥

তং মাতুলেয়ং পরিরভ্য নির্বৃতো

ভীমঃ স্ময়ন্ প্রেমজলাকুলেন্দ্রিয়ঃ।

যমৌ কিরীটীচ সুহৃত্তমং মুদা

প্রবৃদ্ধবাষ্পাঃ পরিরেভিরেঽচ্যুতং ॥ ৫৮ ॥

যথাবা ॥

কুরুজাঙ্গলে হরিমবেক্ষ্য পুরঃ

প্রিয়সঙ্গমং ব্রজসুহৃন্নিকরাঃ।

ভাবতাদ্যাখ্যানাং। চিত্রস্যাকার আকৃতি তত্তুল্যতাং মিত্রযোগ্যাকারমিঙ্গিতং ॥ ৫৮ ॥

প্রকটলীলায়ামপি শ্রীব্রজসুহৃন্নিকরাণাং তুষ্টিমাহ। কুরুজাঙ্গল ইতি

কম করিয়া তুল্যাকৃতি প্রযুক্ত তাঁহার সহিত মিত্রতা করি-করিয়াছিলেন ॥

তুষ্টির্যথা শ্রীদশমে ৭১ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে ॥

শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলে ভীম সেই মাতুলেয়কে আলিঙ্গন করিয়া হাস্যবদনে প্রেমাশ্রুধারায় আকুল হইলেন পরে নকুল সহদেবের সহিত অর্জ্জুন আসিয়া হৃষ্টচিত্তে প্রিয়তম অচ্যুতকে আলিঙ্গন করিয়া প্রবৃদ্ধ বাষ্প কলায় পরিপূর্ণ হইলেন ॥ ৫৮ ॥

যথাবা॥

কুরুক্ষেত্রে অগ্রে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া

ভুজমণ্ডলেন মণিকুণ্ডলিনঃ
পুলকাঞ্চিতেন পরিষস্বজিরে ॥ ৫৯ ॥
স্থিতির্যথা শ্রীদশমে ॥
যৎপাদপাংশু র্বহুজন্মকৃচ্ছ্রতো
ধৃতাত্মভির্যোগিভিরপ্যলভ্যঃ।
স এব যদ্দৃগ্বিষয়ঃ স্বয়ং স্থিতঃ
কিং বর্ণ্যতে দিষ্টমহো ব্রজৌকসাং ॥

কুরুক্ষেত্রইত্যর্থঃ। প্রিয়োঽভিলষিতঃ সঙ্গমো যস্য তং ॥ ৫৯ ॥

বহুজন্মভির্যৎ কৃচ্ছ্রং দুঃখাত্মকমষ্টাঙ্গযোগসাধনং তেন ধৃতঃ স্থিরীকৃতঃ আত্মা মনো যৈস্তৈ র্যোগিভির্যৎপাদপাংশু রণভ্য স্তাদৃশেনাত্মনাপি লব্ধুমশক্যঃ সএব শ্রীকৃষ্ণো নতু তদংশঃ স্বয়মাত্মনৈব হেতুনা নতু হেত্বন্তরেণ। কিন্তু স্বভাবেনৈব যেষামহো আশ্চর্য্যং দৃগ্বিষয়স্থিত স্তেষাং ব্রজৌকো মাত্রাণাং দিষ্টং প্রাক্তনপুণ্যং কিং বর্ণ্যতে নহি নহি কিন্তু স্বাভাবিকী তাদৃশতয়া মহতী

মণিকুণ্ডলধারি ব্রজসুহৃদ্‌গণ পুলকশালী ভুজমণ্ডল দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন ॥ ৫১ ॥

স্থিতি যথা ॥

শ্রীদশমে ১২ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে ॥

যোগিগণ বহু জন্ম পর্য্যন্ত কৃচ্ছ্রাদি ব্রত দ্বারা ধৃতাত্মা হইয়াও যাঁহার চরণরেণু লাভ করিতে পারেন না, সেই ভগবান্ স্বয়ং যে সকল ব্রজবাসির দর্শন গোচরে অবস্থিত হন্ তাঁহাদের ভাগ্য যে অত্যাশ্চর্য্য ইহা বর্ণন করিয়া বলা বাহুল্যমাত্র ॥

দ্বয়োরপ্যেকজাতীয়ভাবমাধুর্য্যভাগসৌ।
প্রেয়ান্ কামপি পুষ্ণাতি রসশ্চিত্তচমৎকৃতিং।
প্রীতে চ বৎসলেচাপি কৃষ্ণতদ্ভক্তয়োঃ পুনঃ।
দ্বয়োরন্যোন্যভাবস্য ভিন্নজাতীয়তা ভবেৎ ॥ ৬০ ॥
প্রেয়ানেব ভবেৎ প্রেয়ানতঃ সর্ব্বরসেষ্বয়ং।
সখ্যসংপৃক্তহৃদয়ৈঃ সদ্ভিরেবানুবুদ্ধ্যতে ॥ ৬১ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে মুখ্য ভক্তিরস পঞ্চকনিরূপণে প্রেয়োভক্তিরসলহরী ॥ * ॥ ৩ ॥ * ॥

স্থিতিবেব বর্ণনীয়া ইত্যর্থঃ। তদেবং সহ বিহারকৃতাং পূর্ব্বোক্ত সখীনাং কমুচেতি ভাবঃ। স্থিত ইতি লীলিত্তাদিত্বাদ্বর্ত্তমানে ক্তঃ। যচ্চ কিঞ্চিজ্জগত্যস্মিন্ দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা। অন্তর্বহিশ্চ তৎসর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিত ইতিবৎ ॥ ৬০ ॥

অতঃ পূর্ব্ব পদ্যদ্বয়োক্তাদ্ধেতোঃ প্রেয়ানেবেত্যাদি যোজ্যং ॥ ৬১ ॥

॥ * ॥ ইতি পঞ্চলহর্য্যাত্মকে পশ্চিমবিভাগে প্রেয়োভক্তিরস লহরী তৃতীয়া ॥ * ॥

দুই অর্থাৎ কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণসখা ইহাঁদের এক জাতীয় ভাব মাধুর্য্যশালী প্রিয়তর রস, কোন এক অনির্ব্বচনীয় চিত্ত চমৎকৃতি সম্পাদন করে ॥

প্রীত ও বৎসল রসে কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভক্ত এই দুইয়ের পুনরায় পরস্পর ভাবের ভিন্ন জাতীয়তা হয় ॥ ৬০ ॥

সকল রসের মধ্যে প্রেয়রসই প্রিয়তর হয়, সখ্য রস বিশিষ্ট সাধুগণই ইহা অনুভব করিতে পারেন ॥ ৬১ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃত ব্যাখ্যায় ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পশ্চিমবিভাগে প্রেয়োভক্তি রস ॥ * ॥ ৩ ॥ * ॥

অথ বৎসলভক্তিরসঃ ॥

বিভাবাদ্যৈস্তু বাৎসল্যং স্থায়ী পুষ্টিমুপাগতঃ।

এষ বৎসল নামাত্র প্রোক্তো ভক্তিরসো বুধৈঃ ॥

তত্রালম্বনাঃ ॥

কৃষ্ণং তস্য গুরূংশ্চাত্র প্রাহুরালম্বনান্ বুধাঃ ॥ ১ ॥

তত্র কৃষ্ণো যথা ॥

নবকুবলয়দাম শ্যামলং কোমলাঙ্গং

বিচলদলকভৃঙ্গক্রান্তনেত্রাম্বুজান্তং।

ব্রজভুবি বিহরন্তং পুত্রমালোকয়ন্তী

উৎপীড়ং স্বয়ং বলাদুদ্দামঃ। দিগ্ধা লিপ্তেতি সংকীর্ণ বর্গঃ ॥ ১ ॥ ২ ॥

অথ বৎসল রস ॥

বিভাবাদিদ্বারা বাৎসল্য পুষ্টি প্রাপ্ত হইয়া স্থায়ী হয়, পণ্ডিতগণ ইহাকেই বৎসল নামক ভক্তিরস বলিয়া থাকেন ॥

বৎসল রসে আলম্বন যথা ॥

পণ্ডিত সকল এই বৎসলরসে কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের গুরু-বর্গকে আলম্বন কহেন ॥ ১ ॥

তন্মধ্যে আলম্বনরূপ কৃষ্ণ যথা ॥

যিনি নবনীলোৎপল মালার ন্যায় শ্যামল বর্ণ, যাঁহার অঙ্গ অতিশয় সুকোমল এবং যাঁহার চঞ্চল চূর্ণকুন্তলরূপ ভ্রমরসমূহে নয়ন পদ্মের প্রান্তভাগ আক্রান্ত,এতাদৃশ পুত্রকে ব্রজভূমিতে বিহার করিতে দেখিয়া ব্রজপতিদয়িতা যশোদা সহসা ক্ষরিত স্তনদুগ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন অর্থাৎ পুত্রাবলো-

ব্রজপতিদয়িতাসীৎ প্রস্নবোৎপীড়দিগ্ধা ॥ ২ ॥
শ্যামাঙ্গো রুচিরঃ সর্ব্বসল্লক্ষণযুতো মৃদুঃ।
প্রিয়বাক্ সরলো হ্রীমান্ বিনয়ী মান্যমানকৃৎ।
দাতেত্যাদিগুণঃ কৃষ্ণো বিভাব ইতি কথ্যতে।
এবং গুণস্য চাস্যানুগ্রাহ্যত্বাদেব কীর্ত্তিতা।

শ্যামাঙ্গ ইতি আস্তাং তাবত্তদ্গুণাপেক্ষা শ্যামাঙ্গতা মাত্রেণ জনন্যাদীনা মালম্বনত্বং ইত্যর্থঃ। রম্যাঙ্গ ইতি বা পাঠঃ। আলম্বনত্বমেব তস্য বিশদয়তি এবমিতি অস্য পুত্রত্বেনাভিব্যক্তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অতএব প্রভাবানাস্পদতয়া বেদ্যস্য· অনভিব্যঞ্জিত প্রভাবস্য কচিদভিব্যঞ্জিত প্রভাবত্বেপ্যন্যথা ভাবিতস্য যদনুগ্রাহ্যত্বং পুত্রোহয়ং মমান্তর্বহিরপ্যতি কোমল ইতি ভাবনয়া মাত্রাদীনাং হিতেচ্ছা বিষয়ত্বং তস্মাদেব নেষ্ঠরস্মাৎ প্রকারাদত্র রসে বিভাবতা মাত্রাদিষু। বাৎসল্যাভিধ বত্তাস্বাদ জনকতা কীর্ত্তিতেতি পুত্রতযাবির্ভাব মাত্রেণ সা সিদ্ধৈব। পূর্ব্বনীতানুগ্রহোদয়ে নতু সর্ব্বতঃ প্রসরৎ কীর্ত্তির্বভূবেত্যর্থঃ। গুণানামুদ্দীপনতা মাত্রেণ জনকত্বমিত্যাহ এবং গুণস্য চেতি পূর্ব্বদর্শিত

কনে বলপূর্ব্বক তাঁহার স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইয়া অঙ্গ সকল·আর্দ্র করিয়াছিল ॥ ২ ॥

বৎসল রসের বিভাব,যথা ॥

শ্যামাঙ্গ, রুচির, সর্ব্বসল্লক্ষণাক্রান্ত, মৃদু, প্রিয়বাক্য, সরল, লজ্জাশীল, বিনয়ী, মান্যগণে মানপ্রদ এবং দাতা ইত্যাদি গুণশালী শ্রীকৃষ্ণ বৎসলরসে বিভাব বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন ॥

উক্ত গুণশালী শ্রীকৃষ্ণ অনুগ্রহের পাত্রতা প্রযুক্ত যখন

প্রভাবানাস্পদতয়া বেদ্যস্যাত্র বিভাবতা ॥

তথা শ্রীদশমে ॥

ত্রয্যাচোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামন্যতাত্মজং ॥ ৩ ॥

যথাবা ॥

বিষ্ণুর্নিত্যমুপাস্যতে সখি ময়া তেনাত্র নীতাঃ ক্ষয়ং

গুণগণস্যাপীত্যর্থঃ। বাৎসল্যানুগ্রহয়োস্তু কারণকার্য্যতা ভেদেন ভেদো জ্ঞেয়ঃ মম পুত্রোঽয়ং ভ্রাতুষ্পুত্রোঽয়মিতি স্নিগ্ধতা বাৎসল্যং। তত্র হিতেচ্ছা-ত্বনুগ্রহ ইতি ॥ ৩ ॥

তদেবং শ্রীভাগবতমতেন নেমং বিরিঞ্চ ইত্যাদ্যনুসারাৎ ত্রয্যোত্যাদি

প্রভাব শূন্যরূপে অর্থাৎ পুত্র বলিয়া বিদিত হয়েন তখনই তাঁহার বিভাবতা হয় ॥

যথা শ্রীদশমে ৮ অধ্যায়ে ৩৫ শ্লোকে ॥

শুকদেব কহিলেন মহারাজ! বেদ সকল ইন্দ্রাদি বলিয়া, উপনিষৎ সকল ব্রহ্ম বলিয়া, সাংখ্য সকল পুরুষ বলিয়া, যোগ সকল পরমাত্মা বলিয়া, তথা সাত্বত (ভক্ত) গণ ভগবান্ বলিয়া যাঁহার মাহাত্ম্য গান করিতেছেন, যশোদা সেই হরিকে আপনার আত্মজ বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

যথাবা ॥

যশোদা কহিলেন সখি! আমার সহিত গোষ্ঠপতি নন্দ যে শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করিয়াছেন, বোধ হয় তাঁহারই প্রসাদে

শঙ্কে পূতনিকাদয়ঃ ক্ষিতিরুহৌ তৌ বাত্যয়োন্মূলিতৌ।
প্রত্যক্ষং গিরিরেষ গোষ্ঠপতিনা রামেণ সার্দ্ধং ধৃত-
স্তত্তৎ কর্ম্ম দুরন্বয়ং মম শিশোঃ কেনাস্য সংভাব্যতে ॥৪

অথ গুরবঃ ॥

ব্যাজিত তদ্বাৎসল্য মহিমানং দর্শয়িত্বা শুদ্ধং তদেব দর্শয়তি বিষ্ণুরিতি স্পষ্ট মেব। অনেন ব্রজেশ্বর্য্যাঃ পরমার্জ্জবং সূচিতং। যদ্বা। বিষ্ণুরিতি নর্ম্ম গোষ্ঠীয়ং তত্রায়মর্থঃ। ময়া সার্দ্ধং গোষ্ঠপতিনা যদ্বিষ্ণুরূপাস্যতে তত স্তেনৈব পূতনা-দয়ঃ ক্ষয়ং নীতাঃ ক্ষিতিরুহৌ বাত্যয়ৈবোন্মূলিতৌ ন তত্র তস্যাপি সম্বন্ধ ইতি ভাবেন মচ্ছিশোরস্য রক্ষা তু তেনৈব কৃতেতি ধ্বনিতং। গিরিস্তু তাদৃশ তদুপাসনবলেন তেন গোষ্ঠপতিনৈব ধৃতঃ। রামেণ সার্দ্ধমিতি মম শিশৌ যদি তৎ সম্ভাব্যতে তর্হি কথং রামেঽপি ন সম্ভাব্যত ইত্যর্থঃ তদেতৎ কচিৎ তৎ পুরাতন তাদৃশ গোবর্দ্ধনধরপ্রতিমা দৃষ্ট্যা শ্রীকবিচরণৈঃ স্পষ্টীকৃতং। তেন সহেতি তুল্যযোগ ইতি সমাসসূত্রে সহার্থস্য দ্বৈবিধ্যেঽপি দৃষ্টে অত্র ময়া সার্দ্ধং রামেণ সার্দ্ধমিতি স পুনঃ সহার্থো বিদ্যমানতা মাত্রেণ বিবক্ষতে ন তুল্যযোগে-নেতি। শ্রীব্রজপতিকৃত নিত্য বিষ্ণুসভাজনমেব কারণত্বেন ব্যজ্য তস্মিন্ পাল্যত্বমেব পর্য্যবসায়িতং ॥ ৪ ॥

পূতনাপ্রভৃতি রাক্ষস সকল বিনষ্ট হইয়াছে, যমলার্জ্জুন দুইটা বৃক্ষ প্রবল বায়ুদ্বারা উন্মূলিত হইয়া গিয়াছে এবং প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি রামের সহিত গোষ্ঠপতিই পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন, নতুবা আমার এই শিশুপুত্রের কি ঐ সকল দুরূহ কর্ম্ম সম্পন্ন করা সম্ভব হয়! ॥ ৪ ॥

অথ গুরুবর্গ ॥

অধিকম্মন্যভাবেন শিক্ষাকারিতয়াপিচ।
লালকত্বাদিনাপ্যত্র বিভাবা গুরবোমতাঃ॥ ৫॥
যথা॥
ভূর্য্যনুগ্রহচিত্তেন চেতসা
লালনোৎকমভিতঃ কৃপাকুলং।
গৌরবেণ গুরুণা জগদ্গুরো
গৌরবং গণমগণ্যমাশ্রয়ে॥ ৬॥
তে তু তস্যাত্র কথিতা ব্রজরাজ্ঞী ব্রজেশ্বরঃ।
রোহিণী তাশ্চ বল্লব্যো যাঃ পদ্মজহৃতাত্মজাঃ

অধিকম্মন্যভাবেনেত্যাদিষূপলক্ষণে তৃতীয়া॥ ৫॥
স্বন্যূনপালনেচ্ছানুগ্রহঃ। পরদুঃখহানেচ্ছা কৃপা॥ ৬॥
রোহিণীত্যনেনান্যাঃ পিতৃব্যপত্ন্যাদয়শ্চোপলক্ষ্যন্তে। দেবকী সপত্ন্যাদি

অধিকম্মন্য অর্থাৎ আমি বড় এই রূপ জ্ঞান, শিক্ষা প্রদান কারিত্ব এবং লালকত্বাদি গুণদ্বারা এই বৎসল রসে গুরুবর্গ বিভাব হইয়া থাকেন॥ ৫॥

যথা।

যাঁহারা ভূরি অনুগ্রহযুক্ত চিত্ত দ্বারা লালন বিষয়ে উৎসুক এবং সর্ব্বতোভাবে কৃপাকুল, সেই সকল জগৎগুরুর অগণ্য গুরুগণকে গুরুতর গৌরবসহকারে আশ্রয় করি॥ ৬॥

শ্রীকৃষ্ণের গুরুবর্গের নাম যথা॥

ব্রজরাজ্ঞী, ব্রজেশ্বর, রোহিণী এবং ব্রহ্মা যাঁহাদের পুত্রগণকে হরণ করিয়াছিলেন সেই সকল গোপী, দেবকী ও

দেবকী তৎ সপত্ন্যশ্চ কুন্তী চানকদুন্দুভিঃ।
সান্দীপনিমুখাশ্চান্যে যথা পূর্ব্বমমী বরাঃ।
ব্রজেশ্বরী ব্রজাধীশৌ শ্রেষ্ঠৌ গুরুজনেষ্বিমৌ ॥ ৭ ॥
তত্র ব্রজেশ্বর্য্যা রূপং যথা শ্রীদশমে ॥
ক্ষৌমং বাসঃ পৃথু কটিতটে বিভ্রতী সূত্রনদ্ধং
পুত্রস্নেহস্নুতকুচযুগং জাতকম্পঞ্চ সুভ্রূঃ।
রজ্জ্বাকর্ষশ্রমভুজচলৎ কঙ্কণৌ কুণ্ডলেচ

ভ্যোপ্যানকদুন্দুভে ন্যূনত্বং জ্ঞানাংশাধিক্যেন পুরুষত্বেন চ স্নেহাংশস্যাবরণাৎ। ব্রজেশ্বর্য্যাঃ শ্রেষ্ঠত্বং স্নেহমাত্রপারম্যাৎ। তত্রোক্তং পিতরৌ নান্ববিন্দেতামিত্যাদিনা ॥ ৭ ।

ক্ষৌমং পরম সূক্ষ্মাতসীতন্তুসম্ভবং অতসী স্যাদুমা ক্ষুমা ইত্যমরঃ ॥ ৮ ॥

দেবকীর সপত্নীগণ, তথা কুন্তী, বসুদেব এবং সান্দীপনি মুনি প্রভৃতি অন্যান্য ব্যক্তিগণ ইঁহারাই শ্রীকৃষ্ণের গুরুবর্গ, কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। সমুদায় গুরুবর্গের মধ্যে ব্রজেশ্বরী এবং ব্রজরাজ সর্ব্ব প্রধান ॥ ৭ ॥

তন্মধ্যে ব্রজেশ্বরীর রূপ যথা ॥

শ্রীদশমে ৯ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে ॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! যশোদার স্থূল কটিতটে ক্ষৌমবসন সূত্র দ্বারা বদ্ধ ছিল, পুত্রস্নেহে স্তন হইতে দুগ্ধ প্রস্নুত হইতে ছিল, আর বারম্বার রজ্জু আকর্ষণে বাহুদ্বয় শ্রান্ত হওয়াতে কঙ্কণ চলিত ও কর্ণের কুণ্ডলদ্বয় কম্পিত এবং কবরী হইতে পুষ্পদাম স্খলিত হইতে ছিল। অপর শ্রম

স্বিন্নং বক্ত্রং কবরবিগলন্মালতী নির্ম্মমস্থ ॥ ৮ ॥

যথাবা ॥

ডোরী-জুটিত-বক্রকেশপটলা সিন্দূরবিন্দূল্লসৎ
সীমন্তদ্যুতিরঙ্গভূষণবিধিং ন্যক্তিপ্রভূতং শ্রিতা।
গোবিন্দাস্য নিস্পৃষ্টসাশ্রুনয়নদ্বন্দ্বানবেন্দীবর

নবেন্দীবরেতি ক্রমদীপিকায়াং যথাসংখ্য প্রাপ্তত্বাল্লভ্যতে। তথাহি তত্রাবরণপূজায়াং। ততোযজেদ্দলাগ্রেষু বসুদেবঞ্চ দেবকীং। নন্দগোপং যশোদাঞ্চ ইত্যুক্ত্বা প্রাহ। জ্ঞানমুদ্রাভয়করৌ পিতরৌ পীতপাণ্ডরৌ। দিব্য-মাল্যাম্বরালেপ ভূষণৌ মাতরৌ পুনঃ। ধারয়ন্ত্যৌ চ বরদং পয়সা পূর্ণপাত্রকং। অরুণশ্যামলে হার মণি কুণ্ডল মণ্ডিতে ইতি। যত্তন্তু গৌতমীয়তন্ত্রে। তদ্বহি বসু দেবঞ্চ যশোদাং দেবকীং পুনঃ। বসুদেবো হেমগৌরো বরাভয়করঃ স্থিতঃ। দেবকী শ্যামসুভগা সর্ব্বাভরণশোভনা। যশোদা হেমসঙ্কাশা সিতবস্ত্র যুগান্বিতা। সর্ব্বাভরণসন্দীপ্তা কুণ্ডলোদ্ভাসিতাননা। রোহিণীঞ্চ যজেত্তত্র নন্দং গৌরং সমর্চ্চয়েৎ। বরদাভয়সংযুক্তং সমস্ত পুরুষার্থদমিতি। তদে তত্ত্ব বিচার্য্যং। ইন্দীবরশ্যাম শ্যামরুচিরিতি। ইন্দীবরমিব শ্যামা ন কেবলং

বশতঃ তাঁহার বদন স্বেদ বিন্দুতে অঙ্কিত হইয়া ছিল ॥ ৮ ॥

যথাবা ॥

যিনি রজ্জু দ্বারা বক্রকেশ সমূহ বন্ধন করিয়াছেন, যাঁহার সিন্দুরবিন্দুর দ্বারা সীমন্তের দ্যুতি জাজ্বল্যমান দেখাইতেছে, যাঁহার অঙ্গ সৌষ্ঠব দ্বারা অলঙ্কার সকলের কান্তি তিরস্কৃত হইতেছে, গোবিন্দের বদন নিরীক্ষণেই যাঁহার নয়নযুগল অশ্রুতে আকীর্ণ হইয়াছে এবং যাঁহার নীলপদ্মের ন্যায়

শ্যাম শ্যামরুচি র্বিচিত্রসিচয়া গোষ্ঠেশ্বরী পাতু বঃ ॥ ৯ ॥
বাৎসল্যং যথা।
তনৌ মন্ত্রন্যাসং প্রণয়তি হরে র্গদ্গদময়ী
স বাষ্পাক্ষি রক্ষাতিলকমলিকে কল্পয়তিচ।
সুবানা প্রত্যূষে দিশতিচ ভুজে কার্ম্মণমসৌ
যশোদা মূর্ত্তেব স্ফুরতি সুতবাৎসল্যপটলী ॥ ১০ ॥
ব্রজাধীশস্য রূপং যথা ॥
তিলতণ্ডুলিতৈঃ কচৈঃ স্ফুরন্তং

তাদৃশী[illegible]পিতু শ্যামা রুচির্দীপ্তিশ্চ যস্যা তাদৃশীচ বিশেষণয়োঃ কর্ম্মধারয়ঃ ॥ ৯ ॥
. কার্ম্মণং মূলকর্ম্মরক্ষৌষধমিতি যাবৎ ॥ ১০ ॥
তিলমিশ্রিত তণ্ডুলবদাচরন্তিঃ শ্যামমিশ্র শ্বেতৈরিত্যর্থঃ। অতিচুক্কিল

শ্যামবর্ণ অঙ্গ ও চিত্রবিচিত্র বসন পরিধান, সেই গোষ্ঠেশ্বরী যশোদা আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৯ ॥

যশোদার বাৎসল্য যথা

যশোদা প্রভাতকালে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া স্নেহ ভরে স্তন হইতে দুগ্ধ মোচন পূর্ব্বক বাষ্পাকুল লোচন ও গদ্গদ স্বরে পুত্রাঙ্গে মন্ত্রন্যাস, ললাটে রক্ষা তিলক এবং হস্তে রক্ষা বন্ধন করিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! এতদ্দ্বারা বোধ হইল বাৎসল্য সমূহই যেন যশোদা মূর্ত্তিতে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে ॥ ১০ ॥

ব্রজরাজ নন্দের রূপ যথা ॥

যাঁহার মস্তকের কেশ সকল শ্যাম মিশ্রিত শুক্ল বর্ণ

নবভাণ্ডীরপলাশচারুচেলং।
অতিতুন্দিলমিন্দুকান্তিভাজং
ব্রজরাজং বরকূর্চ্চমর্চ্চয়ামি॥

বাৎসল্যং যথা॥

অবলম্ব্য করাঙ্গুলিং নিজাং
স্খলদঙ্ঘ্রি প্রসরন্তমঙ্গনে।
উরসি স্রবদশ্রুনির্ঝরো
মুমুদে প্রেক্ষ্য সুতং ব্রজাধিপঃ॥

অথোদ্দীপনাঃ॥

কৌমারাদি বয়োরূপবেশাঃ শৈশবচাপলং।

মিতি প্রশংসা বিষয়তয়া স্থূলমিত্যর্থঃ। অতিশব্দঃ প্রশংসায়ামিতি বিশ্বঃ। কূর্চো বিকত্থনে মধ্যে ভ্রুবোঃ শ্মশ্রুণি কৈতব ইতি বিশ্বঃ॥ ১১॥

পরিধেয় বসন নূতন বট পত্রের ন্যায় মনোহর, উদর অতি স্থূল এবং যিনি পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় রূপবান্ ও অনুপম শ্মশ্রু ধারী সেই ব্রজরাজ নন্দকে অর্চ্চনা করি॥

নন্দের বাৎসল্য যথা॥

শ্রীকৃষ্ণ পিতার করাঙ্গুলি ধারণ করিয়া প্রাঙ্গণে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার মৃদু চরণ দৃঢ় রূপে ভূমিতে সংলগ্ন না হইয়া স্খলিত হইতে লাগিল, ব্রজরাজ ঐরূপ গমন শীল পুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়া হৃদয়স্রাবী অশ্রু বিমোচন পূর্ব্বক আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন॥

অথ বাৎসল্য রসে উদ্দীপন॥

কৌমারাদি বয়স, রূপ, বেশ, বাল্যচাঞ্চল্য, মধুর বাক্য

জল্পিত স্মিত লীলাদ্যাঃ বুধৈরুদ্দীপনাঃ স্মৃতাঃ ॥
তত্র কৌমারং ॥
আদ্যং মধ্যং তথা শেষং কৌমারং ত্রিবিধং মতং ॥ ১১ ॥
তত্রাদ্যং ॥
স্থূলমধ্যোরুতাপাঙ্গ শ্বেতিমা স্বল্পদন্ততা।
প্রব্যক্ত মার্দ্দবত্বঞ্চ কৌমারে প্রথমে সতি ॥ ১২ ॥
যথা ॥
ত্রিচতুর দশন স্ফুরন্মুখেন্দুঃ
পৃথুতর মধ্য কটীরকোরু সীমা।

স্থূলং মধ্যং উরু চ যস্য তস্য ভাব স্তত্তা ॥ ১২ ॥
ত্রয়ো বা চত্বারো বা ত্রিচতুরা ইতি সন্দিগ্ধতায়ামেবায়ং বহুব্রীহিঃ। সন্দি-

---

মন্দ হাস্য ও ক্রীড়া প্রভৃতি, পণ্ডিতগণ বাৎসল্য রসে এই সকলকে উদ্দীপন বলিয়া থাকেন ॥

তন্মধ্যে কৌমার যথা ॥

আদ্য, মধ্য ও শেষ ভেদে কৌমার তিন প্রকার হয় ॥১১

তন্মধ্যে আদ্যকৌমার যথা ॥

প্রথম কৌমার অবস্থায় মধ্যভাগ ও উরুদেশের স্থূলতা, নেত্রের অন্তভাগ শুক্লবর্ণ, অল্প অল্প দন্তোদ্গম এবং মৃদুতা প্রভৃতি হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

যথা ॥

যাঁহার তিন চারিটী দন্তে, মুখচন্দ্র শোভা পাইতেছে, যাঁহার মধ্য দেশ ও উরু অতিশয় স্থূল এবং যিনি নব কুবলয়

নবকুবলয়কোমলঃ কুমারো
মুদমধিকাং ব্রজনাথয়োর্ব্যতানীৎ ॥
অস্মিন্ মুহুঃ পদক্ষেপঃ ক্ষণিকে রুদিতস্মিতে।
স্বাঙ্গুষ্ঠপানমুত্তানশয়নাদ্যঞ্চ চেষ্টিতং ॥
যথা ॥
মুখপুট কৃত পাদাম্ভোরুহাঙ্গুষ্ঠমূর্দ্ধ্ব
প্রচল চরণ যুগ্মং পুত্রমুত্তান সুপ্তং।
ক্ষণমিহ বিরুদন্তং স্মেরবক্ত্রং ক্ষণং সা
তিলমপি বিরতাসীন্নেক্ষিতুং গোষ্ঠরাজ্ঞী ॥
অত্র ব্যাঘ্রনখঃ কণ্ঠে রক্ষাতিলকমঞ্জনং ॥

ঘৃতকান্তি সুক্ষ্মত্বব্যঞ্জনার্থ মিতি চত্বাব এব দশনা বক্তুতো বোধ্যন্তে। সীমশব্দে

দল অপেক্ষাও সুকোমল সেই কুমার ব্রজরাজ ও ব্রজেশ্বরীর অতিশয় আনন্দ বিস্তার করিতে লাগিলেন ॥

এই প্রথম কৌমারে বারম্বার পাদনিক্ষেপ, ক্ষণ রোদন ও ক্ষণ হাস্য, স্বীয় অঙ্গুষ্ঠপান এবং উত্তান শয়ন অর্থাৎ চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া থাকা, ইত্যাদি সকলকে চেষ্টা বলে ॥

যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণ উত্তান ভাবে শয়ন করিয়া মুখপদ্মে পদাঙ্গুষ্ঠ, ঊর্দ্ধ দিকে চরণ দ্বয় নিক্ষেপ, ক্ষণ কাল রোদন ও ক্ষণ কাল বা হাস্যবদনে আনন্দাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিলে, ব্রজেশ্বরী যশোদা ঐ প্রকার পুত্র দর্শন বিষয়ে ক্ষণ কালও বিরক্তি ভাব প্রকাশ করেন নাই অর্থাৎ সতৃষ্ণ নেত্রে নিরন্তর নিরীক্ষণ

পট্টডোরী কটৌ হস্তে সূত্রমিত্যাদিমণ্ডনং ॥ ১৩ ॥

যথা ॥

তরক্ষুনখমণ্ডনং নবতমালপত্রদ্যুতিং
শিশুং রুচিররোচনা কৃততমালপত্রশ্রিয়ং।
ধৃতপ্রতিসরং কটিস্ফুরিতপট্টসূত্রস্রজং
ব্রজেশগৃহিণী সুতং ন কিল বীক্ষ্য তৃপ্তিং যযৌ ॥ ১৪ ॥

অথ মধ্যং ॥

দৃক্তটীভাগলকতা নগ্নতা ছিদ্রিকর্ণতা ॥

নাত্রাস্পদং বাচ্যং তেষামাশ্রয় ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

তরক্ষো র্ব্যাঘ্রপ্রায়তয়া তচ্ছব্দেনাত্র ব্যাঘ্র এব বাচনীয়ঃ। দ্বিতীয়ং তমাল পত্রং তিলকং ॥ ১৪ ॥

আনগ্নতা ঈষন্নগ্নতা। সাচাসম্যগাচ্ছাদ্যতা কাচিৎকনগ্নতা চেতি

করিতেছিলেন ॥

এই প্রথম কৌমারে কণ্ঠে ব্যাঘ্রনখ, রক্ষাতিলক, কজ্জল, কটিতে পট্টরজ্জু ও হস্তে সূত্র, এই সকল ভূষণ ॥ ১৩ ॥

যথা ॥

যাঁহার বক্ষে ব্যাঘ্রনখভূষণ, যাঁহার নবতমাল সদৃশ নীল বর্ণ কান্তি; যাঁহার মনোহর গোরোচনার তিলক এবং যিনি হস্তে সূত্র ও কোটিদেশে পট্টরজ্জু দাম ধারণ, করিয়াছিলেন, সেই শিশু সন্তানকে নিরীক্ষণকরিয়া ব্রজরাজ কোন ক্রমেই তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না ॥ ১৪ ॥

অথ মধ্যকৌমার ॥

নেত্র প্রান্তে কেশের অগ্রভাগ পতন, ঈষৎ নগ্নতা অর্থাৎ

কলোক্তী রিঙ্গণাদ্যঞ্চ কৌমারে সতি মধ্যমে ॥ ১৫ ॥

যথা ॥

বিচলদলক রুদ্ধ ভ্রূতটী চঞ্চলাক্ষং
কলবচনমুদঞ্চন্মৃতনঃশ্রোত্র রন্ধ্রং।
অলঘুরচিতরিঙ্গং গোকুলে দিগ্দুকূলং

দ্বিধা। ছিদ্রীতি নিত্যযোগেঽপি তত্রাভিব্যক্তত্বাদুক্তং। রিঙ্গণমেবাদ্যং যত্র তদ্রিঙ্গণাদ্যং কিঞ্চিচ্চরণবিহারাস্থং চরিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

বিচলদ্ভিরলকৈ রুদ্ধে যে ভ্রূতটৌ তত্তল ভাগৌ তত্র চঞ্চলে অক্ষিণী যস্য তং উদঞ্চন্মৃতনযোঃ শ্রোত্রয়ো রন্ধ্রে যস্য। রিঙ্গণাদ্যমিতি যদুক্তং। তত্রত্যং রিঙ্গণং চরণবিহারঞ্চ তন্ত্রেণোদাহরতি অলঘু রচিতরিঙ্গমিতি। তত্র প্রথমে অনল্প রচিতরিঙ্গমিত্যর্থঃ। অনেন প্রথম কৌমারান্তেঽপি স্বল্পং রিঙ্গণং বোধ্যতে। অথ দ্বিতীয়েন লঘ্বপি রচিতো রিঙ্গো যেন তং। কিঞ্চিচ্চরণচর্য্যয়া বিহরন্ত-মিত্যর্থঃ। দিগ্দুকূলমিতি পূর্ব্ববদীষন্নগ্নতা কাদাচিৎকনগ্নতা চেতি জ্ঞেয়ং। তনয়

কখন বস্ত্র পরিধান এবং কখন বিবসন, ছিদ্র কর্ণ, (কান ফোড়া,) মধুর বাক্য ও রিঙ্গণ অর্থাৎ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ চরণ বিন্যাস পূর্ব্বক গমন, ইত্যাদি সকল মধ্যকৌমারে হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

যথা ॥

যাঁহার চূর্ণকুন্তল গুলি ভ্রূতটে পতিত হইয়া লোচন দ্বয়কে চঞ্চল করিতেছে, যাঁহার বাক্য অব্যক্ত ও অতিশয় মধুর, যাঁহার কর্ণ দ্বয়ের ছিদ্র প্রকাশ পাইতেছে এবং যিনি দ্রুত-গমনে স্খলিতগতি ও উলঙ্গ, গোকুল মধ্যে এতাদৃশ পুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়া মাতা যশোদা অমৃত সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া

তনয়মমৃতসিন্ধৌ প্রেক্ষ্য মাতা ন্যমাজ্জীৎ ॥ ১৬ ॥
ঘ্রাণস্য শিখরে মুক্তা নবনীতং করাম্বুজে।
কিঙ্কিণ্যাদিচ কট্যাদৌ প্রসাধনমিহোদিতং ॥
যথা ॥
ক্বণিতকনককিঙ্কিণীকলাপং
স্মিতমুখমুজ্জ্বলনাসিকাগ্রমুক্তং।
করধৃতনবনীতপিণ্ডমগ্রে
তনয়মবেক্ষ্য ননন্দ নন্দপত্নী ॥
অথ শেষং ॥
অত্র কিঞ্চিৎ কৃশং মধ্যমীষৎপ্রথিমভাগুরঃ।

মনু ভবন্তী সা সুধাব্ধৌ বিজর্ষে ইতি বা পাঠঃ ॥ ১৭ ॥
নবনীতং কাদাচিৎকমেব তচ্চ শোভাকরত্বাৎ প্রসাধননির্ব্বিশেষঃ ॥ ১৭ ॥

ছিলেন ॥ ১৬ ॥

মধ্যকৌমারে অলঙ্কার যথা ॥

নাসাগ্রে মুক্তা, হস্ত পদ্মে নবনীত এবং কটি প্রভৃতিতে ক্ষুদ্রঘণ্ঠিকা ॥

যথা ॥

যাঁহার কটিতে শব্দায়মান স্বর্ণময় ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা, বদন ঈষৎ হাস্য যুক্ত, নাসাগ্রে জাজ্বল্যমান মুক্তা এবং যিনি করে নবনীত পিণ্ড ধারণ করিয়াছেন, অগ্রে ঈদৃশ তনয়কে অবলোকন করিয়া নন্দপত্নী আনন্দাতিশয় লাভ করিলেন ॥

অথ শেষকৌমার ॥

শেষকৌমারে মধ্যদেশ ঈষৎ ক্ষীণ, বক্ষঃস্থলের কিঞ্চিৎ

শিরশ্চ কাকপক্ষাঢ্যং কৌমারে চরমে সতি ॥ ১৭ ॥

যথা ॥

স মনাগপচীয়মানমধ্যঃ
প্রথিমোপক্রমশিক্ষণার্থিবক্ষাঃ ।
দধদাকুলকাকপক্ষলক্ষ্মীং
জননীং স্তম্ভয়তিস্ম দিব্যডিম্ভঃ ॥ ১৮ ॥

ধটীফণপটীচাত্র কিঞ্চিদ্বন্যবিভূষণং ।
লঘুবেত্রকরত্বাদি মণ্ডনং পরিকীর্ত্তিতং ॥ ১৯ ॥

অপচীয়মানেতি কর্ম্মকর্ত্তরি প্রয়োগঃ স্বয়ং ক্ষীণী ভবন্মধ্য ইত্যর্থঃ। কাকপক্ষোঽত্র সব্যাপসব্য মধ্যস্থ বেণীত্রয়স্য পৃষ্ঠে যুতিঃ ॥ ১৮ ॥

ধটী স্বল্প বিস্তার বহ্বায়ামঃ পটবিশেষঃ। যঃ খলু বিচিত্র পরিবৃত্তি বাহুল্যেনাধরাঙ্গে বিচ্ছিত্তিং লভতে। ফণপটীপুনতঃ ফণাকারকচ্ছীকরণার্থ পশ্চাদল্প ধটী সংনিভঃ স্যূতপটঃ ॥ ১৯ ॥

বিশালতা এবং মস্তক কাকপক্ষ যুক্ত অর্থাৎ জুল্পীশালী হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

যথা ॥

যাঁহার মধ্যদেশ ঈষৎ ক্ষীণ, বক্ষঃস্থল কিঞ্চিৎ প্রশস্ত এবং যিনি মস্তকে আকুল কাকপক্ষের শোভা ধারণ করিয়াছেন, সেই আশ্চর্য্য বালক জননীকে স্তম্ভিত করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

এই শেষ কৌমারে ধটী অর্থাৎ অল্প পরিসর অথচ বহু দীর্ঘ বস্ত্র বিশেষ, যাহার অগ্রভাগ সর্পফণার ন্যায় কুঞ্চিত, বন্যভূষণ এবং হস্তে ক্ষুদ্রবেত্র ইত্যাদি সকল ভূষণরূপে কীর্ত্তিত হয় ॥ ১৯ ॥

বৎসরক্ষা ব্রজাভ্যর্ণে বয়স্যৈঃ সহ খেলনং।
পাবশৃঙ্গদলাদীনাং বাদনাদ্যত্র চেষ্টিতং ॥ ২০ ॥
যথা ॥
শিখণ্ডকৃতশেখরঃ ফণপটীং কটীরে দধৎ
করে চ লগুড়ীং লঘুং সবয়সাং কুলৈরাবৃতঃ।
অবন্নিহ শকৃৎকরীন্ পরিসরে ব্রজস্য প্রিয়ে
সুতস্তব কৃতার্থয়ত্যহহ পশ্য নেত্রাণি নঃ ॥

পাবঃ সূক্ষ্মবেণুঃ ॥ ২০ ॥

শিখণ্ডেতি সুতস্য গৃহাগমনে বিলম্বমানতাং বীক্ষ্য চন্দ্রশালিকা শিখরমারূঢ়স্য শ্রীব্রজেশস্য স্বভার্য্যামপি ভয়াভিব্যগ্রাং প্রতিবচনং। শকৃৎকরীন্ বৎসান্ ॥ ২১ ॥

ব্রজের নিকট বৎসচারণ, সখাগণের সহিত ক্রীড়া, সূক্ষ্ম বেণু, শৃঙ্গ ও পত্রাদির বাদ্য এই সকল শেষ কৌমারের চেষ্টা ॥ ২০ ॥

যথা ॥

পুত্র বৎসচারণ করিতে গিয়া অপরাহ্নে গৃহে আগমন করিতে বিলম্ব হওয়ায় ব্রজেশ্বর ব্যগ্রচিত্তে চন্দ্রশালিকার উপর আরোহণ পূর্ব্বক ব্যাকুল চিত্তা যশোদাকে কহিলেন প্রিয়ে! কি আশ্চর্য্য। ঐ দেখ তোমার পুত্র মস্তকে ময়ূর-পুচ্ছের চূড়া, কটিতটে ফণাকার পটী এবং হস্তে ক্ষুদ্র লগুড়ী ধারণ পূর্ব্বক প্রিয়বয়স্যবর্গে পরিবৃত হইয়া ব্রজের সমীপে বৎসবৃন্দ রক্ষা করত আমাদের নেত্র সকলের কৃতার্থতা সম্পাদন করিতেছে ॥

অথ পৌগণ্ডং ॥

পৌগণ্ডাদিপূর্ব্বৈরেবোক্তং তেন সংক্ষিপ্য লিখ্যতে ॥

যথা ॥

পথিপথি সুরভীণামংশুকোত্তংসিমূর্দ্ধা

ধবলিমযুগপাঙ্গো মণ্ডিতঃ কঞ্চুকেন।

লঘু লঘু পরিগুঞ্জন্মঞ্জুমঞ্জীরযুগ্মং

ব্রজভুবি মম বৎসঃ কচ্ছদেশাদুপৈতি ॥

অথ কৈশোরং ॥

অরুণিমযুগপাঙ্গস্তুঙ্গবক্ষঃকপাটী

বিলুঠদমলহারো রম্যরোমাবলিশ্রীঃ।

পুরুষমণিরয়ং মে দেবকি শ্যামলাঙ্গ-

অথ পৌগণ্ড ॥

পৌগণ্ডাদি বয়স পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, একারণ এস্থানে সংক্ষেপে লিখিতেছি ॥

যথা ॥

যশোদা কহিলেন দেখ আমার ধবল অপাঙ্গশালী বৎস মস্তকে উষ্ণীষ, গাত্রে কঞ্চুক এবং পদদ্বয়ে মন্দ মন্দ রবকারি মনোহর নূপুর যুগল পরিধান করিয়া সুরভী সকলের সমীপ হইতে পথে পথে বৃন্দাবন ভূমিতে আগমন করিতেছে ॥

অথ কৈশোর ॥

হে যশোদে! যাঁহার অপাঙ্গযুগল অরুণবর্ণ, বক্ষঃস্থল উন্নত, গলদেশে বিলুণ্ঠিত উজ্জ্বল হার এবং রমণীয় রোমা-

সুন্দুদর খনিজন্মা নেত্রমুচ্চৈ র্ধিনোতি ॥
নব্যেন যৌবনেনাপি দীব্যন্ গোষ্ঠেন্দ্রনন্দনঃ।
ভাতি কেবল বাৎসল্যভাজাং পৌগণ্ডভাগিব ॥ ২১ ॥
সুকুমারেণ পৌগণ্ডবয়সা সঙ্গতোঽপ্যসৌ।
কিশোরাভঃ সদা দাস বিশেষাণাং প্রভাসতে ॥ ২২ ॥
অথ শৈশবে চাপলং ॥
পারীর্ভিনত্তি বিকিরত্যজিরে দধীনি
সন্তানিকাং হরতি কৃন্ততি মন্থদণ্ডং।
বহ্নৌ ক্ষিপত্যবিরতং নবনীতমিত্থং

দাসবিশেষাণামিতি তৎ প্রৌঢ়তারূপ স্ফূর্তিমষ লোকপালানামিত্যর্থঃ ॥২২
পারী পানপাত্রমিতি ক্ষীরস্বামী। তচ্চ দুগ্ধাদেক্তেঁয়ং। মৃণ্ময়াচ্ছাদন-

বলী শ্রী, সেই এই তোমার জঠরখনিজন্মা পুরুষরত্ন শ্যাম-লাঙ্গ আমার নেত্রকে অতিশয় রূপে আনন্দিত করিতেছে ॥

গোপেন্দ্রনন্দন নবযৌবনে শোভমান হইলেও বাৎসল্য রস নিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের নিকট পৌগণ্ড বয়ো বিশিষ্টের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

এই শ্রীকৃষ্ণ সুকুমার পৌগণ্ড বয়সে যুক্ত হইলেও দাস বিশেষ সকলের সম্বন্ধে সর্ব্বদা কৈশোর তুল্য প্রকাশিত হয়েন ॥ ২২ ॥

অথ শৈশবে চপলতা ॥

শ্রীকৃষ্ণ দুগ্ধ ভাণ্ডভঙ্গ, প্রাঙ্গণে দধি নিক্ষেপ, সর হরণ, মন্থানদণ্ড ভঙ্গ এবং নিরন্তর অগ্নিতে নবনীত নিক্ষেপ করিয়া

মাতুঃ প্রমোদ ভরমেব হরিস্তনোতি ॥ ২৩ ॥

যথাবা ॥

প্রেক্ষ্য প্রেক্ষ্য দিশঃ সশঙ্কমসকৃন্মন্দং পদং নিক্ষিপ-
ন্নায়াত্যেষ লতান্তরে স্ফুটমিতো গব্যং হরিষ্যন্ হরিঃ।
তিষ্ঠ স্বৈরমজানতীব মুখরে চৌর্য্যভ্রমদ্ভ্রূলতং
ত্রস্তল্লোচনমস্য শুষ্যদধরং রম্যং দিদৃক্ষে মুখং ॥ ২৪ ॥

অথানুভাবাঃ ॥

অনুভাবাঃ শিরোঘ্রাণং করেণাঙ্গাভিমার্জ্জনং।

ভাণ্ডমিতি মাথুবাঃ সন্তানিকা দুগ্ধোপরি জাত তৎসারভাগময় জালিকা। অবিরতমিত্যত্রত্বপি মুহুরিতি পাঠান্তরং দৃশ্যং ॥ ২৩ ॥

স্বৈরং মন্দমচঞ্চলং তিষ্ঠ। মন্দস্বচ্ছন্দযোঃ স্বৈরমেবমপহরিষ্যামীতি ভাবনয়া নানাগতিং দধতৌ ভ্রূলতে যস্য তৎ ॥ ২৪ ॥

এই প্রকারে মাতার আনন্দাতিশয় বিস্তার করেন ॥ ২৩ ॥

যথাবা ॥

মুখরে! ঐ দেখ শ্রীকৃষ্ণ সভয়ে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক অল্প অল্প পদ নিক্ষেপ করত লতাজালে আবৃত হইয়া নিশ্চয় নবনীত হরণার্থ এখানে আসিতেছে অতএব তুমি না জানার মত হইয়া অবস্থিত থাক, আমি উহার চৌর্য্য কম্পিত ভ্রূলতা শালি ত্রাসান্বিত লোচন ও শুষ্ক অধর যুক্ত রমণীয় মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিব ॥ ২৪ ॥

অথ অনুভাব ॥

মস্তক আঘ্রাণ, হস্তদ্বারা অঙ্গ মার্জ্জন, আশীর্ব্বাদ, আজ্ঞা-

আশীর্ব্বাদো নিদেশশ্চ লালনং প্রতিপালনং ।
হিতোপদেশদানাদ্যাঃ বৎসলে পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥
তত্র শিরোঘ্রাণং যথা শ্রীদশমে ॥
তদীক্ষণোৎপ্রেমরসাপ্লুতাশয়া
জাতানুরাগা গতমন্যবো হর্ভকান্ ।
উদগৃহ্য দোর্ভিঃ পরিরভ্য মূর্দ্ধনি
ঘ্রাণৈরবাপুঃ পরমাং মুদং তে ॥
যথা বা ॥

লালনং স্নাপনাদি । প্রতিপালনং রক্ষা ॥ ২৫ ॥

করণ, লালন, প্রতিপালন এবং হিতোপদেশ প্রদান এই সকল বৎসল রসে অনুভাব রূপে কীর্ত্তিত হয় ॥

তন্মধ্যে মস্তক আঘ্রাণ যথা ॥

শ্রীদশমে ১৩ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে ॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! পুত্রগণকে অবলোকন করিবা মাত্র গোপদিগের অনির্ব্বচনীয় প্রেম রস উদগত হইল, তাহাতে তাঁহাদিগের চিত্ত মগ্ন হইয়া পড়িল। লজ্জা ও ক্লেশ হেতু তাঁহারা পুত্রদিগের প্রতি তাড়না করিতে আসিয়াছিলেন কিন্তু নয়নগোচর হইবা মাত্র গতমন্যু হইয়া তদ্বৈপরীত্যে বরং জাতানুরাগ হইলেন, অতএব সেই সকল বালককে গ্রহণ পূর্ব্বক বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া মস্তক আঘ্রাণ করত পরম প্রমোদ প্রাপ্ত হইলেন ॥

যথা বা ॥

স্তন্যেন দিগ্ধা কুচবিচ্যুতেন
সসম্ভ্রমাঘ্রায় শিরঃ সপিঞ্ছং।
করেণ গোষ্ঠেশিতুরঙ্গনেয়-
মঙ্গানি পুত্রস্য মুহুর্মমার্জ ॥
চুম্বাশ্লেষৌ তথাহ্বানং নাম গ্রহণপূর্ব্বকং।
উপালম্ভাদয়শ্চাত্র মিত্রৈঃ সাধারণাঃ ক্রিয়াঃ ॥
অথ সাত্ত্বিকাঃ ॥
নবাত্র সাত্ত্বিকা স্তন্যস্রাবঃ স্তম্ভাদয়শ্চ তে ॥
তত্র স্তন্যস্রাবো যথা শ্রীদশমে ॥
তন্মাতরো বেণুরবত্বরোত্থিতা

ব্রজরাজ গৃহিণী যশোদা ক্ষরিত স্তনদুগ্ধে লিপ্তাঙ্গী হইয়া পুত্রের সপিঞ্ছ মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক তদীয় অঙ্গ সকল বার-ম্বার মার্জন করিতে লাগিলেন ॥

চুম্বন, আলিঙ্গন, নামগ্রহণ পূর্ব্বক আহ্বান এবং মিত্রের সহিত তিরস্কার এই বৎসল রসের সাধারণ কার্য্য ॥

অথ সাত্ত্বিক ॥

পূর্ব্বোক্ত স্তম্ভাদি আট এবং স্তনদুগ্ধ স্রাব, বৎসল রসে এই নয়টী সাত্ত্বিক ॥

তন্মধ্যে স্তন্যস্রাব যথা ॥

শ্রীদশমে ১৩ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে ॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! বৎসপালমাতৃগণও ভগবন্মায়ার মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারা বংশীধ্বনি শ্রবণমাত্র

উদ্‌গৃহ্য দোর্ভিঃ পরিরভ্য নির্ভরং।
স্নেহস্নুতস্তন্যপয়ঃসুধাসবং
মত্বা পরং ব্রহ্মসুতানপায়য়ন্‌॥ ২৫॥
যথা বা ললিতমাধবে॥
নিচুলিত গিরিধাতু স্ফীত পত্রাবলীকা-
নখিল সুরভিরেণূন্‌ ক্ষালয়ন্তি যশোদা।
কুচকলসবিমুক্তৈঃ স্নেহমাধ্বীকমেধ্যৈ-
স্তব নবমভিষেকং দুগ্ধপূরৈঃ করোতি॥ ২৬

নিচুলিতত্বমাচ্ছাদিতত্বং স্নেহ এব মাধ্বীকং যেষু তেচ মেধ্যাশ্চ পরম পবিত্রা স্তে ইতি বিশেষণয়োঃ সমাসঃ। তথাপি পরমাস্বাদ্যৈরিতি ভাবঃ। নবং প্রথমমিত্যভিষেকান্তরং জলৈ র্ভবিষ্যদপ্যনেন পিষ্টপেষী করিষ্যত ইতি

সত্বর উত্থিত হইয়া সেই সকল মায়া রচিত বালককে স্ব স্ব তনয় জ্ঞান করিলেন, পরে পরব্রহ্মের ন্যায় বাহুদ্বারা তুলিয়া লইলেন ও নির্ভর আলিঙ্গন পূর্ব্বক সুধাবৎ সুস্বাদ এবং আসব-বৎ মাদক দুগ্ধ যাহা স্নেহ বশতঃ স্বতঃ প্রস্নুত হইতেছিল তাহা পান করাইতে লাগিলেন॥ ২৫॥

যথাবা ললিতমাধবে॥

হে কৃষ্ণ! গাভীবৃন্দের চরণধূলি দ্বারা তোমার যে সকল সুব্যক্ত গৈরিকাদি ধাতু রচিত পত্রাবলী বিলুপ্ত হইয়াছিল যশোদা কুচ কলস বিমুক্ত স্নেহময় মাধ্বীক তুল্য দুগ্ধ সমূহ দ্বারা তৎ সমুদায় ধূলি প্রক্ষালন পূর্ব্বক তোমার নূতন অভিষেক করিতেছেন॥ ২৬॥

স্তম্ভাদয়ো যথা ॥

কথমপি পরিরব্ধুং ন ক্ষমা স্তব্ধগাত্রী
কলয়িতুমপি নালং বাষ্পপূরপ্লুতাক্ষী।
নচ সুতমুপদেষ্টুং রুদ্ধকণ্ঠী সমর্থা
দধত্তমচলমাসীদ্ব্যাকুলা গোকুলেশা ॥

অথ ব্যভিচারিণঃ ॥

অত্রাপস্মারসহিতাঃ প্রীতোক্তা ব্যভিচারিণঃ ॥

তত্র হর্ষো যথা শ্রীদশমে ॥

ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

গোকুলেশেত্যত্র গোপরাজ্ঞীতি পাঠান্তরং ॥ ২৭ ॥

স্তম্ভাদি যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিলে গোকুলেশ্বরী যশোদা স্তব্ধগাত্রী হইয়া কোনক্রমেই পুত্রকে আলিঙ্গন করিতে সক্ষম হইলেন না, চক্ষুর্জলে পূর্ণ হওয়ায় তদ্দ্বারা আর অবলোকন করিতে পারিলেন না, অধিক কি বলিব বাষ্পবারিতে কণ্ঠ পরিপূর্ণ হেতু আর কোন উপদেশ প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না ॥

অথ ব্যভিচারী ॥

এই বৎসলরসে অপস্মারের সহিত প্রীতরসোক্ত সমুদায় ব্যভিচারী হইয়া থাকে ॥

তন্মধ্যে হর্ষ যথা ॥

শ্রীদশমে ১৭ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে ॥

যশোদা চ মহাভাগা নষ্টলব্ধপ্রজা সতী ।
পরিষ্বজ্যাঙ্কমারোপ্য মুমোচাশ্রুকলাং মুহুঃ ॥ ২৭ ॥
যথা বিদগ্ধমাধবে ॥
জিতচন্দ্রপরাগচন্দ্রিকা
নলদেন্দীবরচন্দনশ্রিয়ং ।
পরিতো ময়ি শৈত্যমাধুরীঃ
বহতি স্পর্শমহোৎসবস্তব ॥
অথ স্থায়ী ॥
সংভ্রমাদিং চ্যুতা যা স্যাদনুকম্প্যেঽনুকম্পিতুঃ ।

চন্দ্রপরাগাদীনাং শ্রীঃ সম্পত্তিঃ। সাপ্যত্র শৈত্যমাধুর্য্যেব। তৎপ্রতি যোগিত্বেন নির্দ্দিষ্টত্বাৎ। চন্দ্রপরাগঃ কর্পূরচূর্ণঃ নলদমুশীরং ॥ ২৮ ॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! যশোদাও মহাভাগ্যবতী যেহেতু নষ্টপুত্র পুনরায় লাভ করিয়া ক্রোড়ে আরোপণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করত মুহুর্মুহুঃ আনন্দাশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ।

যথাবা বিদগ্ধমাধবে ॥

হে কৃষ্ণ! তোমার স্পর্শ মহোৎসব কর্পূরচূর্ণ, জ্যোৎস্না, উশীর (বেণামূল) ইন্দীবর ও চন্দনের শীতলত্ব তিরস্কার করিয়া সর্ব্বতোভাবে আমাকে শৈত্য মাধুর্য্য প্রাপ্তি করাইতেছে ॥

অথ স্থায়ী ॥

অনুকম্পার্হ ব্যক্তির প্রতি অনুকম্পাকারির যে সম্ভ্রম-

রতিঃ সৈবাত্র বাৎসল্যং স্থায়ীভাবো নিগদ্যতে ॥ ২৮ ॥
যশোদাদস্তে বাৎসল্যরতিঃ প্রৌঢ়া নিসর্গতঃ ॥
প্রেমবৎ স্নেহবদ্ভাতি কদাচিৎ কিল রাগবৎ ॥
তত্র বাৎসল্যরতির্যথা শ্রীদশমে ॥
নন্দঃ স্বপুত্রমাদায় প্রোষ্যাগত উদারধীঃ।
মূর্দ্ধ্যবঘ্রায় পরমাং মুদং লেভে কুরূদ্বহ ॥ ২৯ ॥
যথা বা ॥
বিন্যস্ত শ্রুতিপালিরদ্য মুরলী নিস্বান শুশ্রূষয়া

যশোদাদেবিত্যুপলক্ষণং অন্যেষামপি প্রৌঢ়বতীনাং প্রৌঢ়া রাগ পরা-কাষ্ঠাত্মিকা প্রেমাদি বদিতি যথান্যেষাং প্রেমাদয় স্তথা ভাতি প্রতীয়তে অন্তস্তত্ত সদা প্রৌঢ়েবেত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

শূন্যা রতি হয়, তাহাকে বাৎসল্য বলে, এ স্থলে ঐ বাৎসল্য স্থায়ী ভাব রূপে কথিত হয়। ২৮ ॥

যশোদাদির বাৎসল্য রতি স্বভাবতই বৃদ্ধিশীল, কিন্তু উহা কখন প্রেমতুল্য, কখন স্নেহ এবং কখন বা অনুরাগের ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥

তন্মধ্যে বাৎসল্য রতি যথা ॥

শ্রীদশমে ৬ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে ॥

হে রাজন্! উদার বুদ্ধি নন্দ প্রবাস হইতে আগমন করিয়া স্বীয় তনয়কে গ্রহণ পূর্ব্বক মস্তক আঘ্রাণ করত পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২৯ ॥

যথা বা ॥

ব্রজেন্দ্রগৃহিণী যশোদা অদ্য মুরলীরব শ্রবণ মানসে

ভূয়ঃ প্রস্রববর্দ্ধিনী দ্বিগুণিতোৎকণ্ঠা প্রদোষোদয়ে।
গেহাদঙ্গনমঙ্গনাৎ পুনরসৌ গেহং বিশন্ত্যাকুলা
গোবিন্দস্য মুহুর্ব্রজেন্দ্রগৃহিণী পন্থানমালোক্যতে ॥ ৩০ ॥
প্রেমবদ্যথা ॥
প্রেক্ষ্য তত্র মুনিরাজমণ্ডলৈঃ
স্তূয়মানমপি মুক্তসম্ভ্রমা।
কৃষ্ণমঙ্কমভি গোকুলেশ্বরী
প্রস্নুতা কুরুভুবি ন্যবীবিশৎ ॥ ৩১ ॥

পালিঃ কর্ণলতাগ্রে স্যাদিতি বিশ্বঃ তদ্বিন্যাসে নতু সমগ্র কর্ণ বিন্যাসে এব লক্ষ্যতে ॥ ৩০ ॥

প্রেক্ষ্য পরম্পরয়া বুদ্ধ্বেত্যর্থঃ। অন্তর্বাস এব তস্যা মিলনৌচিত্যং স্যাৎ প্রেক্ষাচ বুদ্ধিরুচ্যতে। কুরুভুবি ন্যবীবিশদিত্যেব পাঠঃ ॥ ৩১ ॥

কর্ণাগ্রে বিন্যস্ত করিয়াছিলেন কিন্তু প্রদোষ কালে ঐ মুরলী-রব পুনঃ শ্রবণার্থ দ্বিগুণতর উৎকণ্ঠা বর্দ্ধিত হওয়ায় স্তন হইতে দুগ্ধ মোচন করিতে করিতে গৃহ হইতে অঙ্গন ও অঙ্গন হইতে গৃহে প্রবেশ করত ব্যাকুল চিত্তে বারম্বার গোবিন্দের পথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

প্রেমবৎ যথা ॥

প্রধান প্রধান মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণের মহিমা সূচক স্তব করিতেছিলেন, গোকুলেশ্বরী পরম্পরায় তদীয় মাহাত্ম্য অবগত হইয়া মুক্ত সম্ভ্রমে স্তনদুগ্ধদ্বারা কঞ্চুলিকা আর্দ্রীভূত করত কুরুক্ষেত্রে গিয়া প্রবেশ করিলেন ॥ ৩১ ॥

যথাবা ॥

দেবক্যা বিবৃত প্রসূচরিতয়াপ্যুল্লসজ্জ্যমানাননে
ভূয়োভি র্বসুদেবনন্দনতয়াপ্যুদ্ঘুষ্যমাণে জনৈঃ।

উল্লসজ্জ্যমানানন ইতি বল্লবনাথয়ো র্মিলনসুখেন তদাননস্তারাকলিপ্ততাং ব্যঞ্জয়তি মিহিরেতি। মিহিরগ্রহং নিমিত্তীকৃত্য যা উৎসুকতা বল্লবনাথা-বপ্যত্রাগমিষ্যত ইতি তযোর্দর্শনোৎকণ্ঠা তযেত্যর্থঃ। প্রেমস্ত উল্লাসে হেতুঃ স্বাভাবিক ভাব প্রেরিতায়া স্তত্তদ্বিবোধিন্যা যুক্তেঃ স্ফুরণমেব জ্ঞেয়ং। কংস বধাৎ পূর্ব্বমপ্রতভেদবার্ত্তানাং শ্রীব্রজেন্দ্রাদীনাং তদ্বধাহূত্তবমস্তা ষ্টামষ্টমো গর্ভো হন্তা যাসিত্যাকাশবাণী প্রামাণ্যমাত্রেণ শ্রীকৃষ্ণে স্বান্বয়তাং বদৎসু স্বপুত্র পরিবৃত্তিবার্ত্তয়া ব্যক্তয়াতু পুনস্তদুপাদান মন্যায্যং স্যাদিতি তাং গোপায়ৎসু তৎপরিবৃত্তিসূচক হরিবংশরীত্যা গুপ্ততয়া নারদেন কংসং প্রতি কৃতং ভেদমপি গোপয়ৎসু যাদবেষু সা যুক্তিরীদৃশী। অস্যাস্ত্বামষ্টম ইত্যাদিকং খলু কিং ময়া হতয়া মন্দ জাতঃ খলু তবান্তকৃৎ। যত্র কচিৎ পূর্ব্ব শত্রুরিতি দেবীবাণ্যা ব্যভিচারিতং কংসেনাপি তথা সূচিতং। দৈবমপ্যনৃতং ব্যক্তি ন মর্ত্যা এবেতি। যদিচ কিমপ্যত্র সন্দর্শাস্তবং স্যাত্তদা সর্ব্বপ্রাবঞ্চকশীলেন নিরুপাধি বন্ধুভাব ভাবিতেন বসুদেবেন। দিষ্ট্যা ভ্রাতঃ প্রবয়স ইদানীমপ্র-জস্য তে। প্রজাশযা নিবৃত্তস্য প্রজা যৎ সমপদ্যত ইত্যাদিকং ন প্রোচ্যতে তস্মাদাথা প্রাগয়ং বসুদেবস্য কচিজ্জাত স্তবাত্মজ ইতি গর্গেণাত্র প্রোক্তং তথা তত্রাপি নূনং প্রোক্তমিতি সংপ্রতি স্বকার্য্য সাধনার্থমেব প্রাচীনমর্ব্বা-

---

যথাবা ॥

শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্য গ্রহণে উৎসুকান্বিত হইয়া কুরুক্ষেত্রে আগমন করিলে লোক সকল দেবকীনন্দন বলিয়া উল্লেখ করিতে লাগিল, তাহাতে ঐ দেবকী দেবী জননীযোগ্য-

গোবিন্দে মিহিরগ্রহোৎসুকতয়া ক্ষেত্রং কুরোরাগতে
প্রেম্না বল্লবনাথয়োরতিতরামুল্লাসমেবাযযৌ ॥ ৩২ ॥

স্নেহবদ্যথা ॥

পীযূষদ্যুতিভি স্তনাদ্রিপতিতৈঃ ক্ষীরোৎকরৈর্জাহ্নবী
কালিন্দীচ বিলোচনাব্জজনিতৈর্জাতাঞ্জনশ্যামলৈঃ ।

চীনমেব স্ববিবিচ্য স্বান্বয়ত্বমাত্রং তে প্রচারয়ামাসুঃ ভবতাং নাম তত্তদপি যতঃ স্বপুত্রে যোগ্যা জনা যদি পুত্রবদাচরন্তি তদা পিত্রোঃ সুখমেব স্যাৎ কিমুত প্রেম্না বাভ্যামভিন্ন-বসুদেবদেবক্যো। তদেতদনুসন্ধায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেনাপ্যেতদুক্তং। যাত যূয়ং ব্রজং তাত বয়ঞ্চ স্নেহ দুঃখিতান্। জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখমিতি। তস্মাৎ সুহৃৎসু বসুদেবাদিষস্মাভি র্যাবত্তৎ সুখবিধানং কার্য্যং ভবদ্ভিস্তাবৎ গাম্ভীর্য্যং কার্য্যমিতি সূচিতং। শ্রীমদুদ্ধবং প্রতিচ রহস্যৈবৈ নিজহার্দ্দমুক্তং। গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্যোত্যাদৌ পিত্রোর্ন প্রীতিমাবহেতি। যত্তু কুরুক্ষেত্র যাত্রায়াং শ্রীদেবক্যা শ্রীযশোদাং প্রতি এতাবদৃষ্টপিতরাবিত্যুক্তং তত্রাপ্যনয়া তৎক্ষণ মিলিত চির বিযুক্ত পুত্রয়া নাবধানং কৃতমিতি গম্যতে। যত এবান্তরং ন কিঞ্চিদপ্যুক্তমিতি দিক্ ॥ ৩২ ॥

পীযূষেতি সূর্য্যোপরাগযাত্রাব্যাজেন স্বপুত্রদর্শনোৎকণ্ঠয়া ব্রজন্ত্যাং ব্রজেশ্বর্য্যাং কস্যাশ্চিৎ পরিচিতচর তাপস্যা বচনং। ক্ষীরং দুগ্ধং জলঞ্চ। মধ্যমো মধ্যভাগঃ

স্নেহ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বদন মার্জন করিয়া দিলেন, পুনরায় লোকে বসুদেব নন্দন বলিয়া আহ্বান করিলে নন্দ ও যশোদার প্রেম অতিশয় রূপে উল্লাস প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৩২ ॥

স্নেহবৎ যথা ॥

সূর্য্যোপরাগ যাত্রাচ্ছলে স্বপুত্র দর্শনোৎকণ্ঠায় গমন কারিণী ব্রজেশ্বরীর প্রতি কোন পূর্ব্বপরিচিত তপস্বিনী কহিলেন হে ব্রজরাজরাজ্ঞি! তোমার স্তনপর্ব্বত হইতে

আরান্মধ্যমবেদিমাপতিতয়োঃ ক্লিন্না তয়োঃ সঙ্গমে
বৃত্তাসি ব্রজরাজ্ঞি তৎ সুতমুখপ্রেক্ষাং স্ফুটং বাঞ্ছসি ॥৩৩

রাগবদ্যথা ॥

তুষারতি তুষানলোপ্যুপরি তস্য বদ্ধস্থিতি
র্ভবন্তমবলোকতে যদি মুকুন্দ গোষ্ঠেশ্বরী।
সুধাম্বুধিরপি স্ফুটং বিকট কালকূটত্যলং
স্থিতা যদি ন তত্র তে বদনপদ্মমুদ্বীক্ষ্যতে ॥

সএব বেদিস্তাং। পক্ষে মধ্যবেদিং প্রাপ্তাং ॥ ৩৩ ॥

হে মুকুন্দ গোষ্ঠেশ্বরী যদি ভবন্তমবলোকতে তদা তুষানলোঽপি তুষারতি তুষারবদাচরতি কীদৃশী সত্যবলোকতে তত্রাহ তস্য তুষানলস্যোপরি বদ্ধস্থিতি রিত্যন্বয়ঃ। এবমুত্তরত্রাপি ॥ ৩৪ ॥

অমৃত সদৃশ ক্ষীর সমূহ পাত হইয়া তদ্দ্বারা জাহ্নবী এবং শ্যামল বর্ণ অঞ্জন মিশ্রিত অশ্রু সমূহে কালিন্দী উৎপন্ন হইয়া মধ্যভাগে পতিত হইয়াছে, তুমি ঐ দুয়ের সঙ্গমে আর্দ্রী ভূতা হইয়া কেন আর স্পষ্টরূপে সন্তান মুখ দেখিতে ইচ্ছা করিতেছ ॥ ৩৩ ॥

অনুরাগের ন্যায় যথা

হে মুকুন্দ ! গোষ্ঠেশ্বরী যদি তুষানলের উপরি অবস্থিত হইয়াও তোমার মুখপদ্ম দেখিতে পান, তাহা হইলে ঐ তুষানল তাঁহার সম্বন্ধে হিম সদৃশ হয়, আর যদি তিনি অমৃত সমুদ্রের উপর দণ্ডায়মান হইয়া তোমার মুখপদ্ম না দেখিতে পান তাহা হইলে ঐ অমৃত সাগরও তাঁহার সম্বন্ধে কালকূট সদৃশ হইয়া থাকে ॥

অথাযোগে উৎকণ্ঠিতং ॥
বৎসস্য হন্ত শরদিন্দুবিনিন্দি বক্ত্রং
সম্পাদয়িষ্যতি কদা নয়নোৎসবং নঃ।
ইত্যচ্যুতে বিহরতি ব্রজবাটিকায়া
মুর্বী ত্বরা জয়তি দেবকনন্দিনীনাং ॥ ৩৪ ॥
যথাবা ॥
ভ্রাতস্তনয়ং ভ্রাতুর্মম সন্দিশ গান্ধিনীপুত্র।
ভ্রাতৃব্যেষু বসন্তী দিদৃক্ষতে ত্বাং হরে কুন্তী ॥
অথ বিয়োগো যথা শ্রীদশমে ॥

ভ্রাতৃব্যেষু শত্রুষু ॥ ৩৫ ॥

অযোগে উৎকণ্ঠিত যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাটিকায় বিহার করিতে থাকিলে হায়! বৎসের শরদিন্দু বিনিন্দিত বদন কবে আমাদের নয়নানন্দ সম্পাদন করিবে? এইরূপ দেবকনন্দিনীদিগের গুরুতর ত্বরা, জয় যুক্ত হউক ॥ ৩৪ ॥

যথাবা ॥

কুন্তীদেবী কহিলেন হে ভ্রাতঃ অক্রূর! আমার ভ্রাতৃপুত্র মুকুন্দকে বলগা যে, হে হরে! কুন্তী শত্রুমধ্যে বাস করিয়া রহিয়াছেন, কবে তিনি তোমাকে দেখিতে পাইবেন ॥

অথ বিয়োগ যথা ॥

শ্রীদশমে ৪৬ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে ॥

যশোদা বর্ণ্যমানানি সুতস্য চরিতানিচ।
শৃণ্বন্ত্যশ্রূণ্যবাস্রাক্ষীৎ স্নেহস্নুতপয়োধরা॥
যথাবা॥
যাতে রাজপুরং হরৌ মুখতটী ব্যাকীর্ণ ধূম্রালকা
পাশ্য প্রস্তুতনুঃ কঠোরলুঠনৈ র্দেহে ব্রণং কুর্ব্বতী।
ক্ষীণা গোষ্ঠমহীমহেন্দ্রমহিষী হা পুত্র পুত্রেত্যসৌ
ক্রোশন্তী করয়ো র্যুগেন কুরুতে কষ্টাদুবস্তাড়নং॥
বহূনামপি সম্ভাবে বিয়োগেঽত্রতু কেচন।
চিন্তা বিষাদ নির্ব্বেদ জাড্য দৈন্যানি চাপলং।
উন্মাদ মোহাবিত্যাদ্যা অত্যুদ্রেকং ব্রজন্ত্যমী॥ ৩৫॥

উদ্ধব কর্ত্তৃক বর্ণিত পুত্রের চরিত্র শ্রবণ করিতে করিতে যশোদা স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরণ পূর্ব্বক অশ্রু সকল মোচন করিতে লাগিলেন॥

যথাব॥

শ্রীকৃষ্ণ কংসরাজপুরে গমন করিলে ঐ দেখ গোকুল-রাজগৃহিণী যশোদা ইতস্ততঃ পতিত অলকায় আচ্ছন্নমুখী হইয়া বিবশদেহে কঠোররূপে ভূমিলুণ্ঠন করাতে অঙ্গে ব্রণ সকল উৎপন্ন হইল এবং ক্ষীণদেহে হা পুত্র! হা পুত্র! বলিয়া চীৎকার করত দৃঢ়রূপে বক্ষঃ তাড়না করিতে লাগিলেন॥

এই বিয়োগে বহু বহু ব্যভিচারি ভাব সম্ভাবনা থাকিলেও এখানে কেবল চিন্তা, বিষাদ, নির্ব্বেদ, জাড্য, দৈন্য, চপলতা উন্মাদ ও মোহ এই সকলের উদ্রেক হইয়া থাকে॥ ৩৫॥

তত্র চিন্তা ॥

মন্দস্পন্দমভূৎ ক্লমৈরলঘুভিঃ সন্দালিতং মানসং
দ্বন্দ্বং লোচনয়োশ্চিরাদ বিচল ব্যাভুগ্ন তারং স্থিতং।
নিশ্বাসৈঃ শ্রবদেব পাকময়তে স্তন্যঞ্চ তপ্তৈরিদং
নূনং বল্লবরাজ্ঞি পুত্রবিরহোদ্ঘূর্ণাভিরাক্রম্যসে ॥ ৩৬ ॥

বিষাদঃ ॥

বদনকমলং পুত্রস্যাহং নিমীলতি শৈশবে
নবতরুণিমারম্ভোন্মৃষ্টং ন রম্যমলোকয়ং।

মন্দস্পন্দমিতি শ্রীকৃষ্ণস্য বনগমনে কস্যাশ্চিদ্বচনং। সন্দালিতং বদ্ধং নিশ্বাসৈঃ শ্রবদেবেত্যাদি পাঠ এব পুত্রবিরহসূচকঃ ॥ ৩৬ ॥

বদনেতি শ্রীকৃষ্ণস্য দ্বারকায়াং গার্হস্থ্যনিষ্ঠাং শ্রুত্বা শ্রীব্রজেশ্বরীবচনং ॥৩৭॥

তন্মধ্যে চিন্তা যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণ বনগমন করিলে কোন ব্যক্তি কহিলেন হে গোপরাজ্ঞি! তোমার স্পন্দন মন্দ হইয়াছে, নিরতিশয় ক্লেশে মানস বদ্ধ দেখিতেছি, লোচনদ্বয়ের তারা বহুকাল যাবৎ ভুগ্ন ও স্থির হইয়া রহিয়াছে এবং উষ্ণ নিশ্বাসে স্তন্য-দুগ্ধ পক্ব হইয়া ক্ষরিত হইতেছে অতএব হে যশোদে! বোধ করি পুত্রবিরহজনিত উদ্ঘূর্ণায় তুমি আক্রান্তা হইয়াছ ॥৩৬॥

বিষাদ ॥

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গার্হস্থ্য ধর্ম্মে রত হইয়া রহিয়াছেন শুনিয়া ব্রজেশ্বরী কহিলেন, হায়! শৈশব অতিবাহিত হইয়া তরুণিমারম্ভে পুত্রের মার্জিত রমণীয় মুখকমল অবলোকন

অভিনব বধূযুক্তশ্চামুং ন হর্ম্ম্যমবেশয়ং
শিরসি কুলিশং হন্ত ক্ষিপ্তং শ্বফল্কসুতেন মে ॥ ৩৭ ॥
নির্ব্বেদঃ ॥
ধিগস্তু হত জীবিতং নিরবধিশ্রিয়োহপ্যদ্য মে
যয়া নহি হরেঃ শিরঃ স্নুতকুচাগ্রমাঘ্রায়তে।
সদা নবসুধাদুহামপি গবাং পরার্দ্ধঞ্চ ধিক্
স লুঞ্চতি ন চঞ্চলঃ সুরভিগন্ধি যাসাং দধি ॥
জাড্যং ॥
যঃ পুণ্ডরীকেক্ষণ তিষ্ঠতস্তে

ধিগস্ত্বিতি বিবহচিন্তয়া চিন্তানবস্থানাত্তদ্বাৎসল্য স্ফূর্ত্তিময়ং বচনং। যত এব স লুঞ্চতীত্যুক্তং। সদা নবসুধাদুহামিত্যেব পাঠো ধিক্কা বপোষকঃ ॥ ৩৮ ॥

করিলাম না এবং নববধূযুক্ত ঐ পুত্রকে গৃহমধ্যেও প্রবেশ করাইলাম না, অক্রূর যে আমার মস্তকে বজ্র নিক্ষেপ করিল ॥ ৩৭ ॥

নির্ব্বেদ ॥

নিরবধি সম্পত্তি শালিনী আমার আজ্ জীবনকে ধিক্, যে হেতু স্তনাগ্র ক্ষরিত হরিমস্তক আমি আঘ্রাণ করিলাম না এবং সর্ব্বদা নবসুধা দোহন কারিণী পরার্দ্ধ সংখ্যা গো সকলকেও ধিক্, সেই চঞ্চল হরি যাহাদের সুগন্ধি দধি হরণ করিলেন না ॥

জাড্য ॥

হে পুণ্ডরীকেক্ষণ! তুমি যখন গোকুলে অবস্থিত ছিলা

গোষ্ঠে করাম্ভোরুহমণ্ডনোঽভূৎ।
তং প্রেক্ষ্য দণ্ডং স্তিমিতেন্দ্রিয়াদ্য-
দণ্ডাকৃতিস্তে জননী বভূব॥
দৈন্যং॥
যাচতে বত বিধাতরুদস্রা
ত্বাং রদৈস্তৃণমুদস্য যশোদা।
গোচরে সকৃদপি ক্ষণমক্ষ্ণোঃ-
রদ্য মৎসর সমানয় বৎসং॥ ৩৮॥
চাপলং॥
কিমিব কুরুতে হর্ম্ম্যে তিষ্ঠন্নয়ং নিরপত্রপো

কিমিবেত্যাদি দুঃখময়ং শ্রীব্রজেশ্বরীবাক্যং। মুদেতি হাস্যপূর্ব্বকমিত্যর্থঃ।

সেই সময় তোমার হস্তপদ্মের ভূষণস্বরূপ যে দণ্ড ছিল তাহা অবলোকন করিয়া আজ তোমার জননী নিশ্চলেন্দ্রিয় হইয়া দণ্ডাকার হইয়াছেন॥

দৈন্য॥

হে বিধাতঃ! যশোদা অশ্রু মোচন করিতে করিতে দন্তে তৃণ ধারণ পূর্ব্বক তোমাকে প্রার্থনা করিতেছেন যে, হে মৎসর! আজ্ ক্ষণকালের নিমিত্ত বৎস কৃষ্ণকে নয়নদ্বয়ের গোচরে আনয়ন কর॥ ৩৮॥

চাপল॥

যশোদা নন্দকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন এই নির্লজ্জ অট্টালিকার উপরে অবস্থিত হইয়া কি করিতেছেন, আনন্দ

ব্রজপতিরিতি ব্রূতে মুগ্ধোঽয়মত্র মুদা জনঃ।
অহহ তনয়ং প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়ং পরিহৃত্য তং
কঠিন হৃদয়ো গোষ্ঠে স্বৈরী প্রবিশ্য সুখীয়তি ॥ ৩৯ ॥
উন্মাদঃ ॥
ক মে পুত্রো নীপাঃ কথয়ত কুরঙ্গাঃ কিমিহ বঃ
স বভ্রামাভ্যর্ণে ভণত তদুদন্তং মধুকরাঃ।
ইতি ভ্রামং ভ্রামং ভ্রমভরবিদূনা যদুপতে

. অত্র জগতি মুগ্ধো জনো দেশান্তবন্ধু বিপক্ষরূপঃ। তদিদমপি দুঃখেন বিতর্ক মথমেব। তস্ত তাদৃশ বচনং যুক্তমেবেত্যাহ অহহেতি ॥ ৩৯ ॥

ক মে পুত্র ইত্যাকস্মাম্মথুবাত স্তং পলায়নং শ্রুত্বা তস্যা বচনং। উদন্তঃ

সহকারে মুগ্ধলোকে ইহাঁকে ব্রজপতি বলিয়া থাকে, কি আশ্চর্য্য! প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর পুত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই কঠিনহৃদয় স্বেচ্ছাচারে গোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া সুখানুভব করিতেছেন ॥ ৩৯ ॥

উন্মাদ ॥

কোন ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের নিকট যশোদার উন্মাদ অবস্থা বর্ণন করিতেছেন যথা—অহে কদম্ব বৃক্ষগণ! আমার পুত্র কোথায় বল, হে কুরঙ্গসকল! কৃষ্ণ কি তোমাদের নিকট দিয়া গমন করিয়াছে, ভ্রমরনিকর! তোমরাও তাহার বার্ত্তা-বল, হে যদুপতে! যশোদা ভ্রমভরে অতিশয় কাতরা হইয়া চতুর্দ্দিকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বিচরণ করিতেছেন ॥

ভবন্তং পৃচ্ছন্তী দিশি দিশি যশোদা বিচরতি ॥

মোহঃ ॥

কুটুম্বিনি মনস্তটে বিধুরতাং বিধৎসে কথং
প্রসারয় দৃশং মনাক্ তব সুতঃ পুরো বর্ত্ততে।
ইদং গৃহিণি মে গৃহং ন কুরু শূন্যমিত্যাকুলঃ
স শোচতি তব প্রসূং যদুকুলেন্দ্র নন্দঃ পিতা ॥

অথ যোগে সিদ্ধিঃ ॥

বিলোক্য রঙ্গস্থলমঙ্গমঙ্গমং
বিলোচনাভীষ্টবিলোকনং হরিং।
স্তনৈ্যরসিঞ্চন্নবকঞ্চুকাঞ্চলং
দেব্যঃ ক্ষণাদানকদুন্দুভিপ্রিয়াঃ ॥

বার্ত্তাং ॥ ৪০ ॥

মোহ ॥

হে কুটুম্বিনি! কেন বৃথা মনোমধ্যে কাতরতা বিধান করিতেছ, একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, তোমার পুত্র অগ্রে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, হে গৃহিণি! আমার গৃহ শূন্য করিও না, হে যদুকুলেন্দ্র! তোমার পিতা নন্দ ব্যাকুল হইয়া তোমার জননীর নিকট এইরূপ শোক প্রকাশ করিতেছেন ॥

অথ যোগে সিদ্ধি ॥

বসুদেবের পত্নীগণ রঙ্গস্থলে সমুপস্থিত নয়নাভীষ্টপ্রদ শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া ক্ষণকালের মধ্যে দুগ্ধধারা নব কঞ্চুলিকার অঞ্চল সেচন করিতে লাগিলেন ॥

তুষ্টি র্যথা প্রথমে ॥

তাঃ পুত্রমঙ্কমারোপ্য স্নেহস্নুতপয়োধরাঃ।
হর্ষবিহ্বলিতাত্মানঃ সিষিচু র্নেত্রজৈ র্জলৈঃ ॥ ৪০ ॥

যথা বা ললিতমাধবে ॥

নয়নয়োঃ স্তনয়োরপি যুগ্মতঃ
পরিপতদ্ভিরসৌ পয়সাঞ্জরৈঃ।
অহহ বল্লবরাজগৃহেশ্বরী
স্বতনয়ং প্রণয়াদভিষিঞ্চতি ॥ ৪১ ॥

স্থিতি র্যথা বিদগ্ধমাধবে ॥

বল্লবরাজবিলাসিনীত্যত্র বল্লবরাজগৃহেশ্বরীতি পাঠান্তরং ॥ ৪১ ॥

তুষ্টি যথা ॥

প্রথমস্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে ॥

শ্রীকৃষ্ণ মাতৃগণকে প্রণাম করিলে তাঁহারা তাঁহাকে ক্রোড়ে লইলেন, তাহাতে স্নেহভরে তাঁহাদের স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিতে লাগিল, অতএব সকলে হর্ষে বিহ্বল হইয়া অশ্রু জলে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥

যথা বা ললিতমাধবে ॥

অহো! গোপরাজগৃহেশ্বরী যশোদা প্রীতিনিবন্ধন নয়নদ্বয় ও স্তনদ্বয় হইতে ক্ষরিত জল ও দুগ্ধ ধারা দ্বারা স্বীয় তনয়কে অভিষেক করিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥

স্থিতিযথা বিদগ্ধমাধবে ॥

অহহ কমলগন্ধেরত্র সৌন্দর্য্যবৃন্দে
বিনিহিতনয়নেয়ং ত্বন্মুখেন্দো মুকুন্দ ।
কুচকলসমুখাভ্যামম্বরক্লোপসম্বা
তব মুহুরতি হর্ষাদ্বর্ষতি ক্ষীরধারাং ॥

অম্বরক্লোপমম্বর মাত্র্যিন্বেতার্থঃ। অনয়া স্থিত্যা নিত্যস্থিতি রপি প্রত্যাগমনানন্তরং প্রেয়ো রসান্ত সূচিত সিদ্ধান্তবত্ত্বমেয়া। কিঞ্চিত্তু বিশদাত্তে তত্র সত্যসঙ্কল্পতয়া বেদাদিগীতস্য তস্য জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখমিতি প্রত্যাগমনসংকল্পঃ শ্রীদশমে স্পষ্ট এব তত্র দ্রষ্টুমিতি দর্শনস্য পুরুষার্থত্বেন নির্দ্দেশো নিত্যাবস্থায়িত্বং বোধয়তি যদ্বা দ্রষ্টুমিতি দর্শনবিষয়ী ভবিতুমিত্যর্থঃ। তথাপি ভূমন্ মহিমাগুণস্য তে বিবোদ্ধুং মর্হত্যমলান্তরাত্মভিবিত্যত্র বিবোদ্ধুং বোধবিষয়ী ভবিতুমিতিবং। তদে তদেব বিবৃতং শ্রীমদুদ্ধবেন। হত্বা কংসং রঙ্গমধ্যে প্রতীপং সর্ব্বসাত্বতাং। যদাহ বঃ সমাগত্য কৃষ্ণঃ সত্যং করোতি তৎ। আগমিষ্যত্যদীর্ঘেণ কালেন ব্রজমচ্যুতঃ। প্রিয়ং বিধাস্যতে পিত্রোর্ভগবান্ সাত্বতাং পতিরিতি। অত্র পিত্রোঃ প্রিয়বিধানং খলু সদা তৎ সংযোগ এবেতি। তদেতদাগমন সময়স্ত দন্তবক্র বধানন্তরমেব। যথা সূচিতং স্বয়মেব। অপি স্মরথ নঃ সখ্যঃ স্বানা-মর্থচিকীর্ষয়া। গতাংশ্চিরায়িতান্ শত্রুপক্ষক্ষপণচেতস ইতি। তদিদং শত্রুবধান্তে দন্তবক্রেঽপি শাস্তে নিজাগমনং ভাবীতি কুরুক্ষেত্রযাত্রায়াং শ্রীভগ-বদ্বচনং। যাত্রা চেয়ং দন্তবক্রবধাৎ পূর্ব্বমেব। অত্র বনপর্ব্ব রীত্যা সাম্ববধ-সহিতস্তাস্ত দন্তবক্রবধস্ত সমকাল মেবহি পাণ্ডবানাং বনগমনং। তেষাং আগমনানন্তরমেবচ ভীষ্মাদি বধময় ভারতযুদ্ধং। সা যাত্রাচ ভীষ্মাদ্যাগমন-ময়ীতি। তথা শ্রীবলদেবতীর্থযাত্রা কুরুক্ষেত্রযাত্রাতঃ পূর্ব্বং পঠিতা তত্তীর্থ

হে মুকুন্দ ! যশোদা পদ্মগন্ধ বিশিষ্ট তোমার মুখচন্দ্রের সৌন্দর্য্যবৃন্দে নয়ন নিক্ষেপ্ করিয়া অতিশয় হর্ষ সহকারে কুচ-কলসমুখবর্ত্তি বসন আর্দ্র করিয়া বারম্বার ক্ষীরধারা বর্ষণ

যাত্রাচ দুর্য্যোধনবধদিনে পূর্ণেতি। দন্তবক্রবধানন্তরং প্রত্যাগমনঞ্চ তস্য পাদ্মোত্তরখণ্ডে স্ফুটং দৃশ্যতে। কৃষ্ণোঽপি তং হত্বা যমুনামুত্তীর্য্য নন্দব্রজং গত্বা সোৎকণ্ঠৌ পিতরাবাভিবাদ্যাশ্বাস্য তাভ্যাং সাশ্রুকণ্ঠমালিঙ্গিতঃ সকল গোপ বৃদ্ধান্ প্রণম্যাশ্বাস্য বহুবস্ত্রাভরণাদিভি স্তত্রস্থান্ সর্ব্বান্ সন্তর্পয়ামাসেতি গদ্যেন। অতঃ শ্রীভাগবতেচ ভারতযুদ্ধানন্তরং শ্রীকৃষ্ণস্য দ্বারকাপ্রবেশে প্রথম-স্কন্ধস্থ দ্বারকাপ্রজাবচনং যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবান কুরূন্মধূন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া। তত্রাব্দকোটিপ্রতিমঃ ক্ষণো ভবেদ্রবিং বিনাক্ষ্ণোরিব নস্তবাচ্যুতেতি। তত্র মধূন মথুরাংশ্চেতি স্বামি টীকাচ সুহৃদশ্চ তদা তত্র শ্রীব্রজস্থা এব। তত্র যোগ প্রভাবেন নীত্বা সর্ব্বজনং হরিরিতি সম্বন্ধাৎ। বলভদ্রঃ কুরুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ রথ-মাস্থিতঃ। সুহৃদ্দিদৃক্ষুরুৎকণ্ঠঃ প্রযযৌ নন্দগোকুলমিতি তত্রৈব তচ্ছব্দপ্রয়োগাৎ। স্বদেবগভীষ্টায় শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রজপ্রত্যাগমনায় শ্রীভাগবত পাদ্মযোঃ সম্বাদে দর্শিতে তদানুসঙ্গিকং তু দন্তবক্রবধস্থানং কল্পভেদরীত্যা বৈষ্ণবতোষণীরীত্যা বা বিবাদং পরিহৃত্য সংগমনীয়ং। তদেবমপি পুনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য দ্বারকাগমনঞ্চ দ্বারকোচিত-নিজপ্রাদুর্ভাবান্তরেণৈব। যথোক্তং পাদ্মোত্তরখণ্ডে তদনন্তরমেব। তত্রস্থা নন্দাদয়ঃ পুত্রদারসহিতাঃ পশুপক্ষিমৃগাদয়শ্চ বাসুদেবপ্রসাদেন দিব্যরূপ-ধরা বিমানমারূঢ়াঃ পরমং বৈকুণ্ঠলোকমবাপুরিতি। কৃষ্ণস্তু নন্দগোপ ব্রজৌকসাং সর্ব্বেষাং নিরাময়ং স্বপদং দত্বা দিবি দেবগণৈঃ সংস্তূয়মানো দ্বারবতীং বিবেশেতিচ। তত্র নন্দাদয়ঃ পুত্র দারসহিতা ইতি। শ্রীমন্নন্দস্য তদ্বর্গমুখ্যস্য পুত্রঃ শ্রীকৃষ্ণ এব। দারাচ শ্রীযশোদৈব। ইতি প্রসিদ্ধমপি পুত্রাদি শব্দোক্ত্যা তত্তদ্রূপৈরেব তৈঃ সহ তত্র প্রবেশ ইতি গম্যতে। অতো ব্রজং প্রতি প্রত্যাগমন রূপেণ বাসুদেবপ্রসাদেন দিব্যরূপধরা ইতি উল্লাসেন পরম বিরাজমান রূপত্বমেব বিবক্ষিতং। বিমানেন তেষাং পরম বৈকুণ্ঠ প্রস্থাপনঞ্চ প্রাপঞ্চিকজনস্য বঞ্চনার্থমেব প্রপঞ্চিতং। বস্তু তস্তু তদদৃশ্যে বৃন্দাবনস্যৈব প্রকাশ বিশেষে প্রবেশনং প্রবেশ্যচ তত্র স্থিতানামপ্রকট প্রকাশানামেষু প্রকটচর প্রকাশেষন্তর্ভাবনং কৃতং। যথাপ্রকট লীলা গত ষোড়শ সহস্র মহিষী বিবাহে শ্রীনারদদৃষ্টযোগমায়াবৈভবে সর্ব্বান্তঃপুরেভ্যঃ স্বধর্ম্মা প্রবে-

শেচ তাদৃশত্বমিতি। পূর্ব্বগণি শ্রীবৃন্দাবন এবাস্মিংস্তেষাং তেন যথা তত্র প্রবেশনং শ্রীশুকেন দর্শিতং। তথাহি শ্রীদশমে। নন্দস্ত্বতীন্দ্রিয়ং দৃষ্ট্বা লোকপালমহোদয়ং। কৃষ্ণে চ সন্নতিং তেষাং জ্ঞাতিভ্যো বিস্মিতো হ্যব্রবীৎ। তেচোৎসুক্যধিয়ো রাজন্ মত্বা গোপাস্তমীশ্বরং। অপি নঃ স্বগতিং সূক্ষ্মামুপাধাস্যদধীশ্বরঃ। ইতি স্বানাং স ভগবান্ বিজ্ঞায়াখিলদৃক্ স্বয়ং। সংকল্পসিদ্ধয়ে তেষাং কৃপয়ৈতদচিন্তয়ৎ। জনো বৈ লোক এতস্মিন্নবিদ্যা কাম কর্ম্মভিঃ। উচ্চাবচাসু গতিষু ন বেদ স্বাং গতিং ভ্রমন্। ইতি সংচিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো বিভুঃ। দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরং। সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনং। যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ। তেতু ব্রহ্মহ্রদং নীতা মগ্নাঃ কৃষ্ণেন চোদ্ধৃতাঃ। দদৃশুর্ব্রহ্মণো লোকং যত্রাক্রূরোঽধ্যগাৎ পুরা। নন্দাদয়স্তু তং দৃষ্ট্বা পরমানন্দনির্বৃতাঃ। কৃষ্ণঞ্চ তত্র ছন্দোভিঃ স্তূয়মানং সুবিস্মিতা ইতি। অত্র খলু যন্নিজপদং তেষামেবাস্পদতয়া পুরা তেষামেব দৃষ্টিপথমকার্ষীত্তদেব পশ্চাদ্দ্যোতয়ামাসেতি গম্যতে। তেতু ব্রহ্মহ্রদং নীতা ইত্যত্র গয়াক্রূরঃ শ্রীশুক পরীক্ষিৎ সম্বাদমপেক্ষ্য পুরা স্তুতবাংস্তং ব্রহ্মহ্রদমক্রূরতীর্থং তন্মহিমানং লক্ষ্যং বিধাতুং কৃষ্ণেন নীতা মগ্নাশ্চ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণেনৈবোদ্ধৃতা উদ্ধৃত্য বৃন্দাবনমানিতা তস্মিন্নেব নরাকৃতিপরব্রহ্মণ স্তস্য লোকং দদৃশুরিতি চ লভ্যতে। কোঽসৌ ব্রহ্মহ্রদ স্তত্রাহ যত্রেতি। পুরেত্যেতৎ প্রসঙ্গাদ্ভাবি কাল ইত্যর্থঃ পুরা পুরাণে নিকটে প্রবন্ধাতীত ভাবিষ্যিতি বিশ্বপ্রকাশাৎ। যদ্যপি ব্রহ্মলোকশব্দেন ভগবল্লোকমাত্রং দ্বিতীয় ব্রহ্মলোকঃ সনাতন ইত্যনেন লব্ধং। সূক্ষ্মামিতি তমসঃ পরমিতি সত্যং জ্ঞানমিতি চ তদেব সামান্যতো ব্যক্তঞ্চ। তথাপ্যপি নঃ স্বগতিং সূক্ষ্মামিতি ন বেদ স্বাং গতিমিতি চ গোপানাং স্বংলোক মিতি কৃষ্ণঞ্চ তত্রেতি শ্রীগোপাললোক এব বিশেষাল্লভ্যতে। তত্র ছন্দোভিঃস্তূয়মানমিতি তজ্জন্মাদিলীলা বর্ণিনীনাং শ্রুতিনববর্ণিনীনাং সাক্ষিতাতু তেষু গোপেষু তস্য কৃষ্ণস্য প্রত্যভিজ্ঞাপনার্থমেব। অতএবাত্মন এব চ তৎপরিকরতয়া তৈরনুভূতা ইতি নান্যে বর্ণিতাঃ। তদেবমেব তদেকরুচীনাং তেষাং বিস্মৃতিঃ

পরমানন্দনির্বৃতিশ্চ ঘটতে। তত্র স্বলোকতায়ামপ্যবতারাবসরে তেষা-
মজ্ঞানে কারণং জনো বা ইতি সালোক্য সার্ষ্টীত্যাদি পদ্যস্থ জন শব্দবদত্রাপি
জনস্তদীয় স্বজন এবোচ্যতে। তত্রাপ্যত্র পরমস্বজনত্বং গম্যতে। তস্মান্ম-
চ্ছরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎপরিগ্রহং। গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সোঽয়ং মে ব্রত
আহিত ইতি শ্রীকৃষ্ণস্য মনসি ভাবনাদেব। ততশ্চ পরমস্বজনোঽয়ং মম
ব্রজবাসিলক্ষণঃ প্রাপঞ্চিকে লোকে যাঃ স্ববিদ্যাদিভি র্দেবতির্যগাদিরূপা
গতয়স্তাসু ভ্রমংস্তন্নির্বিশেষতয়াত্মানং *মন্বানো দর্শয়িষ্যমাণাং স্বাং গতিং ন
জানাতীত্যর্থঃ। মদীয়লোকবল্লীলাবেশাদেবেতি ভাবঃ। ইতি নন্দাদয়ো-
গোপাঃ কৃষ্ণরামকথাং মুদা। কুর্ব্বন্তো রমমাণাশ্চ নাবিন্দন্ ভববেদনা-
মিত্যাদেঃ যন্মামার্থ সুহৃৎ প্রিয়াত্ম তনয়া প্রাণাশয়া স্তৎকৃতে ইত্যাদেঃ কৃষ্ণে
কমলপত্রাক্ষে সংন্যস্তাখিলরাধস ইত্যাদেশ্চ। তদজ্ঞানাদেব নন্দস্ত্বতীন্দ্রিয়-
মিত্যাদিকং ঘটত ইতি। স এষ এব শ্রীবৃন্দাবনস্য প্রকাশবিশেষঃ শ্রীবারাহে-
প্যুপলক্ষিতঃ। তদ্যথা। তত্রাপি মহদাশ্চর্য্যং পশ্যন্তে পণ্ডিতা নরাঃ।
কালিয়হ্রদপূর্ব্বেণ কদম্বো মহিতোদ্রুমঃ। শতশাখং বিশালাক্ষি পুণ্যং সুরভি
গন্ধি চ। স চ দ্বাদশমাসানি মনোজ্ঞঃ শুভশীতলঃ। পুষ্পায়তি বিশালাক্ষি
প্রভাসন্তো দিশো দশেতি। তথা তত্রাশ্চর্য্যং প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ত্বং বসুন্ধরে।
লভন্তে মনুজাঃ সিদ্ধিং মম কর্ম্মপরায়ণাঃ। তস্য তত্রোত্তরে পার্শ্বেঽশোকবৃক্ষঃ
সিতপ্রভঃ। বৈশাখস্য তু মাসস্য শুক্লপক্ষস্য দ্বাদশী। স পুষ্প্যতি চ মধ্যাহ্নে
মম ভক্তসুখাবহঃ। ন কশ্চিদপি জানাতি বিনা ভাগবতং শুচিমিতি।
অত্র তত্রাপি মহদাশ্চর্য্যমিত্যাদিভি র্ধরা পৃথিব্যা ন জ্ঞায়ত ইতি বোধ্যতে।
তস্য ব্রহ্মকুণ্ডস্যেত্যর্থঃ। তথাহি স্কান্দে। বৃন্দাবনং দ্বাদশমং বৃন্দয়া পরি-
রক্ষিতং। হরিণাধিষ্ঠিতং তচ্চ ব্রহ্মরুদ্রাদি সেবিতমিতি। আদিবারাহে।
কৃষ্ণক্রীড়াসেতুবন্ধং মহাপাতকনাশনং। বলভীং তত্র ক্রীড়ার্থং কৃত্বা দেবো
গদাধরঃ। গোপকৈঃ সহিতস্তত্র ক্ষণমেকং দিনে দিনে। তত্রৈব রমণার্থং হি
নিত্যং কালং স গচ্ছতীতি চ। বৎসৈর্বৎসতরীভিশ্চেত্যাদি কিন্তু দর্শিতমেব।
তস্মাদত্রে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেদিতি ন্যায়েন সমীপে লব্ধে

দূরগমন প্রক্রিয়া সঙ্গোপনার্থং কেবলমেব সম্ভবতি। তস্মাদ্বৃন্দাবনস্য প্রপঞ্চা-
গোচর প্রকাশ বিশেষ এব তেষাং প্রবেশঃ। তথা চোক্তং বৃহদ্গৌতমীয়ে
স্বয়ং ভগবতা। ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈব কেবলং। তত্র যে পশবঃ
পক্ষি মৃগাঃ কীটা নরামরাঃ। যে বসন্তি মমাধিষ্ণ্যে মৃতা যান্তি মমালয়ং।
তত্র যা গোপকন্যাশ্চ নিবসন্তি মমালয়ে। যোগিন্যস্তা ময়া নিত্যং মম সেবা
পরায়ণাঃ। পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকং। কালিন্দীয়ং সুষুম্নাখ্যা
পরমামৃতবাহিনী। অত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্ত্তন্তে সূক্ষ্মরূপতঃ। সর্ব্বদেবময়-
শ্চাহং ন ত্যজামি বনং কচিৎ। আবির্ভাবস্তিরোভাবো ভবেন্মেঽত্র যুগে
যুগে। তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চর্ম্মচক্ষুষেতি। শ্রীগোপালোত্তরতাপ-
ন্যাঞ্চ শ্রীমতী গোপীঃ প্রতি দুর্ব্বাসসো বচনে। জন্মজরাভ্যাং ভিন্নঃ স্থাণুরয়মচ্ছে-
দ্যোঽয়ং যোঽসৌ সৌর্য্যে তিষ্ঠতি যোঽসৌ গোষ্ঠে তিষ্ঠতি যোঽসৌ গোপান্
পালয়তি যোঽসৌ গোপেষু তিষ্ঠতি যোঽসৌ সর্ব্বেষু দেবেষু তিষ্ঠতি যোঽসৌ
সর্ব্বৈ র্বেদৈর্গীয়তে যোঽসৌ সর্ব্বেষু ভূতেষ্বাবিশ্য ভূতানি বিদধাতি স বো হি
স্বামী ভবতীতি সৌর্য্যে ইতি সৌরী যমুনা তদদূরভবে দেশে বৃন্দাবন
ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ কংসাদিকং দন্তবক্রান্তমসুরচক্রং সংহৃত্য ব্রজমাগত্য চ
বৃন্দাবন এব রহস্য প্রকাশবিশেষে সর্ব্ব ব্রজবাসিভিঃ সহ শ্রীমন্নন্দনন্দনেন
নিত্যাবস্থিতিঃ কৃতেত্যবগতং। অতএব বৃন্দাবনলীলায়াং তস্য নিহত-
কংসতা চ নির্দ্দিষ্টা পাতালখণ্ডে। অহো অভাগ্যং লোকস্য ন পীতং যমুনা
জলং। গো গোপ গোপিকা সঙ্গে যত্র ক্রীড়তি কংসহেতি। বৌধায়ন
কর্ম্মবিপাকে চ গোগোপাবৃত গোবিন্দারাধনে। গোবিন্দ গোপীজন বল্লভেশ
কংসাসুরঘ্ন ত্রিদশেন্দ্র বন্দ্যেতি মন্ত্রবিশেষশ্চ। যদত্রৈব চ বীররসে লীলাযুদ্ধে
বক্ষ্যতে। প্রোৎসাহয়িষ্যতিতরাং কিমিহাগ্রহেণ মাং কেশিসূদন বিদন্নপি
তত্ররসেনমিতি তচ্চেত্থমভিপ্রায়াদেব। কেশিবধাদধস্তাত্তাদৃশলীলা ব্যাখ্যা
ন্যায়ানন্তর কালাসম্ভবাৎ। কিঞ্চাত্র গ্রন্থে লীলা বর্ণনা ত্রিবিধাঃ। ব্রজ
লীলাময্যো ব্রজত্যাগময্যঃ পুরলীলাময্যশ্চেতি। শ্রোতারশ্চ ত্রিবিধাঃ।
ব্রজজনানুগা পুরজনানুগা তটস্থাশ্চ। সর্ব্বেষাং সুখপোষার্থমেব চ তা

নির্দ্দিষ্টাঃ। তত্র তটস্থানাং সর্ব্বা এব সুখ পোষকা ভবন্তি। শ্রীকৃষ্ণমাত্র তাৎপর্য্যত্বাৎ। পুরজনানুগানাং ব্রজলীলাশ্চ সুখপোষিকা ভবন্তি। অস্মদীয়ঃ শ্রীমদানকদুন্দুভিনন্দন স্তত্র ব্রজে স্থিত্বা বিচিত্র লীলা বিধায় পুরমাগত্য তাসা-মুপধারণয়া শ্রীমদানকদুন্দুভ্যাদীনাং সুখপোষায় জাত ইতি ভাবনয়া। তস্মাদাসাং তাবদন্যে দ্বে লীলে ব্রজজনানুগানাং তু পুরসম্বন্ধিন্যঃ সুখপোষিকা ন ভবন্ত্যেব প্রত্যুত দুঃখপোষিকাঃ। পুনস্তস্য ব্রজাগমনানুষ্টঙ্কনাৎ ততশ্চ ব্রজলীলাময্যশ্চ দুঃখত্বেনৈব পর্য্যবসিতাঃ। কিমুত ব্রজত্যাগময্যঃ সর্ব্বেষা মেব চ সুখং পোষ্টুমিচ্ছদ্ভির্গ্রন্থকৃদ্ভিঃ সর্ব্বা লীলা বর্ণিতাঃ। বিশেষতশ্চ অলৌকিকীত্বিয়ং কৃষ্ণরতিঃ সর্ব্বাদ্ভুতাদ্ভুতা। তত্রাপি বল্লবাধীশনন্দনালম্বনা রতিঃ। সান্দ্রানন্দচমৎকার পরমাবধি বিষ্যত ইতি স্পষ্টোক্তে ব্রজজনানুগানাং এব সর্ব্বাধিকং সুখং পোষ্টব্যং। তস্মাদুক্তরীত্যা স্বয়মেব সংক্ষেপ ভাগবতামৃতে লিখিতং শ্রীকৃষ্ণস্য পুনর্ব্রজাগমনপূর্ব্বকং পুরগত তত্তদ্বিজয়-শ্রবণাদপি পুষ্টসুখানাং ব্রজজনানাং মধ্যে নিত্যাবস্থানমেব গ্রন্থকৃতাং হৃদ্গতং। তেন তত্তচ্ছ্রবণেন ব্রজজনানুগা অপি পুষ্টসুখাঃ স্যুঃ। পরোক্ষ বাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ংমিতিবৎ প্রকটস্তু তন্ন পঠিতমিতি জ্ঞেয়ং নিত্যাবস্থানঞ্চাত্র কৈমুত্যেন গত্যন্তরাস্বীকারেণ চ শ্রীমদ্ভাগবতে দর্শিতং এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেব রাতেতি ন শ্চেতো বিশ্বফলাৎ ফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যয়ন মুহ্যতি। সদ্বেষাদিব পূতনাপি সকুলা তামেব দেবাপিতা যদ্ধামার্থ সুহৃৎ প্রিয়াত্ম তনয় প্রাণাশয়া স্ত্বৎকৃতে ইতি। তাসামবিরতং কৃষ্ণে কুর্ব্বতীনাং সুতেক্ষণং। ন পুনঃ কল্পতে রাজন্ সংসারো ঽজ্ঞান সম্ভব। ইতি চ। পূর্ব্বত্র তস্য তেষু ঋণিত্ব প্রাপ্তে স্তৎপ্রাপ্তেশ্চানাদিকল্পপরম্পরা প্রাপ্তস্বাম্নিত্যাবস্থানমবগম্যতে। সদ্বেষাদিব সতাং ধাত্রীজনান্যাং বেষা-দিতার্থঃ। উত্তরত্র চ তত এব এবং ব্যাখ্যেয়ং। সংসারঃ সংসারিত্বং ন পুন র্তু কল্পঃ ন ঘটতে। তত্র হেতুঃ। অবিরতমাদ্যন্ত মধ্যবিচ্ছেদ হীনং যথাস্যাত্তথা কৃষ্ণে সুতেক্ষণং সুত ইতি প্রত্যক্ষতাং কুর্ব্বতীনাং তৎকৃতিতয়া সদা বর্ত্তমানানা মিতি অস্যা নিত্যাবস্থিতেঃ পরিপাটী বিশেষস্তু উত্তরগোপালচম্পূদৃষ্ট্যা

স্বীকুর্ব্বতে রসমিমং নাট্যজ্ঞা অপি কেচন।
তথাহুঃ॥
স্ফুটং চমৎকারিতয়া বৎসলঞ্চ রসং বিদুঃ।
স্থায়ী বৎসলতাস্যেহ পুত্ত্রাদ্যালম্বনং মতং॥ ৪২॥
কিঞ্চ।
অপ্রতীতৌ হরিরতেঃ প্রীতস্য স্যাদপুষ্টতা।

নষ্টঙ্কাঃ দিবা দর্শনচ্ছেদং। মাতৃস্তন্যপানেন সংমর্দিতমিত্রস্তাভিস্য চ ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং ধেনুগণাহ্বনায় বিপিনং গত্বা চরন্ ক্রীড়তি। আগম্যাথ গৃহং সমস্ত সুহৃদাদীন্ দৃক্ প্রতীতং ভজতেৎব শ্রীব্রজরাজনন্দনবরঃ স্বাদো ন এষামিতি। শ্রীমথুরাদ্বারকয়োর্নিত্যাবস্থিতিশ্চ। মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিরিতি। নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদন ইতি দশমৈকাদশয়োর্দ্রষ্টব্যা। বিশেষজিজ্ঞাসা চেৎ বৈষ্ণবতোষণী কৃষ্ণসন্দর্ভগোপালচম্পূদ্বয় লোচনরোচনী নামোজ্জ্বলনীলমণিটীকা দ্রষ্টব্যাঃ। ৪২॥

অপ্রতীতৌ অনির্ণয়ে হরিরতেঃ হরিকর্ত্তৃকরতেঃ॥ ৪৩॥

করিতেছেন॥

কোন কোন নাট্যজ্ঞেরা এই বৎসলকে রস বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন॥

প্রাচীনদিগের উক্তি যথা॥

পণ্ডিতগণ চমৎকারিতা প্রযুক্ত বৎসলকে রস বলিয়া বর্ণন করেন, এই রসে বৎসলতা স্থায়ী এবং পুত্ত্রাদি আলম্বন॥ ৪২

আরও বলি॥

হরি কর্ত্তৃক রতি নির্ণয় না হইলে প্রীতির পুষ্টিতা হয় না।

প্রেয়সস্তু তিরোভাবো বৎসলস্যাস্য ন ক্ষতিঃ।
এষা রসত্রয়ী প্রোক্তা প্রীতাদিঃ পরমাদ্ভুতা।
তত্র কেযুচিদপ্যস্যাঃ সঙ্কুলত্বমুদীর্য্যতে ॥ ৪৩ ॥
সঙ্কর্ষণস্য সখ্যন্তু প্রীতিবাৎসল্যসঙ্গতং।
যুধিষ্ঠিরস্য বাৎসল্যং প্রীত্যা সখ্যেন চান্বিতং।
আহুকপ্রভৃতীনান্তু প্রীতির্বাৎসল্যমিশ্রিতা।
জরদাভীরিকাদীনাং বাৎসল্যং সখ্যমিশ্রিতং।
মাদ্রেয় নারদাদীনাং সখ্যং প্রীত্যা করম্বিতং।
রুদ্রতার্ক্ষোদ্ধবাদীনাং প্রীতিঃ সখ্যেন মিশ্রিতা।

সঙ্কর্ষণস্যেতি। অত্র সঙ্কর্ষণস্য সখ্যং। নৃত্যন্তো গায়তঃ ক্বাপি বল্গন্তো যুধ্যন্তোমিথঃ। গৃহীতহস্তৌ গোপালান্ হসন্তৌ প্রশশংসতুঃ। বাৎসল্যং যথা। ক্বচিৎ ক্রীড়াপরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণং। স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যার্য্যং পাদসম্বাহনাদিভিঃ। প্রীতির্যথা। প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্তুর্নান্যা মেহপি বিমোহিনীতি তদ্বাক্যং। তদেবং পৌরাণিকদৃষ্ট্যান্যত্রান্যদপি জ্ঞেয়ং। জরদাভীরিকাদীনাং সখ্যমত্র পরিহাসরূপাংশেনৈব জ্ঞেয়ং। রুদ্রস্যতু শ্রীবিষ্ণুভক্তিতাদি

প্রেয়রসের তিরোভাব হইলে এই বৎসলের কোন ক্ষতি নাই। আশ্চর্য্যরূপ প্রীতি, প্রেয় ও বৎসল এই যে সকল রসত্রয় উক্ত হইল কিন্তু কোন কোন পণ্ডিতেরা ইহার সঙ্কুলত্ব অর্থাৎ মিশ্রণত্ব বলিয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥

বলরামের সখ্য, প্রীতি ও বাৎসল্য যুক্ত, যুধিষ্ঠিরের বাৎসল্য, প্রীতি ও সখ্যান্বিত। উগ্রসেন প্রভৃতির প্রীতি বাৎসল্য মিশ্রিত, প্রাচীন গোপীদিগের প্রীতি, বাৎসল্য ও সখ্য মিশ্রিত। মাদ্রীনন্দন নকুল, সহদেব ও নারদাদির সখ্য প্রীতিযুক্ত। রুদ্র, গরুড় ও উদ্ধবাদির প্রীতি, সখ্য মিশ্রিত

অনিরুদ্ধাদি নপ্তৄণামেবং কেচিদ্বভাষিরে।
এবং কেষুচিদন্যেষু বিজ্ঞেয়ং ভাবমিশ্রণং ॥ ৪৪ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে মুখ্য-ভক্তিরসনিরূপণে বৎসলভক্তিরসলহরী ॥ * ॥ ৪ ॥ * ॥

অথ মধুরাখ্য মুখ্যভক্তিরসঃ ॥ ১ ॥

আত্মোচিতবিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং নীতা সতাং হৃদি।
মধুরাখ্যো ভবেদ্ভক্তি রসোঽসৌ মধুরা রতিঃ ॥ ২ ॥
নিবৃত্তানুপযোগিত্বাদ্দুরুহত্বাদয়ং রসঃ।

রূপেণ জ্ঞেয়ং। কেচিদিতি গৌরবেণ্ঠানাং পৌত্রাদিভিঃ কিঞ্চিদ্বিনোদদর্শ-নাদিতি ভাবঃ ॥ ৪৪ ॥

॥ * ॥ ইতি পঞ্চগহস্যাত্মকে পশ্চিমবিভাগে বাৎসল্যভক্তিরসলহরী চতুর্থী। * ॥ ৪ ॥ * ॥

সতাং শ্রীকৃষ্ণবিষয়কতৎকান্তর্ভাবস্পৃষ্টচিত্তানাং গদিশেষাণাং ॥ ১ ॥ ২ ॥

ও অনিরুদ্ধ প্রভৃতি নপ্তৃগণের কোন কোন ব্যক্তি এই রূপ বলিয়া থাকেন এবং অন্যান্য ব্যক্তিতেও ভাবের মিশ্রণ জানিতে হইবে ॥ ৪৪ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কৃতব্যাখ্যায় ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পশ্চিমবিভাগে বৎসলভক্তিরসলহরী ॥ * ॥ ৪ ॥ * ॥

অথ মধুরাখ্য ভক্তিরস ॥ ১ ॥

আত্মোচিত বিভাবাদি দ্বারা মধুরা রতি সৎসকলের হৃদয়ে পুষ্টিতা প্রাপ্ত হইলে মধুরাখ্য ভক্তিরস বলিয়া কথিত হয় ॥ ২

নিবৃত্ত সকলে অর্থাৎ প্রাকৃত শৃঙ্গাররসে সমতা দৃষ্টি দ্বারা

রহস্যত্বাচ্চ সংক্ষিপ্য বিততাঙ্গোঽপি লিখ্যতে ॥

তত্রালম্বনাঃ ॥

অস্মিন্নালম্বনঃ কৃষ্ণঃ প্রিয়াস্তস্য চ সুভ্রুবঃ ॥

তত্র কৃষ্ণঃ ॥

অসমানোর্দ্ধ-সৌন্দর্য্য-লীলাবৈদগ্ধ্যসম্পদাং।

আশ্রয়ত্বেন মধুরে হরিরালম্বনো মতঃ ॥

যথা শ্রীগীতগোবিন্দে ॥

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-

শ্রেণী শ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবং।

নিবৃত্তেষু প্রাকৃতশৃঙ্গারবসগাম্যাদৃষ্ট্যা ভাগবতাদপ্যাত্রসাধ্বিরক্তেষ্বনুপযোগি

ভগবৎ সম্বন্ধীয় মধুরাখ্য ভক্তিরস হইতে বিরক্তব্যক্তি সকলে উক্ত রস অযোগ্যত্ব, দুরূহত্ব এবং রহস্যত্ব প্রযুক্ত বিস্তৃতাঙ্গ হইলেও সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে ॥

মধুরাখ্য ভক্তিরসে আলম্বন যথা ॥

ইহাতে কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণপ্রিয়া সুন্দরীবর্গই আলম্বন ॥

তন্মধ্যে কৃষ্ণ যথা ॥

যাহার সমান নাই, যাহার অধিক নাই এমত সৌন্দর্য্য ও লীলা রসিকতা সম্পদের আশ্রয় প্রযুক্ত হরিই মধুররসের আলম্বন স্বরূপ ॥

যথা শ্রীগীতগোবিন্দে ॥

হে সখি! যিনি অনুরঞ্জনদ্বারা সমুদায় বিশ্বের আনন্দ উৎপাদন করিতেছেন, যিনি ইন্দীবরশ্রেণী তুল্য কোমল

স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি ॥ ৩ ॥

অথ তস্য প্রেয়স্যঃ ॥

নবনববরমাধুরীধুরীণাঃ
প্রণয়তরঙ্গকরম্বিতান্তরঙ্গাঃ
নিজরমণতয়া হরিং ভজন্তীঃ
প্রণমত তাঃ পরমাদ্ভুতাঃ কিশোরীঃ ।
প্রেয়সীষু হরেরাসু প্রবরা বার্ষভানবী ॥ ৪ ॥

স্বাদযোগ্যত্বাৎ ॥ ৩ ॥

অন্তরিতান্তঃকরণং । প্রণয়তরঙ্গৈঃ করম্বিতানি মিশ্রিতানি অন্তঃকরণস্থা-
নানি বৃত্তয়ো যাসাং ॥ ৪ ॥

শ্যামাঙ্গ দ্বারা অনঙ্গোৎসব বিস্তার করিতেছেন এবং ব্রজসুন্দ-
রীগণ কর্ত্তৃক স্বচ্ছন্দে সর্ব্বতোভাবে যাঁহার প্রত্যঙ্গ আলিঙ্গিত
হইতেছে, সেই হরি মুগ্ধ হইয়া মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গারের ন্যায় মধু
ঋতুতে বিহার করিতেছেন ॥ ৩ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীবর্গ ॥

যাঁহারা নব নব উৎকৃষ্ট মাধুরীর আধার স্বরূপ, যাঁহাদের
অঙ্গ সমুদায় প্রণয় তরঙ্গে মিশ্রিত এবং যাঁহারা স্বীয় রমণ
রূপে হরিকে ভজন করিতেছেন সেই পরমাদ্ভুত কিশোরী
গণকে প্রণাম করি ॥

শ্রীকৃষ্ণের সমুদায় প্রেয়সীবর্গের মধ্যে বৃষভানুনন্দিনী
সর্ব্ব প্রধানা ॥ ৪ ॥

অস্যা রূপং ॥

মদচকুরচকোরীচারুতা চোরদৃষ্টি-
র্বদনদমিতরাকারোহিণীকান্তকীর্ত্তিঃ।
অবিকলকলধৌতোদ্ধৃতিধৌরেয়কশ্রী-
র্মধুরিমমধুপাত্রি রাজতে পশ্য রাধা ॥৫॥

রতিঃ ॥

নর্ম্মোক্তৌ মম নির্ম্মিতোরুপরমানন্দোৎসবায়ামপি
শ্রোত্রস্যান্ততটীমপি স্ফুটমনাধায়স্থিতোদ্যন্মুখী।
রাধা লাঘবমপ্যনাদরগিরাং ভঙ্গীভিরাতন্বতী

মদেন চকুরা চপলা যা চকোরী। চকিতেতি পাঠে লক্ষণয়া স এবার্থঃ ॥৫॥
স্ফুটমিত্যনেনালক্ষিততয়া আধায় স্থিতেতি ব্যঞ্জিতং। উদ্যন্মুখী ঊর্দ্ধদৃষ্টিঃ। স প্রণয়গর্ব্বাদিতি ভাবঃ। নর্ম্মোক্তাবিত্যস্য লাঘবমিত্যনেনান্বয়ঃ।

বৃষভানুনন্দিনীর রূপ যথা ॥

যাঁহার লোচন মদমত্ত চকোরীর সৌন্দর্য্য হরণ করিতেছে, যাঁহার বদনচন্দ্র অবলোকন করিলে পূর্ণচন্দ্রকেও ঘৃণা বোধ হয় এবং যিনি স্বর্ণ অপেক্ষা সৌন্দর্য্যশালিনী, সেই মধুরিমার মধুপাত্রী শ্রীরাধা বিরাজ করিতেছেন অবলোকন কর ॥ ৫ ॥

রতি ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন আমার নির্ম্মিত পরমানন্দোৎসব স্বরূপ পরিহাস উক্তিতে শ্রীরাধা কর্ণাগ্র বিন্যাস পূর্ব্বক ঊর্দ্ধ দৃষ্টি হইয়া অনাদরসূচক বাক্যভঙ্গী দ্বারা যে লাঘব বিস্তার করেন তাহাতে মিত্রতার গৌরব হেতু ঐ শ্রীরাধা আমার সম্বন্ধে

মৈত্রী গৌরবতোঽপ্যসৌ শতগুণাং মৎপ্রীতিমেবাদধে॥৬

তত্র কৃষ্ণরতির্যথা শ্রীগীতগোবিন্দে॥

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাং।

রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥

অথোদ্দীপনাঃ॥

উদ্দীপনা ইহ প্রোক্তা মুরলী নিস্বনাদয়ঃ॥

যথা পদ্যাবল্যাং॥

গুরুজনগঞ্জনমযশো গৃহপতিচরিতঞ্চ দারুণং কিমপি।

বিস্মারয়তি সমস্তং শিব শিব মুরলী মুরারাতেঃ॥

ভঙ্গীভিরিতি। ব্যঞ্জনা বৃত্ত্যাতু-গৌরবমেব ব্যঞ্জয়ন্তীতি ব্যঞ্জিতং॥৬॥

বস্তু তত্ত্ব সম্যক্ সারঃ সংসার ইতি ভাবঃ॥৭॥

শত গুণ প্রীতি বিধান করিয়া থাকেন॥৬॥

এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের রতি যথা॥

শ্রীগীতগোবিন্দে॥

কংসারি শ্রীকৃষ্ণও সংসার বাসনা বিষয়ে বদ্ধ শৃঙ্খলা শ্রীরাধাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া ব্রজসুন্দরী সকলকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন॥

অথ উদ্দীপন॥

মধুর রসে মুরলীরব প্রভৃতি উদ্দীপন॥

পদ্যাবলীতে যথা॥

শিব শিব! শ্রীকৃষ্ণের মুরলী গুরুজনের গঞ্জনা, অযশ এবং গৃহপতির কোন দারুণ চরিত্র ইত্যাদি সমুদায় বিস্মরণ করাইতেছে॥

অথানুভাবাঃ ॥

অনুভাবাস্তু কথিতা দৃগন্তেক্ষা স্মিতাদয়ঃ ॥ ৭ ॥

যথা ললিতমাধবে ॥

কৃষ্ণাপাঙ্গতরঙ্গিতদ্যুমণিজাসম্ভেদবেণীকৃতে
রাধায়াঃ স্মিতচন্দ্রিকাসুরধুনীপূরে নিপীয়ামৃতং।
অন্তস্তোষতুষারসংপ্লবলবব্যালীঢ়তাপোদ্গমাঃ
ক্রান্ত্বা সপ্তজগন্তি সংপ্রতি বয়ং সর্ব্বোর্দ্ধমধ্যাস্মহে ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণাপাঙ্গেত্যত্রাপাঙ্গ শব্দোঽপাঙ্গ সমীপদেশ বাচকঃ শিতাপাঙ্গ শব্দবৎ অপাঙ্গৌ নেত্রয়োরন্তাবিত্যত্র তৎ সমীপদেশোঽপি বাচয়িতুং শক্যতে। নেত্র বহির্ভাগস্যাপি নেত্রান্তঃ পাতাৎ। যথোক্তং শ্রীগোপালস্তবে। নীলেন্দীবরলোচনমিতি। তত্র শুং সমীপদেশ তদেক দেশয়ো রৈক্যাধ্যাহত্তরঙ্গিতত্ব হ্যামণিজ্যাবেন রূপকং যুক্তমেব জ্ঞেয়ং। তত্তরঙ্গিতেতি তু ক্যঙর্থ কিবন্ত ধাতো র্ভাবে নিষ্ঠা ॥ ৮ ॥

অথ অনুভাব ॥

নয়নান্তে নিরীক্ষণ ও হাস্য প্রভৃতিকে অনুভাব বলে ॥৭॥

যথা ললিতমাধবে ॥

শ্রীকৃষ্ণের অপাঙ্গ তরঙ্গিত স্বরূপ যমুনার মিলন দ্বারা বেণীকৃত শ্রীরাধার হাস্যচন্দ্রিকা রূপ সুরধুনী তটে অমৃত পান করিয়া অন্তঃকরণের সন্তোষ রূপ তুষার সংপ্লবনে তাপোদ্গম নিবারণ পূর্ব্বক সপ্ত জগৎ আক্রমণ করত সম্প্রতি আমরা সকলের উপরে অধিষ্ঠিত আছি ॥ ৮ ॥

অথ সাত্ত্বিকাঃ।

যথা পদ্যাবল্যাং॥

কামং বপুঃ পুলকিতং নয়নে ধৃতাস্রে
বাচঃ সগদ্গদপদাঃ সখি কম্পি বক্ষঃ।
জ্ঞাতং মুকুন্দমুরলীরবমাধুরী তে
চেতঃ সুধাংশুবদনে তরলী করোতি॥ ৯॥

অথ ব্যভিচারিণঃ॥

আলস্যৌগ্র্যে বিনা সর্ব্বে বিজ্ঞেয়া ব্যভিচারিণঃ।

তত্র নির্ব্বেদো যথা পদ্যাবল্যাং॥

শ্রূয়মাণমুরলীরবং লক্ষীকৃত্য কাচিদাহ কামমিতি॥ ৯॥

আলস্যৌগ্র্যে বিনা ইতি যথা ক্রমং সম্ভোগান্তপ্রিয়সঙ্গতত্ককরয়োরনাত্র জ্ঞেয়ং॥ ১০॥

অথ সাত্ত্বিক পদ্যাবলীতে যথা॥

হে সখি চন্দ্রাননে! তোমার বপুঃ পুলকিত, নয়ন দ্বয়ে অশ্রুধারণ, বাক্য গদ্গদ এবং বক্ষঃস্থল কম্পান্বিত দেখিয়া জানিতে পারিলাম, মুকুন্দের মুরলীরব তোমার চিত্তকে তরলিত করিয়াছে॥ ৯॥

অথ ব্যভিচারী॥

মধুর রসে আলস্য ও উগ্রতা ব্যতিরেকে সমুদায় ব্যভিচারী হইয়া থাকে॥

তন্মধ্যে নির্ব্বেদ যথা॥

পদ্যাবলীতে॥

মা মুঞ্চ পঞ্চশর পঞ্চশরীং শরীরে
মা সিঞ্চ সান্দ্র মকরন্দরসেন বায়ো।
অঙ্গানি তৎ প্রণয় ভঙ্গ বিগর্হিতানি
নালম্বিতুং কথমপি ক্ষমতেঽদ্য জীবঃ ॥ ১০॥

হর্ষো যথা দানকেলিকৌমুদ্যাং ॥

কুবলয়যুবতীনাং লেহয়ন্নক্ষিভৃঙ্গৈঃ
কুবলয় দললক্ষ্মী লঙ্গিমাঃ স্বাঙ্গভাসঃ।
মদকল কলভেন্দ্রোল্লঙ্ঘিলীলাতরঙ্গঃ
কবলয়তি ধৃতিং মে ক্ষ্মাধরারণ্যধূর্ত্তঃ ।

কুবলয়েতি। প্রথমং কুবলয়ং ভূমণ্ডলং দ্বিতীয়ং নীলোৎপলং। তত্র স্বাঙ্গভাসাং মধুত্বেন যদ্রূপকং নকৃতং অতএব লেহয়ন্নিত্যস্য পানার্থকাস্বাদার্থো ন বিবক্ষিতঃ কিন্ত্বাসক্তিমাত্রার্থঃ । অত্র প্রত্যবসানপর্য্যায পান ভোজনার্থত্বা ভাবাদপ্যনস্ত কর্তৃণামক্ষিভৃঙ্গাণাং ণ্যন্ত কর্ম্মকত্বং ন কৃতং ক্ষ্মাধর স্তত্র প্রকরণ

হে কন্দর্প! তুমি শরীরে পঞ্চশর নিক্ষেপ করিও না, হে বায়ো! তুমি নিবিড় পুষ্পরসে এ অঙ্গ সেচন করিও না, যে হেতু শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় ভঙ্গে নিন্দিত এই অঙ্গ সকলকে কি আশ্রয় করিতে জীব সমর্থ হয়? ॥ ১০ ॥

হর্ষ যথা দানকেলিকৌমুদীতে ·

শ্রীরাধা কহিলেন পর্ব্বতস্থ এই অরণ্যধূর্ত্ত ভূমণ্ডলবর্ত্তি যুবতিদিগের নয়ন ভৃঙ্গ দ্বারা নীলোৎপল দলের শোভা হইতেও অধিক শোভাশালি নিজাঙ্গের শোভা আস্বাদন করাইয়া মত্ত করিশাবকের লীলা তরঙ্গ উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক আমার ধৈর্য্য গ্রাস করিল ॥

অথ স্থায়ী॥

স্থায়ী ভাবো ভবত্যত্রপূর্ব্বোক্তা মধুরা রতিঃ॥ ১১॥

যথা পদ্যাবল্যাং॥

ভ্রূবল্লি তাণ্ডবকলা মধুরাননশ্রীঃ

কঙ্কেল্লিকোরক করম্বিত কর্ণপূরঃ।

কোহয়ং নবীননিকষোপলতুল্যবেশো

প্রাপ্তঃ শ্রীগোবর্দ্ধনঃ অতএব নায়কস্যাস্ত শ্রীকৃষ্ণত্বং ব্যক্তং ধূর্ত্তপদমত্র নর্ম্মণা প্রযুক্তমিতি রসাবহং। যথা কিতব গোষিতঃ কস্যাজেন্নিশীত্যত্র কিতবপদং প্রণয়কোপোক্তমিতি॥ ১১॥

• বল্লীশব্দস্য হ্রস্বান্তত্বং নব নাগবল্লিদল পূগরস ইতি মাঘকাব্যদৃষ্ট্যা বল্লী-বল্লি চঞ্চৎ পরাগ ইতি গীতগোবিন্দাদি দৃষ্টিপরম্পরয়া চ। ভ্রূযুগেতি বা পঠনীয়ং নবীননিকষেতি পীতাম্বরত্বেন নিকষোপলবেশতুল্য বেশ ইত্যত্র মধ্যপদ লোপিত্বাদ্বেশ শব্দো হত্র স্বর্ণরেখাস্থানীয় পরিধানার্থঃ। অবশী করোতীতি ন বিদ্যতে কিঞ্চিদপি বশং যস্যা তাদৃশী করোতি যদ্বা অবশা স্বতন্ত্রা তাদৃশী করোতি লঙ্ঘিতমর্য্যাদী করোতীত্যর্থঃ। অদ্ভুত তত্ত্বাবে চি,

---

অথ স্থায়ী॥

পূর্ব্বোক্ত মধুরা রতি অর্থাৎ সম্ভোগের আদিকারণই এ স্থলে স্থায়ীভাব॥ ১১॥

যথা পদ্যাবলীতে॥

হে সখি! যাঁহার ভ্রূলতার নৃত্য দ্বারা মুখশ্রী অতিশয় মধুর, যাঁহার কর্ণাগ্রে অশোককলিকায় সুশোভিত এবং যিনি পীতবসন পরিধান করিয়াছেন, এ কে? ইনি যে আমাকে

বংশীরবেণ সখি মামবশীকরোতি ॥ ১২ ॥

রাধামাধবয়োরেব ক্বাপি ভাবৈঃ কদাপ্যসৌ।
সজাতীয় বিজাতীয়ৈর্নৈব বিচ্ছিদ্যতে রতিঃ ॥ ১৩ ॥

যথা ॥

ইতো দূরে রাজ্ঞী স্ফুরতি পরিতো মিত্রপটলী
দৃশোরগ্রে চন্দ্রাবলিরুপরি শৈলস্য দনুজঃ ॥
অসব্যে রাধায়াং কুসুমিতলতাসংবৃততনৌ
দৃগন্তশ্রীর্লোলা তড়িদিব মুকুন্দস্য বলতে ॥ ১৪ ॥

প্রত্যয়ঃ কঙ্কেল্লিরশোকঃ ॥ ১২ ॥

রাধামাধবয়োরেব নতু প্রেয়স্তত্তব মাধবয়ো রতিঃ। সব্যাজ ব্যতিদর্শনাদিময়ী নৈব বিচ্ছিদ্যতে নাবৃতা স্যাৎ। কৈঃ সজাতীয়ৈ স্তৎ প্রেয়স্যান্তব ব্যক্তিভি বিজাতীয়ৈ সুহৃৎসনাদি ব্যক্তিভির্ভাবৈ স্তদ্বিবোধি সমীহাসরৈঃ ॥ ১৩ ॥

রাজ্ঞী ব্রজরাজ্ঞী। দনুজো হরিষ্টঃ। শৈলস্য শিলাসমূহস্য। ব্রজদ্বারস্থানিরূপ তত্নাচিতস্য ॥ ১৫ ॥

বংশীরবে অবশ করিলেন ॥ ১২ ॥

শ্রীরাধামাধবের কখন কোন স্থানে স্বজাতীয় বা বিজাতীয় ভাব দ্বারা রতির বিচ্ছেদ হয় না ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চিদ্দূরে যশোদা, চতুর্দ্দিকে সখাগণ, নেত্রদ্বয়ের অগ্রভাগে চন্দ্রাবলী এবং ব্রজদ্বারস্থ শিলাবদ্ধভূমির উপর বৃষাসুর বিদ্যমান থাকিলেও দক্ষিণদিকে কুসুমিত লতাজালে আবৃতাঙ্গী শ্রীরাধার প্রতি মুকুন্দের চঞ্চল অপাঙ্গশ্রী বিদ্যুতের ন্যায় পতিত হইতেছে ॥ ১৪ ॥

ঘোরাণ খণ্ডিত শঙ্খচূড়মজিরং রুদ্ধে শিবা তামসী
ব্রহ্মিষ্ঠশ্বসনঃ শমস্তুতিকথা প্রালেয়মাসিঞ্চতি।
অগ্রে রাম সুধারুচি র্বিজয়তে কৃষ্ণপ্রমোদোচিতং
রাধায়া স্তদপি প্রফুল্লমভজন্ ম্লানিং ন ভাবাম্বুজং॥ ১৫॥
স বিপ্রলম্ভসম্ভোগভেদেন দ্বিবিধো মতঃ॥

ভাবপক্ষে খণ্ডিতঃ শঙ্খচূড়স্তদাখ্যো যক্ষো যত্র তাদৃশমজিরং ক্রীড়াঙ্গনং। তামসী তমোগুণময়ী শিবা শৃগালজাতিঃ। রুদ্ধে আবৃণোতি অম্বুজপক্ষে তৎপ্রতি অশিবা অমঙ্গলা তামসী রাত্রিঃ। একমুভয়ত্র ব্রহ্মিষ্ঠো ব্রহ্মনিষ্ঠে বর্গঃ সএব শ্বসনঃ ইত্যাদি যোজ্যং। ক্রমেণ তদ্ভাববিরোধিনো ভয়ানক শান্ত বৎসলা দর্শিতাঃ। অম্বুজবিরোধিনশ্চ রাত্রি প্রালেয়সুধারুচয়ঃ। তস্মাদযথাম্বুজমম্বুজং তত্তৎ সম্বন্ধেন ম্লানিং প্রাপ্নোতি। তথা তু তদ্ভাবাম্বুজং ন প্রাপ্নোতি বিশেষোক্তিরলঙ্কারঃ॥ ১৫॥

স প্রথমমুক্তো মধুরাখ্যো ভক্তিরসঃ॥ ১৬॥

এক দিকে প্রাঙ্গণস্থ শঙ্খচূড় যক্ষের খণ্ডিতদেহ তমোগুণময়ী শিবা সকল বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, অন্য দিকে পবন তুল্য ব্রহ্মিষ্ঠগণ শমতা সম্পন্ন স্তুতিকথারূপ হিম সেচন করিতেছেন, সম্মুখে অমৃতকান্তি বলদেব বিদ্যমান রহিয়াছেন তথাপি শ্রীকৃষ্ণের প্রমোদোচিত শ্রীরাধার ভাবপদ্ম মলিন না হইয়া প্রফুল্লই ছিল॥ ১৫॥

বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগভেদে পূর্ব্বোক্ত মধুরাখ্য ভক্তিরস দুই প্রকার হয়॥

তত্র বিপ্রলম্ভঃ ॥

সপূর্ব্বরাগো মানশ্চ প্রবাসাদিময়স্তথা।
বিপ্রলম্ভো বহুবিধো বিদ্বদ্ভিরিহ কথ্যতে ॥ ১৬ ॥

তত্র পূর্ব্বরাগঃ ॥

প্রাগসঙ্গতয়োর্ভাবঃ পূর্ব্বরাগো ভবেদ্দ্বয়োঃ ॥

যথা পদ্যাবল্যাং ॥

অকস্মাদেকস্মিন্ পথি সখি ময়া যামুনতটং
ব্রজন্ত্যা দৃষ্টো যো নবজলধর-শ্যামলতনুঃ।
সদৃগ্‌ভঙ্গ্যা কিম্বা কুরুত নহি জানে তত ইদং

প্রাগিত্যত্র দ্বয়োবিতি কান্তায়াঃ পূর্ব্বরাগো ভক্তিরসত্বেনোচ্যতে কান্তস্য তু

তন্মধ্যে বিপ্রলম্ভ যথা ॥

পণ্ডিতগণ পূর্ব্বরাগ, মান ও প্রবাসাদি ভেদে বিপ্রলম্ভকে বহুবিধরূপে কীর্ত্তন করেন ॥ ১৬ ॥

তন্মধ্যে পূর্ব্বরাগ যথা ॥

কান্তা ও কান্ত এতদুভয়ের পূর্ব্বে অমিলন প্রযুক্ত যে ভাব তাহাকে পূর্ব্বরাগ বলে ॥

যথা পদ্যাবলিতে ॥

হে সখি! আমি যমুনাতটে গমন করিতেছিলাম, অকস্মাৎ সেই পথে কোন এক নবজলধর শ্যামবর্ণ পুরুষ আমার নেত্রগোচর হইয়াছিলেন, তিনি নয়ন ভঙ্গীদ্বারা কি যে করিলেন তাহা জানিতে পারি নাই কিন্তু সেই অবধি আমার এই মন

মনো মে ব্যালোলং ক্বচ ন গৃহকৃত্যে ন লগতে ॥১৭॥

যথাবা শ্রীদশমে ॥

তথাহমপি তচ্চিত্তো নিদ্রাঞ্চ ন লভে নিশি।

বেদাহং রুক্মিণা দ্বেষান্মমোদ্বাহো নিবারিতঃ ॥

অথ মানঃ ॥

মানঃ প্রসিদ্ধ এবাত্র ॥ ১৮

যথা শ্রীগীতগোবিন্দে ॥

বিহরতি বনে রাধা সাধারণপ্রণয়ে হরৌ

তদুদ্দীপনত্বেন গম্যতে। এবমুত্তরত্রাপি ॥ ১৭ ॥

ব্রজদেবীষু শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ব্বরাগস্তু জয়তি তে ঽধিকং জন্মনেত্যধ্যায়ে তাসাং মুখেনৈব শ্রীমন্মুনিনা বহুশোঽপি শরদুদাশয় ইত্যাদিভির্বর্ণিত এব ইত্যভি-প্রেত্য সকৃদুক্তং শ্রীরুক্মিণ্যামেব তং দর্শয়তি যথাবেতি ॥ ১৮ ॥

বিহরতীত্যর্দ্ধমেব নোদাহরণং দ্রষ্টব্যং ॥ ১৯ ॥

চঞ্চল হইয়া কোন গৃহ কৃত্যে লিপ্ত হইতেছে না ॥ ১৭ ॥

যথাবা শ্রীদশমে ৫৩ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন ব্রহ্মন্! তদ্রূপ আমারও চিত্ত রুক্মিণীর প্রতি অর্পিত হওয়াতে রাত্রিতে নিদ্রা লব্ধ হয় না। আমার প্রতি রুক্মির দ্বেষ বশতঃ আমার বিবাহ যে নিবারিতহই-য়াছে, তাহা আমিও অবগত আছি ॥

অথ মান ॥

এস্থলে মান প্রসিদ্ধই আছে ॥ ১৮ ॥

যথা শ্রীগীতগোবিন্দে ॥

বন মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ প্রণয়ের সহিত বিহার করিতে-

বিগলিতনিজোৎকর্ষাদীর্ষাবশেন গতামুত।
ক্বচিদপি লতাকুঞ্জে গুঞ্জন্মধুব্রতমণ্ডলী
মুখর শিখরে লীনা দীনাপ্যুবাচ রহঃ সখীঃ॥

প্রবাসঃ॥

প্রবাসঃ সঙ্গবিচ্যুতিঃ॥

যথা পদ্যাবল্যাং॥

হস্তোদরে বিনিহিতৈককপোলপালে
রশ্রান্তলোচনজলস্নপিতাননায়াঃ।
প্রস্থানমঙ্গলদিনাবধি মাধবস্য
নিদ্রালবোঽপি কুত এব সরোরুহাক্ষ্যাঃ॥

ছেন দেখিয়া শ্রীরাধা স্বীয় উৎকর্ষার লাঘব হেতু ঈর্ষাভরে ক্রীড়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিলেন কিন্তু যাহার উপরিভাগে ভ্রমর নিকর গুঞ্জনরব করিতেছে, এমত লতা-কুঞ্জে গিয়া লুক্কায়িত ভাবে অবস্থিতি করত দুঃখিত চিত্তে নির্জ্জনে সখীর প্রতি বলিতে লাগিলেন॥

প্রবাস॥

সঙ্গ রহিতের নাম প্রবাস॥

যথা পদ্যাবলিতে॥

যে দিবসাবধি শ্রীকৃষ্ণ মধুপুরী গমন করিয়াছেন, সেই প্রস্থান মঙ্গল দিন হইতে পদ্মাক্ষী শ্রীরাধা হস্ত মধ্যে এক কপোল বিন্যস্ত করত অবিশ্রান্ত নেত্রজলে বদনমণ্ডল আর্দ্র করিতেছেন, সুতরাং কোথা হইতে তাঁহার নিদ্রালব উপস্থিত হইবে॥

যথা প্রহ্লাদসংহিতায়াং উদ্ধববাক্যং ॥
ভগবানপি গোবিন্দঃ কন্দর্পশরপীড়িতঃ।
ন ভুঙ্‌ক্তে ন স্বপিতিচ চিন্তয়ন্ বো হ্যহর্নিশং ॥
অথ সম্ভোগঃ ॥
দ্বয়োর্মিলিতয়ো র্ভোগঃ সম্ভোগ ইতি কীর্ত্যতে ॥ ১৯ ॥
যথা পদ্যাবল্যাং ॥
পরমানুরাগ পরয়াথ রাধয়া
পরিরম্ভ-কৌশল-বিকাশি-ভাবয়া।
স তয়া সহ স্মরসভাজনোৎসবং
নিরবাহয়চ্ছিখিশিখণ্ডশেখরঃ ॥ ২০ ॥

পরমানুরাগ ইত্যস্যান্তে নিত্যস্থিতিস্তু ব্রজদেবীনাং পুরদেবীনাঞ্চ যুগপদ্দর্শিতা। জয়তি জননিবাস ইত্যাদিনা ॥ ২০ ॥

যথা প্রহ্লাদসংহিতায় উদ্ধব বাক্য ॥

ভগবান্ গোবিন্দও কন্দর্পশরে পীড়িত হইয়া দিবারাত্র তোমাদিগকে চিন্তা করিতে করিতে না ভোজন করিতেছেন না শয়ন করিতেছেন ॥

অথ সম্ভোগ ॥

কান্তা এবং কান্ত উভয়ে মিলিত হইয়া যে ভোগ করেন তাহাকে সম্ভোগ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায় ॥ ১৯।

যথা পদ্যাবলিতে ॥

যিনি পরমানুরাগময়ী, আলিঙ্গন কৌশল দ্বারা যাঁহার ভাব বিশেষ প্রকাশ হইয়াছে, সেই শ্রীরাধার সহিত শিখণ্ডচূড় কন্দর্প পূজোৎসব নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে মধু-রাখ্যভক্তিরস লহরী পঞ্চমী ॥ * ॥ ৫ * ॥

শ্রীমদ্ভাগবতাদ্যর্হশাস্ত্রদর্শিতয়া দৃশা।
ইয়মাবিষ্কৃতা মুখ্যপঞ্চভক্তিরসৌ ময়া ॥
গোপালরূপশোভাং দধদপি রঘুনাথভাববিস্তারী।
তুষ্যতু সনাতনাত্মা পশ্চিমবিভাগে রসাম্বুনিধেঃ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ মুখ্যভক্তিরসনিরূপণং নাম পশ্চিমবিভাগস্তৃতীয়ঃ ॥ * ॥ ৩ * ॥

॥ * ॥ ইতি দুর্গমসঙ্গমনী নাম্নাং শ্রীরসামৃতসিন্ধুটীকায়াং পঞ্চম লহর্য্যাখ্যকে পশ্চিমবিভাগে মধুরাখ্যভক্তিরসলহরী পঞ্চমী ॥ * ॥ ৫ ॥ * ॥

শ্রীমদিতি। শ্রীমদ্ভাগবতাদি লক্ষণ যোগ্য শাস্ত্র প্রকাশিতেন জ্ঞানেনেত্যর্থঃ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীদুর্গমসঙ্গমনীনাম্ন্যাং ভক্তিরসামৃতসিন্ধুটীকায়াং পশ্চিম বিভাগস্তৃতীয়ঃ ॥ * ॥ ৩ ॥ * ॥

শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র দর্শিত চক্ষু দ্বারা আমি এই মুখ্য ভক্তিরসময়ী পঞ্চম লহরী প্রকাশ করিলাম ॥

যিনি গোপাল রূপ শোভাকে ধারণ করিয়াও রঘুনাথের ভাব বিস্তার করিয়াছেন সেই সনাতন বিগ্রহ প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পশ্চিমবিভাগে সন্তুষ্ট হউন ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কৃত ব্যাখ্যায় ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পশ্চিমবিভাগে মধুরাখ্য ভক্তিরস লহরী পঞ্চমী ॥ * ॥ ৫ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি পশ্চিম বিভাগ সমাপ্ত ॥ * ॥

ভক্তিভরেণ প্রীতিং কলয়ন্নুররীকৃত ব্রজাসঙ্গঃ।
তনুতাং সনাতনাত্মা ভগবান্ময়ি সর্ব্বদা তুষ্টিং॥
রসামৃতাব্ধে র্ভাগেহত্র তুরীয়েতূত্তরাভিধে।
রসঃ সপ্তবিধো গৌণো মৈত্রী বৈরস্থিতি র্মিথঃ॥
রসাভাসশ্চ তেনাত্র লহর্য্যো নব কীর্ত্তিতাঃ॥
প্রাগত্রানিয়তাধারাঃ কদাচিৎ কাপ্যুদিতবরাঃ॥
গৌণা ভক্তিরসাঃ সপ্ত লেখ্যা হাস্যাদয়ঃ ক্রমাৎ॥ ১॥
ভক্তানাং পঞ্চধোক্তানামেষাং মধ্যত এবহি।

নন্থ শান্তাদিবদ্ধাস্যাদ্ভুতাদয়োহপি পৃথক্ স্যু র্বিদূষক সেনান্যাদিষু হাস্যবীরাদীনাং স্থিবতা দর্শনাত্তত্রাহ ভক্তানামিতি। ভক্তানাং পঞ্চধা রতিপঞ্চকা.

যিনি ভক্ত্যতিশয় প্রযুক্ত প্রীতিবিধান পূর্ব্বক গোষ্ঠসংসর্গ অঙ্গীকার করিয়াছেন, সেই সনাতন স্বরূপ ভগবান্ সর্ব্বদা আমার প্রতি তুষ্টি বিধান করুন॥

রসামৃতসিন্ধুর এই উত্তর নামক চতুর্থবিভাগে সাত প্রকার গৌণ ভক্তিরস অর্থাৎ হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস, তথা পরস্পর মৈত্রবৈর স্থিতি অর্থাৎ কোন্ ভাবের সহিত কোন্ ভাবের মিত্রতা ও কোন্ ভাবের সহিত কোন্ ভাবের শত্রুতা এবং রসাভাস বর্ণিত হইবে॥

পূর্ব্বে এই গ্রন্থে লেখ্য হাস্যাদি গৌণ ভক্তিরস ধারাবাহিক রূপে বর্ণিত হয় নাই; কোনটী অগ্রে এবং কোনটী বা পরে লিখিত হইয়াছে॥ ১॥

গৌণ হাস্যাদি ভক্তিরস সকলে মুখ্য শান্তাদি রসনিষ্ঠ

কাপ্যেকঃ কাপ্যনেকশ্চ গৌণেষ্বালম্বনো মতঃ॥

তত্র হাস্যভক্তিরসঃ॥

বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং হাসরতির্গতা।
হাস্যভক্তিরসো নাম বুধৈরেষ নিগদ্যতে॥ ২॥

অস্মিন্নালম্বনঃ কৃষ্ণস্তথান্যোঽপি তদন্বয়ী।

শ্রয়ত্বেনোক্তানাং মধ্যত এব নতু তেভ্যোঽন্য ইত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। তত্তদ্রতি বিষয়ত্বেনোক্তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য তত্তদাশ্রয়ত্বেনোক্তস্য তত্তদ্ভক্তস্য চ সর্ব্বত্রোৎসর্গ সিদ্ধতয়াস্ত্যেব আলম্বনত্বং। কিন্তু, তত্তদ্রতি সম্বন্ধাত্ত্রতিত্বেনোপচর্য্যমাণ হাসাদীনাং প্রাকৃত রসশাস্ত্রানুসারেণৈব স্থায়িত্বমুপচর্য্যতে। তদনুসারেণৈব চ ভয়ানক রসাদৌ দারুণাদীনামালম্বনত্ব মভ্যুপগংস্যতে। স্বমতেতু বিভাব্যতেহি রত্যাদি যত্র যেন বিভাব্যতে। বিভাবো নাম স দ্বেধালম্বনোদ্দীপনাত্মক ইত্যার্ষ প্রমাণানুসারেণ সপ্তমার্থ এব সর্ব্বত্রালম্বনঃ। সচানুগতায়া রতেঃ সম্বন্ধেন বিষয়াশ্রয় রূপ এবেতি॥ ১। ২॥

পর্য্যবসিতা রত্তে র্বিষয়ত্বেন তদ্ব্যঙ্গীকৃত হাসস্য হেতুত্বেন চ কৃষ্ণোঽস্মিন্‌-

---

পঞ্চবিধ ভক্তের মধ্যেই কোন স্থানে এক ও কোন স্থানে বহু আলম্বন হইবে॥

হাস্য ভক্তিরস যথা

বক্ষ্যমাণ বিভাবাদি দ্বারা হাস রতি পুষ্ট হইয়া হাস্য ভক্তিরস নামে কথিত হয়॥ ২॥

এই হাস্য ভক্তিরসে কৃষ্ণ এবং তদন্বয়ী অর্থাৎ কৃষ্ণের অনুগত চেষ্টাশালী ব্যক্তি আলম্বন হয়েন। পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন বৃদ্ধ এবং শিশুগণ প্রায় হাস্য রতির আশ্রয়, কখন

বৃদ্ধাঃ শিশুমুখাঃ প্রায়ঃ প্রোক্তা ধীরৈ স্তদাশ্রয়াঃ।
বিভাবনাদিং বৈশিষ্ট্যাৎ প্রবরাশ্চ ক্কচিন্মতাঃ ॥
তত্র কৃষ্ণো যথা ॥
যাস্যাম্যস্য ন ভীষণস্য সবিধং জীর্ণস্য শীর্ণাকৃতে-
র্মাতর্নেষ্যতি মাং পিধায় কপটাদাধারিকায়ামসৌ।
ইত্যুক্ত্বা চকিতাক্ষমদ্ভুতশিশৌ বুদ্বীক্ষ্যমাণে হরৌ
হাস্যং তস্য নিরুন্ধতোহপ্যতিতরাং ব্যক্তং তদাসীন্মুনেঃ ॥
অথ তদন্বয়ী ॥

লম্বনঃ। তদন্বয়ী তস্য কৃষ্ণস্যানুগত চেষ্টশ্চ তত্রৈতেরাশ্রয়ত্বেন তাদৃশ হাস হেতুত্বেন চালম্বনঃ। তস্য হাসস্যাশ্রয়া স্তদাশ্রয়াঃ। হাসস্য চেতো বিকাশ মাত্র রূপত্বাদ্বিষয়স্তু নবিদ্যতে নহি কমলাদি বিকাশঃ ক্কচিদ্বিষয়ং করোতি যমুদ্দিশ্য প্রবর্ত্ততে স এবহি বিষয়ঃ। পরিহাসোপহাসবাচীতু যদা স্যাত্তদ

কখন বিভাবনাদির বৈশিষ্ট্য প্রযুক্ত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরাও এই বৃত্তির আশ্রয় হইয়া থাকেন ॥

তন্মধ্যে কৃষ্ণ আলম্বন যথা ॥

কৃষ্ণ কহিলেন মা! আমি এই জীর্ণ শীর্ণাকৃতির নিকট যাইব না। উহার নিকট গেলে, ও আমাকে ভিক্ষা পাত্রের মধ্যে আচ্ছাদন করিয়া অর্থাৎ ঝোলার মধ্যে পুরিয়া রাখিবে এই বলিয়া অদ্ভুত শিশুরূপী হরি চকিত লোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলে, যদিচ মুনি হাস্য সম্বরণ করিয়াছিলেন তথাপি তাহা শীঘ্র প্রকাশ পাইল ॥

তদন্বয়ী আলম্বন যথা ॥

যচ্চেষ্টা কৃষ্ণবিষয়া প্রোক্তঃ সোঽত্র তদন্বয়ী ॥৩॥

যথা ॥

দদামি দধিফাণিতং বিবৃণু বক্ত্রমিত্যগ্রতো
নিশম্য জরতীগিরং বিবৃতকোমলৌষ্ঠে স্থিতে।
তয়া কুসুমমর্পিতং নবমবেত্য ক্ষুণ্ণাননে
হরৌ জহসুরুচ্চকৈঃ কিমপি সুষ্ঠু গোষ্ঠার্ভকাঃ ॥

যথাবা ॥

অস্য প্রেক্ষ্য করং শিশোর্মুনিপতে শ্যামস্য মে কথ্যতাং
তথ্যং হন্ত চিরায়ুরেষ ভবিতা কিং ধেনুকোটীশ্বরঃ।

কশ্চিদ্বিষয়মপি কুর্য্যান্নাম স তু নাত্রোপাদীয়ত ইতি ভাবঃ ॥ ৩॥

ফাণিতং খণ্ডবিকৃতিঃ। দধিমিশ্রিতং ফাণিতং দধিফাণিতং কোমলেতি

যাহার কৃষ্ণবিষয়ক চেষ্টা তাহাকে তদন্বয়ী বলে ॥

যথা ॥

কৃষ্ণ! তোমাকে দধি মিশ্রিত ফাণিত অর্থাৎ বাতাসা দিব, মুখ ব্যাদান কর, সম্মুখে জরতীর এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণ কোমলৌষ্ঠ বিস্তার করিলে জরতী তাহাতে একটী অভিনব কুসুম নিক্ষেপ করিলেন কিন্তু তাহাতে ঐ কৃষ্ণ মুখ কুটিল করায় তদ্দর্শনে ব্রজবালক সকল উচ্চ রূপে হাস্য করিতে লাগিল ॥

যথাবা ॥

নন্দ কহিলেন হে মুনিপতে! আপনি আমার এই শ্যাম শিশুর হস্ত নিরীক্ষণ করিয়া যথার্থ বলুন, এ দীর্ঘায়ু হইয়া

ইত্যুক্তে ভগবন্ ময়াদ্য পরিত শ্চীরেণ কিং চারুণা
দ্রাগাবির্ভবদুঞ্চুরস্মিতমিদং বক্ত্রং ত্বয়া রুধ্যতে ॥ ৪ ॥
উদ্দীপনা হরেস্তাদৃগ্বাগ্বেশচরিতাদয়ঃ।
অনুভাবাস্তু নাসৌষ্ঠ গণ্ডনিস্পন্দনাদয়ঃ।
হর্ষালস্যাবহিত্থাদ্যা বিজ্ঞেয়া ব্যভিচারিণঃ।
সা হাস রতিরেবাত্র স্থায়িভাবতয়োদিতা।
ষোঢ়া হাসরতিঃ স্যাৎস্মিতহসিতে বিহসিতাবহসিতেচ।
অপহসিতাতিহসিতকে জ্যেষ্ঠাদীনাং ক্রমাদ্দ্বে দ্বে।

বালাং ব্যঞ্জিতং ॥ ৪ ॥

উদ্দীপন ইত্যত্র হরিরিত্যুপলক্ষণং তদ্বয়িনোঽপি জ্ঞেয়াঃ ॥ ৫ ॥

কোটি ধেনুর অধীশ্বর হইবে কি না, হে ঋষে! আমি এই কথা বলিলে আপনি কেন উদগত ঈষৎ হাস্যান্বিত বদন চীর-বসন দ্বারা আচ্ছাদন করিলেন ॥ ৪ ॥

এই হাস্য রসে কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় ব্যক্তির ঐ প্রকার বাক্য বেশ এবং আচরণ প্রভৃতি উদ্দীপন। নাসা, ওষ্ঠ ও গণ্ড স্পন্দনাদি সকল অনুভাব, তথা হর্ষ, আলস্য এবং আকার গোপন প্রভৃতি ব্যভিচারী হইয়া থাকে ॥

হাস্যরসে হাস রতিকে স্থায়ীভাব বলিয়া কীর্ত্তন করা যায় ॥

হাস রতি ছয় প্রকার হয়। যথা স্মিত, হসিত, বিহসিত, অবহসিত, অপহসিত ও অতিহসিত। জ্যেষ্ঠ, মধ্য ও কনিষ্ঠ ভেদে দুইটী দুইটী করিয়া প্রকাশ পায়, অর্থাৎ জ্যেষ্ঠে স্মিত

বিভাবনাদি বৈচিত্র্যাদুত্তমস্যাপি কুত্রচিৎ।
ভবেদ্বিহসিতাদ্যঞ্চ ভাবজ্ঞৈরিতি ভণ্যতে ॥
তত্র স্মিতং ॥
স্মিতং ত্বলক্ষ্যদশনং নেত্রগণ্ডবিকাশকৃৎ ॥ ৫ ॥
যথা ॥
ক যামি জরতী খলা দধিহরং দিধীর্ষন্ত্যসৌ
প্রধাবতি জবেন মাং সুবল মংক্ষু রক্ষাং কুরু।
ইতি স্খলদুদীরিতে দ্রবতি কান্দিশীকে হরৌ

সুবল হে সুষ্ঠু বল ইতি কিঞ্চিদ্বলিষ্ঠং জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরং প্রতি সম্বোধনং ন তু সুবলসংজ্ঞং তং সমবয়স্কং প্রতি। কান্দিশীকে ভয়দ্রুতে দ্রবতীতি দ্রবস্যা-

---

হসিত, মধ্যমে বিহসিত, অবহসিত এবং কনিষ্ঠে অপহসিত ও অতিহসিত প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥

ভাবজ্ঞগণ বলেন বিভাবনাদির বৈচিত্র্য হেতু কোন কোন স্থানে উত্তম ব্যক্তিতেও বিহসিত প্রভৃতি প্রকাশ পায় ॥

তন্মধ্যে স্মিত যথা ॥

যে হাস্যে দন্ত লক্ষিত হয় না কিন্তু নেত্র ও গণ্ডের প্রফুল্লতা দৃষ্ট হয়, তাহাকে স্মিত বলে ॥ ৫ ॥

যথা ॥

যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতঃ! দধি চুরিকরিয়াছি, বলিয়া খল জরতী আমাকে ধরিবার জন্য দৌড়িয়া আসিতেছে, এখন কোথা যাইব, শীঘ্র আমাকে রক্ষা কর, এই বলিয়া ভয়ে পলায়ন পরায়ণ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া স্বর্গে মুনিগণের বদন ঈষৎ হস্যে

বিকস্বর-মুখাম্বুজং কুলমভূন্মৃমীনাং দিবি ॥

হসিতং ॥

তদেব দর সংলক্ষ্য দন্তাগ্রং হসিতং ভবেৎ ॥ ৬ ॥

যথা ॥

মদ্বেশেন পুরঃস্থিতো হরিরসৌ পুত্রোঽহমেবাস্মি তে

পশ্যেত্যচ্যুত জল্প বিশ্বসিতয়া সংরম্ভরজ্যদ্দৃশা।

তিশয বোধনায় ॥ ৬ ॥

মদ্বেশেনেতি দূরমায়ান্ত মদৃষ্ট স্ববেশি শ্রীকৃষ্ণং শ্রীরাধিকায়াঃ পতিম্মন্যং জটিলায়াঃ পুত্রমভিমন্যুং দৃষ্ট্বা তদ্বেশেন তদ্গৃহং গতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য তাং প্রতি

বিকসিত হইল ॥

অথ হসিত ॥

যে হাস্যে দন্ত ঈষৎ দৃষ্ট হয় তাহাকে হসিত বলে ॥ ৬ ॥

যথা ॥

শ্রীরাধিকার পতিম্মন্য জটিলাপুত্র অভিমন্যু নিজগৃহে আগমন করিতেছিল কিন্তু সে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পায় নাই, শ্রীকৃষ্ণ আগমনশীল অভিমন্যুকে দূরে অবলোকন করিয়া নিজে অভিমন্যুর বেশ ধারণ পূর্ব্বক জটিলার নিকট গিয়া বলিলেন মা! আমি তোমার পুত্র অভিমন্যু, আমার বেশ ধারণ করিয়া কৃষ্ণ অগ্রে অবস্থিত রহিয়াছে দেখুন, কৃষ্ণ এই কথা বলিলে জটিলা তাহাতে বিশ্বাস করিয়া সক্রোধ-নেত্রে চীৎকার করত মা মা এই অর্দ্ধ উচ্চারণকারি স্বীয় পুত্র অভিমন্যুকে প্রাঙ্গণ হইতে তাড়াইয়া দিলে তদ্দর্শনে সখী সকলের

মামেতি স্খলদক্ষরে জটিলয়া ব্যাক্রুশ্য নিষ্কাসিতে
পুত্রে প্রাঙ্গণতঃ সখীকুলমভূদ্দন্তাংশুধৌতাধরং॥
বিহসিতং॥
সস্বনং দৃষ্টদশনং ভবেদ্বিহসিতং তু তৎ॥ ৭॥
যথা॥
মুষাণ দধি মেদুরং বিকলমন্তরা শঙ্কসে
সনিশ্বসিত ডম্বরং জটিলয়াত্র নিদ্রায়তে।
ইতি ব্রুবতি কেশবে প্রকট শীর্ণ দন্তস্থলং
কৃতং হসিতমুৎস্বনং কপট সুপ্তয়া বৃদ্ধয়া॥

বচনং। নিষ্কাসিতে দূরত এব বিদ্রাবিতে। তস্যা বাতুলতাপাশঙ্কা স্ববধূনা মানপ্রমার্জং তস্য বিক্রন্তত্বাৎ॥ ৭॥
কপট সুপ্তয়েত্যনেন তয়েতি পূর্ব্বোক্ত শ্বারস্যাল্লভ্যতে। সুপ্তয়াপ্যেতয়েতি

অধর ঈষৎ দন্তকিরণে অলঙ্কৃত হইয়াছিল অর্থাৎ তাঁহারা সকলে হাসিতে লাগিলেন॥

বিহসিত॥

যে হাস্যে শব্দের সহিত দন্ত দৃষ্ট হয়, তাহাকে বিহসিত বলে॥ ৭॥

অহে সখা সকল! উৎকৃষ্ট দধি চুড়ি কর,গৃহ মধ্যে কোন ভয় করিও না, জটিলা প্রবল নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে নিদ্রা যাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে কপট সুপ্তা বৃদ্ধা শীর্ণদন্ত উদঘাটন পূর্ব্বক সশব্দে হাসিয়া উঠিল॥

অবহসিতং ॥

তচ্চাবহসিতং ফুল্লনাসং কুঞ্চিতলোচনং ॥ ৮ ॥

যথা ॥

লগ্নস্তে নিতরাং দৃশোরপি যুগে কিং ধাতুরাগো ঘনঃ
প্রাতঃ পুত্রবলস্য বা কিমসিতং বাসস্ত্বয়াঙ্গে ধৃতং।
ইত্যাকর্ণ্য পুরো ব্রজেশগৃহিণী বাচং স্ফুরন্নাসিকা
দূত্য সঙ্কুচদীক্ষণাবহসিতং জাতা ন রোদ্ধুং ক্ষমা ॥

অপহসিতং ॥

বা পাঠঃ ॥ ৮ ॥
লগ্নস্ত ইত্যাদৌ পুত্রেত্যত্র মিত্রেতি ব্রজেশগৃহিণী বাচমিত্যত্র চ ধূর্তার্জব

অবহসিত ॥

যে হাস্যে নাসা প্রফুল্ল ও লোচন কুঞ্চিত হয়, তাহাকে অবহসিত বলে ॥ ৮ ॥

যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রাতঃকালে গৃহে উপস্থিত হইলে যশোদা অবলোকন করিয়া কহিলেন পুত্র! তোমার লোচনযুগলে ঘন ধাতুরাগ কি সংলগ্ন হইয়াছে? তুমি কি বলদেবের নীলাম্বর পরিধান করিয়াছ? ব্রজেশ্বরগৃহিণী যশোদার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অগ্রবর্ত্তিনী দূতী প্রফুল্ল নাসিকা ও সঙ্কুচিত নেত্রে উৎপন্ন অবহসিত আর সংগোপন করিতে পারিলেন না ॥

অপহসিত ॥

তচ্চাপহসিতং সাশ্রুলোচনং কম্পিতাংসকং ॥

যথা ॥

উদস্রং দেবর্ষি র্দিবি দরতরঙ্গদ্ভুজশিরা

যদন্ত্র্যাণুদ্দণ্ডো দশনরুচিভিঃ পাণ্ডুরয়তি।

স্ফুটং ব্রহ্মাদীনাং নটয়িতরি দিব্যে ব্রজশিশৌ

জরত্যাঃ প্রস্তোভান্নটতি তদনৈষীদ্দৃশমসৌ ॥

অতিহসিতং ॥

সহস্ততালং ক্ষিপ্তাঙ্গং তচ্চাতিহসিতং বিদুঃ ॥ ৯ ॥

যথা ॥

স্বহস্তাচমিতি চ পাঠান্তরং জ্ঞেয়ং ॥ ৯ ॥

যে হাস্যে অশ্রুযুক্ত লোচন ও স্কন্ধ কম্পিত হয় তাহার নাম অপহসিত ॥

যথা ॥

যিনি স্পষ্টরূপে ব্রহ্মাদি দেবগণকে নাচাইতেছেন, সেই ব্রজশিশু শ্রীকৃষ্ণ জরতীর স্তোভে নৃত্য করিতেছেন দেখিয়া স্বর্গে দেবর্ষি নারদ স্কন্ধকম্পিত করত যে সজল নেত্রে হাস্য নিবন্ধন দন্তজ্যোতি দ্বারা মেঘ সকলকে শুভ্রবর্ণ করিয়াছিলেন সেই নয়ন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ॥

অতিহসিত ॥

হস্ততাল ও অঙ্গক্ষেপের সহিত হাস্যকে অতিহসিত বলে ॥ ৯ ॥

যথা ॥

বৃদ্ধে ত্বং বলিতাননাসি বলিভিঃ প্রেক্ষ্য স্বযোগ্যামত-
স্ত্বামুদ্বোঢ়ুমসৌ বলীমুখবরো মাং সাধয়ত্যুৎসুকঃ।
আভির্বিপ্লুত ধীর্ব্বিণে নহি পরং ত্বত্তো বলিধ্বংসনা-
দিত্যুচ্চৈর্মুখরাগিরা বিজহসুঃ সোত্তালিকা বালিকাঃ।
যস্য হাসঃ সচেৎ ক্বাপি সাক্ষাৎনৈব নিবধ্যতে।
তথাপ্যেষ বিভাবাদিসামর্থ্যাদুপলভ্যতে॥ ১০ ॥

বলিঃ কুঞ্চিতচর্ম্ম। বলীমুখো বানরঃ। সাধয়তি সাধনায় প্রেরণতীতি ণিচ্ প্রত্যযাৎ। বলিন স্তৃণাবর্ত্ত পূতনাদযস্তেষাং ধ্বংসকর্ত্তুঃ আভির্বলিভির্বিপ্লুতা উপপ্লুতা ধীর্যস্যাঃ॥ ১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ জরতীকে কহিলেন বৃদ্ধে! তোমার মুখের চর্ম্ম সকল লোলিত হওয়ায় তুমি বলিতাননা অর্থাৎ বানরমুখী হইয়াছ, এই কারণে এই বলীমুখবর অর্থাৎ বানররাজ তোমাকে যোগ্যপাত্রী দেখিয়া বিবাহ নিমিত্ত উৎসুক হওত আমাকে উপাসনা করিতেছে, এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা কহিল আমি এই সকল বলিদ্বারা অধীর বুদ্ধি হইয়া বলিধ্বংসি অর্থাৎ তৃণাবর্ত্ত পূতনা প্রভৃতিকে বিধ্বংসন করিয়াছ যে তুমি তোমা ভিন্ন অন্য কাহাকেও বরণ করিব না, মুখরার এই সকল কথা শুনিয়া বালিকা সকল করতালিকা প্রদান পূর্ব্বক উচ্চরূপে হাস্য করিতে লাগিল॥

যৎ কর্তৃক হাস, সে যদি সাক্ষাৎ কোন স্থানে নিশ্চয় না হয়, তথাপি বিভাবাদির সামর্থ্য প্রযুক্ত তাহার উপলব্ধি হইয়া থাকে॥ ১০ ॥

যথা ॥

শিম্বীলম্বি কুচাগ্নি দর্দুরবধূবিস্পর্দ্ধি নাসাকৃতি-
স্তং জীর্য্যদ্দুলিদৃষ্টিরোষ্ঠতুলিতাঙ্গারা মৃদঙ্গোদরী।
কা ত্বত্তঃ কুটিলে পরাস্তি জটিলাপুত্রি ক্ষিতৌ সুন্দরী
পুণ্যেন ব্রজসুভ্রুবাং তব ধৃতিং হর্ত্তুং ন বংশী ক্ষমা ॥১১
এষ হাস্যরসস্তত্র কৈশিকীবৃত্তিবিস্তৃতৌ।
শৃঙ্গারাদি রসোদ্ভেদো বহুধৈব প্রপঞ্চিতঃ ॥ ১২ ॥

দুলিঃ কমঠী ॥ ১১ ॥

তত্র ভরতাদিনিবন্ধে স্বকৃতনাটকলক্ষণে চ ॥ ১২ ॥

যথা ॥

হে জটিলাপুত্রি কুটিলে! তোমার স্তনদ্বয় শিম্বীর ন্যায় শুষ্ক ও লম্বমান, নাসিকার শোভা ভেকবধূকেও তিরস্কার করিতেছে, দৃষ্টি জীর্ণকচ্ছপীর ন্যায় মনোহর, ওষ্ঠ অঙ্গারের সহিত তুলনা ধারণ করিয়াছে এবং উদরও মৃদঙ্গের ন্যায় শোভমান দৃষ্ট হইতেছে অতএব হে সুন্দরি! ব্রজসুন্দরী-দিগের মধ্যে তোমার ন্যায় আর কাহাকেও সুন্দরী দেখা যায় না, অধিক কি বলিব পুণ্য বলে বংশীও তোমার ধৈর্য্য হরণ করিতে পারিতেছে না ॥ ১১ ॥

ভরতাদি প্রণীত নিবন্ধে এবং স্বকৃত নাটকে শৃঙ্গারাদি রসের উদ্ভেদ স্বরূপ এই হাস্যরস বহু প্রকারে বিস্তৃত হইয়াছে ॥ ১২ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধাবুত্তরবিভাগে গৌণভক্তি রসনিরূপণে হাস্যভক্তিরসলহরী ॥ * ॥ ১ ॥ * ॥

অথাদ্ভুতভক্তিরসঃ ॥

আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈঃ স্বাদ্যত্বং ভক্তচেতসি।
সা বিস্ময় রতির্নীতাদ্ভুতভক্তিরসো ভবেৎ ॥ ১ ॥
ভক্তঃ সর্ব্ববিধোপ্যত্র ঘটতে বিস্ময়াশ্রয়ঃ।
লোকোত্তরক্রিয়াহেতু র্বিষয়স্তত্র কেশবঃ।
তস্য চেষ্টা বিশেষাদ্যা স্তস্মিন্নুদ্দীপনা মতাঃ।

॥*॥ ইত্যুত্তর বিভাগে নবলহর্য্যাত্মকে হাস্যভক্তিরসলহরী প্রথমা ॥*॥১॥*॥
ভক্ত ইতি সার্দ্ধত্রয়েণাদ্ভুতস্য পরিকরানাহ। বিস্ময়াশ্রয়ো বিস্ময়রতে রাশ্রয় ইত্যর্থঃ। বিষয়স্তস্যা এব বিষয় ইত্যর্থঃ। বিস্ময়শ্চেদং কথং জাতমিতি

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃত ব্যাখ্যায় ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পশ্চিমবিভাগে হাস্যভক্তিরস প্রথম লহরী ॥ * ॥ ১ ॥ * ॥

অথ অদ্ভুত ভক্তিরস ॥

আত্মোচিত বিভাবাদিদ্বারা বিস্ময়রতি যদি ভক্তগণের চিত্তে আস্বাদনীয় রূপে নীত হয়, তবে তাহাকে অদ্ভুত ভক্তি রস বলে ॥ ১ ॥

সর্ব্ব প্রকার ভক্তই বিস্ময় রতির আশ্রয় অর্থাৎ আলম্বন, লোকাতীত কর্ম্ম প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণই ইহার বিষয় অর্থাৎ বিভাব এবং শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টা বিশেষ সকলই ইহার উদ্দীপন, তথা

ক্রিয়াস্থ নেত্র বিস্তার স্তম্ভাশ্রু পুলকাদয়ঃ ॥ ২ ॥
আবেগ হর্ষ জাড্যাদ্যা স্তত্রস্থ্য র্ব্যভিচারিণঃ।
স্থায়ী স্যাদ্বিস্ময়রতিঃ সা লোকোত্তরকর্ম্মতঃ।
সাক্ষাদনুমিতশ্চেতি তচ্চ দ্বিবিধমুচ্যতে ॥
তত্র সাক্ষাৎ ॥
সাক্ষাদৈন্দ্রিয়কং দৃষ্টশ্রুতসংকীর্ত্তিতাদিকং ॥ ৩ ॥
তত্র দৃষ্টং যথা ॥

হেত্বসম্ভাবনাময়ী বুদ্ধিঃ। এতাভ্যাং দ্বয়োরপ্যালম্বনবিভাবত্বং দর্শিতং। বিষয় ইত্যত্র বিভাব ইতি পাঠো লিখনভ্রমাৎ ॥ ২ ॥

লোকোত্তর কর্ম্মত ইত্যুপলক্ষণং তাদৃশ রূপ গুণাভ্যাঞ্চ। কিন্তু লোকোত্তর তৎপ্রেম হেতু র্ভক্তশ্চেত্তদা সোঽপি তদ্বজ্জ্ঞেয়ঃ। তথা নেমং বিরিঞ্চো ন ভব ইত্যাদৌ ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখেত্যাদৌ নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ ইত্যাদৌ চ ॥ ৩ ॥

নেত্র বিস্তার, স্তম্ভ, অশ্রু ও পুলকাদি সকল ইহার ক্রিয়া ॥২

অপর আবেগ (ত্বরা) হর্ষ ও জাড্য প্রভৃতি অদ্ভুত রসে ব্যভিচারী।

লোকাতীত কর্ম্ম প্রযুক্ত বিস্ময় রতি স্থায়ী হয়, ইহা সাক্ষাৎ ও অনুমান ভেদে দুই প্রকার হইয়া থাকে ॥

তন্মধ্যে সাক্ষাৎ বিস্ময় রতি যথা ॥

চক্ষুর্দ্বারা দর্শন, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ ও মুখ দ্বারা কীর্ত্তন ইত্যাদি ইন্দ্রিয় বিষয়কে সাক্ষাৎ বিস্ময়রতি বলা যায় ॥ ৩ ॥

তন্মধ্যে দৃষ্ট যথা ॥

একয়েব বিবিধোদ্যমভাজং
মন্দিরেষু যুগপন্নিখিলেষু ॥
দ্বারকামভিসমীক্ষ্য মুকুন্দং
স্পন্দনোজ্ঝিততনুর্মুনিরাসীৎ ॥ ৪ ॥

যথাবা ॥

ক স্তন্যগন্ধিবদনেন্দুরসৌ শিশুস্তে
গোবর্দ্ধনঃ শিখররুদ্ধঘনঃ কচায়ং।
ভোঃ পশ্য সব্যকর কন্দুকিতাচলেন্দ্রঃ

একয়েতি এক বপুষমেব সন্তমিত্যর্থঃ। যথোক্তং শ্রীদশমে শ্রীনারদেন। চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্। গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহদিতি। তস্মান্নিরন্তু শ্রীনারদঃ।অতএব কায়ব্যূহ সমর্থানামপি তদ্বিধানাং বিস্ময়ঃ॥ ৪ ॥

স্তন্যগন্ধীতি অল্পাল্পাখ্যায়াং সমাসান্ত ইৎপ্রত্যয়ঃ। অচলেন্দ্রঃ। পূর্ব্বোক্ত

দ্বারকায় প্রতি মহিষীর মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণকে এক বপুতেই বিবিধ উদ্যমে ব্যাপৃত দেখিয়া মুনিবর নারদ স্পন্দন রহিত জড়িমা দশা লাভ করিলেন ॥ ৪॥

যথাবা ॥

যশোদে! দৃষ্টিপাত কর, কোথায় তোমার এই দুগ্ধমুখ বালক, কোথায় বা এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বত, যাহার শৃঙ্গদ্বারা মেঘ সকল রোধ হইয়াছে, কি আশ্চর্য্য! এই গিরিরাজ ইহাঁর বামহস্তে ক্রীড়াকন্দুকের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল।

খেলন্নিব স্ফুরতি হন্ত কিমিন্দ্রজালং ॥ ৫ ॥

শ্রুতং যথা ॥

যান্যক্ষিপন্ প্রহরণানি ভটাঃ স দেবঃ
প্রত্যেকমচ্ছিনদমূনি শরত্রয়েণ।
ইত্যাকলয্য যুধি কংসরিপোঃ প্রভাবং
স্ফারেক্ষণঃ ক্ষিতিপতিঃ পুলকী তদাসীৎ ॥ ৬ ॥

সংকীর্ত্তিতং যথা ॥

ডিম্ভাঃ স্বর্ণনিভাম্বরা ঘনরুচো জাতাশ্চতুর্বাহবো
বৎসাশ্চেতি বদন্ কৃতোস্মি বিবশঃ স্তম্ভশ্রিয়া পশ্যত।

এব গোবর্দ্ধনঃ। প্রাকৃতত্বাৎ। কন্দুকিতং তমদ্রিং কুর্ব্বন্নদং বহতীতি বা পাঠঃ ॥ ৫ ॥

ভটা নবকনাম্নোঽসুরস্যৈকাদশ অক্ষৌহিণী সংখ্যাঃ ক্ষিতিপতিঃ শ্রীপরীক্ষিৎ॥৬

ডিম্ভা ইতি সত্যলোকসভায়াং শ্রীব্রহ্মবাক্যং। স্তম্ভশ্রিয়া পশ্যতেত্যেব পাঠ

হায়! এ কি কোন ইন্দ্রজাল বটে ॥ ৫ ॥

শ্রুত যথা ॥

নরকাসুরের একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যগণ যত অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিল দেবোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তিন শরে তৎসমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন, রাজা পরীক্ষিৎ কংসরিপুর এই প্রভাব শ্রবণমাত্রেই নয়নদ্বয় বিস্ফার পূর্ব্বক পুলকাকুল হইয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

সংকীর্ত্তিত যথা ॥

সত্যলোকে ব্রহ্মা কহিলেন, বালক সকল পীতবসন পরিধান, ঘনশ্যাম ও চতুর্ব্বাহু মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে এবং বৎস

আশ্চর্য্যং কথয়ামি বঃ শৃণুত ভোঃ প্রত্যেকমেকৈকশঃ
স্তূয়ন্তে জগদণ্ডবদ্ভিরভিত স্তে হন্ত পদ্মাসনৈঃ ॥
অনুমিতং যথা ॥
উন্মীল্য ব্রজশিশবো দৃশং পুরস্তা-
দ্ভাণ্ডীরং পুনরতুলং বিলোকয়ন্তঃ।
সাত্মানং পশুপটলীঞ্চ তত্র দাবা-
দুন্মুক্তাং মনসি চমৎক্রিয়ামবাপুঃ ॥ ৭ ॥
অপ্রিয়াদেঃ ক্রিয়া কুর্য্যাম্নালৌকিক্যপি বিস্ময়ং।

স্তেষামিষ্টঃ স্তূয়ন্ত ইতি বর্ত্তমান সামীপ্যে বর্ত্তমানবদ্বেতি ন্যায়েনাবিলম্বদৃষ্টত্বং সূচয়তি ॥ ৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণে এবাদ্ভুতো রসঃ সমুদ্ভূতঃ স্যাদিতি কথয়ন্ সর্ব্বমপি রসং বিস্ময়-

---

সকলও আবার তদ্রূপ অবস্থা লাভ করিল দেখ, এই কথা বলিতে বলিতে আমি স্তম্ভ সম্পত্তি দ্বারা বিবশ হইয়া পড়িলাম। অপর আশ্চর্য্য শুন, ঐ সকল বালক ও বৎস প্রত্যেককে জগদণ্ডনাথ পদ্মাসন বিধাতৃগণ চতুর্দ্দিকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥

অথ অনুমিত ॥

ব্রজশিশু সকল চক্ষু উন্মীলন পূর্ব্বক পুনরায় অগ্রে ভাণ্ডীর-বন অবলোকন করিয়া তাহাতে আপনাদের সহিত গবাদি পশু সমুদায়কে দাবাগ্নি হইতে পরিমুক্ত হইয়াছে দেখিয়া মনোমধ্যে অতিশয় চমৎকৃতি লাভ করিলেন ॥ ৭ ॥

অপ্রিয়াদির কার্য্য অলৌকিক হইলেও তাহা বিস্ময়জনক

অসাধারণ্যপি মনাক্ করোত্যেব প্রিয়স্য সা।
প্রিয়াৎ প্রিয়স্য কিমুত সর্ব্বলোকোত্তরোত্তরা।
ইত্যত্র বিস্ময়ে প্রোক্তা রত্যনুগ্রহমাধুরী॥ ৮॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধাবুত্তরবিভাগে গৌণ-ভক্তিরস নিরূপণেঽদ্ভুতভক্তিরসলহরী দ্বিতীয়া॥ * ॥ ২ ॥ * ॥

অথ বীরভক্তিরসঃ॥

সৈবোৎসাহ রতিঃ স্থায়ী বিভাবাদ্যৈ র্নিজোচিতৈঃ।

...রেন প্রতিষ্ঠাপয়তি অপ্রিয়াদে রিতি দ্বয়েন। তদুক্তং রসে সারশ্চমৎকারঃ সর্ব্বত্রাপীষ্যতে বুধৈঃ। তস্মাদদ্ভুতমেবাহ কৃতী নারায়ণোরসমিতি মনাগপ্যসাধারণীতি যোজ্যং॥ ৮॥

॥ * ॥ ইতি ভক্তিরসামৃতসিন্ধাবুত্তরবিভাগেঽদ্ভুত ভক্তিরসলহরী দ্বিতীয়া॥ * ॥ ২

হয় না. প্রিয়ব্যক্তির অসাধারণ ক্রিয়াও ঈষৎ বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে এবং প্রিয় হইতে অপ্রিয় ব্যক্তির সর্ব্বলোকোত্তরা ক্রিয়া যে বিস্ময়জনিকা হইবেনা, তাহা আর কি বলিব, অতএব এই বিস্ময়ে রতির অনুগ্রহ মাধুরী কথিত হইল॥ ৮॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কৃত ব্যাখ্যায় ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উত্তর বিভাগে অদ্ভুত ভক্তিরস লহরী তৃতীয়া॥ * ॥ ২ ॥ * ॥

অথ বীরভক্তিরস॥

স্বযোগ্যোচিত বিভাবাদি দ্বারা উৎসাহ রতি স্থায়ীভাব রূপে

আনীয়মানা স্বাদ্যত্বং বীরভক্তিরসো ভবেৎ।
যুদ্ধ দান দয়া ধর্ম্মৈশ্চতুর্দ্ধা বীর উচ্যতে।
আলম্বন ইহ প্রোক্ত এষ এব চতুর্বিধঃ॥ ১॥
উৎসাহস্ত্বেষ ভক্তানাং সর্ব্বেষামেব সম্ভবেৎ॥
তত্র যুদ্ধবীরঃ॥
পরিতোষায় কৃষ্ণস্য দধদুৎসাহমাহবে।
সাখা বন্ধু বিশেষো বা যুদ্ধবীর ইহোচ্যতে।
প্রতিযোদ্ধা মুকুন্দো বা তস্মিন্ বা প্রেক্ষকে স্থিতে।
তদীয়েচ্ছাবশেনাত্র ভবেদন্যঃ সুহৃদ্বরঃ॥ ২॥
তত্র কৃষ্ণো যথা॥

উৎসাহ রতিঃ সর্ব্বেষামিতি কস্যচিদুৎসাহ ভেদঃ স্বাদিতাভিপ্রায়েণ॥ ১২॥

আস্বাদনীয়ত্ব প্রাপ্ত হইলে বীরভক্তিরস বলিয়া কথিত হয়। যুদ্ধ, দান, দয়া ও ধর্ম্ম এই চারিকেই বীর বলা যায় অর্থাৎ যুদ্ধবীর, দানবীর, দয়াবীর ও ধর্ম্মবীর, এই চারিটীই এ স্থলে আলম্বন স্বরূপ হয়॥ ১॥

এই উৎসাহ সমুদায় ভক্তেই সম্ভব হইয়া থাকে॥

তন্মধ্যে যুদ্ধবীর যথা॥

শ্রীকৃষ্ণের পরিতোষ নিমিত্ত উৎসাহধারী সখা বা বন্ধু বিশেষকে এ স্থলে যুদ্ধবীর বলা যায়। মুকুন্দ প্রতিযোদ্ধা অথবা তিনি দর্শকরূপে অবস্থিত থাকিলে তাঁহার ইচ্ছানুসারে অন্য একজন সুহৃত্তম প্রতিযোদ্ধা হয়েন॥

তন্মধ্যে কৃষ্ণ প্রতিযোদ্ধা যথা॥

অপরাজিতমানিনং হঠাচ্চটুলং ত্বামভিভূয় মাধব।
ধিনুয়ামধুনা সুহৃদ্গণং যদি ন ত্বং সমরাৎ পরাঞ্চসি ॥ ৩॥
যথাবা ॥
সংরম্ভ প্রকটীকৃত প্রতিভটারম্ভ শ্রিয়োঃ সাদ্ভুতং
কালিন্দীপুলিনে বয়স্য নিকরৈরালোক্যমানস্তদা।

যদি নত্বমিতি যদি সমরং ত্যক্তুং ছলেন সমরাৎ পরাঙ্মুখো ন ভবসীত্যর্থঃ স যদি ত্বং সমরং সমঞ্চসীতি বা পাঠঃ ॥ ৩॥

সংরম্ভেণ কোপেনৈব প্রকটীকৃতা প্রতিভটস্য প্রতিযোদ্ধুরারম্ভ শ্রী র্যাভ্যাং বস্তুতস্তুব্যুত্থাপিত সখ্যয়ো রবিরোধিত মৈত্রয়োরপি। শ্রীদামশ্চ বকীদ্বিষশ্চেতি বকীদ্বিষো র্দ্বয়োরিত্যর্থঃ। এতদর্থবশাদেব বিশেষণানাং দ্বিত্বং। এতদুক্তং ভবতি। চার্থঃ খলু চতুর্বিধঃ। সমুচ্চয়ান্বাচয়েতরেতরযোগসমাহারভেদেন। তত্র সমুচ্চয়ার্থ শ্চশব্দস্তত্তদর্থানাং পৃথক্ পৃথক্তা ব্যঞ্জকঃ। যথা শ্রীদামাচ বকীবিট্ চাগত ইত্যত্র আগতস্য পৃথক্ পৃথক্ সম্বন্ধঃ। অন্বাচয়ার্থশ্চ তথা। যথা বকীদ্বিষ মানয় যদি পশ্যসি শ্রীদামানঞ্চ। কিন্তুত্তর নির্দ্দিষ্টেনাত্যাগ্রহং ব্যঞ্জয়তি। যথা শ্রীকৃষ্ণশ্চ লোকশ্চ দৃশ্যতামিতি। তস্মাৎ সমর্থশব্দোক্তপরস্পরসম্বন্ধার্থত্বাভাবাদনয়ো র্ন দ্বন্দসমাসঃ ক্রিয়তে। কিন্তু তদ্ভাবাদুত্তরযোরেব। তত্র সমাহারে

হে মাধব! তুমি অতি চঞ্চল আপনাকে অপরাজিত করিয়া মানিয়া থাক, যদি সমর হইতে পলায়ন না কর তাহা হইলে তোমাকে পরাজিত করিয়া সুহৃদ্গণকে পরিতুষ্ট করিব ॥ ৩॥

যথাবা ॥

শ্রীদাম ও পূতনাশত্রু শ্রীকৃষ্ণ ইহাঁদের পরস্পর অবিরোধি মৈত্রতা থাকিলেও ইহাঁরা কোপাবেশ-বশতঃ প্রতিযোদ্ধার

অব্যুত্থাপিত সখ্যয়োরপি বরাহঙ্কার বিস্ফূর্জ্জিতঃ
শ্রীদাম্নশ্চ বকীদ্বিষশ্চ সমরাটোপঃ পটীয়ানভূৎ ॥ ৪ ॥
সুহৃদ্বরো যথা ॥
সখি প্রকর মার্গণানগণিতান্ ক্ষিপন্ সর্ব্বত-
স্তথাদ্য লগুড়ং ক্রমাদ্ভ্রময়তিস্ম দামাকৃতী।

সমর্থত্বে সত্যপি মলিনমাত্র বাচিত্বেন তদ্বতামবাচিত্বাৎ প্রতি বিশেষণাস্বয়িত্বং স্যাদেব। যথা। পদকক্রমকব্যবহিতমিত্যাদি। তদ্বতি বৃত্তিত্বন্তোপচারাদেব। অথেতরেতর যোগার্থশ্চশব্দ স্তত্তৎপ্রত্যেকসংখ্যাসমুদয়েন যাবতী তেষাং সংখ্যা স্যাত্তাবৎ সংখ্যান্বিততা যুক্ততা ব্যঞ্জকঃ। তত্রচ দ্বন্দ্বে শ্রীদামবকীদ্বিষাবাগতাবিত্যত্র শ্রীদামাচ বকীদ্বিট্ চেতি দ্বাবাগতাবিত্যর্থঃ। সমুচ্চয়াদস্যায়মেব ভেদঃ। যদিচ সমাসে তথার্থঃ স্যাত্তদা তদ্বিগ্রহেঽপি স্যাৎ। যথাবলম্বৈব সমাসানামর্থঃ প্রবর্ত্ততে। দ্বন্দ্বসমাসস্য চ বৈকল্পিকত্বাৎ। কেবল বিগ্রহোঽপি প্রযুজ্যতে। ততশ্চ শ্রীদামাচ বকীদ্বিট্ চাগতাবিত্যপি স্যাৎ। যথা সচ ত্বঞ্চাহঞ্চ পচাম ইত্যত্র বিপ্রতিষেধে পরং কার্য্যমিতি পাণিনৈ র্যুগপদ্বচনে পরঃ পুরুষাণামিতি সর্ব্ববর্ম্মণশ্চ ন্যায়েনোত্তমপুরুষেঽপি প্রাপ্তে বহুবচনং পূর্ব্ববদেব স্যাদিতি সাধু ব্যাখ্যাতং। শ্রীদামবকীদ্বিষোর্দ্বয়োরিত্যাদি ॥ ৪ ॥

মার্গণা অত্র তূলপূর্ণচর্ম্মফলকবাণাঃ ॥ ৫ ॥

যুদ্ধারম্ভশ্রী প্রকটন করিয়াছিলেন, সখাগণ কালিন্দীকূলে অদ্ভুতরূপে দর্শন করিতে লাগিলে ইহাঁদের অহঙ্কারান্বিত সমরাটোপ অতিশয় পটু হইয়াছিল ॥ ৪ ॥

সুহৃদ্বর যথা ॥

সখা সকল চতুর্দ্দিক্ হইতে তূলপূরিত চর্ম্মফলক বিশিষ্ট বাণ সকল নিক্ষেপ করায় কর্ম্মকুশল শ্রীদাম সেই প্রকার আজ

অসংস্ত রচিত স্তুতির্ব্রজপতেস্তনুজোপ্যমুং
সমৃদ্ধ পুলকো যথা লগুরপঞ্জরান্তঃস্থিতং ॥
প্রায়ঃ প্রকৃতিশূরাণাং স্বপক্ষৈরপি কর্হিচিৎ।
যুদ্ধকেলিসমুৎসাহো জায়তে পরমাদ্ভুতঃ ॥
যথাচ হরিবংশে ॥
তথা গাণ্ডীবধন্বানং বিক্রীড়ন্মধুসূদনঃ।
জিগায় ভরতশ্রেষ্ঠং কুন্ত্যাঃ প্রমুখতো বিভুঃ। ইতি ॥
কথিতাস্ফোটবিস্পর্দ্ধাবিক্রমাস্ত্রগ্রহাদয়ঃ।
প্রতিযোধস্থিতাঃ সন্তো ভবন্ত্যুদ্দীপনা ইহ ॥ ৫ ॥

লগুড় ভ্রমণ দ্বারা তৎসমুদায়কে দূরীভূত করিতে লাগিলেন, যদ্দর্শনে ব্রজপতিনন্দন শ্রীকৃষ্ণ পুলকাকুল কলেবরে প্রশংসা করত ঐ শ্রীদামকে লগুড় পঞ্জরের অন্তর্গত করিয়া মানিয়াছিলেন ॥

প্রায় স্বভাবসিদ্ধ শূরব্যক্তিদিগের কোন স্থানে স্বপক্ষের সহিতও পরমাদ্ভুত যুদ্ধক্রীড়া বিষয়ক উৎসাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥

যথা হরিবংশে ॥

মধুসূদন ক্রীড়া করিতে করিতে কুন্তীর সমক্ষে গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনকে পরাজয় করিয়াছিলেন ॥

এই বীররসে আত্মশ্লাঘা, আস্ফালন, স্পর্দ্ধা, বিক্রম, অস্ত্র গ্রহণ এবং প্রতিযোদ্ধারূপে অবস্থিতি ইত্যাদি সকলকে উদ্দীপন বলে ॥ ৫ ॥

তত্র কথিতং যথা॥

পিণ্ডীশূরস্ত্বমিহ সুবলং কৈতবেনাবলাঙ্গং
জিত্বা দামোদর যুধি বৃথা মাকৃথাঃ কথিতানি।
মাদ্যন্নেষ ত্বদলঘু ভুজা সর্প দর্পাপহারী
মন্দ্রধ্বানো নটতি নিকটে স্তোককৃষ্ণঃ কলাপী॥ ৬॥

কথিতাদ্যাঃ স্বসংস্থাশ্চেদনুভাবাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তথৈবাহোপুরুষিকা ক্ষ্বেড়িতা ক্রোশবল্গনং।
অসহায়েঽপি যুদ্ধেচ্ছা সমরাদপলায়নং।

পিণ্ডীশূরো ভোজনমাত্র পটুঃ। অবলাঙ্গমপি কৈতবেন জিত্বেত্যর্থঃ। কলাপী তূণবান্ সভূষণো বা পক্ষে ময়ূরঃ॥ ৬॥

আহোপুরুষিকা দর্পাদ্যা স্যাৎ সম্ভাবনাত্মনি। ক্ষ্বেড়িতং সিংহনাদঃ। আক্রোশঃ সাটোপবচনং বল্গনং যুদ্ধার্থো গতিবিশেষঃ। যুদ্ধেচ্ছা যুদ্ধোদ্যমঃ।

তন্মধ্যে কথিত যথা॥

হে দামোদর! তুমি কেবল ভোজন মাত্র পটু, ছল পূর্ব্বক দুর্ব্বল সুবলকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া আর আত্মশ্লাঘা করিও না, তোমার অলঘু হস্তরূপ সর্প দর্পহারী গম্ভীররাবী স্তোককৃষ্ণময়ূর মত্ত হইয়া নিকটে নৃত্য করিতেছে॥ ৬॥

আত্মশ্লাঘা প্রভৃতি যদি স্বনিষ্ঠহয়, তাহা হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে অনুভাব বলেন। তথা আহোপুরুষিকা অর্থাৎ দর্পহেতুক আপনাতে যে সম্ভাবনা, সিংহনাদ, আক্রোশ, যুদ্ধার্থ গতি বিশেষ, সহায় ব্যতিরেকে যুদ্ধোদ্যম, যুদ্ধ হইতে অপলায়ন ও ভীত ব্যক্তিকে অভয় প্রদান ইত্যাদি সকলকেও

ভীতাভয়প্রদানাদ্যা বিজ্ঞেয়াশ্চাপরা বুধৈঃ ॥
তত্র কত্থিতং যথা ॥
প্রোৎসাহয়স্যতি তরাং কিমিবাগ্রহেণ
মাং কেশিসূদন বিদন্নপি ভদ্রসেনং।
যোদ্ধুং বলেন সমমত্র সুদুর্ব্বলেন
দিব্যার্গলা প্রতিভটত্রপতে ভুজো মে ॥
আহোপুরুষিকা যথা ॥
ধৃতাটোপে গোপেশ্বর জলধিচন্দ্রে পরিকরং
নিবধ্নত্যুল্লাসাদ্ভুজ সমরচর্য্যা সমুচিতং।
সরোমাঞ্চং ক্ষ্বেড়া নিবিড় মুখবিম্বস্য নটতঃ
সুদাম্নঃ সোৎকণ্ঠং জয়তি মুহুরাহোপুরুষিকা।

সরোমাঞ্চং সোৎকণ্ঠঞ্চ যথা স্যাত্তথা নটত ইতি যোজ্যং ॥ ৭ ॥

অনুভাব বলিয়া জানিতে হইবে ॥

তন্মধ্যে কত্থিত যথা ॥

হে মধুসূদন! আমাকে জানিয়াও কেন অতি শীঘ্র সুদুর্ব্বল বলদেবের সহিত যুদ্ধ করিতে ভদ্রসেনকে উৎসাহিত করিতেছ, ইহাতে আমার যে উৎকৃষ্ট অর্গল সদৃশ প্রতিযোদ্ধা রূপ ভুজ লজ্জিত হইতেছে ॥

আহোপুরুষিকা অর্থাৎ দর্পহেতু আত্মসম্ভাবনা যথা ॥

হে গোপেশ্বর! উল্লাস বশতঃ জলধিচন্দ্র সগর্ব্বে বাহুযুদ্ধে সমুচিত কটিবন্ধন করিলে রোমাঞ্চ ও উৎকণ্ঠার সহিত নৃত্যকারি ঘন ঘন সিংহনাদান্বিত মুখবিম্ব শ্রীদামের আহ-

চতুষ্টয়েঽপি বীরাণাং নিখিলা এব সাত্ত্বিকাঃ।
গর্ব্বাবেগ ধৃতি ব্রীড়া মতিহর্ষাবহিত্থিকাঃ।
অমর্ষোৎসুকতাসূয়া স্মৃত্যাদ্যা ব্যভিচারিণঃ।
যুদ্ধোৎসাহরতিস্তস্মিন্ স্থায়িভাবতয়োদিতা।
যা স্বশক্তি সহায়াদ্যৈরাহার্য্যা সহজাপি বা॥ ৭॥
জিগীষা স্থেয়সী যুদ্ধে সা যুদ্ধোৎসাহ ঈর্য্যতে॥
তত্র স্বশক্ত্যা আহার্য্যোৎসাহরতির্যথা॥ ৮॥
স্বতাতশিষ্ট্যা স্ফুটমপ্যনিচ্ছ-

যদত্র জিগীষেত্যাদিভি র্যুদ্ধোৎসাহাদযো লক্ষ্যন্তে তচ্চ সত্ত্বা মানসাশক্তি-রুৎসাহ ইতি পূর্ব্বোক্তসামান্যলক্ষণান্তর্গতমেব। তথাপি গাঢ়েচ্ছামাত্রস্য বিবক্ষিতত্বাৎ॥ ৮॥

স্বস্য তাতস্য শিষ্ট্যা হন্ত সর্ব্ব জীবনেন যুধ্যসে ধিক্ত্বামিতি শাসনেন

পুরুষিকা অর্থাৎ অহঙ্কার জয়যুক্ত হউক॥

যুদ্ধ, দান, দয়া ও ধর্ম্ম এই চারি প্রকার বীরে সমুদায় সাত্ত্বিক। তথা গর্ব্ব, আবেগ, ধৃতি, লজ্জা, মতি, হর্ষ, অবহিত্থা, অমর্ষ, উৎসুকতা, অসূয়া এবং স্মৃতিপ্রভৃতি ব্যভিচারী সকল প্রকাশ পায়॥

এই বীররসে যুদ্ধোৎসাহ রতিই স্থায়ীভাব, যাহা স্বশক্তি ও সহায়াদি দ্বারা আহার্য্যা এবং সহজা হইয়া থাকে॥ ৭॥

যুদ্ধবিষয়ে স্থিরতর যে জিগীষা তাহাকে যুদ্ধোৎসাহ বলে॥ ৮॥

তন্মধ্যে স্বশক্তিদ্বারা আহার্য্য উৎসাহ রতি যথা॥

সাহূয়মানঃ পুরুষোত্তমেন।
স স্তোককৃষ্ণো ধৃতযুদ্ধতৃষ্ণঃ
প্রোদ্যম্য দণ্ডং ভ্রময়াঞ্চকার ॥ ৯ ॥
স্বশক্ত্যা সহজোৎসাহরতির্যথা।
শুণ্ডাকারং প্রেক্ষ্য মে বাহুদণ্ডং
মা ত্বং ভৈষীঃ ক্ষুদ্র রে ভদ্রসেন।
হেলারম্ভেণাদ্য নির্জিত্য রামং
শ্রীদামাহং কৃষ্ণমেবাহ্বয়েয় ॥ ১০ ॥
যথাবা ॥

স্ফুটমনিচ্ছন্নিত্যর্থঃ পাঠাস্তরং ত্যক্তং ॥ ৯ ॥
আহ্বয়েয়েতি স্পর্দ্ধায়ামাত্মনে পদং ॥ ১০ ॥

সর্ব্ব জীবন শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিস্ ধিক্ তোকে এই বলিয়া পিতা শাসন করিলে স্তোককৃষ্ণ যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া ঐ স্তোক-কৃষ্ণ পুনর্ব্বার যুদ্ধোৎসাহ ধারণ করত দণ্ড উত্তোলন পূর্ব্বক ঘুরাইতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

স্বশক্তিদ্বারা সহজোৎসাহ রতিযথা ॥

হে ক্ষুদ্র ভদ্রসেন। আমি শ্রীদাম, আমার ভুজদণ্ড দেখিয়া তুমি ভীত হইও না, আজ হেলায় বলরামকে জয় করিয়া পরে শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিব ॥ ১০ ॥

যথাবা ॥

বলস্য বলিনো বলাৎ সুহৃদনীকমালোড়য়ন্
পয়োধিমিব মন্দরঃ কৃতমুকুন্দপক্ষগ্রহঃ।
জনং বিকটগর্জ্জিতৈ র্বধিরয়ন্ স ধীরস্বরো
হরেঃ প্রমদমেককঃ সমিতি ভদ্রসেনো ব্যধাৎ॥
সহায়েনাহার্য্যোৎসাহরতির্যথা॥
ময়ি বল্গতি ভীমবিক্রমে ভজ ভঙ্গং নহি সঙ্গরাদিতঃ।
ইতি মিত্রগিরা বরূথপঃ স বিরূপং রুবন্ হরিং যযৌ॥১১
সহায়েন সহজোৎসাহ রতির্যথা॥

একক একাকী। একাদাকিন্ চাসহায়ে ইতি পাণিনিসূত্রাৎ। একাকীত্বেক একক ইত্যমরঃ একস ইতি লেখক প্রমাদাৎ॥ ১১॥

বলবান্ বলদেবের বল হইতে ধীরস্বর ভদ্রসেন কৃষ্ণপক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক মন্দরপর্ব্বত যেমন সমুদ্রকে বিলোড়ন করিয়াছিল, তাহার ন্যায় সুহৃদ্গণকে বিলোড়ন করত বিকট গর্জন দ্বারা জন সকলকে বধির করিয়া একাকী যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের প্রমোদ বিধান করিয়াছিলেন॥

সহায় দ্বারা আহার্য্য উৎসাহ রতি যথা।

অহে আমি ভয়ানক পরাক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রে লম্ফ প্রদান করিতেছি, তুমি যুদ্ধ হইতে ভঙ্গ দিও না, এইরূপ মিত্রবাক্য শ্রবণ করিয়া বরূথপ বিরূপ শব্দ করিতে করিতে হরির নিকট গমন করিলেন॥ ১১॥

সহায় দ্বারা সহজোৎসাহ রতি যথা॥

সংগ্রামকার্মুকভুজঃ স্বয়মেব কামং
দামোদরস্য বিজয়ায় কৃতী সুদামা।
সাহায্যমত্র সুবলঃ কুরুতে বলী চে
জ্জাতোমণিঃ সুজটিতো বরহাটকেন।
সুহৃদেব প্রতিভটো বীরে কৃষ্ণস্য ন ত্বরিঃ।
স ভক্তক্ষোভকারিত্বাদ্রৌদ্রেত্বালম্বনো রসে।
রাগাভাবো দৃগাদীনাং রৌদ্রাদস্য বিভেদকঃ॥
অথ দানবীরঃ॥
দ্বিবিধো দানবীরঃ স্যাদেকস্তত্র বহুপ্রদঃ।

সুজটিত ইতি জট ঝট সংঘাত ইত্যস্য ক্তান্ত প্রত্যয় রূপং। জটিলিত ইতি পাঠস্তু নেষ্টঃ। জটিলোহি পিচ্ছাদিত্বাদিলশ্চ জটাবানেবাভিধীযতে॥ ১২॥

দামোদরের বিজয় নিমিত্ত সংগ্রাম কার্মুক ভুজশালী সুদক্ষ সুদাম স্বয়ংই চেষ্টা করিতেছেন, ইহাতে যদি আবার বলবান্ সুবল সাহায্য করেন তাহা হইলে যেমন উৎকৃষ্ট স্বর্ণদ্বারা মণিমণ্ডিত হয়, তাহার ন্যায় শোভা পায়॥

বীররসে শ্রীকৃষ্ণের সুহৃদই প্রতিযোদ্ধা হইয়া থাকে, শত্রু কখন প্রতিযোদ্ধা হইতে পারে না,যে হেতু ভক্তক্ষোভ-কারিত্ব প্রযুক্ত শত্রুর বীররসেই আলম্বনত্ব হয়॥

রৌদ্ররস এবং বীররস এতদুভয়ে এই মাত্র প্রভেদ যে রৌদ্ররসে চক্ষু রক্তবর্ণ হয়, বীররসে তদ্রূপ হয় না॥

অথ দানবীর॥

দানবীর দুই প্রকার হয়, তন্মধ্যে এক বহুপ্রদ, দ্বিতীয়

উপস্থিত দুরাপার্থ ত্যাগী চাপর উচ্যতে ॥
তত্র বহুপ্রদঃ ॥
সহসা দীয়তে যেন স্বয়ং সর্ব্বস্বমপ্যুত।
দামোদরস্য সৌখ্যায প্রোচ্যতে স বহুপ্রদঃ ॥
সংপ্রদানস্য বীক্ষাদ্যা অস্মিন্নুদ্দীপনা মতাঃ।
বাঞ্ছিতাধিকদাতৃত্বং স্মিতপূর্ব্বাভিভাষণং।
স্থৈর্য্য দাক্ষিণ্য ধৈর্য্যাদ্যা অনুভবা ইহোদিতাঃ।
বিতর্কৌৎসুক্যহর্ষাদ্যা বিজ্ঞেয়া ব্যভিচারিণঃ।
দানোৎসাহ রতি স্তত্র স্থায়িভাবতয়োদিতাঃ।
প্রগাঢা স্থেয়সী দিৎসা দানোৎসাহ ইতীর্য্যতে।
দ্বিধা বহুপ্রদোপ্যেষ বিদ্বদ্ভিরিহ কথ্যতে।

উপস্থিত দুর্ল্লভ অর্থ পরিত্যাগী ॥

তন্মধ্যে বহুপ্রদ যথা ॥

যে ব্যক্তি কৃষ্ণসন্তোষার্থ হঠাৎ সর্ব্বস্ব পর্য্যন্তও দান করিতে পারেন, তাঁহাকে বহুপ্রদ বলে ॥

ইহাতে সম্প্রদানের প্রতি নিরীক্ষণাদি উদ্দীপন। আর বাঞ্ছিত হইতে অধিক দাতৃত্ব, হাস্য পুর্ব্বক সম্ভাষণ, স্থৈর্য্য, দাক্ষিণ্য ও ধৈর্য্য প্রভৃতি অনুভাব, তথা বিতর্ক, ঔৎসুক্য এবং হর্ষাদি সকল ব্যভিচারী হয়। অপর এস্থলে দানোৎসাহ রতিই স্থায়ীভাব বলিয়া কথিত। আর প্রগাঢ় রূপে স্থিরতর যে দানেচ্ছা তাহাকে দানোৎসাহ বলে ॥

পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন বহুপ্রদও দুই প্রকার হয়, তন্মধ্যে

স্যাদাভ্যুদয়িকস্ত্বেকঃ পরস্তৎ সংপ্রদানকঃ ॥

তত্রাভ্যুদয়িকঃ ॥

কৃষ্ণস্যাভ্যুদয়ার্থং তু যেন সর্ব্বস্বমর্প্যতে।
অর্থিভ্যো ব্রাহ্মণাদিভ্যঃ স আভ্যুদয়িকো ভবেৎ ॥ ১২ ॥

যথা ॥

ব্রজপতিরিহসূনোর্জ্জাতকার্থং তথাসৌ
ব্যতরদমলচেতাঃ সঞ্চয়ং নৈচিকীনাং।
পৃথুরপি নৃগকীর্ত্তিঃ সাম্প্রতং সংবৃতাসী-
দিতি নিজগদুরুচ্চৈ ভূর্স্থরা যেন তৃপ্তাঃ ॥

নৃগকীর্ত্তেঃ সংবৃতত্বে হেতুঃ অমলচেতাঃ পুত্ররূপ শ্রীকৃষ্ণস্যোদয়মাত্র তৎপরতয়া ন তদ্বল্লোকদ্বয়গতলাভ প্রতিষ্ঠা কামনা দোষযুক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

এক আভ্যুদয়িক, দ্বিতীয় সম্প্রদানক ॥

তন্মধ্যে আভ্যুদয়িক যথা ॥

যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণার্থ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণাদিকে সর্ব্বস্ব পর্য্যন্তও দান করেন তাঁহাকে আভ্যুদয়িক বলা যায় ॥ ১২ ॥

যথা ॥

ব্রজরাজ নন্দ শ্রীকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করিলে পর, বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া অর্থাৎ কেবল তদীয় কল্যাণ মাত্র কামনা করিয়া জাতকার্থ উত্তম উত্তম ধেনু সকল দান করিয়াছিলেন, সেই দান এমন কি যদ্দারা ব্রাহ্মণগণ পরিতৃপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন সম্প্রতি নন্দরাজের এই দানদ্বারা নৃগরাজের বিস্তৃত কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইল ॥

অথ তৎসংপ্রদানকঃ ॥

জ্ঞাতায় হরয়ে স্বীয়মহন্তা৹মমতাস্পদং।
সর্ব্বস্বং দীয়তে যেন স স্যাত্তৎসংপ্রদানকঃ।
তদ্দানং প্রীতিপূজাভ্যাং ভবেদিত্যুদিতং দ্বিধা ॥

তত্র প্রীতিদানং ॥

প্রীতিদানং তু তস্মৈ যদ্দদ্যাদ্বন্ধ্বাদিরূপিণে ॥ ১৩ ॥

যথা ॥

চার্চ্চিক্যং বৈজয়ন্তীং পটমুরু পুরটোদ্ভাস্বরং ভূষণানাং
শ্রেণিং মাণিক্যভাজং গজরথতুরগান্ কর্ব্বুরান্ কর্ব্বুরেণ।

অথ তৎসম্প্রদানক ॥

যে ব্যক্তি হরিমাহাত্ম্য অবগত হইয়া হরিকে অহন্তা মমতাস্পদ অর্থাৎ আমি আমার ইত্যাদির আধার স্বরূপ সর্ব্বস্ব প্রদান করেন,তাঁহাকেই তাহার সম্প্রদানক বলাযায় ॥ সেই দান প্রীতি ও পূজা ভেদে দুই প্রকার হয়। বন্ধুরূপি হরিকে যাহা দান করা যায় তাহার নাম প্রীতিদান ॥ ১৩ ॥

যথা ॥

মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞসভায় শ্রীকৃষ্ণকে চন্দন বিলেপন, বৈজয়ন্তী অর্থাৎ পঞ্চবর্ণ পুষ্পনির্ম্মিত জানু পর্য্যন্ত লম্বিত মালা, স্বর্ণখচিত উৎকৃষ্ট বস্ত্র, মাণিক্যশালী ভূষণ-শ্রেণী,তথা কনকালঙ্কৃত গজ,রথ, তুরগ ইত্যাদি সকল প্রদান করিয়া রাজ্য, কুটুম্ব ও আত্ম পর্য্যন্ত দান করিতে ইচ্ছা করিয়া যখন তদ্ভিন্ন অন্য কিছু আর দেয়বস্তু কোথাও

দত্ত্বা রাজ্যং কুটুম্বং স্বমপি ভগবতে দিৎসুরপ্যন্যদুচ্চৈ-
র্দেয়ং কুত্রাপ্য দৃষ্ট্বা মখসদসি তদা ব্যাকুলঃ পাণ্ডবোঽভূৎ॥

পূজাদানং তু তস্মৈ যদ্বিপ্ররূপায় দীয়তে ॥

যথাষ্টমে ॥

যজন্তি যজ্ঞং ক্রতুভির্যমাদৃতা
ভবন্ত আম্নায়বিধানকোবিদাঃ।
স এষ বিষ্ণুর্বরদোঽস্তু বা পরো
দাস্যাম্যমুষ্মৈ ক্ষিতিমীপ্সিতাং মুনে ॥ ১৪ ॥

কর্প্পূরেণ সুবর্ণেন মিশ্রান্ মখসদসি তদেত্যগ্রা পূজাবসর ইতি ন ব্যাখ্যেয়ং। কিন্তু সর্ব্ব বিধি পূর্ত্তানন্তর ইত্যেব পূর্ব্বস্যা পূজান্তর্গতত্বাৎ। উত্তরত্র বিপ্ররূপায়েত্যুপলক্ষণং বিপ্রদেব ভগবদ্রূপায়েত্যস্য বিবক্ষিতত্বাৎ ॥ ১৪ ॥

দেখিতে পাইলেন না, তখন ঐ রাজা অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন ॥

পূজাদান ॥

বিপ্ররূপি ভগবান্‌কে যাহা কিছু দেওয়া যায়, তাহাকে পূজাদান বলে ॥

অষ্টমস্কন্ধে ২০ অধ্যয়ে ১০ শ্লোকে ॥

বলিরাজ শুক্রাচার্য্যকে কহিলেন হে মুনে! আপনারা বেদ বিদ্যায় দক্ষ, আপনারা আদর পূর্ব্বক যাগ যজ্ঞদ্বারা যাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, এই বটু সেই বরদ বিষ্ণুই হউন অথবা আমার শত্রুই হউন, ইহাঁর প্রার্থিত ভূমি দান করিব ॥ ১৪ ॥

যথাবা দশরূপকে ॥

লক্ষ্মীপয়োধরোৎসঙ্গ কুঙ্কুমারুণিতো হরেঃ।
বলিনৈব স যেনাস্য ভিক্ষাপাত্রী কৃতঃ করঃ ॥ ১৫ ॥

অথোপস্থিত দুরাপার্থত্যাগী ॥

উপস্থিত দুরাপার্থত্যাগ্যসৌ যেন নেষ্যতে।
হরিণা দীয়মানোঽপি সার্ষ্ট্যাদি স্তুষ্যতা বরঃ ॥ ১৬ ॥

পূর্ব্বতোঽত্র বিপর্য্যস্তকারকত্বং দ্বয়ো র্ভবেৎ।

যেন বলিনেত্যস্য পূবকস্তচ্ছন্দস্য তৎপ্রকরণ এব লভ্যঃ ॥ ১৫ ॥

উপস্থিতেতি যদ্যপি সিদ্ধসাধকভেদেন দ্বিবিধোঽয়ং সম্ভবতি তথাপি যৎকিঞ্চিজ্জাত রুচি দৃঢ়াগ্রহঃ সাধক এবাত্র লক্ষ্যতে নতু সম্যগ্ ভগবন্মাধুর্য্যানুভবসিদ্ধঃ। নহ্যমৃতাস্বাদে লব্ধে গুড়াদিত্যাগী তথা প্রশস্যতে। তস্য তথাপি ভক্তোবাগ্রহ দৃষ্ট্যা তুষ্টঃ শ্রীহরিঃ তদাগ্রহব্যক্ত্যর্থং কদাচিত্তং দাতুমিব প্রোৎসাহয়তীতি। বর ইত্যনেন ত্রিবর্গোঽপীত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

বিপর্য্যস্তকারকত্বং হরেরপাদানত্বং ভক্তস্য তু সংপ্রদানত্বমিত্যেবং জ্ঞেয়া অতি-

---

যথাবা দশরূপকে ॥

ভগবান্ হরির যে হস্ত লক্ষ্মীর পয়োধর লিপ্ত কুঙ্কুম দ্বারা অরুণবর্ণ, বলিরাজ সেই হস্তকে ভিক্ষাপাত্র করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

অথ উপস্থিত দুরাপার্থত্যাগী ॥

ভগবান্ হরি সার্ষ্টি প্রভৃতি মুক্তি অথবা অন্য কোন বর দিতে ইচ্ছাকরিলেও যিনি তাহা গ্রহণ না করেন, তাঁহাকে উপস্থিত দুরাপার্থত্যাগী বলে ॥ ১৬ ॥

পূর্ব্ব অপেক্ষা এস্থলে কারকের বিপর্য্যয় অর্থাৎ পূর্ব্বে

অস্মিন্নুদ্দীপনাঃ কৃষ্ণ কৃপালাপস্মিতাদয়ঃ।
অনুভাবা স্তদুৎকর্ষ বর্ণন ভ্রূটিমাদয়েঃ।
অত্র সঞ্চারিতা ভূম্না ধৃতেরেব সমীক্ষ্যতে ॥ ১৭ ॥
ত্যাগোৎসাহ রতির্ধীরৈঃ স্থায়ীভাব ইহোদিতঃ।
ত্যাগেচ্ছা তাদৃশী প্রৌঢ়া ত্যাগোৎসাহ ইতীর্য্যতে ॥ ১৮॥
যথা হরিভক্তিসুধোদয়ে ॥
স্থানাভিকামস্তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং দৃষ্টবান্ সাধুমুনীন্দ্রগুহ্যং।

শায়েন সমীক্ষ্যতে। ১৭

তাদৃশী সার্ষ্ট্যাদ্যনিচ্ছাময়ী। ১৮।

স্থানেতি শ্রীধ্রুববাক্যং তাদদম'প ন সম্যাড্মাধুর্য্যানুভবময়ং। শ্রীভাগ

যে হরি সম্প্রদান ছিলেন, তিনি এখানে অপাদান এবং যে ভক্ত অপাদান ছিলেন তিনি এখানে সম্প্রদান হইলেন ॥

এ স্থলে কৃষ্ণের কৃপা, আলাপ ও হাস্য প্রভৃতি উদ্দীপন এবং কৃষ্ণের দৃঢ়রূপে উৎকর্ষ বর্ণনই অনুভাব। আর অতিশয় ধৃতিকেই সঞ্চারিত ভাব বলে॥ ১৭ ॥

অপর পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন দানবিষয়ে উৎসাহ রতিই স্থায়ী ভাব, আর দানবিষয়ক ইচ্ছা বৃদ্ধিশীল হইলে তাহাকে দানোৎসাহ বলে ॥ ১৮ ॥

যথা হরিভক্তিসুধোদয়ে ॥

ধ্রুব বলিলেন হে দেব! আমি স্থান কামনা করিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে যেমন কাচ অন্বেষণ করিতে করিতে

কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে ॥ ১৯ ॥
যথা তৃতীয়ে ॥
নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং
কিম্বন্যদর্পিতভয়ং ভ্রুব উন্নয়ৈস্তে।
যেঽঙ্গ ত্বদঙ্ঘ্রিশরণা ভবতঃ কথায়াঃ

বস্তেহি পাঞ্চরাত্রস্য স্পর্শাদেব তেন তত্তুল্যং কিন্তু ক্রমাদেবানুভূতমিতি ব্যক্তং ১৯ ॥

নাত্যন্তিকমিত্যাদিনাপি তাদৃশ সাধকা এব বিবক্ষিতাঃ। কুশলা ইত্যনেনোক্তানাং ভক্তিরসশাস্ত্রানুসারেণ বিবেকিনামেবাত্যোদাহ্রিয়মাণত্বং নতু কৈমুত্যেনোত্তরপ্রোক্তানাং রসজ্ঞানামিতি। তে তব ভ্রুব উন্নয়ৈ বিক্ষেপ

রত্ন পায় তদ্রূপ আপনাকে প্রাপ্ত হইলাম, অতএব হে স্বামিন্! আর বর প্রার্থনা করি না ॥ ১৯ ॥

যথাবা তৃতীয়ে ১৫ অধ্যায়ে ৪৮ শ্লোকে ॥

সনকাদি মুনিগণ কহিলেন, হে ভগবন্! তোমার যশ পরম রমণীয় ও অতিশয় পবিত্র সুতরাং কীর্ত্তনার্হ ও তীর্থ স্বরূপ, যে সকল কুশল ব্যক্তি তোমার কথার রসজ্ঞ, তাঁহারা তোমার আত্যন্তিক প্রসাদরূপ যে মোক্ষপদ, তাহাকেও গণ্য করেন না, অন্য ইন্দ্রাদি পদের কথা কি? ফলতঃ ইন্দ্রাদিপদেও তোমার ভ্রূভঙ্গ মাত্রে ভয় অর্পিত হয়, তোমার কথারসজ্ঞ জনেরা সতত নিরতিশয় সুখ সম্ভোগ করেন,

কীর্ত্তন্ত্যতীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ ॥ ২০ ॥
অয়মেব ভবন্নুচ্চৈঃ প্রৌঢ়ভাববিশেষভাক্।
ধুর্য্যাদীনাং তৃতীয়স্য বীরস্য পদবীং ব্রজেৎ ॥
অথ দয়াবীরঃ ॥
কৃপার্দ্র হৃদয়ত্বেন খণ্ডশো দেহমর্পয়ন্।
কৃষ্ণায়াচ্ছন্নরূপায় দয়াবীর ইহোচ্যতে।
উদ্দীপনা ইহ প্রোক্তা স্তদার্ত্তিব্যঞ্জনাদয়ঃ।
নিজপ্রাণব্যয়েনাপি বিপন্নত্রাণশীলতা।
আশ্বাসনোক্তয়ঃ স্থৈর্য্যমিত্যাদ্যা স্তত্রবিক্রিয়াঃ।

দীপঃ কালৈঃ ॥ ২০ ॥

প্রৌঢ়ভাববিশেষভাক্ কশ্চিদেবেত্যর্থঃ। বিশেষ শব্দোহত্র তাদৃশ দাক্ষ-পর্য্যবসানার্থঃ। অন্যাভিলাষিতাশূন্যমিত্যাদিভিরসকৃদেব সর্ব্বত্রাপি ভক্তস্য

তাহাতে ঐ পদে তাঁহাদের কেন প্রবৃত্তি হইবে ॥ ২০ ॥

এই উপস্থিত দুর্ল্লভ অর্থপরিত্যাগী অতিশয়রূপে ধুর্য্যাদির প্রৌঢ়ভাব বিশেষ লাভ করিলে তৃতীয় দয়াবীরের স্থান প্রাপ্ত হয়েন ॥

অথ দয়াবীর ॥

যিনি দয়ায় আর্দ্রচিত্ত হইয়া আচ্ছন্নরূপি হরিকে খণ্ড খণ্ড দেহ অর্পণ করেন তাঁহাকে দয়াবীর বলে ॥

পণ্ডিতগণ এই দয়াবীরে শ্রীকৃষ্ণের পীড়া প্রকাশক সকলকে উদ্দীপন। স্বীয় প্রাণ দিয়া বিপন্ন ব্যক্তির ত্রাণকারিতা, আশ্বাস বাক্য ও স্থৈর্য্য ইত্যাদি সকলকে বিকার, তথা

ঔৎসুক্যমতিহর্ষাদ্যাঃ জ্ঞেয়াঃ সঞ্চারিণো বুধৈঃ।
দয়োৎসাহরতিস্তত্র স্থায়িভাব উদীর্য্যতে।
দয়োদ্রেকভৃদুৎসাহো দয়োৎসাহ ইহোদিতঃ ॥ ২১ ॥

যথা ॥

বন্দে কুট্মলিতাঞ্জলি মুর্হুরহং বীরং ময়ূরধ্বজং
যেনার্দ্ধং কপটদ্বিজায় বপুষঃ কংসদ্বিষে দিৎসতা।
কষ্টং গদ্গদিকাকুলোঽস্মি কথনারম্ভাদহো ধীমতা
সোল্লাসং ক্রকচেন দারিতমভূৎ পত্নীসুতাভ্যাং শিরঃ ॥২২

তাদৃশতয়া প্রাপ্তত্বাৎ ॥ ২১ ॥

বন্দ ইত্যাদৌ কষ্টমিত্যাদি গর্ভিতদোষোঽপি চমৎকারপোষকত্বাদ্গুণঃ। যথা সাহিত্যদর্পণাদৌ দিঙ্মাতঙ্গ ঘটেত্যাদি পদ্যানি দর্শিতানি। গর্ভিতত্বঞ্চ যদ্বাক্যান্তরমধ্যং বাক্যান্তরং প্রবিশতীতি। এবমন্যত্রাপি সমাধেয়ং ॥ ২২ ॥

ঔৎসুক্য, মতি ও হর্ষাদিকে সঞ্চারি স্থায়ী ভাব। আর উৎসাহ যদি দয়ার উদ্রেক ধারণ করে, তাহা হইলে তাহাকে দয়োৎসাহ বলেন ॥ ২১ ॥

যথা ॥

হায়! যাঁহার কথা আরম্ভ করিতে আমার অতিকষ্টেও বাক্য নিঃসৃত হইতেছে না সেই ময়ূরধ্বজকে কৃতাঞ্জলিপুটে বারম্বার বন্দনা করি। এই বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণ রূপধারি কংসারিকে অর্দ্ধ শরীর দান করিতে ইচ্ছা করিয়া উল্লাস সহকারে পত্নী পুত্র কর্ত্তৃক করাত দ্বারা আপনার মস্তক বিদীর্ণ করিয়াছিলেন ॥

হরেশ্চেত্তত্ত্ববিজ্ঞানং নৈবাস্য ঘটতে দয়া।
তদভাবেত্বসৌ দানবীরেঽন্তর্ভবতি স্ফুটং ॥ ২৩ ॥
বৈষ্ণবত্বাদ্রতিঃ কৃষ্ণে ক্রিয়তেনেন সর্ব্বদা।
কৃতাত্র দ্বিজরূপে চ ভক্তিস্তেনাস্য ভক্ততা।
অন্তর্ভাবং বদন্তোঽস্য দানবীরে দয়াত্মনঃ।
বোপদেবাদয়ো ধীরা বীরমাচক্ষতে ত্রিধা ॥
ধর্ম্মবীরঃ ॥
কৃষ্ণৈকতোষণে ধর্ম্মে যঃ সদা পরিনিষ্ঠিতঃ।
প্রায়েণ ধীবশান্তস্থ ধর্ম্মবীরঃ স উচ্যতে ॥

হরেরিতি তত্তশ্চ তদভাবে তস্যা দয়ায়া অভাব ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥
বৈষ্ণবত্বাদিতি বিষ্ণুর্ভক্তি র্ভজনীয়োঽস্যেতি বৈষ্ণবঃ। স চ ভক্তিরিত্যনেন

ইহাঁর যদি ভগবান্ হরির তত্ত্ব জ্ঞান না থাকে তাহা হইলে দয়া ঘটে না, দয়ার অভাব হইলে ইনি স্পষ্ট রূপে দানবীরের অন্তর্ভূক্ত হইবেন ॥ ২৩ ॥

বৈষ্ণবতা প্রযুক্ত এই ময়ূরধ্বজ সর্ব্বদা কৃষ্ণে ভক্তি করিতেন, এ স্থলে ব্রাহ্মণ মূর্ত্তিতে ভক্তি করাতে ইহাঁর ভক্তত্ব সিদ্ধি হইল। এই দয়ার্দ্রচিত্তকে দানবীরের অন্তর্ভাব বলিয়া বোপদেব প্রভৃতি ধীর ব্যক্তি সকল তিন প্রকার বীর বর্ণন করিয়াছেন ॥

অথ ধর্ম্মবীর ॥

যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের পরিতোষণ রূপ ধর্ম্ম বিষয়ে সর্ব্বদা তৎপর, তাঁহাকে ধর্ম্মবীর বলিয়া বর্ণন করা যায়। কিন্তু প্রায় ধীরশান্ত পুরুষই ধর্ম্মবীর হইয়া থাকেন ॥

উদ্দীপনা ইহ প্রোক্তাঃ সচ্ছাস্ত্র শ্রবণাদয়ঃ।
অনুভাবা নয়াস্তিক্য সহিষ্ণুত্ব যমাদয়ঃ।
মতি স্মৃতি প্রভৃতয়ো বিজ্ঞেয়া ব্যভিচারিণঃ।
ধর্ম্মোৎসাহরতি ধীরৈঃ স্থায়ী ভাব ইহোচ্যতে।
ধর্ম্মৈকাভিনিবেশস্তু ধর্ম্মোৎসাহো মতঃ সতাং॥ ২৪॥

যথা॥

ভবদভিরতিহেতূন্ কুর্ব্বতা মপ্তুতন্তূন্
পুরমভিপুরুহূতে নিত্যমেবোপহূতে।
দনুজদমন তস্যাঃ পাণ্ডুপুত্রেণ গণ্ডঃ

নয়ো(?)গ্লালৌকিকাভিধানাং ততশ্চ বৈষ্ণবত্বা'দ্বষং ভক্তিযুক্তত্বাদিত্যর্থঃ॥ ২৪॥

মপ্তুতন্তু র্যজ্ঞঃ॥ ২৫॥

এই ধর্ম্মবীরে সৎশাস্ত্র শ্রবণ প্রভৃতি উদ্দীপন। নীতি, আস্তিক্য, সহিষ্ণুত্ব এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহ প্রভৃতি অনুভাব। আর মতি স্মৃতি প্রভৃত্রি ব্যভিচারী হইয়া থাকে॥

ধীরগণ এ স্থলে ধর্ম্মোৎসাহ রতিকেই স্থায়ীভাব, আর কেবল ধর্ম্মবিষয়ে অভিনিবেশকেই ধর্ম্মোৎসাহ বলেন॥ ২৪॥

যথা॥

হে অসুরনাশন কৃষ্ণ! পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির তোমাতে রতি উৎপাদন করিবে এই উদ্দেশে যজ্ঞ সকল করিয়া নিত্যই ইন্দ্রকে স্বীয় পুরে আহ্বান করিতেন, তাহাতে সুদীর্ঘ কালের জন্য তদীয় পত্নী শচীর গণ্ডদেশকে বাম হস্তরূপ শয্যায় শয়ন করাইয়াছিলেন অর্থাৎ ইন্দ্রবিরহে শচী বামহস্তে গণ্ডদেশ

সুচিরমরচি শচ্যাঃ সব্যহস্তাঙ্কশায়ী ॥

যজ্ঞঃ পূজাবিশেষোহস্য ভুজাদ্যঙ্গানি বৈষ্ণবৈঃ।
ধ্যাত্বেন্দ্রাদ্যাশ্রয়ত্বেন যদেষ্বাহুতিরর্প্যতে।
অয়ং তু সাক্ষাত্তস্যৈব নিদেশাৎ কুরুতে মখান্।
যুধিষ্ঠিরোহম্বুধিঃ প্রেম্নাং মহাভাগবতোত্তমঃ।
দানাদি ত্রিবিধং বীরং বর্ণয়ন্তঃ পরিস্ফুটং।
ধর্ম্মবীরং ন মন্যন্তে কতিচিদ্ধনিকাদয়ঃ ॥ ২৫ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধাবুত্তরবিভাগে গৌণ ভক্তিরসনিরূপণে বীরভক্তিরসলহরী তৃতীয়া ॥ * ॥ ৩ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি নবলহর্য্যাত্মকে উত্তরবিভাগে বীর ভক্তিরস লহরী তৃতীয়া ॥ * ॥৩॥

অর্পণ করিয়া বহুকাল যাবৎ অবস্থিত ছিলেন ॥

পূজা বিশেষকে যজ্ঞ বলে, বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণের ভুজ প্রভৃতি অঙ্গ সকলের আশ্রয়ত্ব রূপে ইন্দ্রাদিকে ধ্যান করিয়া ঐ সকল অঙ্গে আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু এই পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির প্রেমের সমুদ্র এবং মহাভাগবতোত্তম, ইনি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশ হেতু যজ্ঞ সকল করিতেন ॥

ধ্বনিকাদি কতকগুলি পণ্ডিত ধর্ম্মবীর স্বীকার না করিয়া কবল যুদ্ধবীর, দানবীর ও দয়াবীর এই তিন বীর স্পষ্ট রূপে বের্ণন করেন ॥ ২৫ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কৃত ব্যাখ্যায় ভক্তি রসামৃতসিন্ধুর উত্তর বিভাগে বীরভক্তিরস লহরী তৃতীয়া ॥ *

অথ করুণভক্তিরসঃ ॥

আত্মোচিতৈ র্বিভাবাদ্যৈ নীতা পুষ্টিং সতাং হৃদি।
ভবেচ্ছোকরতি র্ভক্তিরসোহি করুণাভিধঃ।
অব্যুচ্ছিন্নমহানন্দোপ্যেষ প্রেম বিশেষতঃ।
অনিষ্টাপ্তেঃ পদতয়া বেদ্যঃ কৃষ্ণোঽস্যচ প্রিয়ঃ।
তথানবাপ্ততদ্ভক্তিসৌখ্যশ্চ স্বপ্রিয়োজনঃ।
ইত্যস্য বিষয়ত্বেন জ্ঞেয়া আলম্বনাস্ত্রিধা ॥ ১ ॥
তত্তদ্বেদীচ তদ্ভক্ত আশ্রয়ত্বেন চ ত্রিধা।
সোপ্যোচিত্যেন বিজ্ঞেয়ঃ প্রায়ঃ শান্তাদিবর্জিতঃ।

তত্তদ্বেদী তাদৃশ কৃষ্ণাদিত্রয়ানুভাবিতা ॥

অথ করুণভক্তিরস ॥

সৎসকলের হৃদয়ে আত্মোচিত বিভাবাদি দ্বারা শোক রতি পুষ্টি প্রাপ্ত হইলে তাহাকে করুণাখ্য ভক্তিরস বলে। এই করুণরস প্রেম বিশেষ হেতু অব্যুচ্ছিন্ন মহানন্দ হইলেও অনিষ্ট প্রাপ্তির স্থান বলিয়া কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণপ্রিয় তথা কৃষ্ণভক্তিসুখ অপ্রাপ্ত স্বপ্রিয়জন ইহারা জ্ঞেয় স্বরূপ হয়েন। উক্ত কৃষ্ণাদি ত্রয় করুণরসের বিষয় প্রযুক্ত আলম্বন তিন প্রকার হয় ॥ ১ ॥

এই করুণরসের আশ্রয় হেতু কৃষ্ণাদি ত্রয় অনুভবকারী ভক্তও তিন প্রকার হয়।

উপযুক্ত বলিয়া ঐ করুণ-ভক্তিরস প্রায় শান্তাদিরস বর্জিত জানিতে হইবে ॥

তৎ কর্ম্ম গুণ রূপাদ্যা ভবন্ত্যুদ্দীপনা ইহ ॥ ২ ॥
অনুভাবা মুখে শোষো বিলাপঃ শ্রস্তগাত্রতা।
শ্বাসক্রোশনভূপাতঘাতোরস্তাড়নাদয়ঃ।
অত্রাষ্টৌ সাত্ত্বিক জাড্যনির্ব্বেদগ্লানি দীনতা।
চিন্তা বিষাদ ঔৎসুক্য চাপলোন্মাদ মৃত্যবঃ।
আলস্যাপস্মৃতি ব্যাধি মোহাদ্যা ব্যভিচারিণঃ ॥ ৩ ॥
হৃদি শোকতযাংশেন গতা পরিণতিং রতিঃ।
উক্তা শোকরতিঃ সৈব স্থায়ীভাব ইহোচ্যতে ॥ ৪ ॥
তত্র কৃষ্ণো যথা শ্রীদশমে ॥

ভূবিপাতঃ ভূাবঘাতশ্চ হস্তেন ভূতাড়নমিতি দ্বয়ং জ্ঞেয়ং ॥ ৩ ॥
অংশেন অনিষ্টাপ্তি প্রতীতিরূপেণ নিজবিশেষণেন ॥ ৪ ॥

এই রসে কৃষ্ণের গুণ, রূপ ও কর্ম্ম উদ্দীপন ॥ ২ ॥

আর মুখশোষ, বিলাপ, অঙ্গস্খলন, শ্বাস, চিৎকার, ভূমি-পতন, ভূমি আঘাত ও বক্ষঃতাড়না প্রভৃতি অনুভাব হয়। অপর ইহাতে পূর্ব্বোক্ত আট প্রকার সাত্ত্বিক তথা জাড্য, নির্ব্বেদ, গ্লানি, দীনতা, চিন্তা, বিষাদ, ঔৎসুক্য, চাপল, উন্মাদ, মৃত্যু, আলস্য, অপস্মৃতি, ব্যাধি ও মোহ প্রভৃতি ব্যভিচারী হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

রতি হৃদয় মধ্যে অনিষ্ট প্রাপ্তির প্রতীতি রূপে পরিণত হইলে তাহাকে শোকরতি বলা যায়, এস্থলে এই শোক-রতিই স্থায়ীভাব ॥ ৪ ॥

আলম্বন রূপী কৃষ্ণ যথা ॥

শ্রীদশমে ১৬ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে ॥

তং নাগভোগপরিবীতমদৃষ্টচেষ্ট-
মালোক্য তৎ প্রিয়সখাঃ পশুপা ভৃশার্ত্তাঃ।
কৃষ্ণেঽর্পিতাত্মসুহৃদর্থকলত্রকামা-
দুঃখাভিশোক ভয়মূঢ়ধিয়ো নিপেতুঃ ॥ ৫ ॥

যথাবা ॥

ফণিহ্রদমবগাঢে দারুণং পিঞ্ছচূড়ে
স্খলদশিশির বাষ্পস্তোমধৌতোত্তরীয়া।
নিখিলকরণবৃত্তি স্তম্ভিনীমাললম্বে
বিষমগতিমবস্থাং গোষ্ঠরাজস্য রাজ্ঞী ॥

তং প্রিয়সখাশ্চ পশুপাশ্চান্যে গোপাঃ ॥ ৫ ॥

ফণিহ্রদমিতি। গোষ্ঠরাজস্য পত্নীতি পাঠান্তরং ॥ ৬ ॥

সর্পশরীরে পরিবেষ্টিত হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টা দৃষ্ট হইল না, তাঁহাকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া তদীয় প্রিয়সখা গোপ সকল অতিশয় আর্ত্ত হইলেন এবং দুঃখ শোক ও ভয় প্রযুক্ত হতবুদ্ধি হইয়া ভূতলে পড়িতে লাগিলেন। হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্ট দর্শনে গোপদিগের এরূপ মোহ হওয়া বিচিত্র নহে, তাঁহারা আপনাদের আত্মা, সুহৃৎ, অর্থ, কলত্র এবং কাম সকলই তাঁহার প্রতি সমর্পণ করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

যথাবা ॥

শ্রীকৃষ্ণ দারুণ কালিয়হ্রদে অবগাহন করিলে গোষ্ঠরাজ রাজ্ঞী যশোদা গলিত উষ্ণ বাষ্পসমূহে উত্তরীয় বসন আর্দ্র করিয়া নিখিল ইন্দ্রিয়বৃত্তি স্তম্ভনকারিণী বিষম গতিরূপ অবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন ॥

তস্য প্রিয়জনো যথা ॥

কৃষ্ণপ্রিয়াণামাকর্ষে শঙ্খচূড়েন নির্ম্মিতে।
নীলাম্বরস্য বক্ত্রেন্দু নীলিমানং মুহুর্দধে ॥ ৬ ॥

স্বপ্রিয়ো যথা হংসদূতে ॥

বিরাজন্তে যস্য ব্রজশিশুকুলস্তেয়বিকল-
স্বয়ম্ভূচূরাগ্রে লুলিতশিখরাঃ পাদনখরাঃ।
ক্ষণং যানালোক্য প্রকট পরমানন্দবিবশঃ
স দেবর্ষিমুক্তানপি মুনিগণান্ শোচতি ভৃশং ॥

বিরাজন্ত ইতি। লুলিত ইতি লুলিতত্বং বিমর্দ্দিতত্বং। লুল বিমর্দ্দন ইত্যস্য নিষ্ঠায়াং প্রয়োগাৎ। অত্রত্বত্যন্ত সংস্পর্শ তাৎপর্য্যকত্বেন অর্থান্তর

আলম্বন রূপী কৃষ্ণের প্রিয়জন যথা ॥

শঙ্খচূড় শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীবর্গকে আকর্ষণ করিতেলাগিলেন নীলাম্বর বলদেবের বদনচন্দ্র মুহুর্মুহুঃ নীলিমা ধারণ করিয়াছিল ॥ ৬ ॥

স্বপ্রিয় যথা হংসদূতে ॥

—গোপীগণ কহিলেন, হংস! যাঁহার চরণনখর সকল ব্রজশিশুকুল অপহরণ করায় ব্যাকুলচিত্তে ব্রহ্মার লুলিত চূড়াগ্রচিহ্নে শোভা পাইতেছে এবং ক্ষণকাল যে সকল চরণ চিহ্ন দেখিয়া দেবর্ষি নারদ পরমানন্দে বিবশ হওত সংসার নির্ম্মুক্ত মুনিগণের নিমিত্ত অতিশয় শোক করিয়াছিলেন তুমি সেই সকল চরণ চিহ্ন অবলোকন করিয়া গমন করিও ॥

যথাবা ॥

মাতর্মাদ্রি গতা কুতস্ত্বমধুনা হা ক্বাসি পাণ্ডো পিতঃ.
সান্দ্রানন্দ সুধাব্ধিরেষ যুবয়োর্নাভূদ্দৃশাং গোচরঃ।
ইত্যুচ্চৈর্নকুলানুজো বিলপতি প্রেক্ষ্য প্রমোদাকুলো
গোবিন্দস্য পদারবিন্দযুগলপ্রোদ্দামকান্তিচ্ছটাং ॥
রতিং বিনাপি ঘটতে হাসাদেরুদ্গমঃ ক্বচিৎ।
কদাচিদপি শোকস্য নাস্য সম্ভাবনা ভবেৎ।
রতের্ভূম্না কৃশিম্না চ শোকো ভূয়ান্ কৃশশ্চ সঃ।
রত্যা সহাবিনাভাবাৎ কাপোতস্য বিশিষ্টতা ॥ ৭ ॥

সংক্রমিতত্বমেব জ্ঞেয়ঃ। তন্নুভৃত ইত্যত্র মুনিগণানিতি পাঠঃ স্বপ্রিয় বিষয়-ত্বেন যুক্তঃ ॥ ৭ ॥

যথাবা

নকুলানুজ সহদেব গোবিন্দের চরণারবিন্দের অসীম-কান্তিচ্ছটা অবলোকন করিয়া আনন্দাকুলচিত্তে কহিলেন হে মাতঃ মাদ্রি! সম্প্রতি আপনি কোথায় গমন করিলেন, হে পিতঃ পাণ্ডো! আপনি কোথায় আছেন, আপনাদের এই নিবিড় আনন্দ সমুদ্র নয়নগোচর হইল না, এই বলিয়া উচ্চরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥

রতি ব্যতিরেকেও কোন কোন স্থানে হাস্যাদির উদ্গম হয়, কিন্তু কদাচ শোকের সম্ভাবনা হয় না ॥

রতির বাহুল্য ও লঘুত্বে শোকের বিপুলত্ব ও ন্যূনত্ব সম্ভব হয়। রতির সহিত অবিনাভাব প্রযুক্ত কোন স্থলে এই শোকরতির বিশিষ্টতা হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

অপিচ॥

কৃষ্ণৈশ্বর্য্যাদ্যবিজ্ঞানং কৃতং নৈষামবিদ্যয়া।
কিন্তু প্রেমোত্তর রস বিশেষেণৈব তৎ কৃতং।

কৃষ্ণৈশ্বর্য্যাদীতি। এতদুক্তং ভবতি। ভগবন্নাম স্বরূপভূতভগবত্তাবিশিষ্টঃ পরমানন্দ স্বরূপঃ। তদুক্তং চতুর্থে। ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্ত আনন্দমাত্র উপপন্ন সমস্ত শক্তাবিতি। বিষ্ণুপুরাণে জ্ঞানশক্তি বলৈশ্বর্য্য বীর্য্য তেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈ র্গুণাদিভিরিতি। ভগবত্তা তু ষড়্‌বিধত্বেঽপি সামান্যতো দ্বিবিধা। পরমৈশ্বর্য্যরূপা পরমমাধুর্য্যরূপা চেতি তত্রৈশ্বর্য্যং নাম প্রভাবেন বশীকর্ত্তৃত্বং। যদনুভবেন তস্মাদ্ভয সংভ্রমাদি স্যাৎ। মাধুর্য্যন্তু রূপগুণলীলানাং রোচকত্বং। যদনুভবেন তস্মিন্ প্রেম স্যাৎ। কেবলং স্বরূপং তু স্বানন্দমাত্র সমর্পকং। তত্র মাধুর্য্যানুভবস্ত তদ্দ্রসস্যাপ্যনুভবমাবৃণোতি। যথা তস্যারবিন্দনয়নস্যেত্যত্র সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ত তন্বোরিতি শ্রীসনকাদিভিস্তদ্দর্শনে। যথা চ। জন্ম তে মষ্যসৌ পাপো মাবিদ্যা-ন্মধুসূদন। সমুদ্বিজে ভবদ্ধেতোঃ কংসাদহমধীরধীরিত্যত্র শ্রীদেবক্যাদি বাক্যে। সচ মাধুর্য্যানুভবো মাধুর্য্যভাবনাত্মক সাধনোৎপন্ন প্রেমবিশেষ লব্ধ রস পর্য্যায়াস্বাদবিশেষঃ। তস্মাত্তেন যদৈশ্বর্য্যাদ্যনুভবাবরণং তৎ সর্ব্বোত্তম বিদ্যাময়মেব ইতি ব্রহ্মজ্ঞানাদর্ব্বাচীনত্বেঽবিদ্যা কথং তত্রাবকাশং লভতাং। যথা শ্রীবলদেবস্যাপি তন্মঙ্গলার্থঃ প্রযত্নঃ শ্রূয়তে। শ্রুত্বৈতদ্ভগবান্রামো বিপক্ষীয় বলোদ্যমং। কৃষ্ণমেকং গতং হর্ত্তুং কন্যাং কলহশঙ্কিতঃ। বলেন মহতা সার্দ্ধং ভ্রাতৃস্নেহপরিপ্লুতঃ। ত্বরিতঃ কুণ্ডিনং প্রাগাদ্গজাশ্বরথপত্তিভিরিতি। শ্রীযুধিষ্ঠিরস্যাপি যথা। অজাতশত্রুঃ পৃতনাং গোপীথায় মধুদ্বিষঃ। পরেভ্যঃ শঙ্কিতঃ স্নেহাদ্যযুঙ্ক্ত চতুরঙ্গিনীমিতি। যস্মাদেবমতস্তদানীমপি প্রেমানন্দময়

বলদেব ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতির ঐশ্বর্য্যাদির অবিজ্ঞান অবিদ্যা-দ্বারা কৃত হয় না কিন্তু গাঢ় প্রেমবিশেষ দ্বারাই ঘটিয়া থাকে,

অতঃ প্রাদুর্ভবন্ শোকো লব্ধোপ্যুন্নতিতাং মুহুঃ।
দুরূহামেব তনুতে গতিং সৌখ্যস্য কামপি ॥ ৮ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধাবুত্তরবিভাগে গৌণ-ভক্তিরস নিরূপণে করুণভক্তিরসলহরী চতুর্থী ॥ * ॥ ৪ ॥ * ॥

অথ রৌদ্রভক্তিরসঃ ॥

নীতা ক্রোধরতিঃ পুষ্টিং বিভাবাদৈর্নিজোচিতৈঃ।
হৃদি ভক্তজনস্যাসৌ রৌদ্রভক্তিরসো ভবেৎ ॥ ১ ॥
কৃষ্ণো হিতোঽহিতশ্চেতি ক্রোধস্য বিষয়স্ত্রিধা।

কৃষ্ণানন্দস্ফুরণাৎ। তদুপলক্ষিতাৎ তাদৃশ প্রেমস্বভাবেন কথঞ্চিৎ সম্ভাবনেন বা প্রত্যাশানুগমাৎ পর্য্যবসানেঽপি তৎ সুখস্যৈবাভ্যুদয়াদপ্যসৌ সৌখ্যগতি-মেব তনুতে। কিন্তু। দুরূহাং আগন্তুক দুঃখানুভবেনাবৃতাং অতএব কামপি অনির্ব্বচনীয়ামিত্যর্থঃ। তস্মাদন্ত্যেব করুণেঽপি সুখময়ত্বমিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

॥*॥ ইতি নবলহর্য্যাত্মকে উত্তরবিভাগে করুণভক্তিরসলহরী চতুর্থী।*॥৪॥

অত্যাহিতং মহাভীতিঃ। কৃষ্ণাদিত্যপাদানং ভীত্যর্থানাং ভয়হেতুরিতি

অতএব শোক প্রাদুর্ভূত হওত মুহুর্মুহুঃ বৃদ্ধিশীল হইয়া সুখের কোন দুরূহ গতি বিস্তার করে ॥ ৮ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কৃত ব্যাখ্যায় ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর উত্তরবিভাগে করুণভক্তিরসলহরী ॥ * ॥৪॥*॥

অথ রৌদ্রভক্তিরস ॥

ক্রোধরতি নিজোচিত বিভাবাদি দ্বারা পুষ্টি প্রাপ্ত হইলে তাহাকে রৌদ্র ভক্তিরস বলে ॥ ১ ॥

কৃষ্ণ, হিত ও অহিত ভেদে ক্রোধের বিষয় তিন প্রকার

কৃষ্ণে সখী জরত্যাদ্যাঃ ক্রোধস্যাশ্রয়তাং গতাঃ।
ভক্তাঃ সর্ব্ববিধা এব হিতেষ্বৈবাহিতে তথা॥
তত্র কৃষ্ণে সখ্যাঃ ক্রোধঃ॥
সখীক্রোধো ভবেৎ সখ্যাঃ কৃষ্ণাদত্যাহিতে সতি॥ ২॥
যথা বিদগ্ধমাধবে॥
অন্তঃ ক্লেশকলঙ্কিতাঃ কিল বয়ং যামোঽদ্য যাম্যাং পুরং
নায়ংবঞ্চন সঞ্চয়প্রণয়িনং হাসং তথাপ্যুজ্ঝতি।
অস্মিন্ সংপুটিতে গভীরকপটৈরাভীরপল্লীবিটে

স্মরণাৎ॥ ২॥
অন্তঃক্লেশকলঙ্কিতা ইত্যস্য প্রকারপরীক্ষার্থং কৃতোদাসীন্য প্রায়াং

হয়। কৃষ্ণবিষয়ে সখী এবং জরতিপ্রভৃতি তথা হিত ও অহিতাদি বিষয়ে সর্ব্ব প্রকার ভক্ত ক্রোধে আশ্রয় হইয়া থাকেন॥

তন্মধ্যে কৃষ্ণের প্রতি সখীর ক্রোধ যথা॥

কৃষ্ণ হইতে মহাভয় সম্ভাবনা হইলে সখীর প্রতি সখীর ক্রোধ প্রকাশ পায়॥ ২॥

যথা বিদগ্ধমাধবে ২ অঙ্কে ৫৩ শ্লোকে॥

ললিতা ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন রাধে! আমরা আন্তরিক ক্লেশে কলঙ্কিত হইয়াছি, একারণ আজ যমপুরে গমন করিব, তথাপি ইনি বঞ্চনা রূপ হাস্য পরিত্যাগ করিলেন না হে বুদ্ধিমতি! কি প্রকারে এই আভীরপল্লী কামুকে

হা মেধাবিনি রাধিকে তব কথং প্রেমা গরীয়ানভূৎ ॥৩॥

অথ তত্র জরত্যাঃ ক্রোধঃ ॥

ক্রোধো জরত্যা বধ্বাদিসম্বন্ধে প্রেক্ষিতে হরৌ ॥

যথা ॥

অরে যুবতিতস্কর প্রকটমেব বধ্বাঃ পট-
স্তবোরসি নিরীক্ষ্যতে বত ননেতি কিং জল্পসি।
অহো ব্রজনিবাসিনঃ শৃণুত কিং ন বিক্রোশনং
ব্রজেশ্বরসুতেন মে সুতগৃহেঽগ্নিরুত্থাপিতঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণাৎ শ্রীরাধায়া অত্যাহিতং জাতমিতি জ্ঞেয়ং। ৩ ॥

নমু জরত্যাঃ ক্রোধঃ কৃষ্ণে কথং স্যাৎ। অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যমিত্যাদি শ্রীভাগবত নির্ণয শতবীত্যা ব্রজবাসি জীবমাত্রাণাং সর্ব্বাতিক্রমেণ সর্ব্ব সমর্পণেন চ তদেকহিতানাং নাসৌ স্বার্থঃ সম্ভবতীতি তত্রাহ গোবর্দ্ধনমিতি সোঽয়ং চন্দ্রাবল্যাঃ পতিম্মন্যঃ কংসস্য কশ্চিদ্গোপঃ আগন্তুকতয়া কৃতব্রজবাস ইতি ক্বচিৎ প্রসিদ্ধিঃ। তস্মাৎ তং বিনান্যেষামিত্যাদি যোজ্যং। তদেবমপি

তোমার প্রেম গরীয়ান্ হইল ॥

অথ জরতীর ক্রোধ যথা ॥

বধূ সম্বন্ধীয় বস্তু হরিতে দৃষ্ট হইলে তাহাতে জরতীর ক্রোধ হয় ॥

যথা ॥

ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক জরতী কহিল, অরে যুবতিতস্কর! স্পষ্টই তোর বক্ষে আমার বধূর বস্ত্র দেখিতেছি, হা কষ্ট না না একথা বলিতেছিস্ কেন, অহে ব্রজবাসী সকল!

গোবর্দ্ধনং মহামল্লং বিনান্যেষাং ব্রজৌকসাং।
সর্ব্বেষামেব গোবিন্দে রতিঃ প্রৌঢ়া বিরাজতে ॥

অথ হিতঃ ॥

হিত স্ত্রিধানবহিতঃ সাহসী চেষ্যু'রিত্যপি ॥ ৪ ॥

তত্রানবহিতঃ ॥

কৃষ্ণপালনকর্ত্তাপি তৎ,কর্ম্মাভিনিবেশতঃ।
ক্বচিত্তত্র প্রমত্তো যঃ প্রোক্তোঽনবহিতোঽত্র সঃ ॥ ৫ ॥

তস্মিং স্তস্যাঃ ক্রোধ স্তন্মঙ্গলেচ্ছয়ৈব মুখ্যামুদ্যমমাবহতি নতু রত্যভাবেন ইতি পূর্ব্বং দর্শিতমস্তি তথা জনেষশৃণ্বৎস্বেব তথা ক্রোশনং নতু শৃণ্বৎস্বপীতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

তত্র কৃষ্ণপালনে ক্বচিত্তৎ সম্বন্ধি ভাবান্তরেণ বৈচিত্তে সতি প্রমত্তঃ তত্তৎ পরম হানিকরীমপি তদবস্থানবধাতুমসমর্থো যঃ সোঽনবহিতঃ প্রোক্তঃ ॥ ৫ ॥

তোমরা কি চিৎকার শুনিতেছ না, ব্রজেশ্বরনন্দন আমার পুত্রের গৃহে অগ্নি উত্থাপন করিয়াছে ॥ ৩ ॥

গোবর্দ্ধন মল্ল ব্যতিরেকে সমুদায় ব্রজবাসিরই গোবিন্দ বিষয়ে বৃদ্ধিশীলা রতি বিরাজ করিতেছে ॥

অথ হিত ॥

হিত তিন প্রকার হয় অনবহিত, সাহসী ও ঈর্ষু্য ॥ ৪ ॥

তন্মধ্যে অনবহিত যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণের পালনকর্ত্তা হইয়াও কৃষ্ণসম্বন্ধি কর্ম্মান্তরে অভিনিবেশ বশতঃ তদীয় পরম হানি জনক অবস্থা সমাধান করিতে যে ব্যক্তি অসমর্থ হয় তাহাকে অনবহিত বলে ॥ ৫ ॥

যথা ॥

উত্তিষ্ঠ মূঢ়ে কুরু মাবিলম্বং
বৃথৈব ধিক্ পণ্ডিতমানিনী ত্বং।
ক্রুট্যংপলাশি দ্বয়মন্তরা তে
বদ্ধঃ সুতোঽসৌ সখি বংভ্রমীতি ॥

অথ সাহসী

পণ্ডিতমানিনী পুত্রশিক্ষা বিজ্ঞমানিনী। ক্রট্যাদীতি ভ্রুটেঽপি বর্ত্তমান-সামীপ্যে বর্ত্তমানবদ্বা। তদিদং প্রায়স্তস্মিন্ দিনেত্বুপনন্দাদ্যেকতর গৃহে নিমন্ত্রণয়া সপুত্রং গতায়া ত্রুট্যদ্বৃক্ষশব্দিতাদাগতায়াঃ শ্রীদামোদর নিকটে শ্রীব্রজেশ্বরাদ্যাগমনং বীক্ষ্য গৃহ এব গতায়াঃ শ্রীরোহিণ্যা স্বচ্ছন্দ কৃত ভয়

যথা ॥

এক দিবস উপনন্দ প্রভৃতি কোন এক গোপগৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীরোহিণীদেবী সপুত্রে গমন করিয়াছিলেন এমত সময়ে যমলার্জ্জুন বৃক্ষ ভগ্ন হওয়াতে প্রচণ্ড শব্দ হইয়াছিল, তৎ শ্রবণে দামোদরের নিকট নন্দাদিকে যাইতে দেখিয়া শব্দশঙ্কিতমনা শ্রীরোহিণীদেবী গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক মূর্চ্ছা হইতে উত্থিত প্রায় শ্রীযশোদাকে কহিলেন, মূঢ়ে! উঠ উঠ, বিলম্ব করিও না, তুমি বৃথা আপনাকে পুত্রশিক্ষা বিষয়ে পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করিয়া থাক, হে সখি! তোমার রজ্জুবদ্ধ পুত্র ভগ্ন বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ॥

অথ সাহসী ॥

যঃ প্রেরকো ভয়স্থানে সাহসী স নিগদ্যতে ॥ ৬ ॥

যথা ॥

গোবিন্দঃ প্রিয়সুহৃদাং গিরৈব যাত-
স্তালানাং বিপিনমিতি স্ফুটং নিশম্য।
ভ্রূভেদ স্থপুটিতদৃষ্টিরাস্যমেষাং
ডিম্ভানাং ব্রজপতিগেহিনী দদর্শ ॥

অথের্ষ্যা ॥

ঈর্ষ্যা মানধনা প্রোক্তা প্রৌঢ়ের্ষ্যাক্রান্তমানসা ॥

যথা ॥

দুর্মানমন্থমথিতে কথয়ামি কিং তে

মূর্চ্ছাত উত্থিতপ্রায়াং শ্রীব্রজেশ্বরীং প্রতি বাক্যং স্যাৎ ॥ ৬ ॥

স্থপুটিতং বিষমীকৃতং। স্থপুটং বিষমমিতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ। বিষমস্থ

ভয়স্থানে প্রেরণ যে করে তাহাকে সাহসী বলে ॥ ৬ ॥

যথা ॥

প্রিয়সুহৃদ্গণের বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ তালবনে গমন করিয়াছেন এই কথা স্পষ্ট রূপে শ্রবণ করিয়া ব্রজপতিগৃহিণী যশোদা বিষম দৃষ্টির দ্বারা বালক সকলের বদন অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥

অথ ঈর্ষ্যা ॥

যাহার কেবল মান মাত্রই ধন ও প্রবল ঈর্ষ্যায় মন আক্রান্ত তাহাকে ঈর্ষ্যা বলাযায় ॥

যথা ॥

হে সখি! তুমি দুর্মানরূপ মন্থনদণ্ডে মথিত হইতেছ অতঃ

দূরং প্রযাহি সবিধে তব জাজ্বলীমি।
হা ধিক্ প্রিয়েণ চিকুরাঞ্চিতপিঞ্ছকোট্যা
নির্ম্মঞ্ছিতাগ্র চরণাপ্যরুণাননাসি ॥
অথাহিতঃ ॥
অহিতঃ স্যাদ্দ্বিধা স্বস্য হরেশ্চেতি প্রভেদতঃ ॥
তত্র স্বস্যাহিতঃ ॥
অহিতঃ স্বস্য স স্যাদ্যঃ কৃষ্ণসম্বন্ধবাধকঃ ॥
যথা উদ্ধবসন্দেশে ॥
কৃষ্ণং মুষ্ণন্নকরুণ বলাদ্গোষ্ঠতো নিষ্ঠুরস্ত্বং

নতোন্নতমিতি জ্ঞেয়ং ॥ ৭ ॥

এব তোমাকে আর কি বলিব দূরে গমন কর, আমি তোমার নিকটে অতিশয় দগ্ধ হইতেছি,হা কষ্ট! ধিক্ তোমাকে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় চূড়াস্থ ময়ূর পুচ্ছের অগ্রভাগ দ্বারা তোমার চরণাগ্র মার্জন করিয়াছেন তথাপি তুমি রক্তমুখী হইয়া রহিয়াছ ॥

অথ অহিত ॥

আপনার এবং হরির এই উভয় ভেদে অহিত দুই প্রকার হয় অর্থাৎ আপনার অহিত ও হরির অহিত ॥

তন্মধ্যে আত্ম অহিত যথা

যে ব্যক্তি কৃষ্ণ সম্বন্ধের বাধাকারী তাহাকে আত্ম অহিত বলা যায় ॥

যথা উদ্ধবসন্দেশে ॥

অরে অকরুণ গান্ধিনীতনয়! তুই অতিশয় নিষ্ঠুর, যদু

মামর্য্যাদাং যদুকুলভুবাং ভিন্ধি রে গান্ধিনেয়।
পশ্যাভ্যর্ণে ত্বয়ি রথমধিষ্ঠায় যাত্রাং বিধিৎসৌ
স্ত্রীণাং প্রাণৈরপি নিযুতশো হন্ত যাত্রা ব্যধায়ি ॥
অথ হরেরহিতঃ ॥
অহিতস্তু হরেস্তস্য বৈরিপক্ষো নিগদ্যতে ॥
যথা ॥
হরৌ শ্রুতিশিরঃশিখামণিমরীচিনীরাজিত-
স্ফুরচ্চরণপঙ্কজেঽপ্যবমতিং ব্যনক্ত্যত্র যঃ।
অয়ং ক্ষিপতি পাণ্ডবঃ শমনদণ্ডঘোরং হঠা-
চ্ছিরস্য মুকুটোপরি স্ফুটমুদীর্য্য সব্যং পদং ॥

কুলের মর্য্যাদা ভেদ করিস্ না, দেখ্ তুই রথে আরোহণ করিয়া যাত্রা বিধান করিতে ইচ্ছা করায়, স্ত্রীগণের নিযুত নিযুত প্রাণ সকল অগ্রে যাত্রা বিধান করিল ॥

অথ হরির অহিত ॥

হরির বৈরিপক্ষকে হরির অহিত বলা যায় ॥

যথা ॥

শ্রুতিশির উপনিষৎ সকলের মুকুট মণির মরীচিকায় যাঁহার সুব্যক্ত চরণ পঙ্কজ নির্ম্মঞ্ছিত হইতেছে, সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ব্যক্তি অবজ্ঞা করে, এই পাণ্ডব স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া তাহার মুকুটোপরি তিন বার বাম পদ নিক্ষেপ করত ঘোর যমদণ্ড রূপ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছে ॥

সোল্লুণ্ঠহাস বক্রোক্তি কটাক্ষানাদরাদয়ঃ॥
কৃষ্ণাহিত হিতস্থাঃ স্যুরমী উদ্দীপনা ইহ।
হস্তনিষ্পেষণং দন্তঘট্টনং রক্তনেত্রতা।
দষ্টৌষ্ঠতাতিভ্রুকুটী ভুজাস্ফালনতাড়নাঃ।
তূষ্ণীকতা নতাস্যত্বং নিশ্বাসো ভুগ্ন দৃষ্টিতা।
ভৎর্সনং মূর্দ্ধবিধুতির্দৃগন্তে পাটলচ্ছবিঃ।
ভ্রূভেদাধর কম্পাদ্যা অনুভাবা ইহোদিতাঃ।
অত্র স্তম্ভাদয়ঃ সর্ব্বে প্রাকট্যং যান্তি সাত্ত্বিকাঃ॥ ৭ ॥
আবেগো জড়তা গর্ব্বো নির্ব্বেদো মোহ চাপলে।
অসূয়ৌগ্র্যং তথামর্ষ শ্রমাদ্যা ব্যভিচারিণঃ॥
অত্র ক্রোধরতিঃ স্থায়ী স তু ক্রোধস্ত্রিধা মতঃ॥

এই রৌদ্ররসে সোল্লুণ্ঠ হাস, বক্রোক্তি, কটাক্ষ ও অনাদর, তথা কৃষ্ণের অহিত ও হিতস্থ ব্যক্তি সকল উদ্দীপন, অপর হস্তমর্দ্দন, দন্তঘট্টন অর্থাৎ দন্তের শব্দ, রক্তনেত্রতা, ওষ্ঠ দংশন, ভ্রুকুটী, ভুজাস্ফালন, তাড়ন, তূষ্ণীকতা, নতবদন, নিশ্বাস, বক্রদৃষ্টি, ভৎর্সন, শিরশ্চালন, নেত্রান্তে পাটল বর্ণ, ভ্রূভেদ এবং অধর কম্পন ইত্যাদি সকল রৌদ্ররসে অনুভাব॥

আর ইহাতে স্তম্ভাদি সমুদায় সাত্ত্বিক প্রকট হইয়া থাকে॥ ৭॥

তথা আবেগ, জড়তা, গর্ব্ব, নির্ব্বেদ, মোহ, চাপল, অসূয়া উগ্রতা, অমর্ষ ও শ্রমাদি ব্যভিচারী সকল প্রকাশ পায়॥

এই রৌদ্ররসে ক্রোধরতি স্থায়ীভাব। কোপ, মন্যু ও রোষ

কোপো মন্যুস্তথা রোষ স্তত্র কোপস্তু শত্রুগঃ।
মন্যু র্বন্ধুষু তে পূজ্য সম ন্যূনা স্ত্রিধোদিতাঃ।
রোষস্তু দয়িতে স্ত্রীণামসৌ ব্যভিচরত্যসৌ।
হস্তপেষাদয়ঃ কোপে মন্যৌ তূষ্ণীকতাদয়ঃ।
দৃগন্তপাটলত্বাদ্যা রোষেতু কথিতাঃ ক্রিয়াঃ॥ ৮॥
তত্র বৈরিণি যথা॥
নিরুধ্য পুরমুন্মদে হরিমগাধ সত্ত্বাশ্রয়ং
মৃধে মগধভূপতৌ কিমপি বক্রমাক্রোশতি।

ব্যভিচরতি আদ্যে রসে ব্যভিচারিতাং প্রাপ্নোতি। জনতীসখ্যাদীনাং কোপমন্যুবন্নামূষাং রোষঃ স্থায়িতামাযাতীত্যর্থঃ। তদেবং পূর্ব্বমুক্তা আবেগাদয়শ্চ ব্যভিচারিণঃ ঔগ্র্যপ্রধানাঃ শত্রুবিষয়াঃ অমর্ষপ্রধানা বন্ধুবিষয়াঃ। অসূয়াপ্রধানা দয়িতবিষয়া জ্ঞেয়াঃ॥ ৮॥

দ্বিষদ্বিসরজাঙ্গলং শত্রুসমূহমাংসং। ইন্দলোহস্যাবঃ॥ ৯॥

ভেদে ক্রোধ তিন প্রকার হয়, তন্মধ্যে শত্রুপক্ষে কোপ, বন্ধুবর্গে মন্যু কিন্তু এই মন্যু, পূজ্য, সম ও ন্যূন বন্ধু ভেদে তিন প্রকার হইয়া থাকে॥

অপর প্রিয় ব্যক্তিতে স্ত্রীগণের রোষ প্রকাশ পায় কিন্তু এই রোষ কখন কখন ব্যভিচারীও হইয়া থাকে॥

আর কোপে হস্ত মর্দ্দনাদি, মন্যুতে তূষ্ণী প্রভৃতি এবং রোষে নেত্রান্ত পাটলাদি ক্রিয়া সকল কথিত হয়॥ ৮॥

তন্মধ্যে শত্রুর প্রতি কোপ যথা॥

উন্মত্ত জরাসন্ধ মথুরা পুরী অবরোধ পূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে অগাধ সত্ত্বাশ্রয় হরির প্রতি কোন বক্র আক্রোশ করিতে

দৃশং কবলিত দ্বিষদ্বিসর জাঙ্গলে লাঙ্গলে
নুনোদ দহদিঙ্গল প্রবল পিঙ্গলাং লাঙ্গলী ॥ ৯ ॥
পূজ্যে যথা বিদগ্ধমাধবে ॥
ক্রোশন্ত্যাং করপল্লবেন বলবান্ সদ্যঃ পিধত্তে মুখং
ধাবন্ত্যাং ভয়ভাজি বিস্তৃতভুজো রুন্ধে পুরঃ পদ্ধতিং।
পাদান্তে বিলুঠত্যসৌ ময়ি মুহু দ'ষ্টাধরায়াং রুষা
মাতশ্চণ্ডি ময়া শিখণ্ডমুকুটাদাত্মাভিরক্ষ্যঃ কথং ॥ ১০ ॥

ক্রোশন্ত্যামিতি ভাব পরীক্ষ্যমাণায়াং পৌর্ণমাস্যাং কৃষ্ণস্ফূর্ত্তিময়ং চরিত্রং সাক্ষাদ্রূপমিব শ্রীরাধয়া কথিতং ॥ ১০ ॥

থাকিলে হলধর সমস্ত শত্রুমাংসগ্রাসকারী লাঙ্গলের প্রতি জলদঙ্গার তুল্য পিঙ্গলনেত্র নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৯ ॥

পূজ্যে মন্যু যথা বিদগ্ধমাধবে ২ অঙ্কে ৩১ শ্লোকে ॥

শ্রীরাধা রোষের সহিত পৌর্ণমাসীকে কহিলেন মাতঃ! আপনাকে আর কি বলিব, আমি যদি উচ্চরব করিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে বলবান্ শিখণ্ডচূড় অমনি করপল্লব দ্বারা আমার বদন আচ্ছাদন করেন, আর যদি ভীত হইয়া পলায়ন করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে তখনি বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক আমার অগ্রে আসিয়া পথ রোধ করেন এবং আমি যদি তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হই, তাহা হইলে ঐ মধুরিপু ক্রোধভরে বারম্বার আমার অধরে দংশন করেন অতএব হে কোপনে! আপনি অকারণে আমার প্রতি ক্রোধ করিতেছেন কেন? আপনিই বলুন কি প্রকারে শিখণ্ডচূড় কৃষ্ণ হইতে আত্মরক্ষা করিব ॥ ১০ ॥

সমেন যথা

দহতি দুর্ম্মুখি মর্ম্মণি মুর্ম্মুর-

স্তব গিরা জটিলে নিটিলে চ মে।

গিরিধরঃ স্পৃশতিস্ম কদা মদা

দ্দুহিতরং দুহিতু র্মম পাপ্মনি ॥ ১১ ॥

ন্যূনেন যথা।

স্বস্তু মদীয় কুচসন্ধি মনোহরোঽয়ং

হারশ্চকাস্তি হরিকণ্ঠতটী চরিষ্ণুঃ।

জ্বলতীতি জটিলা। মুখরয়া নিভৃতকলহঃ। মুর্ম্মুরস্তুষাগ্নিঃ। নিটিলে ললাটে ॥ ১১ ॥

কদাচিন্নিজাঙ্গাজ্ঝটিতি শ্রীরাধাকর্ত্তৃকমবতারিতং হরিহারং বীক্ষ্য তস্যাঃ সখীঃ

সমান সমান ব্যক্তিতে মন্যু যথা ॥

জটিলা কহিল হে দুর্ম্মুখি মুখরে! তোমার কথায় আমার হৃদয়ে তুষানল জ্বলিতেছে, মুখরা কহিল হে পামরি জটিলে! তোমার কথায় আমার মস্তক দগ্ধ হইতেছে, বল দেখি গিরিধর গর্ব্বসহকারে কবে আমার কন্যার কন্যা কীর্ত্তিদানন্দিনী শ্রীরাধাকে স্পর্শ করিয়াছে ॥ ১১ ॥

ন্যূন ব্যক্তিতে মন্যু যথা ॥

কোন এক দিবস শ্রীরাধা নিজাঙ্গ হইতে শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণের হার অবতরণ করিলে তদ্দর্শনে জটিলা তদীয় সখীগণের প্রতি কহিল, অহে সখীসকল! তোমরা দেখ যে মনোহর হার হরিকণ্ঠে আন্দোলিত হইতেছিল। সেই হার এই বধূটীর

ভোঃ পশ্যত স্বকুল কজ্জল মঞ্জরীয়ং
কূটেন মাং তদপি বঞ্চয়তে বধূটী ॥ ১২ ॥
অস্মিন্নতাদৃশো মন্যো বর্ত্ততে রত্যনুগ্রহঃ।
উদাহরণমাত্রায় তথাপ্যেষ নিদর্শিতঃ।
ক্রোধাশ্রয়াণাং শত্রূণাং চৈদ্যাদীনাং স্বভাবতঃ।
ক্রোধো রতিবিনাভাবান্নভক্তিরসতাং ব্রজেৎ॥ ১৩ ॥
॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধাবুত্তরবিভাগে গৌণ-ভক্তিরস নিরূপণে রৌদ্রভক্তিরস লহরী পঞ্চমী ॥ * ॥ ৫ ॥ * ॥

প্রতি জটিলা বচনং হংস্থিতি ॥ ১২ ॥

ন তাদৃশ ইতি ন স্পষ্ট ইত্যর্থঃ। গোবর্দ্ধনং বিনা মন্নমিত্যাদ্যাক্তত্বাৎ ॥১৩॥

॥ * ॥ ইতি নবমহর্ষ্যাত্মকে উত্তরবিভাগে রৌদ্রভক্তিরসলহরী পঞ্চমী ॥ * ॥

কুচমস্তকে শোভা পাইতেছে, হা কষ্ট তথাপি এই স্বকুল-কজ্জলমঞ্জরী ছল পূর্ব্বক আমাকে বঞ্চনা করিতেছে ॥ ১২ ॥

যদিচ এই মন্যুতে রতির অনুগ্রহ স্পষ্ট বোধ হইতেছে না, তথাপি ইহা কেবল উদাহরণ নিমিত্ত প্রদর্শিত হইল ॥

ক্রোধের আশ্রয় স্বরূপ শিশুপাল প্রভৃতি শত্রুগণের স্বভাবসিদ্ধ ক্রোধ রতি ব্যতিরেকে কখন ভক্তিরসতা প্রাপ্তি হয় না ॥ ১৩ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃত ব্যাখ্যায় ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উত্তরবিভাগে রৌদ্রভক্তিরস লহরী পঞ্চমী ॥ * ॥ ৫ ॥ * ॥

অথ ভয়ানকভক্তিরসঃ ॥

বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং ভয়রতির্গতা।
ভয়ানকাভিধো ভক্তিরসো ধীরৈরুদীর্য্যতে ॥ ১ ॥

কৃষ্ণশ্চ দারুণাশ্চেতি তস্মিন্নালম্বনা দ্বিধা।
অনুকম্প্যেষু সাগঃসু কৃষ্টস্তস্য চ বন্ধুষু।
দারুণাঃ স্নেহতঃ শশ্বত্তদনিষ্টাপ্তিদর্শিষু।
দর্শনাচ্ছ্রবণাচ্চেতি স্মরণাচ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২ ॥

তদুক্তাশ্চেতি বক্তব্যে দারুণাশ্চেত্যুক্তিঃ প্রাকৃত রসবিন্মতানুসারেণ। স্বমতানুসারেণ তু পঞ্চম্যর্থানাং তেষামালম্বনত্বং নসম্ভবতি সামান্যে বিশেষেষু চ সপ্তম্যর্থস্যৈবালম্বনত্বেন স্বীকৃতত্বাৎ প্রাকৃত রস বিন্মতানুবাদ ময়মেতৎ প্রকরণ মিতি স্বয়ং লিখিষ্যতে। হাস্যাদীনাং রসত্বং যদ্গৌণত্বেনাপি কীর্ত্তিতং। প্রাচাং মতানুসারেণ তদ্বিজ্ঞেয়ং মনীষিভিরিতি। স্বমতে তু প্রথমপক্ষেঽনুকম্প্যা এব ভয়স্য বিষয়ত্বেনাশ্রয়ত্বেনচালম্বনাঃ। কৃষ্ণস্তু হেতুমাত্রং। তদ্দ্বিতীয় পক্ষে কৃষ্ণো বিষয়ত্বেন বন্ধব আশ্রয়ত্বেনালম্বনাঃ দারুণাস্তু হেতুমাত্রমিতি জ্ঞেয়ং। রতিস্তু যথাযথমস্ত্যেব ॥ ২ ॥

অথ ভয়ানক ভক্তিরস ॥

বক্ষ্যমাণ বিভাদির দ্বারা ভয়রতি পুষ্টিপ্রাপ্ত হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে ভয়ানক ভক্তিরস বলেন ॥ ১ ॥

ভয়ানক রসে শ্রীকৃষ্ণ এবং দারুণ এই দুইটী আলম্বন। তন্মধ্যে ভক্ত সকল অপরাধী হইলে তাহাতে কৃষ্ণ আলম্বন অর্থাৎ কৃষ্ণ হইতে ভয়, আর যাঁহারা স্নেহ বশতঃ নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্ট প্রাপ্তি দর্শন করিয়া থাকেন এমত কৃষ্ণবন্ধু সকলে দর্শন, শ্রবণ কিম্বা স্মরণ হেতু দারুণ সকল ভয় রতির আশ্রয় হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

তত্রানুকম্প্যেষু কৃষ্ণো যথা ॥

কিং শুষ্যদ্বদনোঽসি মুঞ্চ খচিতং চিত্তে পৃথুং বেপথুং

বিশ্বস্য প্রকৃতিং ভজস্ব ন মনাগপ্যস্তি মন্যুস্তব।

উষ্মত্রক্ষিতমৃক্ষরাজরভসাদ্বিস্তীর্য্য বীর্য্যং ত্বয়া

পৃথ্বী প্রত্যুত যুদ্ধকৌতুকময়ী সেবৈব মে নির্ম্মিতা ॥ ৩ ॥

যথাবা ॥

মুরমথন পুরস্তে কো ভুজঙ্গস্তপস্বী

লঘুরহমিতি কার্ষীর্মাস্মদীনায় মন্যুং।

উষ্মা ক্রোধসন্তাপঃ পৃথ্বী পৃথুতরা ॥ ৩ ॥

কালিয়স্য বাক্যং। তপস্বী বরাকঃ। মন্যুঃ ক্রোধঃ ॥ ৪ ॥

ঐ দুইয়ের মধ্যে ভক্তসকলে কৃষ্ণ আলম্বন যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে ঋক্ষরাজ! তুমি কেন শুষ্কবদন হইলা, চিত্তস্থিত বিপুল কম্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশ্বস্ত হইয়া স্বীয় স্বভাবের অনুগামী হও, তোমার প্রতি আমার কিঞ্চিন্মাত্র কোপ নাই, তুমি শীঘ্র ক্রোধ সন্তপ্ত বীর্য্য বিস্তার করিয়া প্রত্যুত যুদ্ধ কৌতুকময়ী সেবাই আমার সম্বন্ধে নির্ম্মাণ কর ॥ ৩ ॥

যথাবা ॥

হে মুরনাশন! তোমার অগ্রে এই বরাক ভুজঙ্গ কোথাকার কে, আমি অতিলঘু, অতএব এই দীনের প্রতি কোপ করিও না, তোমার তত্ত্ব না জানাতে অজ্ঞান বশতঃ আমার এই গুরুতর অপরাধ হইয়াছে, আমি অতিমূঢ়

গুরুরয়মপরাধ স্তথ্যমজ্ঞানতোঽভূ-
দশরণমতিমূঢ়ং রক্ষ রক্ষ প্রসীদ ॥ ৪ ॥
বন্ধুষু দারুণাঃ ॥
দর্শনাদ্যথা ॥
হা কিং করোমি তরলং ভবনান্তরালে
গোপেন্দ্র গোপয় বলাদুপরুধ্য বালং।
ক্ষ্মামণ্ডলেন সহ চঞ্চলয়ন্মনো মে
শৃঙ্গাণি লঙ্ঘয়তি পশ্য তুরঙ্গদৈত্যঃ ॥
শ্রবণদ্যথা ॥
শৃণ্বতী তুরগদানবং রুষা গোকুলং কিল বিশন্তমুদ্ধুরং।
দ্রাগভূত্তনয়রক্ষণাকুলা শুষ্যদাস্যজলজা ব্রজেশ্বরী ॥ ৫ ॥

শৃঙ্গাণি বৃক্ষাদীনামগ্রভাগান্ ॥ ৫ ॥

আমাকে রক্ষা কর এবং আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ৪ ॥

বন্ধু সকলে দারুণ তন্মধ্যে দর্শন হেতু যথা ॥

যশোদা কহিলেন হায়! কি করিব, হে গোপেন্দ্র! বালক অতি চঞ্চল, ইহাকে বল পূর্ব্বক গৃহে অবরোধ করিয়া রাখ, ভূমণ্ডলের সহিত আমার মন চঞ্চল করিয়া অশ্বাকৃতি কেশী দৈত্য বৃক্ষাগ্র সকল উল্লঙ্ঘন করিতেছে দৃষ্টিপাত কর ॥

শ্রবণহেতু দারুণ যথা ॥

ভয়ানক অশ্বাকৃতি দানব ক্রোধভরে গোকুলে প্রবেশ করিয়াছে, ব্রজেশ্বরী যশোদা সহসা এই কথা শ্রবণ মাত্র তনয় রক্ষণে আকুলচিত্ত হইয়া শুষ্কবদন ও সজলনয়ন হইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

স্মরণাদ্‌যথা ॥

বিরম বিরম মাতঃ পূতনায়াঃ প্রসঙ্গা-
ত্তনুমিযমধুনাপি স্মর্য্যমাণা ধুনোতি।
কবলয়িতুমিবাঙ্কীকৃত্য বালং যুরন্তী
বপুবতি পরুষং যা ঘোরমাবিশ্চকার ॥
বিভাবস্য ভ্রূকুট্যাদ্যা স্তস্মিন্নুদ্দীপনা মতাঃ।
মুখশোষণমুচ্ছ্বাসঃ পরাবৃত্য বিলোকনং।
স্বসঙ্গোপনমুদ্ঘূর্ণা শরণান্বেষণং তথা।
ক্রোশনাদ্যাঃ ক্রিয়াশ্চাত্র সাত্ত্বিকাশ্চাশ্রুবর্জিতাঃ

বিরমেতি কিঞ্চিদ্‌বাদাগতামজ্ঞাত বৃত্তা প্রতি শ্রীব্রজেশ্বরীবাক্যং। ততঃ ক্রবলয়িতুমিত্যাদানুবাদ দোষোহপি ন স্যাৎ। যুবন্তী ভীমশব্দং কুর্ব্বন্তী।

স্মরণ হেতু দারুণ যথা ॥

কোন বন্ধুস্ত্রী দূরদেশ হইতে আগমন করিয়া অজ্ঞাত পূতনাবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার প্রতি ব্রজেশ্বরী কহিলেন, ওমা! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, আর পূতনার প্রসঙ্গ করিওনা, ও স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়াই অঙ্গ কম্পিত করিতেছে, ঐ পূতনা গ্রাস করিবার মানসে বালককে ক্রোড়ে লইয়া ভয়ানক শব্দ করত বিকটাকার বপুঃ আবিষ্কার করিয়াছিল ॥

ভয়ানকরসে বিভাবের ভ্রূকুটী প্রভৃতি উদ্দীপন। মুখশোষ, উচ্ছাস, পশ্চাৎদৃষ্টি, নিজাঙ্গ গোপন, উদ্ঘূর্ণা, আশ্রয়ের অন্বেষণ এবং চীৎকার প্রভৃতি ক্রিয়া। অশ্রু ব্যতিরেকে

ইহ সংত্রাস মরণ চাপলাবেগদীনতাঃ।
বিষাদ মোহাপস্মার শঙ্কাদ্যা ব্যভিচারিণঃ।
অস্মিন্ ভয়রতিঃ স্থায়ী ভয়ং স্যাদপরাধতঃ।
ভীষণেভ্যশ্চ তত্র স্যাদ্বহুধৈবাপরাধিতা।
তজ্জা ভীর্নাপরত্র স্যাদনুগ্রাহ্যজনান্ বিনা।
আকৃত্যা যে প্রকৃত্যা যে যে প্রভাবেন ভীষণাঃ।
এতদালম্বনা ভীতিঃ কেবল প্রেমশালিষু।
নারী বালাদিষু তথা প্রায়েণাত্রোপজায়তে ॥ ৬ ॥
আকৃত্যা পূতনাদ্যাঃ স্যুঃ প্রকৃত্যা দুষ্টভূভুজঃ।
ভীষণাস্তু প্রভাবেণ সুরেন্দ্রগিরিশাদয়ঃ ॥
সদা ভগবতো ভীতিঃ গতা আত্যন্তিকীমপি।

ঘুর ভীমার্ত্ত শব্দয়োরিত্যস্য রূপং ॥ ৬ ॥
দুষ্টভূভুজঃ শিশুপালাদয়ঃ ॥ ৭ ॥

মোহ, অপস্মার ও শঙ্কাদি এই সমুদায় ব্যভিচারী ভাব।

ইহাতে ভয়রতিই স্থায়ীভাব, ঐ ভয় অপরাধ ও ভীষণ হইতে ঘটিয়া থাকে। অপর অপরাধ বহু প্রকারে সম্ভব হয় কিন্তু অপরাধ জনিত ভয় অনুগ্রহের পাত্র ব্যক্তিকে অন্য কুত্রাপি সম্ভব হয় না যাহারা আকৃতি প্রকৃতি ও প্রভাব দ্বারা ভীষণ অর্থাৎ ভয়ানক তাহারাই ভয়ের আলম্বন। আর যাহারা কেবল প্রেমশালী অথবা নারী ও বালক সেই সকলেই প্রায় ভয় উপস্থিত হয় ॥ ৬ ॥

আকৃতি দ্বারা পূতনা, স্বভাব দ্বারা দুষ্ট নৃপতিগণ এবং প্রভাব দ্বারা ইন্দ্র ও শঙ্কর প্রভৃতি ভীষণ হইয়া থাকেন। কংস

কংসাদ্যা রতিশূন্যত্বাদত্র নালম্বনা মতাঃ ॥ ৭ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধাবুত্তরবিভাগে গৌণ-ভক্তিরসনিরূপণে ভয়ানকভক্তিরসলহরী ষষ্ঠী ॥ * ॥ ৬ ॥ * ॥

অথ বীভৎসভক্তিরসঃ ॥

পুষ্টিং নিজবিভাবাদ্যৈ র্জুগুপ্সারতিরাগতা।
অসৌ ভক্তিরসো ধীরৈ র্বীভৎসাখ্য ইতীর্য্যতে ॥ ১ ॥
অস্মিন্নাশ্রিতশান্তাদ্যা ধীরৈরালম্বনা মতাঃ ॥ ২ ॥

॥ * ॥ ইতি নবলহর্য্যাত্মকে উত্তরবিভাগে গৌণ ভয়ানকভক্তিরসলহরী ষষ্ঠী ॥ * ॥

অত্র বীভৎসিতস্যৈবালম্বনত্বেঽপ্যাশ্রিত শান্তাদীনামালম্বনত্বং রত্যংশেন। শান্তোঽত্র তপস্বি রূপ এব। আদিগ্রহণাৎ অপ্রাপ্ত ভগবৎসান্নিধ্যাঃ সর্ব্ব এব ॥ ২ ॥

প্রভৃতি অসুরগণ সর্ব্বদা কৃষ্ণ হইতে অতিশয় ভয় প্রাপ্ত হইত একারণ রতিশূন্য বলিয়া তাহারা এ স্থলে আলম্বন হইতে পারে না ॥ ৭ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্ন কৃত ব্যাখ্যায ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উত্তরবিভাগে ভয়ানকভক্তিরস লহরী ষষ্ঠী ॥ * ॥ ৬ ॥ * ॥

অথ বীভৎসভক্তিরস ॥

ধীর ব্যক্তিসকল বলিয়াছেন জুগুপ্সা রতি আত্মোচিত বিভা-বাদি দ্বারা পুষ্টি-প্রাপ্ত হইলে বীভৎস নামে ভক্তিরস হয় ॥ ১

এই বীভৎসরসে শান্তাশ্রিত ব্যক্তিগণই আলম্বন হইয়া থাকেন ॥ ২ ॥

যথা ॥

পাণ্ডিত্যং রতহিণ্ডকাধ্বনিগতো যঃ কামদীক্ষাব্রতী
কুর্ব্বন্ পূর্ব্বমশেষষিড়্গনগরী সাম্রাজ্যচর্য্যামভূৎ।
চিত্রং সোঽয়মুদীরয়ন্ হরিগুণানুদ্বাষ্পদৃষ্টির্জনো
দৃষ্টে স্ত্রীবদনে বিকূণিতমুখো বিষ্টভ্য নিষ্ঠীবতি।
তত্র নিষ্ঠীবনং বক্ত্র কূণনং ঘ্রাণসংবৃতিঃ।
ধাবনং কম্প পুলক প্রস্বেদাদ্যাশ্চ বিক্রিয়াঃ।
ইহ গ্লানি শ্রমোন্মাদ মোহ নির্বেদ দীনতাঃ।
বিষাদ চাপলাবেগ জাড্যাদ্যা ব্যভিচারিণঃ।
জুগুপ্সা রতিরত্র স্যাৎ স্থায়ী সাচ বিবেকজা।

রতহিণ্ডকো রতচৌরঃ। বিকূণিতমুখো বক্রিতবদনঃ। বিষ্টভ্য বিশে-

যথা ॥

যে ব্যক্তি পূর্ব্বে কামদীক্ষায় ব্রতী হইয়া স্ত্রীচোর পথে পাণ্ডিত্য লাভ পূর্ব্বক অশেষ কামুকনগরীর সাম্রাজ্য আচরণ করিয়াছিল, কি আশ্চর্য্য! সেই ব্যক্তিই আজ হরিগুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে বাষ্পাকুল-লোচন হইতেছে এবং স্ত্রীবদন দৃষ্ট হইলে তাহাতে স্তব্ধভাব লাভ করত বক্রবদন ও নিষ্ঠীবন করিতেছে ॥

এই জুগুপ্সারসে নিষ্ঠীবন, কুটীলমুখ, নাসিকা আচ্ছাদন, ধাবন, কম্প পুলক, ও ঘর্ম্ম ইত্যাদি সকল অনুভাব ॥

অপর ইহাতে গ্লানি, শ্রম, উন্মাদ, মোহ, নির্ব্বেদ, দীনতা, বিষাদ, চাপল, আবেগ এবং জাড্য প্রভৃতি ব্যভিচারী হয় ॥

প্রায়িকী চেতি কথিতা জুগুপ্সা দ্বিবিধা বুধৈঃ ॥

তত্র বিবেকজা ॥

জাত কৃষ্ণরতের্ভক্ত বিশেষস্য তু কস্যচিৎ।

বিবেকোত্থাতু দেহাদৌ জুগুপ্সা স্যাদ্বিবেকজা ॥ ৩ ॥

যথা ॥

ঘনরুধিরময়ে ত্বচা পিনদ্ধে

পিশিত বিমিশ্রিত বিস্রগন্ধভাজি।

কথমিহ রমতাং বুধঃ শরীরে

ভগবতি হন্ত রতের্লবেহপ্যুদীর্ণে ॥

ধৈর্য স্তব্ধো ভূত্বা ॥ ৩ ॥

পিশিতং মাংসং। বিস্রং স্যাদামগন্ধি যৎ। তস্যাদ্বিস্রগা, যো গন্ধ স্তদ্ভাজী ত্যর্থঃ। উদীর্ণ ইতি ক্র্যাদিকস্য ঋগতাবিত্যস্য দীর্ঘস্য নিষ্ঠায়া রূপং উদিত ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

এ স্থলে জুগুপ্সা রতিই স্থায়ীভাব, এই রতি বিবেক ও প্রায়িক ভেদে দুই প্রকার হয় ॥

তন্মধ্যে বিবেক জনিত জুগুপ্সা রতি যথা ॥

কোন জাতরতি কৃষ্ণভক্ত বিশেষের দেহাদিতে যে বিবেকজনিত জুগুপ্সা উৎপন্ন হয় তাহাকে বিবেকজনিত জুগুপ্সা রতি কহে ॥ ৩ ॥

যথা ॥

হায়! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে কিঞ্চিন্মাত্র রতি উৎপন্ন হইলে, জ্ঞানি ব্যক্তি গাঢ় রুধিরময়, চর্ম্মাচ্ছাদিত, মাংস বিমিশ্রিত ও আম (কাঁচা) গন্ধশালি এই দেহে কেন রমণ করিবেন? ॥

অথ প্রায়িকী ॥

অমেধ্য পূত্যনুভবাৎ সর্ব্বেষামেব সর্ব্বতঃ।

যা প্রায়ো জায়তে সেয়ং জুগুপ্সা প্রায়িকী মতা ॥ ৪ ॥

যথা ॥

অসৃঙ্মূত্রাকীর্ণে ঘনশমলপঙ্কব্যতিকরে

বসন্নেষ ক্লিন্নো জড়তনুরহং মাতুরুদরে।

লভে চেতঃ ক্ষোভং তব ভজনকর্ম্মাক্ষমতয়া

তদস্মিন্ কংসারে কুরু ময়ি কৃপাসাগরকৃপাং ॥ ৫ ॥

ভজনকর্ম্মাক্ষম তয়োপলক্ষিতে ময়ি। নতু. তয়া হেতুনা। ভজন কর্ম্মাক্ষমতমে ইতি সপ্তম্যন্তো বা পাঠঃ। অন্যথা বীভৎসস্যাবিমৃষ্টত্বং স্যাদিতি ॥ ৫ ॥

অথ প্রায়িকী জুগুপ্সা রতি যথা ॥

অমেধ্য ও পূতি অনুভব হেতু সর্ব্ব প্রকারে সকলের সম্বন্ধে প্রায় যে জুগুপ্সা উৎপন্ন হয়, তাহাকে প্রায়িকী বলে ॥ ৪ ॥

যথা ॥

হে কংসারে! আমি এই জড়দেহে রক্ত মূত্রে আকীর্ণ ও তরল বিষ্ঠায় পরিপূর্ণ মাতার উদরে বাস করিয়া তোমার ভজনে অক্ষমতা প্রযুক্ত মনোমধ্যে অতিশয় ক্ষোভ প্রাপ্ত হইতেছি, অতএব হে কৃপাসমুদ্র! আপনি আমার প্রতি করুণা বিধান করুন ॥ ৫ ॥

যথাবা॥

ঘ্রাণোদ্ঘূর্ণকপূতিগন্ধি বিকটে কীটাকুলে দেহলী
স্রস্তব্যাধিতযূথপূথঘটনা নির্ধূতনেত্রায়ুষি।
কারা নাম্নি হন্ত মাগধযমেনাগী বয়ং নারকে
ক্ষিপ্তাস্তে স্মৃতিমাকলয্য নরকধ্বংসিন্নিহ প্রাণিমঃ॥ ৬॥

লব্ধ কৃষ্ণরতেরেব সুষ্ঠু পূতং মনঃ সদা।
ক্ষুভ্যত্যহৃদ্যলেশেঽপি ততোঽস্যাং রত্যনুগ্রহঃ।
হাস্যাদীনাং রসত্বং যদ্গৌণত্বেনাপি কীর্ত্তিতং।

নারকে নরকসমূহে॥ ৬॥

রত্যনুগ্রহঃ রত্যা কর্ত্র্যা পোষণং॥ ৭॥

যথাবা॥

হে ভগবন্! জরাসন্ধরূপী যম, যাহা বিকট পূতিগন্ধ দ্বারা ঘ্রাণের ঘৃণাজনক ও কীটপরিপূর্ণ এবং যাহাতে প্রাঙ্গণ পতিত রোগিসমূহের বিষ্ঠা দর্শনে নেত্রের পরমায়ু ক্ষয় হয়, সেই কারা নামক নরকে আমাদিগকে নিক্ষেপ করিয়াছে, কিন্তু হে নরকধ্বংসিন্! আমরা ঐ কারা নরকে পতিত হইয়া কেবল তোমার নাম মাত্র স্মরণ করত জীবন ধারণ করিতেছি॥ ৬॥

যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণে রতি লাভ করিয়াছে, তাহার মন সর্ব্বদা পবিত্র, যদি কখন ঘৃণিত বস্তুর লেশে ক্ষোভ যুক্ত হয় তাহা হইলে রতিই তাহাকে পুষ্ট করিয়া রাখে॥

হাস্যাদির গৌণত্ব হইলেও যে রসত্ব কীর্ত্তন করা হইয়াছে

প্রাচাং মতানুসারেণ তদ্বিজ্ঞেয়ং মনীষিভিঃ।

অমী পঞ্চৈব শান্তাদ্যা হরের্ভক্তিরসা মতাঃ।

এষু হাস্যাদয়ঃ প্রায়ো বিভ্রতি ব্যভিচারিতাং ॥ ৭ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধাবুত্তরবিভাগে গৌণভক্তি-রসনিরূপণে বিভৎসভক্তিরসলহরী সপ্তমী॥ * ॥ ৭ ॥ * ॥

অথ রসানাং মৈত্রী বৈরিস্থিতিঃ ॥

অথামীষাং ক্রমেণৈব শান্তাদীনাং পরস্পরং।

মিত্রত্বং শাত্রবত্বং চ রসানামভিধীযতে ॥ ১ ॥

শান্তস্য প্রীত বীভৎস ধর্ম্মবীরাঃ সুহৃদ্বরাঃ।

।*॥ ইতি নবলহর্য্যাত্মকে উত্তরবিভাগে বীভৎস ভক্তিরস লহরী সপ্তমী ॥*॥

অত্র স্বরসঙ্গিরসানুভবী শ্রীকৃষ্ণভক্তঃ শ্রীকৃষ্ণস্তদ্ভক্তান্তরং তদুদাসীন

পণ্ডিতগণ প্রাচীনদিগের মতানুসারে তাহা অবগত হইবেন॥

শান্ত ও প্রীত প্রভৃতি পাঁচটীই হরির ভক্তিরস কিন্তু এই সকলে হাস্যাদি রস প্রায় ব্যভিচারিতা ধারণ করে ॥ ৭ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কৃত ব্যাখ্যায় ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উত্তরবিভাগে বীভৎস ভক্তিরস লহরী সপ্তমী ॥ * ॥ ৭ ॥ * ॥

অথ রস সকলের মৈত্রতা ও শত্রুতা ॥

অনন্তর ক্রমে শান্ত প্রভৃতি রসের পরস্পর মিত্রতা ও শত্রুতা কীর্ত্তন করিতেছি ॥ ১ ॥

শান্ত রসে প্রীত, বীভৎস, ধর্ম্মবীর ও অদ্ভুত ইহারা

অদ্ভুতশ্চৈষ বিজ্ঞেয়ঃ প্রীতাদিষু চতুর্ষ্বপি ॥ ২ ॥
দ্বিষন্নস্য শুচির্যুদ্ধবীরো রৌদ্রো ভয়ানকঃ ॥ ৩ ॥

শুদ্ধিরোধী চেতি পঞ্চবিধগতত্বেন ভাবা লক্ষ্যন্তে তত্রাঙ্গিনো রসস্য কেনচিদনুচিতেনাঙ্গেন মিলিতে সতি রসবিঘাতঃ স্যাদুচিতমিলনেতু তৎপোষ ইতি বক্তব্যে শান্তস্য তৌ দর্শয়িতুং তাবাহ শান্তস্যেতি। বীভৎস ধর্মবীরাবত্র তপস্বিশান্তস্য সুহৃদৌ জ্ঞেয়ৌ। তদুদাসীন তদ্বিরোধিনো বীভৎসিতত্তা ভাবনয়া শ্রীকৃষ্ণতদ্ভক্তয়োর্ধার্ম্মিকতা পর্য্যালোচনয়া চ তদীয় রসোদয়াৎ। আত্মারাম শান্তস্যচ তত্ত্বদনব্ধানেঽপি তদঙ্গত্বেন কবিনা বর্ণনায়াং দোষ এব স্যাৎ। অদ্ভুতশ্চ শান্তস্য সুহৃদ্বরঃ। এষোঽদ্ভুতঃ প্রীত প্রেয়ো বৎসল মধুরেষপি সুহৃদ্বরো জ্ঞেয়ঃ। কিন্তু শান্তস্য শান্তপ্রায় তপস্বিনোঽপি দ্বিধা শ্রীভগবতি চমৎকারো জায়তে। ব্রহ্মানুভবানন্দাদপি তন্মাধুর্য্যানুভবানন্দেন ক্বচিচ্ছত্রুপক্ষনিগ্রহাদিলীলয়া অপ্যাশ্চর্য্যত্বেন। যথা তস্যারবিন্দনয়নস্তেত্যাদি। যথা চ। ন তস্য চিত্রং পরপক্ষনিগ্রহ স্তথাপি মর্ত্যানুবিধস্য বর্ণ্যত ইত্যাদি। মর্ত্যানুবিধস্তে হনুকরোতি মর্ত্যলীলোচিতানেব শক্তিব্যঞ্জয়তি নাধিকাং তথাপি তন্নিগ্রহাদিকং করোত্যেব যস্তস্যেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ ২ ॥

তস্য শান্তস্যাপি দ্বিবিধস্য। শুচিরত্র সংপ্রতি টীকোক্ত পঞ্চবিধ গতোঽপি দ্বিষন্ তথা যুদ্ধবীরশ্চ। রৌদ্র ভয়ানকৌতু আত্মারাম শান্তস্যৈব শত্রূ। তপস্বি শান্তস্যতু। যমাদীনামোগ্রদর্শনান্নিজসংসারভয়োৎপত্তৌ শন্তিপুষ্টেঃ তস্য তু রৌদ্রঃ স্বগতো দ্বেষ্যঃ ॥ ৩ ॥

সুহৃদ্বর। আর ঐ অদ্ভুত প্রীত, প্রেয়ঃ, বৎসল ইহারা মধুর রসেতেও সুহৃদ্বর বলিয়া সম্মত ॥ ২ ॥

শান্ত রসে শুচি অর্থাৎ মধুর, তথা যুদ্ধবীর, রৌদ্র ও ভয়ানক ইহারা শত্র ॥ ৩ ॥

সুহৃৎ প্রীতস্য বীভৎসঃ শান্তো বীরদ্বয়ং তথা।
বৈরী শুচির্যুদ্ধবীরো রৌদ্রশ্চৈকবিভাবকঃ ॥ ৪ ॥
প্রেয়সস্তু শুচির্হাস্যো যুদ্ধবীরঃ সুহৃদ্বরাঃ।
দ্বিষো বৎসল বীভৎ রৌদ্রা ভীষ্মশ্চ পূর্ব্ববৎ ॥ ৫ ॥
বৎসলস্য সুহৃদ্ধাস্যঃ করুণো ভীষ্মভিত্তথা।

সুহৃৎ প্রীতস্য বীভৎস ইত্যাদাদীনাদিষয়ে বীভৎসতয়া তত্রৈব পুষ্যমাণত্বাৎ এবং তত উপরত্যা শান্তোঽপি তথা প্রথম ত্রয় গতং বীরদ্বয়ং ধর্ম্ম দান বীরাখ্যং যুদ্ধবীরো রৌদ্রশ্চ এক বিভাবকঃ। কৃষ্ণবিভাবকঃ সাক্ষাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধাদুৎপন্নঃ। সচ সচাত্র কৃষ্ণেন সহ স্বকর্ত্তৃ যুদ্ধময়ঃ। কৃষ্ণং প্রতি স্বকোপময় ইত্যর্থঃ। তদেতদুপলক্ষণত্বেনান্যানুক্তমপি যথাযথং তত্তদ্গতত্বেন ব্যাখ্যাস্যতে ॥ ৪ ॥

প্রেয়সশ্চিতি। শুচিরত্র কৃষ্ণগতঃ। হাস্যস্তদ্ভক্তদ্বয় গতশ্চ। যুদ্ধবীর স্তদাসীনাদন্যত্র গতঃ। পূর্ব্বং কৃষ্ণবিভাবকঃ স চাত্র কৃষ্ণবিষয়াশ্রয়তাময় ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

বৎসলস্যেতি। হাস্য করুণাবত্র প্রথম ত্রয় গতৌ। ভীষ্মভিদ্বিরোধি

প্রীতরসে (দাস্যরসে) বীভৎস, শান্ত, বীরদ্বয় অর্থাৎ ধর্ম্মবীর ও দানবীর ইত্যাদি সকল সুহৃদ্, আর মধুর, যুদ্ধবীর ও রৌদ্র ইহারা শত্রু। কিন্তু এই যুদ্ধবীর ও রৌদ্র এই দুই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ হইতে উৎপন্ন হয় ॥ ৪ ॥

প্রেয়োরসে (সখ্যরসে) মধুর, হাস্য ও যুদ্ধবীর এই তিন অতিশয় সুহৃদ্, আর বৎসল, রৌদ্র ও ভয়ানক এই চারিটী শত্রু ॥ ৫ ॥

বৎসল রসে হাস্য,করুণ,ভীষ্মভিৎ অর্থাৎ বিরোধি হেতুক

শত্রুঃ শুচির্যুদ্ধবীরঃ প্রীতো রৌদ্রশ্চ পূর্ব্ববৎ ॥ ৬ ॥
শুচের্হাস্যস্তথা প্রেয়ান্ সুহৃদস্য প্রকীর্ত্তিতঃ।
দ্বিষো বৎসল বীভৎস শান্তরৌদ্র ভয়ানকাঃ।
প্রাহুরেকেঽস্য সুহৃদং বীরযুগ্মং পরে রিপুং ॥ ৭ ॥
মিত্রং হাস্যস্য বীভৎসঃ শুচিঃ প্রেয়ান্ স বৎসলঃ।

হেতুক ভয়ানকভেদঃ। শুচিঃ সর্ব্বগতঃ। যুদ্ধবীররৌদ্রৌ কৃষ্ণেন সহ পারস্পরিকৌ। প্রীতো বৎসলস্তু কৃষ্ণ বিষয়কঃ। অতঃ পূর্ব্ববদিত্যুপলক্ষণং ॥ ৬ ॥

শুচেরিতি হাস্য প্রেয়ঃ শান্তাঃ প্রথম দ্বয় গতাঃ। হাস্য প্রেয়াংসৌ তু ক্বচিৎ সখীলক্ষণ ভক্তান্তরগতৌ চ। বৎসলঃ প্রথমত্রয়গতঃ। বীভৎসঃ সর্ব্বযুক্তঃ। রৌদ্রভয়ানকৌ প্রায়ঃ সর্ব্বগতৌ। বীরযুগ্মং যুদ্ধ ধর্ম্ম বীররূপং তচ্চ প্রথম ত্রয়গতং। পর ইতি তদিদং ন স্বমতমিত্যভিপ্রেতং ॥ ৭ ॥

মিত্রমিতি বীভৎসোঽত্র কৃতবীভৎসিতবেশ বিদূষকাদি লক্ষণ ভক্তান্তর দর্শনাৎ প্রথম গতত্বেন জ্ঞেয়ঃ।নত্বত্যন্তবীভৎসিত দৌর্গন্ধ্যাদি দর্শনাৎ। তদেবং

ভয়ানক ভেদ, ইহারা সুহৃদ্। আর মধুর, যুদ্ধবীর, প্রীত (দাস্য) ও রৌদ্র এই সকল শত্রু ॥ ৬ ॥

মধুররসে হাস্য ও প্রেয়ঃ অর্থাৎ সখ্য ইহারা সুহৃদ্, আর বৎসল, বীভৎস, শান্ত, রৌদ্র ও ভয়ানক এই সকল শত্রু বলিয়া কীর্ত্তিত ॥

কোন কোন পণ্ডিত এই মধুররসের একমাত্র বীরদ্বয় অর্থাৎ যুদ্ধবীর ও ধর্ম্মবীরকে সুহৃদ্, তদ্ভিন্ন সমুদায়কে শত্রু বলিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

হাস্যরসে বীভৎস মধুর ও বৎসল ইহারা সুহৃদ্। আর

প্রতিপক্ষস্তু করুণস্তথা প্রোক্তো ভয়ানকঃ ॥ ৮ ॥
অদ্ভুতস্য সুহৃদ্বীরঃ পঞ্চ শান্তাদয়স্তথা।
প্রতিপক্ষো ভবেদস্য রৌদ্রো বীভৎস এবচ ॥ ৯ ॥
বীরস্য ত্বদ্ভুতো হাস্যঃ প্রেয়ান্ প্রীতস্তথা সুহৃৎ।
ভয়ানকো বিপক্ষোঽস্য কস্যচিচ্ছান্ত এবচ ॥ ১০ ॥
করুণস্য সুহৃদ্রৌদ্রো-বৎসলশ্চ বিলোক্যতে।

পর পরত্র তত্তৎ হেতুত্বং তত্তদ্গতত্বঞ্চ স্বয়মূহ্যম্ ॥ ৮ ॥

অদ্ভুতস্যেতি। অলৌকিক বস্তুস্বরানুভব জাত চমৎকারস্য ভীষণ বীভৎসয়ো রনুভবেন বিঘাতঃ স্যাদিত্যেব বিবক্ষিতং। অতস্তয়োঃ স্বতশ্চমৎকারকরত্বং তু ন নিষিধ্যতে। রসে সারশ্চমৎকার ইত্যস্য বিরোধাৎ ॥ ৯ ॥

বীরস্যেতি। শ্রীবলদেবাদাবিব যুদ্ধবীরাদেঃ শ্রীব্রজেশ্বরাদাবিব দানবীরাদে র্বৎসলশ্চ কচিৎ সুহৃদ্দৃশ্যতে। ভয়ানকঃ শান্তশ্চ কস্যচিদ্যুদ্ধবীরস্য বিপক্ষঃ। দানবীরাদে র্ভয়ানকশ্চ জ্ঞেয়ঃ ॥ ১০ ॥

করুণস্যেতি। রৌদ্রো জাতচরস্বপ্রিয়পীড়নতয়ানুস্মৃতয়াত্র গৃহ্যতে।

করুণ ও ভয়ানক এই দুই শত্রু ॥ ৮ ॥

অদ্ভুতরসে বীর ও শান্তাদি পাঁচটী সুহৃদ্, আর রৌদ্র ও বীভৎস এই দুইটী প্রতিপক্ষ ॥ ৯ ॥

বীররসে অদ্ভুত, হাস্য, সখ্য ও দাস্য এই সকল সুহৃদ্, আর কেবল ভয়ানক মাত্র বিপক্ষ, কিন্তু কাহারও মতে শান্তও বীররসের শত্রু ॥ ১০ ॥

করুণরসে রৌদ্র ও বৎসল সুহৃদ্, আর বীর, হাস্য,

কথিতেভ্যঃ পরে যে স্যু স্তে তটস্থাঃ সতাং মতাঃ ॥
তত্র সুহৃৎকৃত্যং ॥
সুহৃদামিশ্রণং সম্যগাস্বাদ্যং কুরুতে রসং ॥ ১৫ ॥
দ্বয়োস্তু মিশ্রণে সাম্যং দুঃশকং স্যাত্তুলাধৃতং।
তস্মাদঙ্গাঙ্গি ভাবেন মেলনং বিদুষাং মতং।
ভবেন্মুখ্যোঽথ বা গৌণো রসোঽঙ্গী কিল যত্র যঃ।
কর্ত্তব্যং তত্র তস্যাঙ্গং সুহৃদেব রসো বুধৈঃ ॥
অথাঙ্গিত্বং প্রথমতো মুখ্যানামিহ লিখ্যতে।

কথিতেভ্য ইতি সাক্ষাদুক্তেভ্যো যুক্ত্যা জ্ঞাতেভ্যশ্চেত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥
দ্বয়োস্থিত্যৰ্দ্ধসা পরেণান্বয়ঃ। তুলয়াধৃতং অত্যন্তঃ যথা স্যাত্তথা দুঃশকং

যে সকল কথিত হইল তদ্ব্যতিরেকে সমুদায় উদাসীন, পণ্ডিতগণ এইরূপ সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন ॥

তন্মধ্যে সুহৃদের কার্য্য যথা ॥

সুহৃদের সহিত সুহৃদের মিলন হইলে রস অতিশয় আস্বাদনীয় হয় ॥ ১৫ ॥

দুই ভাবের মিশ্রণে তুলাধৃত বস্তুর ন্যায় সমতা নির্ণয় করা অতিশয় দুঃসাধ্য, একারণ পণ্ডিতগণ অঙ্গাঙ্গি ভাবদ্বারা পরস্পর মিলন করিয়া থাকেন ॥

মুখ্য হউক অথবা গৌণই হউক যে রস যে স্থানে অঙ্গী হইবে, সে স্থানে তাহার সুহৃদ্ রসকেই অঙ্গ করা কর্ত্তব্য ॥

অনন্তর প্রথমতঃ এ স্থলে মুখ্যরসদিগের অঙ্গিত্ব লিখিতেছি, যে স্থানে পরস্পর সুহৃদ্ মুখ্য ও গৌণরস সকল অঙ্গত্ব

বৈরী হাস্যোঽস্য সংভোগশৃঙ্গারশ্চাদ্ভুতস্তথা ॥ ১১ ॥
রৌদ্রস্য করুণঃ প্রোক্তো বীরশ্চাপি সুহৃদ্বরঃ।
প্রতিপক্ষস্তু হাস্যোঽস্য শৃঙ্গারো ভীষণোঽপিচ ॥ ১২ ॥
ভয়ানকস্য বীভৎসঃ করুণশ্চ সুহৃদ্বরঃ।
দ্বিষস্তু বীরশৃঙ্গার হাস্যরৌদ্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৩ ॥
বীভৎসস্য ভবেচ্ছান্তো হাস্যঃ প্রীতস্তথা সুহৃৎ।
শত্রুঃ শুচিস্তথা প্রেয়ান্ জ্ঞেয়া যুক্ত্যা পরেচ তে ॥ ১৪ ॥

বর্ত্তমান তাদৃশস্য ভয়মাত্র জনকত্বাৎ ॥ ১১ ॥

রৌদ্রস্যেতি ভীষণো ভয়ানকঃ স্বগতঃ ॥ ১২ ॥

ভয়ানকস্যেতি। অত্র করুণস্য তু সুহৃত্ত্বং ভাবি স্বপ্রিয় বিয়োগস্মরণাৎ। বীরাদয়ঃ স্বগতাঃ ॥ ১৩ ॥

বীভৎসস্যেতি। শান্তোঽত্র তাপসালম্বনকঃ প্রীত আরব্ধরতি ভক্তাদ্যবলম্বনঃ। হাস্যস্য সুহৃত্ত্বঃ বিদূষকাদি কৃত কুবেশাদৌ জ্ঞেয়ং নতু সর্ব্বত্র ॥ ১৪ ॥

সম্ভোগ নাম শৃঙ্গার ও অদ্ভুত ইহারা শত্রু ॥ ২১ ॥

রৌদ্ররসের করুণ ও বীর এই দুই সুহৃদ্, আর হাস্য, শৃঙ্গার ও ভয়ানক এই তিন প্রতিপক্ষ ॥ ১২ ॥

ভয়ানকরসে বীভৎস ও করুণ সুহৃদ্, আর বীর, শৃঙ্গার হাস্য ও রৌদ্র শত্রু ॥ ১৩ ॥

বীভৎসরসে শান্ত, হাস্য ও দাস্য সুহৃদ্, আর শৃঙ্গার, ও সখ্য এই দুই শত্রু। অপর যে সকল থাকিল তাহা যুক্তি সঙ্গত করিয়া জানিতে হইবে ॥ ১৪ ॥

অঙ্গতাং যত্র সুহৃদো মুখ্যা গৌণাশ্চ বিভ্রতি ॥ ১৬ ॥
তত্র শান্তেঽঙ্গিনি প্রীতস্যাঙ্গতা যথা ॥
জীবস্ফুলিঙ্গবহ্নে র্মহসো ঘনচিৎস্বরূপস্য।
তস্য পদাম্বুজযুগলং কিম্বা সম্বাহয়িষ্যামি ॥
অত্র মুখ্যেঽঙ্গিনি মুখ্যস্যাঙ্গতা ॥ ১৭ ॥

ভাবয়িতুমশক্যমিত্যর্থঃ। মেলনং একদা ভাবনং ॥ ১৬ ॥

জীবস্ফুলিঙ্গবহ্নেরিতি শ্রৌতানুবাদঃ। সচ জীবেশয়োরংশাংশিতা প্রামাণ্যায়। ঘনঃ শ্রীবিগ্রহস্তদাকারতয়া চিৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণং পরং ব্রহ্ম সৈব স্বরূপং যস্য। তস্য তাদৃশত্বেন মমালম্বনত্বেতি তত্র স্বনিষ্ঠা দর্শিতা। তস্মাচ্ছান্তস্যাঙ্গিত্বং। অঙ্গিত্বেঽপি তাদৃগুত্তম সুহৃদালিঙ্গিতত্বেন প্রশস্তমপি ধ্বনিতং। কিন্তত্রাপ্যঙ্গত্বেঽপি প্রীতস্য প্রাবল্যাং দর্শিতায়া ইষ্টাস্বাদাধিক্যা-দিতি জ্ঞেয়ং। পাদসম্বাহনেচ্ছাতু পরমানন্দ বিগ্রহস্য তস্য স্পর্শানন্দ প্রাপ্ত্যিচ্ছয়ৈব নতু সাংসারোনানন্দদানেচ্ছয়া। পূর্ণানন্দত্বেন তস্য স্ফুরণাৎ এবমুত্তরত্রাপি ॥১৭॥

কুতুপে স্বল্প চর্ম্মপুটকে। কুতুকী বিচিত্রবিষয়াস্বাদায় সোৎসাহঃ ॥ ১৮ ॥

ধারণ করিয়াছে ॥ ১৬ ॥

তন্মধ্যে মুখ্য অঙ্গি শান্তরসে মুখ্য দাস্যরসের অঙ্গতা যথা ॥

অগ্নির স্ফুলিঙ্গের ন্যায় জীব পরম ব্রহ্মের অংশ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দ লক্ষণ পরম ব্রহ্ম স্বরূপ আমি কি তাঁহার চরণারবিন্দের সেবার অধিকারী হইব! ॥

এই উদাহরণে মুখ্য অঙ্গি শান্তরসে মুখ্য দাস্যরসের অঙ্গতা ॥ ১৭ ॥

মুখ্য অঙ্গি শান্তরসে গৌণবীভৎসের অঙ্গতা যথা ॥

তত্রৈব বীভৎসস্য যথা ॥
অহমিহ কফশুক্রশোণিতানাং
পৃথুকুতুপে কুতুকী রতঃ শরীরে।
শিব শিব পরমাত্মনো দুরাত্মা
সুখবপুষঃ স্মরণেঽপি মন্থরোঽস্মি ॥ ১৮ ॥
অত্র মুখ্য এব গৌণস্য ॥
তত্রৈব প্রীতস্যাদ্ভুত বীভৎসয়োশ্চ যথা ॥ ১৯ ॥
হিত্বাস্মিন্ পিশিতোপনদ্ধরুধিরক্লিন্নে মুদং বিগ্রহে
প্রীত্যুৎসিক্তমনাঃ কদাহমসকৃদ্দুস্তর্কচর্য্যাস্পদং।
আসীনং পুরটাসনোপরিপরং ব্রহ্মাম্বুদশ্যামলং

তত্রৈব শান্তে ॥ ১৯ ॥
দুস্তর্ক চর্য্যাস্পদমিত্যানেনাদ্ভুতরসঃ। সম্বাহনেচ্ছাবৎসেবিষ্য ইত্যাদীচ্ছা চ তৎ সৌরভ্যাদ্যতিশয়ানুভবার্থা জ্ঞেয়া। যথা তস্যারবিন্দনয়নস্যেত্যাদিকং

হায়! আমি কফ শুক্র শোণিতময় চর্ম্মাচ্ছাদিত এই স্থূল-শরীরে বিচিত্র রসাস্বাদন করিব বলিয়া রত হইয়াছি, শিব শিব আমিঅতি দুরাত্মা, সুখময় বপুঃ পরমাত্মার স্মরণেও মন্থর হইলাম ॥

এ স্থলে মুখ্য অঙ্গি শান্তরসে গৌণবীভৎসরসের অঙ্গতা ॥১৮॥

শান্তরসে প্রীত, অদ্ভুত ও বীভৎসের অঙ্গতা যথা ॥ ১৯ ॥

আমি এই মাংসবদ্ধ ও রুধির ক্লিন্ন দেহে প্রীতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রীতমনে, দুস্তর্কের অগোচর, স্বর্ণসিংহাসনোপরি অধ্যাসীন, পরমব্রহ্ম ও নীরদ শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে চামর-

সেবিষ্যে চলচারু চামরমরুৎ সঞ্চার চাতুর্য্যতঃ ॥

অত্র মুখ্য এব মুখ্যস্য গৌণয়োশ্চ ॥ ২০ ॥

অথ প্রীতে শান্তস্য ॥

নিরবিদ্যতয়া সপদ্যহং নিরবদ্যঃ প্রতিপদ্য মাধুরীং।

অরবিন্দবিলোচনং কদা প্রভুমিন্দীবরসুন্দরং ভজে ॥ ২১

অত্র মুখ্যে মুখ্যস্য ॥

তত্রৈব বীভৎসস্য যথা ॥

স্মরন্ প্রভুপদাম্ভোজং নটন্নটতি বৈষ্ণবঃ।

যস্ত দৃষ্ট্যা পদ্মিনীনামপি সুষ্ঠু হৃণীয়তে ॥ ২২ ॥

শ্রীসনকাদীনাং শ্রয়তে তত্ত্বং ॥ ২০ ॥

নিরবদ্যতয়া অবিদ্যা রহিততয়েতি শাস্ত্রবাসনা ॥ ২১ ॥

নটন্নিতি অটতি ভ্রমতি। হৃণীয়তে ঘৃণাং করোতি পাঠান্তরং ত্যাজ্যং ॥ ২২ ॥

ব্যজনের চাতুর্য্য দ্বারা সেবা করিব ॥

এ স্থলে মুখ্য শান্তরসে মুখ্য প্রীত ও গৌণ অদ্ভুত রসের অঙ্গতা প্রদর্শিত হইল ॥ ২০ ॥

অথ মুখ্য অঙ্গি প্রীতরসে মুখ্য শান্তরসের অঙ্গতা ॥

আমি অবিদ্যাশূন্যতা প্রযুক্ত নির্ম্মল হইয়া মাধুর্য্য লাভ করত কবে অরবিন্দলোচন ইন্দীবরসুন্দর প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিব ॥ ২১ ॥

এস্থলে মুখ্যরসে অঙ্গাঙ্গি ভাব ॥

মুখ্য অঙ্গি প্রীতরসে গৌণ বীভৎস রসের অঙ্গত্ব যথা ॥

বৈষ্ণব ব্যক্তি প্রভুর চরণারবিন্দ স্মরণ পূর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতে ভ্রমণ করিতেছেন, যাঁহাকে দর্শন করিলে পদ্মিনী সকলকেও ঘৃণা বোধ হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

অত্র মুখ্যে গৌণস্য।

তত্রৈব বীভৎস শান্ত বীরাণাং যথা॥

তনোতি মুখবিক্রিয়াং যুবতিসঙ্গরঙ্গোদয়ে
ন তৃপ্যতি ন সর্ব্বতঃ সুখময়ে সমাধাবপি।
ন সিদ্ধিষু চ লালসাং বহতি লভ্যমানাস্বপি
প্রভো তব পদার্চ্চনে পরমুপৈতি তৃষ্ণাং মনঃ॥ ২৩॥

অত্র মুখ্যে মুখ্যস্য গৌণয়োশ্চ॥

অথ প্রেয়সি শুচে র্যথা॥

ব্রহ্ম সমাধাবপি নিমিত্তে যৎ সর্ব্বং শ্রবণমননাদিকং তত্র ন ন তৃপ্যতি অপিতু তৃপ্যত্যেব। অলং বুদ্ধিং করোত্যেবেত্যর্থঃ। দীয়মানাস্বিত্যত্র স্বয়েতি গম্যং। সাদরতয়ৈব তদনুক্তিঃ। লভ্যমানাস্বপীতি পাঠান্তরং স্পষ্টং॥ ২৩॥

এ স্থলে মুখ্য অঙ্গি প্রীতরসে গৌণবীভৎসরসের অঙ্গতা॥

মুখ্য অঙ্গি প্রীতরসে গৌণবীভৎস, শান্ত ও বীররসের অঙ্গতা যথা।

হে প্রভো! আমার মন যুবতিসঙ্গরঙ্গের উদয়ে মুখবিকৃতি বিস্তার করিতেছে, ব্রহ্ম সমাধি নিমিত্ত যে শ্রবণ মননাদি তাহাতে পরিতৃপ্ত হইয়া তুচ্ছ বুদ্ধি করিতেছে এবং উপস্থিত সিদ্ধি সকলেও আর লালসা করিতেছে না কেবল তোমার চরণার্চ্চনমাত্রেই তৃষ্ণান্বিত হইয়াছে॥ ২৩॥

এ স্থলে মুখ্য অঙ্গিতে মুখ্য ও গৌণ দ্বয়ের অঙ্গতা॥

অথ অঙ্গি সখ্যরসে মুখ্য শৃঙ্গাররসের অঙ্গতা যথা॥

ধন্যানাং কিল মূৰ্দ্ধন্যাঃ সুবলামূর্ব্বজাবলাঃ।
অধরং পিঞ্ছচূড়স্য চলাশ্চুম্বুকয়ন্তি যাঃ ॥
অত্র মুখ্যে মুখ্যস্য ॥ ২৪ ॥
তত্রৈব হাস্যস্য যথা ॥
দৃশোস্তরলিতৈরলং ব্রজ নিবৃত্য মুগ্ধে ব্রজং
বিতর্কয়সি মাং যথা নহি তথাস্মি কিং ভূরিণা ॥
ইতীরযতি মাধবে নববিলাসিনীং ছদ্মনা
দদর্শ সুবলো বলদ্বিকচদৃষ্টিরস্যাননং ॥
অত্র মুখ্যে গৌণস্য ॥ ২৫ ॥

ধন্যানামিত্যানুমোদনাত্মিকৈব শুচি ভাবনা নতু সম্ভোগেচ্ছাময়াত্মিকা। তেষাং স্ব স্বরূপ এব নিত্যস্থিতেঃ ॥ ২৪ ॥

দৃশোরিত্যত্র সত্যপি শুচ্যংশে হাস্যাংশেনৈবোদাহরণং দৃশ্যতে ॥ ২৫ ॥

হে সুবল! যে সকল ব্রজাঙ্গনা শ্রীকৃষ্ণের অধর গণ্ডূষ করে, নিশ্চয় তাহারা ধন্য স্ত্রীগণের মধ্যে অগ্রগণ্য ॥

এস্থলে মুখ্য অঙ্গি সখ্যরসে মুখ্য শৃঙ্গাররসের অঙ্গতা ॥ ২৪

মুখ্য অঙ্গি সখ্যরসে গৌণ হাস্যরসের অঙ্গতা যথা ॥

মুগ্ধে! আর লোচন চঞ্চল করিও না প্রতি নিবৃত্ত হইয়া ব্রজে গমন কর, আর অধিক প্রয়োজন নাই, মাধব ছল পূৰ্ব্বক নববিলাসিনীকে এই কথা বলিলে সুবল বিস্ফারিত নেত্রে মাধবের বদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ॥

এস্থলে মুখ্য অঙ্গি সখ্যরসে গৌণ হাস্যরসের অঙ্গতা ॥ ২৫

তত্রৈব শুচিহাস্যয়ো র্যথা ॥

মিহির দুহিতুরুদ্যদ্বঞ্জুলং মঞ্জুতীরং
প্রবিশতি সুবলোঽয়ং রাধিকাবেশগূঢ়ঃ।
সরভসমভিপশ্যন্ কৃষ্ণমভ্যুত্থিতং যঃ
স্মিত বিকশিতগণ্ডং স্বীয়মাস্যং বৃণোতি ॥

অত্র মুখ্যে মুখ্যগৌণয়োঃ ॥ ২৬ ॥

অথ বৎসলে করুণস্য ॥

নিরাতপত্রঃ কান্তারে সন্ততং মুক্তপাদুকঃ।
বৎসানবতি বৎসো মে হন্ত সন্তপ্যতে মনঃ ॥

বৃণোতি আবৃণোতি। প্রচীরং প্রান্তভো বৃত্তি রিত্যমরদর্শনাৎ ॥ ২৬।
নিরাতপত্র ইতি। অত্রানিষ্টা শঙ্কীনীব বন্ধুহৃদয়া নীতি শঙ্কাচিন্তাতিশয়েন

মুখ্য অঙ্গি সখ্যরসে শৃঙ্গার ও হাস্যের অঙ্গতা যথা ॥

সুবল রাধিকাবেশে গুপ্ত হইয়া মনোহর অশোক বৃক্ষ-বিশিষ্ট কালিন্দীকূলে প্রবেশ করিতেছেন, তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ বেগে গাত্রোত্থান করিলে ঐ সুবল হাস্যবিকশিত-গণ্ডশালী স্বীয় বদন আবরণ করিলেন ॥

এস্থলে মুখ্য অঙ্গি সখ্যরসে মুখ্য শৃঙ্গার ও গৌণ হাস্যের অঙ্গতা ॥ ২৬ ॥

অথ অঙ্গি বৎসলরসে গৌণ করুণরসের অঙ্গতা যথা ॥

বাছা আমার ছত্রহীন ও পাদুকাশূন্য হইয়া দুর্গমপথে বৎসচারণ করিতেছে, হায়! সেই জন্যই আমার মন অতিশয় সন্তপ্ত হইতে লাগিল ॥

অত্র মুখ্যে গৌণস্য ॥

তত্রৈব হাস্যস্য যথা ॥

পুত্রস্তে নবনীতপিণ্ডমতনুং মুষ্ণন্মমাস্তর্গৃহা-

দ্বিন্যস্যাপসসার তস্য কণিকাং নিদ্রাণডিম্ভাননে।

ইত্যুক্তা কুলবৃদ্ধয়া সুতমুখে দৃষ্টিং বিভুগ্নভ্রূণি

স্মেরাং নিক্ষিপতী সদা ভবতু বঃ ক্ষেমায় গোষ্ঠেশ্বরী ॥

অত্রাপি মুখ্যে গৌণস্য ॥ ২৭ ॥

তত্রৈব ভয়ানকাদ্ভুত হাস্য করুণানাং যথা ॥

কম্প্রা স্বেদিনি চূর্ণকুন্তলতটে স্ফারেক্ষণা ভ্রূঙ্গিতে

শোকসংভাব্য শ্রীব্রজেশ্বরী বর্চনাৎ করুণাবকাশঃ ॥ ২৭ ॥

. সব্যে দোষ্ণি গিরীন্দ্রং বিভ্রাণস্য হরেশ্চূর্ণকুন্তলতটে স্বেদিনি সতি কম্প্রে-

---

এ স্থলে মুখ্য অঙ্গি বৎসলরসে গৌণ করুণরসের অঙ্গতা ॥

মুখ্য অঙ্গি বৎসলরসে গৌণহাস্যরসের অঙ্গতা যথা ॥

যশোদে! তোমার পুত্র আমার গৃহমধ্য হইতে বিন্যাস পূর্ব্বক স্থূল নবনীতপিণ্ড অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে সেই নবনীতপিণ্ডের কণিকা এই নিদ্রিত বালকবদনে নিরীক্ষণ করি, কুলবৃদ্ধা এই কথা বলিলে, কুটিল ভ্রূশালি সুতবদনে সহাস্য-দৃষ্টিনিক্ষেপকারিণী ব্রজেশ্বরী তোমাদের কল্যাণ নিমিত্ত হউন ॥

এস্থলে মুখ্য অঙ্গি বৎসলরসে গৌণহাস্যরসের অঙ্গতা॥ ২৭

মুখ্য অঙ্গি বৎসলরসে গৌণভয়ানক, অদ্ভুত,

হাস্য ও করুণরসের অঙ্গতা যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিলে পর তদীয় চূর্ণ-

সব্যে দোষ্ণি বিকাশি গণ্ডফলকা লীলাস্যভঙ্গীশতে।
বিভ্রাণস্য হরেগির্রিরীন্দ্রমুদয়দ্বাষ্পাচিরোর্দ্ধস্থিতৌ
পাতু প্রস্নবসিচ্যমানসিচয়া বিশ্বং ব্রজাধীশ্বরী ॥
অত্র মুখ্যে চতুর্ণাং গৌণানাং ॥ ২৮ ॥
কেবলে বৎসলে নাস্তি মুখ্যস্য খলু সৌহৃদং।
অতোঽত্র বৎসলে তস্য ন তরাং লিখিতাঙ্গতা ॥ ২৯ ॥
অথোজ্জ্বলে প্রেয়সো যথা ॥

ত্যাদিকং যোজ্যং ॥ ২৮ ॥

কেবলে শুদ্ধে বৎসলে তত্র নাস্তীত্যুপলক্ষণং কুত্রচিদন্যত্রাপ্যূহ্যমেবং। তস্য মুখস্য ॥ ২৯ ॥

কুন্তল তটে ঘর্ম্মবারি নিরীক্ষণ করিয়া যশোদা কম্পিত হইতে লাগিলেন, পরে যখন বামবাহু ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিতে দেখিলেন তখন ঐ যশোদার চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ যখন বদনের শত শত লীলা প্রকাশ করিতেলাগিলেন তদ্দর্শনে ঐ যশোদার গণ্ডদ্বয় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, পরে যখন শ্রীকৃষ্ণের ঐ বামবাহু বহুকাল ঊর্দ্ধে অবস্থিত রহিল তখন ঐ যশোদা গলিত-বাষ্পবারি দ্বারা বসন আর্দ্র করিয়া ফেলিলেন, আহা! ঐ ব্রজেশ্বরী সমুদায় জগৎ রক্ষা করুন ॥

এস্থলে মুখ্য অঙ্গি বৎসলরসে গৌণ ভয়ানক, অদ্ভুত হাস্য ও করুণরসের অঙ্গতা ॥ ২৮ ॥

শুদ্ধ বৎসলরসে মুখ্যরসের সৌহৃদ্য নাই, এ কারণ এই বৎসলরসে মুখ্যরসের অঙ্গতা লিখিত হইল না ॥ ২৯ ॥

অথ মুখ্য অঙ্গি শৃঙ্গাররসে মুখ্য সখ্যরসের অঙ্গতা যথা ॥

মদ্বেশশীলিততনোঃ সুবলস্য পশ্য
বিন্যস্য মঞ্জু ভুজমূর্দ্ধি ভুজং মুকুন্দঃ।
রোমাঞ্চ কঞ্চুক জুষঃ স্ফুটমস্য কর্ণে
সন্দেশমর্পয়তি তম্বি মদর্থমেব॥
অত্র মুখ্যো মুখ্যস্য॥ ৩০॥
তত্রৈব হাস্যস্য যথা॥
স্বসাস্মি তব নির্দ্দয়ে পরিচিনোষি ন ত্বং কুতঃ
কুরু প্রণয় নির্ভরং মম কৃশাঙ্গি কণ্ঠগ্রহং।

মদ্বেশেতি। সুবলেন তদ্বেশকারণমিদং নর্ম্মণেতি জ্ঞেয়ঃ॥ ৩০॥
স্বসাস্মি তব নির্দ্দয়ে ইত্যর্দ্ধে। তবাস্মি সবয়শ্চরী স্মরসি মাং কঠোরেণ কিং

শ্রীরাধা কহিলেন সখি! অবলোকন কর, আমার বেশ-ধারি পুলকাকুল কলেবর সুবলের স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ ভুজ স্থাপন পূর্ব্বক স্পষ্টরূপে উহার কর্ণে আমার নিমিত্ত কোন সন্দেশ অর্পণ করিতেছেন॥

এস্থলে মুখ্য অঙ্গি শৃঙ্গাররসে মুখ্য সখ্যরসের অঙ্গতা॥৩০

মুখ্য অঙ্গি শৃঙ্গাররসে গৌণ হাস্যরসের অঙ্গতা যথা॥

হে নির্দ্দয়ে! আমি তোমার ভগিনী, তুমি কেন আমাকে চিনিতে পারিতেছ না, হে কৃশাঙ্গি! প্রণয়ে নির্ভর করিয়া আমার কণ্ঠ ধারণ কর, যুবতি বেশাচ্ছন্ন হরি এইরূপ মনোজ্ঞ বাক্য প্রয়োগ করিলে শ্রীরাধা জানিতে পারিয়াও গুরুজনের সমক্ষে ঈষৎ হাস্য করিলেন॥

ইতি ব্রুবতি পেশলং যুবতিবেশগূঢ়ে হরৌ
কৃতং স্মিতমভিজ্ঞয়া গুরুপুরস্তদা রাধয়া ॥
অত্র মুখ্যে গৌণস্য ॥ ৩১ ॥
তত্রৈব প্রেয়ো বীরয়োর্যথা ॥
মুকুন্দোঽয়ং চন্দ্রাবলিবদনচন্দ্রে চটুলভে
স্মরস্মেরামারাদ্‌ শমসকলামর্পয়তি চ।
ভুজামংসে সখ্যুঃ পুলকিনি দধানঃ ফণিনিভা-
মিভারিক্ষ্বেড়াভির্বৃষদনুজ মুদ্বোজয়তি চ ॥
তত্র মুখ্যো মুখ্যগৌণয়োঃ।

কুরু প্রণয়নির্ভরং মম সুকণ্ঠি কণ্ঠগ্রহমিতি পাঠান্তরং ॥ ৩১ ॥
মুকুন্দোঽয়মিতি। শ্রীচন্দ্রাবলীসখ্যা ভাবনা। সাচ তয়োর্মধুবাং রতি

এস্থলে মুখ্য অঙ্গি শৃঙ্গাররসে গৌণ হাস্যরসের অঙ্গতা ॥৩১

মুখ্য অগ্নি শৃঙ্গাররসে মুখ্য প্রেয়ঃ ও গৌণ বীররসের
অগতা যথা ॥

চন্দ্রাবলীর সখী মনোমধ্যে চিন্তা করিতেছেন, কি আশ্চর্য্য! এই মুকুন্দ চন্দ্রাবলীর চঞ্চল তারকান্বিত বদনচন্দ্রে দূর হইতে কন্দর্পভাব প্রকাশক হাস্য পূর্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ এবং সখার পুলকান্বিত স্কন্ধে সর্প সদৃশ ভুজলতা স্থাপন পূর্ব্বক ঘন ঘন সিংহনাদ দ্বারা বৃষাসুরকে যুদ্ধে উদ্‌যুক্ত করিতেছেন ॥

এস্থলে মুখ্য অঙ্গি শৃঙ্গাররসে মুখ্য প্রেয়ঃ ও গৌণ বীররসের অঙ্গতা ॥

অথ গৌণানামঙ্গিতা ॥

হাস্যাদীনান্তু গৌণানাং যদুদাহরণং কৃতং ॥

তেনৈষামঙ্গিতা ব্যক্তা মুখ্যানাঞ্চ তথাঙ্গতা।

তথাপ্যল্পবিশেষায় কিঞ্চিদেব বিলিখ্যতে ॥

অথ হাস্যেহঙ্গিনি শুচেরঙ্গতা যথা ॥

মদনান্ধি তয়া ত্রিবক্রয়া

প্রসভং পীতপটাঞ্চলে ধৃতে।

অদধাদ্বিনতং জনাগ্রতো

হরিরুৎফুল্ল কপোলমাননং ॥

তত্র গৌণেহঙ্গিনি মুখ্যস্যাঙ্গতা ॥

মানস্যৈব প্রবৃত্তা প্রেয়োবীরৌ তু তদনুসঙ্গিনৌ বিধাযেতি। যুক্তমুক্তং তত্রৈব প্রেয়ো বীরযো র্যথেতি। এবমন্যত্রাপি জ্ঞেয়ং। ইত্যানাময়য়ো বিত্রাবিকা যা

অথ গৌণরস সকলের অঙ্গিতা ॥

হাস্যাদি গৌণরসের যে সকল উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতেই ইহার অঙ্গিতা ও মুখ্যের অঙ্গতা ব্যক্ত হইয়াছে, তথাপি অল্প বিশেষের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ লিখিতেছি ॥

অথ অঙ্গি গৌণ হাস্যরসে মুখ্য শৃঙ্গাররসের অঙ্গতা যথা ॥

কুব্জা কামান্ধ হইয়া হঠাৎ পীতবসনের অঞ্চল ধারণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ জন সমক্ষে প্রফুল্ল গণ্ডশালী স্বীয় বদন অবনত করিয়াছিলেন ॥

এস্থলে গৌণ অঙ্গি হাস্যরসে মুখ্য শৃঙ্গার রসের অঙ্গতা॥২৫

বীরে প্রেয়সো যথা ॥

সেনান্যং বিজিতমবেক্ষ্য ভদ্রসেনং

মাং যোদ্ধুং মিলসি পুরঃ কথং বিশাল।

রামাণাং শতমপি নোদ্ভটোরু ধাম্না

শ্রীদামা গণয়তি রে ত্বমত্র কোঽসি ॥ ৩২ ॥

অত্রাপি গৌণেঽঙ্গিনি মুখ্যস্য।

রৌদ্রে প্রেয়ো বীরয়ো র্যথা ॥

যদুনন্দন নিন্দনোদ্ধতং

শিশুপালং সমরে জিঘাংসুভিঃ।

অতিলোহিতলোচনোৎপলৈ-

ক্ষ্বেড়াঃ সিংহনাদা স্তাভিঃ ॥ ৩২ ॥

অত্রাপীত্যত্র মুখ্যস্যেতি শ্রীদাম্নো রামপ্রতিযোদ্ধুঃ কৃষ্ণপক্ষপ্রবেশেন তৎসখ্যে পুষ্টতাপত্তেঃ ॥ ৩৩ ॥

গৌণ অঙ্গি বীররসে মুখ্য প্রেয়োরসের অঙ্গতা যথা ॥

অরে বিশাল! সেনাপতি ভদ্রসেনকে পরাজিত দেখিয়া যুদ্ধ বাসনায় আমার অগ্রে আসিয়া মিলিত হইতেছিস্ কেন? এই উদারবুদ্ধি শ্রীদাম শত শত রামকেও গণনা করে না এখানে তুই কোথাকার কে? ॥

এস্থলে গৌণ অঙ্গি বীররসে মুখ্য প্রেয়োরসের অঙ্গতা ॥৩২

গৌণ অঙ্গি রৌদ্ররসে প্রেয়ঃ ও বীররসের অঙ্গতা যথা ॥

যদুনন্দন নিন্দাকারি উদ্ধত শিশুপালকে সমরে বধ করণেচ্ছায় অতি লোহিত লোচন পাণ্ডুনন্দনগণ উত্তমোত্তম

র্জগৃহে পাণ্ডুসুতৈ র্বরায়ুধং॥
অত্র গৌণে মুখ্যগৌণয়োঃ॥ ৩৩॥
অদ্ভুতে প্রেয়ো বীর হাস্যানাং যথা।
মিত্রানীকবৃতং গদাযুধি গুরুম্মন্যং প্রলম্বদ্বিষং
যষ্ট্যা দুর্ব্বলয়া বিজিত্য পুরতঃ সোল্লুণ্ঠমুদ্গায়তঃ।
শ্রীদাম্নঃ কিল বীক্ষ্য কেলি সমরাটোপোৎসবে পাটবং
কৃষ্ণঃ ফুল্লকপোলকঃ পুলকবান্ বিস্ফারদৃষ্টি র্বভৌ॥

মিত্রানীকমিতি কস্যচিদ্বৃত্তস্য সখ্যুর্বাক্যং। অত্রৈব চৈতে রসা উদাহার্য্যাঃ। মতুং শ্রীকৃষ্ণস্য ভক্তিরসস্যৈব প্রকৃতত্বাৎ। দুর্ব্বলয়া যষ্ট্যা বিজিত্যেতি শিক্ষা-বিশেষাধিক্যমভিপ্রেতং। সখিষেনাঙ্গীকৃতেষু সম্ভবত্তিচ তত্তদিতি সমরাটোপ ক্রম ইত্যেব পাঠঃ॥ ৩৪॥

অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন॥

এ স্থলে গৌণ অঙ্গি রৌদ্ররসে মুখ্য প্রেয়ঃ ও গৌণবীর রসের অঙ্গতা॥ ৩৩॥

গৌণ অঙ্গি অদ্ভুতরসে প্রেয়ঃ, বীর ও হাস্যের অঙ্গতা যথা॥

শ্রীদাম মিত্রমণ্ডলী পরিবৃত গদাযুদ্ধে গুরুম্মন্য প্রলম্বারি বলদেবকে দুর্ব্বল যষ্টি দ্বারা পরাজয় করিয়া অগ্রে উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে থাকিলে, শ্রীদামের যুদ্ধলীলায় পটুতা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ফুল্লগণ্ড,পুলকান্বিত ও বিস্ফারিত নেত্র হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন॥

অত্র গৌণে মুখ্যস্য গৌণয়োশ্চ ॥

এবমন্যস্য গৌণস্য জ্ঞেয়া কবিভিরঙ্গিতা।

তথাত্র মুখ্যগৌণানাং রসানামঙ্গতাপিচ।

সোঽঙ্গী সর্ব্বাতিগো যঃ স্যান্মুখ্যো গৌণোঽথ বা রসঃ।

স এবাঙ্গং ভবেদঙ্গিপোষী সঞ্চারিতাং ব্রজন্ ॥

তথাচ নাট্যাচার্য্যাঃ পঠন্তি ॥

এক এব ভবেৎ স্থায়ীরসো মুখ্যতমো হি যঃ।

রসাস্তদনুযায়িত্বাদন্যে স্যু র্ব্যভিচারিণঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেচ ॥

রসানাং সমবেতানাং যস্য রূপং ভবেদ্বহু।

রূপংস্বরূপং বহু অধিকং। শেষাঃ সঞ্চারিণো মতা ইতি তন্মতেঽপি স্ব স্বা-

---

এ স্থলে গৌণ অঙ্গ অদ্ভুতরসে মুখ্য প্রেয় এবং গৌণ বীর ও হাস্যের অঙ্গতা ॥

এইরূপ অন্য গৌণরসের অঙ্গিতা এবং মুখ্য ও গৌণ রসের অঙ্গতা জানিতে হইবে ॥

মুখ্য হউক বা গৌণ হউক, যে রস সকল রসকে অতিক্রম করে তাহাকে অঙ্গী, আর যে রস অঙ্গিরসকে পুষ্ট করিয়া সঞ্চারিতা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে অঙ্গ বলে ॥

তদ্রূপ নাট্যাচার্য্য সকল বলিয়াছেন ॥

রসের মধ্যে যে রস সর্ব্ব প্রধান সেইটীমাত্র স্থায়ী, তদ্ভিন্ন অন্যরস সকল তদনুগামী প্রযুক্ত ব্যভিচারী হইবে ॥ ৩৪ ॥

শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে যথা ॥

রস সকল একত্র মিলিত হইলে তন্মধ্যে যাহার স্বরূপ

স মন্তব্যো রস স্থায়ী শেষাঃ সঞ্চারিণোমতাঃ। ইতি ॥
স্তোকাদ্বিভাবনাজ্জাত সংপ্রাপ্য ব্যভিচারিতাং।
পুষ্ণন্নিজপ্রভুং মুখ্যং গৌণস্তত্রৈব লীয়তে।
প্রোদ্যন্ বিভাবনোৎকর্ষাৎ পুষ্টিং মুখ্যেন লম্ভিতঃ।
কুঞ্চতা নিজনাথেন গৌণোপ্যঙ্গিত্বমশ্নুতে ॥ ৩৫ ॥
মুখ্যস্ত্বঙ্গত্বমাসাদ্য পুষ্ণন্নিন্দ্রমুপেন্দ্রবৎ।
গৌণমেবাঙ্গিনং কৃত্বা নিগূঢ়নিজবৈভবঃ।
অনাদি বাসনোদ্ভাস বাসিতে ভক্তচেতসি।

ধ্যবাদব্যভিচারিণৌ শৃঙ্গারশান্তৌ সঞ্চারিণাবিব স্বস্বাধারাদ্ব্যভিচারিণো হাস্যাদয়স্ত সঞ্চারিণ এবেতি ভেদাংশে লক্ষেঽপি যথা পোষকতা সহযোগিতাং-শেনাভেদ বিবক্ষা তথাত্রাপি স এবাঙ্গমিত্যাদিনো ক্রমিতি দর্শিতং ॥ ৩৫ ॥
অনাদীত্যাপসক্ষণং পূর্ব্বসিদ্ধত্বে তাৎপর্য্যং। সঞ্চারি গৌণবদিতি ব্যক্তি

অধিক হইবে সেই রসকে স্থায়ী, আর তদ্ভিন্ন অন্য রস সকলকে সঞ্চারী বলিয়া জানিতে হইবে ॥

অল্প বিভাবোৎপন্ন গৌণরস ব্যভিচারিতা প্রাপ্ত হইয়া নিজ প্রভু মুখ্যরসকে পোষণ করত তাহাতেই লীন হয় ॥

বিভাবের আতিশয্য হইতে উদিত হইয়া সঙ্কুচিত নিজ নাথ মুখ্যরস দ্বারা পুষ্টি লাভ করত গৌণ রসও অঙ্গিত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৫ ॥

মুখ্যরস অঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইয়া উপেন্দ্র অর্থাৎ বামনদেব যেমন ইন্দ্রকে পোষণ করেন, তাহার ন্যায় আপনার নিজ বৈভব গোপন পূর্ব্বক গৌণ অঙ্গিরসকে পুষ্ট করে কিন্তু এই

ভাত্যেব ন তু লীনঃ স্যাদেষ সঞ্চারিগৌণবৎ ॥ ৩৬ ॥
অঙ্গী মুখ্যঃ স্বমত্রাঙ্গৈ র্ভাবৈস্তৈরভিবর্দ্ধয়ন্।
স্বজাতীয়ৈ র্বিজাতীয়ৈঃ স্বতন্ত্রঃ সন্ বিরাজতে ॥ ৩৭ ॥
যস্য মুখ্যস্য যো ভক্তো ভবেন্নিত্যনিজাশ্রয়ঃ।
অঙ্গী স এব তত্র স্যান্মুখ্যোঽপ্যন্যোঽঙ্গতাং ব্রজেৎ॥ ৩৮ ॥
কিঞ্চ ॥
আস্বাদোদ্রেকহেতুত্বমঙ্গস্যাঙ্গত্বমঙ্গিনি।
তদ্বিনা তস্য সম্পাতো বৈফল্যায়ৈব কল্পতে।

রেকে দৃষ্টান্তঃ সঞ্চারিবদ্গৌণবচ্চ নেত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

স্বমাত্রাঙ্গৈ রিত্যেব পাঠঃ বিজাতীয়ৈঃ শত্রু বর্জ্জিতৈঃ কৈশ্চিৎ পূর্ব্ব-দর্শিতৈরন্যৈরপি ॥ ৩৭ ॥

মুখ্যস্যেতি লীলাভেদেন প্রকটিতনিজমুখ্যতা বিশেষস্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

অঙ্গিনি যদঙ্গস্যাঙ্গত্বং তৎ খল্বাস্বাদোদ্রেকহেতুত্বমেব নান্যদিত্যর্থঃ।

মুখ্য গৌণ সঞ্চারির ন্যায় লীন না হইয়া অনাদি বাসনার প্রভাব-গন্ধশালি ভক্তে উদিত হয় ॥ ৩৬ ॥

মুখ্য অঙ্গীরস অঙ্গ স্বরূপ স্বজাতীয় বিজাতীয় ভাব সকল দ্বারা অপনাকে বর্দ্ধিত করিয়া স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ পায় ॥৩৭॥

যিনি যে মুখ্যরসের ভক্ত, তিনি আপনার নিজ রসেরই আশ্রিত হয়েন,তাঁহার সম্বন্ধে সেই রসই অঙ্গী হয়, অন্য মুখ্য রস সকল অঙ্গতা লাভ করে ॥ ৩৮ ॥

আরও বলি ॥

অঙ্গিরসে যদি অঙ্গরস আস্বাদাতিশয়ের হেতু হয় তবেই

যথা মৃষ্ট রসালায়াং যবসাদেঃ কথঞ্চন ॥
তচ্চর্ব্বণে ভবেদেব সতৃণাভ্যবহারিতা ॥
অথ বৈরিকৃত্যং ॥
জনয়ত্যেব বৈরস্যং রসানাং বৈরিণা যুতিঃ।
সুমৃষ্ট পানকাদীনাং ক্ষারতিক্তাদিনা যথা ॥
তথাহি ॥
ব্রহ্মনিষ্ঠায়া নিষ্ফলং মে ব্যতীতঃ
কালো ভূয়ান্ হা সমাধিব্রতেন।
সান্দ্রানন্দং তন্ময়া ব্রহ্মমূর্ত্তিং
কোণেনাক্ষ্ণঃ সাচি সব্যস্য নৈক্ষি ॥

তদেব দর্শয়তি তদ্বিনেতি ॥ ৩৯ ॥

তাহার অঙ্গতা, তদ্ভিন্ন তাহার সম্পাত অর্থাৎ মিলন সে কেবল বিফল মাত্র, যেমন সুমিষ্ট রসালার সহিত তৃণাদির চর্ব্বণ করিলে তাহাকে সতৃণাভ্যবহারি বলে তদ্রূপ ॥

অথ বৈরিকৃত্য ॥

রস সকলের বৈরির সহিত মিলন বিরসতা উৎপাদন করে যেমন সুমিষ্ট পানকাদির মধ্যে ক্ষারাম্লাদির সংযোগ বিস্বাদ জন্মায় তদ্রূপ ॥

উক্তার্থের প্রমাণ যথা ॥

হায়! ব্রহ্মনিষ্ঠ মাদৃশ জনের সমাধি ব্রত দ্বারা বহুকাল নিষ্ফলে গত হইল, আমি সান্দ্রানন্দ ব্রহ্মমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে বামনেত্রের কোণেও অবলোকন করিলাম না ॥

অত্র শান্তস্যোজ্জ্বলেন বৈরস্যং ॥

ক্ষণমপি পিতৃকোটি বৎসলং তং।

সুরমুনিবন্দিত পাদমিন্দিরেশং।

অভিলষতি বরাঙ্গনা নখাঙ্ক

স্ফুরিততনুং প্রভুমীক্ষিতুং মনো মে ॥

তত্র প্রীতস্যোজ্জ্বলেনেব ॥

দোর্ভ্যামর্গলদীর্ঘাভ্যাং সখে পরিরভস্ব মাং।

শিরঃ কৃষ্ণ তবাঘ্রায় বিহরিষ্যে ততস্ত্বয়া ॥

অত্র প্রেয়সো বৎসলেন ॥ ৩৯ ॥

এ স্থলে শান্তরসে শৃঙ্গার রস দ্বারা বিরসতা উৎপন্ন হইল ॥

যিনি কোটি কোটি পিতৃ অপেক্ষাও বৎসল, দেব মুনীন্দ্রগণ নিরন্তর যাঁহার চরণারবিন্দ বন্দনা করিতেছেন, যিনি লক্ষ্মীর কান্ত এবং যাঁহার তনু বরাঙ্গনাগণের নখ চিহ্নে সুশোভিত, ক্ষণকাল সেই প্রভুকে দর্শন করিতে আমার মন অভিলাষ করিতেছে ॥

এস্থলে উজ্জ্বল রস দ্বারা প্রীতরসের বিরসতা ॥

সখে! অর্গল সদৃশ দীর্ঘ ভুজযুগল দ্বারা আমাকে আলিঙ্গন কর, হে কৃষ্ণ! তোমার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া পরে তোমার সঙ্গে বিহার করিব ॥

যং সমস্তনিগমাঃ পরমেশং
সাত্বতাস্তু ভগবন্তমুশন্তি।
তং স্তুতেতি বত সাহসিকী ত্বাং
ব্যাজিহীর্ষতু কথং মম জিহ্বা॥

অত্র বৎসলস্য প্রীতেন॥

তড়িদ্বিলাস তরলা নবযৌবনসম্পদঃ।
অদ্যৈব দূতি তেন ত্বং ময়া রময় মাধবং॥

অত্রোজ্জ্বলস্য শান্তেন॥ ৪০॥

চিরং জীবেতি সংযুজ্য কাচিদাশীর্ভিরচ্যুতং।

সমস্ত নিগমা ইতি তত্তু সমন্বয়াদিতি ন্যায়েন সমস্তং নিগময়ন্তি নিগমার্থং সমস্তং সমন্বিতং কুর্ব্বন্তি যে তে বেদান্তিন ইত্যর্থঃ। পরমেশং পরব্রহ্ম পর্য্যায়ং সাত্বতাঃ পঞ্চরাত্রিকাঃ। ভগবন্তং বাসুদেবপর্য্যায়ং॥ ৪০॥

চিরঞ্জীবেত্যুদাহরণায় কল্পনা মাত্রং এবমন্যত্রাপি জ্ঞেয়ং॥ ৪১॥

যাঁহাকে সমস্ত বৈদান্তিকেরা পরমেশ্বর বলিয়া থাকেন পঞ্চরাত্রি প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থে যাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া ইচ্ছা করেন, সেই তুমি, তোমাকে হে স্তুত! এই বলিয়া সম্বোধন করিতে আমার জিহ্বা কিরূপে সাহসিকী হইবে॥

এস্থলে প্রীত রস দ্বারা বৎসল রসের বিরসতা॥

দূতি! বিদ্যুৎবিলাসের ন্যায় নবযৌবন সম্পদ্ সকল অতিশয় চঞ্চল, অতএব হে সখি! আমার সহিত অদ্যই তুমি মাধবকে রমণ করাও॥

এস্থলে শান্ত রস দ্বারা শৃঙ্গার রস বিরসতা॥ ৪০॥

কৈলাসস্থা কোন কামুকী স্ত্রী কহিলেন কৃষ্ণ! তুমি চিরজীবী

কৈলাম্বা বিলাসেন কামুকী পরিষস্বজে ॥

তত্র শুচের্বৎসলেন ॥

শুচেঃ সম্বন্ধগন্ধোঽপি কথঞ্চিদ্যদি বৎসলে।

কচিদ্ভবেত্তুতঃ স্বষ্ঠু বৈরস্যায়ৈব কল্পতে।

পিশিতাসৃঙ্ময়ী নাহং সত্যমস্মি তবোচিতা।

স্বাপাঙ্গবিদ্ধাং শ্যামাঙ্গ কৃপয়াঙ্গী কুরুস্ব মাং ॥

অত্র শুচে র্বিভৎনে।। ৪১ ॥

এবমন্যাপি বিজ্ঞেয়া প্রাজ্ঞৈ রসবিরোধিতা।

প্রায়েণেয়ং রসাভাস কক্ষায়াং পর্য্যবস্যতি ॥ ৪২ ॥

প্রায়েণেতি কেচিদ্রসাভাসাদপ্যধমকক্ষায়াং প্রর্য্যবসাস্তীত্যর্থঃ॥ ৪২ ॥

হও এই বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন ॥

এ স্থলে বৎসল রস দ্বারা শৃঙ্গার রসের বিরসতা ॥

শুদ্ধ বৎসল রসে যদি কথঞ্চিৎ শৃঙ্গার রসের গন্ধও থাকে তাহা হইলে ঐ বৎসল বিরসতা প্রাপ্ত হয় ॥

হে শ্যামাঙ্গ! যদিচ এই মাংস রক্তময়ী আমি তোমার যোগ্য নহি, তথাপি কৃপা পূর্ব্বক ত্বদীয় অপাঙ্গ বিদ্ধা আমাকে অঙ্গীকার কর ॥

এস্থলে বীভৎস রস দ্বারা শৃঙ্গারের বিরসতা ॥ ৪১ ॥

প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ এইরূপ অন্যান্য রস বিরোধিতাও অবগত হইবেন এই রস বিরোধিতার প্রায় রসাভাস কক্ষায় পর্য্যবসান হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

কিঞ্চ ॥

দ্বয়োরেকতরস্যেহ বাধ্যত্বেনোপবর্ণনে।
স্মর্য্যমাণতয়াপ্যুক্তৌ সাম্যেন বচনেপি চ।
রসান্তরেণ ব্যবধৌ তটস্থেন প্রিয়েণ বা।
বিষয়াশ্রয়ভেদে চ গৌণেন দ্বিষতা সহ।
ইত্যাদিষু ন বৈরস্যং বৈরিণো জনয়েদ্যুতিঃ ॥ ৪৩ ॥

তত্রৈকতরস্য বাধ্যত্বেন বর্ণনে ॥

বাধ্যত্বং বাধাযোগ্যত্বং অয়মত্র বাধাযোগে। ভবতীত্যুপবর্ণেনে যুক্তি সম্বলিতত্তয়া নিরূপণে ইত্যর্থঃ। অতো বাধায়া অযোগ্যস্য তথা বর্ণনে তু বৈরস্যমেবেতি ভাবঃ। অপি শব্দস্থ সম্ভব বচনত্বাৎ হাস্যাদৌ করুণ স্মরণং বৈরস্যায়ৈবেতি বোধ্যং। দ্বিতীয়োঽপ্যাপি শব্দঃ পূর্ব্ববৎ। অতো বর্ণনীয়ানাং শৃঙ্গারাদীনাং বীভৎসাদিভিঃ সাম্যবচনমনুচিতং। অপি শব্দস্থ দ্বিরুক্ত্যা রসান্তরেণেত্যাদৌ চ ব্যভিচারো দ্রষ্টব্যঃ। বৎসলাদীনাং বৈরিযোগে ব্যবধান শতেনাপি বৈরস্যাভাবানুপপত্তেঃ। বিষয়াশ্রয়ভেদে চ তত্র ভক্তিরসিকাভীষ্টস্য রস বিশেষস্যান্যত্র সমতাং দর্শয়দ্ভিরন্যৈঃ প্রতীতোত্তমত্বেঽপি ভক্তিরসিকৈর্বীভৎসিততয়া জ্ঞাতে হপীত্যাদি জ্ঞেয়ং ॥ ৪৩॥

দুইয়ের মধ্যে একের বাধ্যস্বরূপে উপবর্ণনে অর্থাৎ যুক্তি সম্বলিত নিরূপণে, স্মরণের যোগ্যতারূপ উক্তিতে, সাম্য বচনে, রসান্তর তটস্থ বা সুহৃদের দ্বারা ব্যবধানে এবং গৌণ শত্রুর সহিত বিষয় ও আশ্রয় ভেদে ইত্যাদি স্থান সকলে সংযোগ বিরসের নিমিত্ত হয় না ॥ ৪৩ ॥

তন্মধ্যে একতরের বাধ্যস্বরূপ বর্ণনে যথা।

যথা বিদগ্ধমাধবে ॥

প্রত্যাহৃত্য মুনিঃ ক্ষণং বিষয়তো যস্মিন্মনো ধিৎসতে
বালাসৌ বিষয়েষু ধিৎসতি ততঃ প্রত্যাহরন্তী মনঃ।
যস্য স্ফূর্ত্তি লবায় হন্ত হৃদয়ে যোগী সমুৎকণ্ঠতে
মুগ্ধেয়ং কিল তস্য পশ্য হৃদয়ান্নিষ্ক্রান্তিমাকাঙ্ক্ষতি ॥৪৪॥
বাধ্যত্বমত্র শান্তস্য শুচে রুৎকর্ষবর্ণনাৎ ॥ ৪৫ ॥

প্রত্যাহৃত্যেতি। অত্র পূর্ব্বার্দ্ধে মুনের্বালায়াশ্চ প্রথমা নিষ্ঠা। উত্তরার্দ্ধে যোগিনস্তস্যাশ্চ স্ফুটমুত্তরা ॥ ৪৪ ॥

বাধ্যত্বমিতি পূর্ব্বপদ্যে শ্রীরাধামাধব রহস্য সহায় তয়া পৌর্ণমাস্যাখ্য তপস্বিন্যা রসদ্বয়ং ভাবিতং। মুন্যাদ্যনুসারেণ শান্তঃ। শ্রীরাধাদ্যনুসারেন শুচিঃ। অত্র মুনিযোগিনো র্যোগবলেন প্রবর্ত্তমানস্যাপি মনসস্তত্রাপ্রবৃত্তেঃ।

বিদগ্ধমাধবে ২ অঙ্কে ২৯ শ্লোকে ॥

পৌর্ণমাসী কহিলেন, নান্দীমুখি ! আশ্চর্য্য দেখ, মুনিগণ বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত যে মন শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করাইতে ইচ্ছা করেন, এই বালা কি না তাঁহা হইতে ঐ মন প্রতিনিবৃত্ত করিয়া বিষয়াদিতে নিয়োগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। হা কষ্ট ! যোগিগণ হৃদয় মধ্যে যাঁহার স্ফূর্ত্তি লেশ নিমিত্ত যত্ন করিয়া থাকেন, এই মুগ্ধা কি না তাঁহাকে হৃদয় হইতে বহিষ্কৃত করিবার নিমিত্ত অভিলাষ করিতেছেন ॥ ৪৪ ॥

এ স্থলে শৃঙ্গার রসের উৎকর্ষ বর্ণন হেতু শান্তরসের বাধ্যত্ব হইল ॥ ৪৫ ॥

স্মর্য্যমাণে যথা ॥

স এষ বৈহাসিকতা বিনোদৈ-

র্ব্রজস্য হাস্যোদ্গমসন্বিধাতা।

ফণীশ্বরেণাদ্য বিকৃষ্যমাণঃ

করোতি হা নঃ পরিদেবনানি ॥ ৪৬ ॥

সাম্যেন বচনেন যথা ॥

বিশ্রান্তষোড়শ কলা নির্বিকল্পা নিরাবৃতিঃ।

শ্রীরাধায়া ধর্ম্মভয়েন বাদ্যগানস্যাপি তস্য তস্মিন্ প্রবৃত্তেঃ পূর্ব্বস্য নিকর্ষঃ পরস্য তু প্রকর্ষঃ স্পষ্ট এবেতি কিন্তীদৃগ্ বর্ণনং বক্তৃভেদেনৈবাদোষায় জ্ঞেয়ং নতু সর্ব্বত্র ॥ ৪৫ ॥

স এষ ইতি পদ্যদ্বয়ং কেষাঞ্চিৎ ক্ষোদিষ্ঠ দিবিষ্ঠানাং বচনং। ঋদিদমতিস্নিগ্ধ-স্বভাবীনাং নেতি লক্ষ্যতে ব্রজস্থানাস্ত সুতরাং। তদা বৈহাসিকাদি শব্দানাং প্রয়োগানৌচিত্যাৎ। নচেদং ব্রহ্মশিবাদীনাং তেষাং স্বয়ং ভগবত্ত্বজ্ঞানাৎ ॥৪৬॥

বিশ্রান্তাঃ প্রাপ্তবিশ্রামাঃ ষোড়শকলা রচনাঃ শৃঙ্গারা যস্যাং। পক্ষে বিশ্রান্তং নিরুদ্যমং ষোড়শকলং লিঙ্গশরীরং যস্যাং নির্ব্বিকল্পা সুষ্ঠু

স্মর্য্যমাণে যথা ॥

স্বর্গস্থ কোন ক্ষুদ্র দেবতা কহিলেন, যিনি পরিহাসকের কৌতুকদ্বারা ব্রজের হাস্যোদ্গমের সম্পাদক ছিলেন। হায়! সেই কৃষ্ণ আজ ফণীশ্বর কালিয় কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া আমাদের বিলাপ সকল বিস্তার করিতেছেন ॥

সাম্যবচনে যথা ॥

রাধে! তোমাতে ষোড়শ কলা শৃঙ্গার রচনা, বিশ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছে, তুমি নির্ব্বিকল্পা অর্থাৎ সুন্দর প্রত্যঙ্গরূপে

সুখাত্মা ভবতী রাধে ব্রহ্মবিদ্যেব রাজতে ॥

যথাবা ॥

রাধা শান্তিরিবোন্নিদ্রং নির্নিমেষেক্ষণঞ্চ মাং।

কুর্ব্বতী ধ্যানলগ্নঞ্চ বাসয়ত্যদ্রিকন্দরে ॥ ৪৭ ॥

রসান্তরেণ ব্যবধৌ যথা ॥

ত্বং কাসি শান্তা কিমিহান্তরীক্ষে

দ্রষ্টুং পরং ব্রহ্ম কুতস্ততাক্ষী।

প্রত্যক্ষতয়া নির্ণীতা পক্ষে ভেদরহিতা। অত্র হেতু নিরাবৃত্তির্লতাদি ব্যবধান রহিতা। পক্ষে গুণাবরণ শূন্যা ব্রহ্মবিদ্যা ব্রহ্মানুভবঃ তদেতদ্বিধমপি বর্ণনং নর্ম্মময়মেব রসায় সম্পদ্যত ইতি তথোদাহৃতং মুক্তি শ্রীরিবেতি পাঠস্তাক্তঃ॥৪৭

ত্বং কাসীতি। অত্র রূপসাদ্ভুততয়া তস্যাঃ শান্তিরতিমাচ্ছাদ্য মধুররতি

নির্ণীত হইয়াছ, তোমার লতাদি ব্যবধান নাই এবং তুমি সুখময়ী স্বরূপে ব্রহ্মবিদ্যার ন্যায় অর্থাৎ সুমধুরভাষিণী হইয়া বিরাজ করিতেছ ॥

যথাবা

শ্রীরাধা শান্তির ন্যায় আমাকে নিদ্রাশূন্য, নির্নিমেষ লোচন ও ধ্যান সংলগ্ন করিয়া পর্ব্বতকন্দরে বাস করাইতেছে ॥ ৩৭ ॥

রসান্তর দ্বারা ব্যবধান যথা ॥

রম্ভে! তুমি কে? রম্ভা কহিলেন আমি শান্তা, তবে এই আকাশে কেন? রম্ভা কহিলেন পরমব্রহ্মকে দেখিবার নিমিত্ত, কেন চক্ষুঃ বিস্ফারিত করিলা রম্ভা কহিলেন ইহার

অস্যাতি রূপাৎ কিমিবাকুলাত্মা
রম্ভে সমারম্ভি ভিদা স্মরেণ ॥
অত্রাদ্ভুতেন ব্যবধিঃ ॥
বিষয়ভিন্নত্বে যথা শ্রীদশমে ॥
ত্বক্ শ্মশ্রু রোম নখ কেশ পিনদ্ধমন্ত-
র্মাংসাস্থি রক্ত কৃমি বিট্ কফ পিত্ত বাতং।
জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতি র্বিমূঢ়া
যা তে পদাব্জ মকরন্দমজিঘ্রতী স্ত্রী ॥ ৪৮ ॥

কম্মাবিতা ।...ব্যবধিশব্দস্যাপ্যেতাবানবধি সাক্ষাৎ স্ববোক্ত্যা তু যদ্বৈবস্যং তৎ খলু নিষিধ্যতে। কিন্তু শাস্ত্রসঙ্গেন যত্নদেবেতি ভাবঃ এবমন্যত্রাপি ॥ ৪৮ ॥

অতিশয় রূপমাধুর্য্য হেতু। আকুলাত্মার মত কেন? রম্ভা কহিলেন,ভেদকারী কন্দর্প ব্যাকুল করিতে আরম্ভ করিয়াছে ॥

এ স্থলে অদ্ভুতেরদ্বারা ব্যবধান ॥

উক্ত পদ্যে রূপের অদ্ভুতত্ব প্রযুক্ত রম্ভার শান্তি রতি আচ্ছাদন করিয়া মধুর রতি উদ্ভূত হইল ॥

বিষয় ভিন্নত্বে যথা
শ্রীদশমে ৬০ অধ্যায়ে ৪৪ শ্লোকে ॥

রুক্মিণী দেবী কহিলেন স্বামিন্! যে স্ত্রী আপনার পাদারবিন্দের মকরন্দ আঘ্রাণ পায় নাই, সেই মূঢ়তমা বাহ্যে ত্বক্, শ্মশ্রু,রোম, নখ, ও কেশদ্বারা আচ্ছাদিত,অন্তরে মাংস অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা ও বাত পিত্ত কফে পরিপূরিত জীবদ্দশায় শব তুল্য দেহকে কান্ত জ্ঞানে ভজনা করে ॥ ৪৮ ॥

যথা বা বিদগ্ধমাধবে ॥

তস্যাঃ কান্তদ্যুতিনি বদনে মঞ্জুলে চাক্ষি যুগ্মে

তত্রাস্মাকং যদবধি সখে দৃষ্টিরেষা নিবিষ্টা।

সত্যং ব্রূম স্তদবধিভবেদিন্দুমিন্দীবরঞ্চ

স্মারং স্মারং মুখকুটিলতা কারিণীয়ং ঘৃণীয়া ॥

উভয়ত্র শুচিবীভৎসয়োঃ।

আশ্রয়ভিন্নত্বে যথা ॥

বিজয়িনমজিতং বিলোক্য রঙ্গ

স্থল ভুবি সংভৃত সাংযুগীনলীলং।

পশুপসবয়সাং বপূংষি ভেজুঃ

পুলককুলং দ্বিষতাং তু কালিমানং ॥

স্মাবং স্মারমিতি ঘৃণীসেতি দ্বযমপ্যস্মাকমিত্যস্যৈক কর্তৃঃ ক্রিয়াদ্বয়ে চাস্মিন্

যথাবা বিদগ্ধমাধবে ২ অঙ্কে ৪২ শ্লোকে ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন সখে! কি আশ্চর্য্য! সেই শ্রীরাধার কান্তিমতি বদনে ও মনোহর নয়নযুগলে যে অবধি আমার দৃষ্টি নিবিষ্ট হইয়াছে, আমি সত্য বলিতেছি, সেই হইতে চন্দ্র ও ইন্দীবরকে স্মরণ করিয়া মুখ কুটিলতাকারিণী ঘৃণা আসিয়া উপস্থিত হয় ॥

উভয় পদ্যে শৃঙ্গার বীভৎসের ভিন্ন বিষয়তা ॥

আশ্রয় ভিন্নত্বে যথা ॥

যুদ্ধক্ষেত্রে উত্তম যোদ্ধার ন্যায় বিলাসশালি অপরাজিত শ্রীকৃষ্ণকে বিজয়ী দেখিয়া বয়স্য গোপদিগের বপুঃ কালিমা ধারণ করিয়াছিল ॥

অত্র বীরভয়ানকয়োঃ ॥

বিষয়াশ্রয়ভেদেঽপি মুখ্যেন দ্বিষতা সহ।
সঙ্গতিঃ কিল মুখ্যস্যবৈরস্যায়ৈব জায়তে ॥

অত্র বিষয়ভেদে যথা ॥ ৪৯ ॥

বিমোচয়ার্গলাবন্ধং বিলম্বং তাত নাচর।
যামি কাশ্যগৃহং যূনা মনঃ শ্যামেন মে হৃতং ॥৫০ ॥

অত্র শুচেঃ প্রীতেন ॥ ৫১ ॥

আশ্রয়ভেদে যথা ॥

স্মৃতিক্রিয়ায়াঃ পূর্ব্বত্বাদমূল্ যুজ্যত এব ॥ ৪৯ ॥

কাশ্যঃ সান্দীপনিঃ ॥ ৫০ ॥

প্রীতেন তস্যাঃ পিতৃবিষয়েণ। ভাবনা বিশেষে ত্বত্রাপি ন দোষঃ। যথা অহং ত্রয়ীময়াজ্জাতা সাত্বতানাং পতিঃ সতু। তস্মাদস্তো বরঃ কোবা মমালম্বায় কল্পতাং। ত্রয়ীময়াৎ সূর্য্যাৎ ॥ ৫১ ॥

এস্থলে বীর ও ভয়ানকরসের আশ্রয় ভিন্নতা ॥

বিষয় ও আশ্রয়ের ভিন্নতা হইলেও মুখ্য ও শত্রুর সহিত মিলন এ কেবল মুখ্যের বিরসতার নিমিত্ত হইয়া থাকে ॥৪৯

তন্মধ্যে বিষয়ভেদে যথা ॥

কোন মথুরাবাসিনী স্ত্রী কহিলেন, পিতঃ! শীঘ্র অর্গলাবন্ধন বিমোচন করুন, আমি সান্দীপনি মুনির গৃহে গমন করিব, শ্যাম যুবা আমার মন হরণ করিয়াছেন ॥ ৫০ ॥

এস্থলে শৃঙ্গারের প্রীতরস দ্বারা বিষয়ভেদ ॥ ৫১ ॥

আশ্রয়ভেদে যথা ॥

রুক্মিণীকুচকাশ্মীর পঙ্কিলোরঃস্থলং কদা।
সদানন্দং পরং ব্রহ্ম দৃষ্ট্যা সেবিষ্যতে ময়া॥
অত্র শান্তস্য শুচিনা॥
অনুরক্তধিয়ো ভক্তাঃ কেচন জ্ঞানবর্ত্মনি।
শান্তস্যাশ্রয়ভিন্নত্বে বৈরস্যং নানুমন্যতে॥
কিঞ্চ॥
ভৃত্যয়োর্নায়কস্যেব নিসর্গদ্বেষিণোরপি।
অঙ্গয়োরঙ্গিনঃ পুষ্ট্যৈ ভবেদেকত্র সঙ্গতিঃ॥ ৫২॥
যথা॥

রুক্মিণীতি। এবাত্র শুচেরাশ্রয়ঃ। বক্তা তু শান্তস্য। রুক্মিণীত্যাদি ভাব-নায়াং তু এব শুচেরাশ্রয়ঃ স্যাদিতি পক্ষে তু সুতরামেব দোষ ইতি ভাবঃ॥৬২॥

যাঁহার বক্ষঃস্থল রুক্মিণীর কুচস্থ কস্তুরদ্বারা পঙ্কিল হইয়াছে, সেই সদানন্দ পরমব্রহ্মকে কবে আমি দৃষ্টি দ্বারা সেবা করিব॥

এস্থলে শৃঙ্গারদ্বারা শান্তরসের আশ্রয় ভেদ হইল॥

কতকগুলি জ্ঞানমার্গে অনুরক্ত ভক্ত শান্তরসের আশ্রয় ভিন্ন হইলেও বিরসতা স্বীকার করেন না॥

আরও বলি॥

স্বভাব দ্বেষি ভৃত্য দ্বয়ের নায়কের ন্যায় অঙ্গির পুষ্টির নিমিত্ত শত্রু রূপ অঙ্গদ্বয়ের একত্র মিলন হইয়া থাকে॥৫২॥

যথা॥

কুমারস্তে মল্লী কুসুম সুকুমারঃ প্রিয়তমে
গরিষ্ঠোঽয়ং কেশী গিরিবদিতি মে বেল্লতি মনঃ।
শিবং ভূয়াৎ পশ্যোন্নমিতভুজমেধি র্মুহুরমুং
খলং ক্ষুন্দন্ কুর্য্যাং ব্রজমতিতরাং শালিনমহং॥

অত্র বিদ্বিষৌ বীরভয়ানকৌ বৎসলং পুষ্ণীতঃ॥ ৫৩॥

যথাবা॥

কম্প্রা স্বেদিনি চূর্ণকুন্তলতট ইত্যাদি॥

অত্র হাস্যকরুণৌ বৎসলমেব পুষ্ণীতঃ॥ ৫৪॥

কুমার ইত্যাদৌ বিষয়ভেদোঽপ্যপেক্ষ্যতে। শালিনং শ্লাঘিনং। শালৃ শ্লাঘায়াং ধাতুঃ। মেধিৰ্ণ্যস্তপলালপার্থক্যায় ভ্রাম্যমাণ বলীৰ্দ্দবন্ধবস্তুস্তঃ॥ ৫৩॥
কম্প্রেত্যাদৌ কিঞ্চিৎ কালভেদোঽপি দৃশ্যতে॥ ৫৪॥

নন্দ কহিলেন প্রিয়তমে! তোমার পুত্র মল্লীকুসুমের ন্যায় কোমল কিন্তু এই কেশীদানব পর্ব্বত অপেক্ষাও গুরুতর, এই কারণে আমার মন অতিশয় কম্পিত হইতেছে। কল্যাণ হউক, দেখ আমি এই স্তম্ভ সদৃশ ভুজ উত্তোলন করিয়া এই খলকে বিদীর্ণ করত ব্রজমণ্ডলকে সুস্থির করিতেছি॥

এস্থলে শত্রুরূপ বীর ও ভয়ানক মুখ্য বৎসল রসকে পুষ্ট করিল॥ ৫৩॥

যথাবা॥

এই অষ্টম লহরীর ২৮ শ্লোকে„ কম্প্রা স্বেদিনি চূর্ণকুন্তল তটে„ এই পদ্যে হাস্য ও করুণরস বৎসলর সকে পুষ্ট করিয়াছে॥ ৫৪॥

অপিচ ॥

মিথো বৈরাবপি দ্বৌ যৌ ভাবৌ ধর্ম্মসুতাদিষু।
কালাদিভেদাৎ প্রাকট্যং তৌ বিন্দন্তো ন দুষ্যতঃ ॥৫৫
অধিরূঢ়ে মহাভাবে বিরুদ্ধৈর্বিরসা যুতিঃ।
ন স্যাদিত্যুজ্জ্বলে রাধাকৃষ্ণয়ো র্দর্শিতং পুরা ॥ ৫৬ ॥
ক্বাপ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ মহাপুরুষশেখরে।

মিথ ইতি। তত্তদ্ভাবযোগ্যেষু তেষু ভাবভেদস্য যথা কালমুদয়াৎ। ধর্ম্ম সুতেহি প্রীতি র্বাৎসল্যং সখ্যঞ্চ দৃশ্যতে। যোগ্যতাচ তদীশ্বরতাজ্ঞানিত্বাৎ জ্যেষ্ঠভ্রাতৃত্বাৎ নাতিজ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃত্বাচ্চ যথা শ্রীবলদেবস্য। দোষত্বং খলু অযোগ্য এব বিধীয়তে তস্মান্নতেষু দোষঃ কিং ত্বন্যত্রৈবেত্যর্থঃ যেবা কেচিৎ প্রয়োগাঃ শ্রীভাগবতে বিরুদ্ধা ইব দৃশ্যন্তে তৎ সমাধানং তু শ্রীভাগবতসন্দর্ভস্য প্রীতি-সন্দর্ভে কৃতমস্তি ॥ ৫৫

দর্শিতং পুরেতি যোরা খণ্ডিত শঙ্খচূড়মিত্যাদৌ ॥ ৫৬ ॥

ক্বাপীতি। বিষয়ত্বেন প্রায়ঃ স্বাদো ন বিহন্যতে আশ্রয়ত্বেঽপি স্বাদায়ৈব

অরও বলি ॥

ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির প্রভৃতিতে পরস্পর বিপক্ষ প্রীতি ও বাৎসল্য যে দুইটী ভাব, ইহারা কালভেদে প্রকটতা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু দুষ্ট হয় না।॥ ৫৫ ॥

অধিরূঢ় মহাভাবে বিরুদ্ধ ভাব সকলের সহিত মিলন হইলে বিরুদ্ধ হয় না, পূর্ব্বে শৃঙ্গাররসে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্বন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ৫৬ ॥

কোন স্থানে অচিন্ত্য মহাপুরুষ শিরোমণিতে রস সকলের

রসাবলিসমাবেশঃ স্বাদায়ৈবোপজায়তে ॥

তত্র রসানাং বিষয়ত্বে যথা ললিতমাধবে ॥ ৫৭ ॥

দৈত্যাচার্য্যাস্তদাস্যে বিকৃতিমরুণতাং মল্লবর্য্যাঃ সখায়ো
গণ্ডৌন্নত্যং খলেশাঃ প্রলয়মৃষিগণা ধ্যানমুষ্ণাস্রমম্বাঃ।
রোমাঞ্চং সাংযুগীনাঃ কমপি ন চমৎকারমন্তঃসুরেশা
লাস্যং দাসাঃ কটাক্ষং যযুরসিতদৃশঃ প্রেক্ষ্য রঙ্গে মুকুন্দং।

আশ্রয়ত্বে যথা ॥ ৫৮ ॥

স্বাদিতার্থঃ ॥ ৫৭ ॥

দৈত্যাচার্য্যাঃ কংসপুরোহিতাঃ। তদা তদানীং আস্যে মুখে বিকৃতিং কূণনাদিকং যযুঃ গুরুকুমদাদিলিপ্তত্বং দৃষ্টৈবেতি ভাবঃ অনেন বীভৎসঃ। সখায় ইত্যনেন হাস্যঃ প্রেয়াংশ্চেতি রসদ্বয়ং। প্রলয়ং ভয়েন নষ্টচেষ্টতাং। ধ্যানং ধ্যানাস্বাদমেব সাক্ষাৎ যযুঃ অনেন শান্তঃ অম্বা দেবক্যাদয়ঃ। এতৈন বৎসলঃ করুণশ্চ ॥ ৫৮ ॥

সমাবেশ আস্বাদনের নিমিত্ত হইয়া থাকে ॥ ৫৭ ॥

রস সকলের বিষয়ত্বে যথা

ললিতমাধবে ॥

শ্রীকৃষ্ণ কংসের রঙ্গ স্থলে গমন করিলে তদ্দর্শনে কংস পুরোহিতগণ মুখ বিকৃতি, মল্লবর্য্য সকল অরুণ বদন, সখাবর্গ গণ্ড প্রফুল্লতা, খলশ্রেষ্ঠগণ প্রলয় অর্থাৎ ভয় বশতঃ নষ্ট চেষ্টতা, ঋষিগণ ধ্যান, দেবকী প্রভৃতি মাতৃগণ উষ্ণ অশ্রু, রণপটু যোদ্ধা সকল লোমাঞ্চ, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবেশগণ অন্তঃকরণ মধ্যে কোন নব চমৎকার, ভৃত্যবর্গ নৃত্য এবং অসিতাপাঙ্গী যুবতিগণ কটাক্ষ ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৫৮ ॥

স্বস্মিন্ ধুর্য্যেপ্যমানিশিশুষু গিরিধৃতাবুদ্যতেষু স্মিতাস্যঃ
স্থূৎকারী দধ্নি বিস্রে প্রণয়িষু বিবৃত প্রৌঢ়িরিন্দ্রেরুণাক্ষঃ।
গোষ্ঠে সাশ্রু র্বিদূনে গুরুষু হরিমখং প্রাস্য কম্প্রঃ স পায়া-
দাসারে স্ফারদৃষ্টির্যুবতিষু পুলকী বিভ্রদদ্রিং বিভুর্বঃ ॥৫৯

॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধাবুত্তরবিভাগে রসানাং মৈত্রী বৈরস্থিতি লহরী অষ্টমী ॥ * ॥ ৯ * ॥

অমানীতি নিরহঙ্কারতয়া শাস্ত্র উক্তঃ কম্প্র ইতনেন ভয়ানকঃ এবমন্যেঽপি জ্ঞেয়াঃ। প্রাস্য খণ্ডয়িত্বা ॥ ৫৯ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ নবলহর্য্যাত্মকে উত্তরবিভাগে মৈত্রবৈর স্থিতি লহর্য্যষ্টমী ॥ * ॥ ৮ ॥ * ॥

আশ্রয়ত্বে যথা ॥

যিনি পর্ব্বত ধারণ করিয়া নিজে শ্রেষ্ঠ হইলেও অমানী, শিশুগণ পর্ব্বত ধারণ করিতে গেলে যিনি হাস্যবদন, যিনি আমগন্ধ বিশিষ্ট দধিতে ঘৃণাকারী, যিনি প্রণয়ি জনেতে প্রৌঢ়ি বাদ বিস্তার করেন, যিনি গোষ্ঠ বিনাশে সাশ্রুনেত্র, যিনি ইন্দ্রযজ্ঞ নষ্ট করিয়া গুরুবর্গে কম্পান্বিত, যিনি জলধারা পাতে বিস্ফারিত নেত্র ও যুবতী সকলে পুলকী সেই প্রভু তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৫৯ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কৃত ব্যাখ্যায় ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উত্তরবিভাগে রস সকলের মৈত্র বৈর স্থিতি লহরী অষ্টমী ॥ * ॥ ৮ ॥ * ॥

অথ রসাভাসাঃ ॥ ১ ॥

পূর্ব্বমেবানুশিষ্টেন বিকলা রসলক্ষণা।
রসা এব রসাভাসা রসজ্ঞৈরনুকীর্ত্তিতাঃ।
স্যুস্ত্রিধোপরসাশ্চানু রসাশ্চাপরসাশ্চ তে।
উত্তমা মধ্যমাঃ প্রোক্তাঃ কনিষ্ঠাশ্চেত্যমী ক্রমা

তত্রোপরসাঃ ॥

প্রাপ্তৈঃ স্থায়ি বিভাবানুভাবাদ্যৈস্ত বিরূপতাং।
শান্তাদয়ো রসা এব দ্বাদশোপরসা মতাঃ ॥ ২ ॥

তত্র শান্তোপরসঃ ॥

ব্রহ্মভাবাৎ পরব্রহ্মণ্যদ্বৈতাধিক্যযোগতঃ।

রসা ইতি রসত্বেনাপাততঃ প্রতীয়মানা অপীত্যর্থঃ রসস্য লক্ষণা লক্ষণেন বিকলা বিভাবাদিষু লক্ষণ হীনতয়া হীনাঃ ॥ ২ ॥

পরব্রহ্মণি ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিত্যাদি প্রতিপাদিতে শ্রীভগবতি ব্রহ্মভাবা

অথ রসাভাস ॥

পূর্ব্ব উপদিষ্ট রস লক্ষণ দ্বারা রস সকল অঙ্গহীন হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে রসাভাস বলিয়া থাকেন ॥

রসাভাস ক্রমে উত্তম, মধ্যম, ও কনিষ্ঠ ভেদে উপরস, অনুরস এবং অপরস এই তিন প্রকার হয় ॥

তন্মধ্যে উপরস যথা ॥

বিরূপতা প্রাপ্ত স্থায়ী বিভাব ও অনুভাবদ্বারা শান্তাদি দ্বাদশ রসই উপরস হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

তন্মধ্যে শান্ত উপরস যথা ॥

সাকার পরমব্রহ্ম ভগবানে ব্রহ্মভাব হেতু নির্ব্বিশেষরূপে

তথা বীভৎস ভূমাদেঃ শান্তোহ্যুপরসো ভবেৎ॥

তত্রাদ্যং যথা ॥

বিজ্ঞানসুষমাধৌতে সমাধৌ যদুদঞ্চতি।

সুখং দৃষ্টে তদেবাদ্য পুরাণপুরুষে ত্বয়ি ॥

দ্বিতীয়ং যথা ॥

যত্র যত্র বিষয়ে মম দৃষ্টি-

স্তং তমেব কলয়ামি ভবন্তং।

যন্নিরঞ্জনপরাবর বীজং

ত্বাং বিনা কিমপি নাপরমস্তি ॥

নির্বিশেষতা দৃষ্টেঃ। তথাদ্বৈতাধিক্যযোগতঃ সর্ব্বকারণেন তেন সহ সর্ব্বথা ত্যন্তাভেদ ইতি মননাৎ। তথা বীভৎসভূমাদে নিরন্তরং দেহাদৌ জুগুপ্সা

দৃষ্টি এবং সর্ব্বকারণ রূপি ব্রহ্মের সহিত অত্যন্ত অভেদং তথা অতিশয় ঘৃণা বোধ, এই দুই ভেদে শান্ত উপরস দুই প্রকার হয় ॥

তন্মধ্যে আদ্য যথা ॥

বিজ্ঞান শোভা দ্বারা সমাধি ধৌত হইলে যে সুখ উদিত হয়,পুরাণ পুরুষ তুমি দৃষ্টিগোচর হওয়াতে আজ সেই সুখের উদয় দেখিতেছি ॥

দ্বিতীয় যথা ॥

যে যে বিষয়ে আমার দৃষ্টি পতিত হইতেছে সেই সেই স্থলে তোমাকেই দেখিতেছি,যিনি নিরঞ্জন ও কার্য্য কারণের বীজ স্বরূপ তিনিই তুমি, তোমা ব্যতিরেকে আর অন্য কিছু নাই ॥

অথ প্রীতোপরসঃ ॥

কৃষ্ণস্যাগ্রেঽতিধার্ষ্ট্যেন তদ্ভক্তেষ্ববহেলয়া।
স্বাভীষ্টদৈবতান্যত্র পরমোৎকর্ষবীক্ষয়া।
মর্য্যাদাতিক্রমাদ্যৈশ্চ প্রীতোপরসতা মতা ॥ ৩ ॥

তত্রাদ্যং যথা ॥

প্রথয়ন্ বপুর্বিবশতাং সতাং কুলৈ-
রবধীর্য্যমাণ নটনোপ্যনর্গলঃ।
বিকির প্রভো দৃশমিহেত্যকুণ্ঠবাক্

ভাবনা অদিগ্রহণাচ্চিদচিদ্বিবেকাচ্চেতি জ্ঞেয়ং। ইতঃ পরমুদাহরণান্যেকদেশ দর্শনাদেব জ্ঞাপনীয়ানি ॥ ৩ ॥

বিবশতাং প্রথয়ন্ পৃথু কুর্ব্বন্নিতি স্বল্পামপি তাং পৃথুতয়া দর্শয়ন্নিত্যর্থঃ।

অথ প্রীত উপরস ॥

শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে ধৃষ্টতা, কৃষ্ণভক্তের প্রতি অবহেলা, আপনার অভীষ্ট দেব হইতে অন্য দেবতার অতিশয় উৎকর্ষ দর্শন এবং মর্য্যাদার অতিক্রম, এই সকল দ্বারা প্রীত উপরস হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

তম্মধ্যে আদ্য যথা ॥

বটু (মধুমঙ্গল) সৎ সকলের অবজ্ঞাস্পদ নৃত্যকারী হইলেও শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে দেহের অল্প বিবশতা সত্ত্বেও বহুতর বৈবশ্য প্রকাশ পূর্ব্বক অনর্গল চটুল বাক্যে কহিলেন, প্রভো! আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, এই বলিয়া আপনার রতি

চটুলো বটু র্ব্যবৃণুতাত্মনো রতিং ॥ ৪ ॥

অথ প্রেয় উপরসঃ ॥

একস্মিন্নেব সখ্যেন হরিমিত্রাদ্যবজ্ঞয়া।

যুদ্ধভূমাদিনা চাপি প্রেয়ানুপরসো ভবেৎ ॥ ৫ ॥

তত্রাদ্যং যথা ॥

সুহৃদিত্যুদিতো ভিয়া চকম্পে

ছলিত নর্ম্ম গিরা স্তুতিঞ্চকার।

স নৃপঃ পরিরিপ্সিতৌ ভুজাভ্যাং

হরিণা দণ্ডবদগ্রতঃ পপাত ॥

প্রভো ইতি শ্রীকৃষ্ণপ্রতিমাং প্রতি সম্বোধনং ॥ ৪ ॥

একস্মিন্নেব নতু মিথঃ ॥ ৫ ॥

স নৃপ ইতি শ্রীহরেঃ পুত্র্যাঃ পুত্রস্য বা শ্বশুরঃ কশ্চিদিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

প্রার্থনা করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

অথ প্রেয় উপরস ॥

পরস্পর সখ্য না হইয়া একেতেই সখ্য, কৃষ্ণবন্ধু প্রভৃতির অবজ্ঞা এবং যুদ্ধাতিশয় এই সকল দ্বারা প্রেয়োরস উপরস হয় ॥ ৫ ॥

তন্মধ্যে আদ্য যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণ আপনার পুত্রীর অথবা পুত্রের কোন শ্বশুরকে সুহৃৎ এই কথা বলিলে, তৎক্ষণাৎ ঐ রাজা ভয়ে কম্পিত হইয়া ছিলেন, পরিহাস বাক্য দ্বারা ছল করিলে স্তব করিতে লাগিলেন এবং হস্তদ্বয় দ্বারা আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করিলে সম্মুখে দণ্ডের ন্যায় পতিত হইয়াছিলেন ॥

অথ বৎসলোপরসঃ ॥

সামর্থ্যাধিক্যবিজ্ঞানাল্লালনাদ্যপ্রযত্নতঃ।
করুণস্যাতিরেকাদে স্তুর্য্যশ্চোপরসো ভবেৎ ॥ ৬ ॥

তত্রাদ্যং যথা ॥

মল্লানাং যদবধি পর্ব্বতোদ্ভটানা-
মুন্মাথং সপদি তবাত্মজাদপশ্যং।
নোদ্বেগং তদবধি যামি যামি তস্মিন্
দ্রাঘিষ্ঠামপি সমিতিং প্রপদ্যমানে ॥

অথ শৃঙ্গারোপরসঃ।

তত্র স্থায়িবৈরূপ্যং ॥

দ্বয়োরেকতরস্যৈব রতি র্যা খলু দৃশ্যতে।
যানেকত্র তথৈকস্য স্থায়িনঃ সা বিরূপতা ॥ ৭ ॥

যামি/হে ভগিনি ॥ ৭ ॥

বৎসল উপরস যথা ॥

সামর্থ্যের আধিক্য জ্ঞান, লালনাদিতে অপ্রযত্ন এবং করুণের আতিশয্য এই সকল দ্বারা বৎসল উপরস হয় ॥ ৬ ॥

তন্মধ্যে আদ্য যথা ॥

ভগিনি! যে অবধি তোমার পুত্র হইতে পর্ব্বত অপেক্ষা গুরুতর মল্লগণের সহসা নিপাত দেখিয়াছি, সেই হইতে আমি প্রবল যুদ্ধক্ষেত্রেও আর তাঁহাতে উদ্বেগ প্রাপ্ত হই না ॥

অথ শৃঙ্গার উপরস ॥

ইহাতে স্থায়ির বিরূপতা ॥

দুইয়ের মধ্যে কেবল একের যে রতি এবং এক ব্যক্তির বহু স্থলে যে রতি, তাহাকেই স্থায়ির বিরূপতা বলে ॥ ৭ ॥

বিভাবস্যৈব বৈরূপ্যং স্থায়িন্যত্রোপচর্য্যতে ॥
তত্রৈকত্র রতির্যথা ললিতমাধবে ॥
মন্দস্মিতং প্রকৃতিসিদ্ধমপি ব্যুদস্তং
সংগোপিতশ্চ সহজোঽপি দৃশোস্তরঙ্গঃ।
ধূমায়িতে দ্বিজবধূমদনার্ত্তিবহ্না-
বহ্নায় কাপি গতিরঙ্কুরিতামযাসীৎ ॥ ৮ ॥
অত্যন্তাভাব এবাত্র রতেঃ খলু বিবক্ষিতঃ।

বিভাবস্যালম্বন রূপস্যৈবেতি কচিত্তদ্দেহস্য কচিত্তদন্তঃকরণস্যেত্যর্থঃ। স্বরূপতঃ স্থায়িনো বৈরূপ্যাযোগ্যাৎ। তত্রৈকতর বত্ত্যুদাহরণে যজ্ঞপত্নীষু দেহস্যৈব বৈরূপ্যং জ্ঞেয়ং। ব্রাহ্মণদেহত্বাৎ। তচ্চ তাদৃশীং রতিং নিরূপয়ন্তি অনুচিতেয়মিতি শ্রীকৃষ্ণরতিমপি নোল্লাসয়তি। অতো অস্যাদাবসাত্ত্বেত্র সংক্রমণাদুপচর্য্যতে ইত্যুক্তং। একস্যানেকত্র রতিস্বন্তঃকরণস্যৈব বৈরূপ্যং। একত্রানিশ্চিতত্বাৎ। তদেতচ্চ নায়িকাগতমেব জ্ঞেয়ং। উত্তমানুত্তমযো স্তারতম্যাভাবে নায়কগতঞ্চ ॥ ৮ ॥

অত্যন্তাভাব ঐকান্তিক্য সত্তা। তত্রেতি তাসাং ব্রাহ্মণদেহমধিকৃত্য ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

বিভাবের বিরূপতা স্থায়িতে আরোপ হয়।
তন্মধ্যে একত্র রতি যথা
ললিতমাধবে ॥

যজ্ঞপত্নীগণের মদনার্ত্তি ধূমায়িত হইলে স্বভাব সিদ্ধ মন্দ হাস্য নিরস্ত এবং চক্ষুর সহজ তরঙ্গও সংগোপিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শীঘ্র কোন গতি অঙ্কুরিত হইয়াছিল ॥ ৮ ॥

এ স্থলে রতির অত্যন্তভাবই বলিবার যোগ্য, এই

এতস্যাঃ প্রাগভাবেতু শুচির্নোপরসো ভবেৎ ॥

অনেকত্র রতির্যথা ॥

গান্ধর্ব্বি কুর্ব্বাণমবেক্ষ্য লীলা-
মগ্রে ধরণ্যাং সখি কামপালং।
আকর্ণয়ন্তী চ মুকুন্দবেণুং
ভিন্নাদ্য সাধ্বি স্মরতো দ্বিধাসি ॥ ৯ ॥

কেচিত্তু নায়কস্যাপি সর্ব্বথা তুল্যরাগতঃ।
নায়িকাস্বপ্যনেকাসু বদন্ত্যপরসং শুচিং ॥ ১০ ॥

বিভাববৈরূপ্যং ॥

বৈদগ্ধ্যৌজ্জ্বল্যবিরহো বিভাবস্য বিরূপতা।

কেচিদ্রসতত্ত্ববিদঃ অনেকাসু প্রেম তারতম্যেন বহুবিধাসু ॥ ১০ ॥

বৈদগ্ধ্যাদি বিরহ ইত্যুপলক্ষণং শুকত্বাদীনাং। যথা যজ্ঞপত্ন্যাদিষু বৈরূপ্যং স্বতঃ। তাপসত্বমত্র তৎ সান্নিধ্যাদি স্বভাবেনানন্দ মাত্রমেব মধুররতি

রতির পূর্ব্বাবধি অভাব প্রযুক্ত শৃঙ্গার উপরস হইতে পারে না ॥

একের অনেক স্থলে রতি যথা ॥

হে সখি গান্ধর্ব্বিকে! তুমি অতিশয় সাধ্বী, অগ্রে ধরণীতে কামপালকে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া এবং মুকুন্দের বেণুরব শ্রবণ করিয়া আজ কন্দর্প কর্ত্তৃক দুই ভাগে বিভিন্ন হইয়াছ ॥ ৯

কোন কোন পণ্ডিত বলিয়া থাকেন নায়কেরও বহু নায়িকাতে তুল্য অনুরাগ বশতঃ শৃঙ্গার উপরস হয় ॥ ১০ ॥

বিভাবের বিরূপতা ॥

বিদগ্ধতার নির্ম্মলত্বের অভাবই বিভাবের বিরূপতা, ইহা

লতা পশু পুলিন্দীষু বৃদ্ধাস্বপি স বর্ত্ততে ॥ ২৯ ॥

তত্র লতা যথা ॥

সখি মধু কিরতী নিশম্য বংশীং
মধুমথনেন কটাক্ষিতাথ-মৃদ্বী।
মুকুল পুলকিতা লতাবলীয়ং
রতিমিহ পল্লবিতাং হৃদি ব্যনক্তি ॥ ১২ ॥

পশুর্যথা ॥

তয়োৎপ্রেক্ষ্যতে। বৃদ্ধাসু হাসমাত্রার্থং তাদৃশত্বঞ্চ বর্ণ্যতে। তস্মাদ্বাস্তব তত্রত্যাভাবাদ্রসাভাসত্বং। পুলিন্দীষু তু বাস্তবরতিত্বেহপি জাতিবৈরূপ্যাদযজ্ঞ পত্নীবত্তদাভাসত্বং জ্ঞেয়ং। তত্র পশুষু বৈদগ্ধ্যং নাস্ত্যেব। বৃদ্ধাসু বৈদগ্ধ্য প্রাতিকুল্যং দৃশ্যতে। পুলিন্দীষু চ বৈদগ্ধ্যং নাতিসম্ভাব্যতে। তস্মাত্তদ্বিরহ উদ্দিষ্টঃ। অথৌজ্জ্বল্যং নাম আকৃত্যা জাত্যাদিনা চাযোগ্যত্বং তত্তদযোগ্যতা বিরহশ্চ যথাযোগ্যং দ্রষ্টব্যঃ। স বর্ত্তত ইতি সবৈদগ্ধ্যাদি বিরহো বর্ত্তত্তে ॥ ১১ ॥

সখি মধ্বিত্যত্র। সমুকুলপুলকা নিশম্য বংশীং নখলিখিতা চ-হরিং প্রসজ্য জাতা। তদিহ নববয়াঃ প্রতালিনীয়ং লসতি যথা ভবতী তথা বরাঙ্গী ইতি বা পাঠঃ ॥ ১২ ॥

লতা, পশু, পুলিন্দী ও বৃদ্ধা সকলে অবস্থিত হয় ॥ ১১ ॥

তন্মধ্যে লতায় বিদগ্ধতার উজ্জ্বলভাব যথা ॥

সখি! এই মৃদ্বী লতাবলী বংশীরব শ্রবণ করিয়া মধুক্ষরণ এবং মধুমথন কর্ত্তৃক কটাক্ষিত হইয়া মুকুল রূপ পুলকাকুল কলেবরে হৃদয়স্থ পল্লবিতা রতি প্রকাশ করিতেছে ॥ ১২ ॥

পশুতে বিদগ্ধতার উজ্জ্বলের অভাব যথা ॥

পশ্যাদ্ভুতাস্তঙ্গমুদঃ কুরঙ্গীঃ
পতঙ্গকন্যাপুলিনেঽদ্য ধন্যাঃ।
যাঃ কেশবাঙ্গে তদপাঙ্গপূতাঃ
সানঙ্গরঙ্গাং দৃশমর্পয়ন্তি॥

পুলিন্দী যথা॥

কালিন্দীপুলিনে পশ্য পুলিন্দী পুলকাচিতা।
হরের্দৃক্ চাপলং বীক্ষ্য সহজং যা বিঘূর্ণতে॥

বৃদ্ধা যথা॥

কজ্জলেন কৃতকেশকালিমা
বিল্বযুগ্মরচিতোন্নতস্তনী।

পশ্যাদ্ভুততা ইত্যত্র। পশ্যাদ্ভুতাস্তঙ্গ মুদঃ কুরঙ্গীঃ পতঙ্গকন্যাপলিনেঽদ্য ধন্যাঃ। যাঃ কেশবাঙ্গং সখি সঙ্গময্য স্বৈরাদপাঙ্গং ভবতী র্জয়ন্তীতি বা

দেখ কালিন্দীপুলিনে অদ্ভুত আনন্দাতিশয়শালিনী এই সকল কুরঙ্গী আজ ধন্য, যাহারা শ্রীকৃষ্ণের অপাঙ্গে পবিত্র হইয়া তদীয় অঙ্গে অনঙ্গ তরঙ্গান্বিত নেত্র নিক্ষেপ করিতেছে॥

পুলিন্দী যথা॥

কালিন্দীপুলিনে পুলকশালিনী পুলিন্দীকে অবলোকন কর, এ শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক চঞ্চল লোচন নিরীক্ষণ করিয়া বিঘূর্ণিত হইতেছে॥

বৃদ্ধা যথা॥

হে গৌরি! দৃষ্টিপাত কর, এই বৃদ্ধা কজ্জল দ্বারা কেশ

পশ্য গৌরি কিরতী দৃগঞ্চলং
স্মেরয়ত্যঘহরং জরত্যসৌ ॥
স্থায়িনোঽত্র বিরূপত্বমেকরাগতয়াপি চেৎ।
ঘটেতাসৌ বিভাবস্য বিরূপত্বেপ্যুদাহৃতিঃ।
শুচিত্বৌজ্জ্বল্যবৈদগ্ধ্যাৎ সুবেশত্বাচ্চ কথ্যতে।
শৃঙ্গারস্য বিভাবত্বমন্যত্রাভাসতা ততঃ ॥
অথানুভাববৈরূপ্যং ॥
সময়ানাং ব্যতিক্রান্তিগ্রাম্যত্বং ধৃষ্টতাপি চ।
বৈরূপ্যমনুভাবাদে র্মনীষিভিরুদীরিতং ॥ ১৩ ॥

পাঠঃ। বৈদগ্ধ্যেত্যাদিনা দর্শিতমেব বিবৃণ্বন্ রূপ সংহরতিশুচিত্বেতি। শুচি-ত্বাদিকমালম্বনস্য জ্ঞেয়ং বিভাবত্বং বিশিষ্টোভাবঃ সতু স্থায়ী বা যত্র তদ্রূপত্বং। পাবিত্র্যোজ্জ্বলা বৈদগ্ধ্য সুবেষত্বৈ র্বিভাবতৈঃ। শৃঙ্গারঃ পুষ্টিমাগচ্ছেদাভাসত্ব-মতোঽন্যথেতি পাঠান্তরং ॥ ১৩ ॥

কৃষ্ণবর্ণ এবং বিম্বযুগ্ম দ্বারা উন্নত স্তন রচনা করিয়া অপাঙ্গ নিক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণকে হাস্যান্বিত করাইতেছে ॥

এক রাগতা প্রযুক্ত যদি এখানে স্থায়িভাবের বিরূপত্ব ঘটে, তথাপি বিভাবের বিরূপতা বিষয়েই এই উদাহরণ ॥

শুচিত্ব, উজ্জ্বলতা, বিদগ্ধতা ও সুবেশত্ব হেতু শৃঙ্গারের বিভাবতা হয়, তদ্ভিন্ন অন্যত্র আভাস মাত্র ॥

অথ অনুভাবের বিরূপতা ॥

সময়ের অতিক্রম, গ্রাম্যত্ব (অশ্লীলত্ব) এবং ধৃষ্টতা এই সকলকে পণ্ডিতেরা অনুভাবাদির বৈরূপ্য বলিয়া থাকেন॥১৩

তত্র সময়ব্যতিক্রান্তিঃ ॥
সময়াঃ খণ্ডিতাদীনাং প্রিয়ে রোষোদিতাদয়ঃ।
পুংসঃ স্মিতাদয়শ্চাত্র প্রিয়য়া তাড়নাদিষু।
এতেষামন্যথাভাবঃ সময়ানাং ব্যতিক্রমঃ ॥
তত্রাদ্যং যথা ॥
কান্তানখাঙ্কিতোঽপ্যদ্য পরিহৃত্য হরে হ্রিয়ং।
কৈলাসবাসিনীং দাসীং কৃপাদৃষ্ট্যা ভজস্ব মাং ॥
অথ গ্রাম্যত্বং ॥
বালশব্দাদ্যুপন্যাসো বিরসোক্তি প্রপঞ্চনং।
কটিকণ্ডূতিরিত্যাদ্যং গ্রাম্যত্বং কথিতং বুধৈঃ ॥ ১৪ ॥

সময়াঃ আচারাঃ ॥ ১৪ ॥

তম্মধ্যে সময়ের অতিক্রম যথা ॥

খণ্ডিতাদির আচার, প্রিয়ব্যক্তিতে রোষোদয় প্রভৃতি এবং প্রিয়াকর্ত্তৃক তাড়নাদিতে পুরুষের হাস্যাদি, এই সকলের অন্যথা ভাব হইলে সময়াদির ব্যতিক্রম ঘটে ॥

তম্মধ্যে আদ্য যথা ॥

হে হরে! তুমি আজ কান্তার নখাঙ্কিত হইলেও লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই আমি কৈলাসবাসিনী দাসী আমাকে কৃপা দৃষ্টি দ্বারা ভজনা কর ॥

অথ গ্রাম্যত্ব ॥

বাল শব্দাদির উপন্যাস, বিরস উক্তি বিস্তার এবং কটি-কণ্ডুয়ন প্রভৃতি এই সকলকে পণ্ডিতগণ গ্রাম্যত্ব বলিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

তত্রাদ্যং যথা ॥

কিং ন ফণিকিশোরীণাং ত্বং পুষ্করসদাং সদা।
মুরলীধ্বনিনা নীবীং গোপবাল বিলুম্পসি ॥

অথ ধৃষ্টতা ॥

প্রকটপ্রার্থনাদিঃ স্যাৎ সম্ভোগাদেস্তু ধৃষ্টতা ॥

যথা ॥

কান্তঃ কৈলাসকুঞ্জোয়ং রম্যাহং নবযৌবনা।
ত্বং বিদগ্ধোঽসি গোবিন্দ কিম্বা বাচ্যমতঃ পরং ॥

এবমেব তু গৌণানাং হাসাদীনামপি স্বয়ং।

কৈলাসবাসিনীনামিব পুরাণান্তর কথিতরীত্যা ফণিকিশোরীণামপ্যুদা-
-হৃতিমুপরস এবাবজ্ঞয়া বর্ণয়তি কিন্ন ইতি। পুষ্করসদাং কালিয়হ্রদস্য জল-
বাসিনীনাং। অত্র শ্রীকৃষ্ণস্য তদা বালোঽপি মুরলীধ্বনিবিশেষেণ কৃত

তন্মধ্যে আদ্য যথা ॥

হে গোপবালক! আমরা সকল কালিয়-হ্রদবাসিনী নাগকিশোরী, তুমি কেন সর্ব্বদা মুরলীধ্বনি দ্বারা আমাদের নীবী হরণ করিয়া থাক ॥

অথ ধৃষ্টতা ॥

সম্ভোগাদির স্পষ্টরূপে প্রার্থনাদিকে ধৃষ্টতা কহে ॥

যথা ॥

হে গোবিন্দ! এই মনোহর কৈলাস কুঞ্জ, তাহাতে আমি নবযৌবনা এবং তুমিও রসিক, অতএব ইহার পর আর কি বলিব ॥

এইরূপ গৌণহাস প্রভৃতি উপরসত্বের উদাহরণ পণ্ডিতগণ

বিজ্ঞেয়োপরসত্বস্য মনীষিভিরুদাহৃতিঃ ॥ ১৫ ॥

অথানুরসাঃ ॥

ভক্তাদিভি র্বিভাবাদ্যৈঃ কৃষ্ণসম্বন্ধবর্জিতৈঃ।
রসা হাস্যাদয়ঃ সপ্ত শান্তশ্চানুরসা মতাঃ ॥ ১৬ ॥

তত্র হাস্যানুরসঃ ॥

তাণ্ডবং ব্যধিত হন্ত কক্খটী
মর্কটী ভ্রুকুটিভিস্তথোদ্ধুরং।
যেন বল্লব কদম্বকং বভৌ।
হাসডম্বরকরম্বিতাননং ॥ ১৭ ॥

কৈশোরভানসী বালেতি সম্বোধনং তাসামবৈদগ্ধ্যমেব জ্ঞেয়ং ॥ ১৫ ॥
ভক্তাদিভিরিতি। ভক্তা অত্র পঞ্চবিধা শান্তস্তু রসশাস্ত্রান্তরপ্রসিদ্ধো জ্ঞেয়ঃ ॥১৬॥
কক্খটী নাম্নী ॥ ১৭ ॥

স্বয়ং অবগত হইবেন ॥ ১৫ ॥

অথ অনুরস ॥

কৃষ্ণসম্বন্ধবর্জ্জিত পঞ্চবিধ ভক্ত বিভাবাদি দ্বারা হাস্য প্রভৃতি সপ্ত রস তথা শান্ত রস, এই সকল অনুরস বলিয়া সম্মত ॥ ১৬ ॥

তন্মধ্যে হাস্য অনুরস যথা ॥

কক্খটী নাম্নী মর্কটী ভ্রুকুটী দ্বারা উৎকৃষ্ট নৃত্য বিধান করাতে গোপসমূহের বদন হাস্যখচিত হইয়া শোভিত হইয়াছিল ॥ ১৭ ॥

অথাদ্ভুতানুরসঃ ॥

ভাণ্ডীরকক্ষে বহুধা বিতণ্ডাং
বেদান্ততন্ত্রে শুকমণ্ডলস্য
আকর্ণয়ন্নির্নিমিষাক্ষিপক্ষ্মা
রোমাঞ্চিতাঙ্গশ্চ সুরর্ষিরাসীৎ।
এবমেবাত্র বিজ্ঞেয়া বীরাদেরপ্যুদাহৃতিঃ ॥ ১৮ ॥
অষ্টাবমী তটস্থেষু প্রাকট্যং যদি বিভ্রতি।
কৃষ্ণাদিভি র্বিভাবাদ্যৈ স্তদাপ্যনুরসামতাঃ ॥

অথাপরসাঃ ॥

ভাণ্ডীরকক্ষে তদূর্দ্ধগত লতাসু। সৌবভে চ তৃণে কক্ষঃ কক্ষ কানন বিরুধো বিতি বিশ্বঃ।' ভাণ্ডীর বৃক্ষ ইতি পাঠস্তু সুগমঃ ॥ ১৮ ॥

অষ্টাবিতি শম্ভ একো হাস্যাদয়শ্চ সপ্তেত্যষ্টৌ। ১৯ ॥

অথ অদ্ভুত অনুরস ॥

ভাণ্ডীরবৃক্ষে শুকপক্ষি সকলের বেদান্ত শাস্ত্রে বহু প্রকার বিতণ্ডা শুনিয়া দেবর্ষি নারদ নির্নিমেষ লোচন ও রোমাঞ্চিত বপুঃ হইয়াছিলেন ॥

এইরূপ বীরাদিরসেরও উদাহরণ জানিতে হইবে ॥ ১৮ ॥

হাস্যাদি সপ্ত ও শান্ত এই অটটী যদি কৃষ্ণাদি বিভাব দ্বারা তটস্থ সকলে প্রকটতা ধারণ করে, তাহা হইলেও অনুরস হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

অথ অপরস ॥

কৃষ্ণস্তৎপ্রতিপক্ষাশ্চেদ্বিষয়াশ্রয়তাং গতাঃ।
হাসাদীনাং তদা তেঽত্র প্রাজ্ঞৈরপরসা মতাঃ॥ ১৯॥

তত্র হাস্যাপরসঃ॥

পলায়মানমুদ্বীক্ষ্য চপলায়ত লোচনং।
কৃষ্ণমারাজ্জরাসন্ধঃ সোল্লুণ্ঠং হসীন্মুহুঃ॥ ২০॥

এবমন্যেঽপি বিজ্ঞেয়াস্তেঽদ্ভুতাপরসাদয়ঃ।
উত্তমাস্তু রসাভাসাঃ কৈশ্চিদ্রসতয়োদিতাঃ॥

তথাহি॥

পলায়েতি অত্র জরাসন্ধস্য হাস স্তাবদপরস এব কস্য চিত্তদ্বদাস্থব ভাবস্যাপি তদনুগতো হাসশ্চেত্তদা সোপ্যপরসঃ। কস্যচিদ্ভক্তস্য তদুপহাসময় হাসশ্চেত্তদা শুদ্ধ এব হাস্য রসঃ॥ ২০॥

এবমিতি। অত্র সর্ব্ব প্রকরণার্থঃ সমস্য বিন্যস্যতে। বিভাবাদ্য মিথোঃ

কৃষ্ণ অথবা কৃষ্ণের বিপক্ষেরা যদি হাস্যাদির বিষয়াশ্রয়তা প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে প্রাজ্ঞগণ ঐ সকলকে অপরস বলেন॥১৯

তন্মধ্যে হাস্য অপরস যথা।

জরাসন্ধ দূর হইতে চঞ্চললোচন শ্রীকৃষ্ণকে পলায়মান অবলোকন করিয়া উল্লুণ্ঠ সহকারে বারম্বার হাস্য করিয়াছিল॥ ২০॥

এই প্রকার অন্য অদ্ভুত প্রভৃতিতেও অপসর বলিয়া জানিতে হইবে কিন্তু কোন কোন পণ্ডিতেরা উত্তম রসাভাস সকলকে রস বলিয়া বর্ণন করেন॥

উক্তার্থের প্রমাণ যথা॥

ভাবাঃ সর্ব্বে তদাভাসা রসাভাসাশ্চ কেচন।
অমী প্রোক্তা রসাভিজ্ঞৈঃ সর্ব্বেঽপি রসনাদ্রসাঃ ॥ ২১ ॥
ভারতাদ্যাশ্চতস্রস্তু রসাবস্থানসূচিকাঃ।
বৃত্তয়ো নাট্যমাতৃত্বাদুক্তা নাটকলক্ষণে ॥ ২২ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধাবুত্তরবিভাগে রসাভাস-লহরী নবমী ॥ * ॥

গ্রন্থস্য গৌরবভয়াদস্যা ভক্তিরসশ্রিয়ঃ।
সমাহৃতিঃ সমাসেন ময়া সেয়ং বিনির্ম্মিতা ॥

যোগ্যাঃ সম্পদ্যন্তে রসায়ন্তে। বৈরস্যায়ান্যথা সাতু যোগ্যতা লোক বিশ্রুতা ॥ ২১ ॥

নাট্যমাতৃত্বান্নাট্য এবোপযুক্তত্বাদিত্যর্থঃ। নাটকলক্ষণে নাটকচন্দ্রিকাখ্যে স্বকৃত ইতি জ্ঞেয়ং ॥ ২২ ॥

॥ * ॥ ইত্যুত্তরবিভাগে রসাভাসলহরী নবমী ॥ * ॥

কেহ কেহ ভাব সকলকে তদাভাস, কেহ কেহ বা রসাভাস বলিয়া বর্ণন করেন, কিন্তু রসজ্ঞ ব্যক্তিরা যাহাতে আনন্দপ্রদত্ব আছে তৎ সমুদয়কেই রস বলিয়া থাকেন ॥২১॥

ভারতী প্রভৃতি চারিটী বৃত্তি নাট্যেই উপযুক্ত, নাটক চন্দ্রিকায় রসের অবস্থান সূচক বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্ন কৃত ব্যাখ্যায় ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উত্তরবিভাগে রসাভাসলহরী নবমী ॥ * ॥ ৯ ॥

আমি গ্রন্থের গৌরব ভয় নিবন্ধন এই ভক্তিরস সম্পদের সংগ্রহ সংক্ষেপে নির্ম্মাণ করিলাম ॥

গোপালরূপশোভাং দধদপি রঘুনাথভাববিস্তারী।
তুষ্যতু সনাতনোঽস্মিন্নুত্তরভাগে রসামৃতাম্ভোধেঃ॥
॥*॥ ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ গৌণভক্তিরসাদি নিরূপণং নাম চতুর্থো বিভাগঃ॥*॥ ৪ ॥*॥
॥*॥ সমাপ্তোঽয়ং শ্রীমদ্ভক্তিরসামৃতসিন্ধুরিতি ॥*॥
রামাঙ্গ শক্র গণিতে শাকে গোকুলমধিষ্ঠিতেনায়ং।

॥*॥ ইতি দুর্গমসঙ্গমনী নাম্ন্যাং শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুটীকায়াং চতুর্থো বিভাগঃ ॥*॥ ৪ ॥*॥

রামাঙ্গেতি শালিবাহনস্য সম্বৎসর গণনয়া বিক্রমাদিত্যস্যাপি সা জ্ঞেয়া। অঙ্কস্য বামাগতিরিতি প্রসিদ্ধ্যা ত্রিষষ্ট্যধিক চতুর্দ্দশ শতী গণিত ইত্যর্থঃ। বিক্রমাদিত্যস্য ত্বষ্ট নবত্যধিক পঞ্চদশ শতীগণিত ইতি জ্ঞেয়ং॥

নিটঙ্কিতঃ উট্টঙ্কিতঃ। সুষ্ঠুরূপেণ ইত্যেব পঠিতব্যং। তেষাং দীনস্বান্যতাময় পাঠেঽপি তদর্থঃ স্ফুঃ সরস্বতী ক্ষুদ্রং সূক্ষ্মং দুর্জ্ঞেয়ং রূপং স্বরূপং যস্যেতি গৃত্যাস্তবাস্পদং পদং ক্ষোবয়ন্তি সমাহিতবতী। শ্রীকৃষ্ণঃ সর্ব্বপূর্ণঃ সচবত্তি নিখিলে গোকুলে বা কৃতত্তস্মাধুর্য্যৈশ্বর্য্য বর্যাঃ সচ পশুপ সুতানস্ত লক্ষ্মীভিরিষ্টঃ। শ্রীরাধাবর্গমধ্যে সচ মধুরগুণঃ শ্রীধুরাধামধর্ম্মীত্যস্মিন্ গ্রন্থে বসাক্কাবভিমত

যিনি গোপালরূপের শোভা ধারণ করিয়া রঘুনাথের ভাব বিস্তার করিয়াছেন, সেই সনাতন প্রভু এই ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর উত্তরবিভাগে সন্তুষ্ট হউন॥

॥*॥ ইতি শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্ন কৃত ব্যাখ্যায় ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে গৌণ ভক্তিরস নিরূপণ চতুর্থ বিভাগ ॥*॥ ৪ ॥*

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু র্বিটঙ্কিতঃ ক্ষুদ্ররূপেণ ॥ * ॥

মহিমাধার সার প্রচারঃ। যদপিচ নাতিবিশুদ্ধা তদপি চ সদ্ভিঃ কৃপাপূরী কার্য্যা। দুর্গমসঙ্গমনীয়ং নৌকৈবাস্যামৃতাম্ভোধেঃ ॥

॥ * ॥ সমাপ্তেয়ং টীকা তেষামেব প্রীতয়ে ভবতু ॥ * ॥

সংখ্যা ৬৯৬৯। মূলং ৩৩১৫। টীকা ৩৬৪৪ ॥

আমি রূপ অতি ক্ষুদ্র হইয়া রাম, অঙ্গ ও ইন্দ্র গণিতে অর্থাৎ ১৪৬৩ শাকে গোকুলে অবস্থিত হইয়া এই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুকে সুন্দর রূপে উট্টঙ্কিত করিলাম ॥

সন ১২৯৮ সাল ১ জ্যৈষ্ঠ।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

সমাপ্ত ॥